বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

১৩১৭ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারিগণ

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি. এল্‌—সভাপতি।
মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কার্য্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি, এল, ঐ
,, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি. এস্‌ সি ; পি এইচ, ঐ
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌, এ—সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক।
,, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্‌, এ ঐ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ঐ
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ঐ
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌ এ, বি এল্‌ এটর্ণি—ধনরক্ষক।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ—গ্রন্থ-রক্ষক।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ—ছাত্র-সভা-পরিদর্শক।
,, গৌরীশঙ্কর দে এম্‌, বি,এল্‌—আয়-ব্যয় পরীক্ষক।
,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ঐ

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ।

নির্ব্বাচিত সভ্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌. এ, পি এইচ, ডি,
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
কুমার ,, শরৎকুমার রায় এম, এ।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌, এ।
,, দেবকুমার রায় চৌধুরী।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
রায় ,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।

মনোনীত সভ্য।

,, মন্মথমোহন বসু বি, এ।
,, বিহারীলাল সরকার।
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ।
,, চারুচন্দ্র বসু।

পুথিসংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
চিত্রপরিদর্শক—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা।

রক্ষকত্রয়, পুথিসংগ্রাহক এবং চিত্রপরিদর্শক ব্যতীত অন্য [illegible]
সভ্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

কাতন্ত্র-ব্যাকরণ *

সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কাতন্ত্র অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কাতন্ত্রসূত্রকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাতন্ত্র ব্যাকরণ শালিবাহন রাজার নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছিল। শ্রীমৎসুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে বলিয়াছেন—

"রাজা কশ্চিন্ মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ
সিঞ্চংস্তাং ব্যাজ্রতোঽসাবতিসলিলতয়া মোদকং দেহি রাজন্।
মূর্খত্বাত্তন্ন বুদ্ধা স্বরঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো
রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃ সা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেনং জগর্হ॥

পুরা কিল শ্রীশালিবাহনাভিধানবসুধাধিপং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং প্রতিশ্রুতবতা ভাগবতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যেণ কুমারাভিধানো ভগবান্ ভবানীসুতঃ তপসা সমারাধিতঃ। স চ তদারাধনাধীনতামুপগতঃ সন্ নিজব্যাকরণজ্ঞানমাবির্ভবয়িতুং পঞ্চপাদরূপং সূত্রমিদমাদিদেশ।"

একরাজা মহিষীর সহিত সরোবরে জলখেলা করিতে গিয়াছিলেন। খেলার একটী অঙ্গ এই ছিল যে, রাজা রাণীর গায়ে এবং রাণী রাজার গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন। একবার রাজা বড় বেশী জল দিলেন। রাণী সংস্কৃতে বলিলেন, 'মোদকং দেহি' অর্থাৎ জল দিও না। মূর্খ রাজা মা+উদকং এই স্বর-সন্ধি না বুঝিতে পারিয়া মোদক অর্থাৎ মোয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতমানিনী রাজ্ঞীর বড় রাগ হইল। তিনি পতির পূজনীয়তা ভুলিয়া গিয়া, নরপতিকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন।

এইরূপ শোনা যায় যে পূর্ব্বে শালিবাহন নামক রাজাকে তাড়াতাড়ি ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ভবানীসুত কুমারের আরাধনার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনার বশীভূত হইয়া, স্বকীয় ব্যাকরণ জ্ঞান প্রকাশিত করিবার জন্য 'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ' এই পঞ্চপাদরূপ সূত্রটীর বিধান করিয়াছিলেন।

---

* গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ কথাসরিৎসাগরে এই উপাখ্যানটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় শালিবাহনের বদলে সাতবাহন এইরূপ নাম আছে। উপাখ্যানটি এই—

গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠাননগরে সাতবাহন নামক রাজা ছিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। একদা সাতবাহন বসন্তোৎসবের সময় দেবীকৃতি নামক অলৌকিক উদ্যানে নিজ পরিজন সহ সলিলবিহার করিতেছিলেন। রাণীদের মধ্যে বিষ্ণুশক্তির দুহিতা বিশেষ পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া রাজাকে সংস্কৃতভাষায় জল দিতে নিষেধ করিলে, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাণী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন। রাজা মনস্তাপে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। সাতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন "উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, লোকে কত-দিনে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারে?" গুণাঢ্য বলিলেন "বার বৎসরে সর্ব্ববিদ্যার মুখস্বরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু আমি মহারাজকে ছয় বৎসরে শিখাইব।" ইহা শুনিয়া সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন "মহারাজ, আপনার সুখের শরীর, আপনি কিরূপে এত ক্লেশ সহ্য করিবেন? আমি আপনাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইয়া দিব।" এই অসম্ভব কথা শুনিয়া গুণাঢ্য রুষ্ট হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, তুমি যদি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা এই তিনই ত্যাগ করিব। যদি আমি প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হই, তবে বার বছর তোমার জুতা মস্তকে বহন করিব।"

সর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন; এবং অবশেষে স্থির করিলেন যে স্বামিকুমার ভিন্ন আর গতি নাই। তিনি সেই দিনই শেষরাত্রে দক্ষিণাপথের স্বামিকুমারের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে প্রসন্ন করিলেন। কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" এই সূত্রটী উচ্চারণ করিলেন। এইটীই কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। সর্ব্ববর্ম্মা মানবসুলভ চপলতাবশতঃ "তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ" এই ২য় সূত্রটী নিজে রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকেয় ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমগ্র ব্যাকরণখানি তোমায় বলিয়া দিই। কিন্তু তুমি তাহা বলিতে দিলে না। তুমি যদি এইরূপে আমার কথায় বাধা না দিতে, তবে এই তোমার ব্যাকরণ পাণিনীয়কে পরাজিত করিত। যাহা হউক, এই ব্যাকরণ ক্ষুদ্রকলেবর বলিয়া কাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার বাহন ময়ূরের পাখার নাম অনুসারে ইহার আর এক নাম হইবে কলাপ।"

সিদ্ধমনোরথ হইয়া সর্ব্ববর্ম্মা শীঘ্রই বাড়ী ফিরিলেন, এবং কার্ত্তিকেয়ের বরপ্রভাবে সাত-বাহনকে অচিরাৎ পণ্ডিত করিয়া দিলেন। সাতবাহন সন্তুষ্ট হইয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ, তাঁহাকে নর্ম্মদাকূলবর্ত্তি ভরুকচ্ছ নামক জনপদের অধিপতি করিয়া দিলেন। আর যাহার মধুর ভর্ৎসনায় নিজের বিদ্যাবিগম হইল, সেই বিদুষী বিষ্ণুশক্তিতনয়াকে, পট্টমহিষী করিলেন।

উপরি লিখিত বিবরণ অনুসারে কুমার বা কার্ত্তিকেয় কেবলমাত্র প্রথম সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইটী সূত্রই কার্ত্তিকেয় প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে, "অতএব কুমারেণৈবং সূত্রিতম্ 'সিদ্ধো বর্ণো সমাম্নায়ঃ' 'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ' ইতি।" (২। ২। ৪। ৪)। বস্তুতঃ কুমার একজন মানুষ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি কাতন্ত্র-সম্প্রদানের মূল বা প্রধান গ্রন্থকার। তাঁহারই নাম অনুসারে কাতন্ত্রকে কৌমার ব্যাকরণ বলে। হইতে পারে যে, বর্ত্তমান কাতন্ত্রের অনেকগুলি সূত্র সেই প্রাচীন কৌমার ব্যাকরণ হইতে অবিকল বা ঈষদ্বক্রভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে কলাপের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে সূত্রপাঠ উপলব্ধ হয়, তাহা পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত সূত্রপাঠ হইতে ভিন্ন রকমের।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ কিঞ্চিদধিক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে তৎপ্রণীত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "পণ্ডিতেরা বলেন যে চান্দ্র ব্যাকরণ পাণিনীয়ের এবং কলাপ ঐন্দ্রের অনুরূপ। সপ্তবর্ম্মন্ নামক এক ব্রাহ্মণ ষড়াননের নিকট ঐন্দ্র ব্যাকরণ জানিতে চাহিলে কার্ত্তিকেয় "সিদ্ধো বর্ণ সমাম্নায়ঃ' বলিয়া আরম্ভ করিলেন।" তারনাথ আরও বলেন "যে অনেকে ভ্রমক্রমে সপ্তবর্ম্মনকে সর্ব্ববর্ম্মন্ বা ঈশ্বরবর্ম্মন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" এই মতে কাতন্ত্রই ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং কৌমার ব্যাকরণ। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে সংস্কৃতে কোথাও কাতন্ত্রার্থে ঐন্দ্র শব্দ পাই নাই।

কথাসরিৎসাগরের যে উপাখ্যানটীর সার উপরে সঙ্কলিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায় যে তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং দেশ-ভাষা এই তিনেরই চলন ছিল। কথাসরিৎ-সাগরের অন্যান্য স্থান হইতেও জানা যায় যে, সাতবাহন নন্দের সমসাময়িক। তারনাথের বিবরণ অনুসারে সপ্তবর্ম্মন্ কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক লোক। কথাসরিৎসাগর গল্পের বহি, ইতিবৃত্ত নহে। কিন্তু গল্পগুলি ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নহে। উহার ভিত্তি—জনশ্রুতি এবং জনশ্রুতি প্রায় একেবারেই অমূলক নহে।

নন্দের সময়ে দাক্ষিণাত্যে তিন রকম ভাষা ছিল, ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। কথাসরিৎ-সাগরের মতে পাণিনি, বররুচি, কাত্যায়ন, সর্ব্ববর্ম্মা, গুণাঢ্য ও ব্যাড়ি, ইহারা সকলেই নন্দের সমকালীন। কিন্তু পাণিনি ও সর্ব্ববর্ম্মা এক সময়ের গ্রন্থকার হইতেই পারে না। পাণিনীয় ভাষা ও সর্ব্ববর্ম্মীয় ভাষা এক নহে। পাণিনির সময় সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল। সর্ব্ববর্ম্মের সময় সংস্কৃত মৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল, এ বিষয় বহু প্রমাণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে একটী প্রমাণ পূর্ব্বে কেহ দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, ঐ প্রমাণটী নিম্নে দেওয়া গেল। পাণিনির সমাসপ্রকরণ এবং সর্ব্ববর্ম্মের সমাসপ্রকরণ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, পাণিনির সমাসগুলি কথ্যভাষায় সমাস, আর কাতন্ত্রের সমাসগুলি মৃত ভাষায় সমাস।

আধুনিক সংস্কৃতে, সামর্থ্য বা অন্বয় থাকিলে প্রায় যে কোন পদের সহিত অন্য যে কোনও

পদের সমাস হইতে পারে। কিন্তু পাণিনির সময়ে এইরূপ ছিল না। তাই পাণিনি, কোন্ কোন্ স্থলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, কোন্ কোন্ স্থলে তৃতীয়া তৎপুরুষ এবং কোন্ কোন্ স্থলেই বা চতুর্থী তৎপুরুষ প্রভৃতি হইবে, তাহা বাছিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল স্থল ভিন্ন অন্যত্র ঐ সকল সমাস করিলে ভুল হইত। সকল কথা-ভাষায়ই এইরূপ সমস্ত পদ-গঠনের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ঐ নিয়মলঙ্ঘন করিলে, তাৎকালিক লোকের কাণে না বাজিত এমন নহে, তবে ভাষা যখন সাধারণের কথাভাষা থাকে না, তখন ঐরূপ ভুল করিলে উহা সহজে ধরা পড়ে না। তাই সর্ব্ববর্ম্মার সময় সমাসের একটা বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। পাণিনি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র করিলেন—

সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ ২।১।৪০।

সিদ্ধশুষ্কপক্কবন্ধৈশ্চ।২।১।৪১।

আরও কতকগুলি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র আছে, কিন্তু এই দুইটীই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গণপাঠে শৌণ্ডাদিগণে শৌণ্ড, ধূর্ত্ত, কিতব, ব্যাড়, প্রবীণ, সংবীত, অন্তর, অধি, পটু, পণ্ডিত, কুশল, চপল ও নিপুণ এই ত্রয়োদশটী শব্দ পঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধ, শুষ্ক, পক্ক, ও বন্ধ শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে ভাষা যখন একটু বদলিয়া গেল, তখন এতদ্ভিন্ন অন্য শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ হইতে লাগিল। মুগ্ধবোধের টীকায় সাহসিক, দক্ষ ও চতুর শব্দও শৌণ্ডাদিগণে পঠিত হইয়াছে। টীকাকার দেখিলেন যে, সাহসিকাদি তিনটী ভিন্ন আরও বহু শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ হয়। তিনি বলিলেন "পরে শিষ্টপ্রয়োগতঃ" অর্থাৎ শিষ্টপ্রয়োগ অনুসারে আরও ৭মী তৎপুরুষ হইতে পারে। এই জন্যই মুগ্ধবোধের টীকায় শৌণ্ডাদিকে আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। পাণিনিতে কিন্তু শৌণ্ডাদি আকৃতিগণ নহে। পাণিনির সময়ে সাহসিকাদি শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ করিলে ভুল হইত। রঘুবংশের ৩য় সর্গে প্রিয়ানুরাগ, অরিষ্ট-শয্যা, আলেখ্য-সমর্পিত, নিবাত-পদ্ম প্রভৃতি পদগুলি কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধাদির মতে শুদ্ধ, কিন্তু যখন সংস্কৃত কথা-ভাষা ছিল, (অর্থাৎ যখন "সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ" সূত্র প্রথম প্রণীত হইয়াছিল), তখন কালিদাস এইরূপ সংস্কৃত লিখিলে, লোকে তাঁহাকে 'অর্বাচীন সংস্কৃত' বলিয়া ঠাট্টা করিত, সন্দেহ নাই।

পাণিনি বলিলেন—

দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ। ২।১।২৪

অর্থাৎ শ্রিত প্রভৃতি সাতটী শব্দের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। পাণিনির পরবর্ত্তী বার্ত্তিককার কাত্যায়ন দেখিলেন যে, এ তালিকায় আর কুলায় না; শ্রিতাদি সাতটী ভিন্ন গমী প্রভৃতি আরও কয়টীর সহিত ২য়া তৎপুরুষ হয়। তাই বার্ত্তিক হইল

গমিগাম্যাদীনাম্ উপসংখ্যানম্।

এখানে গমী এবং গামী শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু কতগুলি শব্দ যে গম্যাদির মধ্যে গণ্য তাহা ঠিক করা দুরূহ। তাই মুগ্ধবোধের টীকায় ইহাকেও (শ্রিতাদি বা অশ্রিতাদিগণকে)

আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। অন্যথা 'বিপ্রায় বেদবিদুষে' (ভাগবত), সুখেপ্সু, দ্বিবর্দ্ধীর্য্য, নিয়াকরিষ্ণু, হংসমণ্ডল, দ্যুতিবিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োগ অসাধু হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যে সময়ে "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিত—২।১।২৪" সূত্র রচিত হইয়াছিল, তৎকালে এ সকল প্রয়োগ চল ছিল না। পরে ভাষা বদলিয়া গিয়া, এই গুলি চল হইয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যাকরণের সূত্র বদলাইতে হইয়াছে। তাই সর্ব্ববর্ম্মা দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করিলেন না। তিনি বলিলেন—

বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমাস্যন্তে সমাসোহি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ॥

আধুনিক পাণিনীয়েরা এবিষয়ে বলেন যে, 'সহ সুপা' (২।১।৪) এই সূত্রদ্বারা পাণিনীয়ে তত্তৎপ্রকরণে অনুক্ত বিশেষ বিশেষ সমাস করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে সুখেপ্সু, বেদ-বিদ্বান্ এবং প্রিয়ানুরাগ প্রভৃতি 'সহসুপেতি' সূত্রদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে মহা-ভাষ্যের উক্তি এই—

যস্য সমাসস্য অন্যল্লক্ষণং নাস্তি ইদং তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতি।

আর কোন কোন পাণিনীয় বলেন যে, বেদং বিদ্বান্ বেদবিদ্বান্ এইটী দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, এবং প্রিয়ায়ামনুরাগঃ প্রিয়ানুরাগঃ এটী ৭মী তৎপুরুষ। পাণিনির কোন্ সূত্রের মতে এই সকল সমাস হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বড় গোলে পড়েন। অগত্যা বলেন যে, 'দ্বিতীয়া-শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' একটী অখণ্ড সূত্র নহে। এটী দুইটী সূত্রের সমষ্টি; (১) দ্বিতীয়া (২) শ্রিতাতীত। (১) সূত্রের অর্থ এই যে, দ্বিতীয়ার সমাস হয়। অর্থাৎ যে কোনও স্থলে, সাধারণ বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইতে পারে মনে হইবে, বিশেষ নিষেধ না থাকিলে, তথায়ই ২য়া সমাস হইবে। এইরূপ এক সূত্রকে ভাঙ্গিয়া অনেক সূত্রে পরিণত করার নাম যোগবিভাগ। যদি পাণিনির এইরূপ যোগবিভাগ করাই অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি শ্রিত প্রভৃতি পাঁচটী শব্দ নিরর্থক দিলেন কেন? কেবল দ্বিতীয়া এই সূত্র করিলেই ত হইত। আবার পাণিনির সময়ে যদি বেদবিদ্বান্ বা সুখেপ্সু সাধু প্রয়োগ হইত, তবে তিনি অনায়াসে "প্রাপ্তাপন্নাপ্তৈঃ" বলিতে পারিতেন। অতএব যোগবিভাগ অপাণিনীয়। উহা আধুনিক অনৈতিহাসিক পণ্ডিতের কল্পনার ফল। এই কারণেই 'সুখেপ্সু' প্রভৃতিকে "সহ সুপা"র ঘাড়েও চাপান যায় না *। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের যদি ঐতিহাসিক লক্ষ্য থাকিত, তবে

---

* যে সমাসের অন্য লক্ষণ নাই, 'সহ সুপা'ই তাহার লক্ষণ হইবে—এই মহাভাষ্যের উক্তির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বং ভূতঃ ভূতপূর্ব্বঃ প্রভৃতি যে সকল সমাসের জন্য কোন সাধারণ লক্ষণ নাই উহা এই সূত্রের বিষয়; সপ্তমী তৎপুরুষের সাধারণ লক্ষণ রহিয়াছে, অতএব উহা সহ সুপার মধ্যে যাইবে না, যাইলে শৌণ্ডাদির পরিগণন অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়। আর কোনও প্রামাণিক টীকাকারও পাণিনিতে অপরিগণিত কোন ২য়া বা ৭মী সমাস 'সহ সুপার' অন্তর্ভূত বলিয়া লিখেন নাই।

তাঁহারা কখনই পরবর্ত্তী কালের সমস্ত ব্যাকরণ পাণিনির উপর চাপাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। পরবর্ত্তী সমস্ত বৈয়াকরণই এ বিষয়ে সর্ব্ববর্ম্মার অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক পাণিনীয়েরাও যোগবিভাগ স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ কাতন্ত্রেরই অনুসরণ করেন। বিশেষতঃ অধুনা প্রচলিত কাব্যপুরাণাদিতে অপাণিনীয় (যোগবিভাগ না মানিলে) বহুসমাস উপলব্ধ হয়। তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, সর্ব্ববর্ম্মা ও পাণিনির সময়ে সংস্কৃত ভাষার একই আকার ছিল না। বস্তুতঃ ভাষা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, পুরাণের ভাষা, তন্ত্রের ভাষা এক নহে। অতএব পাণিনির পরও ভাষা বদলাইয়াছে বলিব না কেন? এ বিষয়ে আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পাণিনির মতে 'বেমুঃ' পদটী ভুল, কিন্তু চণ্ডীতে উহার প্রয়োগ আছে, তাই বোপদেব "বেমুঃ" সাধিবার সূত্র দিয়াছেন। সুভ্রূ প্রাতিপদিকের সম্বোধনে 'সুভ্রু' এই হ্রস্বউকারান্ত পদ পাণিনি বা সর্ব্ববর্ম্মার মতে হইতে পারে না। কিন্তু ভট্টিতে ও কুমারসম্ভবে 'সুভ্রু' পদ উপলব্ধ হয়। ভট্টোজি লিখিলেন "প্রমাদ এবায়মিতি বহবঃ"। বস্তুতঃ যখন সংস্কৃত কথা-ভাষা ছিল, তখন ইহা প্রমাদ বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু কালিদাসাদি ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব বোপদেব সুভ্রু পদকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে লৌকিক "অনেনং" পদও বোপদেব স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম 'ক্ষ'কারকেও বর্ণমালায় স্থান দিয়াছেন। "উক্তঃ ক্ষ। বর্ণমালায়াং মহাজোপচিকীর্ষয়া"।

কিন্তু একটু কথা আছে। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষার বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতে বিবেচিত হয় যে, পাণিনির অব্যবহিত পরেই, সংস্কৃত ভাষা আর কথা-ভাষা রহিল না। তখন একমাত্র পণ্ডিতেরাই সংস্কৃতে আলাপাদি করিতে পারিতেন এবং সেই জন্য ভাষার বেশী বদল হয় নাই। অশিক্ষিত লোকের ভাষা শীঘ্র বদলাইয়া যায়। পণ্ডিতদের ভাষার তাড়াতাড়ি বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না।

কাতন্ত্র-ব্যাকরণের মূল সূত্রাংশ অতি লঘু কলেবর। মোট ৮৫৫ আটশত পঞ্চান্নটী সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে।* উহাতেই সংস্কৃত ভাষার অত্যাবশ্যক সন্ধি, নাম, কারক, সমাস, তদ্ধিত ও আখ্যাত উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ লৌকিক-ভাষা সুচারুরূপে বুঝিবার জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎপ্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই, কারণ কৃৎ-প্রকরণ না জানিলেও ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে। সূত্রগুলি অতি কোমল ভাষায় গ্রথিত, পড়িলেই অর্থ-গ্রহ হয়। এই সকল কারণে মনে হয়, কাতন্ত্র বস্তুতঃই কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ নৃপতির জন্য বিরচিত হইয়া থাকিবে। যাঁহাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত নহে (সাতবাহনের এবং আমাদের) এবং যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্য প্রভূত সময় ক্ষেপণের সম্ভাবনা নাই (বাজার এবং ইংরাজি স্কুলের ছাত্রদের) তাহাদের জন্য যে কাতন্ত্র ব্যাকরণ যোগ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* পাণিনিতে প্রায় চারি হাজার এবং মুগ্ধবোধে প্রায় বারশত সূত্র আছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎ-প্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন সেই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত কাতন্ত্রে কৃৎপ্রকরণ জুড়িয়া দিয়াছেন।

বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ ন কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে ॥

প্রামাণিক টীকাকার দুর্গসিংহ এবং পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন "কাত্যায়নেন বররুচিনা"। সুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে লিখিয়াছেন "কাত্যায়নো মুনি বররুচি শরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং প্রণীতবানিতি কিংবদন্তী"। এই কিংবদন্তীর মূল কোথায়? হইতে পারে যে, লোকে বররুচির ব্যাকরণ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককারের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপেই বোধ হয়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সুরেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। বোধ হয় রাজবল্লভের সম্বন্ধে শ্রীউৎপাদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেইরূপ বলিয়াছিলেন।

"দ্বাপরে তু জরাসন্ধঃ ইদানীং রাজবল্লভঃ।"

হইতে পারে, কাত্যায়ন বররুচির নামান্তর বা উপাধি মাত্র।

বররুচি কাতন্ত্রের আদ্যবৃত্তিকৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম টীকাকার। এই আদ্যবৃত্তিই সুপ্রসিদ্ধ দুর্গবৃত্তি নামে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। কবিরাজের মতে, এই আদ্যবৃত্তিকার বররুচি এবং কৃৎসূত্রগ্রথক কাত্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি (কলাপচন্দ্র বা কবিরাজ ৪।১।২০; ৩।২।২৮ (২০-২১); ২।৩।৪৮)। বররুচির বৃত্তি গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু উঁহার প্রথম শ্লোকটী বৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বকীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া উহাকে অমর করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকম্ ॥

এই শ্লোকটী দুর্গসিংহের নহে—ইহা বররুচির রচিত*। প্রমাণ নমস্কার-শ্লোকীয় কলাপচন্দ্র "ননু বররুচিশ্লোকোঽয়ং কথময়ং চকারেত্যুক্তম্"।

কাতন্ত্রের দ্বিতীয় টীকাকার দুর্গসিংহ। আজকাল দুর্গসিংহের বৃত্তি এবং সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের মূলসূত্রই কাতন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃত্তিকার স্বকীয় গ্রন্থে কাতন্ত্রের অসম্পূর্ণাংশের পূরণের জন্য অনেক সূত্র করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক স্থলে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কাতন্ত্রের অল্পসংখ্যক সূত্র দ্বারাই ব্যাকরণের আবশ্যক সমস্ত কাজ চলিতে পারে। বস্তুতঃ কাতন্ত্রের বাজে সূত্রগুলি ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্ববর্ম্মা স্বকীয় বুদ্ধির অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র এবং দুর্গসিংহের বৃত্তি, এই তিনে সংস্কৃত

---

* ১৩১৫ সালের পৌষমাসের বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে দেবদেব শ্লোকটীকে দুর্গসিংহের বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই শ্লোকটী যে বররুচির তাহা বলিয়া দেন নাই। ঐরূপ বলিয়া দিলে প্রবন্ধের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইত

ব্যাকরণের এক খানি ছোট বহি বা হেণ্ড বুক (hand-book)। উহার দ্বারা ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের সমস্ত কাজ উহার দ্বারা চলে না। মনে করুন্, এক ব্যক্তি ছেলে বেলা কাতন্ত্র পড়িলেন; কিন্তু বড় হইয়া দেখিলেন যে, উহা দ্বারা সকল কাজ চলে না, তখন তিনি কি করিবেন? তিনি অবশ্য পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী পড়িবেন। কিন্তু উহা বড় কঠিন। পাণিনি পড়িতে হইলে, নূতন করিয়া পরিভাষাদি শিখিতে ত' হইবেই, কিন্তু কেবল পরিভাষা শিখিলেই চলিবে না। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি, বিশেষতঃ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এরূপ ভাবে লিখিত, যে উহার আদ্যোপান্ত না পড়িলে, কোন অংশই সুচারুরূপে বুঝা যায় না। আধুনিক প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদী অবশ্য সেরূপ নহে; সংস্কৃত ভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উহাদিগকে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কাতন্ত্রের বহুল প্রচার ছিল, তখন প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর জন্ম হয় নাই। কাজেই যাঁহারা কাতন্ত্র পড়িতেন, তাঁহারা ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ হইতে চাহিলে, বড় বিপদে পড়িতেন; প্রথমে কাতন্ত্র পড়িয়া পরে মূল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে হইত। একই জিনিষ দুইবার পড়িতে হইত। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট রচনা করেন। কাতন্ত্রপরিশিষ্টে আখ্যাত নাই। এই জন্য ত্রিলোচন দাস আখ্যাত লিখেন। সর্ব্ববর্ম্মসূত্র, কাত্যায়নসূত্র, শ্রীপতি-সূত্র ও ত্রিলোচন-সূত্র এই চারি ভাগ এবং উহার বৃত্তি পড়িলে লৌকিক ব্যাকরণের কোন কথাই অজানা থাকে না। আবার দুর্গসিংহের বৃত্তির ব্যাখ্যা টীকা ও পঞ্জী এবং পঞ্জীর টীকা কবিরাজ (বা কলাপচন্দ্র) পড়িলে শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। যাঁহারা বৈয়াকরণ হইতে চান, তাঁহারাও উল্লিখিত কাতন্ত্রপ্রস্থান পড়িলে পাণিনির মুখাপেক্ষী হন না। আর যাঁহারা মোটামুটি ব্যুৎপত্তি চান, তাঁহারা কেবল মাত্র সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র ও দুর্গসিংহের বৃত্তি পড়িতে পারেন। এইটীই কাতন্ত্রের অন্যাসাধারণ গুণ। আজ কাল কেহ কেহ ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণমালা প্রণয়নের পক্ষপাতী (graduated series of Sanskrit Grammars); প্রস্থান ঐরূপ একটী ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণশ্রেণী। কাতন্ত্রের মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত সন্ধি প্রকরণে মুগ্ধবোধ বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অতি বিস্তৃতি নাই, কেবল মাত্র আবশ্যক সন্ধিগুলি দেওয়া হইয়াছে। পরে যদি কাহারও সন্ধিতে বিশেষজ্ঞ হইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি মূল-ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া পরিশিষ্ট পড়ুন। ইহাই আধুনিক প্রণালী-সম্মত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধি শিখিলাম, কিন্তু নামপ্রকরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল, এইরূপ আপত্তি কাতন্ত্রের বেলায় খাটে না। কাতন্ত্র এক খান ব্যাকরণ নহে। উহা একটী ব্যাকরণের শ্রেণী (Series); উহাতে প্রথমে সহজ সহজ সন্ধি, প্রাতিপদিকের রূপ (declension) কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত বা ধাতুরূপ শিখান হয়। পরে, কৃৎ-প্রকরণ শিখাইয়া বলা হয় যে "তোমার মোটামুটি ভাষাজ্ঞান হইয়াছে। এখন কি তুমি আরও ব্যাকরণ পড়িতে চাও, শাস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করিতে চাও। যদি শাস্ত্রান্তর পড়িতে চাও, ভয় নাই; কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন, কি গণিত,

কি আয়ুর্ব্বেদ, তুমি যে শাস্ত্রই পড়িতে চাও, দেখিবে, তাহার ভাষাই তোমার নিকট অবারিত দ্বার; যদি কোথায়ও ঠেকে টীকা ও পরিশিষ্ট দেখিয়া লইও। তজ্জন্য আর নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যা-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আর যদি বৈয়াকরণ হইতে চাও, তবে পরিশিষ্ট পড়, পঞ্জী পড়, টীকা পড়, কবিরাজ পড়, গোপীনাথ পড়, কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট পড়,—তুমি কোথাও ঠেকিবে না। বৈয়াকরণের এমন কোনও সিদ্ধান্ত নাই, যাহা তোমার অজ্ঞাত থাকিবে; কিন্তু তুমি বেদ পড়িতে পারিবে না। বেদ পড়িতে হইলে, তোমাকে প্রাতিশাখ্য পড়িতে হইবে, পরে টীকা প্রভৃতির সাহায্যে এক খানি ছোট খাট ব্যাকরণ পড়িয়া লইতে হইবে।*

আজ কাল কেহ কেহ পাণিনি ব্যাকরণের অতিমাত্র পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বত্রই পাণিনি চলা উচিত। তাঁহারা প্রায়ই কলাপ ব্যাকরণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বোধ হয়, এই মতাবলম্বীরা অনেকেই অবকাশের অভাবে কলাপের সহিত পাণিনি বা অন্য ব্যাকরণের তুলনা করিয়া পড়েন নাই। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন একবার পাণিনি, কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ তুলনা করিয়া পড়েন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, নামে কাতন্ত্র হইলেও, ব্যাকরণখানি একেবারে তুচ্ছ নহে, এবং বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ান হয়, তাহাদের সংস্কৃতের জন্য কাতন্ত্রই প্রকৃত ব্যাকরণ। বেদাদি পড়িতে হইলে, পাণিনির আবশ্যক। ঐতিহাসিক ভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতে হইলে, পাণিনি, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ তিনই পড়া আবশ্যক; কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী নহে। মহাভাষ্য, মহাভাষ্যপ্রদীপ, কাশিকা, পদমঞ্জরী, মাধবীয় ধাতুবৃত্তি,—এই সকলই পাণিনি পড়িবার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কোনও সুপণ্ডিত "মনোরমাকুচমর্দ্দিনী" ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন, তবে ব্যাকরণের অনেক রহস্য মীমাংসিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী, বালমনোরমা, প্রৌঢ়মনোরমা ও শব্দকৌস্তুভ যে উপেক্ষণীয়, তাহা বলিতেছি না; তবে আজকাল অনেকে কার্য্যতঃ ভট্টোজিকে পাণিনি বলিয়া ভ্রম করেন, তাই এত কথা লিখিলাম।

কেহ কেহ বলেন, পাণিনি আদি বৈয়াকরণ—ভাষাবিজ্ঞানের আদি-গুরু। পাণিনি পড়িয়াই য়ুরোপে প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। পাণিনি আদি বৈয়াকরণ নহেন। তদীয় সূত্রে দশ জন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম আছে (শাকল্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, গার্গ্য ইত্যাদি)। সত্য বটে পাণিন্যুপজ্ঞং ব্যাকরণম্—এইরূপ একটী কথাও প্রচলিত আছে; কিন্তু এই কথার প্রামাণ্যানুসারে পাণিনিকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়া ধরিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, বর্ত্তমান অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি মুনি রচিত নহে; কেন না, আদি-বৈয়াকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের নাম কোথায় পাইলেন? যেমন মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত—মনুর লেখা নহে—তেমনি, এই মতে, অষ্টাধ্যায়ীও পাণিনির লেখা নহে।

---

* বর্দ্ধমানস্থ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া"র দ্বারা বেদের ব্যাকরণের অনেক কাজ হইবে; কিন্তু আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতেরা শীঘ্র উহা গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা নাই।

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
এতানি চতুর্দ্দশমহেশ্বরসূত্রাণি অণাদিসংজ্ঞার্থানি।"

এইরূপ বাক্যগুলি পাণিনিকে মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের নিকট ঋণী করিতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন, এখানে মহেশ্বর অর্থ মহাদেব, উহা কোনও মানুষ বৈয়াকরণের নাম নহে। এবিষয়ে একটী কারিকাও আছে,—

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

ইহার অর্থ এই,—মহাদেব নটরাজরাজ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকারী। একদা তিনি নৃত্যের পর, সনকাদি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য চতুর্দ্দশবার ঢাক বাজাইয়াছিলেন। মনে হয়, এই ঢক্কার শব্দই শিবসূত্ররূপে পরিচিত হইয়াছে।

যে বৈয়াকরণ প্রথমে এই কারিকাটী বাঁধিয়া ছিলেন, তিনি বেশ সুরসিক কবি ছিলেন, সন্দেহ নাই। হয়ত একদিন তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে "শিবসূত্রগুলি কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আরে এগুলি মহাদেবের সূত্র। মহাদেব একদিন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময় সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল আরও কত ঋষিরা আসিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে জ্ঞান দাও। আমরা মোক্ষ চাই। আমরা নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু মোক্ষ তো আর যে সে জ্ঞানে হয় না। সংস্কৃতমূল বেদান্ত বা উপনিষৎ না পড়িলে মুক্তি হয় না। কাজেই মহাদেব ভাবিলেন, আচ্ছা, ইহাদিগকে দেবভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি বলিয়া দিই, ইহারা বাড়ী গিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যাকরণ পড়িয়া লইবে। কিন্তু মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য যে সে কাণ্ড নয়। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী কম্পিতা হয়। প্রমাণ মুদ্রারাক্ষস। মহাদেব এহেন বিরাট বিকট নৃত্যের পর পরিশ্রান্ত হইলেন।০ এইরূপে গলদ্ঘর্ম্ম মহাদেব ইচ্ছা করিলে সনকাদিকে "কাল এসো" বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু আশুতোষের তেমন প্রকৃতি নয়। তাঁহাকে ধরিলে আর কেহ নিষ্ফল মনোরথ হয় না। পরিশ্রান্ত মহাদেব, অ ই উ ণ্ ঋ ৯ ক্ এতগুলি অক্ষর আওড়াইতে ক্লেশ বোধ করিয়া, ঢাকে চৌদ্দটী ঘা মারিলেন! তাতেই অণ্, ঋণ্, এচ্, হল্ প্রভৃতি চৌদ্দটী শব্দ হইল।" এখন টোলের ছাত্রেরা যতই খুঁটিনাখুরে (uncritical) হউন্ না কেন, তাঁহারা একটা না একটা প্রমাণ না পাইলে কিছুই গ্রহণ করেন না। ছাত্রেরা বলিলেন "মহাশয়, এত কথা যে বলিলেন, তাহার প্রমাণ কি?" গুরু বলিলেন শোন,—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাম্ ইত্যাদি

ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হইলেন। সংস্কৃত শ্লোক শুনিলে কে না সন্তুষ্ট হন? কাহার না প্রমাণ-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়? গুরু শেষকালে একটু কারিগরি করিলেন; বলিলেন "এতদ্

বিমর্শে শিবসূত্রজালম্" অর্থাৎ আমি মনে করি, ইহাই শিবসূত্রজাল। গুরুর এই কারিগরিটুকু ছাত্রেরা বুঝিলেন না। তদবধি কেহই ইহা বুঝে না। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

যাক্। এই রসিকতার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের অস্তিত্ব-লোপ করিয়া, ব্রাহ্মণবধের ভাগী হইতে চাই না। এদেশে একটী অতি প্রাচীন বহু-প্রচারিত কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহেশ নামক ব্যাকরণ ছিল, পরে তাহার সংক্ষেপ হইয়া পাণিনি, এবং পাণিনির ছায়াবলম্বনে কাতন্ত্র ও কাতন্ত্রের ছায়া লইয়া মুগ্ধবোধ রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাণিনির পর কাতন্ত্র এবং কাতন্ত্রের পর মুগ্ধবোধ এইটুকু সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রমাণিত সত্য। মহেশ্বরের পর পাণিনি এইটুকু কি মিথ্যা? প্রসিদ্ধ টীকাকার নরসিংহচক্রবর্ত্তী চণ্ডীর টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্‌ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

এই শ্লোকের মতে মাহেশ ব্যাকরণ সমুদ্র, পাণিনি গোষ্পদ; আর মাহেশ ব্যাকরণ ব্যাসের সময় প্রচলিত ছিল; সুতরাং আমাদের মতে মহেশ্বর বা মহেশ (যেমন আধুনিক গঙ্গেশ্বর বা গঙ্গেশ—তত্ত্বচিন্তামণিকার) একজন পূর্ব্বকালের মানুষ বৈয়াকরণের নাম। বোধ হয়, তিনিই প্রথমে ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পাঠক্রম ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে হ য ব র ল চালাইয়াছিলেন। অধুনা যে চতুর্দ্দশটী সূত্র পাণিনি-মস্তকের মুকুটস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, উক্ত সূত্রগ্রথনের অসাধারণ কৌশলের কথা ভাবিলে, আমরা মহেশ্বরের অলৌকিক প্রতিভায় আরও বিস্মিত হইয়া পড়ি।*

এতক্ষণে প্রমাণিত হইল যে পাণিনি আদি-বৈয়াকরণ নহেন। পাণিনীয় পড়িয়া বপ্, গ্রিম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, এ কথাও সত্য নহে। এই সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতভাষা শিখিয়া, সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন্, আংগ্লো-শাক্সন্, প্রাচীন জর্ম্মন্, প্রভৃতির তুলনা করিয়া, ভাষাবিজ্ঞানের মূলপত্তন করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের কোন কোন সূত্র পাণিনীয়ে থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান কোন বিশিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ নহে। পাণিনিও সংস্কৃত ভাষার এক অবস্থার ব্যাকরণমাত্র। অনেকগুলি ভাষার ব্যাকরণের তুলনাই ভাষাবিজ্ঞানের মূল। সংস্কৃতের যে কোনও ব্যাকরণ, এমন কি ব্যাকরণ-কৌমুদীর মত ছোট একখানি ব্যাকরণ পড়িয়াও ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারিত। তজ্জন্য পাণিনির জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। বস্তুতঃ য়ুরোপে এখনও পাণিনির ভাল প্রচার হয় নাই। তখনতো কেহই পাণিনি জানিত না।

---

* রত্নমালার টীকাকার জয়চন্দ্রের মতে ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি ক্রমই মাহেশের, হ য ব র ল পাণিনি, যথা,—"কৃতে চ ঙকারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ঙকারাভাবাৎ সুপ্রসিদ্ধমাহেশ্বরবর্ণমালালাভতঃ। কালাপৈঃ সিদ্ধপাঠোপাদানাৎ কল্পিতস্ত পাণিনীয়বর্ণক্রমস্তঃ বুধানঃ কৃতঃ।"

কাতন্ত্রের আরও কতকগুলি উৎকর্ষ দেখাইতেছি। কাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। দুর্গ সিংহ সত্যই বলিয়াছেন "এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধা অন্বর্থা ইতি জ্ঞাপ্যতে।" স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ (Sonants), অঘোষ (Surds) বর্ত্তমানা হ্যস্তনী অদ্যতনী পরোক্ষা প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। বিশেষতঃ সুপ্রাচীন বেদেও স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষ, উষ্মন্ প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়। (ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৪)। অচ্, হল্, হশ্, খর্, লট্, লঙ্, লিট্ প্রভৃতি কেবল আধুনিক সঙ্কেত মাত্র; উহাদের কোনও অন্বর্থ নাই। এ বিষয়ে একটু ভাবিবার কথা আছে। যখনই আমরা কোনও পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করি, তখনই অভিধেয়ের কোনও লক্ষণই অবলম্বন করিয়া নাম রাখি। কেবল অসংযুক্ত কতগুলি অক্ষর দ্বারা কাজ চালাই না; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক র‍্যালে (Rayleigh) এবং র‍্যামজে (Ramsay) একটী নূতন মূল-ভূত (element) আবিষ্কার করিলেন। উহার নাম রাখিলেন কি? ইচ্ছা করিলেন উহাকে আবেক্ (abec) বা আর্বেক্ (arbec) বলিতে পারিতেন। কোনও দোষ হইত না; কিন্তু তাহা করিলেন না; ঐ নূতন আবিষ্কৃত পদার্থের ধর্ম্ম লইয়া উহার নাম রাখিলেন আরগন্ (argon)। এইরূপ নামকরণপ্রণালীর ব্যভিচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাহাকে সংস্কৃতভাষায় যদৃচ্ছানাম বলে এবং মিল প্রভৃতি নৈয়ায়িকেরা যাহাকে Unmeaning mark (বা অর্থহীন চিহ্ন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই সকল নাম দেওয়ার সময় এ নিয়মের ব্যভিচার হইলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু অচ্, হশ্ প্রভৃতি সাধারণ নাম, উহারা ব্যক্তি-বাচক যদৃচ্ছাশব্দ নহে। হশ্ বর্ণগুলির সাধারণগুণ ঘোষবৎ (Sonant) শব্দদ্বারা ও খরবর্ণগুলির সাধারণগুণ অঘোষ (Sharp & Surd) শব্দদ্বারা, সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ যোগরূঢ় নাম ছাড়িয়া দিয়া পাণিনির কি লাভ হইয়াছে? মুখস্থ করার সাহায্য ভিন্ন এই লঘু সংজ্ঞাগুলির (হশ্, খর্ ইত্যাদির) অপর কোনও উপযোগিতা দেখা যায় না। এই মুখস্থ বিদ্যাই আমাদের যাবতীয় অবনতির মূল কারণ। সমস্তই কণ্ঠে রাখিতে গেলে, হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে খালি থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর ঘোষবৎ অঘোষ, হ্যস্তনী, অদ্যতনী প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন পাণিনিও পড়া যায় না। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণেরা এই সকল সংজ্ঞাদ্বারাই কাজ চালাইতেন। এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধাঃ। পাণিনি এগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে, হশ্, খর্, লঙ্, লুঙ্ প্রভৃতি বলিলেন। এ বিষয়ে পাণিনিও যাস্কের অনুকরণ করিয়াছেন। আধুনিক ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির পরিভাষা উপেক্ষিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের পরিভাষাতেই লেথামের ইংরাজি ব্যাকরণ এবং হুইট্নির সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। লেথামের ব্যাকরণ হইতে দুইটী সূত্র তুলিয়া দিলাম;—

1. A sharp mute immediately preceded by a flat one is changed into its flat equivalent. Slab+s=slabz, stag+s=stagz.

2. A flat mute immediately preceded by a sharp one, is changed into

its sharp equivalent. Stepped (stept), packed (packt). এই সূত্র দুইটির সহিত কলাপের নিম্নলিখিত সূত্রটীর তুলনা করুন, দেখিবেন উহাদের পরিভাষা একই,—

"বর্গপ্রথমাঃ পদান্তাঃ স্বরঘোষবৎসু তৃতীয়ান্।"

খন্, হশ্ প্রভৃতির মাহাত্ম্য, অনেকে ভুলিয়া যান যে, সন্ধি একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁহারা বলেন যে, ইংরাজিতে সন্ধি নাই, বাঙ্গালায় সন্ধি নাই, তবে সংস্কৃতে সন্ধির এত বাড়াবাড়ি কেন? বিদেশীয় বৈয়াকরণেরা সন্ধিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) অন্তঃসন্ধি—একই পদের বিভিন্নবর্ণের মধ্যে এই সন্ধি হয়, নে+অন=নয়ন; (২) বহিঃসন্ধি—এক পদের অন্ত্যবর্ণের সহিত আর এক পদের আদ্যবর্ণের এই সন্ধি হয়, যেমন—হরিঃ+ত্রাতা=হরিস্ত্রাতা। ইংরাজিতে যে অন্তঃসন্ধি আছে, পূর্ব্বোদ্ধৃত লেথামের সূত্র হইতে এবং তাহা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে প্রমাণিত হইবে—

"In both the Latin and the Greek prefixes, the final consonant of the prefix is often modified by or assimilated to the adjoining letter of the root, and is sometimes dropped altogether, as in *abs-tain*, *ac-cent*, *a-spect*. This is for the sake of ease of pronunciation"—Rowe and Webb's Hints.

হিন্ট্‌সের তিনটী উদাহরণের মূল উপসর্গটী ছিল 'ad' লেথামের প্রদর্শিত সন্ধিগুলি সাধারণতঃ সন্ধি বলিয়া ধৃত হয় না, কেন না ইংরাজেরা লেখেন এক রকম, বলেন আর এক রকম। তাঁহাদের বলা এবং লেখা যদি এক হইত অর্থাৎ তাঁহারা যদি slabs না লিখিয়া slabz লিখিতেন, stepped না লিখিয়া stept লিখিতেন, তাহা হইলে ইংরাজিতে সন্ধি নাই এ ভ্রমের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ। কথাভাষাই প্রকৃতভাষা। কথ্য ইংরাজিতে অন্তঃসন্ধি কেন, বহিঃসন্ধিও আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ চান, তাঁহারা সুইট্ (Sweet) সাহেবের "English as it is spoken" নামক ক্ষুদ্র উপাদেয় গ্রন্থখানি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, ইংরাজিতে বহিঃসন্ধির কত ছড়াছড়ি। সুইট্ সাহেব ইংরাজের বলা এবং লেখা এক করিতে চান; তাই তাঁহার গ্রন্থে এত সহজে সন্ধি ধরা পড়ে। আমাদের সংস্কৃতভাষী পূর্ব্বপুরুষেরা বলা ও লিখা এক করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের গ্রন্থে এত সন্ধি দেখা যায়। বাঙ্গালায়ও আছে, ছোট দাদা=ছোড়্‌দাদা, কতদূর=কত্‌দুর (কত্ ধূর কলিকাতা) সাতটা=সাট্‌টা (বরিশা), আধসের=আজ্‌জের (বরিশাল) প্রভৃতি বহুতর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সন্ধি একটী স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহা বাঙ্গালা-ইংরাজিতে থাকিবে না কেন? একটী অঘোষবর্ণ (surd, sharp) এবং একটী ঘোষবৎবর্ণ (sonant, flat) একত্র খুব দ্রুত উচ্চারণ করিতে গেলে একটী বদলাইয়া যাইবেই। ইংরাজি stag (ষ্টাগ্) শব্দটীর গ্ (g) ঘোষবর্ণ এবং স্ ও (s) অঘোষবর্ণ। কাজেই হয় (g) গ্ বদলিয়া অঘোষ ক (k) হইবে নয় 'স' (s) বলিয়া ঘোষবৎ জ (z) হইবে। ইংরাজিতে গ্ (g) ঠিক্ রহিল, এবং 'স্' (s) 'জ' (z) হইয়া

গেল। বাঙ্গালীর 'বাক্সরকারি' ইংরাজে ষ্টাগ্‌জের (stagz) ঠিক বিপরীত। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষবৎ য্‌ অঘোষ ক্‌তে পরিণত হইল। সন্ধি যে এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা হস্‌ খর্‌ প্রভৃতি সংজ্ঞার দরুণ সহজে ধরা পড়ে না। হশের পর খর্‌ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী হশের স্থানে খর্‌ হয়। কেন এইরূপ হয়, তাহার দিকে লোকের চোখ পড়ে না। ঘোষবতের পর অঘোষ থাকিলে, ঘোষবৎ স্থানে অঘোষ হয়, যেহেতু উহাদের উচ্চারণের প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে এবং সন্ধির স্বাভাবিকত্ব তাহা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। পুণ্যশ্লোক বিদ্যা-সাগর মহাশয় 'ঘোষবৎ' শব্দ ব্যবহার না করিয়া বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ, য র ল ব হ" এই দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যাকরণ-কৌমুদীর বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের হানি করিয়াছেন এবং ছেলেদের ব্যাকরণ আয়ত্ত করার পথ দুর্গম করিয়াছেন। কাতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি অন্বর্থ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে টীকাকারগণ এবং বর্ত্তমান অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পল্‌ ভওয়েল্‌ (Simple vowel) বা মূল-স্বর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সমানবর্ণ। সমানবর্ণের এইরূপ নাম হইল কেন? কাতন্ত্রবৃত্তি-টীকাকার দুর্গসিংহ বলেন,—

"অষ্টাদশধা ভিন্নাস্তেঽবর্ণাঃ তথা ইবর্ণাদয়োঽপীতি— সমানং তুল্যং মানং পরিমাণং যেষামিতি সমানাঃ সিদ্ধাঃ।"

অবর্ণ আঠার রকম, ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ, ৯বর্ণও প্রত্যেকে আঠার রকম। অতএব তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট (অষ্টাদশ-ভেদ-বিশিষ্ট) বলিয়া উহারা সমান বর্ণ। পঞ্জীকার ত্রিলোচনও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হিসাবে সন্ধ্যক্ষরগুলিও সমানবর্ণ হইতে পারিত। উহাদেরও প্রত্যেকের দ্বাদশ ভেদ আছে। অবশ্য এ আপত্তি আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে, কেন না সমান শব্দটী যোগরূঢ়, যৌগিক নহে। যোগরূঢ় শব্দের ধর্ম্ম এই যে, উহার যৌগিক অর্থ অন্যত্রও গিয়া থাকে। যেমন জলজ শব্দটীর যৌগিক অর্থ "জলে জাত" মৎস্যাদিতেও খাটে; কিন্তু এখানে একটী গোলের কথা আছে। স্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে পড়িয়াছে অ বর্ণ, ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ বর্ণ ও ৯ বর্ণ; দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছে এ ঐ ও ঔ। এখন প্রথম শ্রেণীর একটী সাধারণ নাম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একটী সাধারণ নাম চাই। এইরূপ স্থলে কেহই প্রথম শ্রেণীকে এমত নাম দিবে না, যে নাম অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণীরও বাচক হইতে পারে। এই সকল স্থলে বিশিষ্টধর্ম্ম দ্বারাই নামকরণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সন্ধ্যক্ষর নামটী ঐরূপ একটী বিশিষ্ট দ্বারাই করা হইয়াছে। সন্ধ্যক্ষর কিনা সন্ধি+অক্ষর। ইংরাজিতে যাহাকে ডিপ্‌থং (diphthong) বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সন্ধ্যক্ষর। ইহাদিগকে সন্ধ্যক্ষর কেন বলে, তাহা টীকাকারগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। "সন্ধৌ অক্ষরাণি সন্ধ্যক্ষরাণি ইতি। তথা চ এবাং পূর্ব্বো ভাগোঽকারঃ, একারৈকারয়োঃ পরো ভাগ ইকারঃ ওকারৌকারয়োশ্চ উকারঃ" (দুর্গটীকা)। ইহার অর্থ এই,—সন্ধিতে অক্ষর সন্ধ্যক্ষর। ইহাদের পূর্ব্বভাগ অকার; একার এবং ঐকারের পর ভাগ ইকার, ওকার এবং ঔকারের পর ভাগ উকার। পঞ্জী এই কথায় অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এখানেও টীকাকারেরা একটু ভুল করিয়াছেন। "এষাং পূর্ব্বো

ভাগোহকারঃ" বলা ঠিক হয় নাই; "এবাং পূর্ব্বো ভাগোহবর্ণঃ" বলা উচিত ছিল। কলাপচন্দ্রের রচয়িতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুষেণাচার্য্য এই ভ্রান্ত পাঠ লাগাইতে গিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন অকার স্থানে অবর্ণ কেন বলিলাম, তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইবে। আজকাল একার অবিভাজ্য মূলস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়; অবশ্য এই একার একেবারেই ডিপ্‌থং বা সন্ধ্যক্ষর নহে; কিন্তু প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল না। "অ" এবং "ই" খুব তাড়াতাড়ি একত্র উচ্চারণ করিলে যেমন হয়, একারের উচ্চারণ বোধ হয়, সেই রূপ ছিল। এই রূপে ঐকার দ্রুততরোচ্চারিত, আ+ই রূপে, ওকার দ্রুততরোচ্চারিত অ+উ রূপে, এবং ঔকার দ্রুততরোচ্চারিত আ+উ রূপে উচ্চারিত হইত। এই জন্যই সন্ধিতে অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। কথাটা চিত্রদ্বারা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এ+অ = অ+ই+অ (১)
= অ+য়্+অ (২)
= অয়্+অ (৩)

(১) চিহ্নিত স্থলে, ইকারের পর অ আছে, অতএব ই স্থানে য়্ হইল। কাজেই অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্ হয়। এই রূপে

ঐ+অ = আ+ই+অ = আয়্+অ।
ও+অ = অ+উ+অ = অব্+অ।
ঔ+অ = আ+উ+অ = আব্+অ।

অবশ্য এখানে একটী ফাঁকি হইতে পারে। যদি 'এ=অই' 'ঐ=আই' বলিয়াই অকার পরে থাকিলে, 'এ' স্থানে অয়্ এবং 'ঐ' স্থানে আয়্ হয়, তবে 'ই' পরে থাকিলে তো 'অয়' এবং 'আয়' হইতে পারে না, কেন না পূর্ব্ববর্ত্তী 'ই' এবং পরবর্ত্তী 'ই' পরস্পরের অসবর্ণ নহে। এই রূপে উপরে থাকিলে, 'ও' স্থানে অব্ বা 'ঔ' স্থানে আব্ হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে ভাষাবিজ্ঞানের সাদৃশ্য নিয়ম (analogy) অনুসারে এইরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সন্ধ্যক্ষর কি তাহা বুঝান হইল। সমানবর্ণ সন্ধ্যক্ষরের সম্বন্ধী শব্দ (relative term) সমান বর্ণের প্রকৃত অর্থ এই যে উহারা সমান কি না এক অর্থাৎ অবিশ্লেষণীয়। একার ভাঙ্গিয়া 'অই' পাওয়া যায় কিন্তু 'অ' বা 'ই' ভাঙ্গাই যায় না। উহারা অবিভাজ্য মূল-স্বর। এখানে সমান শব্দটার অর্থ এক। সমান শব্দের অর্থ যে এক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অমরকোষ ও মেদিনী। যথা—সমানাঃ সৎসমৈকে স্যুঃ (অমর) সমানং সৎ সমৈকেষু ত্রিষু না নাভিমারুতে (মেদিনী)। ইহা ছাড়া, সমানঃ পতির্যাসাম্, সমানং গোত্রং যেষাম্ প্রভৃতি স্থলে ও সমান শব্দ 'এক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সমান বর্ণগুলি অবিশ্লেষণীয় অবিভাজ্য (unanalysable)। উহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণস্থান

একটী মাত্র। অ কণ্ঠ্য, ই তালব্য, উ ওষ্ঠ, ঋ মূর্দ্ধন্য, এবং ৯ দন্ত্যবর্ণ; কিন্তু একার, ঐকারের উচ্চারণস্থান দুইটী—কণ্ঠ ও তালু; ওকার, ঔকারের উচ্চারণ স্থানও দুইটী—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। সমান পদটীর ব্যুৎপত্তি এই দিক দিয়াও করা যাইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে সমান শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,—"একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ"। অ আ প্রভৃতি সমান বর্ণ, কেন না উহারা প্রত্যেকেই সমান বা মাত্র এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

কবি বলিয়াছেন, স্বদেশ-বাসীদের লজ্জা হইতে পারে; কিন্তু স্বনগরবাসী এবং স্ব-প্রদেশ-বাসীর অপ্রত্যয় হইতে পারে, ইহাও অসম্ভব নহে। তাই বোম্বাই প্রদেশের আপ্তে মহাশয়ের অভিধান হইতে সমান শব্দের অর্থ তুলিয়া দিলাম; "a letter having the same organ of utterance" এখানে the same না বলিয়া "only one" বলিলে ভাল হইত।

কাতন্ত্রে 'নামিন্' (নামী) শব্দটী পারিভাষিক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামী অর্থ অবর্ণবর্জ্জ স্বর। অবর্ণবর্জ্জ স্বরের এই নাম হইল কেন? এ বিষয়ে পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন,—

"নমনং নাম ইতি ভাবে ঘঞ্। সোঽস্যাস্তীতি নামী। তথাযামীষাং হ্রস্বদীর্ঘভেদেন স্বত এব ধ্বনিরুচ্চরতি নৈবোর্দ্ধং স্পৃশতীতি"।

কুলচন্দ্র অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিরাজ পঞ্জীর স্বাভাবিক অর্থ ছাড়িয়া দিয়া অন্যরূপ (অ আ ইব উর্দ্ধম্) অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে টীকাকারদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তবে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। প্রকৃত ব্যাখ্যা এই—

ই উ প্রভৃতির পর দন্ত্য স্ মূর্দ্ধন্য হইয়া যায়। এই রূপে দন্ত্যকে মূর্দ্ধন্যে পরিণত করে বলিয়া ইহাদের নাম নামী। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যের "দন্ত্যমূর্দ্ধন্যাপত্তির্নতিঃ" (১।৪২) অর্থাৎ দন্ত্যের মূর্দ্ধন্য হওয়ার নাম নতি, এই সূত্রটীই ইহার প্রমাণ। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১।১৭।২০) এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে (২।২৯) নামী শব্দটী এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ঐ অর্থে 'ভাবী' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা "ভাবিতাঃ সং স্ব সমানপদে" (৩।৫৬)। বস্তুতঃ উচ্চারণস্থানকে দন্ত হইতে নাবাইয়া (বদলাইয়া) মূর্দ্ধায় আনে বলিয়া ইকারাদি স্বর নামী।

কাতন্ত্রের সকল সংজ্ঞাই অবর্থ নহে। কাতন্ত্রে উত্তরবর্ণের আর এক নাম শিট্। পাণিনীয়ে উত্তরবর্ণকে শল্ বলে। টীকাকারেরা বলেন যে, শিট্ সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে, তিনিও লঘু-সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে পারিতেন। কাতন্ত্রে সি ঔ জস্, অম্, ঔ, এই পাঁচটী বিভক্তিকে ঘুট বলে। পাণিনিতে ঘুটের নাম সর্ব্বনাম স্থান। ইহাদিগকে সর্ব্বনাম স্থান কেন বলে, তাহা বুঝিতে পারি নাই, তবে সর্ব্বনামস্থান যে যোগরূঢ় শব্দ তাহা নিশ্চিত। কাতন্ত্রে কেন এই যোগরূঢ় শব্দটী ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়। কলাপে অন্তঃস্থ ও অনুনাসিক ছাড়া আর সকল ব্যঞ্জনের নাম ধুট্। পাণিনিতে ধুট্‌কে ঝল্ বলে। শিট্, ঘুট্ এবং ধুট্ রূঢ় শব্দ মাত্র; ইহাদের কোনও অবয়বার্থ নাই।

কাতন্ত্রের মতে "পর্য্যায়শব্দানাং গুরুলাঘবচিন্তা নাস্তি" অর্থাৎ একার্থ-বাচক শব্দের মধ্যে কোনটী ছোট বা অল্পাক্ষর আর কোনটী বড় বা বহ্বক্ষর, ইহা ভাবা নিষ্প্রয়োজন; একটী ব্যবহার করিলেই হইল। যদি প্রক্রিয়াতে কিছু লাঘব হয় তবে সেই প্রকৃত লাঘব। তাই কলাপে স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ, অঘোষ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুগ্ধ-বোধকার এ বিষয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তিনি বিসর্গকে বি, প্রাতিপদিক বা লিঙ্গকে লি, প্রত্যয়কে ত্য পদকে দ, বিভক্তিকে ক্তি, সবর্ণকে র্ণ, দীর্ঘকে র্ঘ, প্রথমাকে প্রী, দ্বিতীয়াকে দ্বী, তৃতীয়াকে ত্রী ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কলাপের টীকাকার-গণ অতি উপাদেয় কথা বলিয়াছেন—

"দ্বিবিধং হি লাঘবং ভবতি—শব্দকৃতম্ অর্থকৃতঞ্চ। তত্র অর্থকৃতমেব লাঘবম্ অভীষ্টম্। নহি বৃক্ষশব্দস্য বৃ সঙ্কেতং ক্ষ সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো বৈদগ্ধী কাচিদস্তি।" পঞ্জী।

অস্যার্থ। লাঘব দুই প্রকার (১) শব্দকৃত, (২) অর্থকৃত। অর্থকৃত লাঘবই অভীষ্ট। বৃক্ষ শব্দের একাংশ 'বৃ' বা 'ক্ষ' কে বৃক্ষ শব্দের বদলে ব্যবহার করিলে শব্দ কৃত লাঘব হয় সত্য, কিন্তু উহাতে কোনও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পঞ্জীর উদ্ধৃত উক্তি দেখিলে, আপাততঃ মনে হয় যে, ইহা মুগ্ধবোধ লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন না, মুগ্ধবোধকার বোপদেব পঞ্জীকার ত্রিলো-চনের পরবর্ত্তী কালের লোক। বোপদেব "কাব্যকামধেনুতে" ত্রিলোচনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর পঞ্জী হইতে প্রাচীনতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গ-টীকায়ও ঐরূপ কথা আছে *। এই সকল কথা যে আন্দাজে বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। তবে কি বোপদেবের পূর্ব্বেও, হ্রস্ব, দীর্ঘ, সবর্ণ, পদ, বিভক্তি প্রভৃতির একদেশ লইয়া সংজ্ঞা গঠনের রীতি ছিল? অথবা, মুগ্ধবোধকার দুর্গ ও ত্রিলোচনের কি এই ইঙ্গিত (Hiut) পাইয়াই ঐরূপ সংজ্ঞা প্রণয়ন করিলেন?

শুক্লযজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যে ঘোষবৎকে "ধি" (১।৫৩) অঘোষকে "জিৎ" (১।৫০-৫১), সমানকে "সিম্", এবং স্বরকে "মুং" বলে। শান্তনবের ফিট্ সূত্রে "অচ্" সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে "অষ্" প্রযুক্ত হইয়াছে। ভট্টোজী বলিয়াছেন "অষ্ ইতি অচঃ প্রাচাং সংজ্ঞা" (মনোরমা ৮।১।১০)। শুক্লযজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য কাত্যায়নপ্রণীত †। তৎকর্ত্তৃক নিবদ্ধ পরিভাষা মহেশ হইতে প্রাচীনতর হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তৎকালিক বৈয়াকরণেরা সংজ্ঞা খুঁজিতে ছিলেন। মহেশ, ধি, জিৎ, সিম্, মুং প্রভৃতির বদলে, তাহার বিচিত্র বর্ণমালা গড়িয়া দিয়া,

---

* "বৃক্ষশব্দস্য বৃ-সঙ্কেতং ক্ষ-সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো লোকে কিং নাম বৈদগ্ধ্যমস্তি।"

† কাত্যায়ন অনেক আছেন; (১) পাণিনির বার্ত্তিককার, (২) কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রপ্রণেতা (৩) পালি ব্যাকরণকার কচ্চায়ন, (৪) প্রাকৃতপ্রকাশপ্রণেতা, (৫) কাত্যায়নতন্ত্রের রচয়িতা, (৬) শুক্লযজুর্বেদ প্রাতি শাখ্যকার। ইঁহাদের মধ্যে (২) ও (৩) হয়ত একই ব্যক্তি।

সংক্ষিপ্ত পরিভাষা সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত পরিভাষা গ্রহণ করিতে হইলে, যে শুক্লযজুর্ব্বেদপ্রাতিশাখ্যের ঘি, জিৎ, সিম্ ও মুৎ বা কাতন্ত্রের ধুট্ অপেক্ষা মহেশের হস্, যর্, অক্, শর্, ঝল্ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিঃসংশয়।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ সহজবোধ্য। কাতন্ত্রের সরল পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধ পরিভাষা উহাকে অনেকটা প্রাঞ্জল করিয়া রাখিয়াছে। পাণিনির "অসিদ্ধবদাত্রাভাৎ" (৬।৪।২২) এবং "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" (৮।২।১) প্রভৃতির মতন কাঠিন্যাধায়ক কোনও সূত্র কাতন্ত্রে নাই। অনেকে মনে করেন যে, মুগ্ধবোধের র্ঘ, র্ণ, ক্তি, অচ্, হস্, ঘী, ষ, চ় প্রভৃতি সঙ্কিপ্ত কট্‌মটে সংজ্ঞাই উহার কাঠিন্যের কারণ। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। একবার সংজ্ঞা গুলি শিখিয়া ফেলিলে, শেষে আর ঐ জন্য কোনও কষ্ট হয় না। তখন "সহ র্ণে র্ঘঃ" বুঝিতেও যে কষ্ট, "সহ সবর্ণেন দীর্ঘঃ" বুঝিতেও সেই কষ্ট। মুগ্ধবোধের কাঠিন্যের অপর কারণ আছে। বোপদেব অত্যন্ত অল্পাক্ষরে ব্যাকরণ লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শব্দ-লাঘবকেই পরম লাঘব মনে করিতেন, প্রক্রিয়া লাঘব বা বিদ্যার্থীদের শ্রমলাঘবের প্রতি তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না। তাই অনেক সময়, একই সূত্রে বিধি, নিষেধ, বিকল্প, প্রতিপ্রসব সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে, কোনও কোনও সূত্র বুঝাইতে শিক্ষককে গলদ্ ঘর্ম্ম হইতে হয়; কিন্তু ছাত্রেরা কিছুই বুঝে না, কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করে। ইহা ছাড়া, মুগ্ধবোধ ও সিদ্ধান্তকৌমুদীর একটা বিশেষ দোষ এই যে, অনেক ব্যাপক-সূত্র ব্যাখ্যা করিবার সময়, বোপদেব এবং ভট্টোজিদীক্ষিত একটী বই উদাহরণ দিতে পারেন নাই। ছাত্রেরা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যাত অংশটুকু বুঝিয়া লয়, বাকি টুকু কণ্ঠস্থ করে। মুগ্ধবোধের "গীকঃ স্তস্ত" সূত্রটী বুঝিতে হইলে, অগত্যা চল্লিশটী উদাহরণের দরকার হয়। তন্মধ্যে মাত্র তিনটী উদাহরণ ঐ সূত্রের তের ভাগের এক ভাগ বুঝাইতে সমর্থ, বাকি বার ভাগ ভবিষ্যতে বুঝিবার আশায়, কণ্ঠস্থ করাই শ্রেয়স্কর। কাতন্ত্রে (এবং সূত্র পাণিনিতে) এদোষ নাই। লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" নামক ইংরাজি পুস্তিকায় এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৩) কাতন্ত্রের পরিভাষাই যে কেবল বিজ্ঞানোচিত তাহা নহে; কাতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও বৈজ্ঞানিক। কাতন্ত্র বলেন "গচ্ছন্ত্" মূল প্রাতিপদিক; পাণিনি বলেন "গচ্ছৎ।" ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, "গচ্ছন্ত্" শব্দ কোনো কোনো স্থলে "গচ্ছৎ" হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু "গচ্ছৎ" শব্দের "গচ্ছন্ত্" হওয়া সহজ নহে; কেন না যাহার উচ্চারণ কঠিন, তাহা ভাঙ্গিয়াই সহজের উৎপত্তি হয়, সহজ হইতে নিরর্থক কঠিনে যাওয়া আমাদের প্রকৃতি নহে। বাঙ্গালা ভাষায় জলন্ত, ফুটন্ত, জীবন্ত, ঘুমন্ত এবং আসামী ভাষায় জলন্ত, চলন্ত, জীবন্ত প্রভৃতি শব্দও কাতন্ত্রের মতের সমর্থন করে। এই কারণে আমরা, কাতন্ত্রের মতে মত দিয়া, বিদ্বন্স্, শ্রেয়ন্স্, চত্বার্, অনড্বাহ্ প্রভৃতিকে মূল প্রাতিপদিক বলিয়া ধরিতে চাই। এই জন্যই 'শতৃ' ও 'ঈয়স্'র পরিবর্ত্তে কাতন্ত্রে 'শন্তৃ' ও 'ঈয়ন্স্' প্রত্যয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই পাণিনির মতুপ্ ও বতুপের স্থলে কাতন্ত্রে মন্ত ও বন্ত বিহিত

হইয়াছে। পাণিনির মতে বুদ্ধিমৎ শব্দ, কলাপের মত বুদ্ধিমন্ত্ শব্দ। বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় বুদ্ধিমন্ত, ভাগ্যবন্ত, ধনবন্ত প্রভৃতি প্রাতিপদিক কাতন্ত্রের মতের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(৪) কাতন্ত্রের বিষয়বিন্যাসপ্রণালী অতি সুন্দর। প্রথমে সন্ধি, পরে নাম, কারক, সমাস তদ্ধিত, তৎপরে আখ্যাত; তৎপরে কৃত্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর বিষয়বিন্যাস ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য খুব উপযোগী সন্দেহ নাই; এবং যখন সংস্কৃত ভাষা কথ্য ছিল, তখন ঐরূপ সাজানর নিমিত্ত অধ্যেতৃগণেরও কোনো কষ্ট হইত না; কিন্তু বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত মৃতভাষা। এখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীদ্বারা সংস্কৃত শিখিতে গেলে, বড় বিপদ উপস্থিত হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণের দশ আনা পড়া না হইয়া গেলে, 'দেব আলয় দেবালয়' এই সহজ সন্ধিটিও শিখা যায় না।* এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রক্রিয়াকৌমুদী এবং সিদ্ধান্তকৌমুদী সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু উহাতে দুইটি গুরুতর দোষ হইয়াছে।

(১) পাণিনির সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায়, উঁহাদের অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে এবং তজ্জন্য বৃত্তিব্যতীত সূত্রগুলি দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) পাণিনির ব্যাপকসূত্রগুলি উপযুক্ত সংখ্যক উদাহরণের অভাবে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধবোধেও শেষোক্ত দোষ বিদ্যমান আছে। পাণিনি ও মুগ্ধবোধের সন্ধিস্থলে কাতন্ত্র দণ্ডায়মান। সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিতে গেলে, আজকাল (যখন সংস্কৃত মৃতভাষা, তখন) কলাপের চেয়ে ভাল সাজান হইতেই পারে না। (লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" দেখুন)।

বোপদেব নিজে, মুগ্ধবোধের টীকাকারগণ এবং প্রয়োগরত্নমালাকার সকলই কাতন্ত্রের খুব ভক্ত ছিলেন। প্রয়োগরত্নমালায় কাতন্ত্রের লিঙ্গ, ধুট্ শিট্ ঘুট্ প্রভৃতি সংজ্ঞা উপলব্ধ হয়। পাণিনি যাহাকে প্রাতিপদিক নাম দিয়াছেন, কাতন্ত্রে তাহার নাম লিঙ্গ; বোপদেব এই লিঙ্গ শব্দের একদেশ "লি" ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বোপদেবের "ঘি" সংজ্ঞাও কাতন্ত্রের "ঘুট্" হইতে গৃহীত। পাণিনি দীর্ঘ ঌকার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ উভয়ত্রই দীর্ঘ ৡ আছে। 'ক্রম' ধাতুর ক্রমাতি পদ এবং "ঞিঃ কল্যাদেঃ" সূত্রে "তুলৈরবধৃঙ্ক্তি অবতুলয়তি" এই উদাহরণ কাতন্ত্রানুযায়ীই দেওয়া হইয়াছে। আবার মুগ্ধবোধে এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাণিনি ও কাতন্ত্র এই উভয়-বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 'শশ প্লুতগতৌ' এই ধাতুর লিট্ বা পরোক্ষায় বোপদেব "শশশতুঃ" পদ দিয়াছেন। পাণিনি ও কাতন্ত্রে আছে, "শেশতুঃ"। ৬গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুগ্ধবোধের টীকায় নূতন সংস্করণে বর্ত্তমান লেখকেরই প্ররোচনায় এই ভেদটুকু প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম এই—ঋষীণাং যথোত্তরং প্রামাণ্যম্—অর্থাৎ বৈয়াকরণদের মধ্যে যে যত কনিষ্ঠ, তাহার তত প্রামাণ্য। এখানে ঋষীণাং পদে লক্ষণা মানিতে হইবে। কেবল পাণিনি,

* অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।৬।১।১০১।

কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিই বৈয়াকরণ (ঋষি) নহেন। শাকটায়ন ব্যাকরণেও ত্রিমুনি আছে; শকট, শাকটি, শাকটায়ন। বস্তুতঃ পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃতের জন্য মুগ্ধবোধের ও রত্নমালার প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ ইহারাই বৈয়াকরণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহা না বুঝিয়া অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কলম চালাইতেছেন, এটি বড় দুঃখের কথা। বৈয়াকরণগণের কথা বলিতে গিয়া টীকাকারদিগকে উপেক্ষা করিয়াছি, কেন না পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকাকারেরা, অনেক সময়, তত সুবিধা করিতে পারেন নাই। মুগ্ধবোধের 'ভূসক্রন্বামঃ' সূত্রের টীকায় দুর্গাদাস বলিয়াছেন, "অম্বুগ্রহণং ক্রিয়াবিশেষণোপসর্গব্যবধানেঽপি প্রয়োগার্থম্।" এখানে ক্রিয়াবিশেষণ এবং উপসর্গ বলা ভুল, কেন না 'প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার' (রঘু ১৩।৩৬) প্রভৃতি প্রয়োগও সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাতন্ত্রের টীকায় "শব্দান্তর ব্যবহিতেঽপি" এবং সুপদ্মে "ব্যবধানেঽপি" এইরূপ বলা হইয়াছে। মুগ্ধবোধের "ক্রাদ্যুতঃ যোঃ (৬৩৮)" সূত্রের টীকায় বলা হইয়াছে "আদৌ হ্রস্বঃ পশ্চাৎ দ্বিত্বম্।" "চুর্ত্তো ণি বা (৭৭৩)" সূত্রের টীকায় আগে দ্বিত্ব, পরে হ্রস্ব করা হইয়াছে। এই ভুলটি কলাপের টীকা পঞ্জীকৃত ভুলের নকল! "ইস্ত সমা…" সূত্রের পঞ্জী ও "চণপরোক্ষাচেক্রীয়িতঃ" সূত্রের পঞ্জী দেখুন।

কাতন্ত্র ও প্রাতিশাখ্যের মধ্যে সূত্রগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও কাতন্ত্র হইতে কতকগুলি সূত্র তুলিয়া দিলাম।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য		কলাপ
অথ বর্ণসমাম্নায় (১।১)	=	সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ (১।১।১)
অথ নব আদিতঃ সমানাক্ষরাণি (১।২)	=	দশ সমানাঃ (১।১।৩)

এখানে একটা কথা বলার দরকার। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যার মত অ, আ, অ ৩, ই, ঈ, ই ৩, উ, ঊ, উ ৩ ইহারা সমানাক্ষর; ঋ এবং ৯ সন্ধ্যক্ষরের মধ্যে গণ্য।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য		কলাপ
দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে (১।৩)	=	তেষাং দ্বৌ দ্বাবন্যোন্যস্য সবর্ণৌ (১।১।৪)
ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ (১।৫)	=	তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ। (১।১।২)
শেষো ব্যঞ্জনানি (১।৬)	=	* কাদীনি ব্যঞ্জনানি (১।১।৯)
আদ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ স্পর্শাঃ (১।৭)	=	
পরাশ্চতস্রোঽন্তস্থাঃ (১।৮)	=	অন্তস্থা যরলবাঃ (১।১।১৪)
পরে ষড়ূষ্মাণঃ (১।৯)	=	ঊষ্মাণঃ শষসহাঃ (১।১।১৫)
স্পর্শানামানুপূর্ব্ব্যেণ পঞ্চ পঞ্চ বর্গাঃ (১।১০)	=	তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ (১।১।১০)
ঊষ্মবিসর্জ্জনীয় প্রথমদ্বিতীয়াঃ অঘোষাঃ (১।১২) ন হকারঃ (১।১৩)	}	বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসাশ্চাঘোষাঃ। (১।১।১১)
ব্যঞ্জনশেষো ঘোষবান্ (১।১৪)	=	ঘোষবন্তোঽন্যে (১।১।১২)
ইত্যাদি		ইত্যাদি

* ব্যঞ্জনং কাদি (বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য ১।৪৭)।

সন্ধ্যক্ষরং পরম (বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ১।৪৫) — একারাদীনি সন্ধ্যক্ষরাণি (১।১।৮)

সূত্রের শব্দগত সাদৃশ্য দেখান হইল ; এখন রচনা-প্রণালী-গত সাদৃশ্য দেখাইতেছি।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে,—অম্ বিকারস্ত (১।২৮)

ইহার ভাষ্য—"অমিতি শব্দো বিকারস্ত আখ্যা ভবতি। অমিতি দ্বিতীয়া বিভক্তেরুপলক্ষণম্। যথা—প্রথম পৃঠো হকারশ্চতুর্থম্"—অর্থাৎ সূত্রে দ্বিতীয়ান্ত পদদ্বারা বিকার বুঝাইবে এবং

অঃ কারঃ আগমবিকারিলোপিনাম্ (১।২৩)

ইহার ভাষ্য—"আগমাদীনাম্ অঃকার আখ্যা ভবতি। অঃকার ইতি প্রথমা বিভক্তেরুপলক্ষণম্"—অর্থাৎ সূত্রে আগম বিকারী এবং লোপী প্রথমা বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এই দুইটী পরিভাষা কলাপেও খাটে। পাণিনীয়ের "ষষ্ঠীস্থানে যোগা" (১।১।৪৯) পরিভাষার সঙ্গে ইহাদের তুলনা করুন। পাণিনি বলেন "ইকো যণ্ অচি" ; কলাপ ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের রীতি অবলম্বন করিলে বলিতে হইত, "ইক্ যণম্ অচি"। এই পাণিনীয় সূত্রে বিকার প্রথমান্ত, বিকারী ষষ্ঠ্যন্ত আর কলাপে বিকার দ্বিতীয়ান্ত, বিকারী প্রথমান্ত। এইটী সূত্রের ভাষাগত গঠন-গত প্রভেদ। পাণিনির রীতি প্রাচীনতর না প্রাতিশাখ্যের ও কলাপের রীতি প্রাচীনতর ?

কলাপ নামক বেদের একটী শাখা ছিল। মনে হয়, কাতন্ত্র ঐ শাখার ব্যাকরণ। বর্ত্তমান কাতন্ত্র হয়ত ঐ শাখার প্রাচীন ব্যাকরণের পরিভাষা ও রীতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যের সহিত কলাপের এত মিল এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কলাপিন্ কলাপ-শাখার আদি ঋষির নাম। তাঁহার নাম হইতে কলাপ-শাখা ও কলাপ ব্যাকরণ হইয়াছে। একটী ময়ূর পাখী হইতে (কলাপিন্ ময়ূর) কাতন্ত্র-ব্যাকরণের নাম কলাপ হওয়া বড় অস্বাভাবিক। আমাদের হাইকোর্টে একটী বড় ময়ূর প্রধান-প্রাড্বিবাক হইয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই ময়ূর-ধর্ম্মাবতার বড় ন্যায়-বিচার করিতেন, এই রূপ বলা যতদূর যুক্তিযুক্ত, কার্ত্তিকের ময়ূরের সঙ্গে কাতন্ত্রের যোগ তদপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন।

কোটালিপাড়ার কূটশাসন

গত বর্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি যে ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের পরিদর্শক শ্রীযুত এচ্, ই, ষ্টেপল্‌টন্ (H. E. Stapleton. Esq. B. A. B. Sc.) মহোদয়ের যত্নে শ্রীহর্ষ সম্বৎসরের মানযুক্ত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে গত বর্ষে বর্ষাকালে মুসৌরীতে নীলমণি বাবুর পত্রে জানিতে পারি যে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডাক্তার থিওডর ব্লক এই তাম্রশাসন খানিকে কৃত্রিম প্রমাণ করিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ উহা মুসৌরীতে আমার নিকট অনুবাদের জন্য পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে অনুবাদ সম্পূর্ণ না হওয়ায় নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্‌কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। গত বর্ষে এসিয়াটীক সোসাইটীর পঞ্চবিংশত্যধিক শতসাম্বিক সম্মিলনী উপলক্ষে কলিকাতা মিউ-জিয়মে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে উক্ত সাহেব মহোদয় এই তাম্রশাসন খানি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ কলিকাতায় আসিয়া এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও মদীয় শিক্ষক ডাক্তার ব্লকের অকাল মৃত্যু বশতঃ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে বিশাল জলাভূমি আছে তাহার মধ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান। কোটালিপাড় গ্রামের দুর্গপ্রাকার সর্ব্বপ্রথমে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আক-র্ষণ করে। কোটালিপাড়ের নিকটবর্ত্তী পিনজারী নামক গ্রামে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বরূপসেনদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই পিনজারী গ্রামের নিকটস্থিত ঘাগর নদীর তীরবর্ত্তী ঘাগরাহাটীগ্রামনিবাসী জনৈক কৃষক ভূমিকর্ষণকালে এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাস্ মহলের সবডিপুটী শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন খানি উক্ত কৃষকের নিকট হইতে লইয়া শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টনের নিকট প্রেরণ করেন।

আমি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের মুখে শ্রবণ করি তিনি, স্বয়ং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিকপত্রে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরে শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট তাম্রশাসনখানি পাইয়া উহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্ব প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে বা তারিখে কোন বিসদৃশ লক্ষণই দেখিতে পাই নাই। যে সময়ে উত্তর ভারতে অক্ষর সমূহের নিম্নদেশে বিষম কোণের প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছিল এবং প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত অক্ষরাবলী ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই

সময়ে উৎকীর্ণ। মান-গণনার ফলের সহিতও অক্ষরতত্ত্বের ফল মিলিয়া যায়, কারণ অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং শ্রীহর্ষাব্দ অনুসারে ইহার মান-গণনা করিলে জানা যায় যে এই তাম্রশাসনখানি ৬৪০—৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পরে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে নিম্নলিখিত বিসদৃশ লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি :—

(১) "হ" যখন কোন যুক্ত অক্ষরে ব্যবহৃত হয় নাই, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সদৃশ, ইহাতে বিষম কোণ নাই। কিন্তু "হ" যখন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। এইরূপ আকারের "হ" এলাহাবাদ দুর্গস্থিত অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির[1] অক্ষরের এবং ধনাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের[2] অক্ষরের অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল এবং পশ্চিমভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। পটীয়াকেল্লায় প্রাপ্ত শিবরাজের[3] তাম্রশাসন এবং বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত স্থবির মহানামের খোদিত লিপি[4] হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গে পূর্ব্ব-ভারতীয় গুপ্তাক্ষর লোপ হইতেছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে পূর্ব্বভারতীয় গুপ্তাক্ষরের প্রচলন ছিল না তাহা মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি[5] ও শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসন[6] হইতে প্রমাণ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত নিম্নভাগে বিষম কোণযুক্ত অক্ষরসমূহের সহিত পূর্ব্ব-ভারতীয় বা পশ্চিম ভারতীয় গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ।

(২) দীর্ঘ "ঈ" সর্ব্বস্থানেই প্রাচীন গুপ্ত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। ৪র্থ পংক্তিতে "জীবদত্ত" শব্দে এবং একাদশ পংক্তিতে "কেশবাদীন্" শব্দে এইরূপ প্রাচীন আকারের দীর্ঘ "ঈ" স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু শ্রীহর্ষাব্দের ৩৪ বর্ষের অকৃত্রিম খোদিত লিপিতে এইরূপ দীর্ঘ "ঈ"কার থাকা উচিত নহে, বরং মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি এবং গঞ্জামের তাম্রশাসনে যেরূপ দীর্ঘ "ঈ" দেখা যায়, তাহা থাকিবার সম্ভাবনা অধিক।

(৩) এই খোদিত লিপিটিতে হ্রস্ব "ই" দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ৯ম পংক্তিতে "ইচ্ছামহং" শব্দের "ই" দুইটী বিন্দু এবং তাহাদিগের বামপার্শ্বে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত। কিন্তু ১৪শ পংক্তিতে "ইচ্ছতো" শব্দের

১ *Fleet's Gupta Inscriptions*, p. 1.

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৬শ ভাগ।

৩ Epigraphia Indica Vol. IX. p. 285.

৪ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 274. Pl. XXIA.

৫ Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 287.

৬ Ibid, Vol. VI. p. 143.

"ই" দুইটী বিন্দু এবং ও নিম্নে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে "ই" যেরূপ ভাবে লিখিত হইত তাহার উদাহরণ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন[৭] ও বাঁসখেড়ার[৮] তাম্রশাসনে এবং শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকার উপরে দুইটী বিন্দু বা বৃত্ত ও নিম্নে একটী অর্দ্ধ বৃত্ত বা বক্ররেখা।

(৪) এই খোদিতলিপির কতকগুলি অক্ষরের আকার প্রাচীন গুপ্তাক্ষরের সদৃশ। অধিকাংশ স্থলেই "ম" ফরুকাবাদ জেলার ভরডি ডিহ[৯] গ্রামের খোদিত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। নাগরী "ষ" প্রাচীন গুপ্ত লিপির "স," "ক্ত" ও "হ" র সহিত ব্যবহৃত হইয়া তাম্রশাসনখানির কৃত্রিমত্ব প্রমাণ করিতেছে।

(৫) "ল" একবারমাত্র অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। বিংশতি পংক্তিতে "শ্লোক" শব্দে যেরূপ আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন পূর্ব্ব ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের সদৃশ। অন্য সকল স্থানেই "ল" পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের অনুরূপ।

(৬) "ড" মূর্দ্ধন্য "ণ"এর সহিত যুক্ত হইয়া দুই প্রকারে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে "সুবর্ণ" শব্দে ও ৪র্থ পংক্তিতে "মণ্ডলে" শব্দে এই অক্ষরটীর যেরূপ আকার দেখা যায় তাহা ৭ম পংক্তিতে "বৎসকুণ্ড" এবং ৮ম পংক্তিতে "জনার্দ্দনকুণ্ড" শব্দে দেখা যায় না।

(৭) লেখক ১২শ পংক্তিতে, "পর্কটী" শব্দে খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কতকগুলি অক্ষর অনবধানতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই শব্দের প্রথম অক্ষটীর যেরূপ আকার তাহার সহিত এই খোদিত লিপির অন্য "প" এর কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ আকারের "প" উত্তর ভারতীয় খোদিতলিপিসমূহে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় অক্ষরটী ৮ম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়; কারণ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খোদিতলিপিসমূহেও নাগরী "ক" র অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত মহানামের খোদিতলিপি ও গঞ্জামের তাম্রশাসন ব্যতীত ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে অপর কোন খোদিতলিপিতে এইরূপ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শতাব্দীত্রয়ব্যাপী লিপিমালা হইতে অক্ষর নির্ব্বাচন করিয়া এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) তৃতীয় এবং ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত লিপিমালা।

(২) খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তরপূর্ব্বভারতের প্রচলিত লিপিমালা। বিষমকোণবিহীন "ক" "প" এবং "ল" ইহার উদাহরণ।

(৩) নিম্নভাগে বিষমকোণযুক্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপিমালা।

অক্ষরতত্ত্বমূলক প্রমাণ ব্যতীত তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ হইতেই বুঝা যায় যে ইহা

---

৭ Epigraphia Indica, Vol I. & Vol. VII.

৮ Ibid. Vol. IV P. 208

৯ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৬শ ভাগ পৃঃ ১১০।

কৃত্রিম। এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভূমিদানের যে পদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) ইহার প্রথমভাগ গদ্যে বা পদ্যে লিখিত হইত, এবং ইহাতে রাজার পিতৃগণের পরিচয় বা তাহার প্রশংসাবাদ থাকিত। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক তাম্রশাসনের এই অংশ গদ্যে রাজার উপাধি ও অন্যান্য পরিচয় লিখিত থাকে।

(২) দ্বিতীয়ভাগ গদ্যে লিখিত হয় এবং ইহাতে দত্তভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি রাজাদেশ লিপিবদ্ধ থাকে, এবং দত্তভূমি বা গ্রাম কোন্ ভুক্তিতে, মণ্ডলে বা বিষয়ে অবস্থিত ও তাহার সীমাবন্ধনী লিখিত থাকে।

(৩) তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি শ্লোক লিখিত থাকে, তাহাতে প্রদাতার-আশু স্বর্গলাভ বা অপহারকের দীর্ঘকাল নরকবাসের সম্ভাবনা দেখা যায়।

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :—

(১) রাজা ভূমিদান করেন নাই বা ভূমিদানে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

(২) কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত নাই।

(৩) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে। সাধারণতঃ রাজাদেশপ্রচারকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিজ নাম লিখিত হয় না।

(৪) ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে অনুমান সুপ্রতীকস্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীকস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এইস্থানে পদটী ষষ্ঠ্যন্ত। অনুমান হয় যে সুপ্রতীকস্বামীই এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯ম হইতে ১২শ পংক্তিতে যে কথাগুলি আছে তাহা হইতে বোধ হয় যে সুপ্রতীকস্বামী ভূমিগৃহীতা :—

"বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাৎক্ষিবদগ্নখিলক্ষুখণ্ডলব্ধলিচকসত্র প্রবর্ত্তনীয়।"

ইহার ভাষা অত্যন্ত অশুদ্ধ কিন্তু অনুমান হয় ভূমিগৃহীতা বলিতেছেন যে "আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিব।" এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটীতে এরূপ কোন কথা বা ভূমিগৃহীতাকে দূতকরূপে নিযুক্ত করার কথা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাম্রশাসনখানির খোদিতলিপি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারাও দাতা হইতে পারেন। কিন্তু কোনও রাজকর্ম্মচারী ভূমিদান করিলে রাজার সম্মতি আবশ্যক হয়। প্রাচীনকালেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১১৬১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১০৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময় শিলাহারবংশীয় বৎসরাজ বারাণসীতে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইয়া-

ছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কৈমালীগ্রামে বৎসরাজের এই দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাতে রাজার সম্মতিগ্রহণের কথাও স্পষ্ট লিখিত আছে।[১০] ১২শ, ও ১৩শ পংক্তির অর্থ করা যায় না।

দুই একটী সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দই বোধ হয় লেখক কর্ত্তৃক শ্রোতৃবর্গের ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক এই দুই পংক্তির অনুরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অর্থ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে জাল দানপত্রের বা কূটশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধুবন গ্রামের আবিষ্কৃত স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে শ্রাবস্তি ভুক্তিতে বামরথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সোমকুণ্ডক নামক একখানি গ্রাম, কূটশাসনবলে ভোগ করিতেছিল। রাজা উহা জানিতে পারিয়া বিচার করেন ও কূটশাসন ভাঙ্গিয়া তাহার ২৫শ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে উক্তগ্রাম অপর একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। মধুবনের তাম্রশাসনের ১০ম পংক্তিতে এই কথা পাওয়া যায়—

"সোমকুণ্ডকগ্রামো ব্রাহ্মণ বামরথ্যেন কূটশাসনেন ভুক্তক ইতি বিচার্য্য যতস্তচ্ছাসনম্ ভঙ্‌ক্ত্বা তস্মাদাক্ষিপ্যচ ইত্যাদি।"[১১]

এই তাম্রশাসনখানি ৮½" দীর্ঘ ও ৪¾" প্রস্থ একখানি তাম্রফলকের উপর উৎকীর্ণ। খোদিতলিপির দক্ষিণে কিয়ৎপরিমাণ স্থান আছে। এইস্থানে রাজমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাতে একটী ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ছিদ্র আছে। যে সকল খোদিতলিপি একাধিক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ থাকে, তাহা একত্র করিবার জন্য খোদিতলিপির দক্ষিণে গোলাকার ছিদ্র করিতে হয়। ত্রিকোণ ছিদ্রের ব্যবহার বিশেষতঃ এক-তাম্রপাত্রে সহজবোধগম্য নহে। সাধারণতঃ অক্ষরগুলির দৈর্ঘ্য ⅛" ইঞ্চি। তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপিটী উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১২শ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১১শ পংক্তি সর্ব্বসমেত ২৩ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অতিশয় অশুদ্ধ। এই তাম্রশাসনের ২য় পংক্তিতে যে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই প্রকাশিত হয় নাই। খোদিতলিপির শেষ পংক্তিতে যে ৩৪ বর্ষের উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় শ্রীহর্ষাব্দের বর্ষ, গুপ্তাব্দের নহে। কারণ খোদিত লিপিতে গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার থাকিলেও অধিকাংশ অক্ষর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর লিপিমালার অনুবাদ। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পালিভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই তাম্রশাসনের তারিখ সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ব্লকের মতে ইহা ১৪ হর্ষাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে ইহা ৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু "ল" "ল্" বা

[১০] Epigraphia Indica, Vol. IV. 131.

[১১] Epigraphia Indica, Vol. I. P. & Vol. VII. P. 155.

"লু" এপর্য্যন্ত কোন খোদিতলিপিতে ১০ বা ৪০ সংখ্যাজ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।[১২]

৩৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধীশ্বর ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বঙ্গে অপর কোন স্বাধীন নরপতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।

প্রথম পৃষ্ঠ।

১। স্বস্ত্যস্যাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগ নহুষ যযাত্যম্বরীষ সম

২। ধৃতৌ মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যেতচ্চরণকমল

৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণ বীথ্যাধিকৃতান্ত

৪। রঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিত কবারকমণ্ডলে বিষয়

৫। পতি পবিত্রুকো যতোঽস্য ব্যবহারতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জ্যেষ্ঠাধি

৬। করণিক দামুক প্রমুখমধিকরণম্বিষয় মহত্তর বৎস

৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ

৮। মহত্তর প্রিয়দত্ত মহত্তর জনার্দ্দন কুণ্ডাদয় অন্যে চ

৯। বহবঃ প্রধানা ব্যবহা[রি]ণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[ং] প্রসা

১০। দাচ্চিরো বমম্বিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তনায়

১১। ব্রাহ্মণোপযা গায়চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হ [থ] থা প্রসাদ কর্ত্ত

১২। মিতি যত এনদভ্যর্থন মুপলভ্য সংখ্যো পরিলিখিতা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

১৩। ন্য ব্যবহারিভিঃ সমস্ত্যো (?) সাপটী (?) স্বাপদী (?) জে (? ষ্ঠা) রাজ্ঞী ধর্ম্মার্থ নিম্মল

১৪ ইচ্ছতো ব্যা (?)কৃত্য ভূমিং নৃপসৈর্বার্থধর্ম্ম কৃতমস্মৈ ব্রাহ্মণাযার্ত্তামি

১৫। ত্যাদ্ধৃত্য করণিক নয়নাগ-কেশবাদীন্ কুলচারান্ প্রকল্প্য প্রাক্তাম্রপট্টী

১৬ কৃত্য ক্ষিত্র কুল্য(?)বা পত্রগ্রামপাস্য ব্যাঘ্রকোর কোয়চ্ছি পতচ্চ ভূঃসীমা

১৭। লিঙ্গা নির্দ্দিষ্টং কৃত্বাস্য সুপ্রতীকস্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিতঃ

১৮। সীমালিঙ্গানি চাত্রঃ পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্কটী দক্ষিণেন বিদ্যা

১৯। ধরজোগিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্রবর্ম্মকোণকেণঃ উত্তরেণ গো

২০। পেন্দ্রচোরক গ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্টিম্বর্ষসহ

২১ স্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেব নরকে বসেত

২২। স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া[ং] কৃমিভূত্বা পিতৃভি

২৩। সহ পচ্যতি ॥ সম্বৎ ৩০, ৪, কার্ত্তিদি ১ ॥

১২ Buhler's Indian Palæography, Pl. I. c. x. V, XIV & XIX XXVI.

কোটালিপাড়ার কূটশাসন ১ম পৃষ্ঠ
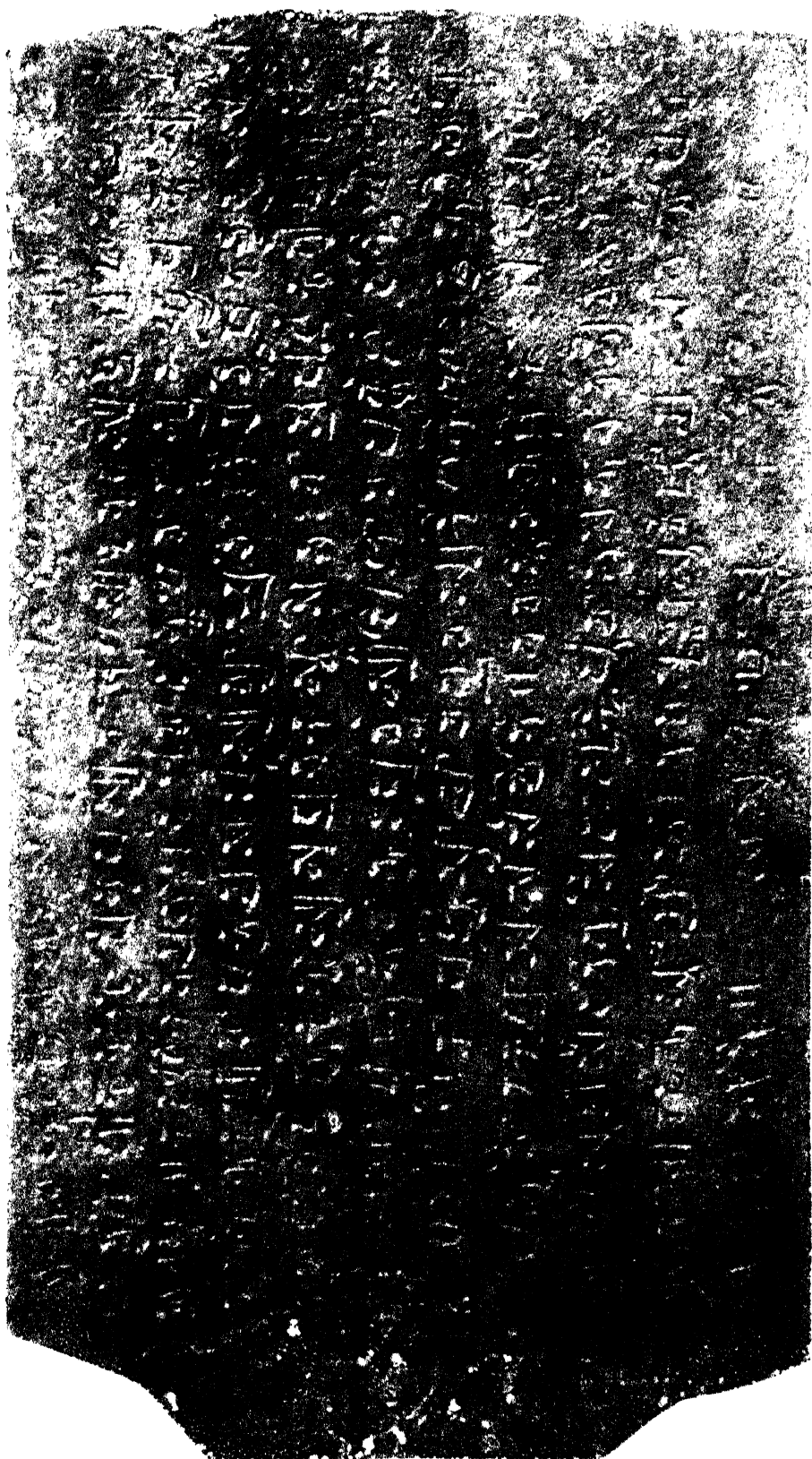
বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব

বঙ্গভাষার শব্দসম্পত্তি বড় স্বল্প নহে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিতে যাইলে বোধ হয় বাঙ্গালার শব্দাধিক্য যথেষ্ট বেশী হইয়া যায়। এই সকল শব্দ লেখ্য ও কথ্য-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাষার ব্যবহারোপযোগী বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে লেখ্য আর কথোপকথনের মুখে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে কথ্য বা উচ্চার্য্য বলা যাইতে পারে। বহুকাল এই উভয় শ্রেণীর শব্দের পরস্পর আদান প্রদান চলিতেছে অর্থাৎ অনেক গ্রাম্যশব্দ লেখ্যভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং ভূরি ভূরি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দও চলিত ভাষায় গিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। চলিত শব্দের লেখ্যভাষায় গ্রহণ বিষয়েও নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" বাক্যের সার্থকতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল কালের কবির কাব্যাদিতেই অল্পাধিক পরিমাণে গ্রাম্যশব্দের বিদ্যমানতা আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে অত শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থারম্ভ করিলেন তিনিও কিন্তু চলিত শব্দ গ্রহণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতির কথা আর কি বলিব! আমরা দুই চারিটীমাত্র কবিপ্রয়োগ এস্থানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃত্তিবাস—রাত্রিকালে কত দেখি **কুচ্ছিত** স্বপন।
চণ্ডীদাস—**ননদী** বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।
নরোত্তমদাস—যে আজ্ঞা বলিয়া কৈল কোটি দণ্ডবৎ
কবিকঙ্কণ—ঢলি ঢলি ভাল ছোলার শাক।
খনার বচন—**কোদালে** কড়ুলে মেঘের গা॥
ভারতচন্দ্র—যদি দেখে **আঁটাআঁটি**, কান্দিয়া ভিজায় **মাটী**,
রামপ্রসাদ—**ভাঁড়ার** জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
মাইকেল—**হাঁটু** পাড়ি মীনধ্বজ শিঞ্জিনী টঙ্কারি।
ঈশ্বরগুপ্ত—মেদিনী ফাটিয়া যায় **বকুনীর** চোটে॥
দীনবন্ধু মিত্র—**বাগের** মতন **ব্যাটা** কর্ণ মহাশয়।
হেমচন্দ্র—**কান্নাকাটি** ঝাটাপটি কত করে **মোর**।
বঙ্কিমচন্দ্র—**বামনির** মুখটা বড় **কড়ুযি্য**।

এস্থলে বৃহত্তর শব্দগুলি গ্রাম্য। কিন্তু এ আদান প্রদানের কারণ কি?—কারণ অবশ্যই আছে। ভাষাজননী এমনই করুণাময়ী যে তিনি এক সন্তানকে ছাড়িয়া আর এক পুত্রকে লইয়া থাকিতে পারেন না. এক শ্রেণীর পুত্রকে মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিয়া "একচোখো"

আখ্যার আখ্যাত হইতে তিনি অভিলাষী নহেন। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এমন সময় আসিয়া পড়ে যে লেখা ভাষাতেও চলিত শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং কথোপকথনের মুখেও বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। "বন্যবরাহগণ পল্বলে গা ডুবাইয়া রহিয়াছে" বলিলে বেশ কেমন একটু শ্রুতিকটু হইয়া উঠে; কেন না গা ও ডুবাইয়া কথাটি চলিত; তাহার সহিত পল্বল না দিয়া ডোবা শব্দের ব্যবহার করাই ভাল। এইরূপ বক্তৃ বোদ্ধব্যের নিকৃষ্টোৎকৃষ্টের অনুসারেও অনেক সময় লেখাভাষাকে ভাল মন্দ করিতে হয়। নচেৎ ভাষা গঠনের নিয়মের ও লৌকিক আচারের অপব্যবহার হইয়া যায়। সংস্কৃতের অলঙ্কার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় সে সকল রীতি পদ্ধতি বা ভাষাগঠন-সংক্রান্ত আইন-কানুনের এপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই বঙ্গভাষা নানাপ্রকারে স্বেচ্ছাচারের প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছে। আমাদিগের উচিত যে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবশ্যকীয় রীতিনীতি গুলি অনূদিত করিয়া লইয়া ভাষাগঠনের পথ সুগম ও আবর্জ্জনাবিহীন করিয়া লই। এই সকল শাস্ত্রাদেশ গৃহীত হয় নাই বলিয়াই আজ ভাষাকাননে নানা কণ্টকাবর্জ্জনার আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি। (এস্থলে হৃদি শব্দ অশুদ্ধ)

(২) কে রে শ্যামাঙ্গিনী মত্তমাতঙ্গিনী উলাঙ্গিনী হ'য়ে সমরে নাচিছে।

(শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ দুষ্ট)

(৩) ঈশাক্ষের উষবুধে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।

(এস্থলে শ্রুতিকটুতা)

(৪) সেই দুখে হিয়া কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে।

(এস্থলে প্রাণের বিনাইয়া কাঁদা অসম্ভব)

উদ্ধৃতাংশসমূহে চিহ্নিত শব্দগুলি যে দুষ্ট, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে ভুল তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাব হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সুধীগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ফলকথা, সংস্কৃত ভাষাতেও যেমন অবস্থাবিশেষে, বক্তৃবিশেষে, ও কালবিশেষে শব্দসংক্রান্ত আড়ম্বর ত্যাগ করিবার, এমন কি, চলিত ভাষায় (অর্থাৎ প্রাকৃতভাষা) গ্রহণ করিবারও পদ্ধতি আছে বাঙ্গলার পক্ষেও তাই। এমন সময় আসিয়া পড়ে, যে সময় লেখনী লেখাভাষা উদ্গীরণ করিতে বসিয়াও চলিত শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কবিগণ যে ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, তজ্জন্য সকল স্থলে তাঁহাদিগকে দোষী করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহা বলিয়া যে আমরা—

ভারতচন্দ্রের—মাণিক কলসী ধোয়া কুরকসীচিয়া

মাইকেলের—অগ্নিশিখা সম অসি মহা তেজস্কর, বৃষ্টিশিলা তড় তড় তড়ে॥

সহদেব চক্রবর্ত্তীর—(ধর্ম্মমঙ্গলে) তেবাস্তর মোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা কৈলে,

ঈশ্বর গুপ্তের—বকুনি তখুনি গেলে পেতেম নিস্তার।

চণ্ডীদাসের—পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন।

বিদ্যাপতি মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিজি গেল।

প্রভৃতি প্রয়োগকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিব তাহাও নহে। পূজায় বলিদানের পদ্ধতি আছে বলিয়া যে যথেচ্ছ পশুর ব্যবহার করিতে হইবে এবং বলি দেয় পশুকে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

যেমন সময় বিশেষে লেখা ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তেমনই আবার লোকে দেশকাল বিবেচনায় কথাভাষায় বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। ময়মনসিংহে গিয়া যদি আমি পায়রা শব্দের ব্যবহার করি তাহা হইলে হয় ত সকল লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি কবুতর কেতর শব্দের উল্লেখ করি, তাহা হইলে তাহার অর্থবোধ বিষয়ে আর কাহারও গোলযোগ থাকিবে না। ইত্যাদি।

চলিত শব্দের সৃষ্টিবিষয়ে অনেকে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, অধিকাংশ ব্যক্তির মত সংস্কৃত হইতেই যাবতীয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সাপ, দই, মাথা, হাত, জোঁক, কাটারী প্রভৃতি শব্দ দেখিলে না হয় তাহাদিগকে সর্প, দধি, মস্তক, হস্ত, জলৌকা, কর্ত্তরিকা প্রভৃতি শব্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইব; কিন্তু উনান, বালিশ, ধুচুনি, ঢেঁকি, দোয়াত, ইল্লৎ, বকুনি প্রমুখ শব্দ দেখিলে কাহার বলিতে সাহস হইবে যে তাহারা সংস্কৃতমূলক। এই শ্রেণীর শব্দ মধ্যে অনেকানেক বৈদেশিক শব্দ থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গলার নিজস্ব সামগ্রীর সম্বাও তাহাদিগের বড় অল্প নহে। বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অধ্যয়ন করিবার সময় কতকগুলি ছড়া অভ্যাস করিতে পাইয়াছিলাম, সেই সকল ছড়ায় বিদেশের যে সকল গ্রাম্য বাঙ্গলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগের হিসাব বেশ সুন্দরভাবে লিখিত ছিল। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

যথা বাঙ্গলার মিশ্রিত উর্দ্দু শব্দ—

অবোল, আটক, ইস্ত্রী, আমেজ, এলাচ, ওলা, কঠোরা।

কাঁচা, কসা, খট্‌কা, গুদম, ঘুঘু, চম্পট, আর, চারা॥ (ইত্যাদি)

আরবী শব্দ—মুনফা আমীন জিম্মা মোকর্দ্দমা হাল উকীল।

দায়ের দাবী নায়েব তায়দাদ তামাসা তলব মিসীল॥ (ইত্যাদি)

পারস্ত শব্দ—আমদানী কেয়োয়া তুফান ফরিয়াদী উমেদার।

আসামী সেরেস্তা জবাব সওয়াল ও সেরেস্তাদার॥ ইত্যাদি

---

*আবশ্যক হইলে—এই সকল ছড়ার অন্যান্য অংশ প্রকাশার্থ প্রদান করিতে পারি।

হিন্দী শব্দ—বোবা জোয়ার মির্গি পাকনা চমক সকাল কোয়াসা।
দুরন্ত আর দাঙ্গা জুয়া নরম ফটক চাল চাসা॥ ইত্যাদি

ইংরাজী শব্দ—টেবিল নম্বর চেয়ার কোচম্যান বেঞ্চ পিস্তল কোট জ্যাকেট।
রেলওয়ে কামান বোতল বাক্স গেলাস পেনসীল লণ্ঠন শ্লেট॥ (ইত্যাদি)

এখন বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিলেন যে চলিত বাঙ্গলায় কত শত বৈদেশিক শব্দ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, সেই সকল শব্দকে চিরকাল ভাষায় স্থান দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট না লিখিয়া প্রাড়্‌বিবাক লিখিলে দোষ কি? কালেক্টর না লিখিয়া 'করোদ্ধর্ত্তা" লেখা মন্দ কি? সিন্দুক না লিখিয়া মঞ্জুষা লিখিতে আপত্তি কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আবার 'তেঁতুলের' পরিবর্ত্তে তিন্তিড়ী, 'দোয়াতের' বদলে 'মস্যাধার', 'বিড়ালের' পরিবর্ত্তে মার্জ্জার, কুকুরের স্থানে 'সরমানন্দন' সকল স্থলেই ব্যবহার করা সমীচীন মনে করি না। যেস্থানে ভাষার কাঠিন্যবিধান অনিবার্য্য, সেস্থানে না হয় সহজবোধ্য শব্দের স্থানে একটা আয়াসগম্য শব্দের ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থলেই তাহাদের গ্রহণ সমীচীন নহে। কারণ আমরা সাগুপোর সাত্ত্বিক হইয়া পড়িয়াছি; পোলাও হজম করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। যাহাতে ভাষা প্রসাদগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য হয় তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকের কিন্তু সেদিকে আসক্তি ছিল না। অনেকে কেবল চেষ্টা করিতেন, বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শব্দালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য রীতি-নীতিতে বঙ্গভাষাকে বিজড়িত করিয়া রাখিবেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতের ছন্দোভাব, রস, অলঙ্কার প্রভৃতি আসিয়া সংক্রামিত না হইলে আর এ ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না; এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অবশ্য কিছু সময় লাগিবে, কিন্তু ইহা আমি সকলকে অনুরোধ করি যে যিনি যত পারেন বৈদেশিক শব্দগুলিকে বিদায় দিয়া তাহাদিগের স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুন। ভাষাকে পরের ধনে ধনী করা অপেক্ষা স্বকীয় সম্পত্তিতে বলবতী রাখা বড় ভাল। সে যাহা হউক গ্রাম্য শব্দ সম্বন্ধীয় আলোচনাই প্রধান বক্তব্য। জেলাভেদে এই গ্রাম্য-শব্দাবলীর রূপভেদ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। নদীয়ায় যাহাকে 'মেকুর' বলে রাজসাহীতে তাহা বিশাই, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে তাহা বেরাল বা বিড়াল। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু তাহা মার্জ্জার নামে অভিহিত এইরূপ—

হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের ব্যাড়া, মেদিনীপুরের ধাড়া, বাঁকুড়ায় আদাড়,
চট্টগ্রামে বাঁলি, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে কলসী, শ্রীহট্টে কইলা,
বাঁকুড়ায় গোর‍্যা পাবনায় চগো যশোহরে বাঁশই, খুলনায় সাঙ্গড়,
ময়মনসিংহে চঙ্গ, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে মই, সিংহভূমের গোধি,
ঢাকায় গুইল, পাবনায় গোমা, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে গোসাপ,

রঙ্গপুরের জোনাক, যশোহরে চান্দনী, চট্টগ্রামে জোন,
হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে জোরছনা।

এই ত গেল একার্থক শব্দের আঙ্গিক পার্থক্যের কথা; ইহা ছাড়া এরূপ শব্দাবলী ও গ্রাম্য-শব্দ ভাষান্তরে নিতান্ত অল্প নহে—যাহাদিগের উচ্চারণ মাত্র কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরগত প্রভেদ তাদৃশ দেখা যায় না। যথা—

(সংস্কৃতে)—বার্ত্তাকু—হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে,—বেগুণ, চট্টগ্রামে—বাইঅন, যশোহরে—বাগুণ, ময়মনসিংহে—বাইগণ, সিংহভূমে—বাইগুণ।

(সংস্কৃতে) ইক্ষুশব্দ নদীয়ায় কুশুর, ময়মনসিংহে কুস্তুল, বরিশালে কুশের।

(সংস্কৃতে) কবুতরশব্দ ময়মনসিংহে কৈতর, নদীয়ায় কবিতর, পাবনায় কতুর।

(হুগলী, হাবড়া)—ছোকরা, যশোহরে—ছেমড়া, ও পাবনায় ছোমরা।

কয়েকটী শব্দমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক এই শ্রেণীর শব্দ যে বঙ্গভাষায় স্থান পাইয়া লোকমুখে শ্রুত ও কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে ঈদৃশ অনেক শব্দও গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—যাহা বহুজেলায় একরূপ। যথা,

চুল্লী—আখা (পাবনা, নদীয়া ও চট্টগ্রাম)

কাক—কেওয়া (চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা)

নদী—গাঙ্ (ময়মনসিংহ, পাবনা, সাঁওতাল পরগণা) ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ শব্দের অভিধান অনেক রচিত হইয়াছে। চলিত শব্দের শব্দকোষ বা ব্যাকরণরচনাবিষয়ে কিন্তু কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেরি, হটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচ্য-প্রতীচ্য মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে কতক কতক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কাহারও কার্য্যই সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের গ্রাম্য শব্দাবলীর একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াই অবসর লইয়াছিলেন। তাহাও আবার বহুস্থানে অসংলগ্ন ও বিকৃত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু একটী চলিত ক্রিয়ার তালিকা সংগৃহীত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গের গোটাকত ক্রিয়ার উল্লেখ ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের ক্রিয়ার নামগন্ধ মাত্র নাই, যদি পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের সহিত পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের মেলামেশা রাখিতে হয়, যদি উভয়-বঙ্গের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর চলিত ভাষার অর্থ অবগত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে শত সহস্রবার বলিব যে বঙ্গের যাবতীয় জেলার চলিত শব্দ লইয়া একখানি ভালরূপ অভিধান ও একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ প্রস্তুত করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

গাড়ী শব্দের উত্তর ওয়ান প্রত্যয় করিয়া গাড়োয়ান পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র না হয় সংস্কৃতে ব্যাকরণে মিলিতে পারে, কিন্তু দাদা শব্দের উত্তর জী প্রত্যয় করিয়া দিদী পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র কোথায় পাওয়া যাইবে না।

এই ত গেল গ্রাম্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা। ইহা ছাড়া অভিধানের আবশ্যকতা ত সর্ব্বাগ্রে। যেহেতু চলিত হউক আর সংস্কৃত হউক শব্দের অর্থবোধ অগ্রে আবশ্যক। যেমন ভিত্তি স্থাপন করিয়া তবে তাহার উপর অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, তেমনই শব্দাবলীর অর্থ বুঝিয়া তদনন্তর গঠনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করার প্রয়োজন। কেবল যে পুস্তকধৃত চলিত শব্দাবলীর অর্থ বুঝিবার জন্য গ্রাম্যশব্দকোষের প্রয়োজন, তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণের পরস্পর ভাষা বুঝিবার জন্যও চলিত শব্দাভিধানের প্রয়োজন। যদি ময়মনসিংহবাসী আসিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন যে--

থাকু বিস্যুইদ আইবাইন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব না যে তিনি আমাদিগকে জানাইলেন—থিমিয়া বৃহস্পতিবার আসিবেন।

এইরূপ যশোহর জেলার কোন লোক যদি এই গানটী গায়েন যে—

"তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হলা মানা"

তাহা হইলেও আমাদিগের বোধগম্য হইবে না যে "নায়ের হলা মানা" বাক্যের অর্থ পিত্রালয়ে গমন নিষেধ।

এইরূপ ঢাকা জেলার কোন লোক যদি প্রকাশ করেন—

"মনাছিব ছেমরী পালো দরদ ছাড়ে কেডা"

তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারিব না যে তাহার অর্থ—

মনোমত যুবতী পেলে দরদ ছাড়ে কে?

এইবার হয় ত সকলের উপলব্ধি হইল যে, পুস্তকাদি পাঠের জন্য যেমন চলিত শব্দের অভিধান রচিত হওয়া আবশ্যক, বঙ্গের নানা জেলার চলিত শব্দাবলীর অর্থাদি বুঝিতেও তেমনই গ্রাম্য শব্দকোষের প্রয়োজন।

দুঃখের কথা যে এত বড় একটা অভাব নিরাকরণে কেহই এ পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। সাহিত্যাকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়া গেল—কত কত সাহিত্যরথী মাতৃভাষার পদসেবা করিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসমুদ্রে মিশাইয়া গেল, কিন্তু এত বড় একটা অভাবতিমির নিরাকৃত করিতে কাহারও প্রতিভালোক প্রধাবিত হইল না। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা শতকণ্ঠ বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া যত কেন বলি না—বঙ্গভাষা এক্ষণে যথেষ্ট সমুন্নত হইয়াছে—তথাপি জগতের লোকে ইহা বেশ বুঝিয়া রাখিবে বাঙ্গালার অভাব "অনেক"।

সুখের বিষয় যে, গ্রাম্যশব্দাভিধানের ঐ অভাবটুকু বঙ্গের প্রত্যেক ভাষাসেবক বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্যই নানা স্থান হইতে গ্রাম্য-শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিতেছেন। আমি কিন্তু এ অভাবটুকু বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি, আর পারিয়াছি বলিয়াই আজ ১০ দশ বৎসর কাল গ্রাম্য শব্দকোষরচনায় ব্যাপৃত

আছি। বহুকালের অদম্য পরিশ্রমের ফলে আমি গ্রাম্য শব্দকোষের কাঠাম সৃষ্টি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছি, তবে এখনও ছিটুনী বাঁধুনী অনেক বাকী আছে। যদি গ্রাম্য শব্দকোষ ছাপাইবার সুবিধা ঘটে তাহা হইলে বোধ হয় সকলে সুখী হইবেন—কিরূপ পরিশ্রমে কত জেলায় শব্দ সংগ্রহ করিয়া এ ক্ষুদ্র লেখক শব্দকোষ সঙ্কলনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা শব্দ-সংগ্রহাদি করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে—

(১) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক খুলনাবাসী (খুলনার সংগ্রাহক)
(২) ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার—(যশোহর অঞ্চলের সংগ্রাহক)
(৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি,এ,—(নদীয়ার সংগ্রাহক)
(৪) ,, শিবরতন মিত্র—(বীরভূমের সংগ্রাহক)
(৫) ,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী—(শ্রীহট্টের সংগ্রাহক)
(৬) ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর অঞ্চলের সংগ্রাহক)
(৭) ,, হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, এম,এ,বি এল, (মেদিনীপুরের সংগ্রাহক)
(৮) ,, গোপালনারায়ণ মজুমদার, মোক্তার (জলপাইগুড়ির সংগ্রাহক)
(৯) ,, আবদুল করিম, বি,এ—(চট্টগ্রামের সংগ্রাহক)
(১০) ,, পূর্ণচন্দ্র সান্যাল—(পাবনার সংগ্রাহক)
(১১) ,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী—(ঢাকার সংগ্রাহক)

এই কয় মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই সকল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যদিও আমি শব্দ-সংগ্রহ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তথাপি আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগৃহীত হইয়া উঠে নাই—

(১) মুর্শিদাবাদ।
(২) সাঁওতাল পরগণা।
(৩) ত্রিপুরা
(৪) মুঙ্গের
(৫) দিনাজপুর
(৬) পূর্ণিয়া
(৭) মালদহ
(৮) বগুড়া
(৯) হাজারিবাগ
(১০) ভাগলপুর

যদি মাতৃভাষার অভাব পূরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরি উক্ত জেলা-সমূহের শব্দসংগ্রহবিষয়ে সকলে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি ক্ষুদ্রশক্তি, সাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এই বহু আয়াসের কার্য্য কেমন করিয়া সমাপন করিব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ মিলিত হইলে তবে মহানদীর সৃষ্টি হয়। বহু তারকা সমুদিত হইলে তবে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার কতকাংশে অপনীত হয়। আমার পক্ষেও তাই। সাধারণে আমার কথায়

কর্ণপাত করুন। শব্দসংগ্রহাদি করিয়া দিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত রাখুন। তবে মাতৃভাষার অভাব পূরণ হইবে। বলা বাহুল্য শব্দকোষ সঙ্কলন বিষয়ে যিনি যে কিছু সহায়তা করিতেছেন পুস্তক প্রকাশকালে তাহাতে তাহা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে ও সকলেই এক এক খণ্ড পুস্তকলাভে অধিকারী হইবেন।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থস্মৃতিতীর্থ।

ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক বৈজুর দরগায়

উৎকীর্ণ লিপির প্রতিলিপি
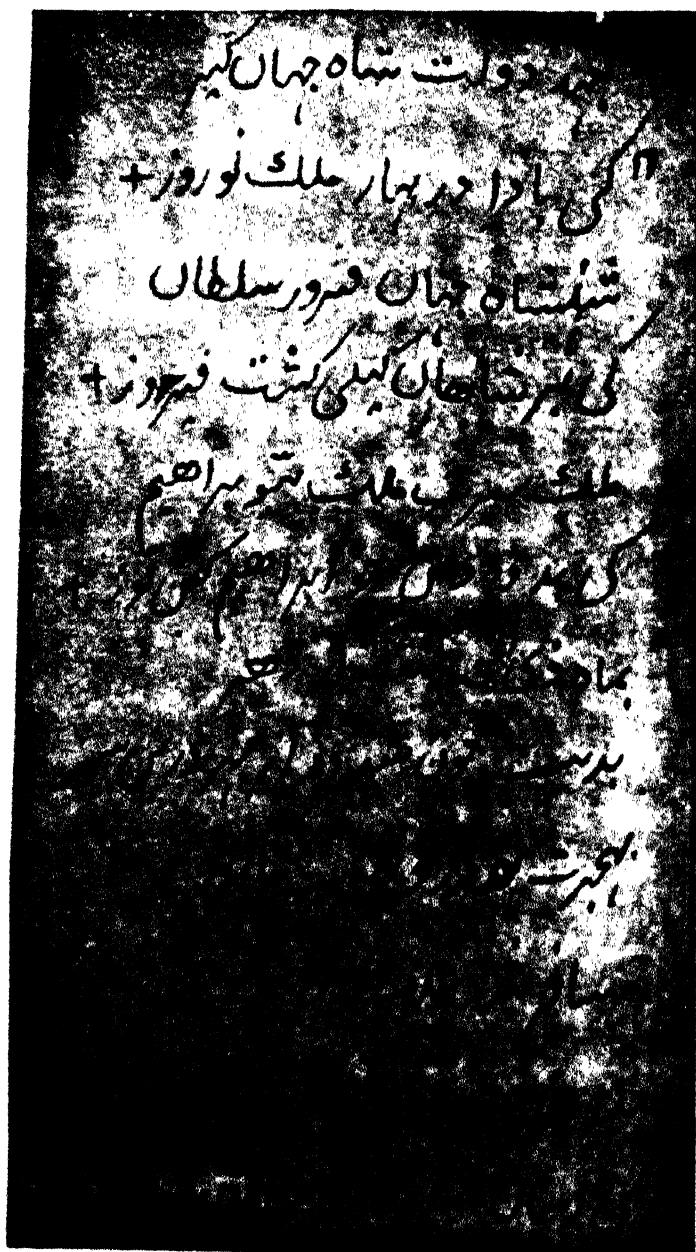
ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক

বৈজুর দরগা

বিহারের উত্তরপশ্চিমে একটা ছোট পাহাড় আছে। উহার নাম পাহাড়ী। পাহাড়টী পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের সমতল ভূমি হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরে খুব খাড়া। দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিছু দূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা। এই পাহাড়টী রাজগৃহের পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণপশ্চিমে পাহাড়ের নীচে দিয়া একটী ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের উপরে ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা। এই সমাধিস্থানটী খুব বিস্তীর্ণ ছিল। ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাহিরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত চতুষ্কোণাকার আঙ্গিনা। ইহার ভিতরে আবার আর একটী প্রাচীরবেষ্টিত পৃথক্ আঙ্গিনা। এই ভিতরের আঙ্গিনার মধ্যে ইব্রাহিমের দরগা। বাহিরের অংশের প্রাচীর তিন দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল, অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর। ইহা লম্বে প্রায় ১৪৫ হাত। বাহিরের প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। এই অংশে অনেক কবর ছিল। তাহার অধিকাংশই এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক সোজা সুজিই ভিতরের প্রবেশদ্বার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইব্রাহিম, আবু বেকরের দরগা ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে। চারিদিকে ইষ্টক প্রাচীরের পরিমাণ ১২৩×১০৩ হাত। ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দরগাটী সমচতুষ্কোণ পরিমাণ ৩৩×৩৩ হাত। উপরে খুব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়া গিয়াছে। এই গম্বুজটী গোলাকার পাঁচটী থাকে বিভক্ত। দরগার নীচে হইতে গম্বুজের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩২ হাত হইবে। দেওয়ালের বেধ প্রায় ৬ হাত হইবে। খুব সুন্দর এক প্রকার বড় বড় ইটে এই সমাধিমন্দির গঠিত। এই মন্দিরগঠনে কোনরূপ মসলা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে ইষ্টকগুলির পরস্পরের মাঝের জোড়া সহজে চোখে পড়ে না। সমাধি মন্দিরের চারিদিকে ৭৷৷০ হাত প্রশস্ত বাঁধানো রোয়াক।

এই দরগার জন্য অতি মনোরম স্থানই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ের উপরই মৃতের সমাধি-স্থানের উপযুক্ত। এখান হইতে চারিদিকে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। দক্ষিণে কিছুদূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গমালার ন্যায় আকাশ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিহার সহর—শ্যামল বৃক্ষরাজির ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। উত্তরে ও পশ্চিমে শস্যক্ষেত্র ও জনপদসমূহ সুন্দর চিত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দরগার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী কবর আছে। মধ্যস্থানেরটী অন্যগুলি হইতে বড়

এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইটাই বোধ হয় সাধু ইব্রাহিমের সমাধি। মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেক কবর পড়িয়া আছে। তাহাদের কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্ত পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ২টী দ্বার আছে। দুইটী দ্বারের উপরই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত তোগ্‌রা অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। আমরা অপর পত্রে তাহার একটী প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও দিলাম।

"জগদ্বিজয়ী দুনিয়ার মালিক পৃথিবীর অন্ত সমস্ত রাজার উপরে যিনি বিজয়লাভ করিয়াছেন, সেই শাহ ফিরোজের (নববর্ষের শক্তি বিহারের উপর অবতীর্ণ হোক্) সময়ে (লিখিত) পুণ্যের রাজা মালিক বৈছু ইব্রাহিম, যিনি বিশ্বাসে আব্রাহামের ন্যায় দৃঢ় ছিলেন, তিনি ৭৫৩ হিজরিতে জিলহিজ্জা মাসে ত্রয়োদশ দিবসে, রবিবারে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। হে খোদা! তোমার করুণায় তাঁহার শেষদিনের ভার লঘু হউক।"

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭৫৩ হিজরাতে অর্থাৎ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে (২০শে জানুয়ারীতে) ৫৭৬ বৎসর পূর্ব্বে এই ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম আবু বেকর বিহার অঞ্চলের খুব একজন প্রসিদ্ধ সাধু ফকির ছিলেন। সুতরাং এই দরগাটী খুব প্রাচীনই বলিতে হইবে। নির্ম্মাণকৌশলে এই দরগাটী ৫৭৬ বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। খুব শীঘ্র ইহার যে কোন সংস্কার করা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে এ বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাঁহার নিযুক্ত একজন সুবাদার এখানে শাসনকার্য্য চালাইতেন। তখন ফিরোজ শাহ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। সুতরাং খোদিত লিপিতে যে ফিরোজ শাহের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দিল্লীর সম্রাট্ প্রসিদ্ধ ফিরোজশাহ তোগলককেই বুঝাইতেছে বলিতে হইবে। ফিরোজ শাহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহম্মদ তোগলকের ঠিক বিপরীত ছিলেন। তিনি সুশীল, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাজ্য জয় অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল। তাঁহার সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ ও সাধুপুরুষের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ইব্রাহিমের দরগাও তাহার একটী নিদর্শন।

মুসলমানদিগের সময়ে বিহার চিরদিন দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল না। অনেকবার ইহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান যুগের বিহারের ইতিহাসকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা জয়ের সময় অর্থাৎ ৬০০ হিজরী হইতে ৭৩৯ হিজরী পর্য্যন্ত প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে। এই সময় বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীন এবং বাঙ্গালার সুবাদারীর অন্তর্গত ছিল। ৭৩৯ হিজরাতে ফকিরুদ্দীন আবদুল মবারক শাহ বাঙ্গালা দেশে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বিহার এই সময়ে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং দিল্লীরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাই বিহার-ইতিহাসের ২য় যুগ। ৭৯৬ হিজরীতে জৌনপুরের স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হয়, ঐ সময় বিহার জৌনপুরের অন্তর্ভুক্ত

এবং দিল্লী হইতে বিযুক্ত হয়। ৮৮১ হিজিরা পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে। এই তৃতীয় যুগকে বিহারের স্বাধীন যুগ বলা যায়। ৮৮১ হিজরাতে বিহার আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয় এবং মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবেই থাকে। ইহাই বিহার ইতিহাসের চতুর্থ বা শেষ যুগ।* সুতরাং ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা বিহার ইতিহাসের ২য় যুগে তোগলক সম্রাটদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

আমরা সম্প্রতি এই পাহাড়ের চারিদিকে ও সমাধিক্ষেত্রের ভিতর বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। দরগার দক্ষিণে প্রস্তরপ্রাচীরের বাহিরে প্রস্তরস্তূপের ভগ্নাবশেষ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিকে ও সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে আরও একটী প্রস্তরস্তূপের অবশেষ রহিয়াছে। এই স্তূপগুলির গঠন ও আকৃতি দেখিয়া বৌদ্ধযুগের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, দক্ষিণদিকের প্রস্তর-প্রাচীরটীও আমাদিগের নিকট বৌদ্ধযুগের বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা সমাধিক্ষেত্রের ভিতরেই একটী প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি পাইয়াছি। একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডে ২টী মূর্ত্তি খোদিত। দুইটীই স্ত্রীমূর্ত্তি। বামপার্শ্বের মূর্ত্তিটীর গাত্র নানা অলঙ্কারভূষিত ও মাথায় মুকুটের চিহ্ন দেখা যায়। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটী সুন্দর স্তম্ভাকার এবং তাহাতে অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বৌদ্ধযুগের শিল্পকৌশলের পরিচয় দিতেছে। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী মূর্ত্তি, এটীতেও অতি সুন্দর শিল্প কৌশলের পরিচয় আছে। মাথার দিকে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রস্তর খণ্ডটীর পরিমাণ অনুমান দৈর্ঘ্যে ১ এক হস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত ছিল। সম্ভবতঃ ইহা কোন বৌদ্ধমন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন করিত। আমরা এই প্রকারের স্ত্রীমূর্ত্তি প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আরও অনেক স্থানে দেখিয়াছি। কালের বিজয়ী হস্তের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই মূর্ত্তিটী মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্রের এককোণে লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আমরা আরও অনেক প্রস্তরখণ্ডাদি দেখিলাম, যাহা বৌদ্ধযুগের বলিয়া বোধ হইল। মুসলমানেরা সেগুলির কারুকার্য্যাদি নষ্ট করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইয়াছে।

এই সব কারণে আমাদিগের নিঃসংশয়রূপে মনে হইতেছে যে, এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধমঠ বা বিহার ছিল। এ, কানিংহাম সাহেবও তাঁহার "Ancient Geography of Iudia" নামক গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গিরিয়াক্ ও কপোতিকার পর য়ুঅন্-চুঅঙ্, কপোতিকার অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে একটী পাহাড়ের উপরে অবলোকিতেশ্বরের যে বিহার দেখিয়াছিলেন সে এই পাহাড়ের উপরেই অবস্থিত ছিল। কানিংহাম্ সাহেব নিজেও এখানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, অবলোকিতেশ্বরের 'বিহার' হইতেই এই স্থানের নামও বিহার হইয়াছে †। আমরা নিজেও

* See Epigraphia Indica Vol. II, part XIII; p 261.

† See Cunningham's "Ancient Geography of India", p. 478.

সম্প্রতি যে বুদ্ধ মূর্ত্তি এই পাহাড়ের উপর পাইয়াছি বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই কথাই সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি। অতি প্রাচীনকালে এই নির্জ্জন মনোরম পাহাড়ের উপরে একটী বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মুসলমানেরা তাহার ভগ্নাবশেষের উপরে আপনাদিগের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আসাম-পর্য্যটন *

এখন আসাম-ভ্রমণকারীর আর তেমন কষ্ট নাই; রেলে জাহাজে পথ সুগম হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমরা এমনই পর্য্যটনপরাঙ্মুখ যে আসামে কার্য্যবশতঃ অবস্থিত হইয়াও ইহার নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে আমাদের উৎসাহ হয় না।

১৩১৩ সালের পৌষ মাসে পরশুরামকুণ্ড দর্শনার্থ গৌহাটী হইতে যাত্রা করি। পরশুরাম-কুণ্ড যাত্রা-কাহিনী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এইস্থানে তাহার বিষয়ে কোনও কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

পরশুরাম তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে ডিব্রুগড় দিয়া ষ্টীমারে বিশ্বনাথ ও তেজপুর দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বাণরাজার বিবরণীতে জানা যায় যে, একদা তিনি নিজ রাজ্যে দ্বিতীয় বারাণসীস্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন! বিশ্বনাথ বর্ত্তমানে তেজপুর জিলার অন্তর্গত, পুরাকালেও প্রাচীন শোণিতপুরের মধ্যভুক্ত ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। এই বিশ্বনাথই বাণরাজার দ্বিতীয় কাশী। প্রমাণ নন্দিসংহিতা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আলোচনা করা যাইবে।

বিশ্বনাথ-ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে বিশ্বনাথের স্থান প্রায় এক মাইল হইবে। বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র বিশ্বনাথপুরীর গা ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হয়। এমন কি তখন স্বয়ং বিশ্বনাথ মহাদেব ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থ হইয়া লোকনয়নের অগোচর হইয়া পড়েন। গ্রামে ঢুকিয়াই সর্ব্বাগ্রে কমলেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গের দর্শন ঘটে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সর্ব্বমাধব নামক চক্রের স্থান এবং তৎসন্নিকটেই চণ্ডীর পীঠ। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে অনাদিলিঙ্গ শিবনাথের দর্শনলাভ হয়। শিবনাথের নিকটে বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন; কথিত আছে, ইহা আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহের স্থাপিত। শিবনাথের ব্যবধানে আর একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা শূন্য। এই মন্দিরও জনৈক আহোমরাজের নির্ম্মিত। বর্ষাকালে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইলে পূর্ব্বে এই মন্দিরে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি-স্বরূপ একটী লিঙ্গের পূজা হইত, ব্রহ্মদেশীয়েরা আসামে আসিয়া যখন উৎপাত করে তখন উহারা এই মন্দিরের ভিতরে গোহত্যা করে বলিয়া ইহা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহারই নিকটে আর একটি মন্দির আছে; এখন তাহাতেই বর্ষাকালে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি পূজা পাইয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের একটি ছোট নালা পার হইয়া জলান্তর্গত পাষাণময় একটী স্থল দেখা যায়, এই খানেই মহাদেব বিশ্বনাথের অনাদিলিঙ্গ। এই স্থানটি দেখিতে অনেকটা গৌহাটির সমীপস্থ উর্ব্বশী-ক্ষেত্রের ন্যায়। পূর্ব্বে বিশ্বনাথ নামডাক শুনিয়া মনে

* গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত

করিয়াছিলাম যে, এখানে এমন একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইব যাহা গৌহাটির শুক্লেশ্বরের বা কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় ; তত বৃহৎ না হইলেও, অন্ততঃ উমানন্দের কিংবা বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বড় হইবেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থিত সেই পাষাণময় স্থানের মধ্যে একটি বৃহৎ গর্তের ভিতর স্থানবিশেষ দেখাইয়া পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "এই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ও অনন্তসহ এখানে অবস্থিত"। তখন একটু হতাশ হইলাম। তিনি আরও বলিলেন, এই প্রস্তরময় স্থানে শতসহস্রশিবলিঙ্গ আছেন, ইহাতে একটু ভীত হইলাম। কিন্তু শিব যখন সহসা চর্ম-চক্ষুর গোচরীভূত হন না, তখন কি করিতে কি করিয়া ফেলি। সেই পাষাণময় স্থানের মধ্যে যে যে স্থানে ঈষৎ একটু গর্ত দেখা যায়, সেই সেই স্থানে একটি লিঙ্গ আছেন বলিয়া পুরোহিত দেখাইতে লাগিলেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল স্থান হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। বিশ্বনাথের প্রণামে যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহা ঠিক গৌহাটির উমানন্দের প্রণামের তুল্য—

"দেবদেব মহাদেব গঙ্গাবাঞ্ছিত শেখর।
তব দর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

বিশ্বনাথের অতি নিকটেই কুণ্ডাকার একটি স্থান আছে, ইহার নাম "চক্রতীর্থ"; ইহা সেই বারাণসীর অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে স্নানকালে সঙ্কল্পে বলা হয় "বারাণসীর জ্ঞানবাপী তুল্য" ইত্যাদি।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই স্থানে যেমন একটি কাশীক্ষেত্র তৈয়ার হইতেছিল। হঠাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব কি অন্য কোনও কারণে ইহাতে বাধা পড়িয়া গেল। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, বাণরাজা যখন এইস্থানে কাশীক্ষেত্র স্থাপন করিলেন, তখন যমরাজ পাপীর সংখ্যা কমিয়া গেলে তাঁহার অধিকার খর্ব হইয়া যাইবে মনে করিয়া কোটি লিঙ্গের একটি লিঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যান। সেই নিমিত্তই এই স্থানে আর বারাণসী স্থাপিত হইতে পারিল না।

বারাণসীতে গঙ্গা যেমন উত্তর বাহিনী, এই স্থানেও নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের নালাটি উত্তর দিকে প্রবাহিত। কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা এইরূপ ছিল না। হয়ত যেখানে গর্ত মধ্যে শিবলিঙ্গের কল্পনা করা হয়, সেই স্থানটী গৌহাটির উমানন্দের মত উচ্চ শৈলখণ্ড ছিল; হয়ত বা উমানন্দের লিঙ্গ ও মন্দিরের মত এখানে বিশ্বনাথেরও লিঙ্গ এবং মন্দির ছিল। উমানন্দাধিষ্ঠিত পর্ব্বতখণ্ডটিকে দেখিলে যেমন বোধ হয় কালে ইহা গৌহাটি সহরের সংলগ্ন ছিল, ভূকম্প অথবা নদবর ব্রহ্মপুত্রের গতিপরিবর্ত্তনে ইহা গৌহাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সেইরূপ মনে হয় এই স্থানটিও এক সময় লোকবসতির সংলগ্ন ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রশাখা একটি ভূমিকম্পের প্রভাবে ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়া ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বংসাবশিষ্ট এই পাষাণময় স্থানটি তরু ও গুল্মকর্দ্দম দ্বারা প্রাচীন বিশ্বনাথের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পরিরক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান পূজকেরা এই স্থানের ইতিহাস অবগত নহেন বলিয়াই বোধ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ষায় কয়মাস বিশ্বনাথ জলের নীচে অবস্থান করেন। বর্ষাতান্তে ব্রহ্মপুত্রের নালাটি শুষ্ক হইলে, এই স্থানে যৎসামান্য একটী পর্ণশালা নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ বিশ্বনাথের অবস্থা বর্ত্তমানে বড়ই শোচনীয়। ব্রহ্মপুত্র-স্রোতের অপর-পারেও একটী দেবতাস্থান দেখিলাম। উহার নাম উমা-পীঠ। এই পারে লোকবসতি বিরল; দুই চারিঘর যাহা দেখিলাম, তাহাদিগকে পশ্চিমা অথবা নেপালী বলিয়া বোধ হইল।

বিশ্বনাথের অধিষ্ঠাতার অবস্থার সঙ্গে স্থানেরও অবস্থাবিপর্য্যয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বোধ হয় ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি ছিল, এখন জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে। বিশ্বনাথে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ্ (একত্র) আফিস আছে, এবং বাজার-হাটও আছে। কিন্তু তাহা বিশ্বনাথের মহিমায় নহে, নিকটে চা-বাগান আছে, তথাকার ইংরাজ চা-কর বাহাদুরগণের মাহাত্ম্যে উক্ত স্থাপিত।

বিশ্বনাথের পর শিলঘাট। শিলঘাটে রাত্রিতে ষ্টীমার বিশ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু সেই স্থানে কোনও দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে বলিয়া ধারণা ছিল না। দেখিবার তখন অসুবিধাও ছিল। পরে শুনিলাম শিলঘাটে দুই মুনি শিলা নামে দুইটী বড় বড় প্রস্তর আছে। তাহার পার্শ্বে কতিপয় ছোট ছোট শিলা আছে। কথিত আছে যে, দুইজন মুনি তাঁহাদের অনুবর্ত্তিবর্গ সহ এখানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছেন।

শিলঘাট ষ্টেশনটি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারে নৌগাঁ জিলায় অবস্থিত। ইহার পরেই তেজপুর। এই সহরটি গৌহাটি সহরের মত একবারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। অসমীয় ভাষায় তেজ অর্থ শোণিত; অতএব ইহাই যে প্রাচীন শোণিতপুর তদ্বিষয়ে দ্বিধা হইবার কথা নাই। পরম শিবভক্ত মহারাজ বাণ, এই স্থানেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গেও বাণরাজার গড় আছে, ইহাতে প্রতীত হয় যে বাণরাজার রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেজপুর ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে বাণরাজার ও তদীয় মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের এবং কন্যা ঊষার বহু স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।*

আমার সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ সকল দেখিতে পারি নাই। সহর হইতে দূরে একদিকে একটি শিবনিকেতন, এবং অন্যদিকে একটি দেবীমন্দির আছে। শিবলিঙ্গটি শুক্রেশ্বরের ন্যায় বৃহৎ, ইনি ভক্তপ্রবর বাণরাজার সময়ে স্থাপিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

যেখানে এখন ডেপুটি-কমিশনর সাহেবের কাচারি, ঐখানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল। অনেকে বলেন, উহাই বাণরাজার দুর্গ ছিল। স্থানটি দুর্গের যে উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসংহারক কালের প্রবাহে প্রাসাদটি বহুদিন হইল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। উহার উপাদান প্রস্তরখণ্ডগুলির অধিকাংশ ডেপুটি-কমিশনারের আফিস-গৃহের অধোভাগে

---

* এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দে লিখিত এবং গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত বাণ ও শোণিতপুর প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। (নব্য ভারত ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় দ্রষ্টব্য)

প্রোথিত হইয়া লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া আছে। এদিকে তেজপুরে এমন বাসা নাই যেখানে দুই একখণ্ড প্রস্তর না পড়িয়া আছে। কোন কোন স্থলে ঐ গুলি ঘরের পৈঠা, কচিৎবা স্নানার্থ আসন, কুত্রাপি বা পায়খানায় উঠিবার পাদান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হায় যে সকল উপলখণ্ড দুর্ভেদ্য দুর্গের গাত্রাবরণ ছিল, সেই গুলির এখন কি দুরবস্থা!

ডেপুটি কমিশনার আফিসের নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ অৰ্দ্ধভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার একদিকে নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যকূর্ম্মাদি কয়েকটি প্রাচীন অবতারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, উপরের দিক্‌টা ভগ্ন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের মূর্ত্তি ছিল কি না বুঝা গেল না। এতদ্দ্বারা এই প্রাসাদটি বাণরাজার সময়ের কি না তাহারও একটা মীমাংসা হইতে পারিত। এই সকলের পার্শ্বে কুন্দায়তন বৃত্তের ভিতর হস্তিহরিণ প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ঐ গুলির শিল্প-চাতুর্য্য ও অবয়ব-সৌষ্ঠব দেখিলে মুক্ত কণ্ঠে ভাস্করের প্রশংসা করিতে হয়। হরিণটি তাহার পেছনের পায়ের একটি খুর দিয়া নাক চুলকাইতে দেখিয়া শিল্পীর একটু রসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এইরূপ শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন আর পাওয়া গেল না। নদীর তীরে একটি বাঙ্গালা ঘরের প্রবেশদ্বারের নিকট কয়েকটি কার্ণিশ দেখা গেল; কিন্তু ঐ গুলি শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় খোদাই অংশের সৌন্দর্য্যানুভব করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই যে স্তম্ভটি আছে, ইহাও যদি কিয়দ্দিবস এই ভাবে উন্মুক্ত আকাশতলে বাতবৃষ্টির অবাহত অধিকারে থাকে, তবে খোদিত ভাগ অচিরকালেই অস্পষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।*

যেখানে করাতের কল চলিতেছে, তাহারই সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি টিলার উপর কতকগুলি ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কারুকার্য্যবিশিষ্ট কোন প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল না।

এইরূপে বাণরাজার শোণিতপুর বর্ত্তমান তেজপুর দেখা শেষ হইল। দুই দিন মাত্র ছিলাম, আর কতই বা দেখিব? তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির খবরই জানিতে পারি নাই। এই লিপিমালার নাকি কিয়দংশ মাত্র ডাঃ কীলহর্ণ পাঠ করিয়াছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ইহার প্রাচীন নগর গুলির একটিও অবিসংবাদিত ভাবে ইহার নিজস্ব বলিয়া কথিত হয় না। 'শোণিতপুর' এর দাবিদার কেবল উত্তরবঙ্গের "দিওপুর" মাত্র একপ নহে; শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহোদয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক ইংরাজীতে যে একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুগণের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনাদি বিষয়-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে "মিশর দেশের 'গুনট' নগরীর 'ওষার' সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধজীর বিবাহ হইয়াছিল।"

---

* সুখের বিষয়, এই সকল প্রাচীন পৌরবচিহ্ন যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষগণের উদ্যোগ হইতেছে।

এইরূপে সদিয়া দিয়া প্রবাহিত যে কুণ্ডিল নদীর তীরবর্ত্তী ভগ্নাবশিষ্ট নগর রাজা ভীষ্মকের কুণ্ডিন নগর বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। বিদার বা বেরার সেই কুণ্ডিনের নামান্তর বিদর্ভ বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। কামরূপ-প্রদেশে আজিও লক্ষীধরের লৌহনির্ম্মিত বাসর-ঘর প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং নেতাধোবানীর ঘাট হইতে ধুবড়ী সহরটীর নামকরণ হইয়াছে। তথাপি বঙ্গের কত স্থানে পদ্মপুরাণের সেই চন্দ্রধরের বাড়ী প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই যে আমাদের এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যাহার সম্বন্ধে বোধ হয় যে কুত্রাপি কোনও সন্দেহের কথাও হয় না, ইহার এবং এতদধিপতি নরক সম্বন্ধে রামায়ণে কি আছে শুনুন। সুগ্রীব তাঁহার বানরসৈন্তকে কিষ্কিন্ধা হইতে পশ্চিমাভিমুখে সীতার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্ব্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড)

ইহাতে দেখা যায় কিষ্কিন্ধার পশ্চিমদিকে সমুদ্রের মধ্যভাগে বরাহ পর্ব্বতে নরকাধ্যুষিত এক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল।

একই দেশে এক নামের দুই স্থান থাকা অসম্ভব নয় এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থানাবলীর নাম দেখিলে দেখা যায়, উপনিবেশগুলিতে প্রায়শঃ মাতৃভূমির স্থানগুলির নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব মিসরের পুন্ট্ বা পোণ্ট পশ্চিম সাগরের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অবশ্যই ভারতের উপনিবেশ মাত্র এবং বিদর্ভ এই নামের স্থান ভারতের দুই জায়গায় থাকিবে আশ্চর্য্য কি! গ্রীককবি হোমারকে লইয়া গ্রীক জগতের সাতটি বড় বড় স্থান বিবদমান হইয়াছিল। এই বেহুলা লক্ষীধরকে নিয়াও যে তাহা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে কোনটি আসল কোনটি নকল ইহা নিরূপণ করা অবশ্যই উচিত, কিন্তু এই প্রবন্ধের যদিও তাহা বিষয় নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নাগগণের বসতিস্থল নাগপর্ব্বতের সন্নিকৃষ্টতম স্থানই নাগ-মাতা মনসার লীলা-ভূমি হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে আসামের দাবী পদ্মপুরাণের নায়ক নায়িকাগণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। আর কুণ্ডিন সম্বন্ধেও এই বলা যায় যে, ভীষ্মকরাজের সঙ্গে মিশমিগণের নামতঃ কিছু সাদৃশ্য আছে; অথচ চুলিকাটা মিশমিরা আজ পর্য্যন্তও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মীর মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপারের স্মরণার্থ অপর পার্ব্বত্য জাতীয়ের ন্যায় কেশ রাখে না, উহা কাটিয়া ফেলিয়া "চুলিকটা" নাম ধারণ করিয়াছে। বরপেটার 'চূণপড়া' উত্তর-গৌহাটীর অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি নামের ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও দেখা যায়, রুক্মিণী-হরণব্যাপারটা আসামের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আমরা আসামের

পক্ষে অবশ্যই টানিয়া ধরিব এবং আমাদের দাবি দাওয়া সাহিত্যজগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করাই আমাদের সাহিত্যানুশীলনী সভার একতম উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নন্দিসংহিতা নামধেয় একখানা বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের কয়েকটী পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাণরাজার কাশীস্থাপন সম্বন্ধে এবং ত্রিমুনি-শিলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পুথিখানি নানাস্থানে খণ্ডিত ও অপাঠ্য ; যতদূর পড়িতে পড়িয়াছি নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নন্দী (কার্ত্তিকং) উবাচ।*

"অলং বৎস মনোধেহি মদ্‌গুরোঃ পার্ব্বতীপতেঃ।
বাণার্থং কাশীকরণং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
প্রসঙ্গাদত্র বক্ষ্যামি যতসং সাধুপঙ্কজঃ।
অনেন কথিতেনৈব লোকেষু খ্যাতিভবেৎ।
আসীদ্বলিসুতো রাজা বাণঃ শত্রুভয়ঙ্করঃ।
যং শৈবগণনাকালে গণয়ত্যাদিতঃ কবিঃ।
তস্য ভক্তিবশং গত্বা কদম্ব পাসনঃ ...।
কায়েন মনসা বাচা সদা বাণ হিতঃ স্থিতঃ॥
একদা বাণ রক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণস্যাপরোধবৎ।
ত্রিমূর্ত্তিবহুরূপস্য নিবেদয়ে।
স একদা বাণভূপো নিজভক্তস্য দৈব বলেঃ।
সস্মার চরিতং কথা কর্ণাদেব পিবেচ্ছয়া॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃতা পূর্ব্বং মংশিষ্যা বলিনা হরৌ।
যয়া বদ্ধো জগৎস্বামী সুতলে সংস্থিতঃ সদা।
... নাস্তি সংসারে মুখোদ্গতো কমলার্পিতঃ।
সেবকঃ ... বলিঃ সর্ব্বত্র সেবতে॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃষ্ণার্পিতা ... চ মংশিষ্যঃ।
সোহপি ... শাস্ত্রশাস্ত্রোত্তরং॥
অপরঃ ধন্য ধন্যশ্চ পিতামহো বিরোচনঃ।
যোহনন্ত ... শ্রেষ্ঠং বলিনেব তপস্বিনা॥

* এই গ্রন্থখানি অক্ষরাকারে লিখিত। আমাদের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের নমুনা স্বরূপই গোস্বামি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হন্ত তথাপি নৃপস্তু বাণোঽহং তময়োঽভবম্।
যয়া পুত্রেণ মত্তাতো নিষ্কামেব ভবিষ্যতি ॥
* * * (৩৬টি শ্লোক অস্পষ্ট)
ইতি ধর্ম্মমতির্বাণো হরপার্ব্বতী তুষ্টয়ে।
* * * (২।৩টী শ্লোক অস্পষ্ট)
প্রসাদ্য পূজয়ামাস স বাণনৃপতিঃ শিবম্।
এবং প্রতিদিনকালে যো হরং সম্পূজ্য ভূপতিঃ।
শয়নং ভোজনঞ্চাপি তত্তাজাস্তবদামি কিম্ ॥
* * * (১টি শ্লোক অস্পষ্ট)
এবমুগ্রেন তপসা রাধয়ামাস শঙ্করম্।
মাসষট্কং ততো রুদ্রশ্চাবিরাসীৎ কৃপাময়ঃ ॥
ততঃ স বাণ তং দৃষ্ট্বা সগণং সাত্বিকং হরম্।
ন গুবন্ধরণীং গত্বা তুষ্টাব চ মুহুর্মুহুঃ ॥

বাণ উবাচ ॥

(শ্রীবিশ্বনাথ কুরুণাং কুরু।)

শূলপাণে শম্ভো শিবেশ শশিশেখর চন্দ্রমৌলে।
শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বমূর্ত্তে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়-জটাকলাপ-গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগঃ।
বাচামগোচর সুরেশ্বর বিশ্ববীজ গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কৃজ্জগদেকবীর বারাণসী-
পুরপতে বৃষভধ্বজায়।
বাণৈকভূপগতবিধায়ক বাণনাথ গৌরীপতে
ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
ক্ষীরাম্বুধিভ্রমণোদ্ভবকালকূট ভীতাকুলাসুর-
মরামরভী প্রহর্ত্তঃ।
কাশীশ্বর ত্রিপুরদুর্দ্ধরদানবারে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্।
* * * (১ শ্লোক অস্পষ্ট)
ভক্তাকুলাকুলিতমানসচঞ্চরীক শ্রীশৈলজাবদনপঙ্কজমুগ্ধভৃঙ্গ।

মৌক্তেকবীজগুণহেতুগুণাতিরিক্ত গৌরীপতে মযি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
কামান্তনাশনকৃপাম্বুধিকামদাতঃ কাশীকলঙ্ককরিপো প্রণবপ্রগীত।
নির্লেপনির্গুণনিরাকৃতিলিঙ্গসংস্থ গৌরীপতে মযি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥

• • • (১ শ্লোক অস্পষ্ট)

স্বভূতাভূতাপরিচারকভূতাভূতাভূতাস্ত ভূতাবলিদানবসুরেশঃ।
এবং স্মরন্ কুরু কৃপাং করুণানিধান বাক্কায়কর্ম্মমনসা শরণং ব্রজামি।
বলিসুতকৃতমস্তং স্তোত্ররাজং শিবস্য পঠতি পরম ভক্ত্যা যস্ত্রিসন্ধ্যং মনুষ্যাঃ।
সতু ভবতি ধরেন্দ্রো লব্ধকামো যশস্বী গ্রহরিপুগদপীড়াবর্জ্জিতঃ সর্ব্বকালম্ ॥
অতুলবলধনাঢ্যো রাষ্ট্রসংগ্রামজেতা রতিপতিসমরূপো কামিনীনাং প্রিয়শ্চ।
সকলগুণকলাঢ্যঃ পুত্রবান্ দীর্ঘজীবী শিবপদমপি লব্ধা নন্দিতুল্যস্তমেতি ॥

ইতি শ্রীনন্দিসংহিতায়াং বাণস্তোত্রকথনং একত্রিংশত্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

নন্দ্যুবাচ।

এবং স্তুত্বা ততো বাণো গলবস্ত্রো হরাগ্রতঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ শিব প্রাহিত্রাহীরয়ম্ ॥
তস্থথা কাতরং দৃষ্ট্বা স্নেহতো গিরিজাপতিঃ।
ক্রতমালিঙ্গনক্রোড়ে চোত্তিষ্ঠেতি ত্রিকচ্ছরন্ ॥
সংমার্জ্জয়ন্ মুখস্তস্য করপদ্মেন শঙ্করঃ।
যথা রুচি বরং গৃহ্ন ইতি বাচমুবাচ হ ॥
ত্বয়া তপঃ কৃতং ঘোরং ব্রতঞ্চাপি সুদুষ্করম্।
অনেন দাসতুল্যং মাং কৃতবানসি বৎসক ॥
অতস্তব মনোবৃত্তং বর বৎস বদাশু মে।
সদাংশু সাধয়াম্যস্ত নাত্র শঙ্কাং করিষ্যসি ॥

(অতঃপর একটি পত্র নাই)

তত্রৈবাস্বরবেদী চ শিবেনৈব নিরূপিতা।
তচ্চতুর্দ্দিক্ষু ত বসন্ লোকতাপংভবেৎ ॥
কালস্করে পশ্চা পশ্চা পূর্ব্বে লাঙ্গুল-ভৈরবঃ।
উত্তরে বিশ্বনাথশ্চ দক্ষসীমায় ভূদ্ভুতঃ।
এতন্মধর্ম্মহাবেদী কাশীতুল্যাফলপ্রদা।
মণিকর্ণিকয়া তুল্যঃ লৌহিত্যো হ্যত্রৈব সজ্জলম্ ॥

• • (১ শ্লোক অস্পষ্ট)

মহানন্দঃ কোটিলিঙ্গো কৃত্বা তস্থৌ শিলাময়ঃ।
তত্র জাতা বিষ্ণুমাসতা সদাকঃ সগণো ক্রতম্।

বিশ্বনাথং মহালিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
*　　*　পশ্চাল্লিঙ্গমেকৈকমার্চ্চয়ন্।
তুষ্টুবুর্বাণরাজানং প্রশংস্য গিরিজাপতিম্॥
তথা দারাগণৈর্মুক্তার্ব্রহ্মাত্যাঃ সকলামরাঃ।
নাগকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধযক্ষমহর্ষয়ঃ।
তীর্থানি সিন্ধবো বেদা গ্রহর্ক্ষঋতুপর্ব্বতাঃ।
যোগিন্যপ্সরসো ভূমিকালমুখ্যা বয়স্তথা।
মনবো ভানবো রুদ্রা বসবো মরুতো মখাঃ।
*　　*　　*　.　*　(শ্লোকার্দ্ধ)
উবাচ দশবিস্থাভিঃ সহিতা সখিভিঃ সহ।
ক্ষেত্রপালাশ্চ ডাকিন্যো ভৈরব্যো ভৈরবা-স্তথা॥
অন্তেঽপি গত্বা তত্রৈব একৈকং লিঙ্গমার্চ্চয়ন্।
*　　*　　*　দৃষ্ট্বা লেভিরে পরমং সুখম্।
কাশীং দৃষ্ট্বা কৃতার্থা স্তে সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বমালয়ম্।
জালন্ধরে তু সন্তস্থৌ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
*　　*　　*　　*　(শ্লোকার্দ্ধ)
তস্থৌ শঙ্করলিঙ্গস্তু লোকনিস্তারহেতবে।
ইতি বৎস ময়া প্রোক্তা বাণবারাণসী-কথা।
*　　*　　*　　*　(অস্পষ্ট)
যতো লৌহিত্যতোয়ে তু স্থিতা ত্রিপথগা সদা॥
কাশীমেকন্তু নির্ম্মায় স্বংপিতা ভক্তবৎসলঃ।
স্বপ্নে বাণেত্বকথয়ং　*　*　*　।
লৌহিত্যদক্ষিণে তীরে সারঙ্গস্য গিরেরধঃ।
যৌ মুনী তিষ্ঠতো নাম্না কৌস্তভঃ কুমুকাপরঃ
ময়া কাশী কৃতা বৎস তয়োঃ প্রয়াণভবতাম্।
*　　*　　*　　*　(শ্লোকার্দ্ধ)
······লিঙ্গবিবরে তত্র পূর্ণাত্তি সাত্ত্বিকী।
তস্তাঃ সাত্ত্বিকপূজায়াং শ্রীহানির্বংস জায়তে॥
ইত্যেবং কথয়ন্ স্বপ্নে শম্ভুর্ভক্তস্ত বৎসলঃ।
আজগাম স কৈলাসমস্মাভিঃ পরিসেবিতঃ॥
ততো বাণঃ সমুত্থায় প্রাতঃকালে শুচির্ভবন্।
মুনিদ্বয়স্ত নিকটং জগামাতিত্বরান্বিতঃ॥

চিত্তজাতিশয়োদ্বেগাতুরো রাজা মুনিদ্বয়ম্ ।
কুত্র কাশীতি বটুকদ্বঃ পপ্রচ্ছ বদতামিতি ॥
ততো ধ্যানস্থ ভঙ্গেন কুপিতৌ তৌ মহামুনী ।
চক্রতুর্বাণরাজানং তিরস্কারং মুহুঃসহম্ ॥
কুত আগত্য রে মূঢ় মিথ্যা রটসি বালবৎ ।
কিম্বা ধুস্তুরসম্ভাসবপানেন বাতুলঃ ॥
জায়তে জগতাং কাশী জাহ্নব্যা নিকটে শুভে ।
যমস্থ পৃচ্ছসে মূঢ় কাশী ক বাসরূপকে ॥
বৃথাসি ত্বং সর্ব্বেষু পুরুষেষু ন পণ্ডিতঃ ।
নো বা নির্বাক্ষণে দেশে জন্মবানসি বালিশ ॥
ত্বরাপসর দূরং ত্বং শাপভীরস্তি চেত্তব ।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং রাজা মৃতাদপ্যধিকোঽভবৎ ॥
অথ মুনাশ্রিকাদ্ যয়াগত্য বলিনন্দনঃ ।
শোককোপবশাচ্চাত্মমরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
বৃত্তান্তং শঙ্করো জ্ঞাত্বা শীঘ্রমাগত্য ভূপতিম্ ।
মৃত্যোর্নিবারয়ামাস বাণং মধুরয়া গিরা ॥
শ্রীশিব উবাচ । কিমর্থং বদ নৃপতে মরণায় কৃতোদ্যমম্ ।
বদ শীঘ্রং হৃদন্তাপং যদ্দুঃখে দুঃখিতোঽহম্ ॥
শ্রুত্বা শিববচো বাণঃ প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ।
মুনিদ্বয়তিরস্কারং কথয়ামাস শূলিনে ॥
তৎসমাকর্ণ্য কোপেন প্রজ্বলন্ বৃষভধ্বজঃ ।
অশপত্ত মুনিদ্বন্দ্বং পাষাণভবনায় বৈ ॥
তচ্ছাপাতিকথা ক্রুদ্ধৌ যৌ মুনী কুম্ভকোদ্ভবৌ ।
তৎস্থানং শীঘ্রমাগত্য বদতঃ স্ম ত্রিলোচনম্ ॥
মুন্যাচতুঃ । হে দেবদেব শ্রীকণ্ঠ জগন্নাথ কৃপাম্বুধে ।
পরাবর্ণমকস্মৈব কিমেবা দুক্রিয়া কৃতা ॥
কদা কুত্র কৃতা কাশী আবায়োঃ কিং প্রকাশিতা ।
অশ্রুতামবদন্ বার্ত্তা নয়ো কিং দোষতাপৃচ্ছবেৎ ॥
বিনাপরাধতো যস্মাৎ শপ্তাবাবাং ত্বয়া হর ।
অতস্তে বিশ্বনাথোঽপি নীরবত্নো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি শাপং তদা শ্রুত্বা ব্যগ্রোঽভূদ্বলিনন্দনঃ ।
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায়ঃ শিববক্ত্রং বিলোকয়ন্ ॥

অথ তৌ তু মুনী প্রাহ সস্মিতো বৃষভধ্বজঃ।
সাধুকর্ম্মকৃতং বিপ্রৌ যুবাভ্যাং তোষিতো মম॥
বিনাপরাধিনৌ বিপ্রৌ ময়া সপ্তৌ যতো যুবাম্।
তস্যৈব ফলভোগেন ন মে লজ্জাস্তি ভূতলে॥
ভবন্তৌ কিল কল্যান্তে অযুতে চ গতে পুনঃ।
শিলাভাবং পরিত্যজ্য পূর্ব্বরূপৌ ভবিষ্যতঃ॥
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যং শিবং নত্বা দ্বিজোত্তমৌ।
চক্রতুঃ স্তবনং দিব্যং ততো বচনমূচতুঃ।

মুনিদ্বয়মুবাচ। হে হর ত্বৎপদদ্বন্দ্ব আগোঽবাভ্যাং মহৎকৃতম্।
সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্বাশু যতো বাং মায়য়া বৃতৌ॥
যচ্চকার করিষ্যামি করোমি চ জগৎপতে।
প্রেরকস্ত্বং হি সর্ব্বেষাং কঃ কর্ত্তা কস্য কর্ম্মণঃ॥
অতো বাঞ্ছাক যত্বং হি শম্ভো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ।
ত্বদিচ্ছয়ৈব তদ্ভূতমিতি কৃত্বা ক্ষমস্ব ভোঃ॥
যৌ মাসৌ বা ত্রিমাসান্ বা চতুর্ম্মাসানথাপি বা।
বর্ষে বর্ষে বিশ্বনাথে জলমাত্রোচ্ছ্রিতঃ স্মৃতঃ॥
অস্মৎপদপ্রদানস্তু নিবন্ধোঽয়ং প্রদর্শিতঃ।
ভবাবঃ প্রস্তরৌ নাথ ইদানীং তব বাক্যতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্যাগ্রে শঙ্করং মনসা স্মরন্।
যৌ মুনী ভবতস্তাত্ত পাষাণৌ শিববীক্ষয়ন্॥
অথ ভস্মাঙ্গো গত্বা বাণেন সহিতো দ্রুতম্।
দর্শয়ামাস তং বাণং তাং কাশীং ভূতনায়কঃ॥
বিশ্বনাথং ভৈরবঞ্চ তথা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
লৌহিত্যস্যোত্তরগতাং গঙ্গাঞ্চ মণিকর্ণিকাম্॥
লিঙ্গাঙ্কসংস্থং শ্রীবিষ্ণুমন্নপূর্ণাঞ্চ সাত্ত্বিকীম্।
চক্রতীর্থাভিধাং জ্ঞানবাপীঞ্চাপি মনোরমাম্॥
ব্রহ্মাদিপূজিতং তত্ত্বীশ্বরেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
কোটিলিঙ্গঞ্চ তত্রৈব ভূতনাথস্বদর্শয়ৎ॥
তস্যাঃ কাশ্যাশ্চ সীমানং তথৈবান্তরবেদিকাম্।
বাণরাজং বিনিজ্ঞাপ্য তিরোধানমভূদ্ধরঃ॥
অথ বাণস্তথা কাশীং পশ্যন্ রোমাঞ্চিতোঽভবৎ।
হর্ষাশ্রুসিক্তবদনো হর্ষ . . .

ইহার পর আর পত্র পাওয়া যায় নাই। উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে মহাদেব বাণরাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া এই বিশ্বনাথক্ষেত্র দ্বিতীয় বারাণসীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ শিলঘাটের ত্রিমুনি শিলায় উত্তবকাহিনীও জানা যাইতেছে এবং বর্ষায় কয় মাস বিশ্বনাথ কেন জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহারও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া গেল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে নন্দিসংহিতায় এই প্রেরিত ৯ খানি (অর্থাৎ ২২—২৯ এবং ৩১ সংখ্যক) পাতা ভিন্ন আর পাতাগুলি পাওয়া যাইতেছে না। "বিশ্বনাথীয় বরুয়া" উপাধিবিশিষ্ট অহোমরাজগণের সময়ে যে ব্রাহ্মণবংশ বিশ্বনাথের সেবাপূজার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট হইতে এই কয়খানি পত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই কয় পত্রে মাত্র ২৮তম হইতে ৩২তম পরিচ্ছেদ (তাহাতেও ২৮তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ) পাওয়া গেল। ২৮তম পরিচ্ছেদে গুপ্তক্ষেত্র-কথন, ২৯তম পরিচ্ছেদে গুপ্তকর্ম্ম-কথন, ৩০তম পরিচ্ছেদে হরপার্ব্বতীসংবাদে শিবের নামাবলীকথন, ৩১তম পরিচ্ছেদে বাণস্তোত্রকথন এবং ৩২তম পরিচ্ছেদে বাণের বারাণসীবৃত্তকথন আছে। উদ্ধৃতাংশে ৩১তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই ৩১তম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে শিবলিঙ্গসমূহের ইতিবৃত্তে মণিকূট হয়গ্রীব সন্নিহিত কেদারেশ্বরের নাম আছে।* যদি এই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাওয়া যাইত, তবে হয়ত আমাদের আরও অনেক তীর্থস্থলের বিবরণ জানিতে পারিতাম। ফলতঃ যোগিনীতন্ত্রের ন্যায় নন্দিসংহিতা আমাদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের এক প্রকৃষ্ট উপাদান। এই নন্দিসংহিতাখানি অনুসন্ধানপূর্ব্বক সমগ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিবার প্রয়াস করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* অধ্যায় ৩১ • • •

ক্রতিবাসাদি লিঙ্গানি সন্তি বা কুত্র কুত্র চ।
তৎ সর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব তাত্ত্বিকং পদ্মজাত্মজাৎ।

ব্রহ্মোবাচ। যদ্যৎ পৃষ্টং ত্বয়া বৎস সর্ব্বং তৎ প্রব্রবীম্যহম্।
যো দৃষ্টশ্চরিতো দেবো লোকানুগ্রহকারকঃ।
জ্যোতির্লিঙ্গাদিকাস্তু লিঙ্গানাস্তু পুনিবঃ।
উপাসনার্থং ভূতানি লিঙ্গানি কল্পিতানি তে।
তাসাং জ্যোতির্লিঙ্গং লিঙ্গং যাহা বিশেষতঃ শুভঃ।
আছাং ব্রহ্মণঃ স্থানং যত্রতানি যোজনম্।
কেদারেশ্বরলিঙ্গন্তু বিখ্যাতং সর্ব্বকামদম্।
কাশীতি লিঙ্গবাসান্তু ত্বয়া অভিজানতে।
কামরূপেপি কেদারেশলিঙ্গং মহাদিবৌ।
মণিকূটহয়গ্রীবসন্নিধৌ মুক্তিদা-যুত।

• • • •

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে নটজাতির উল্লেখ আছে, মধুসূদন সেই জাতীয়। নটেরা পূর্ব্বকালে নৃত্যগীতাদিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। তাহারা অন্ত্যজজাতির মধ্যে পরিগণিত। পুরাকালে এদেশের রাজা মহারাজ ও ধনবান্‌দিগের নিকটে নটদিগের আদর ছিল; মুসলমান নবাবেরাও হিন্দুদের দেখাদেখি নটদিগকে আদর যত্ন করিতেন। সেই নটদিগের সম্মানসূচক উপাধি কিন্নর। কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ "কাণ"। মধুসূদন এই কিন্নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পিতার নাম আনন্দ কাণ। আনন্দ জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, লেখাপড়া জানিত না। আনুমানিক বাঙ্গালা ১২১২ সালে উলসি গ্রামে মধুর জন্ম হয়। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমার মধুসূদনের জন্মভূমি দেখিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাহাতেই তাহার জীবনী সংগ্রহের সুবিধা পাইয়াছিলাম। এই উলসি গ্রাম যশোর জেলার অধীন বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সার্সা নামক পুলিস ষ্টেসনের অধীন। গ্রামটী মধ্যবঙ্গ রেলের (B. C. Ry) (যাদবপুর) নাভরণ ষ্টেশন হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে একটী সামান্ত বাজার ও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী পাকা বাড়ী আছে, কিন্তু গ্রামের ভিতর বাঁশ ও নানাপ্রকার আগাছার জঙ্গলদ্বারা পরিপূর্ণ, তথাপি দেখিলেই মনে হয় কোন সময়ে ইহা একটী বিশিষ্ট গ্রাম ছিল।

উলসির বাজার হইতে অনুমান এক মাইল পূর্ব্বদিকে এই কাণ বা কিন্নরদিগের বসবাস। সে স্থানটীও জঙ্গলময়, এমন কি দিবসেও অনেক সময় তথায় সূর্য্য দেখা দেন না। ঐ জঙ্গল মধ্যে দুই একঘর করিয়া কিন্নর, মুসলমান, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতীয়ের বাস আছে। বেত্রনা নদী এই গ্রামের পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী, প্রথমতঃ তাহা উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যে স্থানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে ঐ স্থানের দক্ষিণ প্রায় একরশির মধ্যে এই স্বনামধন্য মধুসূদনের বসতবাটী। তথায় কিছুই দেখিলাম না, কয়েকটী নারিকেলগাছ জবাদি ফুলগাছ ও কয়েকখান পুরাতন কালিপড়া ইট মাত্র দেখিলাম। মধুসূদন কিন্নরের স্বজাতীয় এবং জ্ঞাতিভ্রাতা হৃদয় কিন্নর, আবদুল লতিফ, উদ্ধবকিন্নর ও উক্রমবিশ্বাস এই কয় ব্যক্তি মধুসূদনের জন্মস্থান দেখাইয়া দিল। ইহাদের নিকট জানিলাম যে ইহারা মধুকাণকে দেখিয়াছে ও তাহার সহিত কীর্ত্তন গাইবার জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে। এমন কি আবদুল লতিফ তাহার মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিয়াছিল।

নিরক্ষর পিতার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মধুসূদন পিতৃদত্ত অসন বসনে প্রতিপালিত হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে তাহার প্রতিভা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধিকি ধিকি বাড়িতে লাগিল। পরে যোল বৎসর বয়স হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় তাহার মন

ধাবিত হইলে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে তাহার প্রতিভা বিকশিত হইল, মধুর কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইল। সে দুই একটী গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে তাহার দ্বারা "ঢপ" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। ঢপ কীর্ত্তন পূর্ব্বে ছিল না, মধুসূদনই এই কীর্ত্তনের জন্মদাতা। আজি মধুকাণ নাই, কিন্তু তাহার ঢপ কীর্ত্তনের গান বাঙ্গালা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে গীত হইতেছে।

অতঃপর মধুসূদন কীর্ত্তনের দল বাঁধিল এবং দেশ বিদেশে সেই কীর্ত্তন গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। নূতনের আদর সর্ব্বত্র সকল সময়েই আছে, বঙ্গদেশের সকলেই তাহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য উৎসুক হইল; যেখানে মধুর কীর্ত্তন হয় সেইখানেই লোকে লোকারণ্য, সহস্র সহস্র লোক মধুসূদনের কীর্ত্তনের আসরে উপস্থিত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই মধুসূদনের নামে বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাহার যশঃসৌরভ ছড়াইয়া পড়িল, মধুসূদনের প্রভূত অর্থার্জ্জন হইতে লাগিল, সংসার সচ্ছল হইল, তাঁহার পিতার সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। প্রতিভা চাপা থাকিবার সামগ্রী নহে, উহা জাতি মানে না, বংশ মানে না, অবস্থা মানে না, আপনি ফুটিয়া উঠে। তবে মধুর প্রতিভা কেন না বিকাশ পাইবে। পূর্ব্বোক্ত নারিকেল গাছগুলির নিকটে একটী খোড়ো বৈঠকখানা ছিল, তথায় মধুসূদন নিজের দলবল লইয়া দিনরাত গানবাজনা করিত, ঐ বৈঠকখানার নিকটেই তাঁহার পৈতৃক বসতবাটী ছিল। কিন্তু কোন দৈবের কারণ বা কুসংস্কারবশতঃ তাহাদিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে ২০ বিঘা অনুমান দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ গ্রামরাস্তার দক্ষিণে উঠিয়া আসিতে হয়। প্রথমোক্ত স্থানটীই মধুর জন্মস্থান। বাস-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে একটী কিম্বদন্তী আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা একণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মধুসূদনের পিতা আনন্দ কাণের মধুসূদন ব্যতীত আর দুইটী পুত্র ছিল, তাহাদের নাম মাধব ও তারক। তন্মধ্যে মধ্যম মাধব ও কনিষ্ঠ তারক। মধুসূদন যখন লেখাপড়া শিখিতে পায় নাই, তখন তাহার অন্যান্য ভ্রাতা যে লেখাপড়ায় বঞ্চিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বাল্যকাল হইতে সকলে সঙ্গীতচর্চ্চা করিত। লেখাপড়া না শিখিলেও তাহারা অসভ্য ছিল না, জাতীয় ব্যবসা উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোকের ও আপনাদের প্রতিভাশালী অগ্রজের সংস্রবে তাহারাও অনেকটা সভ্যভব্য ছিল। আপনারা নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, বাড়ীঘরও পরিষ্কার রাখিতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু গৃহকার্য্যাদি আপনারাই সম্পন্ন করিত, তাহাতে অভিমান ছিল না। কথিত আছে যে উল্লিখিত বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে একদিন বৈশাখ মাসে মধুর ভাই মাধব বাগান করিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করে; কতকটা খনন করা হইলে এক স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়; ঐ স্থান কিছুক্ষণ খনন করিলে তথা হইতে দুই চারিখানি ইট বাহির হয়, তাহাতে মাধব ক্লান্ত হইয়া ঐ দিন সেই কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দেয় এবং পরে ক্রমশঃ শেষ করিবার ইচ্ছা করে।

সমস্ত দিন শারীরিক ক্লান্তির পর যাদব আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু নিশাবসানকালে সে স্বপ্ন দেখে যে, যে স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইট বাহির হইয়াছিল, ঐটি একটী পীরের স্থান, তথায় মৃত্তিকার নিয়ে পীরের একটী পাকা আস্তানা নিহিত আছে। ঐ আস্তানা হইতে এক আজানুলম্বিতবাহু মহাপুরুষ আপনার পৃষ্ঠদেশ দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন, "দেখ্, যাদব, তোরা আপনাদের সুখের জন্ত বাগান করিতেছিস্, কিন্তু জানিস্ না যে খুঁড়িবার সময় কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্। কোদাল দরগাতে লাগিয়া আমার পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে রক্ত এখনও থামে নাই, তোদের আর কাহাকেও রাখিব না, সকলকেই বিনাশ করিব।" এই বলিয়াই সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই রোষলোহিতলোচন, সেই উগ্রভাব, সেই কর্কশবাক্য, সেই অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টে যাদবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, যেন আকাশ হইতে তাহাকে কেহ পাতালে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। যাদব কাঁপিতে কাঁপিতে কতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, এবং অন্ধকার মধ্যে চারিদিক্ হাত দিয়া দেখিল, ভাবিল, 'আমিত শয্যায় শুইয়া আছি। এখন রাত্রিত শেষ হইয়াছে, এ কি হইল।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে দিবসের আমূল ব্যাপার স্মৃতিপথে আসিল এবং বাটীর সকলকে ডাকিয়া স্বপ্নের আমূল বৃত্তান্ত জানাইল। ক্রমে পাড়ার দুই একটী করিয়া অনেক ভদ্রলোকও উপস্থিত হইলেন। কেহ বলিলেন, স্বপ্নে আর ভয় কি; অমন দিন দিন কত দেখা যায়; তাতে আবার কি হয়; কেহ বলিল, না যখন বাস্তবিক ঐ মাটীর নীচে পাকা দরগা বা মসজিদ আছে, তখন এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলায় একটা হুলস্থুল বাধিয়া উঠিল। শেষ এই স্থির হইল যে এই স্থান ত্যাগ করাই ভাল, কেন না দেবতা দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট হইতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের দেবতায় কি প্রভেদ আছে? তখন সেই দেবতার সন্তোষ জন্ত পূজাদি দেওয়া হইল এবং মুসলমান ও কিন্নর জাতীয়েরা তথায় রান্ধিয়া আহার করিল। সেই অবধি উহারা এ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বৎসর বৎসর রান্ধিয়া খাইয়া থাকে, তজ্জন্তই এখানকার পতিত ইষ্টকগুলিতে কালির দাগ দেখিলাম।

উল্লিখিত দুঃস্বপ্নের জন্তই মধুসূদন এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্য রাস্তার দক্ষিণে আপন নূতন বাসস্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানেই মধুসূদন জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিল এবং এই স্থানকেই অনেকে তাহার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করায় দর্শককে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এটী তাহার জন্মস্থান নহে—তাহার নূতন বাসবাটী। তখন মধুসূদনের বয়স অনূন ৩০ বৎসর হইবে। ইহার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

মধুসূদনের এই নূতন বাসস্থানে কতকগুলি ফলগাছ, ভগ্ন ইট ও মাটীর ঢিপি দেখিলাম। আমার সহচর ব্রজর আমাকে ঐ স্থানটী দেখাইয়া বলিল যে মধুসূদন সর্ব্বদাই এখানে থাকিত ও গাওনা বাজনাতে সময় কাটাইত। তাহার দলে ২৫।৩০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে ব্রজর নিজেও একজন। প্রত্যহ মধুসূদন তাহাদের আহারীয় ও আবশুকীয় সমগ্র দ্রব্য নিজ

হইতে যোগাইত। তাহা ছাড়া দলের প্রত্যেকেই কেহ মাসিক বেতন, কেহ বা গানের লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক মধুসূদনের বংশে এক্ষণে কোন পুরুষ জীবিত নাই। তাহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের দুই স্ত্রী ছিল; উভয়েই বন্ধ্যা। তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও কাহারও সন্তানসন্ততি জীবিত নাই এবং ভ্রাতৃদ্বয়ও ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মধুসূদনের তিনটী ভগিনী ছিল; তাহাদের নাম হর, সারদা ও বাণী। ইহাদের মধ্যে বাণীই এখন জীবিতা। সে কলিকাতা সহরের প্রখ্যাত কোন কীর্ত্তনওয়ালীর দলে গান করে। অন্যান্য ভগিনীদিগের মধ্যে কেবল হরর কন্যার কন্যা (নাতিনী) ভুবন স্বয়ং একটী ঢপ্ কীর্ত্তনের দল করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে। আমি তাহার গাওনা শুনিয়াছি, শুনিতে মধুর বোধ হইয়াছিল। এই দল ব্যতীত মধুসূদনের স্বজাতীয়দের মধ্যে আরও দুই তিনটী কীর্ত্তনের দল বর্ত্তমান আছে।

প্রকৃত যশোকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া মধুসূদন দিব্যধামে আশ্রয় লাভ করে। এদেশের অনেক বড়লোকের বাড়ীতেই প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে কীর্ত্তন হইবার ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে দানশীলা রাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতেই মধুসূদনকে প্রতিবৎসর রাসের সময় কীর্ত্তন করিতে হইত। সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসের মধ্যে মধুসূদন স্বদলে রাণী স্বর্ণময়ীর বাটী কাসিমবাজারে যাত্রা করে। তখন (B. C. R কি E. B. S. R., অর্থাৎ দার্জ্জিলিং কিংবা খুলনা রেলের নামগন্ধও ছিল না। সুতরাং সকলকেই তখন পদব্রজেই যাইতে হইত। গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে সকলেই গোরুর গাড়ীতে যাওয়া পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। সুতরাং মধু ও তাহার দলবল হাঁটিয়াই কাসিমবাজারে রওনা হইল। এইরূপে তাহারা স্বগ্রাম উলসি হইতে হাঁটিয়া গোয়াড়িতে উপস্থিত হয়। একেত সমস্ত দিবস পথশ্রান্তির কষ্ট, তাহাতে পথে আহারের অনিয়ম এবং বয়সও অর্দ্ধেকের উপর হওয়ায় মধুসূদন এখানে পীড়িত হইল। প্রথমতঃ জ্বরের লক্ষণ দেখা দিল, পরে জানা গেল যে পান আহারাদির অনিয়মে তাহার গ্রীবা কাটিয়া গিয়াছে। দুই চারি দিবস গোয়াড়ীতে এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভাল ভাল চিকিৎসক তাহার পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া জবাব দিলেন। পঞ্চম দিবসে মৃত্যুর লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল, তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ বৃদ্ধি হইয়া তিন চারি ঘণ্টা মধ্যে দেহ অবসন্ন হইল; চক্ষুর্দ্বয় হইতে দর দর বারি নির্গত হইতে লাগিল; যেন মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া অশ্রুপাতেই তাহা জানাইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় ও সঙ্গীগণ সময় সময় মুখে গঙ্গাজল ও দুগ্ধ দিতে লাগিল; তাহা কখন বা উদরস্থ হইল, কখন বা চিবুক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিন চারি ঘণ্টা এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত শরীর পাথরের ন্যায় শীতল হইয়া গেল এবং চক্ষুর্দ্বয় নিষ্পন্দ হইয়া চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া রহিল; শরীরের স্পন্দনমাত্রও দৃষ্ট হইল না।

অহো! সেই হরিগুণকীর্ত্তনকারী মধুসূদন আর নাই; তাহার জীর্ণ কলেবর মাত্র পড়িয়া

আছে। আর সে স্বয়ং সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম ধরাধামে কিরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিবার জন্য সেই মুক্তিদাতার শ্রীপদে চলিয়া গিয়াছে। ইহলোকে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এদিকে মধুর আত্মীয় ও সঙ্গিগণ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া, 'হা মধুসূদন কোথায় গেলে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া গোয়াড়ীর বাজারের বাসায় লোকে লোকারণ্য হইল, সকলেই মধুর মৃত্যুতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

মধুসূদনের দেহ না ভস্মীভূত না কবরস্থ করা হয়। তবে তাহার শব কলসী সহ রজ্জু বান্ধিয়া নিকটবর্ত্তী খড়ি নদীতেই নিমজ্জিত করা হইয়াছিল।

আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সঙ্গী হৃদয় বলিল, "মহাশয়, আমরা জাতিতে নর্ত্তক হিন্দু। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজে আমাদের গতায়াত আছে। তবে মুসলমান সমাজের কতকগুলি ব্যবহার আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় কেহ কেহ কুক্কুটাদি আহার করিয়া থাকে ও পীর প্যাগম্বরদিগকেও মানিয়া চলে। আমাদের হিন্দু গুরু ও পুরোহিত আছে। বিখ্যাত খড়দহের ও শান্তিপুরের মাননীয় গোস্বামিগণ এখনতক আমাদের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন এবং হিন্দুমতেও অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু লোকসমাজে পাছে আমাদিগকে ঘৃণা করে সে জন্য উভয় কুল বজায় রাখিয়া মধুসূদনের দেহ জলমগ্ন করা হয়। না হইলে গঙ্গায় প্রতিপত্তি ও খাতির থাকে না।" আমি তাহাতে বলিলাম, "বাপু, বৈষ্ণব হইলে ত কোন গোলযোগ থাকে না, সে পথ শ্রীশ্রী৺চৈতন্য মহাপ্রভু প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে পিতৃধর্ম্মত্যাগের পাপভাগীও হইতে হয় না"।

হৃদয় পুনরায় বলিল, "মহাশয়, বৈষ্ণব হইয়াও কোন ফল দেখি না, ছেলেপুলের বিবাহ জন্য তাহাতে বড় দায় ঘটে এবং সমাজেও সেই ঘৃণার হ্রাস হওয়া দেখি নাই। কাজেই আমি ও উদ্ধব কাণ প্রভৃতি এক্ষণে মুসলমান হইয়াছি, সে জন্য আমার নাম আবদুল ও উদ্ধবের নাম উত্তম বিশ্বাস হইয়াছে। তাহাতেই আপনাকে আমাদের দুই দুইটী নামের পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি।" তাহাতে আমি কিছুই বলিলাম না।

এক্ষণে সমাজপতিদের নিকট আমার সাধুনয় নিবেদন এই যে, আধুনিক হিন্দুসমাজের সেরূপ দৃঢ় বন্ধন নাই, মুসলমানী ও ইংরেজী আহারীয় যখন অনেকে আহার করিয়াও হিন্দুত্ব চ্যুত হয় নাই, তখন ইহাদের প্রতি সকলে শুভ দৃষ্টি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই, এবং হিন্দুত্ব হইতে সহস্র সহস্র লোককে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহাতে সমাজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখি না।

মধুসূদনের গীতরচনা ও গান গাইবার শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই অবতারণার শেষ করিতেছি। মধু স্বয়ং নিরক্ষর—কোন পাঠশালায় কি স্কুলে লেখাপড়া শিখে নাই। তাহার পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ও মূর্খ ছিল; তবে জাতীয় বিদ্যা গীতবাদ্যের আলোচনা করিয়া মুখে মুখে শাস্ত্রাদির মর্ম্ম শিখিয়াছিল। তাহার নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকায় সেই আলোচনা

দ্বারা ঐ শক্তির পরিপুষ্ট, তাহাতে অহরহঃ ভগবানের গুণকীর্ত্তন (কৃষ্ণলীলা) দ্বারা তাহার রচনা সম্যক্‌রূপ পরিমার্জ্জিত হয়। সেই রচনার লালিত্য, শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসের ভঙ্গি দেখিলেই বোধ হয়, মধুসূদন একজন বিদ্বান্ পুরুষ ছিল। শুনিয়াছি, তাহার নিজ মুখে সেই গীত তানলয়সহকারে শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবর্গের সংসার তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, এবং তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া সকলে ভূয়ঃপ্রশংসা করিত। জয়দেবের যেরূপ সংস্কৃত রচনায় কবিত্ব, ইহার রচিত বাঙ্গালা গীতেও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। অধিক কি বলিব, শ্রোতৃমণ্ডলী সময় সময় তাহার গান শুনিয়া ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পরিধেয় বস্ত্রাদিও দান করিত। অহো কাল, আজি সে মহাত্মা কোথায়! আর মধুকে সে মধুরকণ্ঠে মধুর শব্দে মধুর রসে গান করিতে দিলি না—তাহাকে একবারেই আপন করালবদনে গ্রাস করিয়া কি লাভ করিলি! বরং যে হীরকখণ্ড প্রসব করিয়াছিলি, তাহা উদরসাৎ করিয়া স্বীয় ক্ষুধানলের পরিচয় দিয়াছিস্ মাত্র।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য।

লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত-পাঞ্চালি

আমি এ পর্য্যন্ত ব্রতাদি পূজা সম্বন্ধীয় যতগুলি প্রাচীন ‘পুঁথি’ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি, কবি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারচ্ছলে তাঁহারা আপনাদের অনুরাগী ও বিরাগীর প্রতি যথাযোগ্য সম্পদ্ ও বিপদ্ বিতরণ করিয়া কি প্রকারে আপনাদের পানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত অভক্তদের লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন, আমরা প্রাচীন কবিদের বর্ণনায় তাহারই একটি সুস্পষ্ট আভাস সচরাচর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানিও প্রাচীন কালের এই পুণ্য-প্রভাব হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

পুস্তক খানির নাম “অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালি”। ‘পাঞ্চালি’ খানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না, আমি উহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি মাত্র পাইয়াছি। প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ মধ্যে একটিমাত্র ভণিতা আছে, অপরগুলি সম্ভবতঃ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘীসনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১২৭২ মঘী চলিতেছে: সুতরাং পুস্তকখানি ১২৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কালের করাল স্পর্শ তুচ্ছ করিয়া এই সুদীর্ঘ শতাব্দীর অধিক সময়, যে পুস্তকখানি অপন ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সযত্নে বেষ্টিত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূল্য বড় সামান্য নহে।

কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তিনি যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। কেন না, চট্টগ্রাম ব্যতীত বোধ হয় আর কোথায়ও প্রয়োক্ত “মঘীসন” ব্যবহৃত হয় না। তার পর ‘পাঞ্চালির’ বর্ত্তমান অধিকারী অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আমি এই বইখানি পাইয়াছি, তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত যে মাহাংপুরে অবস্থিত করেন, সেখানে নাথ উপাধিধারী বিস্তর যোগী জাতীয়ের বাস দৃষ্ট হয়। এই ‘মাহাংপুর’ই কবির জন্মভূমি হওয়া বিচিত্র নহে।

কবির উদ্দিষ্ট “লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত” পৌষ পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রামের প্রত্যেক হিন্দু পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* পূজান্তে পূজারি-ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুচিস্মিতা ব্রতিনীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পাচালি খানি তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শোনান ও ব্যাখ্যা করেন।

এখানে একটি রহস্য আছে; এখানকার ‘নাথ’, অথবা যোগী জাতি হিন্দুসমাজের অতিশয়

---

* এই ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে লিখিবার অভিলাষ আছে। তাই এ স্থলে বিশেষভাবে কিছু উল্লিখিত হইল না। লেখক।

নিম্নসম্প্রদায় ভুক্ত। তাহারা জলাচরণীয় নহে। তাহাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হইতে সমূহ পার্থক্য আছে। অথচ হিন্দু সাধারণ মধ্যে এমন হীন বংশোৎপন্ন কবির-লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পাঞ্চালি কি প্রকারে প্রগাঢ় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং পূজাক্ষেত্রে পূজারই একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরম ভক্তিভরে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া দেখিবেন।

"পাঞ্চালি" খানির ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল, রুচি পরিমার্জ্জিত—সেই প্রাচীন যুগসুলভ অশ্লীলতাদুষ্ট নহে। ইহাতেই আমরা কবির উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাই। তিনি সমগ্র পুঁথি খানিতে কল্পফলের যে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও কিছু অপূর্ব্ব বটে!

যাহা হউক 'পাঞ্চালি' সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। উহা পরপৃষ্ঠায় আমূল যথাযথ ভাবে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া যাইতেছে, কেননা প্রাচীনত্বের হিসাবে ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অবশ্য রক্ষণীয়। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরেই ইহার গুণাগুণ বিচারের ভার ন্যস্ত রহিল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালিঃ ॥

প্রনমোহ গনপতি দেব লম্বোদর। সিন্দুরে[১] সোভিত অজ্য সর্ব্বকলেবর° ॥
বন্দম মুই লক্ষ্মীপতি দেব নারায়ণ। সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুর বাহন° ॥
লক্ষ্মী সরস্বতি বন্দম জগত পুজিং। যাহার কৃপায় মন শাস্ত্রেতে পণ্ডিং° ॥
সঙ্কর ভবানী বন্দম হৈঞা একমন। অষ্ট ২ বন্দম মুই দেবের চরণ° ॥
যুধিষ্টির জিজ্ঞাসিল শ্রীকৃষ্ণের স্থান। লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতাইন কেমন বিধান° ॥
পূর্ব্বে কেবা কৈল ব্রত কেমন বেবহার।[২] কোনেবা[৩] আনিয়া কৈল মর্ত্ত্যেতে প্রচার° ॥
সর্ব্ব বিবরণ প্রভু কহত আমারে। কহিতে লাগিলা প্রভু শাস্ত্রব্যবহারে° ॥
পূর্ব্বে ভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল। সুব্রতা পত্নি তান[৪] ধর্ম্ম মতি ছিল° ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত দ্বিজ করে বিধিমতে। পুত্র পৌত্র ধন হৈল ব্রতের মহর্ত্তে[৫] ॥
একদিন সেই বিপ্রের দৈবের লিখনে। চারিকর্ম্ম উপস্থিত পূর্ণমাসি দিনে° ॥
পুষ্করনি প্রতিষ্টাতে পিতৃশ্রাদ্ধ হবে। দৈবযোগে পুত্রের বিবা হইল তবে° ॥
তিন কর্ম্ম কৈল দ্বিজ হরষিত হৈয়া। না পূজিল লক্ষ্মীচন্দ্র মনে পাসরিয়া° ॥
তে কারণে ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী গেল ছারি। জেই যথা গেল পুনি না আসিল ফিরি° ॥
সব ধন নাস হৈল দারিদ্র উপস্থিং। দারা পুত্র আদি বিপ্র ভিক্ষার্থি দুঃখীং° ॥
এইমতে দ্বিজে ভিক্ষা মাগিতে লাগিল। সুখের অন্তরে বিধি এথ দুঃখ দিল° ॥
আর একদিনে বিপ্রের জ্ঞাতিয়ে[৬] শ্রাদ্ধ কৈল। নিমন্ত্রন আশে বিপ্র ভিক্ষা না মাগিল° ॥
অবজ্ঞা[৭] করিয়া বিপ্র না কৈল নিমন্ত্রন। বর অপমান হৈল দুঃখীত ব্রাহ্মণ° ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত আমি না করিলাম হেলে। তেকারনে লক্ষ্মী ছারি গেলা সেকালে° ॥
দিনহীন সখাত্তর দুর্গারাম কহে। লক্ষ্মীচন্দ্র উদ্দেশিয়া মরিমু নিশ্চয়ে° ॥
ভিক্ষার্থি ব্রাহ্মণ বোলে জাইমু কারণ। চন্দ্রের উপরে বধ ভিক্ষার কারণ° ॥
এইমতে চিন্তা করি কথ দূরে গেল। ফলমূলে পূর্ণ এক চুত বৃক্ষ পাইল° ॥
দেখিয়া চুতের বৃক্ষ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মন। তুমিনি পাইছ লক্ষ্মীচন্দ্র দরশন° ॥
সেই বিপ্রে সেই বৃক্ষে বোলে না দেখীছি আমি। মোর দুঃখ নিবেদিয় দেখা পাইলে তুমি° ॥
মোর ফল মূল গোসাই না করে ভক্ষন। থাক্ত গ্রহস্থি[৮] দিয়া বিপ্র করিল গমন° ॥
বৎস সনে এক গাভি তৃণ নাহি খায়। কৃতাঞ্জলী হৈয়া বিপ্র তার স্থানে কয়° ॥
ওহে গাভি তুমিনি দেখীছ চন্দ্রমুখ। তান বার্ত্তা কহ মোর খণ্ডওক দুখ° ॥

১। সিন্দুরে। ২। ব্যবহার। ৩। কে-ইবা। ৪। তাঁহার। ৫। মাহাত্ম্য।
৬। জ্ঞাতিতে। ৭। অবজ্ঞা। ৮। পাইট, স্থিতি।

তুয়া পদ রেণু সার, ভবসিন্ধু তরিবার, তুয়া পদ জানিলাম তর্ত্ত[১৪] ॥
তোমা পূজা না করিয়া, লক্ষ্মী গেল ছাড়িয়া, লোকনিন্দা করএ আমারে।
না জানি ভকতি স্তুতি, সদায় চঞ্চল মতি, আইলাম প্রাণ তাগিবারে ॥
কৃপা কৈলা রাজা পায়, তরিতে সমন দায়, দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসর চর্ণারাম, তরিতে সমন ধাম, ছায়া দেয় ঐ রাজা চরণ ॥
এই মতে দ্বিজ জদি করিলা স্তবন। তুষ্ট হৈয়া লক্ষ্মীচন্দ্র বর দিলা ততঃক্ষন ॥
সদয় হইয়া চন্দ্রে দিলা তিনবর। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক দারিদ্র হউক দূর ॥
অন্তকালে দ্বিজ তুমি পাও চন্দ্রলোক। গৃহে গিয়া ব্রত কর না ভাবিয় শোক ॥
পুনি চন্দ্র স্থানে বিপ্র জিজ্ঞাসিলা বানি। জেই জেই দেখিলাম তাহা কহ শুনি ॥
চ্যুতবৃক্ষ সবৎস ধেনু বৃষ আর গাধা। হস্তি পুষ্করনী দুই দেখীলাম আধা ॥
তৃণ চুর্ণ ইক্ষু রম্ভা জে তাম্বুল। বিনী পুষ্প দুগ্ধ আর আম্রজে শ্রীফল ॥
পূর্ণ ভাণ্ড বহে অর্দ্ধ ভক্ষক কুম্ভির। তাহার কারণ কিছু কহত সুধির ॥
চন্দ্রে বলে তুমি বিপ্র শুন বিবরণ। বিপ্র না পাঠাইছে বৃক্ষ হৈছে তেকারন ॥
বৃবেহ না দিল নর কুলা দিছিল তখন। তেকারণে কর্ম্মভোগ হইছে এখন ॥
গাধা মিথ্যাবাদি ছিল হস্তি ক্রোধানল। তারা ছিল পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য সকল ॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম দুই পুষ্করনি। অধর্ম্ম পুষ্করনীর জল কেহ না খায় পানি ॥
তৃণ আর চুর্ণ বাহক দুইজন। মুখে চুর্ণ দেখিয়া না কহে কদাচন ॥
ব্রতি সকলের দ্রব্য মনা মুল্য আদি। ভিক্ষা কৈল ব্রতি সবে নাহি দিল ✕ ॥
তেকারণে তাহারা বেরায় স্থানে স্থান। ব্রতির সেবা কৈলে সবের হইবে কল্যান ॥
কুম্ভীর দেখীবা সেই পাতকী বিস্তর। ব্রাহ্মনের স্বর্ণ[১৫] মালা কণ্ঠের উপর ॥
অর্দ্ধজলে অর্দ্ধ উপরে পাপের কারণ। এই সব কহিলাম বিপ্র করহ গমন ॥
তবে সে হইবে মুক্ত দিলে ব্রাহ্মনেরে। এই বার্ত্তা জানাইয় পাপিষ্ঠ কুম্ভীরে ॥
এই সব কহিলাম গৃহে জায়[১৬] তুমি। সপত্নি সহিত স্বর্গে আসিবাম[১৭] আমি ॥
বিদায় হইয়া গেল কুম্ভিরের স্থানে। কুম্ভিরেরে সম্বাদজে কহেন ব্রাহ্মণে ॥
সেই মালা দিল কুম্ভির করি নমস্কার। গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র চলে আরবার ॥
মণি মুক্তা আদি করি যথ দ্রব্য দিল। ব্রতি সকলেরে দিতে ব্রাহ্মণে কহিল ॥
ধান্য গ্রহস্তি মেলি বিপ্র তথা হোতে গেল। চুর্ণার নিকটে গিয়া উপনিত হইল।
পরমুখে চুণা দেখী না কহিলা বাণি। চুর্ণার টোপরি মাথে বহ পুনি পুনি ॥
গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র তথা হোতে গেল। তৃণবাহকের স্থানে উপস্থিত হৈল ॥
পর শিরে তৃণ দেখি না কহিলা বাণি। সেই পাপে তৃণ বহ তাহা আমি জানি ॥

১৪। তব। ১৫। স্বর্ণ। ১৬। যাও। ১৭। আসিব।

ধান্ত গ্রহস্তি মেলি তথা সম্বাদ কহিয়া। জার জায় পায় কথা কহেন বসিয়া ॥
গাভির নিকটে গিয়া দিল দরশন। পূর্বজন্মে নিস্ফল পুরী কৈলা দান* ॥
ধান্ত গ্রহস্তি মুক্ত করি গেল ততঃক্ষন। চ্যুত বৃক্ষ নিকটে গিয়া দিল দরশন* ।
বিপ্রে না পাঠাইছ তুমি···গর্ব্ব হৈয়া। তে কারণে ফল তোমার না খায় আসিয়া ॥
সুবর্ণ কলস আছে তোমার অভ্যন্তরে। ভক্তি করি স্বর্ণ ভাণ্ড দেহ তা আমারে* ॥
তাহা সুনি স্বর্ণভাণ্ড ব্রাহ্মণেরে দিল। আপনার মন্দিরে বিপ্র শিঘ্রগতি গেল।
সত মুদ্রা তাজি ব্রত করিল প্রচার। দুঃখ দূর গেল বিপ্র স্বর্ণ ঘর দ্বার ॥
জেবা এই ব্রতরাজা করে চিরকাল। পুত্রে পৌত্রে ধন ধান্তে বাড়ে ঠাকুরাল ॥

ইতি পাকালি সমাপ্তঃ।

দক্ষিণা ছিদ্র কুর্য্যাৎ আশ্বিনে—সর্ব্বার্থা দদ্যাৎ। ইতি ॥

সন ১২৮৩ মধি তাং ১০ কার্ত্তিক রোজ রবিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।০

ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ ॥
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং চৌরেণ নির্গত যদি। শূকরীশুক্র মাতার পিতা তস্য ১ পর্য্যন্তঃ।
এই পুস্তকের অধিকার শ্রীজগবন্ধু আচার্য্য সাং মালাপুর ১১৮৫ মধিতোবিরচিত।+

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* প্রতিলিপিকারকের ভ্রান্তি।   † পুস্তক প্রণয়নের তারিখ।

১১শ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রেল, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

১। উপস্থিত—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল।
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল,
" মন্মথমোহন বসু।
" চারুচন্দ্র বসু।
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
" প্রফুল্লকুমার ঠাকুর।
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি. এস্ সি
" মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম, বি,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" চিৎসুখ সান্যাল।
" ললিতমোহন দে।
" পূর্ণচন্দ্র বসু
" প্রকাশচন্দ্র মিত্র।
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি, এল্
" বিজয়লাল দত্ত।
" গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গৌরহরি সেন।
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" নিশিকান্ত সেন।
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" তারাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বি, এ
ডাঃ " রাধাগোবিন্দ কর এল্. এম্, এস্
" গোপালদাস চৌধুরী।
" চারুচন্দ্র মল্লিক।
" গিরিশচন্দ্র বসু।
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী।
" বিনয়কুমার সেন এম এ,
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" যতীন্দ্রমোহন রায়।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" বাণীনাথ নন্দী।
" চিত্তসুখ সেনগুপ্ত।
" গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, } সহঃ সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য Asst. Hd-Master, H.E. School, Gafergaon, Mymensing.
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, চম্পানগর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। নরগা কুঠী, ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস, কোর্ট হাসপাতাল, নাথনগর, চম্পানগর ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুজাগঞ্জ, ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সুজাগঞ্জ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ। সুজাগঞ্জ ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীরামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সব জজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীলালা দামোদর প্রসাদ মুন্সেফ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীঈশানচন্দ্র মিত্র, এম এ, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসারদামোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীমন্মথনাথ সেন, এম এ, বি এল, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর
,,	,,	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, বি এল, ঐ
,,	,,	এ, সি, গুপ্ত, জোয়ার ১০নং থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীনবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জয়পুর ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস মোক্তার, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীপ্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, আদমপুর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ
,,		শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, রাজবনেলি, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীদেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীগিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,জমিদার ষ্টেসনরোড, ভাগলপুর।
	,,	শ্রীব্রিজদাস সিংহ বি এল, ভাগলপুর,
,,	,,	শ্রীসত্যসুন্দর বসু, বিএল, ঐ
,,	,,	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, ঐ
,,	,,	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বিএল, ঐ
,,	,,	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল এম্‌এ, বিএল, ম্যানেজার, ষ্টেট প্রাণমোহন ঠাকুর, ভাগলপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১১৮।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিষী শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশশধর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘর এম এ বি এল উকীল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, বি এল উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, বি এল, উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীললিতমোহন ঘোষ, বি এল, উকিল পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীযদুনন্দন দাস, উকিল পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীনিশিকান্ত সেন, বি এল সরকারি উকিল, পূর্ণিয়া।
শ্রীকালীনাথ নন্দী	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১১ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট।
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	মিঃ জে, ডব্লিউ, চিপেণ্ডেল, উকিল, ঐ
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচী,:উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীহেমচন্দ্র সেন, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র দে, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীকৃতান্তকুমার বসু, ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল হাইকোর্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য		
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীমুকুন্দলাল রায়,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীমৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম খাঁ বাহাদুর। উকিল হাইকোর্ট।		
শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীতারাধন নাগ	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীশিবভূষণ দত্ত,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীমন্মথনাথ রায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীকামিনীকুমার চন্দ	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায়,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসতীশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র দে,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২য়)	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীহীরেন্দ্রলাল সেন,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীতারাধন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞা	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র নাগ	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীবিশ্বনাথ সেন,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীঅমূল্যরত্ন সেন,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ (২য়)	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীযতীশচন্দ্র বসু,	ঐ	ঐ
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিরঞ্জন পাকড়াশী, ডকটর্স লেন।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, C/o U. P. Roy. ৭ নং অক্রূর দত্তের লেন।
শ্রীসতীশনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ, ১৮ নং বেথুন রো।
শ্রীশশধর রায়	"	শ্রীবেণীমাধব চাকী, গভঃ উকিল, বগুড়া।
"	"	শ্রীঅন্নদামোহন গুহ, রায়কালী, বগুড়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র গোস্বামী এম এ, Personal Asst. to the Commr. Gauhati
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, লাবান, শিলং।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজগৎশেঠ গোপালচাঁদ বাহাদুর মহিমাপুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন কবিরাজ নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীরাজমোহন চৌধুরী ইংলিস্ ক্লার্ক, স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিস্, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীকালীচরণ রায় সহকারি প্রধান শিক্ষক, গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম।
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত	"	শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী শান্তিকুটির, ঘাট ফরহাদবেগ চট্টগ্রাম।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বি এ, ডেপুটি কালেক্টর, কক্সবাজার চট্টগ্রাম।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ৬৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয় কেউগ্রাম, মান্দা পোষ্ট, রাজসাহী।
"	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজসাহী।
"	"	শ্রীযদুনাথ রায় বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
•	•	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
•	•	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড্ মাষ্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
•	•	শ্রীনলিনীকান্ত অধিকারী বি এল উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
•	•	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর বালুরঘাট, দিনাজপুর।
•	•	শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস সব ইন্স্পেক্টর, পত্নীতলা, দিনাজপুর।
•	•	ডাঃ শ্রীবিনোদবিহারী রায় মালোপাড়া—পোঃ রাজসাহী
•	•	চৌধুরী শ্রীআমানতুল্লা আহম্মদ জমিদার, বড় মরিচা পোঃ, কুচবিহার
•	•	মৌলবি শ্রীমহম্মদ আমিরউদ্দিন খাঁ, জমিদার, [illegible], রংপুর।
•	•	শ্রীউমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মন্থনা, পীরগাছা, রংপুর
•	•	শ্রীহরিচরণ মজুমদার পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর, লালমণির হাট পোঃ, রংপুর।
•	•	শ্রীপার্ব্বতীকান্ত বাগচী পুলিস সবইন্স্পেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর
•	•	শ্রীমনোরঞ্জন সরকার পাটিকাপাড়া, হাতিবান্ধা পোঃ, রংপুর।
•	•	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার মোক্তার তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
•	•	শ্রীজগদীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার, গোবরাছড়া পোঃ কুচবিহার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায়চৌধুরী শ্রীমন্মোহন বক্সী জমিদার, এ, ডি, সি, কুচবিহার।
„	„	শ্রীশ্যামাকিশোর মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
„	„	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বাগচী সেরপুর, বগুড়া।
„	„	শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীকৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।
„	„	শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বুকিং ক্লার্ক, ই, বি, এস্, আর্, লালমণির হাট,—রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীভগীরথচন্দ্র দাস, মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীকুমারউদ্দিন আহম্মদ আলকঝাড়ী, পৌয়ানীমারী—কুচবিহার।
„	„	শ্রীহৃষীকেশ রায়, জমিদার উচ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
„	„	শ্রীকামিনীকুমার সরকার ডিমলা, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দাস পুটিমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।
„	„	শ্রীশশিকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তোফীর ষ্টেট্, কুচবিহার।
„	„	পণ্ডিত শ্রীরামনাথ বিদ্যাভূষণ মালদিয়া, রাজসাহী।
„	„	শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর পোঃ বড়িয়া, পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীনফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	পণ্ডিত শ্রীভগবানচন্দ্র শিরোরত্ন উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীজগদ্দুর্গত চট্টোপাধ্যায় পকগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পকগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীমধুনাথ মুখোপাধ্যায় উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীশিবদয়াল চট্টোপাধ্যায় উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার, বি এল উকিল, পাবনা।
”	”	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় হেড্ মুন্সী, গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর (আসাম)।
”	”	শ্রীচন্দ্রমোহন মজুমদার শিক্ষক, প্রতাপচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন্ গৌরীপুর, আসাম।
”	”	শ্রীভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া, আসাম।
”	”	শ্রীহরকুমার গুহ ঐ
”	”	শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল ধুবড়ী, আসাম।
”	”	শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুর ষ্টেট, আসাম।
”	”	শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়া পোঃ, আসাম।
”	”	শ্রীগঙ্গাচরণ সেন ঐ
”	”	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ উকিল, মালদহ।
”	”	রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এল্, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, রঙ্গপুর।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা। উপহৃত পুস্তকাদি।

১। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—৩০৪। মৃন্ময়ী (গোবিন্দমোহন রায়)। ৩০৫। Secrets of a new trade. ৩০৬। কাজের লোক (১৩১৩ আশ্বিন হইতে ১৩১৪ ভাদ্র)। ৩০৭। কাজের লোক (১৯০৯ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর)।

২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০৮। মনস্বী।

৩। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর—৩০৯। মাতৃবাণ সাংখ্যতত্ত্বালোক। ৩১০। সাংখ্যীয় প্রাণ-তত্ত্ব। ৩১১। The English Diary of an Indian Student.

৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—৩১২। স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের সচিত্র জীবনচরিত। ৩১৩ ভারতবিলাপ ও রঙ্গপুরে ডিষ্ট্রিক্ট-দর্শন।

৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—৩১৪। সরল চণ্ডী।

৬। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩১৫। The Imperial Gazetteer of India Vol. IV—W. W. Hunter C. S. I., C. I. E., L. L. D. ৩১৬। The Imperial Gazetteer of India Vol. I.—W. W. Hunter C. S. I., C. I. E., L. L. D. ৩১৭। A Report of the Calcutta Industrial Exhibition 1906. ৩১৮। History of India, C. F. DE La Fosse M. A. ৩১৯। Selections from the Spectator Osmund Airy M. A. ৩২০। নানা প্রবন্ধ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ)। ৩২১। রাজর্ষিকুমার (বসন্তকুমার মজুমদার)।

৭। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ৩২২। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের জীবনী

৮। শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র রায় ৩২৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য ৩২৪। ব্রহ্মস্তবকম্।

১০। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার ৩২৫। চট্টগ্রামী ভাষা। ৩২৬। আরাকান শহরনাম ও আরবী অক্ষরবর্ণন। ৩২৭। মঘের ভাষা।

১১। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শর্ম্মা ৩২৮। পুরাণ দর্শনতত্ত্ব উপক্রমণিকা।

১২। শ্রীযুক্ত রামমোহন সরকার ৩২৯। শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

১৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় ৩৩০। নিকুঞ্জ-বিলাপ।

১৪। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ৩৩১। সাহনামা, (১ম খণ্ড)।

ঐ ৩৩২। সাহনামা, (২য় খণ্ড)।

১৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ৩৩৩। রামানুজ-চরিত।

১৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামাখ্যানাথ ঘোষ ৩৩৪। The Movements of the Kosi River by F. A. Shillingford.

কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী 'রইস ও রাইয়'তের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঐরূপ আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহের একটু ইতিহাস আছে। পরলোকগত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শান্তিপুরনিবাসী এক বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে দিনাজপুরের কোন গ্রাম হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এই মূর্ত্তিটি যোগেশ বাবুর নিকট ছিল। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মূর্ত্তি দুইটিও প্রায় ৩॥০ ফুট উচ্চ। এইরূপে পরিষদের চিত্রশালায় আজ পর্য্যন্ত পাঁচটি বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষদের পোষ্ট্রর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় যোগিসবের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। পরিষদের পরিপোষণার্থ রাজা বাহাদুরের অর্থদানও যেমন বিশেষত্বব্যঞ্জক, এই মূর্ত্তি দানটিও ঠিক সেইরূপ বিশেষত্ব-প্রকাশক। এই মূর্ত্তিটী যে ভাবে উৎকীর্ণ অর্থাৎ মূর্ত্তিটির পৃষ্ঠফলকে একটি অগভীর কুলঙ্গী কাটিয়া তাহার মধ্য হইতেই আবার উঁচু করিয়া প্রতিমা খুদিয়া তোলা হইয়াছে। ইংরাজীতে এইরূপ উৎকীরণ-প্রথার নাম Utorelievo Process এ ভাবের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্তও কলিকাতায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির চিত্রশালায় তো নাই-ই, কোন ইউরোপীয় চিত্রশালাতেও নাই, সুতরাং এ পক্ষে পরিষদের চিত্রশালার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভাগলপুরের লোকপ্রিয় জমীদার মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ ভাগলপুর হইতে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। উহা প্রায় ৪ ফুট উচ্চ। ইহাতে বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির আসন-পদ্মের নীচে একটি সিংহ মূর্ত্তি ও একটি উপাসিকা মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিদান দ্বারা চিত্র-শালার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং দাতৃগণ পরিষদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিষদের আশ্রয়দাতা কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কয়েকটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। শককুষণবংশীয় সম্রাট্ কণিষ্ক, হুবিষ্ক, ১ম ও ৩য় বাসুদেব এবং গুপ্তবংশীয় ১ম কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিতে মহারাজের ৬৫১৲ টাকা লাগিয়াছে। মহারাজের এই দানে পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের প্যারিস নগরে গঠিত একটি মূর্ত্ত উপহার দিয়াছেন। এই সকল উপযুক্ত দ্রব্যের জন্য দাতৃগণ কেবল পরিষদের নহে, সাধারণেরও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় 'বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ স্থলে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা ছিল না। তৎকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন ও আলোচনায় রত থাকিতেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমুজ্জ্বল আলোকে যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেবল ইংরাজী-সাহিত্যের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকাই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা-ভাষাকে একটি ভাষা বলি-

মাই গণ্য করিতেন না। এই অৰ্দ্ধশতাব্দী কাল পূৰ্ব্বে ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রই মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্ম লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার কিছুকাল পূৰ্ব্ব হইতে বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে বাঙ্গালা-ভাষার উৎকর্ষসাধনের সূচনা হয়। তাহার পরে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয়ের অভ্যুদয়ে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি সাধিত হইলেও, তাঁহাদের রচনায় সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার ছিল না, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বুঝা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের ভাষায় ক্রমশঃ সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর বাড়িয়া তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত-সুলভ লালিত্য বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে দেশের সাহিত্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পিয়ারীচাঁদ উল্লিখিত মহাত্মদ্বয়ের রচনা ও তাঁহাদের অনুকৃত রচনার ভাষার গতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, বাঙ্গালা-ভাষার পথ প্রসারিত বা বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের কোন সহজ উপায় বিহিত হইল না, অথচ দিন দিন অনুকরণের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনি বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতমূলক কঠিন শব্দ ও বিস্তৃত সমাসের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি ইংরাজী-সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় আজীবন ইংরাজী ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন; কিন্তু সহৃদয় পিয়ারীচাঁদ বঙ্গ-সাহিত্যের দীনতা দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বকীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত, তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত ভাষায় লিখিত বিবিধ-বিষয়ক-প্রবন্ধপূর্ণ "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড হইতেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" নিয়মিতরূপে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশের কিছুকাল পরেই স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল", 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়", "রামা-রঞ্জিকা", "কৃষিপাঠ", "গীতাঙ্কুর", "যৎকিঞ্চিৎ" ও "অভেদী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে নিজের প্রকৃত নাম দিয়া "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা", "ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত", "আধ্যাত্মিকা" ও "বামা-তোষিণী" প্রভৃতি আরও কতিপয় সুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যখন সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা-ভাষা ও বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার প্রবর্ত্তিত পরিমার্জ্জিত ভাষা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ-জনিত সমালোচনা ও বিবাদ চলিতেছিল, তখন "আলালের ঘরের দুলালে"র আড়ম্বরবিহীন, কঠোরতাপরিশূন্য চলিত ভাষা পৰ্ব্বতবাহিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় তর তর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব শোভা ও সম্পদ্ বৃদ্ধির এক নূতন পথ আনয়ন করিয়া দিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রহিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনায় ও তাহা দীর্ঘ হওয়ায় অন্য অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্ মহাশয়ের "নওরতন" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এই প্রবন্ধে আসাম-রাজ বলবর্ম্মার তাম্রশাসন উপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্বের অনেক কথা জানা গিয়াছে। এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রবন্ধও অন্য অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় চিত্রশালায় দ্রব্যাদির উপহার-দাতাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং বিজয় বাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা করিলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহ-সম্পাদক।	সভাপতি।

ষোড়শ সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৫শে বৈশাখ ১৩১৭, ৮ই মে ১৯১০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹।

উপস্থিত,—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দ দেব

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল,
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ভবানীচরণ ঘোষ
,, মন্মথমোহন বসু বি এ,
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
,, পঞ্চানন নিয়োগী
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, চারুচন্দ্র বসু
,, কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্
,, কবিরাজ রাখালদাস কাব্যতীর্থ
,, বিনয়কুমার সেন এম্ এ
,, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত কবিভূষণ
,, রামকমল সিংহ
,, বিনোদবিহারী গুপ্ত
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ বৈদ্য
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ,
,, হরিপদ মৈত্র
,, সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল্,
,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী
,, নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
,, বীরেশ্বর গোস্বামী
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, এম্ আর এ এস্,
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহ-সম্পাদক।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইলে, সভাপতি মহাশয় ভারতসম্রাট্ সপ্তম এড্‌বার্ডের পরলোকগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, প্রজাপ্রিয় ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এড্‌বার্ড্ গত কল্য শনিবারে হঠাৎ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। এজন্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত শোকানুভব করিতেছি। সাম্রাজ্যের এমন দুর্দ্দিনে, সর্ব্বত্র শোকের

দীর্ঘমাসের মধ্যে আজ আমাদের সাংবৎসরিক সম্মিলনের আনন্দ করা উচিত নহে। এই নিমিত্ত এই অধিবেশন আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস স্থগিত রহিল। অত আমরা এই সমবেত সভায় আমাদের নবীন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জকে, পরলোকগত সম্রাটের মহিষী কুইন আলেকজান্দ্রাকে এবং রাজপরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে আমাদের আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদেরও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের এই শোকবার্ত্তা অদ্যই তারযোগে বড় লাট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে। আসুন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের নিম্নলিখিত শোক-সংকল্পটি গ্রহণ করি।

অতঃপর সভায় সকলে ভারতসম্রাটের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইলে, সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন—

"The Bangiya Sāhitya Parishad assembled at its annual meeting expresses its profoundest sorrow at the death of the beloved Sovereign Edward VII and respectfully offers its heartfelt condolence to His Most Gracious Majesty George V. and the Dowager Empress Alexandra and the other members of the Royal Family."

অতঃপর সকলে ইহা গ্রহণ করিলে স্থির হইল,—

"That a copy of the above resolution be forwarded to H. E. the Viceroy."

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দুই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর সকলে সদুঃখে নীরবে সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষোড়শ বাৎসরিক স্থগিত অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

১। উপস্থিত—সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল (সভাপতি)

মাননীয় মহারাজ „ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
মহারাজ কুমার „ বনয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর
রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল
মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ
পণ্ডিত „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ সখারাম গণেশ দেউস্কর
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
„ মন্মথমোহন বসু বি এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ অমৃতগোপাল বসু
„ কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি এ
„ সারদাচরণ ঘোষ
„ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
„ তারকচন্দ্র রায়
„ ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় বি এল

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকান্ত সেন
„ চিৎসুখ সান্যাল
„ নৃত্যগোপাল সরকার
„ সতীশসেবক নন্দী
„ প্রবোধচন্দ্র মজুমদার
„ চারুচন্দ্র মিত্র
„ সুরেশচন্দ্র দাঁ
„ ক্ষীরোদচন্দ্র কুণ্ডু
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ করুণচন্দ্র মজুমদার
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
„ শরচ্চন্দ্র দত্ত গুপ্ত
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়
" সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
" কুমারীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	" বাণীনাথ নন্দী
" মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়	" উমাচরণ মিত্র
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ	" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	" বনোয়ারীলাল চৌধুরী
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	" গৌরহরি সেন
" সতীশচন্দ্র সরকার	" সুরেশচন্দ্র সরকার
" হরিদেব শাস্ত্রী	" তারকনাথ বিশ্বাস
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমণিভূষণ বসু	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবঙ্কুবিহারী মিশ্র এম্ এ, বি এল্, Extra Asst. Commisioner, Bargarh Sambalpur.
"	"	পণ্ডিত শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী।
শ্রীমণিভূষণ বসু	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমনোরথ রায় বি এ, S. C. Collegiate School.
	"	এ, সি, রায়, S C Collegiate School.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার বি এ, ৬ ল্যান্সডাউন রোড।
„	„	শ্রীজয়গোপাল ঘোষ, হাইকোর্টের উকিল, ১৬৬ রসা রোড, ভবানীপুর।
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মাননীয় বিচারপতি শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬১ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার, কুচবিহার।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ন্যাশন্যাল কলেজ, ১০ বৃন্দাবন বসাকের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ সম্পাদক, চাটমোহর, পাবনা।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনীরদচন্দ্র মল্লিক, ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
„	„	শ্রীসুবোধচন্দ্র মল্লিক ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীব্রজকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাণিকহার, সেখপাড়া পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরন্দরপুর, বীরভূম।
„	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীতুলসীদাস কর এম এ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
শ্রীশশধর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবেণীমাধব চাকী, সরকারী উকিল, বগুড়া।
„	„	শ্রীআনন্দলাল চৌধুরী, রায়কালী, বগুড়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	„	শ্রীবিজয়কান্ত ঘোষ বি এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীহট্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরমণীমোহন মিত্র এম্ এ, বিএল্, ডেঃ মাঃ, ১।১ দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন, বহুবাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীঅনিলনাথ বসু, এটর্নী ১১।১ চোরবাগান লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীতারকনাথ রায়	শ্রীতারানাথ গুপ্ত, এম্,এ, ডেঃ মাঃ হাওড়া, ৪ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
"	"	শ্রীকুমারীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
"	"	শ্রীতারকনাথ রায়, সব্ ডিঃ অফিঃ, কাটোয়া।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
"	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ
"	"	শ্রীক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
"	"	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২।২ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীযুগলকৃষ্ণ বসু	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, "ল"রোড, গয়া।
শ্রীতারকনাথ রায়	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরমাপ্রসাদ মল্লিক, ২ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ লালওস্তাগরের লেন।
		বিশেষ সভ্য।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন, মেমুর, পূঁটশুরী (বর্দ্ধমান)।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্রসভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রী[illegible], ১১ সাতকড়ি চাটুর্য্যের লেন, হাওড়া।
"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য উপহারদাতাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল :—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ	১। The Experimental Study of Huyghens Secondary waves. ২। Scheme of examination to be held in June 1909 ৩। " " in June 1908. ৪। A Statement of the Schemes of Study 1908 ৫। A Scheme of Geometry Part IV. ৬। Our Motherland. ৭। Stray notes on Indian Education ৮। Stray Leaves. ৯। Mr. Gait's History of Assam. ১০। Introduction to the Satara Rajas & Peshwas Diaries. ১১। Notes on the early History & Geography of British Burma ১২। The Report of the inaugural meeting of the Froebel Society of Calcutta. ১৩। Report of the Silpa Samity ১৪। Annual Report of the Calcutta Medical School of Bengal ১৫। Elements of Practical & Scientific Agriculture ১৬। Second Book of Geography. ১৭। University of Calcutta—A Commemorative Lecture in Celebration of Tercentenary of John Milton By H R James M. A ১৮। India as known to Ancient & Mediaeval Europe ১৯। The Medical Science of Ancient India ২০। A Manual of Bengali Composition ২১। চিত্রকাব্য, ২২। শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী, ২৩। চণ্ডীদাসচরিত ১ খণ্ড, ২৪। [illegible], ২৫। [illegible] ১ম ভাগ। ২৬। Report of the Dhakuria Public Library 15th March 1910
১। শ্রীযুক্ত হরদাস চট্টোপাধ্যায়	১১। সুবর্ণবণিক-সুহৃদ।
৩। " বীরেন্দ্রনাথ বসু	১৮। [illegible] ১৯। [illegible]।
৪। " [illegible] বসু	২০। পল্লবী।
৫। Registrar Calcutta University	২১। Minutes 1909 Part II.
৬। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	২২। [illegible]।
৭। " নগেন্দ্রনাথ বসু	২৩। বিশ্বকোষপত্রিকা।
	২৪। [illegible] উপনিষদ [illegible] জ্যোতির্বিদ্যা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
৮। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ	৩৫। উপনিষদের উপদেশ ৩য় খণ্ড।
৯। „ উমেশচন্দ্র মৈত্র	৩৬। আত্মবোধ।
১০। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	৩৭। বঙ্গেশবিজয়ং।
১১। „ ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, বি এল, এম্ বি	৩৮। বিলাত-ভ্রমণ (১ম ভাগ)।
১২। „ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ	৩৯। চণ্ডিকা-বিজয়। (কমললোচন শর্ম্মা প্রণীত)
১৩। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন	৪০। আমার জীবনী। (৺নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত)

পুঁথি।

উপহারদাতার নাম	উপহৃত পুঁথি
১। শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর সরকার বি এ	১। পুঁথি ৩ খানি।
২। „ ভুবনমোহন বসু	২। পুঁথি।
৩। „ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৩। হস্তলিখিত পুঁথি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (খণ্ডিত)।
	৪। „ „ একখানি।
৪। „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৫। কপোতকপোতী—কবিচন্দ্র ১০৮১।
	৬। দুর্লভসার—লোচনদাস ১১৬২।
	৭। শক্তিশেল—কবিচন্দ্র ১১৭২।
	৮। উদ্ধব-সংবাদ—নরসিংহ দাস।
	৯। সাবিত্রী উপাখ্যান—ভারত।
	১০। বিলাপকুসুমাঞ্জলি—রাধাবল্লভ।
	১১। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।
	১২। বৈষ্ণব-বন্দনা।
	১৩। শ্রীমদ্ভাগবত—দ্বিজ রামকুমার। (ভাষানুবাদ)
৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	১৪। কাশীদাসী মহাভারত। (কাশী হইতে প্রাপ্ত)

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব যিনি করিয়াছিলেন, সেই বদান্যবর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর সংকল্পিত স্থায়ী ভাণ্ডারের প্রস্তাবিত মূলধন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে

একাই তাহার সিকি ১২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আরও একটী মহৎ কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকালয় (৩৫০০ সাড়ে তিন হাজার পুস্তক ও পুঁথি) দেনার দায়ে বন্ধক ছিল। উত্তমর্ণ তাহা নিলাম করিয়া বেচিয়া টাকা তুলিয়া লইবার চেষ্টা করেন। রাজা বাহাদুর সুদে আসলে সেই দেনা দিয়া পুস্তকালয়টিকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে উত্তমর্ণ এই পুস্তকালয় বন্ধক রাখিয়া আমাদের পরিষদেই গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরও উহা ঋণমুক্ত করিয়া দিয়া পরিষদেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যের জন্যই রাজা বাহাদুর আমাদের সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ১৯শ নিয়মে সহকারী সম্পাদক তিন জন নিযুক্ত হইবার বিধি আছে, উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া চারি জন সম্পাদকের ব্যবস্থা করা হউক, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। এই সম্বন্ধে ব্যোমকেশ বাবু পরিষদের কার্য্য-ভারের বৃদ্ধি ও তাহা সুশৃঙ্খলে পরিচালনের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ নিয়মের ঐ অংশ পরিবর্ত্তিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ষোড়শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। তাহার সারাংশ এইরূপ।—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ১০০২ হইতে ১১৪৮ হইয়াছে। পুস্তকালয়ের পুস্তকের সংখ্যা ৬০০০ এবং পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৮০০ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আয় ৮৬৭০৷১০ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ৮৩১০৷৫০ বাদে ৩৬০৷১০ উদ্বৃত্ত আছে। গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে যে পরিমাণ ঋণ ছিল, গত বৎসরে প্রায় তাহার অর্দ্ধেক শোধ হইয়াছে। গত বৎসর পরিষদের নূতন চেষ্টার মধ্যে রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার কল্পনাই প্রধান। ইহার জন্য স্বতন্ত্র সমিতি ও কার্য্যকারিণী সভা গঠিত হইয়াছে। কাশীরাম দাসের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনার্থ কাটোয়ায় "কাশীরাম স্মৃতি সমিতি" নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সেই সমিতি গত বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিষদের সহকারী সভাপতি, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গের জাতীয় মহাকবি কাশীরামের স্মৃতি চিহ্নস্থাপনের প্রস্তাব যাহাতে কেবলমাত্র কাটোয়া সমিতির চেষ্টায় আবদ্ধ না থাকিয়া, বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বস্থান হইতে বাঙ্গালীর জাতিগত চেষ্টায় বিনীকৃত হয়, তজ্জন্য একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল। এই সভায় কাটোয়া সমিতির সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় স্থির হয়, এখন হইতে এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্যভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিবেন। পরিষদের চেষ্টায় উক্ত সাধারণ সভাস্থলে উক্ত সভায়ের জন্য ৮০০ আট শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের চিত্রশালায় এবার নবাবিষ্কৃত বহু প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতু প্রতিমা সংগৃহীত হইয়াছে। দুই শতাধিক বর্ষের পর্ত্তুগাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন পয়সা পর্য্যন্ত অনেকগুলি দুর্লভ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ-বিভাগেও এবার পরিষৎ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসর সাধারণের মধ্যে সরল ভাবে বিজ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্যে পরিষৎ জড়বিজ্ঞান ও জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যার

জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিষদের আজন্ম-সঙ্কল্পিত ব্যাপারগুলির মধ্যে অভিধান সঙ্কলন চেষ্টা বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় রাঢ়ীয় শব্দমালার অভিধান সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। পরিষদ্‌ও গত বৎসর হইতে তাহার মুদ্রণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব-উদ্ধার ব্যাপারে যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব রাজবংশের তাম্রশাসনাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিবরণ সর্ব্ব প্রথম পরিষদেই প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের পরমহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যসেবী দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর গত বৎসর রাজসাহীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজসাহী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায়, বাঙ্গালার জীবতত্ত্বের অনুসন্ধানকারক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং পরিষদের সহকারী সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণকে লইয়া বরেন্দ্রভূমির ১১ খানি গ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানাদির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় ও নেতৃত্ব কুমার বাহাদুর একাই বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে যে সকল অনুসন্ধান ও যে সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষের খননাদি কার্য্য হইয়াছিল, তাহার ফলে মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ, প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দিরের ভিত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুমার বাহাদুর এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে যে সকল ভগ্ন প্রস্তরপ্রতিমা ও কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আপাততঃ রাজসাহী শাখা-পরিষদেই সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ ও অর্থব্যয়ে অনেক ঐতিহাসিক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরিষদের বাহিরেও পরিষদের সদনুষ্ঠানের অনুকরণ হইতেছে। বরোদায় গত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। যে মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, সেই রমেশ বাবুই এই মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবার পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের কার্য্যফলও অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে। পাঁচ জন যুবক বিবিধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনার জন্য নিজ নিজ ইচ্ছামত বহুবিধ পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছেন। যে যুবক সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম ও উন্নতিশীল হইয়াছিল, সে যুবকটী অকালে মারা গিয়াছে। এইরূপে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে মেদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষদের জন্য অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং আরও দিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের সকল প্রকার গ্রন্থের শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ পাঠ করিলেন। এবৎসর অমূল্য বাবু জানাইলেন,

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সপ্তদশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

১৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

প্রবন্ধের বিষয় ও মতামতের জন্য পরিষৎ-সম্পাদক দায়ী নহেন।

সূচী

	বিষয়।	পৃষ্ঠা
১।	সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্‌) ...	৬৫
২।	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ (শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)	৭১
৩।	উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা (ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ)	৯৫
৪।	বনবঙ্কার তাম্রশাসন (শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ) ...	১১৩
৫।	বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ) ...	১২৯
৬।	চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌এ)	১৩১
৭।	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ) ...	১৩৫
৮।	সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী	১—

কলিকাতা

২১।৩ নং শাখিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্‌, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৭

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৶৹ তিন টাকা ছয় আনা।

সভাপতির অভিভাষণ

১৩১৬ সাল অতীত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গত বর্ষের কার্য্যবিবরণও আপনারা শুনিয়াছেন; পরিষৎ যে গত বৎসর উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন। সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পত্রিকা-সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং কার্য্যকারিণী সভার সভ্যসমূহ অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে পরিষদের উন্নতির জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এদেশে অনেক কার্য্যকারিণী সভার অধিবেশনই প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যার (quorum) অনুপস্থিতি নিবন্ধন বিফল হইয়া থাকে, পরিষদের কোন অধিবেশনই বিফল হয় নাই। প্রয়োজনীয় কোন কাজই পড়িয়া থাকে নাই, সকল কাজই যথাসময়ে নির্বিঘ্নচিত্তে আলোচিত হইয়াছে। কোন বিষয়ের বিচারেই আমি স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্রও দেখি নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন; তাঁহারা সকলেই আলস্য ও তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া পরিষদের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। সম্পাদক, সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ বঙ্গীয়-সাহিত্যের উন্নতিসোপানের পথপ্রদর্শক, সুতরাং সমস্ত বঙ্গবাসীই শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

অতীত বৎসরে বঙ্গীয়-সাহিত্যের কি পরিমাণ উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা বড়ই সুকঠিন। সাহিত্যের প্রকৃত গতি নির্ণয়োপযোগী সময় হয় নাই; এক বৎসরে, এমন কি পাঁচ বৎসরেও ভাল মন্দ স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। বার বৎসরে অর্থাৎ প্রতিযুগান্তে কতকটা বুঝিতে পারা সম্ভব, কিন্তু দ্বাদশবার্ষিক বিবরণের প্রতীক্ষা ভাবতরঙ্গে বর্ত্তমান কালের চঞ্চলমতি যুবকগণের পক্ষে অসহনীয়। পুস্তক ও পুস্তিকার সংখ্যার দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির পরীক্ষা হইতে পারে না। কেবল মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বা মুদ্রিত ও প্রকাশিত পৃষ্ঠাসমূহ দ্বারাই কোন সাহিত্যের প্রকৃত গতির পরিমাণ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভ্রমমূলক। অনেক প্রকৃত রসাত্মক গ্রন্থ প্রকাশকালে সমুচিত আদর পায় না; আবার অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য গ্রন্থও সমাজের রুচিবিকারনিবন্ধন ক্ষণকালের জন্য আদর পাইয়া থাকে। অনেক সুরসিক লেখককে কাতরস্বরে বলিতে হয়—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

আবার অনেক নিম্নশ্রেণীর লেখকও বিবিধ ক্ষণস্থায়ী কারণে আপনাদিগকে সুকবি ও সুলেখক মনে করিবার অবকাশ পাইয়া থাকেন। মানব-সমাজের রুচির চাঞ্চল্য সর্ব্বত্র ও

সকল সময়েই পরিদৃশ্যমান ; সুতরাং এক বৎসরে কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থসমষ্টির দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কোন গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে এখনও সুরুচি ও কুরুচি বিচারের সূত্রপাত হয় নাই ; এখনও আমরা criticism কাহাকে বলে জানি না। আমার স্বকপোল-কল্পিত রচনা আমি ভালই মনে করি ; আমার সন্তানের দোষগুণ বিচারে আমি অক্ষম, তাই লিখিয়াছি, কি পাপ লিখিয়াছি আমার নিজের বুঝিবার সামর্থ্য নাই ; আপনার বিচারের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আপনি ভাল বলিলে নাটকখানি প্রকাশ করিতে সাহস হইবে।" কথাটা অনেক সত্য ; কিন্তু আমিও মনুষ্য, দেবতা নহি, আমারও রুচির চাঞ্চল্য আছে ; দোষগুণবিচারের ক্ষমতা কম। নিরবধি কালে ও সুবিপুল পৃথিবীতে কোন্ গ্রন্থের ভবিষ্যতে কি দশা হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। সুতরাং গত বৎসরে বঙ্গীয়-কাব্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে কিনা তাহা নিরাকরণ করিয়া প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ আমরা পাই না। কেবল বঙ্গদেশেই কোথায় কি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা জানিবার আমাদের বিশিষ্ট উপায় নাই। রাজশাসনকর্ত্তৃগণের নিয়ম আছে, যাহাতে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন রাজ্যমধ্যে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ; আমাদের সমস্ত জানার উপায় নাই। গ্রন্থকারেরা বা গ্রন্থ-প্রকাশকেরা অনেক সময়েই সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। কালিকাতা-গেজেটে ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যাই জানা যাইতে পারে ; গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে দোষগুণের বিচার করেন না।

যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, গত বৎসরে সাহিত্যের বড় একটা সদ্গ্রন্থের নিদর্শন ছিল না। গত বৎসরে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি প্রত্যাশিত হইতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গ-চ্ছেদের তরঙ্গ এখনও বঙ্গবাসিদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে ; সে তরঙ্গ এখনও প্রশমিত হয় নাই। বঙ্গবাসিদিগের সুকোমল হৃদয়ে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি আইসে নাই, এখনও তাহারা জর্জ্জরিত, এখনও তাহারা ভয় ও শোকে অভিভূত। এরূপ মানসিক ভাবের যথার্থ কোন কারণ আছে কিনা, এত দীর্ঘকাল বিচ্ছেদশোক বিদ্যমান থাকা উচিত কিনা, ইহা রাজনৈতিক বিষয়, সাহিত্যসেবিদিগের বিচার্য্য নহে, আমারও বিচার্য্য নহে। সাহিত্য-পরিষৎ কেবল প্রকাশ্য অবস্থা দেখিতে ও বিবৃত করিতে সমর্থ, কারণানুসন্ধানও পরিষদের বিষয়ীভূত নহে। মানসিক অবস্থা দ্বারা সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি আপাততঃ রুদ্ধ অথবা প্রসারিত হইতেছে কি-না এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া সম্ভব তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে। শাসনকর্ত্তৃদিগের উপস্থিত শাসনপ্রণালী, অমূলক বিদ্রোহভীতি এবং তন্নিবন্ধন মুদ্রাযন্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি, ইহাতে যে সাহিত্যের গতিরোধ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রচয়িতার মানসিক স্বাধীনতা না থাকিলে রচনার বিকাশ হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তে বিচারগৃহ ও রাজদণ্ড-ভীতি মনোমধ্যে থাকিলে কাব্যরস সহজেই শুষ্ক হইয়া যায়। ভয়ে ভয়ে কাব্যরচনা হয় না। বস্তুতঃ দেশ দুর্ভিক্ষে, রাজবিগ্রহে ও অশান্তিতে আলোড়িত হইলে সাহিত্যের যে গতিরোধ হয়,

ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। শান্তি ও স্বাধীনতা সাহিত্যের আলয়। এই শান্তির সময়েই সকল সভ্যদেশেই সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। এখন অশান্তির কাল আসিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা সহজেই কমিয়া যাইবে। সাহিত্যের প্রচারের সহিত মুদ্রাযন্ত্রের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, অথচ নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা একটী গুরুতর ব্যাপার হইতেছে।

এখন যে সকল সুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সামাজিক বা পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক। গত বৎসরে কয়েকখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্য" এবং শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী," উভয়ই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক। আর কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। নবীনচন্দ্রের "অমিতাভ" পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল; গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ীর "বীরকুমার"ও কাব্য-মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় এই যে, হিন্দুরমণীর লেখনী-নির্গত দুই তিনখানি গ্রন্থও দেখিয়াছি।

আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও অবিনাশচন্দ্রের "কুমারী" ব্যতীত উপন্যাস-বিভাগও কোন স্থায়ী রসাত্মক রচনাদ্বারা আলোকিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও মনে আসে না। শ্রীমান্ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীমান্ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সযত্নে সানন্দে বিজ্ঞান-সেবা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিবর্ষে আবিষ্কার সম্ভব নহে। তাঁহারা ও তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যগণ বিজ্ঞান-সংসারে সযত্নে তথ্য অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাক্তার রায়ের একটী শিষ্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি অতি সামান্য হইলেও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিভাগে একটী তথ্য আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। তাঁহার "শুশুনি শাক" সম্বন্ধীয় ও "স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চর্ব্বি" নামক প্রবন্ধ পরিষদেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক আবিষ্কারে বিশেষ যত্ন হইতেছে। কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "চাক্‌মা জাতির ইতিহাস" "বিক্রমপুরের ইতিহাস" "গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড" "অলিকসন্দর" উল্লেখযোগ্য। গবেষণার দ্বারা যতদূর সম্ভব সে সমস্তই এ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। রাখালবাবু শিলালিপি, মুদ্রালিপি প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগকে বহু পরিমাণে আলোকিত করিয়াছেন।

কয়েকখানি মাসিকপত্রও উল্লেখযোগ্য। "প্রবাসী," "ভারতী," "নব্য-ভারত", "বঙ্গদর্শন", "সাহিত্য," "উপাসনা," "মানসী," "অবলা-বান্ধব," "সুপ্রভাত," "ভারত-মহিলা" প্রভৃতি অনেক চিন্তা, গবেষণা ও রচনাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। কবিতা, উপন্যাস, ঐতিহাসিক ও জীবনীরহস্য, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মাসিকপত্রগুলি সকলই সুপাঠ্য। এই সকল পত্রে অনেক বিষয়েরই তথ্য জানিতে পারা যায়, সহজেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্রও অনেকগুলি প্রচলিত আছে। "বঙ্গবাসী," "হিতবাদী," "বসুমতী" ও "সঞ্জীবনী"র যশঃ স্থায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক জেলায়ও প্রাদেশিক পত্রিকা আছে।

এগুলি সংবাদপত্র হইলেও সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ও বিস্তার করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক বিষয়ের সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকও অবলীলাক্রমে সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে; সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে অনায়াসে সাহিত্যের পরিচালনা হইতেছে; কিন্তু সকল সংবাদপত্রই সমান নহে; কতকগুলি সকল সময়ে সুরুচির পরিচয় দেয় না; অনেক সময়ে দূষিত ও পরিত্যাজ্য বিষয় নিবেশিত হয়। তবে মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, অনেক সংবাদপত্রই সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-উৎসাহিগণের আদরের জিনিষ। নূতন মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনদ্বারা যে কেবল এই শ্রেণীর সাহিত্যের ক্ষতি হইবে এমন নহে; নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় যে, তদ্দ্বারা অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যেরও ক্ষতি হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, হয়ত মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিশেষ আইন প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্তই বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজনৈতিক কথার সহিত পরিষদের সম্বন্ধ নাই; মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের জন্য সাধারণতঃ সাহিত্যের ক্ষতি বা প্রসারবোধ হইলেও লাভ লোকসান তুলাদণ্ডে পরীক্ষিত হইলে, হয়ত আমাদের ভবিষ্যতে লাভের দিকই গুরুতর হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাহিত্যের সামান্য গতিরোধও আমাদিগের সন্তাপের কারণ।

কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে সাহিত্যের সমুচিত উন্নতির নিদর্শনের অভাব থাকিলেও, ১৩১৬ সাল সাহিত্যের সুবর্ষ না হইলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৩১৬ সাল পরিষদের সুবর্ষ। আমরা শুভদিনে, শুভক্ষণে এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই সভ্যের সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে। ১৩১৫ সালের শেষে সভ্য সংখ্যা ১০১৯। ১৩১৬ সালের শেষে ১২৬৬। সেই দিন হইতেই পরিষৎ বঙ্গবাসীর গৌরবের জিনিষ হইয়াছে। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, প্রত্যেক বিভাগেই কার্য্যের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থসমাগম ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে অর্থব্যয়, উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে বিগতবর্ষে মহারাষ্ট্র-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় রমেশচন্দ্রের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে প্রথমতঃ প্রাচ্য ভারতে ও শেষে পাশ্চাত্য ভারতে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র আর্য্যভূমি যে অচিরে গৌরবান্বিত হইবে, তাহা অদূরদর্শী ব্যক্তিগণেরও সহজে প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের সন্নিকটস্থ বিহারবাসী ভ্রাতৃগণও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে একটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। অবিলম্বে অন্যান্য প্রদেশেও আমাদের পরিষদের আদর্শে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসমূহের অসীম উপকার হইবে। বীজ রোপিত হইলে কালক্রমে পরিষৎসমূহ সমবেতভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির যথাযোগ্য পথ প্রদর্শন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে

মধ্যে সম্মিলনের উপায় সহজ হইবে। পরস্পরের ভাবের পরিচালনা হইবে। এখন আমরা কেবল বঙ্গদেশেই, বিশাল আর্য্যভূমির সঙ্কীর্ণ প্রাচ্য প্রকোষ্ঠেই, সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন দেখিতে পাইতেছি। ভিন্ন প্রদেশে পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজসাহী, বগুড়া, গৌরীপুর ও ভাগলপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলনের সহিত যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে সাহিত্যিকগণের ক্রমান্বয়ে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইবে।

বিগতবর্ষে বগুড়া, গৌরীপুর, ভাগলপুরের সম্মিলনের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্যের আলোচনা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বঙ্গবাসী এখনও সুষুপ্তপ্রায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সময়ের আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে বিশেষ উদ্যমের আবশ্যক, সাহিত্যের সার্ব্বজনীন সুগম পথপ্রদর্শনের আবশ্যক; সাহিত্যিক প্রেমের বীজ মুক্তহস্তে বপন করা আবশ্যক। বঙ্গবাসীর কোমল হৃদয় সুক্ষেত্র, সত্বরেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং যথাকালে সুদূরব্যাপী শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। এই সময়ে সমাজের নেতৃগণের সমুচিত আয়াস আবশ্যক। আমাদের নিদ্রামগ্ন থাকার সময় গিয়াছে। বঙ্গের কয়েকটী কুলাঙ্গার সুশোভিত হইয়া বিপথগামী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য উদ্যানবল ভারতবাসী মাত্রই দুঃখিত। দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই উচ্ছৃঙ্খল যুবার সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আরও সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। সাহিত্যের উন্নতির জন্য, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিপথগামী যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য, স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা উচিত। বস্তুতঃ কতিপয় বিকৃতমনা যুবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোচনীয় অন্যায্য কার্য্য নিবন্ধনই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিচারালয়ে অনেক নির্দ্দোষ সাহিত্যসেবী অকারণে নীত হইয়া কষ্ট পাইয়াছে এবং আমরাও কত বিব্রত হইয়েছি।

জগৎসংসারের সুখ দুঃখে জড়িত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানবচিন্তার অতীত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ের সময় আসিয়াছে, অথচ ইহার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী মহাপুরুষ রমেশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রই কাতর হইয়াছে। সেই কর্ম্মবীরের স্মৃতিরক্ষার্থ যে উদ্যোগ করা যাইতেছে, তাহা আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণে শুনিয়াছেন। রমেশ-সারস্বত-মন্দির-গঠনে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য আমিও প্রার্থনা করিতেছি। রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ও প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পরলোকগত হওয়ায়ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পরিষদের শাখাসমিতির মধ্যে রঙ্গপুরের শাখাসমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর যত্ন উত্তরবঙ্গ আলোকিত করিতেছে। শাখাসমিতির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে বঙ্গীয় সাহিত্যের ততই উন্নতি হইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ

মানুষের মুখে তাহার মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় ক্রোধ, হিংসা, লজ্জা, অভিমান, ভয়, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তির লীলাভূমি। ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে যখন যে বৃত্তি বা বৃত্তিনিচয়ের আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তর্গত বৃত্তির ভাব লক্ষণ বহির্মুখ হইয়া মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়। মুখ যেমন অন্তর্বৃত্তিগুলির ছায়ামূর্ত্তির প্রতিফলক, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের অভিব্যঞ্জক। নদী-হৃদয়ে জলবুদ্বুদের ন্যায়, কালের অনন্ত বক্ষে এ যাবৎ কত জাতির উৎপত্তি ও লয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইরূপে সে সকল জাতির চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু যে জাতির সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য সেই জাতির ত্রিকালের সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান জগৎকে সেই জাতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহিত্যই জাতির উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় চরিত্রের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার বিচার হইয়া থাকে। একদিকে যেমন সাহিত্য জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, অন্যদিকে ইহা তেমনই উন্নতি বা অবনতির সোপান। জাতীয় চরিত্রের যাহারা উন্নতিঅভিলাষী, জাতির যাহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের গতি-রক্ষণ, রুচিমার্জ্জন ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাহিত্যকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিবার যত্ন ও চেষ্টাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন; সাহিত্য-সেবাই তাঁহাদের জীবনের পবিত্রতম ও একমাত্র ব্রত বলিয়া নিয়ত তাঁহারা তৎসাধনেই নিরত থাকেন।

ভগবানের সেবা যেমন মহাপুণ্য,—সেবাপরাধ ততোধিক মহাপাপ; অতএব সেবা-অপরাধ যাহাতে না ঘটে, ভগবদ্ভক্ত সাধুসজ্জনেরা তদনুকূল অনেক শাসননীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। আত্মপর নির্ব্বিশেষে তাঁহারা সেই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। সাহিত্য সম্বন্ধেও যাহাতে সেবাপরাধ না ঘটে, সাহিত্য যাহাতে অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত না হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও জাতীয় চরিত্রের অনিষ্টসাধন করিতে না পারে, সাহিত্য-পরিষৎ-সৃষ্টির তাহা অন্যতম কারণ। সাহিত্য-পরিষদের অনেক মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে এটীও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই পরিষৎ বৎসরান্তে একবার করিয়া বৎসর-মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থ-সমূহের আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-কাননে যে সমস্ত ফল প্রসূত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাদের রসাস্বাদন করিয়া পরিষদের নিয়মানুসারে তাহার একটা বিবরণ খাড়া করিবার গুরুভার আমার ন্যায়বহনে অকুশল দুর্ব্বল-স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও, আমাকে গুরুভার বহন করিতেই হইবে। অনুপযুক্ত পাত্রে ভার অর্পিত হইলে পদে পদে ত্রুটী হওয়া অবশ্যম্ভাবী—আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য গভীর। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইলে কেবল প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই গুলির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা ছাড়া অন্তকথা বলা পরিষদের নিয়ম বিরুদ্ধ। আমিও যতদূর সম্ভব নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু যদি কোন কারণে চক্রনেমি নেমিচিহ্ন ছাড়িয়া বিপথে গিয়া পড়ে, সেটা অতি-ভারের টান মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অনুমান ৭৭২ খানি নূতন বাঙ্গালা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু গত বর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৬৭। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩৭৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ গুলির সংখ্যা তালিকাভুক্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৭৪১ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

সমগ্র বঙ্গদেশে —আলোচ্যবর্ষে,

কলা-বিদ্যায়	৮
জীবন-বৃত্তান্তে	৩১
নাটক-বিষয়ে	৫১
উপন্যাসে	৮৩
ইতিহাস-ভূগোলে	১১
সাহিত্যে	৪১
আইনে	১
চিকিৎসায়	১৫
গণিতে	১
কাব্য ও কবিতায়	৫৪
ধর্ম্মবিষয়ে	১৬৪
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	১
বিজ্ঞানে	৫
বিবিধ-বিষয়ে	১৫৭

সর্ব্বসমেত মোট ৭৪১ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে

১৩০২ সালের হইতে প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সাল হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত এই আট বৎসরের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যায়—

শ্রেণী	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩	১৩১৪	১৩১৫	১৩১৬
কলাবিদ্যায়	৪	৬	৫	৪	৫	৭	১৬	৯
জীবনীতে	১৫	১৭	২১	১৮	১৪	১৬	২৯	৩১
নাটকাদিতে	৩৭	৪৩	৩৬	৫২	৪১	৩৮	৪৬	৪৯
উপন্যাসে	৫১	৪৮	৭৫	৬৪	৫৩	৫০	৮৪	৯৩
ইতিহাস ও ভূগোলে	১৫	১৬	২১	২০	১৭	২০	১৮	৩২
সাহিত্যে	৯৮	১০৬	১১১	১২৫	১২২	১৪৩	৩৯	৯৩
আইনে	৪	৬	৫	৫	৪	১	৩	৩
চিকিৎসায়	৩৭	২৮	৩৩	৪০	১৭	৩০	৪২	২৫
দর্শনে	৫	৭	৭	৬	৭	৮	৪	৩
কাব্যে ও কবিতায়	৭৩	৯৯	১০২	৮২	৮৭	১১০	৪২	৫৪
ধর্ম্ম বিষয়ে	৬০	৫২	৮২	৮৪	৭৫	৭০	১৯২	১৮৪
বিজ্ঞানে	৩০	৬৫	৪৮	৫৩	৩৫	২৫	১৭	৫
বিবিধ বিষয়ে	১২৫	১১৩	১০৩	১৫০	১৬৩	২৭০	১০৭	১৫৭
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	৫	৬	৮	৪	৫	৩	১	৫
	৫৫৯	৫৯২	৬৫৭	৭০৫	৬৫৬	৭৯৫	৬৬৩	৭৪১

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তকগুলি, এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় তালিকা-মধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের	৩২	খানির মধ্যে	২০	খানি
সাহিত্যের	৯৩	"	৫৩	"
কাব্য ও কবিতার	৫৪	"	১৭	"
বিজ্ঞান-বিষয়ক	৫	"	৩	"
বিবিধ-বিষয়ক	১৫৭	"	৮৫	"

—মোট ১৭৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য।

(ক) কলাবিদ্যা — এ বিভাগের ৯ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

ভারত-শিল্প　শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্প-সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে কলা বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ক্রম-বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় না, মামুলি চালেই চলিয়াছে ১৩১৫ সালে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর আবার তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এব সময়ে প্রাচীন ভারতের এমন দিন গিয়াছে, যখন ভারতের শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র সভ্য জগতে

আদর্শস্থানীয় ছিল। এখনও ভারতের মৃত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করা সভ্যতার চরমোৎকর্ষাভিমানী জাতিসমূহেরও অনেকের পক্ষে বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মরণ-মূর্চ্ছাপন্ন সঙ্গীত-শিল্পাদির মূর্চ্ছাভঙ্গ করা শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অসময়ে যিনি পিতামাতার সেবা করেন তিনিই সুসন্তান, যিনি সে সেবায় বিমুখ তিনি "মাতৃকচ্ছার" বই আর কিছুই নন। আমাদের নষ্ট গৌরবের বুঝিবা পুনরুদ্ধার হয় বলিয়া ১৩১৫ সালে, যে আশার একটা ক্ষীণালোক আমাদের নিরাশান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের এক-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল, এবৎসর দেখিতেছি সে আলোক-রেখা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর না হইয়া হীনপ্রভ হইয়াছে। জনকয়েক লেখক কতকগুলি মাসিক পত্রে শিল্প-কলার আলোচনা করিয়া আসরটা বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য :—

১। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ—প্রাচীন ভারতে কলাবিদ্যা—শ্রীবিপিন চন্দ্র [illegible]।
২। ঐ কার্ত্তিক—বাঙ্গালার শিল্প—শ্রীনলিনীনাথ দাশ।
৩। ঐ অগ্রহায়ণ—সঙ্গীত—শ্রীজানকীনাথ বসাক।
৪। মানসী, ঐ—ভারতের স্থাপত্য কলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৫। আর্য্যভূমি, আষাঢ়—আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য—শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।
৬। ভারতী, আষাঢ়—শিল্পের বিচার—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। ভারতী, বৈশাখ—[illegible] চিত্রকলা—শ্রী[illegible] মল্লিক।
৮। ভারতী, আষাঢ়—ভারতের চিত্রকলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৯। প্রবাসী, আষাঢ়—পাট ও [illegible]—শ্রী[illegible] দত্ত।
১০। প্রবাসী, বৈশাখ—রেশমের গুটি—শ্রী[illegible]মোহন রায়।
১১। যমুনা, আষাঢ়—দেশীয় শিল্পের অবনতি—শ্রী[illegible]।
১২। শিল্প ও সাহিত্য—ভাদ্র—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৩। ঐ কার্ত্তিক ঐ

১৪। জীবন-বৃত্তান্ত—এই বিভাগের ১১ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৮ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

যথা—

ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রী[illegible]চরণ মিত্র।
রামানুজ-চরিত—শ্রী[illegible] শাস্ত্রী।
ভারতীয় বিদুষী—শ্রী[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়।
আমার জীবন—৺নবীনচন্দ্র সেন (২য় ভাগ)।
আত্মজীবনী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[illegible]—শ্রী[illegible]কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্জ্জুন—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে মাসিক পত্রাদিতে এসম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য—

১। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ—দীন তর্পিণী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

২। " আশ্বিন—সাগর-মাহাত্ম্য—শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। মানসী, আশ্বিন—৬অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী—

৪। মানসী " কর্ম্মবীর রমেশচন্দ্র—শ্রীকালীকুমার দত্ত।

৫। সাঃ পঃ পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, ষোড়শ ভাগ—উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

৬। ভারতী, বৈশাখ—স্বর্গীয় ত্রিপুরা-রাজ—শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।

৭। সুপ্রভাত " কিসা গৌতমী ও বুদ্ধ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

৮। " " নন্দকুমার—শ্রীসতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

৯। ভারতী, আষাঢ়—পরলোকগত সেনাপতি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।

১০। " " রাজনারায়ণ বসু।

১১। সুপ্রভাত, শ্রাবণ—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীক্ষিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। " " নানক-চরিত—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

১৩। ভারতী, কার্ত্তিক—বনলতা-বর্ত্তিনী।

১৪। " " লালমোহন ঘোষ।

১৫। " অগ্রহায়ণ—শিক্ষক চৈতে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

১৬। " " মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

১৭। অর্চনা, শ্রাবণ—নুরজাহান বেগম।

১৮। মানসী, শ্রাবণ—বিদ্যাসাগর-তর্পণ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯। মানসী, বৈশাখ—বেতাড়ের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীশিবরতন মিত্র।

২০। প্রবাসী, বৈশাখ—৬কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

২১। " " শ্রীমন্তোক্ত প্রসন্ন সিংহ—শ্রীশিবরতন মিত্র।

২২। মানসী, চৈত্র—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, জ্ঞানের গভীরতা ছিল, কিন্তু বহুল প্রচার ছিল না তখন পুরাণ-পাঠ, পুরাণ-শ্রবণ ও কথকতাচ্ছলে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। মহর্ষি বেদব্যাসের উপদেশ আছে যে, অসময় উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য পুরাণ পাঠ বা পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ-বর্ণিত মহাপুরুষদিগের জীবনী পরোক্ষ ভাবে ক্লেশ নিবারণ করে। কিরূপে তাঁহারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন, আপৎকালে কিরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদির কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শ্রবণে শ্রোতার মন অভ্যাস-

বশতঃ তদনুযায়ী হইয়া, সেই চরিত্রকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে। প্রাচীন কালের পুরাণ-শ্রবণ ও আধুনিক জীবনী-পাঠ উভয়েরই এক উদ্দেশ্য ও পরিণাম। মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত-বর্ণন গুণগ্রাহিতা ও গুণ-প্রচারেচ্ছুকতারই পরিচায়ক। যে মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া বাল্মীকি-বেদব্যাসাদি পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন, আধুনিক জীবন-বৃত্তান্ত-লেখকগণের উদ্দেশ্যও তদ্রূপ মহৎ এবং রূপান্তরিত ভাবে অত্যধিক পরিমাণে তদ্বৎ গুণযুক্ত। অতএব জীবন-বৃত্তান্ত ও তৎপ্রণয়ন-কর্ত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" নামক গ্রন্থ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই দুই খানি গ্রন্থ এই বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

(গ) নাটকাদি — এই শ্রেণীর ৪২ খানি পুস্তকের মধ্যে ১২ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

শঙ্করাচার্য্য — শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।
আশা-কুহকিনী — শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।
সোনার সংসার — শ্রীদুর্গাদাস দে।
[illegible] — শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।
[illegible] " "
[illegible] — শ্রী[illegible]মোহন মুখোপাধ্যায়।
[illegible] — শ্রী[illegible]নাথ বসু।
কিশোরীর রাজকুমারী [illegible] — শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল।
[illegible] — শ্রী[illegible] নাথ সিংহ রায়।
[illegible] — শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
উর্ম্মিলা — শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুর্গাবতী — শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক সামাজিক কাল্পনিক সবই কিছু কিছু আছে। জীবনী, ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস, ইহাদের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে একরূপ হইলেও, জীবনী ও ইতিহাস-লেখক অপেক্ষা নাটককারের দায়িত্ব অধিক। জীবনী লেখক অকপটে সত্য ঘটনা বলিয়া যাইবেন, পাঠকের উপর সেই সত্যের বিচার ও তাহার ফলাফলের জন্য তিনি দায়ী নহেন। কিন্তু নাটককার সত্যের ও কল্পনার উভয়েরই পরিপোষক, সুতরাং তাঁহাকে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, অধিকন্তু ইতিহাস ও জীবনীতে যে গুরু গাম্ভীর্য্য আছে, নাটকে তাহা নাই। ইতিহাস ও জীবনীর পাঠক অধিকাংশ সুধী, মার্জ্জিতরুচি, গম্ভীর-বুদ্ধি ও বিচারক্ষম, নাটকের অধিকার স্থান রঙ্গ-মঞ্চ এবং লঘুচিত্ত, অল্পজ্ঞানী ও বিচারবিহীন পাঠকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং সামান্য শিথিলতাতেই পদস্খলনের সম্ভাবনা।

আজকাল অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং নাটক-প্রণেতাকে

রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং সেই খাতিরে যদি তাঁহাকে সমাজের উর্দ্ধতনক্রমে চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডদান ব্যবস্থা করিতে হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা তাঁহার না করিলে চলে না। স্বার্থ ও কর্ত্তব্য উভয়ে একত্রে একপথে চলিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অনেক নাট্যকারই স্বার্থের খাতিরে কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া থাকেন—অবশ্য কর্ত্তব্য-পরায়ণ নাট্যকার যে নাই, একথা বলিলে আমাদেরও কর্ত্তব্যহানি হয়।

আশা করি, নাট্যকার মহোদয়েরা শিক্ষা ও সংস্কারের দায়িত্বের গুরুত্ব বিচার করিয়া কর্ত্তব্যের প্রতিও একটু দৃষ্টি রাখিবেন। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে নাটক ও নাট্যকারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

৮। উপন্যাস — এই বিভাগের ৯৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৫ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

রাণী ভবানী — শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
উপকথা — শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।
রাজকাহিনী — শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গোরা — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কল্পকথা — শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
দেশী ও বিলাতী — শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
মালতী না দেবপুত্র — শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।
বনের না ডাকিনী — শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী।
প্রেমের তরঙ্গিণী — শ্রীরমানাথ দাস।
গোয়েন্দার গল্প। — ২ বৎসর নং ১ (অম্বিকা)।
শেফালি — শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
পুরাতন পঞ্জিকা — শ্রীজলধর সেন।
ভক্তের জয় — শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
কুমারী — শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।
মস্তকের মূল্য — শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া বিচার করিলে, নাটক ও উপন্যাস উভয়েই এক শ্রেণীভুক্ত, তবে প্রভেদ এই যে, নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ, উপন্যাসের অভিনয় পাঠকের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আবার পক্ষান্তরে অনেক স্থলে নাটকের পাঠককে অনেক সমস্যা স্বয়ং ভেদ করিয়া লইতে হয়, তাহাতে অনেক সময় ভ্রান্তি-বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকে, উপন্যাসের পাঠক গ্রন্থি-ভেদে গ্রন্থকারের সাহায্য পাইয়া থাকেন। আবার সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলে, নাট্যকার অপেক্ষা উপন্যাসকারকে ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। সে হিসাবে নাট্যকার অপেক্ষা উপন্যাসকারের দায়িত্ব কিছু অধিক। নাটক-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উপন্যাস সম্বন্ধে তাহার অধিক বা নূতন কথা বলিবার কিছু নাই।

এবারেও উপন্যাসের তালিকায় সুলেখকের নাম আছে। রবীন্দ্র বাবু, অবনীন্দ্র বাবু, দুর্গাদাস বাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী সকলেই সাহিত্যের প্রকৃত ভক্ত-সেবক। ইঁহাদের সেবায় সাহিত্যের তুষ্টি ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইবে। বঙ্কিমবাবু, রমেশবাবু, হেমবাবু প্রভৃতি সাহিত্য-সেবিগণ, উপন্যাসের যে তুষ্টিসাধন ও পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহার পর উপন্যাসের প্রবাহ কিছু থমথমে মারিয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্র বাবু স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি যখন উপন্যাস-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন শীঘ্রই উপন্যাসের ভাগ্য ফিরিবে, স্থির সমুদ্রে আবার নূতন তরঙ্গ উঠিবে ইহা নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে।

গতপূর্ব্ব বৎসর আমরা "জালিয়াৎ ক্লাইবে"র তিনমাসের মধ্যে দুইটী সংস্করণ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবৎসর "রাণী ভবানী" বাঙ্গালার সাহিত্যভাগ্য উল্টাইয়া দিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তকের নয়হাজার খণ্ড বিক্রয় ইতঃপূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। দুর্গাদাস বাবুর 'রাণী ভবানী' বর্ত্তমান যুগে পুস্তক-বিক্রয়ের পক্ষে নূতন দৃষ্টান্ত আনিয়া দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি মাসিক পত্রেও ছোট ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দোষের নয়। তবে গল্পগুলি গল্পের মত হওয়া চাই। নিম্নলিখিত কয়টী গল্প উল্লেখযোগ্য—

১।	প্রত্যাবর্ত্তন	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২।	প্রবাসিনী	,,	আষাঢ়	,,
৩।	ফরাসী-বিপ্লবের একটী চিত্র	ভারতী	আষাঢ়	শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী।
৪।	নিমন্ত্রণ-রক্ষা	মানসী	,,	শ্রীগোপালকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫।	মাতৃভক্ত	মানসী	আষাঢ়	শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬।	ডুমনীরের মূল্য	জাহ্নবী		শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৭।	নিষ্কৃতি	সুপ্রভাত	ভাদ্র	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮।	ছাত্র	মানসী	অগ্রহায়ণ	শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯।	ডাক্তার	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
১০।	দীনের বিবাহ	সুপ্রভাত	ঐ	প্রয়াগ-প্রবাসিনী।
১১।	বিবর্তীর কথা	যমুনা	চৈত্র	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২।	কৃপণের শাস্তি	মানসী	মাঘ	ঐ
১৩।	পিতা-পুত্র	প্রবাসী		শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৪।	কৃতজ্ঞতা ?	মানসী	চৈত্র	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১৫।	কাল বৈশাখী	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
১৬।	বিসর্জ্জন	জাহ্নবী	আশ্বিন	শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।
১৭।	প্রত্যাবর্ত্তন	সাহিত্য	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
১৮।	বিবাহের ফর্দ	মানসী	ঐ	শ্রীজলধর সেন।

১৯। মিলন মানসী আশ্বিন শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২০। বীরপুরুষ ভারতী আশ্বিন শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী।

(ঙ) ইতিহাস ও ভূগোল-গ্রন্থ—এই শ্রেণীর ৩২ খানি পুস্তকের মধ্যে ৭ খানি উল্লেখযোগ্য :—

বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চাকমা জাতি—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

মণিপুরের ইতিহাস—শ্রীমুকুন্দ লাল চৌধুরী।

গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আর্য্যনারী (২য় খণ্ড)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত ও
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

অলিকসন্দর—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রচিত ইতিহাস ছিল না। পুরাণই ইতিহাসের কার্য্য করিত। বৌদ্ধযুগ হইতেই ইতিহাস-রচনা-প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। কিন্তু তখনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই; তাম্রফলক বা শিলাস্তম্ভই কথঞ্চিৎ সে উদ্দেশ্য সাধন করিত। তাহার পর যখন রীতিমত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইল, তখনও বৈদেশিকদিগের অনুকরণেই অনুবাদ গ্রন্থ হইল, তাহার মৌলিকতা রহিল না। ইংরাজ-রচিত ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত চুম্বক সংগ্রহ করিয়া, বালকদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাসের পুঁজি ঐ পর্য্যন্ত।

জাতির ও জাতীয় শক্তির উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও পতনের বৃত্তান্ত ও হেতু লক্ষ্যীভূত রাখিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৎসংশ্লিষ্ট ছোট বড় যাবতীয় ঘটনার সরল ও সঠিক বিবরণ-সম্বলিত পুস্তকই প্রকৃত ইতিহাস নামের উপযুক্ত। সত্যের অপলাপ ইতিহাসের প্রধান দোষ। এ পর্য্যন্ত যে সকল স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই ঐ দোষে দুষ্ট। কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল অনেক মহাত্মাই মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাস-নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, বস্তুতঃই তাঁহারা দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

ভৌগোলিক গ্রন্থের মৌলিকতা নাই, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবারও নাই।

গত বৎসর মাসিক পত্রিকাদিতে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী উল্লেখযোগ্য—

বিস্মৃত জনপদ বঙ্গদর্শন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রঙ্গপুর ভূম্যাধিকারিগণের ইতিহাস ঐ ভাদ্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

রঙ্গপুরের জমীদার ঐ আশ্বিন ঐ

পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস	সাহিত্য	আষাঢ়	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
গৌড়ের ইতিহাস	ঐ	আষাঢ়	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার	সাহিত্য	শ্রাবণ	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।
চাঁদরায় ও কেদার রায়	ঐ	ভাদ্র	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ	ঐ	আশ্বিন	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।
পতঞ্জলির কালনির্ণয়	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শাহীনামা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর কয়জন?	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
রালফ্ ফিচের ভারতভ্রমণ	ঐ	আষাঢ়	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
মানভূমে প্রাচীন জৈনকীর্ত্তি	ঐ	আশ্বিন	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।
ফরাসী তুলিকায় সেরাজের চিত্র	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
সাঁওতালদিগের পুরাকাহিনী	ঐ	অগ্রহায়ণ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।
রাজা গণেশ	কায়স্থ-পত্রিকা	অগ্রহায়ণ	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার [illegible]
ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ	দেবালয়	ঐ	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।
কুরু-পাণ্ডবের আবির্ভাব কাল	আর্য্যভূমি	আষাঢ়	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর
কোচিন চীন	ভারতী	ফাল্গুন	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত	ঐ	চৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
পৃথিবীর মানবসমাজে ভারতের স্থান	ঐ	ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
পঞ্চম শতাব্দীর ভারত ও ফাহিয়ান	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
আঙ্কের পঞ্জিকা	সাঃ পঃ পত্রিকা	বৈশাখ—আশ্বিন	শ্রী[illegible] সিংহ।
প্রথম কুমার গুপ্তের চাঁদপানি খোদিত লিপি	ঐ	ঐ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজা অনঙ্গভীম দেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বরলিপি	ঐ	ঐ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
মারাঠী জাতির অভ্যুদয়	ভারত-মহিলা	আষাঢ়	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।
মেগাস্থিনিসের ভারত-ভ্রমণ	,,	,,	শ্রীরজনীকান্ত গুহ।
বাঙ্গালী কুচ	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।
বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল ও মগধরাজ্য	,,	,,	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
লুপ্ত স্মৃতি	যমুনা	বৈশাখ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।
বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর	সুপ্রভাত	বৈশাখ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ	সুপ্রভাত	বৈশাখ	শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়।
নন্দকুমার	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা	ভারতী	আষাঢ়	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
মেগাস্থিনিসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান	সুপ্রভাত	ঐ	শ্রীরজনীকান্ত গুহ।
শা-সুজার শেষ জীবন	ঐ	ঐ	শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
টাউয়ার	ভারতী	আশ্বিন	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
সেমিরামিসের ভারত-আক্রমণ	ঐ	ঐ	শ্রীতারকচন্দ্র রায়।
বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস	ঐ	ঐ	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
ভারতবর্ষের বীর-রমণী	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।
পঞ্চম শতাব্দীর ভারত	ঐ	মাঘ	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
ভোজরাজ ও ধারবাজা	ঐ	পৌষ	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত	ঐ	চৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
যবন-তত্ত্ব	অর্চ্চনা	বৈশাখ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।
নিকলো মামুসী	ঐ	ঐ	ঐ
অঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি	ঐ	আষাঢ়	শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।
জীনাং মহল	নব্যভারত	শ্রাবণ	
মোগল-রাজত্বে জ্যোতিষী	অর্চ্চনা	অগ্রহায়ণ	
শিবাজীর মানবত্ব	মানসী	আষাঢ়	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ইসান দৌলত বেগম	ঐ	কার্ত্তিক	ঐ
চীনের উৎসব	ঐতিহাসিক চিত্র	ফাল্গুন	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চীনে বিবাহ-প্রথা	মানসী	মাঘ	ঐ
আরবজাতির ভাষা	দেবালয়	মাঘ	ঐ
আরবজাতির শাস্ত্রগ্রন্থ	ঐ	ফাল্গুন	ঐ
আধুনিক আরবজাতি	ঐতিহাসিক চিত্র	চৈত্র	ঐ
রাজা মজলিশ রায়	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
কালাচাঁদের মঠ	ঐ	পৌষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি	প্রবাসী	কার্ত্তিক	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(চ) সাহিত্য :—শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে সাহিত্য বলিলে যে শ্রেণীর পুস্তক বুঝায়, সে শ্রেণীর পুস্তক খুবই অল্প। তাহাই সাহিত্যের মূল, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ, আবার তাহাই জাতির জীবন। সেই সাহিত্যের দৈনন্দিন বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতেছে। জাতি ও সমাজের অবস্থা ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বিভাগের মোট ৯৩ খানি

পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। তবে সাহিত্য ও আলোচনা হিসাবে এবার মাসিক পত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঠিক সাহিত্য-হিসাবে না হইলেও, সাধারণ সাহিত্যের হিসাবে আমরা নিম্নে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তালিকা দিলাম—

ভ্রমর	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।
গ্রাম্য-সাহিত্য	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।
মেরুপ্রান্তে	ঐ	আষাঢ়	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
সাহিত্য-সম্মিলনী	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীবেণীমাধব চাকী।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	ঐ	ভাদ্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
নবীনচন্দ্র	ঐ	ঐ	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
স্নানযাত্রার মেলা	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
বাবা	ঐ	পৌষ	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
নীরব-সাধনা	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীজলধর সেন।
মহাযাত্রা	ঐ	আষাঢ়	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
যাত্রার আবৃত্তি	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীসোমারঞ্জন মুখার্জী।
শ্রীলীলাশুক ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
মহাজনের পত্রাবলী	অলৌকিক-রহস্য	বৈশাখ	শ্রীদেবব্রত পরিব্রাজক।
প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	সাঃ পঃ পত্রিকা	১ম ও ২য় সংখ্যা	শ্রী শ্রীনাথ সেন।
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ	ঐ	ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।
১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	ঐ	ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
মধুর রস ও বৈষ্ণবকবি	উদ্বোধন	ফাল্গুন	শ্রীবিজয়লাল বসু।
আর্য্যজাতির গৌরবের মূল কি?	সাহিত্য-সংহিতা	শ্রাবণ	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।
কাব্যে ইতিহাস	পূর্ণিমা	বৈশাখ	শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শান্তি	নবনূর	আশ্বিন	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।
বলেন্দ্রনাথ (সচিত্র)	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়
ভারতবর্ষে	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
পারস্য	ঐ	আষাঢ়	ঐ
কামাখ্যা ও বাগীনদী	ঐ	ঐ	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
বেহরামজী মালাবারি	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বামী শিবানন্দ	ঐ	ভাদ্র	ঐ
কোচিন-চীনে ভ্রমণ	ঐ	আশ্বিন	ঐ

পোঙ্গল-উৎসব	ভারতী	অগ্রহায়ণ	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
নবীন	ঐ	ঐ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দেশের অবস্থা	ঐ	পৌষ	শ্রীযদুনাথ সরকার।
পাণিনি-প্রচার	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন।
দৈব ও পুরুষকার	অর্চ্চনা	বৈশাখ	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর।
অতীত ও বর্ত্তমান	ঐ	আষাঢ়	ঐ
অভিনয় ও অভিনেতা	ঐ	ঐ	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।
বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।
মৌলিক প্রবন্ধ	ঐ	অগ্রহায়ণ	
বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গভাষা	মানসী	বৈশাখ	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
আমাদের নিত্যকার অপচয়ের কথা	ঐ	ঐ	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
বঙ্গসাহিত্য	ঐ	ঐ	শ্রীশিবরতন মিত্র।
ভাষা ও ব্যাকরণ	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মধুসূদন	ঐ	আষাঢ়	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
নির্জ্জনতা	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যাসাগর-তর্পণ	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রচনা-রীতি	ঐ	অগ্রহায়ণ	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য	নব্যভারত	ঐ	শ্রীযামিনীকান্ত সেন।
নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান	ঐ	ঐ	শ্রীরতিনাথ মজুমদার।
বাসন্তী-গাথা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।
অতীত ও বর্ত্তমান	সুপ্রভাত	ঐ	শ্রীঅবনীনাথ লাহিড়ী।
মেয়েলি শাস্ত্র	ঐ	ঐ	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র	ঐ	ঐ	শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।
কাব্য-কাহিনী	ঐ	ঐ	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
ঘোষযাত্রা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার	ঐ	শ্রাবণ	ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
দৈহিক বল	ঐ	ঐ	শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।
একটী ঐতিহাসিক অনুমান	ঐ	চৈত্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	ঐ	ঐ	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।
ভারতবর্ষ ও আমেরিকার রেলগাড়ী	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীসন্ত নিহাল সিংহ।

একদিন দর্শনের-প্রভাবেই ভারতের গৌরব-প্রভা চারিদিকে প্রভাসিত হইয়াছিল। কালের গতিকে সে দর্শনের আর দর্শন পাওয়া যায় না, সে গৌরবও নাই; কিন্তু লুপ্ত হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই, বীজ মাটি চাপা পড়িয়া আছে; উপযুক্ত সময়ে ঐ বীজ আবার ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইবে। সেই বৃক্ষের শীতলছায়ায় বসিয়া আবার কত দেশ-বিদেশের পথিক শীতল হইবে। গুরুদাস বাবুর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" তাহার অঙ্কুর-রূপে দেখা দিয়াছে।

(ঞ) ধর্ম্ম—এই বিভাগের ১৮৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৮ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

১। শতপথ ব্রাহ্মণ শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

২। সনাতন সাধনতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ স্বামী।

৩। শান্তি-নিকেতন—ভক্ত বাণী (৩য় ভাগ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। সরল চণ্ডী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

৫। সাধক সঙ্কেত—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।

৬। আর্য্যানুষ্ঠান বা পুরোহিত দর্পণ—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

৭। তান্ত্রিক রহস্য (৩য় ভাগ) শ্রীকালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৮। শনির পাঁচালী—শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের প্রধান অবলম্বন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" ভিত্তিহীন অট্টালিকা আর ধর্ম্মহীন জীবন উভয়ই তুল্য। এ পর্য্যন্ত যখন যে জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, ধর্ম্মোন্নতিই তাহার মূলীভূত কারণ।

প্রাচীন আর্য্যজাতি যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যতদিন ধর্ম্মের বিজয় নিশান সেই স্তম্ভশিরে উড্ডীন ছিল, ততদিন কালের বজ্রাঘাত অবাধে সহ্য করিয়া সেই স্তম্ভ উর্দ্ধশিরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। যেদিন হইতে ধর্ম্মের নিশান সেই স্তম্ভের শিখরচ্যুত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর্য্যগৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে, ধর্ম্মই তাহার একমাত্র সাধনা।

বিবিধ মাসিক পত্রে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টী উল্লেখযোগ্য—

নিষ্ঠা	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পাওয়া ও হওয়া	"	জ্যৈষ্ঠ	"
জাপানের ধর্ম্ম	প্রবাসী	শ্রাবণ	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্ম্মে বণিকবৃত্তি	"	"	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আর্য্য-আদর্শ ও গুণত্রয়	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
দর্শন—হিন্দু ও গ্রীক	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
অবিদ্যা	"	"	শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

শঙ্করের মুণ্ডকভাষ্য	ঐতিহাসিক চিত্র	আষাঢ়	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।
পুরীধাম	যমুনা	বৈশাখ	শ্রীকুলকুমারী গুপ্তা।
ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ	"	জ্যৈষ্ঠ	"
ধর্ম্মের ভিত্তি এক	"	আষাঢ়	"
শিবতত্ত্ব	"	শ্রাবণ	"
বেদ কি ?	"	আশ্বিন	"
মঙ্গল	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীহেমলতা দেবী।
বোধের আভাষ	"	আষাঢ়	"
সাধনের সত্য	"	শ্রাবণ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
যোগস্থিতি	"	কার্ত্তিক	শ্রীহেমলতা দেবী।
স্বপ্ন	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
উৎসব (সচিত্র)	"	মাঘ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চিরনবীনতা	"	ফাল্গুন	"
শক্তির মূলতত্ত্ব ও পূজা	অর্চনা	বৈশাখ	শ্রী[illegible]।
জ্ঞান-প্রাণের হরগৌরী-ভাব	মানসী	কার্ত্তিক	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আত্মা ও ব্রহ্ম	প্রবাসী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
সাংখ্যসূত্র	নব্যভারত	পৌষ	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।
ছুটা তত্ত্বকথা	"	"	শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।
সংসার ও সন্ন্যাস	"	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী।
ভক্তি-রহস্য	উদ্বোধন	ফাল্গুন	স্বামী বিবেকানন্দ।
বৈশেষিক দর্শন	সাহিত্য-সংহিতা	শ্রাবণ	শ্রীআশুতোষ সেন।
হিন্দুর বেদগ্রন্থ	সুপ্রভাত	ভাদ্র	শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।
ধর্ম্মসঙ্ঘ	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]	অলৌকিক রহস্য	"	শ্রী[illegible]।
হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম-সমন্বয়	সেবক	অগ্রহায়ণ	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।
বেদ ও শঙ্কর	আর্য্যভূমি	আষাঢ়	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
বৌদ্ধধর্ম্ম	বঙ্গদর্শন	"	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিলাতের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির	সুপ্রভাত	"	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

(ট) কাব্য ও কবিতা। এই শ্রেণীর ৫০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৫ খানির নাম উল্লেখ করিতেছি—

নিত্যশক্তির পদাবলী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সতীমন্ত্র	শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য।
অমিতাভ	৺নবীনচন্দ্র সেন।
চিত্রচিন্তা	শ্রীতুলসী দাস ঘোষ।
বীরকুমার	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

কবি-হৃদয় ভাবের উৎস, কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য ও কবিতা তাহার প্রবাহ। প্রবাহ-বারি যেমন ভূমির সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, কাব্যে ও কবিতা তদ্রূপ মানব-হৃদয়কে ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করে। কবির কবিত্বে মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি আছে। নিরাশার-শুষ্ক তরুকে আশার নবপল্লবে পল্লবিত করিবার শক্তি, দারুণ শোকের দাবানল-দগ্ধ হৃদয়কে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিবার শক্তি, অবিশ্বাসীর শুষ্ক মরু-হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উর্ব্বর ভূমি সৃষ্টি করিবার শক্তি, ভীরুর ভয়-বিহ্বল চিত্তে নির্ভীকতা সঞ্চার করিবার শক্তি, পাষণ্ডের পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়কে নবনীতবৎ কোমল করিবার শক্তি—কবির কবিত্ব-শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সুতরাং যেদেশে কবি আছে, সে দেশের প্রাণ আছে—হৃদয় আছে, সে জাতির মনুষ্যত্ব আছে, অতএব কবি সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন।

এতদ্ভিন্ন নানা মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে :—

নববর্ষ-মঙ্গল	দেবালয়	বৈশাখ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রতিবাদ	প্রবাসী	আষাঢ়	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।
সন্ধ্যার প্রতি	মানসী	মাঘ	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহানিদ্রায় মহাকবি	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
বিজয়ী	সুপ্রভাত	"	শ্রীলাবণ্যলেখা আইচ।
স্বাধীন	"	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
মেঘের প্রতি	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
তপন-স্তোত্র	সুপ্রভাত	আষাঢ়	শ্রীমানকুমারী বসু।
দুঃখাভিসার	ভারতী	শ্রাবণ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আশীষে	"	"	বঙ্গনারী।
উষা	"	ফাল্গুন	শ্রীইন্দিরা দেবী।
স্বপন দেখে	মানসী	আশ্বিন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
সুন্দর	"	ভাদ্র	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
আবাহন	"	আষাঢ়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সরমার প্রতি সীতা	সুপ্রভাত	চৈত্র	শ্রীমানকুমারী বসু।
প্রতাপাদিত্য	নব্যভারত	পৌষ	"
মাঙ্গলিক	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

পদ্ম-কবরী	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ।
নীড়-হারা	"	"	শ্রীআমোদিনী ঘোষ।
খোকার উপমা	"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি	"	জ্যৈষ্ঠ	ঐ
নিবৃত্তা	"	আষাঢ়	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
আনন্দ-সন্ন্যাসী	"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
প্রতিশোধ	"	শ্রাবণ	শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।
সন্ধ্যায়	"	"	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
জীবন্মৃত্যু	"	"	শ্রীসরলাবালা দাসী।
কন্যার আদর	"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
জাহ্নবী	"	ভাদ্র	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।
শিশির	"	"	শ্রীসরলাবালা দাসী।
কাণে কাণে	"	আশ্বিন	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম	"	কার্ত্তিক	শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।
স্বর্গ	"	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শেফালি	"	"	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
অশ্রুরে	"	"	শ্রীপ্রমথ রায়।
জাহ্নবী	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ব্রজধাম	"	"	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
মন্দির-দ্বারে	"	"	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
মলয়ানিল	"	পৌষ	শ্রীসরলাবালা দাসী।
পুরলক্ষ্মী	"	"	শ্রীবসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
কে ?	"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।
বাদলা	মানসী	চৈত্র	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
বর্ষার গান	"	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুদূর স্মৃতি	"	"	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেঘের ডাক	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
আগন্তুক	"	ফাল্গুন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
মানসী	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মন্দির-পথে	"	পৌষ	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
শ্রীরবির প্রতি	দেবালয়	ভাদ্র	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

(১) বিজ্ঞান—এই বিভাগের কোনও পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ যে এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনুশীলনই তাহার প্রধান কারণ। এই সকল পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের প্রাচ্য ধর্ম্ম ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই উভয়ের সংযোগে এক নূতন গঠন গড়িয়া লইতে হইবে।

মাসিক-পত্রাদিতে এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেইগুলি পুস্তকের অভাব কিয়দংশে দূর করিয়াছে, এইটুকুই আশার কথা—

ব্যাকটিরিয়া	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।
উল্কাপিণ্ড	"	ভাদ্র	শ্রীজগদানন্দ রায়।
সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চা	"	কার্ত্তিক	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
জ্যোতিষিক সমস্যা	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীজগদানন্দ রায়।
বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ	"	আষাঢ়	"
শক্তির অপচয়	"	ভাদ্র	"
উদ্ভিদের দুষ্টামি	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীজলধর রায়।
পরমাণুবাদ	"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
চিনির অপচয়	মানসী	আশ্বিন	শ্রীরজনীকান্ত বসু।
ভূবিদ্যা	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
অন্তর্নিহিত শক্তি	"	ফাল্গুন	শ্রীজলধর রায়।
দর্পণ	প্রবাসী	ভাদ্র	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
ঘুড়ি	সাহিত্য-সংহিতা	শ্রাবণ	
পুষ্পসার	আষাঢ়	প্রবাসী	আমেরিক-প্রবাসী বাঙ্গালী
চকমান ও ইংরাজ বদান্যশিক্ষা	"	আশ্বিন	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হ্যালির ধূমকেতু	ভারতী	"	শ্রীকুমুদকুমার সেন রায়।
তারবিহীন টেলিফোন	"	কার্ত্তিক	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সুধাকর-চালিত চলনক যন্ত্র	"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সুতদ্রুম দ্রবীকরণ	"	অগ্রহায়ণ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কাগজ ও সংকলন	অর্চ্চনা	কার্ত্তিক	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।
ক্ষার-ব্যবহার	মানসী	আষাঢ়	শ্রীরজনীকান্ত দাস।
চৌম্বক বটিকা	"	কার্ত্তিক	শ্রীজগদানন্দ রায়।
পথের অতিথি	সুপ্রভাত	চৈত্র	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
নূতন গ্রিজিপিয়া	দেবালয়	ভাদ্র	শ্রীজগদানন্দ রায়।
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি	কুশদহ	ফাল্গুন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কাদম্বরী	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঋদ্ধি	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
আরবী শিক্ষক	শ্রীমহিমউদ্দিন।
বিবিধপ্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

এতদ্ভিন্ন মাসিকপত্রাদিতে শিক্ষা ও সমাজ, রহস্যালোচনা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও বাহির হইয়াছে। একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

ভাষাতত্ত্ব	বঙ্গদর্শন	কার্ত্তিক	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
শব্দ-তত্ত্ব	,,	অগ্রহায়ণ	,,
বোধোদয়ের ব্যাখ্যা	সাহিত্য	বৈশাখ	,,
দৈব-দর্শন	,,	জ্যৈষ্ঠ	,,
হাড়ি	জাহ্নবী	ভাদ্র	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।
ইংরাজি-ভাষা ও সাহিত্য	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বরপণ ও বিবাহ	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
রামায়ণের সমাজ	সাহিত্য	.	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
কৈবর্ত্ত জাতি	জাহ্নবী	শ্রাবণ	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।
সামাজিক প্রসঙ্গ	জাহ্নবী	পৌষ	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সামাজিক সমস্যা	মানসী	আশ্বিন	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
কে বড়?	অলৌকিক রহস্য	অগ্রহায়ণ	শ্রীমধুসূদন রায়।
শিশুর শিক্ষা	দেবালয়	বৈশাখ	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু।
দিদিমা	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।
মানব-সমাজ	নব্যভারত	বৈশাখ	শ্রীশশধর রায়।
স্ত্রী-জাতির উন্নতি	ভারতমহিলা	আষাঢ়	শ্রীললিতা রায়।
দিদিমার বিরক্তি	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।
ডেনমার্কে কৃষকদের উচ্চশিক্ষা	.	,,	,,
সমাজ-সংস্কার	যমুনা	শ্রাবণ	শ্রীমনোমোহন ঘোষ।
লোচন-বহির ব্রতকথা	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।
হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য	,,	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
নবান্ন	,,	অগ্রহায়ণ	শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়চৌধুরী।
মেয়েমজির বিশৃঙ্খলা	,,	পৌষ	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী
জাপানে স্ত্রীচরিত্র	মানসী	শ্রাবণ	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
একচোরা-ব্রত	জাহ্নবী	,,	শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

বসুর মহাশয়ের প্রকাশিত জন্মভূমি পত্রিকার পর ইহাই সুলভ মূল্যে প্রকাশিত সুপাঠ্য মাসিক পত্রিকার আসন লাভ করিয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলাম। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারায় আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রতিবর্ষে প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকানিচয়ের একত্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ এপর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈতন্য-লাইব্রেরী, রামমোহন-লাইব্রেরী বা কলিকাতার অন্য কোন পুস্তকালয়ে নাই; যতদিন পর্য্যন্ত এ অভাব দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্যের বার্ষিক-বিবরণী অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা

Abjoint—যাগাখলন
Abstriction of Spore—রেণুচ্যুতি
Acaulescent—নিষ্কাণ্ড
Accrescent—শস্তদলস্থ
Accumbent—প্রান্তগত, মূলাণু-প্রান্তিক
Achaenium—শুষ্কবীজ
Accretion—বহিঃসংশ্লেষ
Acrobrya (V. Acrogenous)
Acrocarpous—অগ্রকুটিক
Acicular (leaf)—অণুসূচিক
Acicular raphide—কণুসূচিকা
Acrogenous—অগ্রবর্ধী
Acrogynous—অগ্র:কুণীক
Acropetal—অগ্রাভিমুখী
Aeroscopic—অগ্রমুখী
Aculeus (V. prickle)
Acyclic—ক্রমবর্তী
Adherent—লিপ্ত
Adnate (stipule)—যুক্তলগ্ন
Aecidium—ত্বক্‌কুণ্ড, ত্বক্‌ভাণ্ড
Aecidiospore—ত্বক্‌রেণু
Aecidiogonidia (= aecidiospore)
Aethalium—ক্লকপুঞ্জ
Air-canal—বায়ুনলী
Ala—পক্ষ
Alate—সপক্ষ
Alburnum—সরসকাষ্ঠ
Alternate—একান্তরিত
Alterni-pinnate—একান্তরিতপক্ষাকার
Ambi-sporangiate—দ্বিলিঙ্গক
Ambigenous—অন্তর্বিবর্ণী
Amentum (V. Catkin)
Ameristic—নিঃশ্রীবৃদ্ধী
Amphigastria—অধুষ্টপর্ণ
Antisepalous—বিবৃতিক
Antitropous (= anatropous)

Apheliotropism—বিরশ্মিবৃত্তি
Apical—অগ্রস্থ
Amphisarca—কাষ্ঠত্বক্
Amphithecium—বহিস্তর
Amphitropous—প্রস্থগত
Amplexicaul—দণ্ডবেষ্টক
Amylogenesis—শ্বেতসারোদ্ভব
Anacrogynous—নিরগ্রকুটি
Aestivation—কোরকপত্রবিন্যাস
Andro-monoecious—পুংদ্বিলিঙ্গপুষ্পক
Androphore—পুংবাহ
Androphyll—পুংকেশর
Androspore—পুংজননরেণু
Anemophilous—বায়ুবেদক
Angiocarpus—গুপ্তকুটি
Angiospermia—গুপ্তডিম্বক
Androgonidium—পুংজননরেণুক
Angular divergence—কৌণিক-প্রসারণ
Annual ring—বার্ষিক চক্র
Annular—বলয়বর্তী, বলয়াঙ্কিত
Annulated—বলয়িত, চক্রিত
Annulus (of fern)—নিক্ষেপবলয়
" (of moss)—ভেদনবলয়
" (of equisetum)—পর্ববলয়
Anterior—বহিঃপ্রতীক
Anteposition—অতিস্থিতি
Anthela—হ্রস্বশিকিরীট
Antheridium—পুংধানী
Anthero Zoid—পুংজীবাণু
Anthesis—পুষ্পবিকাশকাল
Anthocarpous—বহুপুষ্পিক
Anticlinal—তললম্বিত
Antidromous—বিঘূর্ণিত
Antipetalous—বিদলক
Antipodal—বিপাদিক

Crumpled—কুঞ্চিত
Crystalloid—স্ফটিককণা
Culm—নাল
Cormophyta—বীজোদ্ভিদ
Cryptogamia—অপুষ্পক
Cryptostomata—অব্যক্তমুখক
Creeper—লতা
Curled (V. crisped)
Curviserial—বক্রক্রমক
Cushion—উপাধান
Cuspidate—শৃঙ্গাগ্র
Cutin—ত্বক্কিন
Cuttings—শাখা কলম
Cyathium—কংস
Cymose branching—দ্বিতীয় শাখাবৃদ্ধি
Cyme—পার্শ্ববৃন্ত
Cynarrhodum স্থালাধার
Cystidia—কোষক
Cystocarp—ফলীকূট
Cystolith—সুধাশিলা
Cytoplasm—কোষরস
Cytase—অন্তর্দ্রব
Cyclic—চক্রকী
Cymbiform—নৌকাকার
Cactaceae—নাগফণাদি
Caesalpineae—কৃষ্ণচূড়াদি
Calendulae—গাঁদা গোষ্ঠী
Calycinae—বৃতিপুটক
Campanulaceae—ঘিলঘিচাদি
Cannabineae—গঞ্জীগোষ্ঠী
Capparidaceae—অর্কপুষ্পাদি
Caprifoliaceae—মধুকলাদি
Caryophyllaceae—লবঙ্গাদি
Casuarinaceae—বিলাতিঝাউবৃক্ষাদি
Cedrelaceae—তুনিকাদি
Celastraceae—মধুকশাদি
Characeae—শ্বতাদি
Ceratophyllaceae ঝাঁঝ্যাদি

Chailletiaceae—ঘোষাকুড়াদি
Chenopodiaceae—বাস্তুকাদি
Chlorophyceae—হরিৎ শৈবালাদি
Chroococcaceae—গুচ্ছগুটিকাদি
Chytrediaceae—ছত্রিকাভূতাদি
Coleochatae—সপুচ্ছ যোষাদি
Clematideae—বনমরিচগোষ্ঠী
Combretaceae—বিভীতকাদি
Commelynaceae—কঞ্চটাদি
Convolvulaceae—কলম্বাদি
Coniferae—দেবদার্বাদি
Cornaceae—অঙ্কোটকাদি
Conjugatae—সংশ্লেষশৈবালাদি
Crassulaceae—হিমসাগরাদি
Cryptonemiaceae—গুপ্তসূত্রকাদি
Coralliniae—চূর্ণকায়াদি
Cupressineae—সরলাদি
Cupuliferae—শিখরাদি
Curvembryeae—বক্রভ্রূণক
Cuscuteae—আকাশবল্ল্যাদি
Cyanophyceae—নীলশৈবালাদি
Cycadeae—মাঙ্কাদি
Collateral chorisis—পার্শ্বিক বিভাজন
Transverse chorisis—অনুপ্রস্থিক বিভাজন
Cincinnus—তির্য্যগ্‌বিবক্রবিন্যাস
Cyperaceae—মুস্তকাদি
Declinate—একপার্শ্বিক
Decumbent—অবাশ্রিত
De-doublement } V. chorisis
De-duplication }
Deferred—স্থগিত
Definitive—নির্ণায়ক
Deflexed—অবাগ্র
Deilquescent—বহুশীর্ষক, বিলীন
Deltoid—ত্রিকোণাকৃতি
Dermatogen—ত্বক্‌জন
Dermatosome—ত্বক্‌কণিকা
Diachaenium—দ্বিপুট বীজ

Gigoartinaceae—গোলবর্দ্ধনাদি
Glumifloral—গোপতৃণপুষ্পী
Glumicae—গোপতৃণাদি
Gnetaceae—নাগফিটাদি
Granteae—দাড়িম্বগোষ্ঠি
Ground tissue—মুখ্যকলা
Hair, glandular—নিঃসারক লোম
,, stinging—দংশলোম
Handle (v. manubrium)
Half-equitant—অর্দ্ধাভিক্রান্ত
Haplostemonous—একস্তবকীকেশর
Haptera—লগ্নক
Head (v. capitulum)
Heart wood (v. albuornum)
Helicoid cyme (v. bostryx)
Helicoid (dichotomy) আবর্তাকার
Heliotophism—রব্যনুবৃত্তি
Hemicyclic—অর্দ্ধাবর্ত্তস্তবকী
Herb—ওষধি
Herbarium—উদ্ভিদ্‌শালা, উদ্ভিদ্‌বর্ণনী
Heterocyst—বিষমকোষ
Heterodromous—বিষমাবর্ত্তক
Heteroecious—বহুপোষক
Heterogamous—বিষমজননাঙ্গী
Heterogony—বিষমকণিকা
Heteromerous—বিষমবিন্যস্ত
Heterophyllous—বিষমপর্ণী
Heteropodial—বিষমপদী
Heterostyly (v. heterogony)
Heterosporous—বিষমরেণু
Heterotropous (v. amphitrophous)
Hilum—বীজকণ্ঠ
Histogenic—কলাজনক
Homoblastic—বীজকণ্ঠস্থ
Homodromous—সমাবর্ত্তক
Homogamous—সমজননাঙ্গী
Homogony—সমকণিকা
Homotropous—ঋজুগত
Hormogonium—খণ্ডতন্তু
Humus—সারমাটি (?)
Humifusus (v. prostrate)
Hydrophilous—জলমেলক
Hymenium—স্তবকবেষ্ট
Hymenophore—স্তবকবেষ্টধর
Hypanthodium—গুহ্যপুষ্পক
Hypha (v. mycelium)
Hydrotropism—জলানুগমন
Hypobasal—অধঃপাদিক
Hypocotyl—অধোবীজপত্রক দণ্ড
Hypoderma—অধস্ত্বক্‌
Hyponasty—অধোবৃদ্ধি
Hypophloeodic—পরিত্বগ্‌বাসী
Hypophysis—অবলম্বিকোষ
Hypothallus—অবসমাঙ্গ
Hypothecium—অধঃছত্র
Hypopodium—পত্রবৃন্ত
Hypsophyll (v. bract)
Hypophyllum—অবপত্র
Hygrophilous—অনুপজীবি
Hexinate—ষড়ঙ্গুলাকার
Haemodoraceae—মুর্ব্বাদি
Halorogaceae—নীরপাষাণকাদি
Helianthoideae—সূর্য্যমুখগোষ্ঠি
Hepaticae—শল্কশৈবলাদি
Hippocrateaceae—কাঠপহরিয়াদি
Hydrocharidaceae—ঝাঁঝাদি
Hydrophyllaceae—শৈবালমূলিয়াদি
Idioblast—বৈকৃতকোষ
Imbibition—শোষণ
Impregnation—নিষেক
Incised—বিষমদন্তী
Incumbent—পৃষ্ঠগত
Induplicate—অন্তঃপ্রবিষ্টপ্রান্ত
Indusium—মণ্ডলছত্র, মণ্ডলচ্ছদ
Inflated—স্ফীত
Infra-axillary—কক্ষাধঃস্থিত
Innovation—অভিনবপল্লব
Insertion—লগ্নস্থান

Sporangiophore—রেণুস্থলীধর
Spore—রেণু
Sporocarp—রেণুকটি
Spongiole—সমষ্টিকোষ
Spreading—প্রতানী
Sporophore—রেণুধর
Sporophyll—রেণুপত্র
Sporophyte—রেণুধরোদ্ভিদ
Spurious—নবাগত
(Septum)
Spur—শঙ্কু
Spurred—শঙ্কুযুক্ত
Squamae—শল্ক
Stalk—বৃন্ত, প্রসববন্ধন
Staminode—বন্ধ্যাকেশর
Standard—সর্ব্বাচ্ছাদক, 'বৃহদল
Stele—স্তম্ভ, কাণ্ডস্তম্ভ
Stellate—তারকাকৃতি
Stereome—দৃঢ়দেহ
Sterigma—জননদণ্ড
Stilogonidium—স্তম্ভপ্ররেণুক
Sting—দংশরোম
Stipe—দণ্ড
Stipel—উপপত্রিকা
Stipulate—সোপপত্রক
Stolon—জননশাখা
Stomata—ত্বগ্রন্ধ্র, শ্বাসরন্ধ্র
Stoma—বায়ুকূপ
Stratified—স্তরযুক্ত
Striated—রেখাঙ্কিত
Strobilus—শঙ্কুমঞ্জরী
Strophiole—বহিঃসেধ
Structure—গঠন, রচন
Style—কণিকা
Stylopodium—স্তম্ভপদ
Stylospore—স্তম্ভপ্ররেণু
Suberous layer—কর্কস্তর
Submerged leaf—নিমগ্নপত্র
Subrotund—গোলাকার

Subtend—নিয়ে থাকা
Subulate—সূচ্যাকৃতি
Sucker—মূলধারাশাখা
Succulent stem—নাল
Sulcate—সখাত
Supervolute—দ্বিসংবেষ্টিত
Suppression—অনুৎপত্তি
Supra-axillary—কক্ষোর্দ্ধগত
Suspended—বিলম্বিত
Suspensor—অবলম্ব, ধারণকোষ
Suture—যোড়
Sutural—যোড়গত
Swarmspore—নগ্নরেণু
Syconus—মুদিতফল
Sympetalous—সংদলক
Sympodium—সংপদ
Syncarpous—যুক্তকিঞ্জল
Synangium—যুক্তস্থলী
Synergida—সহকারীকোষ
System—কলাবিধান
Sabiaceae—মধুরগাদি
Schizophyta—ভেদোদ্ভিদ্
Scytonemeae—সপুচ্ছশৈবালাদি
Salvadoraceae—পীলুকাদি
Salviniaceae—আখুকর্ণাদি
Santalaceae—চন্দনাদি
Sapindaceae—অরিষ্টাদি
Sapotaceae—সফেটাদি
Saprolegniaceae—পচনছত্রিকাদি
Schizaeaceae—হৃতরাজাদি
Schizomycetes—ভেদছত্রিকা
Scetaminaceae—হরিদ্রাদি
Scrophulariaceae—ভূমিনিম্বাদি
Selaginellaceae—হাথাযুড়াদি
Simarubaceae—হিজনাদি
Siphoneae—নলকায়াদি
Smilaceae—কুমারিকাদি
Solanaceae—বৃহত্যাদি
Spermaphyta—বীজোদ্ভিদ্

বলবর্ম্মার তাম্রশাসন *

আসাম-প্রদেশের পুরাতত্ত্ব (Ethnography) বিভাগের ভূতপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব আসামের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে আসামের অর্থাৎ কামরূপ প্রদেশের ছয়টি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে :—

(১) বনমালদেবের তাম্রশাসন। ইহা নগাঁও জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় (৭৬৬ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন। ইহা বারাণসীতে পাওয়া যায়। ভেনিস্ সাহেব ইহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পাঠ করেন। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড (৩৪৭ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন। ইহা কামরূপ জেলায় গৌহাটি সহরের অল্প দূরে পাওয়া গিয়াছিল। প্রাগুক্ত সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (১১৩ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) বলবর্ম্মার তাম্রশাসন। ইহা নৌগাঁ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (২৮৫ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫।৬) রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয়। দুইখানিই কামরূপ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল, একখানি সোয়ালকুচি নামক স্থানে, অন্যখানি বরগাঁও নামক গ্রামে। এই দুই ফলকের বিবরণ সোসাইটির ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (৯৯ পৃষ্ঠাবধি) দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি চতুর্থ সংখ্যক অর্থাৎ বলবর্ম্মার তাম্রশাসন আমাদের আলোচ্য বিষয়। ক্রমশঃ অন্যান্য ফলকও এই সভায় আলোচনার বিষয়ীকৃত হইবে।

তাম্রফলকগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের এক একটী ছিন্নপত্র। এই ছেঁড়া পাতাগুলি একত্র করিলে হয়ত বা আমাদের সেই চিরবিলুপ্ত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তাই তাম্রফলকের এত আদর। ইতিহাস-প্রিয় ইউ-রোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর আয়াস স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন অক্ষর যতদূর সম্ভব সংগ্রহ পূর্ব্বক ফলকগুলির পাঠোদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের ইংরেজী নাম প্যালিওগ্রাফি (Paleography), বাঙ্গালা "প্রাচীন লিপি-বিজ্ঞান"।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে তাম্রশাসন একবার বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত, অনূদিত ও সমালোচিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যানুশীলনী ন্যায় সভায় তাহার পুনরালোচনা পিষ্টপেষণবৎ নিরর্থক নহে কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সোসাইটির প্রমাদাৎ

* গৌহাটি-বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

শাসনের স্বত্বাধিকারী।* তাঁহারই নিকট হইতে গেইট্ সাহেব তাম্রশাসনখানি লইয়া সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। কবিবর মহাশয় বলেন যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, যখন তিনি নৌগাঁ সহরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুলিশ ইনিস্পেক্টর স্বর্গীয় ভদ্রকান্ত গোহাঞি তাঁহাকে এই শাসনখানি মর্ম্মোদ্ঘাটনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তিনখানি ফলক একটী স্থূল অঙ্গুরীয়ক (কড়া) দ্বারা গ্রথিত; এই অঙ্গুরীয়কের মাথায় একটা হাতার মুখের মত খুব ভারী পাত্র আছে, ইহাতে একটা হাতীর সম্মুখ ভাগের ছবি ও তন্নিম্নে কয়েকটা অক্ষর লিখিত আছে। ইহা দেখিয়া যাহারা ফলক পাইয়াছিল, তাহারা ছবিটিকে গণেশের ছবি এবং ঐ অক্ষরগুলিকে তাঁহার বীজমন্ত্র এবং ফলকের লিপিমালাকে তদীয় পূজাবিধি ভাবিয়াছিল। কবিবর মহাশয় ফলকগুলির ময়লামাটি পরিষ্কার করিয়া বহু চেষ্টায় তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন। বড়ই গৌরবের কথা যে, তাঁহার পাঠ এসিয়াটিক সোসাইটির ডাক্তার হর্ণলির পাঠের সঙ্গে অবিকল মিলিয়াছে, যে অল্প দুই একস্থানে মিলে নাই, সেই সেই স্থানে কবিবর মহাশয়ের পাঠই সমীচীনতর হইয়াছে। পশ্চাৎ ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ভদ্রকান্ত গোহাঞি কবিবর মহাশয়কে শ্রমের ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ অর্থপ্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে শাসনখানিই প্রার্থনা করিলেন; ভদ্রকান্ত সানন্দে তাঁহাকে উহা উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই অবধি কবিবর মহাশয়কর্তৃক শাসনখানি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

একটী বড় সুন্দর গল্প কবিবর মহাশয় এই ফলকগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তিনি এইগুলি আসামের কোন এক অতি প্রসিদ্ধ সত্রাধিকারীকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি কবিবর মহাশয়কে উপদেশ দিলেন যে, এই তামাগুলির দ্বারা পূজাচ্চা করিবার নিমিত্ত একটী ঘটী প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, কবিবর মহাশয় এই মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই আমরা আজ এই তাম্রশাসনের দর্শন, স্পর্শন ও সমালোচনা করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম।† শাসনপ্রদাতা বলবর্ম্মারও পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি এত সত্বর চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনেশ্বর কবিবর মহাশয় শাসনখানি লইয়া তাঁহাদ্বারা যতদূর সম্ভব ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, সকলকেই তিনি ইহার মর্ম্ম অবগত করাইয়াছিলেন। তখন গৌহাটি হইতে আসামী ভাষায় "আসাম" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় কালীরাম বড়ুয়া ইহার সম্পাদক ছিলেন।

---

* গৌহাটির বঙ্গ-সাহিত্য-অনুশীলনী-সভায় বৎসর কবিবর মহাশয় শাসনখানি পড়িয়া অসমীয়া ভাষায় উহার ইতিহাস ও যথার্থ জ্ঞাপন করিয়া সভাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

† সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৮৯৭ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতেই (১০৮ পৃষ্ঠায়) [illegible] এই শাসনের চিত্র দেখিতে পাইবেন।

কালীরাম বাবুর সঙ্গে কবিরত্ন মহাশয়ের পরম সৌহার্দ্দ ছিল—তাঁহার পত্রিকায় এই তাম্র-শাসনের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ই দেখাইয়াছিলেন যে, অন্ততঃ সাত স্থলে তাম্রশাসনের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ভাব চুরি করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ইহার বহুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রশাসনের সমালোচনা হইয়াছিল এবং ইহাতে অবান্তরভাবে মাত্র 'আসাম' পত্রিকার প্রবন্ধের উল্লেখ হইয়াছিল।*

এই তাম্রশাসন হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ জানিতে পারি। ভগবান্ বরাহরূপী নারায়ণের নরকনামা মহাপরাক্রান্ত পুত্র কামরূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যপুরে বাস করিতেন। তিনি স্বর্গগামী হইলে, তৎপুত্র প্রজাবৎসল রাজা ভগদত্ত এবং তৎপশ্চাৎ বজ্রদত্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশের বহু রাজা পৃথিবী ভোগ করিয়া গেলে পর, শালস্তম্ভ রাজা হন। তদ্বংশীয় পালকবিজয় প্রভৃতি অনেকে রাজত্ব করিয়া গেলে পর, হর্জ্জর-নামক ভূপতির আবির্ভাব হয়। তাঁহার পুত্র বনমাল দেব প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; তৎপুত্র জয়মাল দেব অনশন-বিধির দ্বারা শিবলোক প্রাপ্ত হইলে, তদাত্মজ বীরবাহু রাজা হইয়া অম্বা নাম্নী রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদ্গর্ভে বলবর্ম্মা নামে পুত্রোৎপাদন করেন এবং দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে কিশোরবয়স্ক পুত্র বলবর্ম্মাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ঐহিকের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গেলেন। বলবর্ম্মা লৌহিত্য নদের সমীপবর্ত্তী হাড়প্পেশ্বর নামক কটকে (রাজধানীতে) অবস্থান করিতেন।

কাণ্বশাখার এবং কাশ্যপগোত্রের মহোদধি ভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র দেবধর পাবর্ত্তিকা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রীধর নামক পুত্রোৎপাদন করেন। এই শ্রীধর বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য বিষুব-কালে বিত্তপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, রাজা বলবর্ম্মদেব তাঁহাকে লৌহিত্যের দক্ষিণকূলস্থ ত্রিভিজ্ঞা নামক জনপদের অন্তর্গত পাটকচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী (চারিহাজার) ভূমি প্রদান করেন।

বলা বাহুল্য, তাম্রশাসনখানি সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই সংস্কৃত ইংরাজী অক্ষরে লেখা হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য বঙ্গাক্ষরে তাম্রশাসনের শ্লোকাবলী উদ্ধার করিতেছি :—

* A curiousity of the Nowgong plate is that it contains numerous plagiarised passages from Kali Das's wellknown Raghuvansam. These plagiarisms were discovered and published by an anonymous writer in the "Assam" an Assamese vernacular paper which has taken a good deal of interest in the enquiries Mr Gait is making in regard to the ancient history of the Province. They were brought to my notice by Mr Gait.

J A S B Part I 1897 P. 288

যে স্থানের উপবনে মদাকুলগন্ধ হস্তীদিগের কর্ণাস্ফালনের তালে তালে ময়ূরসমূহ নৃত্য করিত, সেই স্থানে (প্রাগ্‌জ্যোতিষে) অবস্থান করিয়া রণলোলুপ তিনি সমরে বিষ্ণুচক্রাহত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন৩২। ৬

তাঁহার পুত্র ভগদত্ত নামক রাজা ছিলেন,—যাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরোমণ্ডলদ্বারা চুম্বিত হইত ; তিনি প্রজারঞ্জনে যশস্বী, সজ্জনগণের ও আত্মজনসকলের নিয়ামক এবং অদ্বিতীয় বীর ছিলেন৩৩। ৭

তিনি সুরলোকে চলিয়া গেলে পর, তাঁহার অনুজ—মহাদেবে বিমল ভক্তিমান—রাজা হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাকে বজ্রদত্ত নামে আখ্যাত করিয়াছেন।৩৪ ৮

রঘুবংশের ১৯ সর্গের ৬৬তম শ্লোকের সংস্কার [illegible] ঐ শ্লোকটি [illegible] পড়িয়া দেখেন নাই, তাহা হইলে অর্থানুবাদে এত ভুল হইত না।

হর্ণলি সাহেব পাদটীকায় লিখিয়াছেন —There is here (স্বাধরে জিতকামরূপঃ) a play on the word Kámarupa which is not expressible in translation." "The phrase may be also translated,—'having conquered Kamarupa or 'the form of desires' he took up his abode in that (country) which has the form (rupa) of Káma or '(the God of) Desires.'" হর্ণলি সাহেবের "জিতকামরূপেণ" অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

(৩২) হর্ণলি সাহেব [illegible] অর্থ 'his state-elephants' করিয়াছেন, [illegible] অনুবাদে 'Living there in his park' করিয়াছেন, শেষের শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন :—'Having in battle obtained the discus of Murari (i.e. Vishnu) he ascended to Heaven, eager for battle (with the Gods).' বাস্তবিক শ্লোক মধ্যে এরূপ একটি অর্থ পাওয়া যায় না।

(৩৩) এই তাম্রশাসনে [illegible] বজ্রদত্তকে ভগদত্তের অনুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্র বলা হইয়াছে। তাহাতে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন :—'On this point the Nowgong plate agrees with the general tradition that Vajradatta was the younger brother of Bhagadatta and the only plate, which states the case differently, and makes Vajradatta to be a son of Bhagadatta is the Gauhati one (ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন). This being so, and *the tradition on the subject being So uniform and explicit* I am disposed to believe that there is a clerical error in the Gauhati plate at this point.' বাস্তবিক কোনও একটি লিপি না থাকিলে এই তাম্রশাসনে [illegible] বজ্রদত্ত ভগদত্তের 'অনুজ' বলিয়া [illegible] হইতেন না। হর্ণলি সাহেব এতদ্বিষয়ে কোন বিশ্বাসী tradition উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র এই কথা মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের ৭৫তম অধ্যায়ে স্পষ্ট বর্ণিত আছে :—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষমথাভ্যেত্য ব্যচরৎ স হয়োত্তমঃ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ॥১
স হয়ং পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তমুপাগতম্।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ॥২
সোঽভিনির্যায় নগরাদ্‌ ভগদত্তসুতো নৃপঃ।
অশ্বমায়ান্তমুন্মথ্য নগরাভিমুখো যযৌ॥৩

(৩৪) শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন :—**Of whom the poets have declared that he was a sovereign of unblemished faith in Isa (i.e. Siva).**

গিয়াছে; তাহাতে আছে "স্বস্তি প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্রপাল-বর্ম্মদেবঃ।"

ফলতঃ যিনি প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ হইবেন, তিনি কেবল "প্রাগ্জ্যোতিষাধিপান্বয়ঃ" লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন কেন? বোধ হয়, তখন বিশাল কামরূপরাজ্য নরকবংশীয়গণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাঃ হর্ণলি তাম্রশাসনের সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহার দুই শতাব্দী পরেও নরকভগদত্তাদির বংশধরেরা কামরূপে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎপরেই প্রাগুক্ত প্রবল বিপ্লব ঘটিয়াছিল। উহাতে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র তাম্রশাসনখানি কূপতলে লুক্কায়িত থাকিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে; তাই আজ আমরা কীর্ত্তিমান রাজা বলবর্ম্মার অন্ততঃ দানশৌণ্ডতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারিলাম। তাঁহার ভূমিদান কেবল স্বর্গবাসের হেতুভূত হয় নাই—এতদ্বারা তিনি কিছুদিন এই মরজগতেও স্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

মুড়াইয়া দেয়, টিকিটী পর্য্যন্ত রাখা হয় না। তাহাদিগকে রীতিমত ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে হবিষ্যান্ন করে, স্থবিরের নিকট থাকে, বাড়ী যায় না, বুদ্ধ-ভগবানের নাম করে। পাঁচ সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একদিন কাঁদিয়া বৃদ্ধ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয় ও বলে "এত কঠোর আমি জানিতাম না, আমি এত কঠোর করিতে পারিব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও।" তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শূকরের মাংস দিয়া তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বানরাকেই এই দীক্ষা লইতে হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা। আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের জন্য ছিল, এখন একটী সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে সকল গুভাজু রীতিমত ধর্ম্মযাজক হইতে চান, তাঁহাদিগকে আর একবার দীক্ষা লইতে হয়। এই দীক্ষা ১৭।১৮ বৎসরে হইয়া থাকে। নিয়মেই হউক, আর অনিয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দীক্ষা আর দেওয়া হয় না। দীক্ষার পূর্ব্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথবা তাহার বংশের অপর কেহই আর কখন গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষার পাঁচটা অভিষেকের দরকার হয়; প্রথম মুকুটাভিষেক, দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক, তৃতীয় পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক ও পঞ্চম সুরাভিষেক। পঞ্চ অভিষেকের পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ জিনিষ ব্যবহার করিবার অধিকার হয়, তাহাকে বজ্রাচার্য্য বলে। এই দীক্ষা হইয়া গেলে, গুভাজু ধর্ম্মযাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও করিতে পারে। কিন্তু দীক্ষা চাই, নহিলে সে আর গুভাজু মধ্যে গণ্য হইবে না।

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পরিবার অধিকার। মুকুটটী তামার, উহাতে অতি পাতলা সোণার পাত লাগান থাকে। মুকুটে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে ও মুকুটের মাথায় একটী বজ্রের অর্দ্ধেক আছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, টুপী ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুইই তামার। তামার টুপীর পিছনে ঠিক যেন একটী দড়ির ফাঁস দিয়া বাঁধা আছে। যে মুকুটটী প্রদর্শন করা যাইতেছে, উহা নেপালী দশ শত উনিশ সালে তৈয়ারী ও ব্যবহার হইয়াছিল অর্থাৎ ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে।

বজ্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্র ধরিবার অধিকার। বৌদ্ধ-বজ্র সকলেই দেখিয়াছেন; উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার ও মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার।

ঘণ্টাভিষেক অর্থাৎ বজ্রঘণ্টা ধারণের অধিকার। সম্মুখে যে ঘণ্টাটী রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্দ্ধবজ্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

সুরাভিষেক। বজ্রাচার্য্যেরা বলেন, এই অভিষেকে আগুনে ঘৃত দিবার অধিকার হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহার নাম সুরাভিষেক হইল কেন? ইহার উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

বজ্রাচার্য্যেরা এই পঞ্চালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মন্দিরে পূজা-পাঠ করেন, বিবাহাদির সময় পৌরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫শ বর্ষের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি সাহিত্য-পরিষদ্‌কে একখানি অতি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাণ্ডুলিপি উপহার প্রদান করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রবন্ধলেখক ও ৺আনন্দকৃষ্ণ বসুকর্ত্তৃক অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের ভার পরিষদ্‌-সম্পাদক আমার উপর অর্পণ করেন। পাণ্ডুলিপিতে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিষয়-সম্বন্ধীয় পরিভাষা সঙ্কলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রদত্ত হইল। অন্যান্য পারিভাষিক শব্দ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬ষ্ঠ ভাগে (পৃঃ ২৮৫-২৯৭) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটী পরিভাষা বাহির হইয়াছে। এই পরিভাষা Peter Breton নামক একজন চিকিৎসক দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দগুলির সাদৃশ্য অনেকস্থলে আছে ও অনেকস্থলে নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধান্তর্বর্ত্তী যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আছে, এই প্রবন্ধে তাহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের পশ্চাতে (ত্র) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

MEDICAL TERMS.

Abdomen—পক্বাশয়
Adeps—মাংসজ, মাংসসার, মাংসতেজ
Antimony—স্রোতোঞ্জন
Ancle—ঘুটি
Applying remedy to a wound—প্রতিসারণ
Apoplexy—অঙ্গবিকৃতি। অঙ্গবিকৃতি (ত্র)
Artery—জীবিতজ্ঞা। বায়ুবাহিনী, ধমনী (ত্র)
Backbone—কশেরুকা
Bilious humour—পলাগ্নি
Bleeding—অসৃক্‌স্রাব, অসৃগ্বিমোক্ষণ
Blood vessel—অসৃগ্বহা
Brain—মস্তলুঙ্গ। মস্তলুঙ্গ (ত্র)
Bridge of the nose—নাসাবংশ
Bubo (swelling of the groin)—বিদার
Cartilage—তরুণাস্থি। কূর্চ্চা (ত্র)
Castor-oil tree—অমণ্ড
Catarrah—পীনস। প্রতিশ্যায় (ত্র)
Cavity of the abdomen—কুক্ষি
Cholic—পক্তিশূল। বাতশূল (ত্র)
Chyle—তোজ্যসম্ভব, অন্নরস। ধাতুপ (ত্র)
Constipation—নিবদ্ধ
Convulsion—ভূতগ্রস্ত
Cranium—কপিকপুক
Cutaneous disease—ত্বগ্রোগ, চর্ম্ম

Cutaneous eruption—চর্ম্মবিস্ফোটিকা, পামন, খামাচি

Diuretic—বস্তিশোধন। মূত্রল (ব্র)

Drink and meat, disease arising from—অবিষ (?)

Dropsy—জঠরামর। জলোদর (ব্র)

Dysentery—আমাতিসার। রক্তাতিসার (ব্র)

Dyspepsia—পরিণামশূল, ঢাঁক্ষাধি, আমজাঁধিত

Epidemic, pestilence—মড়ক

Epilepsy—গ্রহামর। অপস্মার (ব্র)

Epistaxis—নিরক্ত, আনাহ, অসৃপিত্ত

Eruption on the face peculiar to youth—যুবগণ্ড

Evacuation of any nature excrements—নির্হার

Fetid ulceration of the ear—পূতিকর্ণক

Fistula or sinuous sore—নাড়ীব্রণ

Flatulence—অলসক। উদাবর্ত্ত, বাতুলপ্ত (ব্র)

Flatulence with pain or vomiting after eating—পরিণামশূল

Glyster—বস্তি (?)

Gristle—তরুণাস্থি। কুর্চ্চা (ব্র)

Groin of women—বঙ্খিক। [illegible] (ব্র)

Gum—দন্তমাংস। দন্তবেষ্ট (ব্র)

Gum boil—দন্তার্ব্বুদ। [illegible] (ব্র)

Gutta Serena—তিমির

Hæmorrhage—অসৃপিত্ত। রক্ত প্রবাহ (ব্র)

Hæmorrhoid (piles)—অর্শ, অর্শস্

Hæling—প্রতিসর।

Hemicrania—অর্দ্ধাবভেদক। অর্দ্ধকপালী (ব্র)

Hemiplegea—অদ্দিত (?)

Hemiplegea (Palsy)—তন্দ্

Herpes—পামন

Herpetic eruption—দদ্রু

Human skull—কপাল

Imperfect chyme—আমরস

Intumescence of the abdomen—অলসক

Intumescence of the bowels—পরিকর্ত্তন

Inflammation of the ciliary glands—উপনাহ

Itch—কচ্ছু, কণ্ডু। পামা, কণ্ডূতি (ব্র)

Jaundice—পাণ্ডুক বা পাণ্ডুর। কামলা, হলীমক, পাণ্ডুরোগ (ব্র)

Juice or essence of the body lymph—অম্বুক

Left hypochondriac region—প্লীহা বা যকৃৎ (?)

Liniment, ointment—উপনাহ। লেহন (ব্র)

Lungs—ফুস্ফুস। ফুসফুস (ব্র)

Marrow—মেদসার

Menorrhagia or prolapsus uteri and affection of the vulva—যোনিকন্দ। যোনিকন্দক (ব্র)

Nerve, vein, tendon, artery—শিরা

Nose, disease of the—আনাহ

Pain of the wound or sore—ব্রণবেদনা

Pealing of the skin—ত্বক্‌পরিপুটন

Piles—অর্শ, অর্শস্। অর্শ, অর্শস্ (ব্র)

Phlegmatic—কফাত্ম

Plaster—উপনাহ

Pledget—বিকেশিকা (?)

Plexus of vessels—শিরাজাল

Pustular and phlegmonoid inflammation of the skin or external organs—পনস (?)

Refrigerant—নির্ব্বাপণ। শৈত্যকর (ব্র)

তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।

খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব (J. V. Westmacott) উক্ত জেলার তর্পণদীঘি গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনের পাঠ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সেনবংশীয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে, দেশে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন উপলক্ষ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সেনরাজগণের কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল। সে সকল এখন অতীতের কথা, কারণ এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে সেনরাজগণের অনেক তাম্রশাসন ও খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মত সকল খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধের সহিত খোদিতলিপির দুইখানি হস্তাঙ্কিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত যথারীতি প্রতিলিপি-সম্বলিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এখন জানা যাইতেছে যে, তাম্রশাসনখানি সার উইলিয়ম লেফ্রিং রবিন্সন (Sir William Leffming Robinson Bart) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব রবিন্সন সাহেবের নিকট হইতে প্রকাশার্থ ইহা চাহিয়া লইয়াছিলেন। এতদিন তাম্রশাসনখানি রবিন্সন্ সাহেবের [illegible] নিজ বাটীতে ছিল (Hidesley House, Wotton-under-Edge, Gloucestershire) অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র সার আর্নেষ্ট রবিন্সন (Sir Ernest Robinson Bart) তাম্রশাসনখানি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের সংগ্রহশালায় ক্রমে লক্ষ্মণসেনের দুইখানি তাম্রশাসন সঞ্চিত হইল। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের একখানিমাত্র তাম্রশাসন আছে। পূর্ব্বে কলিকাতার জমীদার ৺কানাইলাল ঠাকুর বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র কেশবসেন দেবের তাম্রশাসন এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং বোধ হয় চুরি হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত সেনরাজগণের নিম্নলিখিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) দেওপাড়ার খোদিতলিপি, ইহা রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১]।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XXXIV, Part I. p. 128-154. Ephigraphica Indica. vol. I. p. 305-315.

(২) তর্পণদীঘিতে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন,২ ইহা এই দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন।৩ ইহা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি-সম্বলিত উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাপি কেহ প্রকাশ করেন নাই ও ইহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৪) আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহা বিক্রয়ার্থ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রাম হইতে মালদহ ইংরাজবাজারে প্রেরিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় মালদহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে ইহা এক্ষণে পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন ও পরে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রতিলিপিসহ প্রকাশ করিয়াছেন।৪

(৫) মাধাইনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নিমগাছী জলায় আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।—পাবনার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহা চিত্রসহ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।৫

(৬) বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন। মূল তাম্রশাসন অভাবে শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত নকল হইতে যতদূর সম্ভব পাঠ উদ্ধার করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।৬

(৭) মদনপাড়গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন।৭

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে ও বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকগণের মত হইতে বঙ্গীয় সেনরাজগণ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।৮

খোদিত লিপিটি একখানি তাম্রফলকের উভয় দিকে উৎকীর্ণ এবং ইহা দৈর্ঘ্যে ১১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১১।০ ইঞ্চি। খোদিত লিপির উপরিভাগে প্রায় দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আছে ও উহাতে কীলকবদ্ধ একটী সদাশিবমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে মাধাইনগরের তাম্রশাসন প্রকাশকালে আমি

২ Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XLIV 1875 Part I p. 11.

(৩) ঐতিহাসিক চিত্র প্রথম পর্য্যায় পৃঃ ৩৩১

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol 1900 Part I. p 61.

(৪) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৩৩১ J. A. S. B Vol V. P 467

(৫) J. A. S. B Vol VII Part II. p. 43, Epigraphia Indica Vol X.

(৬) J. A. S. B. Vol 1896 Part I. p 6

(৭) বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ ১৩১৬—পৃঃ [illegible]

বঙ্গের সেনরাজগণের মুদ্রার (শীলমোহরের) কথা বলিয়াছি।[৮] মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" আনুলিয়া তাম্রশাসন প্রকাশকালে সেনরাজগণের মুদ্রা-সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে "সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রিত" কথাটী পাওয়া যায়। ইহা হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমাণ করেন যে, সেনরাজগণের তাম্রশাসনের মুদ্রার মূর্ত্তি সম্ভবতঃ সদাশিবের মূর্ত্তি, তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিবের ধ্যান পাইয়া তাহার সহিত উক্ত দশভুজমূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিয়াছেন।"

তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথম সাতটী শ্লোক আনুলিয়ার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলির সহিত মিলিয়া যায়। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত মজিলপুর জয়নগরের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলিও তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথমাংশের অনুরূপ। কেবল মাধাইনগরের তাম্রশাসনের কোন শ্লোকের সহিত এই তিনখানি তাম্রশাসনের কোন শ্লোক মিলে না। তাম্রশাসনখানি বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এবং বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির বেলহিষ্টী গ্রাম, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদানকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রদাতা বল্লালসেন দেবের পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব এবং তিনি তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের উপাধি "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ।" গ্রহীতা ঈশ্বরদেবশর্ম্মা সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ও তিনি হেমাশ্বরথ-মহাদানাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। যথা :—

(৪১ পংক্তি) সামবেদকৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বর

(৪৪ পংক্তি) থ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনি

কিন্তু নিম্নে ইহা বিভিন্ন প্রকারে লিখিত হইয়াছে :—

(৪৬ পংক্তি) পুণ্যাহেনাভিবৃদ্ধয়ে দত্ত হেমাশ্বরথ মহাদানে দাক্ষিণ্যত্বেনোৎসৃজ্য ইত্যাদি।

ঈশ্বরদেব শর্ম্মা ভরদ্বাজগোত্রীয়ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রবর ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। তিনি চতুর্ভুজ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মার পৌত্র ও লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা অনুসারে ইঁহার পূর্ব্বেই কৌলিন্যপ্রথার অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর দেবশর্ম্মা কৌলিন্যাভিমানী নহেন। সেনরাজগণের কোন তাম্রশাসনে কৌলীন্যপ্রথার কথা নাই, বল্লালসেনের পুত্র বা পৌত্রগণের রাজ্যকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের তাম্রশাসনবলে নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই কৌলীন্যমর্য্যাদার দাবী রাখেন না।

প্রথম ছইটী শ্লোকে সেনগণের আদিপুরুষ চন্দ্রের প্রশংসাবাদ আছে ও পরে সাতটী শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের বংশপরিচয় আছে। এই তাম্রশাসনের দূতক সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ইনি আনুলিয়ার তাম্রশাসনেও দূতকরূপে উল্লিখিত আছেন। তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত রাজপুরুষগণ উল্লিখিত আছেন :—

---

(৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—রঙ্গপুর শাখা পৃঃ—১২০।

রাজরাজন্তক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক বিষয়পতি।

প্রদত্তভূমি হইতে বৎসরে শতাংশ কপর্দ্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমা :—

পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারীদেবতানিকর দেয়ামণ্ড ভূম্যাটাবাপপূর্ব্বালী: সীমা। দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ীসীমা।

লিখনকালে অনবধানপ্রযুক্ত অনেক ভ্রম হইয়াছে। যথা:—

(৩১ পংক্তি) "বরেন্দ্র্যাং" স্থলে "বরেন্দ্রান।"

(৪৬ পংক্তি) "হেমাশ্বরথ" স্থানে "হেমাশ্বপথ।"

(৫০ পংক্তি) "বৃত্তিরিবসুধা" লিখিতে "ধা" পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা পরে পংক্তির উপর লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পৃষ্ঠ

(১) ওঁ নমো নারায়ণায়। বিদুদ্দমর্ম্মণিদ্যুতি: ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং বা

(২) রি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলি: ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিত:

(৩) শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভুতয়ে ভূয়াদ্ব: স ভবার্ত্তিতাপভিদুর: শম্ভো: কপর্দ্দাম্বুদ:॥ আ

(৪) নন্দোচন্দ্রনিধৌ চকোরনিকরে তৃষ্ণাচ্ছিদা আ্যাশ্বিকী কল্পান্তে হতমোহতা

(৫) রতিপতাবেকোহহমেবেতিধী:। দম্পত্যামী অমৃতাত্মন: সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকা

(৬) শাস্তুগতান্তে ধ্যানপরম্পরাপরিণত: জ্যোতির্ম্ময়াত্মাম্বুধে॥ সেবাবন

(৭) ম্র নৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুপ্লুতং পদনখদ্যুতিবল্লরীভি:। তেজো

(৮) বিরোধরম্যো বিষয়ামকরন্দ ভূমীভুজ: স্ফুটমশোষধিনাথ বং

(৯) শে॥ আকৌমারবিকস্বরৈর্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভি: কীর্ত্তিন: প্রালেয়ৈরবিবা

(১০) জ বক্তু নলিনম্লানী: সমুৎপীলয়ন্নেমস্তু: স্ফুটমেষসেনজননক্ষেত্রো

(১১) ব পুণ্যাবলীশালিগ্রামাবিপাকপীবরগুণস্থামন্থুদ বংশজ:॥ যস্মিন্নৈর

(১২) ভাপি প্রচিতভুজতেজ: সহচরৈর্য়শোভি: শোভন্তেপরিধিপরি

(১৩) ণদ্ধাইবদিশ:। তত:কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী পরীতোর্ব্বী

(১৪) ভর্ত্তাজনি বিজয়সেন: সবিজয়ী। প্রত্যূহ:কলিসম্পদামনলসোবেদা

(১৫) হবৈকাঞ্চন: সংগ্রামঃশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্ বল্লালসেনস্তত:। যস্মেতোম।

(১৬) হুবেব শৌর্য্যবিজয়ীদত্তোথবং তত্তৎকণাদকীণারচয়াক্তকায় বশগা:

(১৭) স্মিন্নুপরেষাংশ্রিয়ঃ ॥ সম্ভু ক্তাস্তদিগঙ্গনাগণ গুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা

(১৮) মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তত্তত্ প্রভাবস্ফুটৈঃ দোরুষ্মক্পি

(১৯) ভারিসঙ্গরয়সোরাজস্থধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমলক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌ

(২০) জন্যসীমাকনিঃ ॥ শশ্বদ্ধভয়াদ্বিমুক্ত বিষয়াস্থমাত্রনিষ্ঠীকৃতস্বাস্তা যা

(২১) স্তু কথমনাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্ বৈরাস্থ প্রতিবিম্বিতেপিনিয়তস্তত্রেপি

(২২) চক্ষুভূগেপাবৈতেন যতস্ততোহপিস পরোদেবঃ পরংবীক্ষ্যতে। স খলু শ্রী বিক্র

(২৩) মপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন

(২৪) দেবপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণবপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ

(২৫) শ্রীমলক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক রাজ্ঞী

(২৬) রাণকরাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহি

(২৭) ক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত আন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

(২৮) মহাপ্রতীহারমহাভোগিকমহাপীলুপতিমহাগণস্কদৌ সসাধিক চৌরো

(২৯) দ্ধরণিক নৌবলাহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশি

(৩০) কদণ্ডনায়কবিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চসকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্র

(৩১) চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান ব্রা

(৩২) হ্মণোত্তমান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতম

(৩৩) স্তু ভবতাং যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রান্ পূর্ব্বে বুদ্ধ-বিহারীদেব

(৩৪) ভূনিকর দেবাশ্মণভূম্যাঢাবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচড়হার পু

(৩৫) স্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমাই

(৩৬) থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তুরতাদেশ ব্যবহার সীমানলিনদেব গোপথাস্তসারতর্ক্কিঃ

(৩৭) পঞ্চোন্মানাধিক বিংশত্যুন্মরাঢাবাপ শতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দকপু

(৩৮) রাণসার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বেলহিষ্টী গ্রামীয়ভূভাগঃ সঝাটবিটপঃ

(৩৯) সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সহ্যদশাপরাধঃ পরি

(৪০) হৃত সর্ব্বপীড়োঽচট্টভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণযুতিগোচর

(৪১) পর্য্যন্তঃ ভরাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় দ

(৪২) ক্ষীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভারদ্বাজ সগোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস

(৪৩) বার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুধ্যায়িনে ব্যোমশ্চর

(৪৪) থ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনিবিধিবদুদক পূ

(৪৫) র্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্যমাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

(৪৬) পুণ্যোযশোঽভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য তা।

(৪৭) চন্দ্রার্ক ক্ষিতিসমকালং যাবত্ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্র

(৪৮) দত্তোঽস্মাভিঃ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্। ভাবিভিরপি নৃপতি

(৪৯) ভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম্। ভ

(৫০) বন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্ব্বসুধাদত্তারাজভিস্‌সগরাদিভিঃ

(৫১) যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্যতস্যতদাফলম্॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি

যশ্চ ভূমিং প্রয

(৫২) চ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ স্বদত্তাং

পরদত্তাম্বা যো হরে

(৫৩) ত বসুন্ধরাম্ স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদল।

(৫৪) ম্বুবিন্দুলোলা শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বান

(৫৫) হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো

নারায়ণদত্তসান্ধিবিগ্রহিক

(৫৬) ইহশ্রীশ্বরশাসনদানে দূতঃ বাধব নরনাথঃ॥ সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩। শ্রীনিমহাসাংনি

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণী

১৩১৭

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান —বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৮শে আষাঢ় (১৩১৭), ১০ জুলাই (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ (সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪ প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "বাঙ্গালায় বৈদিক শব্দ।" (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতিরিক্ত নূতন শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা বিশেষণ রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। প্রদর্শন —রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের প্রদত্ত শেরশাহ ও আকবর শাহের স্বর্ণমুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ • চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের জন্য শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্ (সভাপতি)

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্,

মহামহোপাধ্যায় ,, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

পণ্ডিত ,, শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ,

কবিরাজ ,, মহেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়রত্ন

কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ভট্ট বিদ্যাধর এম্ এ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ „ বিহারীলাল দাস

„ যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী „ প্রাণনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" রামকমল সিংহ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ব্রজধন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
" সলিলচন্দ্র মিত্র
" বিজয়কুমার পাল
" রামপদ রায়
" ফকীর দাস রায়
" হেমেন্দ্রনাথ রায়
" সতীশচন্দ্র সরকার
" বীরেশ্বর সেন
" হরিপদ মাইতি
" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
" রামকমল চট্টোপাধ্যায়
" শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রজনীকান্ত বক্সী
" নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" জ্ঞানদাভূষণ চট্টোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রচন্দ্র সেন
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
" বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দ্বারকনাথ বিশ্বাস
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ,
" শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়
" সুধীররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
" নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" ললিতমোহন দে
" ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
" শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
" আশুতোষ ঘোষ
" শরৎচন্দ্র দত্ত
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
" আশুতোষ শাস্ত্রী
" সত্যনারায়ণ সেন এম এ,
" নরেন্দ্রনাথ সরকার
" রাধিকাপ্রসাদ নাথ
" শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেশচন্দ্র রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল
" মদনমোহন সেন
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
" রাসবিহারী হাজরা
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায়
" সরোজকুমার বসু
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ,
" শশিভূষণ বিদ্যানিধি
" আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
" যতীন্দ্রনাথ পাঠক
" রমানাথ ভট্টাচার্য্য
" হরিনাথ ঘোষ
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

" প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	" তারকনাথ দেব
" মণিমোহন মিত্র	" গৌরহরি সেন
" সত্যচরণ বসু	" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য	" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য	" হেমচন্দ্র ঘোষ

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ,
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, } সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ট্রানস্লেটার, হাইকোর্ট, ৬২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সুপারিঃ: স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্টেট।
শ্রীঅমিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅমিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল ষ্টেঃ ইঃ অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত	ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ ৫৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনিতাইচরণ দত্ত ১।১ নীলমণি সরকারের লেন।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন ১৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিনয়কুমার সেন	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ ২৮ বাদুড়বাগান লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৫ আনন্দ চ্যাটার্জির লেন।
"	"	ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, বীডন ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায় এল্ এম্ এস্ ৮৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন ৫৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বিটি, হেয়ার স্কুল।
"	"	কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম্ এ এম্ বি, ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ উকিল পুরী।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রেজারার, পুরী।
"	"	শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, পুরী।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
"	"	শ্রীপ্রমথবন্ধু রায় বি এ, ধুবড়ী স্কুল, ধুবড়ী, আসাম।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	"	শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১ সন্ন্যাসীপাড়া রোড, কাশীপুর।
"	"	শ্রী[illegible] দত্ত জমিদার ১ [illegible] গলি, কালীঘাট, কলিকাতা।
শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস বি এ, [illegible]।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্ এ,	১০। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২ খানি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১১। ক্রীলফের নীতিগল্প।
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত	১২। সাহিত্যসোপান সরল ব্যাকরণ ও সংক্ষিপ্ত রচনাপ্রণালী,
	১৩। গৃহিণীর কর্ত্তব্য,
	১৪। ভিক্টোরিয়া পাঠ।
কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫। হিন্দু-বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ-নিবারণ উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণ।
শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	১৬। দুর্গালীলাতরঙ্গিণী।
Supdt. Govt. Press, Madras	১৭। Sankara's Sarva Sidhanta Sangraha,
	১৮। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras.
Registrar, Calcutta University	১৯। Minutes III, 1909.
Babu Amrita Lal Bose	২০। How to be a great Orator
Supdt Govt. Press, Allahabad	২১। List of Sanskrit, Jain and Hindi Manuscripts
Asst. Secy, Maju Public Library (Howrah)	২২। Report of the Public Library for 2½ years (Oct. 1907 to March 1910).
Babu Ananda Lal Mukerjee	২৩। The Agricultural Ledger 1896 No 37.
	২৪। " " 1901 No. 11
	২৫। " " 1904 No. 5.
	২৬। " " 1904 No. 9.
	২৭। " " " No. 10.
	২৮। " " " No 11.
	২৯। " " 1905. No. 1.
	৩০। " " " No. 2.
	৩১। Memoirs of the Dept. of Agriculture in Vol. 1. No. 1. April 1906.
	৩২। " Vol. 1. No. 4. (Botanical Series) August 1906.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
Babu Ananda Lal Mookerjee	৩৩। Memoirs of the Dept. of Agriculture in Vol I. No. 4. Feb. 1907. (Botanical Series).
	৩৪। " Vol II. No. 1. March 1907. (Botanical Series)
	৩৫। " Vol. 1. No. 6. April 1907. (Botanical Series).
	৩৬। " Vol. 1. No. 4 June 1907. (Etymological Series).
	৩৭। " Vol 1. No. 1. Part II (Botanical Series) July 1907.
	৩৮। " Vol. II. No 4. Dec. 1907. (Botanical Series).
	৩৯। The Agricultural Journal of India Vol. IV, Part IV, Oct. 1909. (Quarterly)
	৪০। The Diaries of three Surgeons of Patna.
	৪১। Bengal—Past and Present-(Quarterly) Jany 1908. Vol II No1.
	৪২। " April Vol II. No. 2.
	৪৩। " July Vol II. No. 3
	৪৪। " 1909 Jany—March Vol III.
	৪৫। " 1910 Vol V.
	৪৬। " 1909 Vol III.

পুঁথি

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী	১। মহাভারত (খণ্ডিত)
	২। ভক্তি-চিন্তামণি

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মান্দ্রাজ-প্রদেশের মদুরা সহরের "তামিলসঙ্ঘ" নামক সভার পক্ষ হইতে তাহার মন্ত্রীকে (সম্পাদককে) পরিষদের সভারূপে প্রস্তাব করিবার সময় জানাইলেন, "আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন 'তামিল-সঙ্ঘে'র কর্তৃপক্ষেরা আমাকে বলেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, আমরা পরিষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সভাকে সংযুক্ত করিয়া দিন। তামিল-সঙ্ঘকে পরিষদের সভাশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিন এবং উক্ত সভার প্রকাশিত পুস্তকাদির

শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সারাংশ এই :—কাশ্মীর হইতে এই টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রায় সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেরই বিস্তর পাঠান্তর দেখা যায়, চণ্ডী ও গীতায় তাহা দেখা যায় না; কিন্তু অভিনব গুপ্তের এই টীকাখানিতে গীতার অনেকগুলি শ্লোকের পাঠান্তর ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই টীকার মধ্যে কয়েকটী অতিরিক্ত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব শ্লোকও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য টীকার অর্থ নিরসন করিয়া স্বমত স্থাপনের জন্য টীকা রচনা করেন নাই। তিনি সহজে সরল পন্থায় গীতার অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে এই টীকা রচনা করিয়াছেন। কানরাজ মহাশয়ের সমগ্র প্রবন্ধ ৩য় ভাগ “বাণী” পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুন্সী মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালা-বিশেষণ-রহস্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বাঙ্গালা বিশেষণগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, মুন্সী মহাশয় সকল শ্রেণী হইতে কতকগুলি রহস্যময় উদাহরণ দিলে সভায় সকলেই স্মিতমুখে প্রবন্ধটি উপভোগ করেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের দানে ক্রীত দুইটি প্রাচীন মোহর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “শের শাহের যে স্বর্ণমুদ্রাটি পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে স্বর্ণের ভাগ বড় কম এবং আকারেও ক্ষুদ্র নহে। আকবরী-মোহর যেটি পাওয়া গিয়াছে, উহা টাঁড়া-টাঁকশালে মুদ্রিত। এই টাঁকশালের মুদ্রা অতি দুষ্প্রাপ্য। রাজা টোডরমল যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন তিনিই টাঁড়ায় টাঁকশাল স্থাপন করিয়া দেন। এই দুইটি মুদ্রা ক্রয় করিতে যে টাকা লাগিয়াছে, তাহা পরিষদের সর্ব্বহিতৈষী বন্ধু রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দান করিয়াছেন।”

মহামহোপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজা বাহাদুরের এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন “রাজা বাহাদুর নানা দিক দিয়া পরিষদের উপকার করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই, ইঁহার এই সৎকার্য্যে দানের জন্য সকলের আন্তরিক শেষ করা যায় না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিষদের একজন অকৃত্রিম উপকারী বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।”

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন—“রঙ্গপুর তাজহাটের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।”

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন “প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি. এল মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগে শোকাশ্রুজল ফেলে নাই, এমন লোক বিরল। তিনি সুলেখক, বিদ্বান্ এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরিষৎ প্রথম হইতেই তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর তিনি ইহার

সভাপতিও ছিলেন। ইহার উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি, একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে স্থির হইল,—আগামী মাসিক সভার পূর্ব্বে এই "বিশেষ-সভা" আহূত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"কবিরাজ মহাশয় কাশ্মীর হইতে গীতার নূতন টীকা আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর টীকা ও শাঙ্করভাষ্যই বিশেষ প্রচলিত ছিল, তারপর আরও কতকগুলি টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সংস্করণ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও অনেক-গুলি টীকা দেওয়া আছে। অভিনব গুপ্তের টীকারও যেমন ব্যাখ্যা হিসাবে অভিনবত্ব আছে, তেমনি উহা হইতে গীতার পাঠান্তর এবং নূতন অতিরিক্ত শ্লোকের সংবাদ পাওয়াতে উহা দ্বারা গীতা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। এই গ্রন্থ আবিষ্কারে কবিরাজ মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী। তিনি তাঁহার সংগৃহীত নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সংবাদ এবং নূতন টীকার সংবাদ পরিষদের সভায় প্রথম প্রকাশ করায়, ইহারও গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন সন্দেহ নাই। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। ব্যোমকেশ বাবুও পরিষদের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, সেগুলিও বেশ উপাদেয় হয়। তাঁহার নিকট বাঙ্গালা-ব্যাকরণের অনেক রহস্যের কথা আমরা, মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাঁহার সরস লেখায় প্রবন্ধগুলির নীরসতা আদৌ অনুভূত হয় না। অদ্যকার প্রবন্ধ যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা মধ্যে মধ্যে না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই, অথচ প্রবন্ধটীতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

শুদ্ধিপত্রঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	প্রতিশ্রুতবত ভাগবতা	প্রতিশ্রুতবতা ভগবতা
৩	১৩	"যে অনেকে	যে "অনেকে
৩	১১	—জনশ্রুতি	জনশ্রুতি,
৪	৫।৬	না বাজিত এমন নহে,	বাজে।
৫	১।২	ছিবর্ষীর্ণা, মিরাকরিষ্ণু	ছিদ্বর্ষীর্ণানিরাকরিষ্ণু
৫	২	হংসমণ্ডল, ভ্রান্তিবিষ্ণু	হংসমণ্ডলাবিভ্রান্তিষ্ণু
৫	৮	সমাস্তাম্নে	সমস্তান্নে
৫	১৮	(২) শ্রিতাতীত	(২) শ্রিতাতীত—
৫	২১	গত	শ্রিত
৫	২৬	লক্ষা	চক্ষু
৬	১৫	'ক্ষ'	ক্ষো
৭	৬	মুনি বররুচি	মুনির্বররুচি
৭	১০	রাজবল্লভের সম্বন্ধে	রাজবল্লভের
৭	১০	বলিয়াছিলেন।	বলিয়াছিলেন
৭	২০	সর্ব্ববর্ম্মিকম্	সার্ব্ববর্ম্মিকম্
৭	২১	প্রমাণ নমস্কার	প্রমাণ, নমস্কার
৭	৩১	সৌষ্ঠব	সৌষ্ঠব
৮	২১	অন্যাভাসাধারণ	অনন্যসাধারণ
৮	২২	প্রস্থান	কাতন্ত্র প্রস্থান
৮	২৩	কাতন্ত্রের মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত	সর্ব্ববর্ম্মকৃত মূল কাতন্ত্রের
৮	৩১	শাস্ত্রান্তরে	না শাস্ত্রান্তরে
৯	২	ঠেকে	ঠেক,
৯	৭	পড়িয়া	গড়িয়া
৯	১৬	আবশ্যক ,	আবশ্যক।
১০	৩	মাহেশ্বর	মাহেশ্বর

* গত ১৭শ ভাগ ১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কাতন্ত্র-ব্যাকরণ" প্রবন্ধে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ যে ভুল হইয়াছে; ইহা তাহার শুদ্ধি-পত্র।—পত্রিকা-সং।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	২১	উপরে	'উ' পরে
১৫	২৪	terni)	term) ।
১৫	২৬	যায়	যায়,
১৫	২৮	নাড়ি	নাড়ি
১৬	১	ওষ্ঠ,	ওষ্ঠা
১৬	১২	তথাষা	তথাচা
১৬	১৯	"দন্ত্য	দন্ত্য
১৬	২০	দন্ত্যের	দন্ত্যবর্ণের
১৬	২২	সং	সঃ
১৬	৩১	অন্তঃস্থ	অন্তস্থা
১৭	৬	তা	তা,
১৭	১৭	প্রাচীনতম	প্রাচীনতর
১৭	২০	দুর্গ	কি দুর্গ
১৭	২০	কি এই	এই
১৭	২৬	সংজ্ঞা	যত্নাক্ষর বা লঘু পরিভাষা
১৮	৩	হস্	হল্
১৮	৪	কাতন্ত্র	(২) কাতন্ত্র
১৮	৪	কাতন্ত্রের	(ক) কাতন্ত্রের
১৮	৫	পাণিনির	(খ) পাণিনির
১৮	৯	সবর্ণের	সবর্ণে
১৮	২০	সূত্র	সূপ
১৯	৫	সমাস	সমাস,
১৯	৬	তাহা কথা	কথা তাহা
১৯	২২	"খি"	খি
১৯	২৪	কৃষ্ণাদি	কৃষ্ণাদি
১৯	২৫	অবকুলবৃত্তি"	অবকুলবৃত্তি
২০	১০	"ঞাত্রাঃ	ঞাদ্বৃঃ
২০	১১	ঘোঃ	ঘো
২০	১৩	"চপ্	চপ্
২০	১৩	পরোক্ষ	পরোক্ষা
২০	১৩	চেক্রীয়িতঃ"	চেক্রীয়িত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১৭	সমাম্নায়	সমাম্নায়ঃ
২০	১৮	সমানক্ষরাণি	সমানাক্ষরাণি
২০	১৯	মত	মতে
২০	১৯।২০	অ ত, ই ত, উত	অ৩ ই৩ উ৩
২১	৫	পৃঠো	পূর্ব্বো
২১	১২	যচ্চাত্র	যচ্চাত্র ;
২১	১৩	ভাষাগত	ভাষাগত বা
২১	২২	কাত্তিকের	কার্ত্তিকের
২১	২৬	বিতারম্ভ	বেতারম্ভ

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়-সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে ;—

(১) হেমচন্দ্র-রৌপ্যপদক। বিষয়—'কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার' হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয় হইতে দেওয়া হইবে।

(২) বীরেশ্বর পাঁড়ে-পুরস্কার নগদ ১০০, একশত টাকা। বিষয়—'বেদে' অর্থাৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে, উক্ত দেবগণের রূপ-কল্পনা'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।

(৩) কৃষ্ণবিনোদিনী-স্বর্ণপদক—বিষয়—'বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র।

(৪) প্রভাবতী-পুরস্কার—৪০, চল্লিশ টাকা মূল্যের পুস্তক। বিষয়—'প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্যাদর্শ'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র।

(৫) রজনীকান্ত-রৌপ্যপদক। বিষয়—৺কবিবর রজনীকান্ত সেন। পুরস্কারদাতা—পাবনা ইউনিয়ান সভা।

প্রবন্ধগুলিতে পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে, কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রবন্ধ যে কোন ব্যক্তি লিখিতে পারিবেন। প্রথম প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসার ছাত্র ব্যতীত এবং চতুর্থ প্রবন্ধ মহিলা ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। প্রবন্ধ আগামী ফাল্গুনের মধ্যে ভাল কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া ২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড—সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩১৭ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারিগণ

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর — সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল,— ঐ

" ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, পি এইচ ডি— ঐ

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ— ঐ

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—ঐ

" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ— ঐ

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—ধনরক্ষক

" অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ—গ্রন্থ-রক্ষক

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ—ছাত্র-সভা-পরিদর্শক

" গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্—আয়-ব্যয় পরীক্ষক*

" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ— ঐ *

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ

নির্ব্বাচিত সভ্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কুমার " শরৎকুমার রায় এম্ এ

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

" দেবকুমার রায় চৌধুরী

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

মনোনীত সভ্য

" মন্মথমোহন বসু বি এ

" বিহারীলাল সরকার

" যোগেশচন্দ্র বসু বি এ

" চারুচন্দ্র বসু

পুথি-সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ*

চিত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা*

---

* আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়, পুথি-সংগ্রাহক এবং চিত্র-পরিদর্শক ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মচারী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য।

১ম খণ্ড] **শতপথ-ব্রাহ্মণ** [১ম খণ্ড

অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের প্রবর্ত্তনায় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশ্ত ভারতশাস্ত্রপিটক নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত শতপথ-ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থ শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রবক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অমূল্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথম প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধিপ বহুসংখ্যক নূতন পদ সারদা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান নিমিত্ত সংগ্রহের জন্য মিথিলায় গিয়া আরও নূতন পদ ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন ও কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন। এই গ্রন্থ সারদা বাবুর ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ৫৫০। মূল্য ২ টাকা। পরিষদের সদস্য পক্ষে ১॥০ টাকা।

মায়া-পুরী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। [illegible] সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের মূল মূল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা স্বরূপ রামেন্দ্র বাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়া-পুরী' নামে পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সমষ্টিভূত হইয়া কেমন সুন্দর মায়া-পুরীরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ,

পরিষৎ-কার্য্যালয়, ১৩৭।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাশয়ের ব্যয়ে এই বেদ-গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ কৃত অনুবাদ টীকা ও বিস্তৃত শব্দ-সূচীর সহিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

মিলিন্দ-পঞ্‌হো

গ্রীক নৃপতি মিনান্দার (মিলিন্দ) ও বৌদ্ধযতি নাগসেনের প্রশ্নোত্তর ছলে অমূল্য নীতি-গ্রন্থ। মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। মূল্য ১০ টাকা।

গীতায় ঈশ্বরবাদ

সমুদয় দর্শনের সারসংগ্রহ সমেত গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব —শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল্ প্রণীত। পৃষ্ঠাঙ্ক ৬০০, মূল্য ১৲ এক টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১।০ আনা।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গসাহিত্যে সুসংবাদ !!!

শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাইট, এম্ এ, ডি এল্, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বি এল, রাজা শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি, এস্, আই প্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ও 'অমৃতবাজার', প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

নিয়তি

সর্ব্বজনপ্রিয় স্ত্রীপাঠ্য সামাজিক উপন্যাস।

'নিয়তি' মানবহৃদয়গুলিকে যে কি ভাবে অনন্ত দুঃখ হইতে অনন্তের পথে আকর্ষণ করিতেছে ও নিয়তি-চক্রের পরিবর্ত্তনে মানবের কর্ম্ম জীবন যে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার সাক্ষ্য "নিয়তি"। আদর্শ-আত্মবলী 'নিরুপমার' নিষ্কাম প্রেমের পবিত্রতা ও গভীরতা নব প্রাঞ্জল ভাষায় মধুময়ী করিয়া চিত্রিত। পাঠে সকলেই "নির্ম্মল আনন্দ ও পবিত্র শিক্ষা-লাভ করিবেন।" স্বামী স্ত্রীকে, পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে 'নিয়তি' নিত্য পাঠ করিতে দিন, এই তীব্র জ্বালাময় সংসার "সোনার সংসারে" পরিণত হইবে। মূল্য ।।০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—সুহৃদ্ লাইব্রেরী

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়

(১)

ঝোপে এবং জঙ্গলে দলে দলে বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ্ ঠাসাঠাসি হইয়া বাস করে। গোচারণ ভূমির ঘাসের মধ্যেও খুঁজিলে বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়।

দলবদ্ধ উদ্ভিদগণ শুধু পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, অধিকাংশ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত এইরূপ বুঝাইয়াছেন। ঐ সকল উদ্ভিদ্ সেই সামান্য স্থানের মধ্যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও রৌদ্রের জন্য পরস্পরের সহিত ভীষণ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামে যাহারা প্রবল উদ্ভিদ্ তাহারাই জয়লাভ করে, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

এই দলবদ্ধ উদ্ভিদ-সমাজ যে অনেকটা দলবদ্ধ মানব-সমাজ বা জীব-সমাজেরই অনুরূপ, একটী সামান্য ঘটনায় আমার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। সমাজবদ্ধ মানুষ একপক্ষে পরস্পরের সহিত যেরূপ প্রতিযোগিতা করে, পক্ষান্তরে পরস্পরকে তেমনি সাহায্যও করে। দলবদ্ধ উদ্ভিদ্ ভূমি, জল ও রৌদ্র লইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেও পরস্পরকে সাহায্য-দান করে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে সহজেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় ও অন্যান্য সুবিধাও লাভ করে।

আমি কলিকাতার একটী বাটীর ছাদে বীজ হইতে কতকগুলি উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু প্রায় একমাস ধরিয়া সে চেষ্টা বিফল হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সেই স্থানের নিকটে বহুসংখ্যক চড়ুই পাখী বাস করিত। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইলেই চড়ুই পাখীগুলি আসিয়া অঙ্কুরগুলিকে খাইয়া ফেলিত। অতঃপর টবগুলিতে কতকগুলি বীজের পরিবর্ত্তে ফুলের গাছ লাগাইয়া দেওয়া হইল। এবারেও দেখা গেল যে, গাঁদা, দোপাটী, অপরাজিতা প্রভৃতি কয়েকটী ফুলের গাছকে চড়ুই পাখীরা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহারা কোন কোন গাছের কচি কুঁড়িগুলি খাইয়া ফেলিত, কোন কোন গাছের পাতাগুলি খাইয়া ফেলিত। পাতা বা কুঁড়ি খাইতে গিয়া অনেক সময় তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছটীকে শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট করিত। তুলসী, পাথরকুচি, বেলা, দশবাই-চণ্ডী, রজনীগন্ধা, হাড়যোড়া, তেকাটা-সিজ প্রভৃতি কতকগুলি গাছের তাহারা কোনও অনিষ্ট করে নাই। ঐ সকল গাছের পত্রাদির (১) তীব্রগন্ধ, (২) তিক্তাস্বাদ, (৩) কঠিনতা বা (৪) বিষাক্ত পদার্থ গাছগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল।

দুর্ব্বল উদ্ভিদ্গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত টবগুলিকে একত্র রাখিয়া দেওয়া হইল। গায়ে গায়ে ঠেকিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা গেল যে, চড়ুই পাখী আর তাহাদিগকে উৎপাত করিতেছে না। সম্ভবতঃ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গাছ ভাল করিয়া চিনিতে

পারে না। একত্র থাকায় তাহাদের পরস্পরের গন্ধ অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। একবার ভ্রমক্রমে তিক্ত গাছের পাতার আস্বাদ লইয়া, সম্ভবতঃ তাহারা আর সে স্থানের অন্য কোন গাছকেই খাইতে আইসে নাই।

পরবর্ত্তী পর্য্যবেক্ষণেও দেখা গেল যে, দলবদ্ধ উদ্ভিদ্ পরস্পর হইতে নিম্নলিখিত রূপ উপকার প্রাপ্ত হয়।

(১) লতানে গাছগুলি তাহাদের আশ্রয় সহজেই প্রাপ্ত হয়। যে উদ্ভিদের উপর লতা আরোহণ করে, তাহার যে পূরাপূরি অসুবিধাই হয়, এমন নহে। লতার তিক্ত (যেমন গুলঞ্চ) বিষাক্ত আটাযুক্ত (যেমন ছাগলবাটী) পত্র বা কণ্টকিত দেহ ও পত্র (যেমন চুপড়ী আলু জাতীয় কয়েকবিধ লতা) আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌কে অন্য পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। লতার দ্বারা উদ্ভিদের চারিদিকে যে দুর্ভেদ্য জাল নির্ম্মিত হয়, তাহাও উদ্ভিদ্‌টীকে অনেক সময়ে রক্ষা করে।

(২) গবাদি পশুর চলিবার সময় বা মাঠের মধ্যে শুইবার সময় অনেক ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ তাহাদের খুরের আঘাতে ও গাত্রের চাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণ যেই একত্র হইয়া ঝোপ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই সময় হইতে আর গবাদি পশু তাহাদের নিকটে সহজে গমন করে না; এজন্য ঝোপের অনেক উদ্ভিদ্ নিস্তার পায়।

(৩) ঝোপে, তিক্ত, বিষাক্ত, কণ্টকিত ও তীব্রগন্ধযুক্ত উদ্ভিদের সহিত মিলিয়া অনেক দুর্ব্বল উদ্ভিদ্ আত্মরক্ষা করে।

(৪) ঝোপের বাহিরের উদ্ভিদ্‌গণই বহিঃশত্রুর আক্রমণের বেগ সহ্য করে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও ঝোপের ভিতরের উদ্ভিদ্‌গণ নিরাপদে থাকে।

(৫) এদেশের তীব্র গ্রীষ্মের সময় মাঠে, ঝোপের উদ্ভিদ্‌গণ অন্য সকল একাকী উদ্ভিদের অপেক্ষা উত্তাপ হইতে ভালরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কারণ বহুসংখ্যক উদ্ভিদ্ একত্র থাকা নিবন্ধন ঝোপের নিকটে উত্তাপ খুব প্রখর হইতে পারে না এবং ঐ স্থানের বাতাস প্রচুর জলীয় বাষ্পযুক্ত বলিয়া প্রত্যেক উদ্ভিদ্ হইতে অধিক মাত্রায় জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

(৬) অনেক উদ্ভিদের বীজ ঝোপের ভিতর উত্তাপের স্বল্পতাবশতঃ ও ঐস্থানের মাটী অধিককাল আর্দ্র থাকে বলিয়া সহজেই অঙ্কুরিত হইতে পারে।

(৭) ঐরূপ স্থলে উদ্ভিদাঙ্কুরগুলি সহজেই পশু-দন্ত হইতে রক্ষা পায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ

বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সময়ে সময়ে পরিভাষা-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা-ভাষার দীনতার দিনে এরূপ চেষ্টার যে এখনও যথেষ্ট আবশ্যক আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভাব-প্রকাশই যদি ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবার মূল সূত্রটী অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না। বাঙ্গালা-ভাষাকে ভাব-প্রকাশের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেই, ইহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা হইবে। ব্যক্তি-বিশেষকে পুস্তক-প্রকাশে সহায়তা করিলে এবং অন্য প্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যকে উৎসাহ প্রদান করিলে, ভাষার যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করা হয়, সত্য; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত যত্নে যদি বঙ্গভাষা মনোভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রমগুলি সহজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই এ ভাষার প্রকৃত উন্নতি হইবে।

মনোভাব সকল জাতির মধ্যেই বিবর্ত্তনশীল। মানবজাতির আদিম অবস্থায় এই ভাব-ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ব্বর ও বালকদিগের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে অল্পসংখ্যক কথাই যথেষ্ট। মনোবৃত্তি যতই স্ফুরিত হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন মনোভাবের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারা যায় এবং ভাষাও ততই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে সকল নিত্য নূতন ভাব-সম্পদ্ মনুষ্যের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনকে বিচিত্র ও সরস করিয়া তুলে, ভাষা তাহাকেই শব্দের বন্ধনে বাঁধিয়া সম্পদ্যুক্ত ও উপকারক্ষম হয়। ইহাই একটী জীবন্ত এবং একটী মৃত ভাষার মধ্যে প্রধান প্রভেদ। মৃত ভাষার স্রোতে বহুদিন হইতে রুদ্ধ হইয়া হইয়া ক্রমে আবিল ও শুষ্ক হইয়া উঠে। তাহাতে আর নূতন ভাবের জোয়ার ভাঁটা খেলে না। জীবন্ত ভাষার সহস্র ত্রুটি সত্বেও একটী বিশেষ গুণ এই যে, উন্নতিশীল একটী জাতির নানা নূতন ভাব ও বেদনার মধ্য দিয়া সে আপন পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া লয়। যেখানেই ভাবরাজ্যের সজীবতা আছে, যেখানেই মনোবৃত্তি সকল নূতন নূতন দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানেই ভাষা তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া সমৃদ্ধ ও পল্লবিত হইয়া উঠে। ইংরেজিভাষায় এজন্য কত নূতন শব্দের সমাবেশ হইতেছে, কত পুরাতন শব্দ নূতন আকার ধারণ করিতেছে, নূতন অর্থ গ্রহণ করিতেছে; এমনই করিয়া ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নূতন শব্দের অভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মাণ হইতে বহু শব্দ আনিয়া ইংরেজি ভাষার কলেবর বর্দ্ধিত করিতেছে। বস্তুতঃ ইহাই জীবন্ত ভাষার লক্ষণ।

আমাদের জাতীয় জীবন নানা শক্তির সংঘর্ষে [illegible] ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবনে

দেব প্রথম উন্মেষেই আমরা যে অভাব বোধ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান আকার ও প্রণালী জন্মলাভ করিয়াছে। আর একবার একটা প্রবল আঘাতে যখন বাঙ্গালীর জীবন সাড়া দিয়াছিল, তখন সেই নূতন ভাবের প্রবল বন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনে যে এক ভাব-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের মনোভাবের রাজ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নূতন নূতন ভাব-প্রকাশের জন্য যে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফলে বঙ্গভাষার স্রোত ফিরিয়াছে। এই নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষা যেন কোনও প্রকারেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অভাব হইতেই চেষ্টার উৎপত্তি। কাজেই ভাষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। অনেক স্থলে ভাষার পক্ষে এই স্বচ্ছন্দশীলতার অভাব নিন্দনীয় এবং উপহাসাস্পদ হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক বাঙ্গলা ইংরেজির ছাঁচে গঠিত এবং ইংরেজীর গন্ধে পরিপূর্ণ। যাঁহারা সংস্কৃতাভিমানী, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চাহেন। কোথায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, সে উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহারা মার্জ্জনা করিতে চাহেন না।

এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের পরিণাম যাহাই হউক, বঙ্গভাষা যে নিয়মের বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতি স্বাভাবিক ও অব্যাহত গতি লাভ করিয়াছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। স্বচ্ছন্দশীলতা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, জীবন্ত বস্তু মাত্রেই নিয়মের অতিরিক্ত আর একটী শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে শক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেখানে এই স্বাধীন আত্মবিকাশের অভাব, যেখানে নিয়মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সমস্ত দেহ অবশ ও অবসন্ন, সেখানেই জীবনের অভাব। নিয়মের বাঁধাবাঁধি কেবল জড়েরই ধর্ম্ম, সুতরাং ভাষার প্রবাহকে বাঁধিয়া তাহার উন্নতিসাধন করা অসম্ভব।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইউরোপে যে সকল জটিল তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে, তাহার আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বহির্ভূত হইলেও বোধ হয় একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেদনা অথবা অনুভূতি হইতেই ভাষার জন্ম। উষার আলোকের প্রথম সঞ্চারজনিত হর্ষে পক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথহারা পক্ষী যখন বিরল নীলাম্বরে উচ্চরব করিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্যের ভাব বর্ত্তমান থাকে। শিশুর হর্ষরোল ও কাতর ক্রন্দন তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তির অস্ফুট স্বরূপ। আমি একটী শিশুর কথা জানি, সে তিন বৎসর বয়সেও কথা কহিতে পারিত না দেখিয়া, সকলে মনে করিয়াছিল সে বোবা হইবে। একদিন প্রভাতে বজ্রের মধ্যে বজ্রপতন-শব্দে তাহার প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল। বেদনার সহিত ভাষার যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মানুষের মন যত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, ততই আমাদের অনুভূতির মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মানুষের আদিম অবস্থায় সরল অনুভূতি-মূলক যে প্রকৃতি [illegible] আসিতে

ধারণ করে। একই দুঃখ নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একই বেদ নানা অবস্থার মধ্যে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আশাহতের দুঃখ, রুগ্নের দুঃখ, দরিদ্রের দুঃখ, অপমানিতের দুঃখ, পতিতের দুঃখ, কৃতজ্ঞের দুঃখ, অকৃতজ্ঞের অনুতাপ এ সকল দুঃখেরই নামান্তর বটে ; কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। মনের পরিণতি অনুসারে অনুভূতির এই প্রকার-ভেদ দেখা দিয়া থাকে। এখন এই বেদনা-বৈচিত্র্যের ফলে ভাষারও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। যেখানে মানসিক বৈচিত্র্যের অভাব, সেখানে ভাষার দীনতা অনুভূত হয় না। বেদনা বা অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলি যেমন দেখা দিতে থাকে, তেমনি নূতন নূতন শব্দের প্রয়োজন হয়।

একটী অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। শারীরিক যন্ত্রণা অনেক রকমের আছে। তাহাদের এত প্রকারভেদ যে, আমরা অনেক সময়ে নূতন নূতন কথা আবিষ্কার করিয়াও তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ বুঝাইতে পারিয়া উঠি না। কোন সময়ে ব্যথাটী দপ্ দপ্ করে, কখনও চিন্ চিন্ করে, কখনও টিপ্ টিপ্ করে, টন্ টন্ করে ইত্যাদি। মানসিক ব্যাপারেও আমরা এইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকি, প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, মনের মধ্যে খাঁ খাঁ করে, ভয়ে মন টিপ্ টিপ্ করে, রাগে গা পিন্ পিন্ করে। অনেকে বলিবেন, এ গুলি ভাষার অনুকরণ-প্রভবতার (Onomatopœic origin) উদাহরণ। যেরূপেই এ শব্দগুলির জন্ম হইয়া থাকুক, আমি এই উদাহরণগুলির দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, মনোবৃত্তি যখন প্রসারলাভ করিতে থাকে, তখন নূতন শব্দ-প্রয়োগের অভাব বোধ করা স্বাভাবিক।

এই যে শব্দগুলির কথা বলিলাম, এ গুলিকে ভাষা হইতে তাড়াইয়া কেবল সুসংস্কৃত, পরিমার্জ্জিত, বৈচিত্র্যবিহীন শব্দগুলি ব্যবহার করিলে ভাষাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়। দুঃখের বৈচিত্র্য-বোধক শব্দগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া শিষ্ট প্রয়োগের সাহায্য লইলে, বলিতে হইবে— আমি বেদনা (ব্যথা, বা দুঃখ) অনুভব করিতেছি। একগুঁয়ে ছেলের 'একগুঁয়েমি' জানাইতে হইলে 'ক্রোধ' বা 'রোষ' করিলে চলিবে না। আপনাদের ব্যবহারে যখন আমি 'বাধিত' হইলাম, তখন 'অনুগৃহীত' বা 'কৃতজ্ঞ' বলিলে একটু 'বাড়াবাড়ি' দেখায়। সেরূপ বলিলে ভাল 'মানায়'ও না। যে কথাটী আমরা 'মোলায়েম' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহাকে আর শত চেষ্টাতেও মসৃণ বা কোমল করা যাইবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাবে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা অসংখ্য উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

ক্রিয়াপদের বেলায়ই আমরা বিশেষভাবে এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়া থাকি, চাহিতে চাহিতে চক্ষু যখন ঠিক্‌রাইয়া যায়, মন যখন হঠাৎ ধাঁৎকাইয়া উঠে, আকাশে যখন ঝিলিক্ দেয়, পা যখন পিছ্‌লাইয়া যায়, বালকেরা যখন ভ্যাও চাইতে থাকে, তখন আমরা ঠিক প্রত্যক্ষ-ভাবে এমন কতকগুলি বস্তু বা মনোভাবের পরিচয় পাই, যাহা অন্য কোনও শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া বুঝান কঠিন।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যে কথা সকলেই স্বীকার করে, তাহা এত বিস্তৃতভাবে বলিবার কি প্রয়োজন আছে? আমার বক্তব্য এই যে, আমরা এখনও এ কথাটী ভাল করিয়া স্বীকার করিয়া উঠিতে পারি নাই। মনোভাবের অতি সূক্ষ্ম ও নিবিড় তরঙ্গগুলির জন্য যে সকল শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আমরা সে গুলিকে সাধারণতঃ অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমরা সে শব্দগুলিকে ব্যবহার না করিতে পারিলেই যেন বাঁচি। এখনও এই সকল শব্দের ব্যবহারকে অনেকে শিষ্ট-প্রয়োগ মনে করেন না। আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন এই বৈচিত্র্যবোধক বিভিন্ন শব্দগুলিকে ভাষা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন ভাষার দীনতা ঘুচিতেছে না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন যে, আমি বাঙ্গালা-ভাষায় যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার এই প্রস্তাব তাঁহারা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবেন এমনও সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে যথার্থ ভাবিবার বিষয় আছে, যেখানে একটী অতি গুরুতর স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেখানে মৌন হইয়া থাকিলে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা হয় মাত্র। আজ যাঁহারা বঙ্গভাষার গঠনে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব যে সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

মনোভাব বিভিন্ন দিকে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই, ভাষায় অভাব অনুভূত হইতে থাকে। ইহা হইতেই পরিভাষার উৎপত্তি। কুম্ভকার তাহার ব্যবসায়ের উপাদান, যন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের স্বতন্ত্রভাবে নামকরণ করিয়াছে, সেখানে সে সাধারণ ভাষার অপেক্ষা রাখে নাই। এইরূপ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, মৎস্যজীবি তাহাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়া লয়—সে গুলি তাহাদের পারিভাষিক শব্দ। বাহিরের জগৎ তাহার বড় খোঁজখবর রাখে না;—রাখিলে ভাল হইত, ভাষার অবয়ব পূর্ণ হইত। ইংরেজি-সাহিত্যে এইরূপ বহুসংখ্যক শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও শব্দ নৌচালনা হইতে, কোন শব্দ এঞ্জিনের ক্রিয়া হইতে, কোনও শব্দ বা মাছ ধরা হইতে লওয়া। এইরূপ পরিভাষা হইতে শব্দ-সংকলন করিয়া শব্দের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হয়। এখানে সাধুভাষাকেই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিলে চলিবে না। একটু নীচে নামিয়া যদি অভীষ্ট শব্দ আহরণ করিতে হয়, তাহাতে ভাষার সম্মানহানির কোন সম্ভাবনাই নাই।

সংস্কৃত-শব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা চলিত ভাষা হইতে যে শব্দ সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভালবাসা এইরূপ একটী শব্দ। অনধিকার চর্চ্চা হইলেও এই ভালবাসা লইয়া আমি দু'চারিটী কথা বলিব। ভালবাসা শব্দটী প্রেম ও প্রীতির স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। "ভালবাসা" বলিলে হৃদয়ে, যে কোমল সরসতার সঞ্চার উঠে, প্রেম ও প্রীতিতে যেন আর তাহা হয় না। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে "ভালবাসা" কথাটীর প্রয়োগ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিষদের একজন হৃদয়-সভ্য আমাকে জানাইয়াছেন যে, চণ্ডীদাসে একস্থলে আছে;—

"গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে
সবাই ভালবাসে।"

আমি কিন্তু এ পদটীর সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাই নাই। বৈষ্ণব-কবিরা প্রায়ই প্রেম ও প্রীতি (পিরীতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ;—

"কালিয়া প্রেমের মধু"—চণ্ডীদাস।

"কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।"—চণ্ডীদাস

"আমিত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত।"—ঐ

"আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর।"

প্রেম ও প্রীতির উদাহরণ বেশী দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই সাধারণ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মনোবৃত্তিটীর যেরূপ বিশ্লেষণ আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এখন প্রশ্ন এই যে, ভালবাসা শব্দটী কোন শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এমন সার্ব্বভৌম প্রতাপ লাভ করিল ? পিরীতি এখন অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে, পিরীতের ত কথাই নাই। "প্রীতি" এখন অন্তদিকে পসার করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেম কিছু গম্ভীর, স্থির ও বিরল ; ভালবাসা তরল, চঞ্চল ও অজস্র, কিন্তু এই "ভালবাসা" যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। 'ভাল' শব্দটী হিন্দী হইতে বা অন্য কোথাও হইতে আসিয়া ভাল বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। 'বাসি' শব্দটীও এখন 'বাসি' হইয়া গিয়াছে; ইহাকে আধুনিক বঙ্গভাষায় আর দেখিতে পাই না। আমার বোধ হয় "বাসনা" কথাটী এই "বাসা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—"বাসা"র তিরোধান হওয়ায় আমরা বাসনার জন্মকথা ভুলিয়া গিয়াছি। কোন কোন প্রদেশে "বাসি" শব্দটী স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষদের একজন ছাত্র-সভ্য আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, বিক্রমপুর অঞ্চলের সম্ভাষণে "কেমন বাসতে আছেন ?" শুনা গিয়া থাকে। আমাদের দেশে (যশোহর) নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে "বাসি" এই শব্দের পৃথক্ ব্যবহার যেন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে "বাসি" শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"তোমরা মোরে, ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।"—চণ্ডীদাস

"সে ভাবসাগর ভাবের সাগর কেমন বাসিব পর।"—ঐ

"যে সাধান যেন সাজে হেরি বাসি দুখ।"—ঐ

"পরাণ অধিক বাসে।"—ঐ

"কহিতে বাসি যে লাজ।"—ঐ

এখনও পরিহাসচ্ছলে আমরা কখনও কখনও বলিয়া থাকি "ভাল বাসি না।"

এতভিন্ন "বাসা" শব্দের সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হয় না। ভাল এবং বাসার মধ্যে এমনই গভীর ভালবাসা যে, একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব প্রায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। "ভাল" হিন্দু-পতির ন্যায় এখনও স্বাধীন, "বাসা" একেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কখনও কখনও "ভালবাসার" পশ্চাতে অথবা অতি নিকটে "বাসা" একটু স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে—কিন্তু সে স্বাধীনতা নামমাত্র। "ভালবাসি কি না বাসি মোরে সুধায়ো না।" আধুনিক বঙ্গীয় পদ্য ও গদ্যে যাঁহারা "ভালবাসা"কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতি অগ্রণী।

এইরূপ আরও কত শব্দ বঙ্গভাষায় আসিয়া আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমশঃ-অভিব্যক্ত ভাবসকল প্রকাশ করিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইব, ততই নূতন কথার সৃষ্টি হইবে, সেই সকল বৈচিত্র্যময় শব্দ পরিত্যাগ করিলে ভাষার দীনতাকে কেবল বদ্ধমূল করা হইবে। আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে একথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু আসল গোলযোগ উপস্থিত হয়, যখন আমরা কিছু লিখিতে যাই। তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করি যে, যেখানে ঠিক মনোভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে একটী চলিত গ্রাম্য-শব্দ অধিকতর উপযোগী, সেখানে গ্রাম্যতার ভয়ে আমরা একটা সাধু শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। অনেক লেখক এইরূপ গ্রাম্য-শব্দ ব্যবহার করিয়া সমালোচকের ভ্রূকুটি সহ্য করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যে এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন ভাষাকে ভাবপ্রকাশক্ষম করিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

ভাষার শক্তি-বৃদ্ধি করিতে হইলে, ক্রিয়াপদের প্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বস্তুর নাম এবং বস্তুর অংশসমূহের নাম, সে বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হয়; কিন্তু মনোভাবের সূক্ষ্মতা প্রকাশের জন্য যে পরিভাষা আবশ্যক, তাহা সংকলিত হইতেছে কই? চলিত শব্দ—বিশেষতঃ ক্রিয়াপদ হইতে আমাদিগকে এই শ্রেণীর পরিভাষা উদ্ধার করিতে হইবে; তাহাতে মাত্র সু-সংস্কৃত শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। ক্রিয়াপদের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, ভাষার শক্তি-বিধানে ক্রিয়াপদগুলিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ক্রিয়াপদের যেমন অর্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে, এমন আর কোনও শব্দেরই নাই। কাজেই যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রয়োজনের জন্য ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হয়, ততই ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইংরেজিতে বিভিন্ন পশুর ডাক বুঝাইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেমন barking, bleating, hissing, neighing, roaring, braying, squeaking ইত্যাদি। বাঙ্গলা-ভাষায় গরু হাম্বারব করে, অশ্ব হ্রেষারব করে, সর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করে, অন্যান্য পশু প্রায়ই ডাকে, রব করে অথবা চীৎকার করিয়াই কান্ত হয়। বলা বাহুল্য, এসকল জিনিষের প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের নাই, তাহাই

শব্দ-ভাণ্ডার দরিদ্র। আকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য যখন নিপুণ শিল্পীর চক্ষে প্রতিভাত হয়, তখনই তাহার সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনগুলি নাম ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আমরা কেবল লাল নীলেতেই সন্তুষ্ট।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ চলিত কথায় অনেক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—অনেক প্রয়োজন তাহারা সাধন করিয়া থাকে, সে সকল সূক্ষ্ম প্রয়োজন সেই সেই কথার দ্বারা যেমন সাধিত হয়, তেমন আর কোন কথার দ্বারা হয় না; কিন্তু সাধু ভাষায় আমরা দুই একটী অর্থ ভিন্ন, অন্য অর্থের সাক্ষাৎ পাই না। আমি কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি;—

(১) লাগা—আরম্ভ করা অর্থে সাধু ভাষায় প্রয়োগ আছে—খাইতে লাগিল, করিতে লাগিল।

এই অর্থ টী আর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া অনবরত কোনও কাজে প্রবৃত্ত থাকা অর্থে আমরা লাগা ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন—তিনি মাসিকপত্রখানা লইয়া লাগিয়াই আছেন।

একটু মন্দ অর্থে এই কথাটা ব্যবহার করিয়া বলি—শত্রু পিছনে লাগিয়াই আছে। এখানে কলহের ভাবটাই যেন বেশী আসে।

বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে লাগা এই শব্দের ব্যবহার আছে—কাজে লাগিয়া যাও। এই বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে যখন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া পড়ে, তখন আবার লাগা শব্দটীর অর্থ কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। যথা—এই লাগে ত এই লাগে; দুই পক্ষে তখন খুব লাগিয়া গেল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আবার মন্দ অর্থ বিবর্জ্জিত হইয়া, এই লাগা কথাতে প্রকাশিত হয়। যথা—জনসনের কাছে কেহই লাগে না অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান হয় না।

এক অর্থে লাগা আটকাইয়া যাওয়া অথবা আঁটিয়া যাওয়া। যথা—টিকিট লাগিয়া গিয়াছে, আর উঠান যায় না। কাঁঠালের আঠা হাতে লাগে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে না।

আধ্যাত্মিক অর্থে এই লাগা নিবিষ্ট হওয়ার স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা—আপনাদের হয়ত এ বিষয়ে মন লাগিতেছে না। আটকাইয়া যাওয়া হইতে লাগার অর্থ বাধা প্রাপ্ত হওয়া—ইটে লাগিয়া (ঠেকিয়া) পড়িয়া গিয়াছি, জাহাজ চড়ায় লাগিয়াছে। লাগা প্রায় এই অর্থে সংলগ্ন হওয়া বুঝায়—এতক্ষণ পরে তরী তীরে লাগিয়াছে। ইহাই লগ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ। আর একটু সূক্ষ্ম অর্থে লাগা স্পর্শ মাত্র বুঝায়। যথা—বাতাস গায়ে লাগিতেছে না। ইহা হইতে লক্ষ্যস্পর্শ করাও বুঝায়। যেমন—তীরটা ঠিক লেগেছে।

প্রয়োজন হওয়া অর্থে লাগা কথার প্রয়োগ অনেক আছে। যথা—ষষ্ঠী পূজায় কি কি দ্রব্য লাগে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়—বলার লাগে, করার লাগে, খাওয়ার লাগে ইত্যাদি। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।" লাগিয়া অর্থ—জন্য, উদ্দেশে, প্রয়োজনে। এরূপ প্রয়োগ কবিতার ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায়ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই "লাগিয়া" কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা বলা কঠিন। প্রয়োজন হওয়া অর্থ হইতে সংলগ্ন হওয়া অর্থ আসিতে পারে, অথবা সংলগ্ন হওয়া অর্থ হইতে প্রয়োজন হওয়া

অর্থ আসিয়া থাকিবে। সঙ্গত হওয়া, যথা—এ অর্থটা লাগিতেছে না। "ন লগতি" এরূপ সংস্কৃত প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত হওয়া অর্থে "লাগা" এই শব্দের ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—ছাঁটা লাগিয়াছে, কড়ি কাঠে ঘুণ লাগিয়াছে। অমূর্ত্ত (Abstract) ভাবে—অমাবস্যা লাগিয়াছে, গ্রহণ লাগিয়াছে ইত্যাদি। প্রাপ্ত হওয়া অর্থ হইতে "অনুভূত হওয়া" আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন—ক্ষুধা লাগে, মিষ্ট লাগে, ঝাল লাগে, ব্যথা লাগে ইত্যাদি। "ভাল লাগে", "মন্দ লাগে" এই অর্থেরই সগোত্র। অনুভূতির মধ্যে ব্যথাই আমাদিগকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। এইজন্য "লাগিয়াছে" বলিতেই ব্যথা লাগিয়াছে বুঝায়। সুখবোধ বা ভাল লাগা এই অর্থে কেবল "লাগা" শব্দের প্রয়োগ বিরল হইলেও, একেবারে অপ্রচলিত নহে—কথাটা মনে লাগিয়াছে, গানটা কাণে লাগিয়াছে। (অর্থ—ভাল লাগিয়াছে) এই অর্থে "লাগা" পদটাকে ণিজন্ত করিয়া আমরা বলিয়া থাকি—তাক্ লাগাইয়াছে।

একটী বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য "লাগা" কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—পাণ লাগিয়াছে, সুপারি লাগিয়াছে। বিষম (?) লাগিয়াছে—বোধ হয় এই শ্রেণীর প্রয়োগ। এই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এমন আর একটী কথাও ভাষায় নাই।

লাগে = অনুভূত হয় ;—তাহা হইতে এরূপ অর্থও হয়—এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যথা—

"সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।"—চণ্ডীদাস।

এখানে লাগে,:অর্থে ভ্রম হয়।

ভাল লাগে—সঙ্গত হয়, এই অর্থ হইতে একটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—ফাঁকা জায়গায় গান লাগে না অর্থাৎ গান জমিয়া উঠে না, এখানে ঠিক ভাল লাগে না এই অর্থ করিলে সুসঙ্গত হয় না।

একবার স্বাধীন ত্রিপুরায় আমাকে একজন সেই দেশীয় লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কর-তায়, (কর্ত্তা—সম্বোধন) সুঠী বাবু আপনার কি লাগেন ?" অর্থাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনার কে হন ? আমি শুনিয়াছি যে, এদিকেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই অর্থে "লাগা" শব্দের ব্যবহার হয়।

লাগে এই কথাটাকে ণিজন্ত করিয়া লাগান পদটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার দুইটী ভিন্ন অর্থ এস্থলে না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যথা—টাকা লাগান অর্থাৎ সুদে কর্জ্জ দেওয়া। কথা লাগান—এই টাকা লাগান'র জ্ঞাতি কিনা বলা যায় না। একজনের কথা আর একজনকে লাগান যাহার অভ্যাস, সে কুসীদ-ব্যবসায়ীরও অধম।

লাগা এই একটী ক্রিয়াপদের দ্বারা আমি দেখাইয়াছি যে, ক্রিয়াপদ আমাদের ভাষায় কত-খানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে মনোবিকাশের সঙ্গে যদি ভাষারও বিকাশ এবং পরিণতি হইতে হয়, তবে ক্রিয়াপদগুলিকে সংগ্রহ করা এবং তাহাদের গতি নিরূপণ

করা আবশ্যক। বহুকালের ব্যবহারের দ্বারা যে সকল ক্রিয়াপদের অর্থ ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেইগুলি ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ভাষার অভাবমোচন হইবে না। আমাদের আলোচিত ক্রিয়াপদের অর্থগুলি হইতে ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকিবে যে, "লাগা" এই পদটীর দ্বারা যে বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়া লইয়া থাকি, তাহা অন্য কোনও কথার দ্বারা সম্ভব হয় না; কিন্তু সেই সকল স্থলে আমরা ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষা করিতে গিয়া, সেই সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি চির-প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাষার পক্ষে এরূপ প্রথা যে হিতজনক নহে, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

অবশ্য আমার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা দোষের প্রশ্রয় না দিলে ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে না। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু যেখানে নূতন কথার দ্বারা বা চলিত কথার দ্বারা মনোভাবের সূক্ষ্মাংশগুলি (finer shades of thought) সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, সেখানে কখনই সে সুযোগ পরিত্যাজ্য নহে।

আমি আর কয়েকটী ক্রিয়াপদের অর্থ-বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতেছি।

ফুটা—প্রস্ফুটিত হওয়া—যেমন ফুল ফোটে। এই ফোটার আর একটুকু সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা "হাসি ফোটে", "জোছনা ফোটে" প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হই। ফুটার মধ্যে যে খোলার ভাব নিহিত আছে, তাহা হইতে আমরা "মুখ ফোটা" প্রভৃতি বাক্য প্রাপ্ত হই।

ফুটা—প্রকাশিত হওয়া। যেমন—কথা ফোটে, ভাবটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফুটা—শব্দ করা। তুড়ি ফোটে না, বন্দুক ফোটে। এই অর্থ হইতে ফুটা—ফুট ধরা (উষ্ণ হইবার সময় শব্দ করা)। যথা—জল ফুটে, ভাত ফুটে।

ফুটা—বিদ্ধ হওয়া। পায়ে কাঁটা ফুটে। আমার বোধ হয়, ইহা হইতেই ছিদ্র হইয়া যাওয়া এই অর্থ আসিয়াছে। যেমন—হাঁড়ি ফুটিয়া গিয়াছে।

পড়া—উচ্চারণ-ভেদে বা যতি-বৈষম্যে (Accents) ইংরেজি-ভাষায় যেমন অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে, বাঙ্গালায় সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইংরেজি ভাষায়ও এরূপ যতি-বৈষম্যের বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। ইংরেজি-অভিধানে যে যতি-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক। ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, বিভিন্ন শব্দাংশের উপর যতিপাত করিয়া কিরূপ অর্থ-পার্থক্য ঘটান যায়; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষায় সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। মন—মণ, কালা (বধির)—কালা (কৃষ্ণ), কাণা (অন্ধ)—কাণা (কলসীর কাণা) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে যে একটু উচ্চারণ-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু পড়া (পতিত হওয়া) এবং পড়া (পাঠ করা) এই দুইটী শব্দের উচ্চারণে বেশ যতি-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত আর আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কোনও কোনও জেলায় 'কাপড় পরা' কে 'কাপর পড়া' এবং 'বই পড়া'কে 'বই পরা' বলিতে শুনা গিয়া থাকে। লিখিবার বেলাও এরূপ গোলযোগ ঘটিতে দেখিয়াছি। এই "রড়য়োরভেদঃ" ভাষাতত্ত্ববিৎ অথবা শারীর-তত্ত্ববিদের আলোচ্য, তাহা বলা কঠিন।

পড়া = পতিত হওয়া = দুরবস্থাপন্ন হওয়া, লোকটা যেমন হঠাৎ উঠিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। জমি সম্বন্ধে উঠা এবং পড়া শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেখানে পড়া অর্থে কর্ষণ অথবা শস্যসম্বন্ধে মন্দ অবস্থাপন্ন বা খারাপ হওয়া। যেমন—জমিটা অনেক দিন পড়িয়া আছে (অর্থাৎ ফসল হয় না)। কোনও কোনও স্থানে পতিত জমিকে "পড়া" বলে। পতনের স্থানচ্যুতি অর্থ হইতে "পড়া" সমাজচ্যুতি বুঝায়—প্রায়শ্চিত্ত করিবার অর্থ নাই বলিয়া লোকটা পড়িয়া আছে, কেহ তার বাড়ীতে খায় না। এ সকল গুলি অর্থেই "পতিত" শব্দের প্রয়োগ আছে।

পড়া অর্থ অবশিষ্ট থাকা,—যথা, আমিই শুধু পড়িয়া রহিলাম, অনেক যাত্রী পড়িয়া রহিল। এই অর্থ হইতে বাকী থাকা এবং তাহা হইতে "লোকসান হওয়া" বুঝায়—অনেক গুলি টাকা পড়িয়া গিয়া কারবারটায় লোকসান হইয়া গেল।

পড়া—আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত। যথা— জালে মাছ পড়েছে।

পড়া—পতিত হওয়া অর্থ হইতে কাহারও উপরে পড়া বা আক্রমণ করা বুঝায়। যথা—গরুর পালে বাঘ পড়িয়াছে, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে।

অমূর্ত্ত কতকগুলি জিনিষের সম্বন্ধে "পড়া" এই ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—আজ মাস পড়িয়াছে, সময় পড়িয়াছে খারাপ, সেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, শীত পড়িয়াছে বেশ, গরম পড়িয়াছে খুব ইত্যাদি।

"মনে পড়ে"—এখানে পড়ে = আসে।

"ঘুম পড়া" এবং "ঘুমাইয়া পড়া" কথাটী সর্বত্র প্রচলিত না হইলেও "ঘুম পাড়ানো" বোধ হয় সব দেশেই আছে। ঘুমাইলে অঙ্গের যে স্বাভাবিক অবসান হয়, তাহা হইতে ঘুম পড়া এবং ঘুম পাড়ান এই বাক্য-রীতি আসিয়া থাকিবে। কিন্তু সে অর্থ শুইয়া পড়ার অর্থ, এখন আর নাই। পড়া = বেগে প্রবাহিত হওয়া, পতনের ভাব হইতেই আসিয়াছে।

একটী ছেলে মেরে উঠলো আর অমনি আর একটী পড়লো। টাকা "ফেলা" (পতিত করা) অর্থ হইতে মূল্য হওয়া, খরচ হওয়া—অর্থ আসিয়াছে—বাড়ীটীতে অনেক টাকা পড়িয়াছে, মাছটা কত পড়িয়াছে?

জলের স্রোত সম্বন্ধে "পড়া" শব্দটী ব্যবহৃত হয়—এইখানে স্রোত পড়িয়াছে, টান পড়িয়াছে, কানাল (প্রাদেশিক স্রোত—বর্ষাদির ভাব) পড়িয়াছে। এখানে পড়া = কমা।

লাগা বা ধরা অর্থেও পড়া শব্দের প্রয়োগ আছে—দাঁতে পোকা পড়েছে, ছুরিতে মরিচা পড়েছে।

পড়্তা এই কথাটী পড়া হইতে নিশ্চয়ই আসিয়াছে। পাশার "দান" পড়া হইতে পড়্তা কথাটী অবস্থার উন্নতি জ্ঞাপন করে। তাস খেলা, পাশা প্রভৃতিতে পড়্তা পড়িলে খেলে তাহার জয়, সুতরাং উন্নতি সর্বত্র।

পড়া = দাঁড় করা অর্থ হইতে পড়্তা শব্দ পাওয়া যায়। জিনিষের পড়্তা, গড়পড়্তা ইত্যাদি।

লাগা এবং পড়ার ন্যায় "চলা" আর একটী সাধারণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদ। গমন করা অর্থে "চলা" শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা, হিন্দি এবং সংস্কৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়। চলন-ভঙ্গির সৌন্দর্য্য হইতে ব্যবহারের উৎকর্ষ বুঝাইতে পারে। যথা—সে ভদ্রলোকের মধ্যে চলিতে জানে না।

প্রচলিত হওয়া অর্থে "চলা" শব্দ ব্যবহৃত হয়—কথাটা আজকাল চলিয়া গিয়াছে। সমাজে যখন একজন লোক "চলে", তখন "চলা" এমন একটী বিশেষ অর্থ প্রকটিত করে, যাহা প্রচলিত হওয়ারই জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়।

ব্যবহৃত হওয়া অর্থও ইহার কাছাকাছি। যথা—নিম্নশ্রেণীর লোকের জল চলে না—অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীরা ব্যবহার (পান) করেন না। আজকাল অনেকের নিষিদ্ধ পক্ষীও চলে।

সংসার যখন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—আপনার আশীর্ব্বাদে একরূপ চলে। টাকা থাকিলেও লোক-অভাবে অনেক সময়ে সংসার ভাল চলে না।

এইরূপ আর একটী অর্থ পাওয়া যায়, যখন আমরা বলি—ওহে এক কাজ করিলে চলে না? ক্রমাগত ভুল বুঝিলে চলে না।

একব্যক্তি বা বস্তুর অভাবে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা কাজ নির্ব্বাহ করিয়া লওয়া অর্থে সময়ে সময়ে চলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—রেশমী পাওয়া গেল না, সাটিনে চলিবে কি? নূতন লোক, চালাইয়া লইলে চলিবে।

ক্রমাগত কোনও কাজ করিতে থাকা (To continue) অর্থে "চলা" কথাটী বড় সুন্দর প্রযুক্ত হয়—'চলুক চলুক নাচ, উঠুক চরণ'; বক্তৃতা চলুক, এর মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন; কথা চালাইতে থাক, শেষে যাহা হয় একটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

গমন করা হইতে গমনের দ্রুতত্ব, বাক্যের দ্রুতত্ব বুঝাইতে কোনও কোনও স্থানে "চলা" ব্যবহার করিতে দেখা যায়—সন্ধ্যা হয়ে এল, একটু চ'লে চল। বাজনাটা বড় ঠায় হচ্ছে, একটু চ'লে যাক না।

গমনের চরম অর্থাৎ মৃত্যু বুঝাইতেও আমরা কখনও কখনও বলি,—তিনি ত চলেছেন, যারা থাকবে তাদেরই কষ্ট।

ক্রোধবশতঃ যখন কাহাকেও বলা হয়—"চ'লে যাও" তখন "চলা" শুধু গমন করা বুঝায় না।

ধরা—কথাটিও আমাদের অনেক প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ধরা = গ্রহণ করা। কাপড় খানা ধর,' ফল ধর। আবদ্ধ করা অর্থে "ধরা" শব্দের উদাহরণ—চোর ধরা, মাছ ধরা ইত্যাদি।

ধরা = নিবৃত্ত করা। লোকটাকে ধর, নহিলে সে তার ছেলেটাকে মেরে খুন করবে। এখানেও আবদ্ধ করার ভাবটা আছে।

দুই এক স্থলে আরম্ভ করা অর্থও পাওয়া যায়—গান ধর হে, নদীতে ভাঙ্গন ধরেছে।

ধারণ করা (To support) অর্থে ধরা—'সখি আমায় ধর ধর'।

ধারণ করিয়া পূর্ণ হওয়া অর্থে চলিত কথায় "ধরা" ব্যবহৃত হয়—হাড়িটায় দুই সের চাউল ধরে।

ধারণ করা অর্থ হইতে "থামা" অর্থ আসিয়া থাকিবে—বৃষ্টি ধরেছে, এখন যাওয়া যাক্।

সমান হওয়া—মিলিত হওয়া অর্থে আমরা ধরা ব্যবহার করি—ঘোড়াটা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, এই বার প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আগে যাও, আমি তোমাকে পথে ধরিব।

ঔষধে ফল হইলে, আমরা বলি ঔষধ ধরিয়াছে। তাহা হইতে কথাটা ধরিয়াছে—অর্থাৎ কার্য্যকরী হইয়াছে।

গ্রহণ করা অর্থ হইতে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা বুঝাইতে পারে—ছেলের পড়াটা একবার ধর ত। কলিকাতার লোকে পূর্ব্ববঙ্গের কথা বড় ধরে (দোষ ধরে)।

পায়ে ধরা বা হাতে ধরা হইতে অনুরোধ করা অর্থটী আসিয়া থাকিবে—আমাকে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে, কিছু করিতেই হইবে।

গ্রহণ করা হইতে গণনা করা অর্থ সহজেই আসিতে পারে—বাড়ীর লোক ধরিলে, নিমন্ত্রণে লোকসংখ্যা দুই শতের কম হইবে না। তোমাকে ধরিতে ভুল হইয়াছে। হিসাব করা অর্থে কোথাও কোথাও ধরা ব্যবহৃত হয়—দামটা ধর ত।

ইহারই কাছাকাছি একটী অর্থ—নির্দ্ধারণ করা—ডাক্তার রোগ ধরিতে পারেন নাই।

একরূপ অনুভূতি (Sensation) বুঝাইতে আমরা "ধরা" ব্যবহার করি—ওল খেও না, ধরবে গলা। মাথা ধরা, খিল ধরা প্রভৃতিও অনুভূতিবোধক। এখানে বেদনাই প্রবল।

জ্বরে ধরা, আগুন ধরা প্রভৃতি বাক্যে "ধরা" অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। ইহার মন্দ অর্থটুকু "ঐ ধর্‌লে—" কথাতেই ব্যক্ত।

আগুন ধরা হইতে, "ধরা" অর্থেই উহং পুড়িয়া যাওয়া বুঝায়—পায়স একটু ধরে' গেছে। অনেক স্থলে সংক্ষেপের জন্য আমরা আগুন ধরা না বলিয়া শুধু "ধরা" বলিয়া থাকি—উনুন ধরেছে, তামাক ধরেছে।

"গান গেয়ে গেয়ে গলা ধরে গেছে" বলিতে 'ধরা'র যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন।

প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের অর্থ-প্রকাশিকা শক্তির উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে;—(দুধ) ছাঁকিয়া লও, চাউল ঢেঁকি দিয়া হাঁটিয়া লইতে হয়, সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল, বিদ্যুৎ লপাচ্ছে, ঝিলিক দিচ্ছে (বা মারছে), বালকেরা বুড়ীকে ক্ষ্যাপাইতে লাগিল, পা মচকিয়া বা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে, ঝড়ে গাছ দোমড়াইয়া ফেলিল, বকিয়া বকিয়া মাথা ধরিয়া গেল। এইরূপ চিম্‌টান' বা চিমটি কাটা, খামচান', ঝুসলান' (কুমন্ত্রণা দেওয়া), হাম্বলান' (গাভী হাম্বলাইতেছে), মটকান' (অঙ্গুলি মটকাইয়া অভিসম্পাত প্রদান করা), পাতান' (যেমন বন্ধুত্ব পাতান), সটকান' (বেমালুম সরিয়া পড়া), পটকান' (বলিয়া

কেলা (কোনও কোনও প্রদেশে পটকান অর্থে দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া), লটকান' (ঘুড়িতে ঘুড়িতে লট্‌কে গিয়াছে), ঝলকান', ঝলসান', চমকান', ডিঙ্গান' (উল্লঙ্ঘন করা), গড়ান' (গতিবিশেষ), রগড়ান' (ঘর্ষণ করা), হাঁপান' (পরিশ্রান্ত হওয়ার প্রকার বিশেষ), ঘাঁটান' (উহাকে ঘাঁটাইও না), ছটকান' (ছিটকান—হঠাং স্থানভ্রষ্ট হওয়া), কস্‌কান', ভড়কান' (নূতন যায়গায় অনেকে ভড়কে যায়), কুড়ান' (কুড়াইয়া পাওয়া), সরান', তলান', (তলাইয়া যাওয়া), গুলান' (কথাগুলি গুলিয়ে গেল), ঘোলান' (জল ঘোলা করা), খেদান' (তাড়াইয়া দেওয়া), ঝিমান', শোধরান', ঘুরাণ' (পাওনাদারকে ঘুরাণ' কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে) ইত্যাদি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ অনেকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন।—প্রঃ লেখক।

বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা

(Ethnological)

Animal helper—রক্ষক ভূত

Animatism—জড়াত্ম বিশ্বাস

Animism—জন্মোত্তরজীবন
জীবাত্ম বিশ্বাস

Anthropophagy—নরমাংসাশন

Brachycephalic—প্রশস্তকরোটি

Caste—বর্ণ

Caucasic—ককেশীয়

Cephalic index—মাথার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে মাথার অনুপাত

Cheloid—উচ্চ ক্ষতচিহ্ন

Clan—গোষ্ঠী

Class—শ্রেণী

Communal—সামাজিক

Couvade—অপত্যজন্মকালে পিতার বিশ্রাম বা নির্জনবাস, সংক্ষেপে পিতৃ-বিশ্রাম, নির্জনবাস

Cranial index—করোটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে করোটির অনুপাত

Cymotrichi—* কুণ্ডল-কেশ,
তরঙ্গিত-কেশ

Dolichocephalic—দীর্ঘ করোটি

Endogamy—অন্তর্বিবাহ

Ethnology—বর্ণতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব †

Exogamy—বহির্বিবাহ

Family—পরিবার

Father right }
Patrilineal } পিতৃবংশানুক্রম

Fetish—জড়চেতনা

Fetishism—জড়চৈতন্যবাদ

Frizzly—কোঁকড়া

Leiotrichi—সরল কেশী

Leptorrhine—অব্যবহিত নাশাপুটী,
অব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Mana }
Sulia } অতি প্রাকৃত শক্তিবাদ

Manitou—ভূতশক্তি

Matrilineal }
Mother right } মাতৃবংশানুক্রম

Malanochroi—কৃষ্ণকায়

Mesati cephalic—মধ্যকরোটি

Messorrhine—অনতিব্যবহিত নাশা-পুটী ; অনতিব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Moiety—অর্দ্ধাংশ

Mongolian eye—মঙ্গোলীয় চক্ষু

Monogamy—একবিবাহ

Nation—জাতি

Orthognathous—সমচোয়ালি

People—একদেশী

Phratry—গোষ্ঠীনিচয়

Platyrrhine—ব্যবহিতনাশাপুটী,
ব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Polyandry—বহু স্বামিত্ব

---

* ঐরূপ কেশযুক্ত নরনারী।

† আমি "Ethnology"র অনুবাদ "জাতিতত্ত্ব"ই অনুমোদন করি।

Polygyny—বহু পত্নীত্ব
Polygamy—বহু বিবাহ
Prognathous—বর্দ্ধিত চোয়ালি
Pygmy—হ্রস্বকায় (৪´ ১১´´ ইঞ্চের কম দীর্ঘ)
Race—জাতি
Sachem—অসামরিক দলপতি
Sacrification—অঙ্গ-নিগ্রহ
Sept—গোষ্ঠী
Shaman—ভূতের ওঝা
Shamanism—ভৌতিক বিশ্বাস
Steatopygia—গুরুনিতম্বিতা
Taboo—নিষিদ্ধ
Tattooing—উল্কিচিত্র ‡
Totemism—মানবেতর জন্মবাদ, মানবেতর বংশানুক্রম
Tribe—জাত্যংশ।
Ulotrichi—চক্রকেশী, কুঞ্চিতকেশী
Wakanda—সর্ব্বাত্মবাদ
Xantho chroi—শ্বেতকায়

---

‡ কোন কোন অসভ্য সমাজের বিশ্বাস যে তাহারা ইতর জন্তু অথবা জড় পদার্থ হইতে জাত হইয়াছে। সাধারণে, ঐরূপ বিশ্বাসকে Totemism বলে।—লেখক

শ্রীশশধর রায়

জ্ঞানদাসের জন্মভূমি

স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ১৩০২ সালে কবি জ্ঞানদাসের একখানি পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি জ্ঞানদাসের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, তাহার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর, সেই নগরের পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে কাঁদড়া গ্রামে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা-ভাষার লেখক" নামক গ্রন্থেও কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে গ্রন্থকার রমণী বাবুর কথাগুলিই পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে বিশেষ কোনই অনুসন্ধান করেন নাই। তাঁহারা কি প্রকারে যে এই অদ্ভুত সংবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহারও কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় "বঙ্গবাসী"তে "রাঢ়দেশের বৈষ্ণব কবি" গণের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তিনিও ঐ সকল পূর্ব্বকথার পুনরুল্লেখ করিতেছেন।

রমণী বাবু যে জ্ঞানদাসের জীবনীতে তাঁহার জন্মভূমির স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী সমগ্র দেশই রাঢ়নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং রাঢ়দেশ বলিলে বর্দ্ধমান এবং বীরভূম সবই বোঝায়। ইহার দ্বারা বীরভূম জেলাতেই যে জ্ঞানদাসের জন্ম, এরূপ কিছু স্থির-নিশ্চয় হয় না। তদ্ব্যতীত বীরভূম জেলায় ইন্দ্রাণী নামে দেশ ও একচক্রা নামে কোন নগর নাই। তবে ঐ নামে পল্লীগ্রাম আছে,—ইহা সত্য। হইতে পারে, অতি পুরাকালে ঐ স্থান দেশ ও নগর বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু ইন্দ্রাণীর ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা এবং একচক্রার দুইক্রোশ পশ্চিমে অর্থাৎ ইন্দ্রাণী ও একচক্রার মধ্যস্থলে কাঁদড়া বলিয়া কোনও গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সবডিভিসনের দুই ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে ঝামটপুর গ্রামে চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি ছিল। তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে "মালিহাটি কাঁদড়া" নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন বাস করিতেন। মালিহাটি কাঁদড়া একটী মিলিত গ্রাম। মালিহাটির একাংশের নাম কাঁদড়া। ইহার জনসংখ্যা মালিহাটির অপেক্ষা অনেক কম। এই কাঁদড়ার অপর নাম ছোট কাঁদড় ইহার ছোট কাঁদড়া নাম হইবার আর একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। যেহেতু ইহার অনতিদূরে

বড় কাঁদড়া নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। তাহার কথা পরে বলিতেছি। যদিও এই (ছোট) কাঁদড়া গ্রাম রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত, তথাপি ইহাকে কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং জ্ঞানদাসের কোনও স্মৃতিচিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না।

কাটোয়ার পশ্চিমে ৫ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম "বড় কাঁদড়া"। এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নান্নুর গ্রাম, যেখানে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস বাস করিতেন। এই বড় কাঁদড়া গ্রামটী এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে পূর্ব্বে মুন্‌সেফী আদালত, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নাই। আদালত ও বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র অতীতের সাক্ষীস্বরূপ ডাকঘরটী বর্ত্তমান আছে।

এই বড় কাঁদড়াই কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি। এখানে অদ্যাপি "জ্ঞানদাসের পাট" বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্রেই জানেন, এইখানেই কবি জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদিও আমরা বহুকাল হইতে এই কাঁদড়াকে জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম, তথাপি একবার সবিশেষ জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মে। এই সময়ে আমার একবার দেশে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে যাইতে হইলে, বড় কাঁদড়ার ভিতর দিয়া একক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়, সেজন্য গত ফাল্গুন মাসের শেষে আমি কাঁদড়ায় যাই, সেখানে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা অবিকল লিখিতেছি।

কাঁদড়া গ্রামের কোনস্থানে জ্ঞানদাসের বাসভূমি ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেজন্য আমি গ্রামে প্রবেশ করিবাই, একজন লোককে "জ্ঞানদাসের পাট কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, একটী বৈষ্ণব-ভবনে উপস্থিত হইল এবং আমায় কহিল—"এই জ্ঞানদাসের পাট।" বাড়ীতে গৃহস্বামী কেহ উপস্থিত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, একটী বৃদ্ধা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আমার ছেলে কিশোরী দাস মহান্ত এই জ্ঞানদাসের পাটে বাস করে। সে সম্প্রতি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত গান করিতে সহর (বহরমপুর) গিয়াছে।" জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানেন কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "আমি শুনিয়াছি, জ্ঞানদাসের দুইটী ছেলে ও একটী কন্যা ছিল। ছেলে দুটীর নাম সুখানন্দ ও চক্রানন্দ। তাহারা ৯ বৎসরের এবং ৭ বৎসরের হইয়া মারা গিয়াছিল, কেবল কন্যাটি বাঁচিয়াছিল, তাহার নাম আমার মনে নাই। সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান-পরম্পরা হইতে আমাদের এই বংশ চলিয়া আসিতেছে।" এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধা জ্ঞানদাস-সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য গল্প বর্ণন করিলেন; সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রমণী বাবু কিন্তু জ্ঞানদাসের জীবনীতে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানদাস দার-পরিগ্রহ করেন নাই।"

জ্ঞানদাসের পাটভূমিতে একখানি খুব লম্বা-উঁচু মাটির দক্ষিণ-দুয়ারী খড়ের ছাওয়ান ঠাকুর ঘর আছে। তাহার অভ্যন্তর-প্রদেশে একখানি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বেদীরূপে পরিণত রহিয়াছে। তাহার উপর একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত জীর্ণ ও ভগ্ন সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

বিগ্রহমূর্ত্তি সুখশয়ানাবস্থায় রহিয়াছেন। একখানি মলিন কীটদষ্ট .. সূত্রবস্ত্র তাঁহাদের দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সকাল বেলা, সেজন্য বৃদ্ধা স্নান করেন নাই বলিয়া রাধাগোবিন্দের গাত্রোত্থান করাইতে পারিলেন না, আমার আর জ্ঞান-দাসের আরাধ্য দেবতার দর্শনলাভও ঘটিল না। শুনিলাম—জ্ঞানদাস স্বয়ং ঐ দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। এখন ৫ বিঘা মাত্র দেবোত্তর জমি আছে, তাহা হইতেই দেব-সেবাদি হইয়া থাকে। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমাতে এখানে একটী ক্ষুদ্র মেলা বসে, সেজন্য তখন একটু ধুমধাম হয়, কতিপয় বৈষ্ণবসমাগমও হইয়া থাকে, নচেৎ সারাটী বৎসর নীরবেই কাটিয়া যায়।

দেবমূর্ত্তির সিংহাসনের পাদদেশে যে বৃহৎ শিলাখণ্ড আছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "এ পাথরখানি এখানকার পুষ্করিণীর ঘাটে ছিল। যখন নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ঠাকুর জ্ঞানদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া, স্নানান্তে ঘাটের ঐ পাথরে বসিয়া আহ্নিক করিয়াছিলেন। সেজন্য জ্ঞানদাস ঠাকুর বীর-ভদ্রের আহ্নিকের আসনে কেহ পদার্পণ করিবে বলিয়া উহা পরম পবিত্র জ্ঞানে ঠাকুরদের বেদীতে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

তিনি আরও বলিলেন, "জ্ঞানদাসের স্বহস্ত-লিখিত একখানি পদাবলীর পুথি ছিল, সেখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।" তাঁহার পুত্র কিশোরীদাস মহাশয়ের নিকট জ্ঞান-দাসের অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে শুনিলাম।

আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি এবং এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব ও জনসাধারণের নিকট যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই বড় কাঁদড়াই কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থও একথার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন। কলিকাতা হইতে বড় কাঁদড়া যাইতে হইলে, হাওড়া হইতে লুপলাইনের আমদপুর ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১।৵১৫ পয়সা। ষ্টেশন হইতে ৯ ক্রোশ পূর্ব্বে বীরভূম-কাটোয়া রাস্তার ধারেই বড় কাঁদড়া গ্রাম। গোযান ও ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ষায় ঘোড়ার গাড়ী চলে না। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে যাইলে, বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর গ্রাম দেখা হয় এবং তথা হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর কোণে বড় কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের জন্মভূমিতে যাওয়া যায়।

শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি *

প্রথম ভাগ

অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র

চরক সুশ্রুতপ্রভৃতি উত্তরকালীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, স্বতঃই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার বাসনা জন্মে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেবল দুই একজন এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী। (১) যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কেহ চরক সুশ্রুতের পূর্ব্বকালীন গ্রন্থনিচয়ের আলোচনা করেন নাই।

আমরা এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর ও বিশেষতঃ তাঁহার টীকাকারদের গ্রন্থ-লিখিত ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তির বিবরণের সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের ঐ রূপ কল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ গ্রীকবাসিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অধ্যাপক রায় মহাশয় এই মত সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (২) ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তিমূলক কল্পনা যে আয়ুর্ব্বেদ কখনও অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ সপ্তর্ষির শুক্র হইতে, রৌপ্য শিবের বাম নেত্রের অশ্রু হইতে, তাম্র কার্ত্তিকেয়ের শুক্র হইতে, সীসক বাসুকীর শুক্র হইতে এবং লৌহ লোমশ দৈত্যগণের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এডাল্‌বার্ট কুন্ (Adalbert Kuhn) (৩) দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বৈদিক মন্ত্রের সহিত ও ইউরোপের টিউটন

---

* শ্রীমান্ পঞ্চানন নিয়োগী এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ ব্লুমফিল্ড, গ্রিফিথ্ এবং হুইট্নি অনুবাদিত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে Caland তাঁহার "Altindisches Zauberritual (Amsterdam, 1900) Dr. P. Cordier." "Etude sur la Medicine Hindoue" (Temps Védiques et historiques, Paris, 1894) নামক পুস্তিকায় এবং Julius Jolly তাঁহার সারগর্ভ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে "Medicin" 1901, *Grundriss der Indo—Arischen Philologie und Alterthumskunde* গ্রন্থমালাভুক্ত কৌশিকসূত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বচন উদ্ধৃত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সার উইলিয়াম জোন্সের (Sir William Jones) মত পণ্ডিত বলিয়াছেন—"There is no evidence that in any language of Asia there exists one Original treatise on medicine considered as Science".

২। Ray ;—History of Hindu Chemistry Vol, II. LXXXVI—XC.

৩। ভাবপ্রকাশ (কালীপ্রসন্ন সেনের সংস্করণ) ৪১৬—৪২১ পৃঃ।

(Tenton) জাতিদিগের প্রাচীন চিকিৎসার কোন কোন মন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য কৃমি ও অস্থি-ভগ্ন চিকিৎসায় বেশ সুস্পষ্ট। (৪) এই সামান্য সাদৃশ্য হইতে একের অপরের অনুকরণ প্রমাণিত হইতে পারে না। অবশ্য বিভিন্ন জাতির সহিত সংস্পর্শে তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে কোন কোন বিষয় আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক এবং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয়। ভিন্ন জাতির নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—পর্ত্তুগীজগণের ভারতে আগমনের পর ফিরঙ্গ-রোগে রসকর্পূর ও চোব চিনির ব্যবহার।(৫) এইরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদ অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে। (৬) সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ (অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ) বলিয়াছেন।(৭) ভাবপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচারের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, "অথর্ব্বসর্ব্বস্ব" আয়ুর্ব্বেদের প্রচারকল্পে প্রথমে ব্রহ্মা "ব্রহ্মসংহিতা" নামক লক্ষ শ্লোকসংযুক্ত একখানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় "অশ্বিনীকুমার-সংহিতা" রচনা করেন এবং ইন্দ্রকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া "আত্রেয়-সংহিতা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ (অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং রোগের ঔষধ) অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পর অনন্তদেবের অংশসম্ভূত চরক মুনি অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণের রচিত তন্ত্রসকলের সংস্কার করিয়া, তাহাদের সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক "চরক-সংহিতা" প্রণয়ন করেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের অনুরোধে দিবোদাস নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি "ধন্বন্তরি-সংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞানুসারী বারাণসী গমন করতঃ ধন্বন্তরিরূপী দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থই "সুশ্রুত-সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধ। (৮) ইঁহাদের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বাগ্‌ভট, চক্রপাণি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, পৌরাণিক নহেন।

অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) সাহেব অথর্ব্ব-বেদকে যে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যানি" নামক প্রথম

৪। A. Kuhn :—*Zeitschrift fur* Vergleicheude Sprachfor-schung. XIII. p 49-74 & 118—157.

৫। ভাবপ্রকাশ, ১৬১৯—১৬২১ পৃঃ।

৬। চরক—সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

৭। "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গম্ অথর্ব্ববেদস্য"—সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

৮। ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথম ভাগ ১—১৪ পৃঃ।

ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র একখানি অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও আদৃত হইয়া থাকে এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসকল তদ্রূপ সমাদৃত হয় না; কিন্তু অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অথর্ব্ববেদকে ভূত-প্রেত-ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, প্রাচীন মিশর দেশেও এইরূপ মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৯) অথর্ব্ববেদকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে আলোচনা করা বোধ হয় ব্লুমফিল্ড্ সাহেবের দ্বারাই প্রথম হইয়াছে। অধ্যাপক রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে এ বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। (১০) এই প্রবন্ধ ব্লুমফিল্ড, গ্রিফিথস্ (Grifiths) এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত হুইট্‌নি (Whitney) সাহেব কৃত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। পাঠকবর্গের জন্য এই তিনখানি অনুবাদের কোন কোন স্থলে মিল নাই। যে যে স্থলে অনেকেরই মিল নাই, তাহা এ প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-রচনার সময় নিরূপণ

ঋক্, যজুঃ, সামবেদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখা যায় না; কিন্তু অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত তিনখানি বেদের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অথর্ব্ববেদ অপর বেদ অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে; অতএব সকল গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ৭ সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘা নক্ষত্রের প্রথমাংশে কান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় জ্যোতিষ-সূত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ১৫১৬ অব্দে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। (১১) অবশ্য সকল কাণ্ডের সকল সূক্ত এককালে রচিত হয় নাই, তবে মোটামুটী ধরা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিহিত চিকিৎসামূলক তথ্যগুলি পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বলিয়াছেন, **"At any rate the charms of the Atharva-Veda along with such practices as went with them represent quite the most complete account of primitive medicine preserved in any literature."** (১২)

৯। cf. Berthelot's "Les origines de l'alchimie" p. 81-83

১০। Ray ;—History of Hindu Chemistry p. III-VII, Vol I.

১১। বিশ্বকোষ, অথর্ব্ব—১৬৯ পৃঃ।

১২। Bloomfield, The Atharva-Veda, p. 58

কৌশিক-সূত্র

কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। দারিল ও কেশবের টীকা সমেত ইহার একখানি মূল সংস্করণ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বাহির করিয়াছেন।(১৩) ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব কৃত Hymns of the Atharva-Veda নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের সহিত অনেক প্রকার করণীয় প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে; যথা,—অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ২য় সূক্তে এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের ৩য় সূক্তে দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা—উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি) নিবারণ করিবার জন্ম মুঞ্জ ঘাস (Saccharum munja) ও ঝরণার জল লইয়া দুইটী মন্ত্র আছে। কৌশিক সূত্রে এই দুইটী মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত নিম্নলিখিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে,— "এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় (যিনি উচ্চারণ করিতেছেন তিনি) একগাছি মুঞ্জ ঘাস (ঐ ঘাস হইতে প্রস্তুত) একগাছি সূতার দ্বারা রোগীর গাত্রে কবচ, তাগা বা মাদুলীর মত বাঁধিয়া দিবেন। তাহার পর খানিকটা মৃত্তিকা ও উইমাটি গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবেন এবং ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবেন। তৎপরে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া দিবেন এবং রোগীর গুহ্য দ্বারে ফুঁ দিবেন।" এইরূপ অনেক মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ কৌশিক সূত্রে আছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই সূত্র-লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-রচনার সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।(১৪) কাহারও কাহারও মত এই যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-নিহিত এবং ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত। অপর কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ঐ সকল প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদের পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত। এই কৌশিক সূত্রে বর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহে ভেষজ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান দৃষ্ট হওয়াতে স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের সময় থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রক্রিয়াগুলির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের পরে ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সকলের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৩। Kaushika-Sutra of the Atharva-Veda, with extracts from the commentaries of Darila and Keshava—edited by Maurice Bloomfield, issued as Vol. XIV of the Journal of the American Oriental Society.

১৪। "The practices there (in the Kaushika Sutra) involve a more extensive Materia Medica & more elaborate therapeutics, but it is difficult to define in detail the extent to which practices similar to those of the Sutra must be presupposed from the start with the charms of the Atharva-Veda"—Bloomfield's "The Atharva-Veda," p. 68.

"The Value of the Sutra is primarily as a help to the understanding of the ritual setting and general purposes of a given hymn and so mediately to its exegesis' Whitney's "Hymns of the Atharva-Veda", General Introduction, P. LXXV.

অথর্ব্ববেদের "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যানি" মন্ত্রসমূহ।

এই সকল মন্ত্রে অথর্ব্ববেদের সময়ে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন মন্ত্র কোন কোন রোগকে সম্বোধন করিয়া রচিত এবং কোন কোন মন্ত্র রোগের প্রতিষেধক ভেষজ ও ধাতুকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত। যে সকল মন্ত্র রোগের প্রতি সম্বোধিত, তাহাতে রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা—"তক্মন" বা "জ্বর"। এই তক্মনের বিষয় অনেকগুলি সূক্তে বর্ণিত আছে— ১ম কাণ্ড, ২৫ সূক্ত; ৫ম কাণ্ড, ৪ সূক্ত, ২২ সূক্ত; ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩ সূক্ত, ২০ সূক্ত, ৯৫ সূক্ত, ১০২ সূক্ত, ১১৬ সূক্ত। ঐ সকল সূক্তে জ্বরের অনেকগুলি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এবং উহার ঔষধস্বরূপ "কুষ্ঠ" নামক ভেষজকে (Costus Speciosus or Arabicus) আহ্বান করা হইয়াছে (৫কা: ৪সূ:)। যে সকল মন্ত্র কোনও ভেষজকে সম্বোধন করিয়া রচিত, সেই সকল মন্ত্রে ঐ ভেষজের আকার ও গুণ বর্ণিত আছে। এই সকল ভেষজ বা তাহার রস-সেবনের (Internal application) বিশেষ উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় না। ঐ সকল ভেষজ গলদেশে, হস্তে বা শরীরের অন্যস্থানে মাদুলি, তাগা বা বলয়ের মত ("পরিহাটক" —পরিহস্ত—বলয়) বন্ধন করা হইত। কৌশিকসূত্রে এই প্রকার বন্ধনের সহিত অন্ত অন্ত দ্রব্য সেবন করিবার ব্যবস্থাও আছে। যথা, কৌশিকসূত্র ২৫-৬-৯; ২০-১০-১৯; ২৯-২৮-২৯, ইত্যাদি। ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের মধ্যে ভূতযোনী তাড়াইবার জন্ত সীসকের মাদুলী (১কা:, ১৬সূ:) এবং একশত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্ত স্বর্ণের মাদুলী (১কা:, ১৬সূ:) ধারণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধসমূহের বাহ্য ব্যবহার (External application) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরিক ব্যবহার (Internal administration) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্তে বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিশ বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধরূপে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন, এই রূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রমবিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আমরা অথর্ব্ববেদে ঔষধসমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পৃশ্নিপর্ণী ইত্যাদির) বাহ্য ধারণ অথর্ব্ববেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সেই সকল ভেষজ ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুসকলের মধ্যে সীসক ও স্বর্ণ অথর্ব্ববেদে দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্তান্ত ধাতুর ভস্ম ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের প্রত্যেক কাণ্ডের মধ্যে যে সকল রোগ এবং ভেষজমূলক সূক্ত আছে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সেই সকল সূক্তের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির দ্বারা সূচিত বিষয়ের উল্লেখ করিব।

প্রথম কাণ্ড

৩য় সূক্ত। কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাব বন্ধের বিরুদ্ধে মন্ত্র। এই সূক্তে পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসকগণের বস্তি যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার তৃণের সাহায্যে চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ আছে। কৌশিক সূত্রে এ বিষয়ে যে বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কৌশিক সূত্র (২৫, ১০-১৯) "এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় প্রস্রাবের বেগ যাহাতে হয় এমন দ্রব্য রোগীর গাত্রে বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর উইমাটি, পূতিকা, (Guilandina bonduc) শুষ্ক পুরাতন প্রমন্দ এবং কাঠের গুড়া জলে ভিজাইয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এই সূক্তের শেষ দুই ছত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মলদ্বারে একটী বস্তিকা (Enema) প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে মূত্রনালীর মধ্যে শলাকা দিবে। শেষে রোগীকে আম, পদ্মের শিকড় এবং উল এই তিন দ্রব্যের পাচন সেবন করিতে দিবে।" কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

১১শ সূক্ত। প্রসূতি "কামলা"—কেশবের টীকা (রোগের প্রতি মন্ত্র। এ সূক্তে বিশেষ কোন [illegible] ভেষজের উল্লেখ নাই। কৌশিক সূত্রে (৩৬, ১৪) এই মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে।

২৫শ সূক্ত। তক্মন্ (জ্বর) এই সূক্তের এবং নিম্নলিখিত সূক্তগুলির বিষয়—৫কাঃ ৪সূঃ, ২২ সূঃ; ৬ কাঃ ২০ সূঃ, ৮৫ সূঃ, ৯ সূঃ, ১০২ সূঃ, ১১৬ সূঃ, ১৯ কাঃ ৩৯ সূঃ। সুশ্রুত যেমন জ্বরকে রোগের রাজা বলিয়াছেন, সেইরূপ অথর্ববেদের সময়ে "তক্মন্‌কে" সর্ব্বাপেক্ষা ভয়প্রদ রোগ বলিয়া মনে করা হইত। এই সকল সূক্তে জ্বরের লক্ষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। লক্ষণগুলি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সহিত অনেকটা মিলে। প্রধান লক্ষণ—পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও কম্প, জ্বর ছাড়িয়া আবার আসা, দুই তিন দিন অন্তর জ্বর। জ্বরের সহিত [illegible], কাশ, বলাস (কফরোগ), [illegible] এবং পাণ্ডু (কামলা) [illegible] দেখা যায়। উত্তাপ জ্বরের প্রধান লক্ষণ বলিয়া "অগ্নি" জ্বরের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ কাঃ ১২ সূক্তে "বিদ্যুৎকে" (বোধ হয় অগ্নির রূপান্তর বলিয়া) জ্বর, [illegible] ও কাশির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্বর দূর করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং কুষ্ঠ নামক (Costus speciosus or arabicus) বৃক্ষের মাদুলীধারণের ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

৩২ সূক্ত। [illegible] মাদুলী। ভূতযোনী তাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত।

৩৪ সূক্ত। স্বর্ণের মাদুলী [illegible] পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য ধারণ করিবে।

২৩শ ও ২৪শ সূঃ। শ্বেত কুষ্ঠ রোগের প্রতি মন্ত্র। রজনী, (রজনী, হরিদ্রা Curcuma longa) এই রোগের প্রতিকারের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলে

কুষ্ঠরোগে হরিদ্রা ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা যায়। কৌশিক সূত্রে (২৬, ২২—২৪) মন্ত্রের সহিত করণীয় আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ও কেশব তাঁহাদের টীকায় কুষ্ঠের জন্ত ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্র-বারুণী ও নিলীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭ সূঃ। রক্তস্রাবের জন্ত মন্ত্র। টীকাকারেরা বলেন যে এখানে রক্তস্রাব অর্থে কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব এবং অত্যধিক রজোনিঃসরণ দুই বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রের সহিত কৌশিক সূত্র (২৬, ১০) ধুলা ও প্রস্তরগুঁড়া আহত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

২য় সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়) নিবারণের জন্ত মুঞ্জ ঘাস (Saccharum Munja) লইয়া মন্ত্র। দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩য় সূক্তে এই উদ্দেশ্যে "ঝরণার জল" লইয়া আর একটী মন্ত্র আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডে ৪৪শ সূক্তে আরও একটী মন্ত্র আছে। মুঞ্জঘাস বাঁধিবার প্রক্রিয়া কৌশিক সূত্রে (২৫, ৬) এবং দারিলের টীকায় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের "কৌশিক সূত্র" নামক অধ্যায়ে উহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় কাণ্ড

৩য় সূঃ। প্রথম কাণ্ড ২য় সূক্ত দেখুন।

৪র্থ সূঃ। বিভিন্ন রোগ ও ভূতযোনীর জন্ত "জঙ্গিড" নামক বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া মন্ত্র। টীকাকারেরা এই "জঙ্গিড" বৃক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, শুধু লিখিয়াছেন "বারাণস্যাং প্রসিদ্ধ" (বারাণসীতে প্রসিদ্ধ)। ১৪ কাণ্ড ৩৪ সূক্তে এবং ১৯ কাণ্ড ১৫ সূক্তে এই সম্বন্ধে আরও দুইটী মন্ত্র আছে।

৮ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় (Hereditary diseases, pulmonary, consumption—Griffiths অনুবাদ) নামক রোগের মন্ত্র। এই রোগকে টীকাকারেরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত যক্ষ্মারোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। ৩য় কাণ্ডে ৬ সূক্তে হরিণের শৃঙ্গের মাদুলীর ব্যবস্থা আছে। ১৯ শ কাণ্ডে ৩৯ সূক্তে কুষ্ঠ বৃক্ষকে অন্ত অন্ত রোগের মধ্যে যক্ষ্মা আরোগ্য করিবার জন্ত স্তুত হইয়াছে।

৯ম সূঃ। অথর্ব্ববেদে অনেক স্থলে ভূতযোনী, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অমানুষিক প্রাণীকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৬, ৩৭)। এই সূক্তে ঐ সকল ভূতযোনীর আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার জন্ত দশ প্রকার বৃক্ষের মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৃক্ষের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

২৫ শ সূঃ। পৃশ্নিপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) নামক বৃক্ষের প্রতি মন্ত্র। রোগের হেতুভূত কণ্ব নামক দৈত্যের বিনাশের জন্ত পৃশ্নিপর্ণী নামক বৃক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সুশ্রুত গর্ভস্রাবে দুগ্ধের সহিত পৃশ্নিপর্ণী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩১ শ ও ৩২ শ সূঃ। এই দুইটী সূক্ত কৃমির মন্ত্র। অথর্ব্ব বেদে কৃমির জন্ত তিনটী মন্ত্র আছে। ৩১ সূক্তে সাধারণ কৃমির, ৩২ শ সূক্তে পশু কৃমির ("গোকৃমি"—কেশবের টীকা)র এবং ৫ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তে শিশুগণের কৃমির মন্ত্র আছে। এই তিন সূক্তে অনেক প্রকার কৃমির বর্ণনা দৃষ্ট হয়—সাদা, কাল, ত্রিমস্তক, চতুর্ম্মস্তক, নানা বর্ণবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই সকল সূক্তে কোন প্রকার ভেষজের বর্ণনা দেখিলাম না, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে কৃমি-নাশের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে।

তৃতীয় কাণ্ড

৫ম সূঃ। আর্থিক উন্নতিলাভের জন্ত পর্ণ বৃক্ষের মাদুলী। এই পর্ণ বৃক্ষ পরবর্ত্তী কালে পলাশ (Butea Frondosa) নামে অভিহিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সূঃ। অশ্বত্থ বৃক্ষকে শত্রুনাশের জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে।

৭ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় রোগের জন্ত হরিণ-শৃঙ্গের মাদুলী। (২য় কাণ্ড ৮ম সূক্ত)

চতুর্থ কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। নষ্ট বীর্য্য (Impotency) উদ্ধারের জন্ত কপিত্থক (Feronia Elephantum) নামক বৃক্ষের উল্লেখ মন্ত্র।

৬ষ্ঠ ও ৭ম সূঃ। বিষ তাড়াইবার মন্ত্র। কোনও ঔষধির নামের উল্লেখ নাই।

৯ম সূঃ। পাণ্ডু, যক্ষ্মা, রোহস্থ-জ্বরের জন্ত মলম (Ointment) কৌশিক সূত্রে (৫৮, ৮) উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদিক ছাত্রের মন্ত্রগ্রহণের পর দীর্ঘজীবন কামনার জন্ত যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে মলমের মাদুলী বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

১০ম সূঃ। এই সূক্তে দীর্ঘ জীবনের জন্ত মুক্তার মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেই প্রবাদের সূচনা এই সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৫]

১২শ সূঃ। ক্ষত আরোগ্যের জন্ত অরুন্ধতী নামক লতার উদ্দেশে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ৫ম কাণ্ড ৫ম সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রে (৫, ৫, ৫) বলা হইয়াছে "হে অরুন্ধতী! তুমি পলাশ, অশ্বত্থ, খদির, ধবা প্রভৃতি বৃক্ষ অবলম্বনে উঠিয়াছ"। ঐ সূক্তে অরুন্ধতীকে শিলাচি ও লাক্ষা (lac) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে অরুন্ধতীর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় নাই, আবার অনেকে লাক্ষা (বোধ হয় অরুন্ধতীর গাত্রে উৎপন্ন) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সূক্তেই অরুন্ধতী

১৫। "Born in the sky, ocean-born, brought hither out of the river, this gold born shell forms a life prolonging amulet—IV, 10,4.

ক্ষতরোগ আরোগ্যের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১০৯ সূক্তে পিপ্পলী (pepper-corn) ক্ষত আরোগ্য করে স্তুত হইয়াছে।

১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সূঃ। এই তিনটি সূক্তই অপামার্গ (Achryranthes Aspera) নামক ওষধির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। এই অপামার্গ ও তাহার ক্ষার পরবর্ত্তীকালের আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিন সূক্তে অপামার্গের বহু প্রশংসা বর্ণিত আছে, এমন কি ইহাকে "ভেষজসমূহের রাণী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভেষজ সকলপ্রকার দোষজ রোগ, দৈত্য ও পাপ দূর করিতে সমর্থ।

২০শ সূঃ। এই সূক্তে লুক্কায়িত ভূতযোনী আবিষ্কার করিবার জন্ত মন্ত্র আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূতযোনীকে অনেক রোগের কারণ বলিয়া অথর্ব্ববেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে (২৮, ৭) এই বিষয়ে করণীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দারিল তাঁহার টীকায় এই প্রসঙ্গে সদম্পুষ্প ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। "তক্মন্" (জ্বর) দূর করিবার জন্ত কুষ্ঠ নামক বৃক্ষকে আহ্বান করা হইয়াছে, (১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

৫ম সূঃ। ক্ষত আরোগ্যকল্পে অরুন্ধতীর আবাহন। (৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।)

১৩শ সূঃ। সর্পবিষের মন্ত্র। ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ১২শ এবং ১৩শ সূক্তে সর্পবিষের আর দুইটী মন্ত্র আছে। অনেক প্রকার সরীসৃপের উল্লেখ এই তিনটী সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—কিরাতল, ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, চাকা চাকা দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে মধুর উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। কৌশিকসূক্তে (২৯, ২৮-২৯) সর্পবিষের চিকিৎসায় রোগীকে সত্বর মধুপান করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

২২শ সূঃ। তক্মন—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

২৩শ সূঃ। শিশুদিগের কৃমি (২য় কাণ্ড ৩১শ সূক্ত।)

ষষ্ঠ কাণ্ড

৩য় সূঃ। তক্মন—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

১২শ সূঃ। সর্পবিষের মন্ত্র—(৫ম কাণ্ড ২৩ সূক্ত।)

১৪শ সূঃ। "বলাস" (ক্ষয়রোগ—Consumption) রোগনিবারণের মন্ত্র।

১৬শ সূঃ। চক্ষুরোগ (Ophthalmia) আরোগ্যের মন্ত্র। টীকাকারেরা এই সূক্তকে "অক্ষিরোগভৈষজ্যম্" সূক্ত বলিয়াছেন। এই সূক্তে চক্ষুরোগে সরিষা (mustard) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে (৩০, ১-৭) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—"এই মন্ত্র

উক্তারণের সহিত সরিষা বৃক্ষের মাদুলী সরিষার তৈলে সিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সরিষার পাতার রস সেবন করিতে দিবে, এবং পাতা বাটিয়া চক্ষের উপর প্রলেপ দিবে।"

২০শ সূঃ। তক্ম—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

২১শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির মন্ত্র। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৩৭শ ও ১৩৬শ সূক্তে "নিতত্নী" নামক লতাকে কেশবৃদ্ধির জন্য আরাধনা করা হইয়াছে। এই নিতত্নী লতার স্বরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এই লতা জামদগ্নী তাঁহার কন্যার জন্য মৃত্তিকা হইতে তুলিয়াছিলেন। এই লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে লতে! তুমি পুরাতন কেশকে দৃঢ় কর, নূতন কেশ উৎপাদন কর, এবং বর্ত্তমান কেশগুলিকে ঘন করিয়া দাও (৬, ১৩৬, ২)।" ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ৩০ সূক্তে শমীবৃক্ষ (Prosopis Spicigera or Acacia Suma) কেশবৃদ্ধির জন্য আহূত হইয়াছে।

২৪শ সূঃ। শোথ (Dropsy), বক্ষপীড়া (heart disease) আরোগ্যের মন্ত্র। এই পীড়ায় স্রোতের জলের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। ৭ম কাণ্ড ৮৩ সূক্তে শোথের আরও একটী মন্ত্র আছে। কৌশিকসূত্র (৩২, ১৪)

২৫শ সূঃ। ঘাড়ের উপর গণ্ডমালার মন্ত্র। কৌশিকসূত্র (৩০, ১৪)। ৮৩শ সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। ৫৭শ সূক্তে গণ্ডমালার চিকিৎসায় "জালস" (গোমূত্র) ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩০শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির জন্য শমীবৃক্ষকে আহ্বান (২১শ সূক্ত) করা হইয়াছে।

৩৭ শ সূঃ। রোগের মূলীভূত অপ্সর, গন্ধর্ব্ব সকল দূর করিবার জন্য অজশৃঙ্গীকে (Odinapinata) আহ্বান করা হইয়াছে।

৪৪ শ সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (আস্রাব) নিবারণের মন্ত্র। (১ম কাণ্ড ২য় সূক্ত)

৫৭ শ সূঃ। গণ্ডমালার চিকিৎসা এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "জালস্" অর্থাৎ গোমূত্র এই রোগে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়। কৌশিক সূত্রে (৩২, ১১-১৩) বর্ণিত আছে যে "গণ্ডমালার উপর গোমূত্রের ফেনালেপন করিবে।" ২৫ ও ৮৩ শ সূক্ত দেখুন।

৮০শ সূঃ। পক্ষাঘাত আরোগ্য করে সর্পকে এই সূক্তে স্তব করা হইয়াছে।

৮৩শ সূঃ। এই সূক্তে "অপচী" ("গণ্ডমালা"—কেশব ও সায়ন) রোগের আরোগ্যের জন্য মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। (২৫শ সূক্ত দেখুন)

৮৫শ সূঃ। এই সূক্তে যক্ষ্মারোগ নিবারণের ভরণ বৃক্ষের (ভরণী—Luffa Fœtida * or Caratoeva roxburghii †) মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিক সূত্রে (২৬-৩৩-৩৭) বন্ধন প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* Monier William's Sanskrit—English Dictionary.

† Bloomfield.

৯০শ সূঃ। এই সূক্তে—"শূলরোগ" (Colic) নিবারণকল্পে মন্ত্র আছে। এই সূক্তে কোনও ভেষজের নাম উল্লেখ নাই, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা এই রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া বোধ হয়।

৯১শ সূঃ। জলমিশ্রিত যব (Barley—যব) সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য বলিয়া এই সূক্তে লিখিত হইয়াছে।

৯৫ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০২ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০৯ সূঃ। ক্ষত রোগের চিকিৎসায় পিপ্পলীর (pepper corn) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।

১১১ শ সূঃ। উন্মাদ রোগের মন্ত্র।

১১৬ শ সূঃ। তক্ষণ—১কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১২৭ শ সূঃ। এই সূক্তে চীপুদ্রু বৃক্ষকে সকল রোগের প্রশমক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৩৬ ও ১৩৭শ সূঃ। এই দুই সূক্তে—কেশবৃদ্ধির জন্য নিতত্নী নামক লতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। ২১ সূক্ত দেখুন।

সপ্তম কাণ্ড

৫৬ শ সূঃ। সর্প বিষের মন্ত্র—৫ম কাণ্ড ১৩ সূক্ত।

৭৪ শ ও ৭৬ শ সূঃ। এই দুই সূক্তে জায়ান্য নামক অর্ব্বুদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে।

৮৩ শ সূঃ। শোথ রোগের মন্ত্র।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড

৩৪ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন।

ঊনবিংশ কাণ্ড

৩৫ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন।

৩৮ শ সূঃ। এই সূক্তে গুগ্গুলুর (Bdellium) মিষ্ট গন্ধের রোগনাশক ক্ষমতার বর্ণনা আছে।

৩৯ শ সূঃ। কুষ্ঠ বৃক্ষের আরাধনা করিবার মন্ত্র। এখানে কুষ্ঠ বৃক্ষকে সকল প্রকার রোগ (যথা জ্বর, কাসরোগ ইত্যাদি) আরোগ্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

উপরে উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে অতি প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বেশ বিশদ আভাস পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে যে সকল রোগের চিকিৎসা বা যে সকল ভেষজের

রোগনাশক ক্ষমতা মন্ত্রাকারে সূচিত হইয়াছে,—সেই সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধে কৌশিক সূত্রে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বারান্তরে কৌশিকসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অথর্ববেদে নিম্নলিখিত রোগ সকলের চিকিৎসার উল্লেখ আছে।

কোষ্ঠবদ্ধ	ক্রিমি—(গো-ক্রিমি, শিশু-ক্রিমি)
প্রস্রাববদ্ধ	নষ্ট-বীর্য্য
পাণ্ডু (কামলা)	বিষ
তক্মণ (জ্বর)	সর্প বিষ
কাশি	ক্ষত
পামণ (চুলকনা)	চক্ষু রোগ
বলাস (ক্ষয়রোগ)	কেশহীনতা
কুষ্ঠব্যাধি	শোথ
রক্তস্রাব	গণ্ডমালা (অপচী)
আস্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়)	শূল রোগ
বক্ষপীড়া	যক্ষ্মা
ক্ষেত্রিয় (Hareditary diseases)	উন্মাদ রোগ
পক্ষাঘাত	জায়ান্য (Tumor)

অথর্ববেদে নিম্নলিখিত ভেষজ ব্যবহার ও ধাতু প্রভৃতির [illegible] হইয়াছে।

কুষ্ঠ বৃক্ষ	শমী বৃক্ষ
রজনী (রজনী, হরিদ্রা)	পিপ্পলী
মুঞ্জঘাস	অশ্বত্থ বৃক্ষ
জঙ্গিড	অরুন্ধতী
দশ প্রকার বৃক্ষ	(জল সংযুক্ত—যব)
পৃশ্নিপর্ণী	পিপ্পল
পর্ণ বৃক্ষ (পলাশ)	গোমূত্র জল
অশ্বত্থ	গুগ গুলু
কপিত্থক	মুক্তা
মদন	স্বর্ণ
অরুন্ধতী (লাক্ষা)	সীসক
অপামার্গ	হরিণের শৃঙ্গ
নিতত্নী	অঞ্জন (সৌবীর)
	মধু

উপরি উল্লিখিত ভেষজ ভিন্ন অথর্ববেদে আরও অনেক বৃক্ষলতাদির উল্লেখ আছে। ইহার কোনটি স্ত্রী বা পুরুষের ভালবাসালাভের জন্য, শত্রুনাশ করিবার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অপর অনেকগুলির কেবল উল্লেখ আছে মাত্র।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য।

মা ভগবতী একদিন এক বাঙালী কবির হাতে পড়িয়া, বাঙালিনী সাজিয়া, এক বাঙালী পাটনীকে পরিচয় দিবার সময় বাঙালী কুল-মহিলার ভাবে বলিয়াছিলেন, "বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানোতো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী"। যে বিশেষণের এত গুণ, আমিও আজ সেই বিশেষণকেই "সবিশেষ কহিবারে" আসিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে বাঙ্গালা বিশেষণের কোন রহস্যই ধরা পড়ে না। কেন পড়ে না, তাহার জন্য আজ আপনাদিগকে অতীত-ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র কিংবদন্তী স্মরণ করিতে হইবে। কথাটি অতি পুরাতন, জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলের কথা, তাহাও আবার একটি নববিবাহিতা ক্ষুদ্র বাঙালিনী বালিকার কথা। অম্বর-পতি মহারাজ মানসিংহ তখন বাঙ্‌লার সুবাদার। যশোহরে প্রতাপাদিত্যের, বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের ধ্বংসসাধন করিয়া তিনি রাজ-মহালের গদিতে শান্ত হইয়া বসিয়াছেন। হিন্দু সুবাদার পরাজিত সামন্তরাজের রাজত্বের যেরূপ বন্দোবস্ত হিন্দুর দৃষ্টিতে করা উচিত, তাহাই করিয়াছেন, যশোহর-রাজবংশের সিংহাসনে কচুরায়কেই বসাইয়াছেন এবং বিক্রমপুরে চাঁদরায়ের রাজত্বের বন্দোবস্ত কেদার রায়ের পত্নীর সহিতই করিয়াছেন। এই সূত্রে অম্বরের মানসিংহ কায়স্থ কেদার রায়ের,—মাড়য়ারী মানসিংহ বাঙালী কেদার রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণও করিয়াছেন। এই সংযোগের কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই আমার মনে দুটা প্রশ্ন উঠে,—বিক্রমপুরের একটি বাঙালী রাজকুমারী মেড়কেরা দিয়া শাড়ী পরিয়া, হাতে শাঁখা, বালা, বাজুটি; কাণে ঢেঁড়ী, গলায় সাতনহর, সীঁথায় সিন্দুর, পায়ে মল পরিয়া, অন্তরের পর্দাই অবগুণ্ঠন টানিয়া, অম্বরের রাজ-প্রাসাদে আপনার জন্মভূমির বেশভূষায় আপনার স্বাতন্ত্র্য—আপনার বাঙালিত্ব বজায় রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, না, ওড়নী, আঙ্গিয়া, ঘাগরা, কাঁচুলীতে অঙ্গ ঢাকিয়া, হাতে কঙ্কণ, চুড়, কাণে বালি, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বেঁকী, নূপুর, কড়া, কোমরে জিঞ্জির, পিঠে ঝাঁপা, কপালে টীকা পরিয়া নিজের অনভ্যস্ত অথচ শ্বশুর-ভূমির দেশের মহিলাবর্গের নিত্য-ব্যবহার্য্য সাজপোষাকের মধ্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া, বাঙালী সধবার সর্ব্বস্বধন সীঁথার সিন্দুর ছাড়িয়া কপালের টিপ কাটিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? "পাইলাম" "খাইলাম" লইয়া স্বদেশের ভাষা বজায় রাখিয়াছে, না, "মাড়োয়ারী বুলি" ধরিয়া ঢাকার কথা চিরকালের মত ঢাকা দিয়াছে?—ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলিয়া না দিলেও আমরা বুঝিয়া লইতে পারি যে, বঙ্গীয় ললনা দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই মহিলার গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল কি না আর সে সন্তান কোনও দিন কোনও বয়সে মাতুলালয়ে "মামাভাত" খাইতে আসিয়াছিল কি না, তাহারও সন্ধান আমরা রাখি না।

মাড়বারী অন্তঃপুরে এই বাঙালিনী রাজ-কুমারীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ দেশচ্যুতি, কিন্তু আমাদের মা বঙ্গভাষা এদেশ ছাড়িয়া কোন দিন কোথাও যান নাই, অথচ আজ তাঁহার গায়ে যে সাজ-পোষাক দেখিতেছি, যে রত্নালঙ্কারের শোভায় তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের ঘরের—বাঙ্‌লার ধন নহে। জানি না, কবে কোন প্রভাবে পড়িয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দরাশি ধার করিয়া আমরা আমাদের ভাষা-জননীকে সাজাইয়াছিলাম! এই পরের অলঙ্কারে সাজাইবার পূর্ব্বে আমাদের ঘরে কিছু ছিল কি না, তাহার কিছু এখনও কোথাও পড়িয়া-থাকিয়া আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। রমণীর পিতৃদত্ত বস্তুতে যেমন মায়া হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের অনেকের ঘরেই প্রাচীনারা এখনও নিজের পেটিকা হইতে নিজের পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া পৌত্রবধূ, দৌহিত্র-বধূ, পৌত্রী, দৌহিত্রীদিগকে মহানন্দে দেখাইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করেন। কে বলিতে পারে, মানসিংহ-মহিষী কেদার-কুমারীর পেটিকায় বিবাহের চেলির শাড়ীখানি, ঢাকাই শাঁখা-জোড়াটি তাঁহার আজীবন তোলা ছিল না। তেমনি, আমাদের ভাষা-জননীকে আমরা সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, মৈথিলী, পারসী, আরবী, উর্দ্দু ও ইওরোপীয় নানা ভাষায় শব্দালঙ্কারে যতই সাজাই না কেন, কে বলিতে পারে, সেই সকল বাহিরের অলঙ্কারের নীচে এখনও মায়ের নিজের ঘরের গড়া গহনা রাশিকৃত পড়িয়া নাই? আর সাহিত্যিক মার্জ্জনার অভাবে সেগুলিকে গ্রাম্যতার মরিচা দিন-দিন আরও আবরিত করিয়া ফেলিতেছে না? কিছুদিন পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল, যখন সাহিত্য বলিতে কিছু ছিল না, কাব্যরসের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার না নিংড়াইলে চলিত না, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় সে দিকে এক বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে! প্রাচীনকালে বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষার গঠনে খাঁটি বাঙ্‌লার শব্দ কি পরিমাণ আছে, সে শব্দগুলি কি ধরণের শব্দ, তাহাদের সাহিত্যিক শক্তি কতটা, তাহা আমরা এখনও খুঁজিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এদিকেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় এ দিকেও দেশের লোকের অনুসন্ধান-ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে, প্রাদেশিক শব্দ ধন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, নাম-রহস্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে, ব্যাকরণের নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। চির-পরিচিত ব্যাপারগুলির মধ্যে, নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুগুলির মধ্যে যদি হঠাৎ একটা অচিন্তিত-পূর্ব্ব অজ্ঞাত-পূর্ব্ব রহস্য প্রকাশ পায়, তবে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

আমি যখন বাঙ্‌লা কৃৎ-তদ্ধিত সংগ্রহ করি, যখন বাঙ্‌লা নাম-রহস্য লিখি তখন একদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে-ছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে রামেন্দ্র বাবু দেখাইয়া দিলেন যে, বাঙ্‌লা বিশেষণ শব্দগুলির অধিকাংশই আকারান্ত শব্দ। সেই যে চক্ষু খুলিয়া গেল, আর তদবধি বাঙ্‌লা বিশেষণের মধ্যে আরও কত

প্রকার নূতন-নূতন রহস্য নিত্য-নিত্য দেখিতে লাগিলাম। তৎপূর্ব্বে নিজে দুই সন্ধ্যা এইরূপ শত-শত বিশেষণ শব্দ লইয়া লেখাপড়া করিতাম; কিন্তু সেদিন রামেন্দ্র বাবু যে ভাবে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, হায় হায়! আমি কি কাণা! এতদিন এই এত বড় ক্যাট্‌কেটে সত্যটা আমার চোখেই পড়ে নাই! ইহাতেই বলিতে হয়—"শুধু চোখ থাক্‌লে নয়, দেখ্‌তে জান্‌তে হয়।"

রামেন্দ্র বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া, তখনই বুঝিলাম, নাম-রহস্যের ন্যায় এই বিশেষণ-রহস্যটাও একদিন উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ-বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ পারিষদেরা পরিষদের আজন্ম-সঙ্কল্পিত বাঙ্‌লা-অভিধান-সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। এই বিশেষণ-সংক্রান্ত যদি কিছু রহস্য টানিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহাদের কাজে হয়ত সাহায্যও হইবে।

তারপর আমি বাঙ্‌লা বিশেষণ শব্দগুলি বাছাই করিয়া একটা তালিকা করি। তাহাদের শ্রেণীভেদ করিয়া সাজাইবার সময় দেখিলাম, বিশেষণ শব্দমাত্রই যে আকারান্ত, অন্য স্বরান্ত বিশেষণ নাই, আমাদের ভাষা-জননীর শব্দ-ভাণ্ডার বস্তুতঃই এত দরিদ্র নহে। তবে শ্রেণীভেদ করিবার সময় দেখিলাম, সামান্যতঃ যে কোন বিষয় একটু বিশেষিত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলেই অধিকাংশ স্থলেই তাহা আকারেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যদি দেহ গঠন-দ্বারা বিশেষিত হইতে চাহি, তাহা হইলে বলিব, আমরা "মোটা" হইয়াছি, আর 'রোগা' নহি। আমাদের মধ্যে "ঢেঙা" লোকও আছে আর "বেঁটে-খেটে" "খাটো", "ছোটো" লোকও আছে। শেষের কয়টি শব্দেই হুবহু কেবল আকারেই প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র "া"-কারে প্রকাশ পাইল না, তবে যদি কেহ "নাটা" লোক বা "গেঁড়া" লোক থাকেন, তাঁহার কোন আকারেই লুকাইবার উপায় থাকে না। আবার আমাদের হাত-পা 'খাটো' না হইয়া "লম্বা" হইতে পারে, নাক বাঁশীর মত "টীকল" না হইয়া "থ্যাবড়া" বা "চেপ্‌টা" হইতে পারে আর তাহাও কিন্তু বিবিধ আকারেই চেনা যায়। মোটের উপর গড়নটি যদি "গোল" হয় তবেই গোল বাধিবে, তাহা আকারে প্রকাশ পাইবে বটে; কিন্তু "া"-কারে ধরা পড়িবে না। ইহার একটু কারণও আছে, "া"-কার শেষের দিকে থাকে, কিন্তু "গোল" হইলে, তাহার দিক্‌-বিদিক্ ঠিক থাকে না, কাজেই শেষের দিক্ না পাইলে, তাহাতে "া"-কার দেওয়া যায় না; তবে তাহারও যে "া"-কার-গ্রহণের দিকে একটা ঝোঁক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, যখন আমরা গোলত্বকেও আর একটু বিশেষিত করিয়া প্রকাশ করিতে চাই, তখন আমরা বলিয়া থাকি, তাহার গড়নটি বেশ 'গোলগাল' এখানে সেই 'গোল',—'গাল' হইয়া দাঁড়াইল। আবার যদি আমাদের অঙ্গহানি ঘটে অর্থাৎ আমরা 'কাণা' হই, 'খোঁড়া' হই, 'খাঁদা' হই, 'বোঁচা' হই, 'নুলা' হই, 'কুঁজা' হই, 'ফোগলা' হই, যে কেহ তাহা দেখিবামাত্রই আকারে বুঝিবেন, কিন্তু যদি 'তোৎলা' হই, কি 'কালা' হই, তাহা হইলে, দৃষ্টিমাত্র আকারে বুঝিবেন না বটে, কিন্তু রাঢ়ের ভাষায় বলিতে গেলে, রা কাড়িলেই বুঝিবেন, তবে যদি

"া"-কারের দ্বারাই যদি বুঝিয়া লয়েন তবে আর রা কাড়িবারও অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমরা 'বুড়া' হই আর 'ছোঁড়াই' হই, তাহা আমাদের বিবিধ আকারেই আপনাদের বুঝিতে কোন কষ্টই হইবে না. কিন্তু যদি আমরা মাঝামাঝি জোয়ান (যুবন্) হই, তাহা হইলে বুঝিবেন, আমরা উহাদ্বারা আমাদের বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতেছি না, খানিকটা হিন্দী ঘেঁসিয়া পরিচয় দিতেছি। যদি বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতাম, তাহা হইলে, রাঢ়ের ভাষায় বলিতাম 'ছেমড়া' আর বঙ্গের ভাষায় বলিতাম 'চ্যাংরা'—অথবা এসকল স্বদেশী পরিচয় বাদ দিয়া যদি বলিয়া ফেলি—"সোমত্ত", তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, আমরা আমাদের অবস্থাটাকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া "সমর্থ" করিয়াছি, তাহার পর তাহাকে আবার বাঙ্‌লায় অনুবাদ—ঠিক অনুবাদ নহে—বাঙ্‌লা উচ্চারণে কিছু বদল করিয়া লইয়াছি। রাঢ় ও বঙ্গের মাঝখানে "ছোকরাটা" 'চ্যাংড়া' হয়, আর বিবিধ আকারেই ধরা পড়ে। তার পর আমরা যখন নিজের চেষ্টায় গোঁফদাড়ী ফেলিয়া, মাথায় চুল কামাইয়া 'নেড়া' মাথা হই, সেখানেও কোন আকারবিকার প্রকাশ হওয়া এড়াইতে পারি না; কিন্তু ভগবান্ যখন স্বভাবতঃ কেশহীন করিয়া ফেলেন বা গুম্ফহীন করিয়া পুরুষের পরুষ মুখে রমণী-কোমলতা আনিয়া দেন, তখন আমরা 'টেকো' হই, 'মাকুন্দে' হই, তখন আমরা আকারে ধরা দিলেও "া"-কারে বাঁধা পড়ি না। যাঁহারা এ সকল স্থলে [illegible] রাখিবার জন্য 'টেকুয়া' বা 'টাকুয়া' ও 'মাকুন্দিয়া' লিখিয়া বিশেষণগুলিকে "া"-কারের [illegible] দলের একবার-নামা লিখিয়া দেন, তাঁহারাও কিন্তু '[illegible]' অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষায় কেহই "া"-কারের এই স্বত্ব স্বীকার করেন না—না রাঢ়েও নয়, বঙ্গেও নয়।

তাদের ঘরে না দিয়া যদি আমাদের স্বভাব-চরিত্রকে বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে "া"-কারের শরণ লইতে হয়, আকারে যেখানে বড় একটা সুবিধা করিয়া দেয় না, তবে নাকি সেকালের টুলো-পণ্ডিত মহাশয়রা মনুষ্যের আলোচনায় একটা নিয়ম বাহির করিয়া গিয়াছেন, "আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" তা' সে নিয়মটাও যে এখানে একেবারে খাটে না এমন নহে। এই দেখুন, আমরা যখন তাদের ভাবে একেবারে 'সাদা' 'সিধা' 'বোকা' মানুষটি হইয়া থাকি, 'কিছুই মারপ্যাঁচ বুঝি না', 'উলটা' কিছু বুঝিতে চাহি না, কেহ জোর করিয়া কিছু বুঝাইতে আসিলে আমরা 'ক্ষ্যাপা' বনিয়া যাই, তখন আমাদের আকারে তো ধরা পড়িতেই হয়, "া"-কারেও যে একেবারে কিছু ফুটিয়া পড়ে না, তাহা নহে। আবার আমরা যখন 'হাবা' 'গোবা' লোক দেখি, 'ডাঁসা' ছেলের উপর চটিয়া যাই, যখন 'ভোঁদা' ও 'ভোঁসা' লোক দেখিয়া অকর্ম্মণ্য বুঝিয়া ফেলি, তখনও সেই আকার এবং "া"-কার উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক হয়। আমরা 'মোটাসোটা' গড়নের লোককে পছন্দ করি, কিন্তু 'রোগা' লোককে ঘৃণা না করিলেও ভাল যে বাসি না, সেটা ঠিক আর ইহাও যে তাহাদের আকারের জন্যই হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্য সকল দিকেও যদি অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, দেখা যাইবে যে, বাঙ্‌লা বিশেষণগুলির অধিকাংশই

"া"-কারের হাত এড়াইয়া কথোপকথনের ভাষায় দেখা দিলেও সাহিত্যের মজ্‌লিসে প্রবেশ করিতে পায় না। নিম্নে আকারান্ত ও অন্য বহুবিধ বিশেষণের নানা রহস্য দেখাইয়া কয়েকটি তালিকা করিয়া দিলাম।

(১) আকারান্ত গুণবাচক বিশেষণ

নিম্নে বাঙ্‌লা বিশেষণ-শব্দের আকারান্ত শব্দগুলি সংগৃহীত হইল। ইহার মধ্যে গুণবাচক ও ভাববাচক শব্দই গৃহীত হইয়াছে। আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে বাঙ্‌লা শব্দগুলির বিভিন্নতা বড় নাই; সেই জন্য সেগুলিকে স্বতন্ত্র তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় লিঙ্গভেদে যে যে পদের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সেগুলি দেওয়া হইল। বিশেষ বিশেষ শব্দের কোন কোন বিশেষ্য উল্লেখ করিয়া দেওয়া গেল। সুবিধার্থ তালিকাটি অকারাদিক্রমে সাজাইয়া দিলাম।

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদে
অবা, প্রদেশভেদে "অবো"- উচ্চারণ হয়,	মূর্খ, অপদার্থ	
আওয়া	আবৃত, স্বল্পতাপালোক-বিশিষ্ট	
আক্রা (আক্কারা)	মহার্ঘ, দুর্মূল্য	
আগ্‌লা	অনাবৃত	
আচ্‌কা	হঠাৎ, অতর্কিত	
আমা	কাঁচা, অপক্ক, অসিদ্ধ	
আলগা	অবদ্ধ, মুক্ত	
আলা (উহার পচা "এই অর্থে এলা" এইরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়.	আলোকিত, উহার পচা,	
উচকা	নবা, অপক্ক, অবাধ্য	
উড়্‌যা (প্রদেশভেদে "ওড়্‌যা" উচ্চারণও হয়)	অপব্যয়কারী	
উতলা	উদ্বিগ্ন	
উল্‌টা (প্রাদেশিক উচ্চারণে "উল্‌টো" হয়)	বিপরীত।	
একলা	একত্র, মিশ্রিত	
কটা	রুক্ষ গৌরবর্ণ, নষ্ট-গাঢ়বর্ণ	
কড়া	কঠিন	
কষা	কৃপণ, কষায় স্বাদবিশিষ্ট	

শব্দ	অর্থ	স্ত্রীলিঙ্গে
কালা	বধির	
কাণা	একচক্ষুহীন, কীটদষ্ট	কাণী
কেঙ্‌লা	পেটুক, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাকারী	কেঙ্‌লী
কোঁকড়া	কুঞ্চিত, কুণ্ডলীকৃত,	
কোঁজা	কুব্জ, কটিভগ্ন	
কোঁচ্‌কা	কুঞ্চিত	
কোট্‌না	অসাক্ষাতে কুৎসাকারী, কুৎসিৎ প্রেমসহচর।	কুট্‌নী, কুট্টনী (সংস্কৃতে এই অর্থে 'কুট্টনী' শব্দ হয়; কিন্তু পুংলিঙ্গে তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই)
খর্ব্বা	অতিখর্ব্বিত, মাত্রাতিরিক্ত খর্ব্ব	
খাঁদা (প্রদেশভেদে 'খেঁদা' হয়)	ক্ষুদ্রনাসিক, নতনাসিক	খাঁদী (প্রদেশ ভেদে 'খেঁদী' হয়)
খাড়া	ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত বা অবস্থিত	
খাপা (খাপ্পাও হয়। পারসী খফা শব্দজ)	ক্রুদ্ধ, বিরক্ত	
খাঁটা	ন্যায়পর, সত্যনিষ্ঠ, সরল	
খেপা (খ্যাপা, ক্ষপা, ক্ষেপা, ইত্যাদি রূপও দেখা যায়)	পাগল, বুদ্ধিহীন, অস্থিরমতি	খেপী
খোঁড়া	খঞ্জ	খুঁড়ী
খোনা	অনুনাসিক-স্বরভাষী	(কেহ কেহ স্ত্রী-লিঙ্গে 'খুনি' শব্দও কল্পনা করেন)
খোলা	অবদ্ধ, অনাবৃত, অকপট	
গবা (সংস্কৃত গবী শব্দের সহিত এই শব্দটীর দূরসম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই শব্দেরই দ্বিরূপ "গবচন্দ্র" শব্দেরও বহু ব্যবহার দেখা যায়)	নির্ব্বোধ, মূর্খ, অপটুবুদ্ধি	
গেঁটা	বামন অথচ দৃঢ়কায়	
গেঁড়া	বামন, হ্রস্ব, বেঁটে	
গোঙা ("গোঙা" "গোঁগা" এই দ্বিবিধরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়)	অস্ফুটবাক্‌, জড়বাক্‌, মূক, বোকা, শক্তিহীন।	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
টাট্‌কা	সদ্যোজাত, অম্লান,	
টেরছা ('টেরছ' 'টেরচা' পদও হয়।)	তির্য্যক্, কোণাকোণী	
টেড়া ('তেড়া' রূপও হয়, হিন্দী "টেঢ়া")	বক্র, হেলা,	
টেরা (এই শব্দটীও মূলতঃ 'টেড়া' শব্দ কিন্তু স্বতন্ত্র বানানে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।)	বক্রদৃষ্টি, বক্রনয়ন	
ঠেঁটা	প্রগল্‌ভ্য, শ্লেষবাক্যপটু	ঠেঁটি (ধুতির অপ্রশস্ততা বুঝাইতে 'ঠেঁটি' শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়।)
ডব্‌কা	নবীন যুবক, কিশোর বালক	
ডাঁসা	পরিপুষ্ট অথচ অপক্ক, পাকিবার প্রাগ্‌ভাব	
ডেক্‌রা	শঠ, লম্পট, নির্ব্বোধ, দুষ্ট (গালিতে ব্যবহৃত)	
ডোক্‌লা ("ডোক্‌রা" পদও হয়। জাতিবাচক 'ডোগরা' শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কাশ্মীরান্তর্গত জম্বুদেশবাসী আর্য্যজাতীয়গণ আপনাদিগকে "ডোগ্‌রা" অর্থাৎ দ্বিগর্ত্তদেশবাসী বলেন।)	উদরম্ভরি, অসংযত, পানাহারে অমিতব্যয়ী	
ঢেম্‌না, ("ঢেমন" পদও হয়।)	লম্পট, প্রতারক	ঢেম্‌নী (কেবল উপপত্নী অর্থে ব্যবহৃত হয়)
ঢেঙ্গা	দীর্ঘকায়, লম্বা	
ঢেপ্‌সা	স্থূলকায় অথচ বলহীন	
ঢোস্‌না (ঢুস্‌নো পদও হয়)	প্রৌঢ়-লম্পট	
ঢোসা	স্থূলকায় অথচ দুর্ব্বল	
তল্‌তা	শূন্যগর্ভ, ফাঁপা	
তোৎলা	বাক্‌বদ্ধ	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
খুব্‌ড়া	অবিবাহিত, বয়স্ক	খুবড়ী
থেব্‌ড়া	চেপ্‌টা	
দরকচা	কতকাংশ পক্ক কতকাংশ অপক্ক	
ধলা	শ্বেত	
নয়া (নওয়া রূপও হয়)	নূতন	
নেজা, নেটা ("নেঙা" পদও হয়)	বামহস্তে কার্য্যকারী	
নেওলা	নিম্ন (কেবল জমীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।)	
নেকা	অজ্ঞতায় ভাণকারী	নেকী
নেড়া	মুণ্ডিত-মস্তক	নেড়ী
নেঙ্‌চা	অল্প খঞ্জ	
নেঙ্‌টা	উলঙ্গ	নেঙ্‌টী ('উলঙ্গিনী' অর্থ ব্যতীত ইন্দুর-জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পশুকে 'নেঙ্‌টী' বলে। বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে এই শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র কৌপীন বা অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড বুঝায়।)
নোঙ্‌রা	অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন	
নোনা, লোণা	লবণাক্ত	
পল্‌কা	ভঙ্গপ্রবণ, অদৃঢ়	
পাকা	পক্ক, দৃঢ়, নিশ্চিত, ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত	
পান্‌তা	পর্য্যুষিত, জলসিক্ত বাসি (ভাত)	
ফরলা	প্রশস্ত অথচ অনাবৃত	
ফর্‌দা	প্রশস্ত	
ফর্‌সা	পরিষ্কৃত,	
ফস্‌কা	অদৃঢ়, আল্‌গা	
ফাঁকা	শূন্য, অনাবৃত, বিরল	
ফেন্‌সা	ফেণযুক্ত, অন্নমণ্ডযুক্ত	
ফোঁপ্‌রা	শূন্যগর্ভ	
বল্‌কা	অল্প জ্বাল দেওয়া	
বাউরা	বাতুল	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ

বাঙ্গালায় উহার স্ত্রীলিঙ্গে "মাগী" শব্দের প্রয়োগ হয়; কিন্তু "মাগী' শব্দের খাটী বাঙ্‌লা পুংশব্দ "মিন্‌সে"। 'মদ্দ' অর্থে যখন বলবান্ বুঝায়, তখন তাহার স্ত্রীলিঙ্গে "মদ্দানী' পদ হয়।]

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
মাতোয়ারা	উন্মত্ত, বিভোর	
মাদা, মাদা	ধীর, স্ত্রীপ্রকৃতিক	
মিঠা	মিষ্ট	
মেড়ুয়া (মেড়ুয়াবাদী)	হিন্দুস্থানী, বর্ব্বর	মেড়ুয়াবাদিনী

(চলিত কথায় কেহ কেহ "মেড়ো"ও বলে। "মেড়ুয়া" বা "মাড়ুয়া" তৃণজাতীয় একপ্রকার শস্য। উহাই যাহাদের প্রধান আহার অর্থাৎ [illegible], তাহারাই "মেড়ুয়াবাদী", এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন। তাহা হইতে 'বর্ব্বর' (অসভ্য) অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং সামান্য নিম্নশ্রেণীর নির্ব্বোধ অসভ্য লোক বুঝাইতে এই বিশেষণও ব্যবহৃত হয়।)

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
মোটা	স্থূল	
রাঙা	রক্তবর্ণ	রাঙী
[illegible]	শুষ্কপ্রায়, অর্দ্ধপক্ব বা পীতাভাবিশিষ্ট	
রাঁড়া	ফলপুষ্পহীন, গর্ভধারণে বা উৎপাদনে অক্ষম	রাঁড়ী

(পুং শব্দ 'রাঁড়া' কেবল বৃক্ষাদির বিশেষণরূপে প্রাগুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ 'রাঁড়ী' শব্দে কেবল বিধবা স্ত্রীলোক বুঝায়। এই শব্দের একটু বিকৃত পুংআকার রূপ 'রাঁড়' শব্দে সাধারণতঃ 'বেশ্যা' ও বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলে 'বিধবা' অর্থ প্রকাশ করে; যথা,—রাঁড়ের বাড়ী ও রাঁড় হইয়াছে।)

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
রোখা	সাহসী, তেজস্বী, ক্রোধী	
রোগা	শীর্ণকায়, রুগ্ন, দুর্ব্বল	
লম্বা	দীর্ঘ	
লাঙ্‌লা	হলবাহী	
লুঠেরা ('লুঠেড়া' পদও হয়)	লুণ্ঠনকারী	
লেঙ্‌টা	বস্ত্রত্যাগী, বস্ত্রহীন	
লোচ্চা	লম্পট	
লোণা	লবণাক্ত, লবণস্বাদবিশিষ্ট	
ষণ্ডা	বলবান, দৃঢ়কায়	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
সয়া	ব্যবহৃত	
সাঁড়া	দীর্ঘ, সরল, ফলপুষ্পহীন	
সাদা	শ্বেত	
সাপ্‌টা	আবাছা	
সায়া	ঝাড়াবাছা (ধান্যের অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।)	
সালিয়ানা	বাৎসরিক	
সিধা	সরল, সোজা	
সেয়ানা	চতুর, বয়স্ক, যৌবনপ্রাপ্ত	
সোজা	সরল, সহজ, সিধা	
সেঁতা	সজল, সরস	
হাবা	বোকা, বোবা, নির্ব্বোধ	হাবী
হাল্‌কা	অল্পভার	
হাঁদা	জড়বুদ্ধি	হাঁদী
হেজ্‌লা	ভিক্ষাপ্রিয়, পুনঃপুনঃ প্রার্থনাকারী	হেজ্‌লী
হোঁৎকা	কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক অপরিণামদর্শী	

উপরের লিখিত শব্দগুলির মধ্যে যেগুলির প্রথমবর্ণে "ে"-কার যুক্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই উচ্চারণ পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ় ব্যতীত অপরত্র য-ফলায় আকার যুক্তবর্ণের ন্যায়; যথা—কেজ্জা—ক্যাঙ্লা, কেবল—ক্যাবল, খেপা—খ্যাপা, গেঁটা—গ্যাঁটা, গেঁড়া—গ্যাঁড়া, চেঙ্‌ড়া—চ্যাঙ্‌ড়া, চেপ্‌টা—চ্যাপ্‌টা, ছেঁচ্‌ড়া—ছ্যাঁচ্‌ড়া, টেরছা—ট্যারছা, টেড়া—ট্যাড়া, টেরা—ট্যারা, ঠেঁটা—ঠ্যাঁটা, ডেকরা—ড্যাক্‌রা, ঢেমন—ঢ্যামনা, ঢেঙা—ঢ্যাঙা,—নেঙা ন্যাঙা, নেটা—ন্যাটা, নেওলা—ন্যাওলা, নেকা—ন্যাকা, নেড়া—ন্যাড়া, নেঙ্‌চা—ন্যাঙ্‌চা, নেঙ্‌টা—ন্যাঙ্‌টা, ফেনলা—ফ্যানলা, ভেলসা—ভ্যাল্‌সা, লেঙ্‌টা—ল্যাঙ্‌টা, সেয়ানা—স্যায়না, সেঁতা—স্যাঁতা এবং হেজ্‌লা—হ্যাঙ্‌লারূপে উচ্চারিত হয়। এ গুলিও প্রাদেশিক উচ্চারণ, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হইলে, ঐ সকল পদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত পদের প্রয়োগ হয়, তাহাদের আদিবর্ণে যুক্ত এ-কারের অধিকৃত উচ্চারণের বিষয় অর্থাৎ কেঙ্‌লী, খেপী, ঠেঁটী, ঢেম্‌নী, হেঙ্‌লী ইত্যাদি পদের এ-কারের উচ্চারণের বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কেজ্‌লা কোজা চেঙ্‌ড়া, ঢেঙা, নেঙা, নেঙ্‌চা, নেঙ্‌টা, বাঙা, রাঙ্গড়া, লাঙ্‌লা, লেঙ্‌টা, হেজ্‌লা, প্রভৃতি শব্দের ঙ-গুলির উচ্চারণ অধিকাংশস্থানেই ঙ্ ব ন্যায় হয়। ইহাদেরও কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা

স্থির করিতে হইলে, ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গের পদগুলির উচ্চারণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এই সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোথাও অ-র পূর্ণ উচ্চারণ হয় না, ও-র উচ্চারণই হয়।*

(২) আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙ্‌লা ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলির শেষে া-কার যোগ করিলে, ক্রিয়াবাচক বহু আকারান্ত বিশেষণ পদের উৎপত্তি হয়। ইহার অধিকাংশ পদই আবার অবিকৃত ভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এইরূপ পদসকলের বিশেষণার্থ ও বিশেষ্যার্থ সহ তালিকা সংগৃহীত হইল। যে সকল ক্রিয়ামূলে া-কার যোগে ক্রিয়াবিশেষণ পদ হয় না, সে সকল ক্রিয়ামূলের ক্রিয়া-বিশেষণাদি পদ লেখা হইল না।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
আঁওটা	আবর্ত্তিত	
আঁকা	অঙ্কিত, আলে ঈষৎ দগ্ধ	অঙ্কন।
আঁচা	অনুমিত	অনুমান।
আঁটা	দৃঢ়, বদ্ধ	দৃঢ়ীকরণ, বদ্ধকরণ।
আনা	আনীত	আনয়ন।
আম্লা	ঈষৎ অম্লযুক্ত	
আলা (এলা)	ঈষৎ পর্য্যুসিত	
উড়া	উড্ডীয়মান	উড়ন, উড্ডয়ন।
এড়া	পরিত্যক্ত	
এলা	আলগা, বিশৃঙ্খল, অবদ্ধ	
কসা	দৃঢ়ীকৃত, কৃপণ	দৃঢ়ীকরণ।
কষা	কষিত, পরীক্ষিত,	পরীক্ষাকরণ।
করা	কৃত	করণ।
কাচা	ধৌত	ধৌতকরণ।
কাটা	কর্ত্তিত	কর্ত্তন।
কাড়া	নিষ্ঠুরীকৃত, বলপূর্ব্বক গৃহীত,	নিষ্ঠুর করণ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ
কেনা	ক্রীত	ক্রয়।
কুটা	কুট্টিত	কুট্টন।
কুঁদা	অস্ত্রসাহায্যে বিশিষ্ট আকৃতি কৃত	ঐরূপ আকৃতি দান।

* ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এইরূপ আকারান্ত বিশেষণ শব্দ আরও সংগ্রহ করিয়া পত্রিকায় পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।—লেখক

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
পাকা	পক্ক, দৃঢ়, ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত,	পক্ক হওয়া।
পাওয়া	প্রাপ্ত (এই "পাওয়া" পদের ন্যায় যে সকল পদের অন্তে "ওয়া" শব্দ দেখা যায়, সেগুলি অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ প্রকাশার্থ কল্পিত, যথা পাওয়া—পাবা, যেমন পাবামাত্র বা পাইবামাত্র, ঐরূপ দেওয়া—দিবা, লওয়া—লবা বা লইবা ইত্যাদি। এইগুলির সঙ্গে আবার দেখামাত্র—দেখিবামাত্র, শুনামাত্র—শুনিবামাত্র, ধরামাত্র—ধরিবামাত্র, দৌড়ামাত্র দৌড়িবামাত্র ইত্যাদি পদগুলির প্রাদেশিক প্রয়োগ বহুস্থ তুলনা করা আবশ্যক।)	প্রাপ্ত হওয়া।
পাড়া	পাতিত	পাতিত করা, নিপাতন।
পাতা	স্থাপিত	বিস্তারণ।
পেঁচা	বিক্ষিপ্তাঙ্গ	অঙ্গ বিক্ষেপ করা।
পেটা	প্রহৃত, আঘাত দ্বারা দৃঢ়,	প্রহার।
পেষা	পিষ্ট	পেষণ।
পোঁছা	মুছা, মার্জিত	মার্জন।
পোড়া	দগ্ধ	দহন।
পোতা	প্রোথিত	প্রোথিতকরণ।
পোরা	পূর্ণ	পূরণ।
পোষা	পালিত	পালন।
ফলা	ফলযুক্ত	ফলন।
ফাটা	ছিন্ন, বিযুক্ত	বিযুক্ত হওন।
ফাড়া	কর্তিত, ছিন্নকৃত	ছিন্নকরণ।
ফাঁপা	শূন্যগর্ভ	
ফাঁসা	ফাটা, নিষ্ফল হওয়া	
ফেলা	নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত	নিক্ষেপ, পরিত্যাগ।
ফুটা	প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটন।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
ফুঁড়া	বিদ্ধ	বিদ্ধ হওয়া।
	ছিদ্রকৃত	ছিদ্রকরণ।
ফুলা	শোথযুক্ত, ফাঁপা	
বলা	কথিত	কথন।
বসা	জমাট,	
	উপবিষ্ট	উপবেশন।
বাঁকা	বক্র	
বাছা	স্বতন্ত্রীকৃত	
বাড়া	বর্দ্ধিত,	বর্দ্ধন।
	বিভক্ত (যেমন ভাত বাড়া)	
বাঁধা	বদ্ধ	বন্ধন।
বাঁটা	বণ্টনীকৃত	বণ্টন।
বিঁধা	বিদ্ধ	বিদ্ধকরণ।
বুজা	রুদ্ধ	
বুড়া	মগ্ন	মজ্জন।
বুনা	উপ্ত,	বপন কার্য্য,
	বয়ন কৃত	বয়ন করা।
ভরা	পরিপূর্ণ	পূর্ণকরণ।
ভাঙ্গা	ভগ্ন	ভগ্ন করা।
ভাজা	ভর্জ্জিত	ভর্জ্জিত করা।
ভানা	নিস্তুষ	নিস্তুষ করা।
ভাসা	ভাসমান	ভাসন।
ভিজা	আর্দ্র, সিক্ত	সিক্ত করা।
ভুলা	[illegible]	
মজা	[illegible]	
মরা	মৃত	
মলা	মর্দ্দিত	মর্দ্দন।
মাখা	মক্ষিত,	মক্ষণ,
	মর্দ্দিত	মর্দ্দন।
মাজা	মার্জ্জিত	মার্জ্জন।
মাড়া	পেষিত	পেষণ।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
মাপা	পরিমিত	পরিমাণ করা, ওজন করা।
মারা	প্রহৃত,	প্রহার,
	আঁটা	লাগান।
মিটা	নিষ্পত্তীকৃত, মীমাংসিত, সমাপ্ত	নিষ্পত্তি, সমাপন।
মুছা	মার্জ্জিত	মার্জ্জন।
মুড়া	মুণ্ডিত, শাখাপল্লবহীন, জলহীন (মাথন)	মুণ্ডন।
মুদা	মুদ্রিত, বদ্ধ, সঙ্কুচিত	
মোড়া	মণ্ডিত, আবৃত	আবৃতকরণ।
যাচা	পরীক্ষিত, সাধা	পরীক্ষা, প্রার্থনা।
রটা	প্রচারিত	
লিখা (লেখা)	লিখিত	লিখন।
লেপা	লেপিত	লেপন।
শড়া	শীর্ণ-প্রায়, পচা	
শিখা (শেখা)	শিক্ষিত	শিক্ষণ।
শুনা (শোনা)	শ্রুত	
সবা	[illegible]	
সাধা	অভ্যস্ত, অনুরুদ্ধ	
সেঁকা	তাপিত	তাপপ্রদান।
সেঁচা	সেঁচিত, সিঞ্চিত	সিঞ্চন।
[illegible]	[illegible] নত	[illegible] মান।
হাঁটা	পদব্রজে গমনোপযুক্ত	পদব্রজে গমন।
হেলা	বক্র	ঘৃণা।
ক্ষয়	ক্ষয়প্রাপ্ত	

পূর্ব-তালিকার উদাহরণগুলির ন্যায় এই তালিকায় আরও অনেক পদ অনুসন্ধান করিয়া সংযোগ করা যাইতে পারে। এই তালিকা-সংগ্রহে একটু সাবধানতা আবশ্যক। যে সকল ক্রিয়ামূল বা বাঙ্গলা ধাতুতে "া"-কার যোগ করিলে, কেবল বিশেষণার্থ বা বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থই প্রকাশ পায়, সেইগুলিই এই তালিকায় গৃহীত হইয়াছে। যে বাঙ্গলা ধাতুগুলিতে "া"-কার যোগ করিলে কেবল বিশেষ্যার্থ প্রকাশ পায়, সেগুলি ধরা হয় নাই।

এই তালিকার পদ-সংগ্রহে আর একটি বিপদ আছে। বাঙ্গলা ধাতুর যে গুলির আদিতে বিশুদ্ধ "ই" বা 'উ' অথবা তদ্যুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদের উচ্চারণ লেখা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ ব্যাপার। যথা, চিনা, বিধা, লিখা, শিখা, উড়া, ছুটা, বুনা,

খুঁড়া, খুলা, চুঁয়া, ডুবা, তুলা, ছুরা, ধুনা, ধুয়া, পুছা, পুড়া, পুতা, পুয়া, পুরা, ফুটা, ফুঁড়া, ফুলা, বুজা, বুঝা, বুনা, ভুলা, মুছা, মুদা, শুনা,—ইত্যাদি পদের উচ্চারণ সাধারণতঃ কলিকাতা-অঞ্চলে যথাক্রমে ই-কারযুক্ত ধাতুগুলি এ-কারযুক্ত হইয়া ও উ-কারযুক্ত ধাতুগুলি ও-কারযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। সাহিত্যে সেইরূপ উচ্চারণগত পদেরই ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যথা—চেনা লোক—("চিনা" লোক কেহ লেখে না); কিন্তু ক্রিয়ার অন্যান্য পদে ই-কারই থাকে আর তাহাই সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় যথা,—চিনিতে, চিনিয়া, চিনিলাম ইত্যাদি। এইরূপ, বেঁধা, লেখা, শেখা ইত্যাদি। উড়া—ওড়া পাখী, কুটা—কোটা তরকারী, কুঁদা—কোঁদা পায়া, খুঁড়া—খোঁড়া গর্ত্ত, খুলা খোলা চাপরাস, চুঁয়া—চোঁয়া মুড়ি, ডুবা—ডোবা নৌকা, তুলা—তোলা জল ইত্যাদি; কিন্তু এই বিকৃত উচ্চারণও মধ্যরাঢ়ের প্রথা, পশ্চিমরাঢ় বা পূর্ব্ববঙ্গে নাই, সুতরাং আমার মতে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ-অনুসারে এগুলির বানান পরিশুদ্ধ করা উচিত। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসরণ করিলে, কতকগুলি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধাতুর চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া আবশ্যক হইবে। কতকগুলিতে তাহা নির্ব্বিবাদে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ সাহিত্যে তাহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই; যথা;—"গাছ পুতিতে হইলে"—ইহাই শুদ্ধ প্রয়োগ, "গাছ পুঁতিতে হইলে"—অধিকাংশ ব্যক্তি লেখেন না। আজকাল কেহ চন্দ্রবিন্দু দিয়া লিখিলেও অধিকাংশ লোকে তাহা সাহিত্যিক শুদ্ধ-প্রয়োগ বলিয়া ধরিতে প্রস্তুত নহেন। "হাঁসি" অনেকে ভালবাসেন, কিন্তু কেহ লেখেন না,—লিখিতে হইলে "হাসি" লেখেন, তবে দুই একটা গান বা কবিতার প্রয়োগের কথা স্বতন্ত্র।

এই শ্রেণীতে এমন কতকগুলি ধাতুজ পদ আছে, তাহাদের বিকৃত উচ্চারণই প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা আবশ্যক কি না, তাহা ভাবিবার কথা; যথা,—কেনা, ঘেরা, চেরা, ছেঁড়া, ছেলা, জেতা, পেঁজা, পেটা, খোলা, ঘোঁটা, জোতা, ইত্যাদি;—ইহাদের প্রয়োগের উদাহরণ; যথা,—কেনা গোলাম, ঘেরা বাড়ী, চেরা বাঁশ, ছেঁড়া কাপড়, ছিলা বাখারি, জেতা মোকদ্দমা, পেঁজা তুলা, পেটা লোহা, খোলা মাঠ, ঘোটা সিদ্ধি, জোড়া বাড়ী, জোতা গরু ইত্যাদি। এই গুলিতে ধাতুর মূলরূপ বজায় রাখিয়া 'কিনা গোলাম' 'ছিঁড়া কাপড়'; 'খুলা মাঠ'; 'জুতা গরু' ইত্যাদি পদ কেহ লেখেন না।—এইরূপ উদাহরণ আরও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

এই শ্রেণীর কতকগুলি পদ আবার এমন আছে যে, সেগুলির প্রত্যেকটি কেবল একটি বিশেষ শব্দের কোন একটি বিশেষার্থ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই বিশেষার্থ প্রকাশের জন্য সেই শব্দ সেই বিশেষ শব্দটী ব্যতীত অপর কোনও শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় না, যথা;—'আওটা দুধ বা ক্ষীর' হয়, কিন্তু 'আওটা জল' বা 'আওটা তৈল' বলা যায় না। এইরূপ 'পেঁজা তুলা' 'ধরা গলা' ইত্যাদি।

৩। নঞর্থ আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙ্গলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের আদিতে 'অ' এবং 'আ' উপসর্গ যোগ হইলে, তাহাদের নঞর্থ

প্রকাশ করে। সকল বাঙ্গলা ধাতুরই পূর্ব্বে 'অ' বা 'আ' যোগ হয় না। কতকগুলি ধাতুতে অ এবং কতকগুলি ধাতুতে আ যোগ হয়। যে সকল ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পূর্ব্বে অ যোগ হয়, সেগুলির সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে যে কয়টি হইতে আকারান্ত বিশেষণ পদ হয়, তাহাদের সংখ্যা আরও অল্প ; যথা,—অচেনা (অপরিচিত), অজানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত), অকলা (অজ্ঞাত কল), অবলা (অ-কথিত, অনমুজ্ঞাত), অসাধা—(অনমুরুদ্ধ) ইত্যাদি। ইহার পূর্ব্বের তালিকায় (দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রিয়ামূলজ বিশেষণ তালিকায়) যে আকারান্ত বিশেষণ গুলির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পদের নঞর্থ প্রকাশার্থ অ বা আ যোগ করিয়া লইলে এই শ্রেণীর বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কেবল স্বরাদি ধাতুর উত্তর নঞর্থ প্রকাশের জন্ত অ বা আ যোগ হয় না ; যথা,—অ-আঁকা বা আ-আঁকা পদ হয় না।

৪। কৃত-আকারান্ত বিশেষণ শব্দ

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আকারান্ত বিশেষণ আছে, সেগুলির সাহিত্যিক রূপ আকারান্ত ; কিন্তু কথিত ভাষায় দেশভেদে তাহাদের বিভিন্ন স্বরান্ত পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ শব্দে তৎভব তৎসম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে 'ইয়া' ও 'উয়া' যোগ করিয়া এইরূপ বিশেষণ পদ প্রস্তুত করা হয়। কতকগুলির আবার স্ত্রীত্বপ্রয়োগেও অন্তরূপ হয়। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ সংগৃহীত হইল,—

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
আড়িয়া, আঁড়ুয়া, এঁড়িয়া	এঁড়ে	
আঁতুড়িয়া	আঁতুড়ে	
আদাড়িয়া	আদাড়ে	
আদরিয়া, আদুরিয়া	আদুরে	
আঁধুয়া	এঁদো	
আলসিয়া	আলসে	
উচা	উঁচু	
উটকা	উটকো	
উলটা	উলটো	
এড়াটিয়া	এড়াটে	
এলুয়া	এলো	

[আজকাল 'এলো' পদই সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, এলুয়া পদের প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই এলো পদের সঙ্গে অন্ত শব্দ যুক্ত হইলে এলুয়া পদ হয় না ; যথা, এলোমেলো, এলোধাবাড়ী, এলোপাথারী ইত্যাদি। এলোমেলো পদের আবার সাহিত্যিক রূপ

সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ

আর এক প্রকার আছে; যথা আলুথালু। আলা (আলাগন্ধ যুক্ত বা আলোকিত) এবং এলা (এলায়িত) মূলতঃ এক ধাতু হওয়াই সম্ভব।]

কইলা — কইলে (এটি স্ত্রীলিঙ্গপদ)

[এই পদটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কপিলা' শব্দজাত। স্ত্রী-গোবৎস বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা অন্য কোন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ একমাত্র শব্দের একমাত্র অর্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ পদের ব্যবহার দেখা যায়।]

কট্‌কটিয়া — কট্‌কটে

সমস্ত পৌনঃপুনিক ধাতুজ পদগুলি এইরূপ হয়

কটাসিয়া — কটাসে

কড়িয়া — কড়ে [কড়া শব্দে কষ্ম বুঝাইলে, তাহার 'কড়ে' রূপ হয়, যথা 'ধাতটে বড় কড়ে গিয়েছে' অর্থাৎ ধাতুটা বড় কষ্ম হইয়াছে। কড়া অর্থে কৃপণ বুঝাইলে কড়ে পদ হয় না। 'কড়ে রাঁড়ী' পদে কড়ে অর্থে কলি অর্থাৎ কলিকাবস্থায় (মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই) যে বিধবা হইয়াছে, অতএব কড়ে অর্থে অল্পবয়স্কা, অপুষ্পিতা হয়, পুষ্পকলিকা অর্থে কড়ে পদ কোন কোন জেলায় চলিত আছে।]

কন্দলিয়া — কন্দুলে

কবুটিয়া — কবুটে, ক'টে

কাঠুরিয়া — কাঠুরে — কাঠুরেনী।

কাদাটিয়া — কাদাটে

কাঁদনিয়া — কাঁদুনে — কাঁদুনী।

কালা (বর্ণে) — কালো

(কর্ণে কালা হইলে কালো হয় না)

কুড়িয়া — কুড়ে

এ অর্থে এই শব্দটি সংস্কৃত 'কুষ্ঠ' শব্দজাত। কুষ্ঠগ্রস্তেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা হইতে 'কুড়ে' অর্থে 'অলস' হইয়াছে। 'কুড়' অর্থে 'কুঠ, কুষ্ঠ' ইহাও প্রদেশবিশেষে চলিত আছে।

কোন্দলিয়া — কুঁদুলে — কুঁদুলী।

খড়ুয়া — খোড়া

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
খাওয়াইয়া	খাইয়ে	
	(এই 'খাইয়ে' পদের ন্যায় বলিয়ে, কহিয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে, বুঝিয়ে, পড়িয়ে, লিখিয়ে, লড়িয়ে প্রভৃতি পদগুলি মূলতঃ বিশেষণ পদ ; কিন্তু প্রায়ই বিশেষ্যবৎ একক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক আকারান্ত রূপগুলির আর দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, কতকগুলি ধাতুর সেরূপ রূপও নাই।)	
খাওনিয়া	খাউনে	খাউনী।
খেলুড়িয়া (সঙ্গী-অর্থে)	খেলুড়ে	খেলুড়ী।

"খেলুড়ে" ও স্ত্রীলিঙ্গে 'খেলুড়ী' পদও স্থানান্তরে শুনা যায়।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
খেলুয়া	খেলো	
গড়ানিয়া	গড়ানে	
গতরিয়া	গতুরে	গতুরী।
গরিয়া	গেরে	
গাছুয়া	গেছো	
গাতুয়া, গেঁতুয়া	গেঁতো	

[এই পদের অর্থ 'অলস' অর্থাৎ যে গা নাড়িতে চাহে না। গা, গাত্র, তুয়া ইহার অর্থ যে কি, তাহা জানি না।]

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
গুড়া	গুঁড়ো	
গুমসা	গুমসো	
গুমা	গুমো	
গোমড়া	গুমড়ো	
ঘরুয়া, ঘরোয়া	ঘোরো	
ঘাউয়া	ঘেয়ো	
ঘাটিয়া	ঘেটে	
ঘাসুয়া	ঘেসো	
ঘাসুড়িয়া, ঘেসুড়িয়া, ঘেসেড়া	ঘাসুড়ে, ঘেসুড়ে	ঘেসেড়ানী।
চড়্‌কা	চোড়্‌কো	
চাষাড়িয়া	চাষাড়ে	
	(মূলতঃ এইরূপ 'ড়ে'-ভাগান্ত পদগুলির অনেকগুলি চাষাটে, গোমটা, ইত্যাদি 'টে' ও 'টা' প্রত্যয়ান্ত পদ ছিল।	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ

সেক্ষেত্রে 'টে' ও 'টা' 'ড়ে' হইয়া গিয়াছে। এরূপ পদ আরও আছে যথা,—"মজাড়ে" "দাবাড়ে" "কাদাড়ে" ইত্যাদি। কোন কোন পদে "টে"-ভাগান্ত পদের অর্থ হইতে "ড়ে"-ভাগান্ত পদের অর্থের একটু বিকারও হইয়াছে, যেমন কাদাটে (সমল) আর কাদাড়ে (কর্দ্দমপ্রিয়, সর্ব্বদা কর্দ্দম লইয়া কার্য্য করে যে)।

চাম্‌সা	চাম্‌সে	
চিম্‌সা	চিম্‌সে	
চিম্‌ড়া	চিম্‌ড়ে	

(ইহাও "টে"-ভাগান্ত 'চিম্‌টে' পদের রূপান্তর। এখন ভাষায় এই রূপই বর্ত্তমান, "চিম্‌টে" পদের লোপ হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও "চিম্‌টিনী" পদ শুনা যায়। "চিম্‌সানি" ও "চিমসিনী" পদও চলিত আছে।)

চেটুয়া	চেটো (ইহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; অর্থ—নবযৌবনা)	
চোখা	চোখো	
চৌকা	চৌকো	
ছিচ্‌কা	ছিচ্‌কে	
হেচ্‌কা	হেচকে	
ছুট্‌কিয়া	ছুট্‌কো	
ছুট্‌লিয়া	ছুট্‌লে	
ছুয়াচিয়া	ছোয়াচে	
জঙ্গলিয়া	জঙ্গুলে (বনজাত অর্থে 'জঙ্গুলে' ও জঙ্গলবাসী অর্থে "জংলী" পদ ব্যবহৃত হয়।)	জংলী।
জটিয়া	জটে	
জোগাড়িয়া	জোগাড়ে	
জলুয়া	জোলো	
ঝাঁকুয়া	ঝেঁকো	
জালিয়া	জেলে	
ঝড়ুয়া	ঝোড়ো	
টকুয়া	টোকো	

জোলো, ঝোড়ো, টোকো প্রভৃতি পদে উপান্ত ওকারের আগম কেবল

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
	প্রাদেশিক উচ্চারণভেদে ঘটে, নতুবা জলো, বড়ো, টোকো হইলেই ঠিক হয়, কিন্তু সাহিত্যে বা ভাষায় তাহাদের বর্ত্তমানতা নাই।	
টাকুয়া	টেকো	
টুক্‌রা	টুক্‌রো	
টিকা	টিকে	
ঠেকা	ঠেকো	
ঠেঙাড়িয়া	ঠেঙাড়ে	
ঢিলা	ঢিলে	
চুস্‌না, চোস্‌না	চুস্‌নো	চুস্‌নী।
তিতা	তিতো	
থুব্‌ড়া	থুব্‌ড়ো	থুবড়ী।
দলুয়া	দোলো	
দামুয়া, দেমুয়া	দেমো	
দীঘলিয়া	দীঘ্‌লে	
ধুঁদিয়া	ধুঁদে	
দেউলিয়া	দেউলে	
ধাওড়িয়া, ধাউড়ে	ধাউড়ে	
ধাড়িয়া, ধেড়িয়া, ধাড়ি	ধেড়ে	ধাড়ী।
	('ধাড়ী' অর্থে প্রসূতি, তদর্থে পুংলিঙ্গে কোন শব্দ নাই, "ধেড়ে" বা ধাড়ি অর্থে প্রবীণবয়স্ক বুঝায়।)	
নাটুয়া,	নোটো (লম্পট)	

নৃত্যকারী বা বাজীকর অর্থে যে "নাটুয়া" শব্দ সাহিত্যে দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত "নট" শব্দজ। সে অর্থে নোটো বা নেটো শব্দ হয় না।

নাইয়া	নেয়ে (নাবিক)	
নাকুয়া	নেকো	
নুনিয়া, নুনিয়া, লবণিয়া	নুনে	
নুলা	নুলো	
নেওটা	নেওটো	

('নেওটো' বা আরও শুদ্ধ উচ্চারণে লিখিতে হইলে "ন্যাওটো" পদের অর্থ যাড়-অঞ্চলে 'অতিমাত্র অনুগত' বুঝায়। হিন্দী 'নিবট' বা 'নিওবাট' এবং প্রাচীন বাঙ্‌লাপদাবলীর 'নিপট' শব্দ বোধ হয় এই পদটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
নেড়া	নেড়ে	নেড়ী।

মুণ্ডিত অর্থে 'নেড়া' পদ হয়। 'নেড়ে' পদে মূল অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু জাতিভেদ ঘটিয়া যায়; নেড়ে অর্থে "মুণ্ডিতমস্তক বাঙালী মুসলমান" বুঝায় ইহা হইতে সামান্যতঃ মুসলমান মাত্রকেই "নেড়ে" বলা যায়। তদনুসারে মুণ্ডিত-মস্তক বৈষ্ণবেরাও সামান্যতঃ 'নেড়া' পদদ্বারা অভিহিত হয়। "নেড়ী" নেড়ার স্ত্রীত্ব-প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, "নেড়ের" নহে। দণ্ডি-সন্ন্যাসীরাও মুণ্ডিত-মস্তক কিন্তু "নেড়া" নামে অভিহিত হন না।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
পহিলা, পহেলা	পইলে	
পাকুয়া	পেঁকো	
পটুয়া	পোটো	
পাটুয়া	পেটো যথা,—পেটো দড়ি।	

(পাট হইতে প্রস্তুত এতদর্থে "পেটো" পদ হয় এবং বিকল্পে "বেটো" বা 'ব্রেটে' পদও হয়, পেটো ইলিস, পেটো কই ইত্যাদি স্থলে গর্ভিণী (ডিম-বিশিষ্টা) অর্থ প্রকাশ করে। এই অর্থে এই শব্দ মৎস্য ব্যতীত অপর কোন জন্তুর বিশেষণ হয় না।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
পানসা	পানসে	
পিছলা	পিছলে	
পুরা	পুরো	
পুচকিয়া, পুটকিয়া	পুচকে, পুটকে	
ফচকিয়া	ফচকে	
ফাঁসুড়িয়া	ফাঁসুড়ে	ফাঁসুড়েনী।
ফেকাসিয়া	ফেকাসে	
ফেগানিয়া	ফেগানে	ফেগানী।
ফুটা	ফুটো	
বনুয়া (এই পদ আর দেখা যায় না)	বুনো	
বাটিয়া	বেঁটে	

(বাটিয়া পদের সাক্ষাৎ আজকালকার সাহিত্যে হয় না, প্রাচীন সাহিত্যেও কচিৎ দেখা যায়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
বাড়িয়া	বেড়ে	
বুড়া	বুড়ো	বুড়ী।
বেগুনিয়া	বেগুনে	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
বাতুয়া	বেতো	
বাথানিয়া	বাথানে	

এই শব্দটি কেবল স্ত্রী-গবীর বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়; অর্থ—ঋতুমতী গাভী।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
বাসাড়িয়া	বাসাড়ে	
ভণ্ডলিয়া	ভণ্ডুলে	
ভাড়াটিয়া	ভাড়াটে	
ভাতুড়িয়া	ভেতুড়ে, ভাতুড়ে	
ভাননিয়া	ভানুনে	ভানুনী, ভাননী।
ভিজা	ভিজে	
ভুড়িয়া	ভুড়ো, ভুড়ে	
ভুতুড়িয়া	ভুতুড়ে	
ভেকা	ভেকো	
ভেড়ুয়া	ভেড়ো	
ভেপ্‌সা	ভেপ্‌সে	
ভোমা	ভেমো	

বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র শব্দ আছে, সেগুলির দুই চারিটির উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, এটি সেই দলের আর একটি শব্দ। কেবল গোপজাতির নিকৃষ্টতা প্রকাশার্থ এই শব্দটি প্রয়োগ হয়, যথা "ভেমো গোয়ালা"—শব্দটির পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম বর্ণস্থ আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া একার হয়, যথা—ভাসিয়া—ভেসে আর ওকার পরিবর্ত্তিত হইলে উকার হয় যথা, ভোলনা ভুলনো, কোদালিয়া কুদুলে ইত্যাদি কিন্তু একার হইবার উদাহরণ এই একটি। শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত "ভূম" শব্দজাত, তাহা যদি হয়, তবে "ভূমা" "ভুমো" হওয়াই উচিত; কিন্তু "ভোমা" শব্দই সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
ভোঁদা	ভুঁদো	ভুঁদী।
ভোলা	ভুলো	
মজাড়িয়া	মজাড়ে	
মড়াচিয়া, মড়াকিয়া	মড়াকে, মড়ুকে	
মরকটিয়া	মরকুটে	
মর্কটিয়া	মর্কুটে	

এই দুই পদের উচ্চারণগত সাদৃশ্য এক হইলেও অর্থগত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মূল শব্দের অনুসরণে বানান লেখা হয়। বানর সদৃশ বা বানরবৎ অর্থে "মর্কুটে" পদ "মর্কট" শব্দের অনু-

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ

সমরণে এবং মৃতপ্রায় অর্থে "মরকুটে" পদ "মর" শব্দের অনুসরণে লেখা হয়; এইরূপ 'হাসকুটে', 'মারকুটে', ইত্যাদি।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
মাকাটিয়া	মাকাটে	
মাকুন্দিয়া	মাকুন্দে	
মাজ্‌টা, মাজনিয়া, মাজটিয়া	মাজট, মাওট	মাজ্‌নী
মাছুয়া	মেছো	
মাটিয়া, মেটিয়া	মেটে	
মাঠুয়া	মেঠো	
মুটা	মুটো	
রগড়িয়া	রগুড়ে	
রন্ধনিয়া	রাঁধুনী	রাঁধুনী
রসুইয়া	রসুয়ে	
রাঙ্‌চাটিয়া	রাঙ্‌চাটে	
রাঙাটিয়া	রাঙাটে	
রাঢ়ীয়া	রেঢ়ো	
রুখা, রোখা	রুখো	
রুটা	রুটো	
সড়্‌ঙ্গা সড়িঙ্গা, সড়িঙ্গা	সড়্‌ঙ্গে সড়িঙ্গে	
সিড়িঙ্গা	সিড়িঙ্গে	
শিকড়িয়া	শিকড়ে	
শুক্‌না	শুক্‌নো	
শুক্‌টা, শুট্‌কা	শুক্‌টো, শুট্‌কো, শুট্‌কে	শুক্‌টি, শুট্‌কী
শুকা	শুকো	
শুনা, (শূন্য)	শুনো	
সেখুয়া	সেখো	
হজা	হজে	
হাটুয়া	হেটো	
হাটুরিয়া	হেটুরে, হাটুরে	
হাতুয়া (গাভী)	হেতো	
হাতুড়িয়া	হেতুড়ে, হাতুড়ে	
হালিয়া	হেলে	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
হিজ্ড়া	হিজ্ড়ে	
হড়কা	হড়কো	

এই শব্দ বিশেষণার্থ প্রকাশ করিলে, পতিসঙ্গপরাঙ্মুখ নববধূর অবস্থা প্রকাশার্থ প্রযুক্ত হয়; আর বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে "অর্গল" বুঝায়। উভয় পদই সাহিত্যিক ও কথিত ভাষায় প্রয়োগকালে পূর্ব্বোক্ত মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।)

হলা, হোলা	হলো	

খুঁজিলে সাহিত্য ও কথিত ভাষায় এইরূপ শব্দ আরও বাহির হইতে পারে। এই সকল শব্দের কতকগুলি কথিত ভাষায় একারান্ত বা ওকারান্ত পদই শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া রচনার ভাষাতেও লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশের আকারান্ত রূপই এখনও সাহিত্যগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহার কতকগুলির উচ্চারণ বঙ্গদেশগ্রাহ্য, কতকগুলি বঙ্গদেশীয় উচ্চারণের সমীপবর্ত্তী; কতগুলির আবার কথিত ভাষার নগ্নরূপকে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বিবেচনায় মার্জ্জিত-রচনাপ্রয়াসী লেখকগণদ্বারা "ইয়া" যোগে রচনার ভাষার উপযোগী সাজ-পোষাকে সজ্জিত করা হয়। কতকগুলিকে কেবল আকারান্ত বিশেষণের রূপ দিবার জন্য বা তালিকার অন্যান্য শব্দের সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্যই যেন বিকৃত করিয়াও "ইয়া", যোগে সমানাকার করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে পদটি সুখশ্রাব্যও হয় না এবং অনেক স্থলে অপরিচিত শব্দবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এই তালিকা হইতে ব্যাকরণ লেখকেরা নানাবিধ অর্থে নানাবিধ কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইঙ্গিতও পাইবেন এবং তদ্বৎ প্রত্যয়যোগে পদগঠনের নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

৫। সমাসযুক্ত আকারান্ত বিশেষণের তালিকা

অ-কেজুয়া	অকেজো	
অনা-মুখা	অনামুখো	অনামুখী
অ-লক্ষণিয়া	অলক্ষুণে	
আইবুড়া	আইবুড়ো	

এই শব্দটি "আয়ুবৃদ্ধ' কিম্বা "অব্যূঢ়' শব্দজাত তাহার মীমাংসা লইয়া একটা তর্ক আছে। দেশের প্রচলিত ভাব "আয়ুবৃদ্ধ" শব্দের অর্থের দিকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা "অব্যূঢ়" শব্দের পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।)

আককাটা	আককুটে	আককুটী

(এই শব্দের নানারূপ বানান চলিত আছে। আককুটে, আক্‌পুটে, অকুটে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে যে "আখটী"ও "আখেটি" শব্দ দেখা যায়, এই শব্দের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব নয়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
আঁটকুড়া	আঁটকুড়ো	আঁটকুড়ী।
আট-কপালিয়া	আটকপালে	আটকপালী।
আট-পিঠা (পিটা)	আটপিঠে (পিটে)	
আট-পহরিয়া	আট-পহরে	
আড়্‌-মাদলা	আড়্‌মাদল	
আদেলা, আদলা, আধেলা, আধালা		

এই শব্দগুলিতে যেমন সমাস বর্ত্তমান তেমনি একপ্রকার সন্ধিরও অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

আন্‌কোরা	,,	
আন্‌মনা	,,	
আবুড়া-খাবুড়া, এবুড়া-খেবুড়া	আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো, এব্‌ড়ো খেবড়ো	
উঁচ্‌-কপালিয়া	উঁচ্‌-কপালে	উচ্‌কপালী
উড়ন্‌-পাকিয়া	উড়ন্‌-পেকে	
উনন-মুখা	উনন-মুখো	উনন-মুখী
উন্‌-পাজুরিয়া	উন্‌-পাজুরে	
উদো-মাদা		
উস্‌কা-খুস্‌কা	উস্‌কো-খুস্‌কো	
এক-গুঁইয়া	এক-গুঁয়ে	
এক-ঘরিয়া	এক-ঘরে	একঘরী।
এক-ঘাইয়া	এক-ঘেয়ে	
এক-চোটিয়া	এক-চেটে	
এক-ছুটিয়া	এক-ছুটে	
এক-টানা		
এক-রোখা, এক-ঝাখা		

এক-শা (শত শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ শ তাহার উত্তর অত্যর্থ আ-যোগে শা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, শত একত্র এই অর্থে মিশ্রিত, তদর্থে এই একশা শব্দের প্রয়োগ হয়।)

একল-ষাঁড়িয়া	একল-ষেঁড়ে, একড়-ষেঁড়ে	একল-ষাঁড়ী

যে বহুজনের সহিত একমত হইতে বা একত্র থাকিতে ভালবাসে না তাহাকে একল-ষেঁড়ে বলে। একল—একক, ষেঁড়ে—ষণ্ডবৎ অর্থাৎ ষণ্ডের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। অনেক ষণ্ডই অন্য ষণ্ডের সঙ্গে একত্র প্রীতিতে বাস করিতে বা একত্র কাজ করিতে চাহে না। এক লাঙ্গলে যে ষণ্ড অন্য ষণ্ডের সঙ্গে চাষ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে সংস্কৃতে 'অযুগবল ষণ্ড' বলে। 'একলষাঁড়িয়া' কথাটি তদ্ভাবাক্রান্ত শব্দ।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
কট্-কটিয়া	কট্‌কটে	

সমস্ত ধাতুর অভ্যাসক শব্দগুলি প্রায়ই এইরূপ হয়, কন্‌কনে, কট্‌কটে, কস্‌কসে, ঝরঝরে, মড়মড়ে, টরটরে, চকচকে, ইত্যাদি।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
কব্জ-কাটা (কবজ)		
কালামুখা	কালামুখো	কালামুখী
কুপি-কাটা		
কুচক্রিয়া	কুচক্রী	কুচকুরী
খাপ-ছাড়া		
খুট-আখরিয়া	খুট-আখুরে	খুট-আখরী
গঙ্গা-জলিয়া	গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলি, গঙ্গাজুলে।	

("গঙ্গাজলি" বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাজলের ন্যায় ঈষদুজ্জ্বল পীতবর্ণবিশিষ্ট বুঝায় এবং বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত হইলে "অন্তর্জলি" অর্থ বুঝায়। অন্য পক্ষে গঙ্গাজলস্পর্শে শপথ-কারীকে বুঝায়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
গন্না-কাটা, গয়লা-কাটা, গন্না-খাল		
গড়্-গড়িয়া	গড়্‌গড়ে	
গেটা-গোটা		
গোঁফ-খেজুরিয়া	গোঁফ-খেজুরে	
গোটা-গোটা		
গো-বেচারা	গো-বেচারী	
ঘুষ-গড়িয়া, ঘুষ-গাছড়িয়া	ঘুষ-গড়ে ঘুষ-গাছড়ে	
ঘোড়া-মুখা	ঘোড়া-মুখো	ঘোড়ামুখী
চট্‌কা-ভাঙ্গা		
চল্-বলিয়া, চুল-বুলিয়া	চুল-বুলে	
চুলা-মুখা	চুলা-মুখো	চুলো-মুখী
ছুচি-বায়া	ছুচি-বেয়ে	
জল-ভরা		
জিবে-ঘোপা জিবে-খরা		

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে শ্রাবণ (১৩১৭), ১৪ই আগষ্ট (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ [illegible]।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ-সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। শোক-প্রকাশ—রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত "বৌদ্ধবজ্রী" ও "তাম্রমুকুট", (খ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নবদ্বীপুরের ইষ্টক, (ঙ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত ভূবণার ইষ্টক, (চ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের ইষ্টক, কামানের গোলা ও সাঁজোয়া, (ছ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রেরিত চারিটী তাম্রমূর্ত্তি এবং (জ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যার মন্দিরের ইষ্টক।

৭। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম", (খ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "শ্রীমৎশঙ্করের গুরু-পরম্পরা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি—অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএইচ, ডি

শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

,, পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ

,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

,, [illegible]নাথ [illegible] এম্ এ, বি এল্

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

,, [illegible]

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

[illegible]

,, [illegible] শাস্ত্রী এম্ এ

[illegible] নামক দুই নৃপতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির প্রমাণ এই ফলকে উল্লিখিত আছে। এই সন্ধি-প্রমাণে উভয়পক্ষের নিজ নিজ-পক্ষীয় উপাস্য দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, এই সমস্ত দেবতা বৈদিক দেবতাই বটে; কিন্তু যে সময়ে উহা লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ দেবগণের পূজা ভারত-সীমায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, তৎকালে বৈদিক আর্য্য ও ইরানিয়দের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। আর একদল বলেন যে, এই দেবতাগুলি বৈদিক দেবতা নহে; এই সমস্ত দেবতা ইরানিয়গণের উপাস্য দেবতা এবং ইরানিয়গণ হইতেই আর্য্য-সভ্যতা এসিয়া মাইনরে বিস্তৃত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু উভয় মত আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে প্রমাণ করেন যে, মিত্র বরুণাদি যে বৈদিক দেবতা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ভারতীয় আর্য্যগণই উক্ত বৈদিক দেবগণের পূজা লইয়া এসিয়া মাইনরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীএস্ সি সান্যাল, Assistant Editor, Agricultural Journal of India and Pusa Publications, India.
•	•	শ্রীপার্ব্বতীনাথ দত্ত বি এস্‌সি, Geological Survey of India, Calcutta.
•	•	শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, ৬২ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
•	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, হেডমাষ্টার, টেহরী পোষ্ট, টেহরী ষ্টেট, ইউ পি।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	কবিরাজ শ্রীসারদাকান্ত মজুমদার, ১১ হরিমোহন বসুর লেন, কলিকাতা।
•	•	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্ ডিস্পেন্সারি, খিদিরপুর।
•	•	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, ৩/১ নীলমণি সরকারের লেন, কলিকাতা।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	•	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র [illegible], [illegible] ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স্, [illegible]

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রী[illegible], পালি-শিক্ষক, [illegible] হাই স্কুল।
শ্রীরাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রী[illegible] এম্ এ, বি এল্, [illegible]।
"	"	ডাঃ শ্রীবিপিনকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর, জয়নগর পোঃ।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ	"	শ্রীহরিজীবন ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক, গভঃ স্কুল, তেজপুর, আসাম।
"	"	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, জমিদার, তেজপুর, আসাম।
শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার	"	শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, অধ্যাপক, হাজারীবাগ কলেজ, হাজারিবাগ।
শ্রীযামিনীকান্ত সেন	"	শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন, উকিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম
"	"	শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীবরদাকুমার নন্দী, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, হেডমাষ্টার, সাতকানিয়া স্কুল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, প্রধান আচার্য্য, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, চট্টগ্রাম।
শ্রী[illegible]	"	শ্রীহরিপ্রসাদ বাগচী, [illegible] এস্টেট, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী	শ্রী[illegible] দাস গুপ্ত	শ্রী[illegible]ন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীঅভয়গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, কাঁথি।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীমহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ২৭।৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	"	শ্রীঅমূল্যদেব পাঠক বি এল্, উকিল, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীনবকুমার লাহিড়ী, শিক্ষক, নীলফামরি স্কুল, রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীআশুতোষ গুহ, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীপ্রাণনাথ লাহিড়ী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বাগচী, রামপুর, সি, পি।
"	"	শ্রীরজনীকান্ত সরকার, রামবাড়ী, রাজসাহী।
"	"	শ্রীরাজচন্দ্র বর্ম্মা-সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, নওগাঁ, রাজসাহী।
"	"	শ্রীতারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, বড়িয়া পাকুড়িয়া, নাটোর।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, জমিদার, রাজগঞ্জ।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, নীলফামারি, রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীনর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর।
"	"	শ্রী[illegible] সেন বি এল্, ঐ
	"	শ্রী[illegible] সেন বি এল্, ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রী[illegible] রায় বি এল্, [illegible]
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল্, ঐ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বি এল্, ঐ।
„	„	শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বাগ্চী, [illegible]।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীচারুচন্দ্র আচার্য্য, ৪।৩ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৬ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামাপুকুর লেন, মর্টন ইন্স্টিটিউসন্ ঐ
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, অধ্যাপক, ওয়েস্লিয়ান্ মিশন কলেজ, বাঁকুড়া।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত বি এ, Dy. Collector and Personal Assistant to the Commissioner, Chittagong Division, Chittagong.
„	„	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল্, জমিদার, চক্বাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীকুলচন্দ্র দে, পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
„	„	রায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, Inspector of Schools, Agra Dn. Op. Asst. Registrar, Allahabad University, Allahabad.
„	„	শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, Asst. Registrar Allahabad University, Allahabad.
„	„	শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, Prof. of Mathematics Govt. College, Ajmere.
„	„	মিঃ বিঃ সিঃ চক্রবর্ত্তী, Prof. of Mathematics, Mahomedan Anglo-Oriental College, Aligarh.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, নাসরাপাড়া, কালীঘাট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	„	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, খলিসানি, চন্দননগর,
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়	„	শ্রীবনমালী সাহা, সম্পাদক, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, উল্লাপাড়া, পাবনা।
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী বি এ, প্রধান শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
„	„	শ্রীযাদবগোবিন্দ রায় কাছারিয়াপট্টি, সিরাজগঞ্জ।
		ছাত্র সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, 4th year class, Scottish Church's College, B Sc.
„	„	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, 3rd. Year class. Scottish Church's College, 50-1, Wellington Street Local.
„	„	শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র, 10, Dunniabagan Road, Nekasipara, Shyambazar, 1st year Class, Metropolitan Instn.
„	„	শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	„	শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, ১ম বার্ষিক শ্রেণী সংস্কৃত কলেজ, ১৩।১ তারক চাটার্জ্জির লেন।
„	„	শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ, ৬ বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট।

অতঃপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা। উপহৃত পুস্তকাদি।

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪৭। গিরিশ গ্রন্থাবলী—২০ সিরিজ। ৪৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস; প্রথম খণ্ড। ৪৯। সমাজ-সংস্কার। ৫০। প্রবন্ধপাঠ। ৫১। পরিষৎ

পদ্ধতি। ৫২। সাহিত্য-বোধ (১ম ভাগ)। ৫৩। সম্বন্ধ-নির্ণয়। ৫৪। মেদিনী-কোষ। ৫৫। মহাভারত। ৫৬। ভাষাবিজ্ঞান। ৫৭। ভাগবত-নির্ণয়। ৫৮। বর্ণজাতি-নির্ণয়ঃ। ৫৯। সাহিত্য-প্রবেশ। ৬০। Report of the Indian University Commission, 1902. ৬১। Places of Historical Interest at Murshidabad. ৬২। Kalyana Manjusha. ৬৩। Hindi Scientific Glossary. ৬৪। The Vernacular Examination Manual. ৬৫। C. U. Convocation Address, 1910. ৬৬। Report on the Inspection of the Presidency College, 1908. ৬৭। Bangabasi College Magazine, February, March 1910. ৬৮। The English Diary of an Indian Student, 1861-62. ৬৯। Indian Educational Policy, 1904. ৭০। Collection and Preservation of the Records of Ancient Sanskrit Literature.

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৭১। বাঙ্গালীর পড়িবার পুস্তক (জন দৃষ্টান্ত)। ৭২। চিত্রসংগ্রহ (Version of Gay's Fables)

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়—৭৩। The Agricultural Ledger, 1904. No. 2. ৭৪। Hand-loom Weaving in India. ৭৫। Hand-Book of Commercial Products No 5 (Jute).

৭৬। Handbook of Commercial Products No. 8 (Iron)

৭৭। „ „ No. 10 (Adhatoda Vasika)

৭৮। „ „ „ No. 23 (Silk)

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—৭৯। মেঘদূত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্—৮০। অধ্যায় চণ্ডী (সংস্কৃত)। ৮১। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার। ৮২। নীতিকুসুমাঞ্জলি। ৮৩। বর্ণসমাজ-প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—৮৪। বঙ্গীয় নাট্যশালা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—৮৫। নিবৃত্তি।

The Registrar, Calcutta University—৮৬। C. U. Calendar 1910, Parts II & III. ৮৭। C. U. Minutes 1909. Pt. IV

শ্রীযুক্ত সম্পাদক, রামমোহন লাইব্রেরী—৮৮। বাঙ্গালা-পুস্তকের তালিকা।

শ্রীঅমৃতগোপাল বসু—৮৯। ব্যবহারদর্পণ।

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—৯০। ভারতীয় বিদুষী, ৯১। রূপকথা, ৯২। জাপানী ফানুস, ৯৩। কাদম্বরী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক—৯৪। Hindu Loyalty, ৯৫। Victoria Samrajayam ৯৬। ভিক্টোরিয়া গীতমালা, ৯৭। Hindu Astronomy (Part I & II). ৯৮। নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৭২, ১২৭৪।৭৫।৭৬।৭৭, ১২৭৯—১২৮০, ১২৮২—৮৬ ও ১২৮৮,

৯৯। তত্ত্বপ্রেম পত্রিকা, ১০০। হিন্দুপ্রেম পত্রিকা—১২৯৪।৯৭।৯৯, ১৩০১—১৩১১, ১৩১৩, ১২৮৯—১২৯৩, ১৩০০, ১৩১৫। ১০১। বিশুদ্ধ পত্রিকা, ১৩১২।১৪।১৬।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামী—১০২। কৃষ্ণ-কমল গীতিকাব্য।

শ্রীযুক্ত রামকুমার বেদতীর্থ-স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ—১০৩। তারকেশ্বর তথ্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—১০৪। ভারতের শিক্ষিত মহিলা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১০৫। মনসা-মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত আচার্য্য বিদ্যাভূষণ—১০৬। লঘুজাতকং।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১০৭। বঙ্গভাষা-ব্যাকরণ, ১০৮। চিত্তবিকাশ কাব্য, ১০৯। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত।

মেসার্স এস এণ্ড কোং—১১০। আদর্শ রমণী, ১১১। ইস্‌লাম্ চিত্র, ১১২। ইস্‌লাম্ বক্তৃতামালা।

শ্রীযুক্ত শিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—১১৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ—১১৪। প্রাচীন লেখমালা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১১৫। রামচরিত।

৬। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাটোয়ার "প্রসূন" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্য-রূপে গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হইলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্ম আগামী ১২ই ভাদ্র সাহিত্য-পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

৮। অতঃপর নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইল ;—

(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ঐ বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক। এই প্রদর্শন সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, সম্প্রতি রাজা বাহাদুর এক ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন ; কিন্তু এই দুঃসময়েও তিনি

পরিষৎকে ভুলিতে না পারিয়া পরিষদে এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘটনা পরিষদের প্রতি রাজাবাহাদুরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ও ভালবাসার অন্যতম নিদর্শন।

(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রেরিত চারিটি তাম্রমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অপর একটী হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি কুচবিহারের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে বাণেশ্বর মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় পাওয়া গিয়াছিল। এই পুষ্করিণী মহারাজ প্রাণনারায়ণের (১৬২৫-১৬৫৫ খৃঃ) সময়ে খনিত হইয়াছিল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত (১) কতিপয় ইষ্টক;—এই ইষ্টকে পৌরাণিক চিত্র আছে। (২) একটী কামানের গোলা। (৩) যুদ্ধকালে সৈনিকের ব্যবহৃত লোহার সাঁজোয়ার খণ্ড। এই লৌহখণ্ড লোহার জালে নির্ম্মিত।

(ঙ) বরাহনগরনিবাসী সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ক্রিফ্‌টন নগরস্থিত ষ্টেপল্‌টন grove এর চিত্র। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রথমে সমাধি হইয়াছিল এবং এই চিত্র শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

(চ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নছিপুরের ইষ্টক। এই ইষ্টকগুলি তারকেশ্বর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী নছিপুর নামক গ্রামস্থ একটী শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দির অন্যূন দেড় শত বৎসরের পুরাতন। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ৺শম্ভুরাম গুপ্ত। এই ইষ্টকগুলিতে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে।

(ছ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূষণার ইষ্টক।

(জ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি জেমোর রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের জমিদারী, মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি মহকুমার অন্তর্গত মহিষগ্রামে প্রাপ্ত, কুমার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে তাঁহার আত্মীয় নৃপতি বাবু ইহা সংগ্রহ করিয়া সম্পাদক মহাশয় দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(ঝ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যার মন্দিরের ইষ্টক।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ভারতের সম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যে শোক ও সহানুভূতিসূচক তারবার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সেই বার্ত্তার প্রাপ্তি-সংবাদ আসিয়াছে এবং এই প্রাপ্তি-সংবাদে উল্লিখিত আছে যে, যথাস্থানে পরিষদের এই শোক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গুরু-পরম্পরা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কাশ্মীরে-দৃষ্ট "বিদ্যার্ণব তন্ত্র" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থখানি প্রায় ১॥ হাত লম্বা, এক বিঘৎ চওড়া ও ১।৮ ইঞ্চি

পুক। ইহার পত্র সংখ্যা ৯২৪ এবং ইহাতে প্রায় ৩৪৩০০ শ্লোক আছে। এই গ্রন্থখানি একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ও দক্ষিণ-মার্গীর উপযোগী। গ্রন্থকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের প্রশিষ্য ও বিষ্ণু শর্ম্মার শিষ্য। তাঁহার নাম বিদ্যারণ্য-যতি বা প্রগল্‌ভাচার্য্য। এই তন্ত্রে কপিল হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ৭১ জন গুরুর নাম পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই গুরুপরম্পরা যথার্থ বলিয়া নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ ইহাতে যে সমস্ত মুনি ঋষিগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রক্ষিত নাই। যাহা হউক এই গুরু-পরম্পরাতে আমরা মনে করিতে পারি যে, (১) আচার্য্য যে নিজ পরম গুরু গৌরপাদকে 'সম্প্রদায়বিৎ' বলিয়াছেন, তাহা অসত্য নহে; (২) ব্যাস হইতে শিষ্য-পরম্পরায় তিনি একজন এবং সেই হেতু (৩) তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অর্থও স্বকপোল-কল্পিত নহে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হইল এবং এই প্রবন্ধ লেখার জন্য রাজেন্দ্র বাবু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

১১। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, অথর্ব্ব বেদের সময় আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ অর্পণ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ঋগ্বেদ অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে। বোধ হয় যে, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত — সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—৫ই ভাদ্র (১৩১৭), ২১শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য-বিষয়—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচডি,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ বরদাদাস বসু
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,
„ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ দীননাথ মজুমদার
„ সত্যেন্দ্রনাথ দে
„ বিজয়কৃষ্ণ নিয়োগী
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
„ প্রবোধচন্দ্র দে
„ যোগেন্দ্রকিশোর দাস

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
„ ভূপেন্দ্রলাল দত্ত
„ অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ গোপালদাস চৌধুরী
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ সুবোধচন্দ্র রায়
„ সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী
„ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রকাশচন্দ্র পাকড়াশী
„ সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক
„ ব্রজমোহন ঘোষ
„ রাধাধন মুখোপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র সাহা
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ গোপালচন্দ্র সেন
„ নিত্যানন্দ রায়
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ } সহঃ সম্পাদক।

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন যে, ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এই সভা আহূত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এই কয় ভাষায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন বঙ্গদর্শন বাহির করেন, তখন চন্দ্রনাথ বাবু ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই বঙ্গদর্শনকে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানানুসারে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে,—"চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ অকৃত্রিম সেবক ছিলেন, সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সময় কাটাইবার জন্য যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত, একটী গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের ন্যায় বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি Oriental Seminaryর একজন খ্যাতনামা ছাত্র। তার পরে বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম এ পরীক্ষায়ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন। সেকালে ইংরেজি শিক্ষার গর্ব্বে স্ফীত যুবকগণ দেশীয় ভাষাকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। বিশেষতঃ ইংরেজি প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া, তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। সেদিকে মনোযোগ দিলেও তিনি প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিভা নিজের জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া লয়। চন্দ্রনাথের প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু ও বঙ্গদর্শনের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর জীবনব্যাপী যে নিবিড় সখ্য সংস্থাপিত হইল, তাহা হইতেই চন্দ্রনাথ বাবুর সাহিত্যানুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুসমাজকে যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের এক ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় হিন্দুসমাজ নানাপ্রকার বিভিন্নমুখী স্রোতে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, যে সময় ইংরেজি-শিক্ষার বন্যায় দেশের ভাল ভাল আচার-অনুষ্ঠান ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বঙ্গের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হিন্দুধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই বিষয় ভূদেববাবুর প্রভাব চন্দ্রনাথ বাবুর মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছিল। ধর্ম্মমত সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে, হিন্দুধর্ম্মের উপর সমাজ-সংস্থাপন সম্বন্ধেও মতভেদ থাকিতে পারে এবং আছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর ঐকান্তিক যত্ন এবং সাধুসংকল্প-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম যুক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুকূল ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। পৃথিবীতে যে সকল দুঃখকষ্ট, আধিব্যাধি নিয়ত মানব-জীবনকে ব্যথিত ও

প্রপীড়িত করিতেছে, তাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। পরকালে যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ঈশ্বরের বিচারে যে তাঁহার একনিষ্ঠ নির্ভর ছিল, তাহার ফলে তিনি শোকতাপের মধ্যেও চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজ-সম্বন্ধেও তাঁহার একটা উন্নতির আশা ছিল। তিনি বাঙ্গালীর চরিত্রে অনন্তসাধারণ মাহাত্ম্য দেখিবেন, এই আশা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার নিজের চরিত্রবল ও স্বাধীনতাই এই Optimismএর হেতুভূত। তাঁহার স্বাধীনতা, নির্ভীকচিত্ততা সম্বন্ধে ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। চরিত্রবল ও স্নেহগুণে তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশেষ সুখের আকর ছিল। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনের মত সুন্দর, সরল ও সংযত জীবন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনেই আমরা তাঁহার সাধুতা ও সাধুজীবনের পুরস্কার উভয়ই দেখিতে পাই। মাতৃভাষার সেবায়, হিন্দুধর্ম্মের সেবায়, স্বদেশের কল্যাণ-কামনায়, চরিত্রের কঠোর সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন; সুতরাং এই শোক-সভায় সাহিত্য-পরিষৎ একটী জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য-পরিষদের একজন সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতভাব, বিশুদ্ধিরক্ষা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গুণ সঞ্চারিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র; সুতরাং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী একটী কর্ত্তব্য পালন করিবে ও ধন্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রনাথ বাবু শরীরী ভাবে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা চিরদিন বঙ্গদেশে বিরাজ করিবে। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর মতামত লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে, এ বিষয়ে বিমত হইতে পারে না। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও সুলেখক এবং অদ্যকার প্রবন্ধ তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি আটঘাট বাঁধিয়া অথচ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ লেখাই যথার্থ লেখা। এই প্রবন্ধে যাঁহার পবিত্র জীবনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার লেখাও এইরূপ সংযত লেখা ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজিতে ও বাঙ্গালাতে যতদূর সম্ভব কৃতবিদ্য ছিলেন। এইরূপ মণিকাঞ্চনসংযোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরস্থ [illegible] ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সেই সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম। চন্দ্রনাথ বাবু আমাপেক্ষা একশ্রেণী নিম্নে পড়িতেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সময়ে সর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বি এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান ও রাসবিহারী বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ঘরে ও বাহিরে অনেক

কাজ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু অসাধারণ বক্তা ছিলেন এবং প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরে ও দূরে থাকিয়া তিনি কাজ করিতে ভালবাসিতেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম এবং নানা প্রকার ওজর ও আপত্তির পর তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিছু শোক পাইয়াছিলেন ও রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাঁহার কার্ব্বঙ্কলে অস্ত্র-প্রয়োগের পর তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই প্রশান্ত মুখ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার। তাঁহার পুত্রগণ যদি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের কোনও পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আত্মার ভিতর পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি না হইলে, চন্দ্রনাথ বাবু যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন সে সমস্ত কাজ করা সম্ভবপর নহে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য পরিষদের এই শোক-সভাতে যোগদান করিতেছি ও প্রবন্ধ-লেখককে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃই তিনি বাঙ্গালা-ভাষাতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সেইজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব প্রভৃতি নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করিতেন। তাঁহার সময় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজিতে লেখাই পছন্দ করিতেন; কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর পদানুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত "শকুন্তলা তত্ত্ব" এক অমূল্য গ্রন্থ। শকুন্তলা-চরিত্রের এরূপ সমালোচনা জগতের সাহিত্যের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে। তিনি এই এক গ্রন্থ লিখিলেই অমর হইতেন। এই গ্রন্থ অনেক ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। তিনি সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুর ও হিন্দু-আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধা বঙ্কিম বাবুরও ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবস্থল ও অনুরক্ত সেবক, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য, বিচক্ষণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গ ভাষাকে বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালা-সমাজের অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশও শোকার্ত্ত। পরিষৎ তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ সকল্প করিতেছেন, পরিষদের-কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলে পর, সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১২ই ভাদ্র (১৩১৭), ২৮শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ন ৬ টা।

আলোচ্য বিষয়—রায় বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ, ডি,

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এস্‌সি
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন
" চারুচন্দ্র বসু
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্, এম্, এস্,
" বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
" অমৃতলাল বসু
" মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী
" ভবানীচরণ ঘোষ
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" বরদালাল বসু
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" বাণীনাথ নন্দী
" চিত্তসুখ সান্যাল
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" মনোরথ রায়
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতভূষণ বি এ বীরভূম শাখা
" সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ সব্ ডেঃ কলেক্টর বীরভূম শাখা
" চন্দ্রকান্ত ঘোষ
" শীতলচন্দ্র রায়
" কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ
" আশুতোষ মিত্র
" মতিলাল দেব

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ রজনীকান্ত মজুমদার	„ কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ
„ যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ মতিলাল সরকার	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বলেন যে পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় বলিবেন। চন্দ্রশেখর বাবু সকলের নিকটই সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার পরিচয় দিবার কোন আবশ্যক নাই।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীমান হেমদাকান্ত চৌধুরী বি, এ স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গ বাণী জননীর চিরপ্রিয় ওরে সুসন্তান
কোথা গেলে আজ,
হাহাকারে সারাদেশ ভরে গেছে তোমার বিহনে
হে সাহিত্যরাজ,
আলোকিত ছিল বঙ্গ অতুলন তোমার প্রভায়
এতকাল ধরি',
নিশি অন্তে নিভে গেছে ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ভাতি
এক এক করি'।
ছেয়ে গেছে অন্ধকারে, তার মাঝে কীর্ত্তিরাশি তব
অক্ষয় অমর,
আলোক পুঞ্জের মত সুবিমল উজ্জ্বল বিভায়
জাগিছে সুন্দর।
প্রভাত উদিলে যবে পূর্ব্বাকাশ আভায় রঞ্জিয়া
বালসূর্য্য মত,

বিস্ময়ে হেরিল সবে তাহামাঝে কি ভাব গরিমা
ছিল লুক্কায়িত।
ক্ষীণবুদ্ধ বঙ্গভাষা নিদ্রালস শিশুর মতন
ছিল অসহায়,
তড়িতের মত তব লেখনীপরশে জাগিল স্পন্দন
শিরায় শিরায়।
ঘুচে গেল অলসতা—পূর্ব্বদিন যে মূক কাতর
অবোধের ভাষা,
গাহিল নূতন তানে, প্রতিদিন উঠিল ফুটিয়া
নবভাব আশা।
আভরণ হীন দীন অবজ্ঞাত যেই সভয়ে সুদূরে
রত সভামাঝে,
নবীনউৎসাহগর্ব্বে বসে নিজ উন্নত আসনে
দীপ্ত নব সাজে।
ভিখারিণী মাতা আজি রাজরাণী কল্যাণে যাহার,
চির অতুলন,
সেই দেব, কোথা তুমি প্রতিভাভবন, বরেণ্য সুন্দর
শান্ত সুশোভন।
আপনার অসীম প্রভাবে দিলে যারে অনুপম
নবীন জীবন,
তার সনে চিন্তামাখা নিভৃত আলাপ ক্ষণেকেই
হল অবসান।
সুনিপুণ কারুবরে রচিলে যে দিব্য আয়তন
শিল্পীশ্রেষ্ঠ, হায়!
শুধু তথা ক্ষণমাত্র বিরামের লভি অবসর
লইলে বিদায়।
যাও দেব, বঙ্গভাগ্যে তব সম ক্ষণ তরে শুধু
দিব্য পুণ্যময়,
দৈববশে ডাকে তোমা প্রতিভানে কাতর অমরা
বাণীর আলয়।
ক্ষণঃ প্রভাকর তব চিরোজ্জ্বল রহিবে হেথায়
অমর বাহিত,

"প্রভাত—নিশীথ চিন্তা" "মহাশক্তি" আপন গৌরবে
রবে বিরাজিত।
বঙ্গহৃদি তবস্মৃতি চিরতরে রাখিবে গাঁথিয়া
পুণ্য সুবিমল,
আপন প্রভায় দীপ্ত আপনার কীর্ত্তির মন্দিরে
রহিবে উজ্জল।

শ্রীহেমলাকান্ত চৌধুরী বি, এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, গত ১৩০৫ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বর্গগত রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাল্যে কালীপ্রসন্ন ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ দখল ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার শক্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন। সেই সময় এক জন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজ তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি-সাধন উত্তরকালে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষার মূলে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তি থাকা উচিত, এবং এই জন্যই তিনি যুবা বয়সে তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষার বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া উহার বিশুদ্ধি নষ্ট করেন নাই। তাঁহার ভাষা সুন্দর অথবা হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধি অতুলনীয়। কোন কোন স্থলে তাঁহার ভাষার এই বিশুদ্ধি সাধারণকে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের ভাব ও মত সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া দেয়। স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভক্তি করিতেন। ঈশ্বরের বিচিত্র বিধানে তিনি উক্ত স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু দিবসে লোকান্তরিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তি গভীর ছিল।

কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালায় কথিত ভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা আজকাল প্রচলিত "স্বায়ত্ত-শাসন" শব্দটি পাইয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নবীন লেখক ও লেখিকাগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং পাছে সাধারণ লোকগণ ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হন সেই ভয়ে তিনি অতি সাবধানতার সহিত সমালোচনা করিতেন ও সেই হেতু তাঁহার সমালোচনায় কখনও তীব্রতা থাকিত না। কালীপ্রসন্ন লিখিত ও

কথিত ভাষার একটা পার্থক্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ ছিল। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে যে এক অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি একাধারে কবি, অদ্বিতীয় বাগ্মী, গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষার লেখক, এবং পক্ষপাতদোষশূন্য সমালোচক। অসাধারণ বাগ্মিতায় বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁহার স্বরের ন্যায় তাঁহার ভাষাও ওজস্বিনী ছিল। তাঁহার জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত, সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং আশা করি এই প্রবন্ধ-পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইবে। পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন এ কথা বলিলে ঠিক হয় না। তিনি সমস্ত বঙ্গের অথবা সমস্ত সাহিত্য-জগতের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আমি নিজে পশ্চিম বঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সমাদর পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ নহে। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক। পরলোকগত কালী-প্রসন্ন যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অল্পায় সংখ্যক গ্রন্থই পাঠ্য পুস্তক-স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, পরলোকগত বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থগুলি সে সকল গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের ছিল ও সাধারণতঃ তাঁহার রচিত গ্রন্থের ভাষা ও ভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থগুলি দুই একখানা ব্যতিরেকে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাঁহার ভাষার পবিত্রতা ও প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। ভাষার পবিত্রতা রক্ষণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তিনি অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং ভাষা ও ব্যাকরণের উপর তাঁহার দখল ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার রচনার ভাষা ও ভাব এত উচ্চ ধরণের ছিল যে, সাধারণ পাঠক অনেক সময়েই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যথার্থরূপে ধরিতে পারেন না। যাহা হউক তাঁহার রচনার ভাব, পবিত্রতা ও প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই এবং হইতেও পারে না এবং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ত্রিতাপ সন্তপ্ত মানুষ তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া অনেক সময়ে নিজের দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ

হয়। তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যকে এক অতুল শব্দ-সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা অত্যন্ত যুক্তিমূলক ছিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার সহিত পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার মত লোক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল কিন্তু তাঁহার চরিত্রে লেশ মাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি সমস্ত সাহিত্যসেবীকে সমান ভাবে আদর করিতেন এবং প্রত্যেককে আপন অপেক্ষা বড় মনে করিতেন। তাঁহার কতকগুলি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ আছে এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত চল্লিশ বৎসর তাঁহার সহিত কালী-প্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জানাশুনা ছিল। ঢাকা নগরে প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ হয়। তখন পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক ছিলেন না, ছোট আদালতে কেরাণী-গিরি করিতেন। কালীপ্রসন্ন চিন্তাশীল, ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধেই তিনি প্রবন্ধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ একটা অমায়িকতা ও অকৃত্রিমতা ছিল যাহা আমাদের দেশে ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন একথা তিনি কখনই ভুলিতেন না এবং তাঁহার চরিত্রের এই অংশটী প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একদিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার রচনার ভাব অলঙ্কার-প্রিয়তার ও ভাষা-সৌন্দর্য্যে আবৃত। পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার যত প্রভাব, পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় তত প্রভাব নাই ও ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পার্থক্য এই প্রথম শুনা যাইতেছে। এইরূপ কথার যৌক্তিকতা নাই কারণ তিনি সমস্ত বঙ্গের।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন যে পশ্চিম বঙ্গ পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন সেরূপ শ্রদ্ধা তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গে পান নাই। তিনি গরীব সাহিত্য-সেবীদিগকে অনেক সময় সাহায্য করিতেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবু আমার পরম বন্ধু পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর আর কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও আমি কিছু বলিব, কারণ তদীয় গুণের আলোচনা শত বার হওয়া উচিত। আমি ২৫।৩০ বৎসর হইল সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে কার্য্য করিতেছি। এই কমিটি কখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে প্রভেদ করেন নাই বরং অনেক সময়ে এই কমিটি পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের লেখকদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিয়া আসিতেছেন। আমি পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত সমস্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছি। কোনও নূতন পুস্তক লেখা হইলেই তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পুস্তক একখানি আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। সার্ গুরুদাস ও আমি তাঁহাকে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিয়াছি সেই।

সমস্ত পত্র যদি তাঁহার বাড়ীতে থাকে ও যদি সেগুলি কখনও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব-সাধারণ দেখিতে পাইবেন যে, আমরা উভয়েই তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি দুঃস্থ গ্রন্থকারদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আমি তাঁহার ভাষা অত্যন্ত ভালবাসিতাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ভাষা আমার তত পছন্দ হয় না। অতএব এই সুন্দর প্রবন্ধ লেখার জন্য চন্দ্রশেখর বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্কল্প উপস্থিত করেন ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই দুইটি সঙ্কল্প গৃহীত হয়—(১) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভক্ত সেবক ও সমুজ্জ্বল রত্ন, বাঙ্গালা ভাষার অভিনব রচনা-রীতির প্রবর্ত্তক, বঙ্গীয় ও সংস্কৃত-সাহিত্যের উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকর্ত্তা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট সভ্য ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া, আন্তরিক মনস্তাপ প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষৎ সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহোদয়ের স্মৃতি-রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত করা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহ-সম্পাদক

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৬শে ভাদ্র (১৩১৭), ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। প্রদর্শন,—(ক) কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর প্রদত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি। (খ) লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় পুথি। (গ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপের খণ্ড। (ঘ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতি পোকা নির্ম্মিত বস্ত্র। ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি আই ই লিখিত "ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত," (খ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ মহাশয়ের "জলজ উদ্ভিদের সাহায্য বিনিময়" ও (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের "নূতন পন্থা" ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) শশিভূষণ চৌধুরী (অবসর-প্রাপ্ত সব-জজ) ও (খ) অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্‌ ডি (সভাপতি),

,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল

রায় বাহাদুর ,, শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই

কুমার ,, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌ এ, বি এল্‌
,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
,, মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম আর এ এস
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
,, রামরতন সরকার
,, নগেন্দ্রকুমার মজুমদার
,, অচ্যুতানন্দ সেন গুপ্ত
,, শ্রীনাথ সেন
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
,, মণিমোহন মিত্র
,, সুরেশচন্দ্র সরকার
,, ললিতমোহন দে
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
,, অন্নদাচরণ কারকুন
,, চারুচন্দ্র বসু
,, সুরেন্দ্রকুমার রায়
,, সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ
কুমার ,, মহেন্দ্রনাথ লাহা এম্‌ এ
,, নলিনচন্দ্র পাল
,, সত্যচরণ লাহা

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা
" পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" রামাচরণ কুণ্ডু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
" মহেন্দ্রলাল মিত্র
" প্রবোধকুমার দাস

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ মিত্র
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" ডাঃ পশুপতি নাথ ঘোষ
" যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি
" নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
" যামিনীভূষণ সেন এম্ বি
" বিপিনবিহারী মিত্র
" বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
" রামকমল চট্টোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
— সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীগতিকৃষ্ণ সেন বি এ, ১৮।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
"	"	শ্রীকালীপ্রসাদ জয়সোয়াল বি এ, ব্যারিষ্টার, ৬০ ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার, 'মোহেনপুর বাঙ্গালা', ধুবড়ী, আসাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সরকার, দশড়া, মাণিকগঞ্জ।
"	"	শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, সব্ ডিঃ অফিঃ, নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি এল্, সব্ ডিঃ অফিঃ, লালবাগ (মুর্শিদাবাদ)।
"	"	শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া।
"	"	শ্রীললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্টার, মেহেরপুর (নদীয়া)।
"	"	শ্রীদাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, নাটোর, রাজসাহী।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মাদারীপুর, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, ১৯১ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, মুন্সেফ্, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান সোপ কোং, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরজনীরঞ্জন দেব	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীমণিভূষণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমেশচন্দ্র সান্যাল, এ্যাসিঃ সার্জন, বি এন্ রেলওয়ে, নাইনপুর, সি পি।
"	"	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সব্ ম্যানেজার, সুয়রস ওয়াড-ষ্টেট, জনসন রোড ষ্টেসন, মোজাফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বেহালা (২৪ পরগণা)।
শ্রীরামরতন সরকার	"	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি এ, ১৫৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।
ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ কর	"	শ্রীবিশ্বম্ভর মিত্র, ৫০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৩ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ৬৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, ১১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	"	শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, ৬২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	ডাঃ জে এন ঘোষ এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন ষ্ট্রীট।
"	"	মৌলবী আবদুল ওয়ালী, সব্ রেজিষ্ট্রার, পুরুলিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ২।৫ চৌরঙ্গী রোড।
"	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায় কবিভূষণ, ৯ জরিফস্ লেন।
		ছাত্রসভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগিরিজানাথ ঘোষ, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বি এ, ১৮।২ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, বি এম কলেজ, বরিশাল।
শ্রীরজনী রঞ্জন দেব	"	শ্রীশশিভূষণ পাল, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শ্যাম, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
"	"	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
"	"	শ্রীমথুরানাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
"	"	শ্রীগোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ
"	"	শ্রীসজল কান্ত দাস, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র—১১৪। জিলা বৰ্দ্ধমানের মানচিত্র (ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়)

১১৭। জিলা দিনাজপুর ও বগুড়ার মানচিত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ১১৮। জিলা চব্বিশ পরগণার মানচিত্র। ১১৯। জিলা যশোহরের মানচিত্র। ১২০। জিলা বাখরগঞ্জের মানচিত্র। ১২১। জিলা মুর্শিদাবাদের মানচিত্র। ১২২। জিলা ঢাকা ও ফরিদপুরের মানচিত্র।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১২৩। রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (আশুতোষ ঘোষ) ১২৪। নগেন্দ্র বালা (মোহিনী মোহন রায়) ১২৫। The Meditations & Contemplations of the Rev. James Hervey A.M. ১২৬। Letters of Hester Chapone ১২৭। Lessons on Food (Harro Nath Ray L. M. S) ১২৮। Military Life of Arthur Duke of Wellington ১২৯। The Indian National Congress (1901) ১৩০। ললিতকুসুম ১৩১। স্বদেশ-প্রেম ১৩২। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—১৩৩। শ্রীশ্রীপদাবলী ১৩৪। চিত্র কাব্যম্ ১৩৫। Pagal Haranath.

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—১৩৬। মূর্ত্তিপূজা।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী—১৩৭। উন্মাদ প্রেমিক।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—১৩৮। খাদ্য।

শ্রীযুক্ত আব্দুল লতিফ— ১৩৯। জোনাকী।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়— ১৪০। মধুর মিলন,
১৪১। স্বদেশ-তত্ত্ব (পরিশিষ্ট)।
১৪২। শ্রীশ্রীচৈতন্য-তরঙ্গিণী,
১৪৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ স্মরণকানন ভট্টাচার্য্য— ১৪৪। ভাব-পরিচ্ছেদ।

পুঁথি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— ১। পুরাতন পত্রিকা।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি প্রদর্শন করেন ;—

১। (ক) হিতোপদেশ—শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা প্রণীত (সংস্কৃত) (খ) সত্যনারায়ণের কথা (বাঙ্গালা), (গ) বীরাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঘ) দুর্ব্বাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঙ) ললিতা সপ্তমীর ব্রত (সংস্কৃত), (চ) শিবরাত্রির ব্রত (সংস্কৃত)।

২। (ক) নৃসিংহ সরস্বতী কৃত বেদান্তসার টীকা সুবোধিনী, (খ) তত্ত্বামলক—শঙ্করাচার্য্য কৃত টীকা সমেত, (গ) ভরত সেন কৃত দ্রুতবোধ ব্যাকরণ।

৩। (ক) পুরুষসূক্ত ব্যাখ্যা, (খ) লক্ষ্মী চরিত্রম্।

৪। রঘুনন্দন—অষ্টাদি প্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ৫। পুরুষোত্তম দেব বিরচিত সপ্তশতী-টীকা।

৬। কুমারসম্ভব, ৭। পুষ্করিণী অর্ঘ-বিধি, ৮। বৃষোৎসর্গ বিধি প্রভৃতি, ৯। আহ্নিক-পদ্ধতি ১০। রঘুনন্দনী কৃষ্ণযজ্ঞ প্রয়োগ, ১১। ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা প্রকাশিকা, ১২। ভগীরথ বিরচিত চণ্ডী টীকা, ১৩। কল্পশাস্ত্র, ১৪। উৎকল খণ্ডে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, ১৫। সটীক রুদ্রাধ্যায়, ১৬। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, ১৭। কাশীখণ্ড, ১৮। ছন্দমঞ্জরী গীতগোবিন্দ, ১৯। মহিম্ন স্তোত্র, ২০। রঘুভট্টি কুমার (খণ্ডিত), ২১। কাশীদাসী মহাভারত, ২২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ২৩। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, ২৪। বাঙ্গে পুঁথি, ২৫। অমরকোষ, ২৬। ষট্‌চক্রদীপিকা (সটীক) ২৭। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত নৈষধটীকা, ২৮। রামসেবক কৃত কাতন্ত্রভট্টি টীকা, ২৯। কালীতারা, কালীরহস্য, গোপাল-স্তোত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত কতিপয় বৌদ্ধস্তূপ খণ্ড প্রদর্শন করেন।

(ক) কাশিমবাজারের মহারাজের প্রদত্ত মূর্ত্তি—

মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় মহারাজের জমিদারীর অধীনে [illegible] থানার অন্তর্গত যেবকুণ্ড গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। বেলডাঙ্গা-নিবাসী চিত্রকর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয় ইহার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজা বাহাদুর ইহার সন্ধান করিয়া বহুর সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। [illegible] রাখিয়াছেন, উহার কটিদেশ হইতে নিম্নভাগ বর্ত্তমান [illegible] পদের দক্ষিণে একটি ময়ূরী ছত্র ধারণ করিয়া আছে ও বামে অপর বাহন রহিয়াছে। পাদপীঠে [illegible] উপাসকের মূর্ত্তি।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত

বুদ্ধগয়া হইতে আনীত গোলাকার স্তূপ-খণ্ডের অংশ। ইহার গায়ে ধ্যান-নিমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির কয়েকটি পংক্তি আছে। ইহার উপরে আধুনিক নাগরিতে কয়েকটি অক্ষর আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত উড়িষ্যাক্ষরে লিখিত বস্ত্র প্রদর্শন করেন। এই বস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ গত মাসের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয় "ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ মহাশয়জীর পুস্তকাগারে প্রাপ্ত একখানি পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কালে মহাবীর যবনরাজ আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশবিদেশ অতিক্রম করিয়া যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দণ্ডী নামে এক জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ তপস্বী বাস করিতেন। আলেকজাণ্ডার মহাত্মা দণ্ডীকে নিজের সহিত সাক্ষাৎ

করিবার আহ্বান-সংবাদ একজন দূতদ্বারা প্রেরণ করেন, কিন্তু দণ্ডী কোনরূপ সর্ত্তেই আলেক-জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করেন নাই। তাহাতে দূত তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু দণ্ডী বলেন যে, তিনি তাঁহার ভয়ে ভীত নহেন। তিনি বলেন যে, আলেকজাণ্ডার যদি তাঁহাকে বধ করেন, তাহা হইলে তিনি জরাগ্রস্ত জর্জ্জর দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর শান্তিময় স্থানে গমন করিবেন। এই সংবাদে আলেকজাণ্ডার দণ্ডীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মতের সারবত্তা ও আশ্চর্য্য জীবনোপায় সম্বন্ধে অনেক অসাধারণ কথা শুনিয়াছেন। সেই বিষয় তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। এই পত্রের উত্তরে দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে লিখিয়া জানান যে, ব্রাহ্মণদিগের জীবন বিশুদ্ধ, সরল ও সুখ-দুঃখে অবিচলিত। তাঁহাদের হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের জন্য কোনরূপ বিচারালয়ের আবশ্যক হয় না, কারণ তাঁহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করেন না। তাঁহাদের একমাত্র বিধি আছে যে, তাঁহারা স্বভাবের কোনরূপ নিয়ম ভঙ্গ করেন না। কেবলমাত্র জীবন-ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা আয়াস স্বীকার করেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন জিনিষে তাঁহাদের বাসনা নাই। তাঁহারা সকলকে ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন। কারণ সকলেই এক পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান ও তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা সকলেরই সমান ভাবে ভোগ করা উচিত। বৃক্ষত্বক্ ও পত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকেন ও তাঁহারা স্ত্রীগণকে অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, আড়ম্বরযুক্ত পরিচ্ছদে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। লজ্জা তাঁহাদের একমাত্র শত্রু। যাহাই ঘটনা হয়, তৎসমস্তই তাঁহারা ভবিতব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই পত্র-প্রাপ্তির পর আলেকজাণ্ডার কৌপীনধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য কতিপয় সহচর সহ দণ্ডীর নিকট আগমন করেন ও তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের কিয়দংশ লাভের জন্য তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। আলেকজাণ্ডার ধীরভাবে সেই সমস্ত উপদেশ শুনিয়া প্রাজ্ঞমনীষী দণ্ডীকে বলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত কথার যাথার্থ্য সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি পূর্ণ শান্তির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিজে কোলাহল ও অবিরাম শ্রম লইয়া বাস করিতেছেন। আলেকজাণ্ডার এই কথা বলিলে পর, তাঁহার দাসগণ দণ্ডীর সম্মুখে বহুমূল্য আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সমন্বিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রস্থিত উপহার সম্ভার উপস্থিত করেন। দণ্ডী ইহা দেখিয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং নানা কথার পর তিনি অবশেষে আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে, "পাছে তুমি মনে কর আমি তোমার উপহারের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছি, এই জন্য আমি এই ঘৃত গ্রহণ করিলাম।" দণ্ডী এই কথা বলিয়া অরণ্য হইতে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক উহাতে অগ্নি সংযোগ

করিয়া আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন যে, "ব্রাহ্মণের সমস্ত বস্তুই আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ভোগ করিতে পারেন।" এই বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিয়া তৎসমক্ষে অতি সুস্বরে সমস্ত পদার্থের দাতা পরমেশ্বরের স্তব গান করিতে লাগিলেন।

৭। এই প্রবন্ধ পাঠ করা হইলে পর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, রায় বাহাদুরের এই প্রবন্ধে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে—প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধের জন্য পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, কোন্ স্থানে আলেকজাণ্ডারের সহিত দণ্ডীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধে থাকিলে আরও ভাল হইত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পুরাকালে সাধু-সন্ন্যাসী কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার একটি সুন্দর চিত্র আমরা এই প্রবন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছি।

৮। তৎপরে সময়াভাবে নিবারণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ও রাখাল বাবুর প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের সভ্য অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্ এ, ও শশি-ভূষণ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন ও স্থির হইল যে, ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৬ই আশ্বিন (১৩১৭), ২রা অক্টোবর (১৯১০), রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রদর্শন—(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম, এ; এল, এম, এস মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দু কেল্লার কামান (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেন শাহী মুদ্রা (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটী মুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" (খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" (বৈদিক সাহিত্যিক প্রমাণ-সম্বলিত)। ৭। শোক-প্রকাশ—প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টারের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" সতীশচন্দ্র মিত্র
" চিত্তসুখ সান্যাল	" শ্রীশচন্দ্র গুহ
" শরৎকুমার লাহিড়ী	" হেমেন্দ্রমোহন গুহ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ	" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	" বিনয়কুমার সরকার এম এ
" সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	" সতীশচন্দ্র মিত্র
" হেমেন্দ্রনাথ বক্সী	" নন্দলাল দে
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" চন্দ্রনাথ মিত্র	" সন্তোষকুমার বসু
" পূর্ণচন্দ্র মল্লিক	" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ—সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ } সহঃ সম্পাদক।

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ সংস্কৃতাধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, পোঃ রমণা, ঢাকা।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনতলা কুঠী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীঅবনীভূষণ দাস বি এস্‌সি ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া।
"	"	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল।
"	"	শ্রীমোজঃফর আহাম্মদ মাদ্রাস্ বেস, নোয়াখালী।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, অর্চ্চনা সম্পাদক ২৬ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য ৬১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ৬১ নন্দলাল বসুর ষ্ট্রীট (বাগবাজার)
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমাখনলাল মৈত্র ১৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (জামিরতা, পাবনা)

৪। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা। উপহৃত পুস্তকাদি।

রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

১৪৫। Calcutta University Miuntes 1910 Pt. 1,

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর্ সি, পি, এল্, এম্, এস্,

১৪৬। Diseases of Women.

১৪৭। Diseases of Children.

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব তরফদার—১৪৮। Dialogues (W. Carey).

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—১৪৯। ত্রিধারা, ১৫০। চিন্ময়, ১৫১। ফুল ও ফল,

১৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, ১৫৩। কঃ পন্থা, ১৫৪। বেতালে বহুবক্তা,

১৫৫। সংযম শিক্ষা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—১৫৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত— ১৫৭। জাতীয় শিক্ষা ও সানিহাটী মাধ্যমিক বেদ মান।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত— ১৫৮। গ্রীসদেশের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১৫৯। বাঙ্গালার মসনদ।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকালী শর্ম্মা মুন্সী— ১৬০। সংক্ষেপ ভাগবত ও সুধার আকর।

১৬১। সুধার আকর।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১৬২। বিশুদ্ধ দৈনিক প্রকৃষ্ট।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী কে, বিবরাজ ধন্বন্তরী—১৬৩। The Hahnemann Medical College and Hospital of Chicago (50th Annual Announcement)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১৬৪। আমার প্রবাবলী (বঙ্গাক্ষর) ১৬৫। সন্ধ্যাকুসুম,

১৬৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা, ১৬৭। সরল গণিত, ১৬৮। ক্রমশীশিক্ষা,

১৬৯। সানিহাটী মাধ্যমিক বেদ মান জাতীয় বিদ্যালয়ের ১ম বিবরণ,

১৭০। Indubala, ১৭১। The Devalaya and its Aims and Objects.

১৭২। Social Reform in Bengal.

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ—১৭৩। রাজকন্যা।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১৭৪। পরদেশী।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দুবেজার কামান প্রদর্শন করেন। এই কামানটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ঘাটাল সাবডিভিসনের অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর: গড়, নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেনশাহী মুদ্রা, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটি মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত যৌতশাসন প্রদর্শিত হয়।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সরস ও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে প্রবন্ধ ইহা অপেক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতে লিপির অস্তিত্ব কত কাল হইতে ছিল, তাহা প্রবন্ধ-লেখক বেদ, উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ, সংহিতাদি গ্রন্থ হইতে চার পাঁচশত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক হইতেও ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের লিপি ভারতেই উৎপন্ন। লিপি-বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এই সমস্ত মতের তীব্র সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, ঐতরেয় গ্রন্থে অক্ষর শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধ না দেখিয়া কোনওরূপ মতামত প্রদান করা সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় সাহিত্যিকগণ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

৯। অতঃপর প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করা হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত মিত্র মহাশয় পরিষদের একজন বিশেষ হিতৈষী সভ্য ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পাষাণের কথা

সরল ও সুখপাঠ্য ভাষায় প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী।

(যন্ত্রস্থ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩১৭ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারিগণ

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর — সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল, — ঐ

" ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পিএইচ ডি— ঐ

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ— ঐ

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—ঐ

" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ— ঐ

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—ধনরক্ষক

" অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—গ্রন্থ-রক্ষক

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ছাত্র-সভা-পরিদর্শক

" গৌরীশঙ্কর দে এম এ, বি এল্—আয়-ব্যয়-পরীক্ষক*

" ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ— ঐ *

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ

নির্ব্বাচিত সভ্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএইচ ডি

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কুমার " শরৎকুমার রায় এম্ এ

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

" দেবকুমার রায় চৌধুরী

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

মনোনীত সভ্য

" মন্মথমোহন বসু বি এ

" বিহারীলাল সরকার

" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ

" চারুচন্দ্র বসু

পুথি-সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ*

চিত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা*

---

* আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়, পুথি-সংগ্রাহক এবং চিত্র-পরিদর্শক ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মচারীই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য।

১ম খণ্ড] **শতপথ-ব্রাহ্মণ** [১ম খণ্ড

অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের প্রবর্ত্তনায় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভারতশাস্ত্রপিটক নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত শতপথ-ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থ শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রবক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অমূল্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল কিছু দিবস পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথম প্রচারিত করেন। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধিপ বহুসংখ্যক নূতন পদ সারদা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য নির্ণয় সংগ্রহের জন্য মিথিলায় গিয়া অনেক নূতন পদ ও কবির সময় নির্ণয় করিয়া আনিয়াছেন ও কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন। এই গ্রন্থ সারদা বাবুর ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা [illegible]। মূল্য [illegible] টাকা। পরিষদের সদস্য পক্ষে ৪৲ টাকা।

মায়া-পুরী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের মূল মূল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে পথ বলা স্বরূপ রামেন্দ্র বাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়া-পুরী' নামে পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সমষ্টিভূত হইয়া কেমন সুন্দর মায়া-পুরীরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ,
পরিষৎ-কার্য্যালয়, ১৪৩।১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" নামক প্রবন্ধে যে যে স্থলে "দত্ত মহাশয়" ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে "দত্ত ঠাকুর" হইবে।—পত্রিকা-সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

(এই সকল গ্রন্থ পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়)

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল সম্পাদক। (ক) অযোধ্যা-কাণ্ড—মূল্য ।০ আনা। (খ) উত্তরকাণ্ড—মূল্য ১, টাকা। সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড একত্র ১, টাকা।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত মূল্য ।৶০ আনা; সভ্যগণের পক্ষে ।০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। মূল্য ১।০ টাকা; সভ্যগণের পক্ষে ১।০ আনা।

৪। শব্দ ও ধাতুবৃত্তি—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাগীশ্বর জ্যোতিষতীর্থ লিখিত। মূল্য ৶০ আনা।

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা।

৬। রামায়ণ তত্ত্ব—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থের সঙ্কলন কর্ত্তা। মূল্য প্রথম ভাগ ৸০ আনা, দ্বিতীয়ভাগ ৸০ আনা, সভ্যগণের পক্ষে দুই ভাগ একত্র ১।০ পাঁচ সিকা।

৭। বনমালী দাসের জয়দেব চরিত—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত। মূল্য ।০ আনা।

৮। ছুটিখানের মহাভারত—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এবং শ্রীগৌরেশচন্দ্র সেন বি এ। বৃহৎ গ্রন্থ; মূল্য ১, টাকা।

৯। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺কালিদাস নাথ। মূল্য ৸০ আনা।

১০। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত। মূল্য ১।০ টাকা।

১১। নরোত্তম ঠাকুরের রাধিকার মানভঙ্গ—চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য ৶০ তিন আনা।

১২। কৃষ্ণরাম দাসের রাধিকামঙ্গল—সম্পাদক চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত। মূল্য ।০ আনা।

১৩। গৌর-পদতরঙ্গিণী—৺জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। মূল্য ৩, টাকা মাত্র।

১৪। কাশী-পরিক্রমা—সচিত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ৸০ আনা।

১৫। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ২ টাকা।

১৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। মূল্য ৶০ আনা।

১৭। নরহরির ব্রজপরিক্রমা—চিত্র ও মানচিত্র সহিত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ১, টাকা।

১৮। গীতার ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত। মূল্য ১, টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১।০ সিকা।

১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি প্রণীত। মূল্য ৸০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল সম্পাদিত। মূল্য ২।০ টাকা।

২১। শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত প্রণীত ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। মূল্য ৸০ আনা।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। মূল্য ১।০ টাকা।

২৩। নরহরির নবদ্বীপ-পরিক্রমা—১ম খণ্ড। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। মূল্য ৸০ আনা।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। মূল্য ৫, টাকা। সভ্যগণের পক্ষে ৪, টাকা।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ২।০ আনা।

২৬। চাকমাজাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৩, টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত, ১ম ভাগ। মূল্য ১৶০ আনা।

২৮। শতপথব্রাহ্মণ—১ম খণ্ড শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত মূল্য—৩, টাকা।

২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা।

৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ মূল্য ।০ আনা।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা

বৈদিক সাহিত্যে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞ উপলক্ষে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত। নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসনামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম ছিল শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি। যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার উদ্দেশে যাগ প্রধান যাগ। প্রধান যাগের সম্পূর্ণতার জন্য স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একাদশ জন নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে একাদশটি যাগ করা হইত—তাহার নাম প্রযাজ যাগ। প্রধান যাগ সম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট যজ্ঞিয় দ্রব্য যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে ভক্ষণ করিতেন। এই ভক্ষণীয় দ্রব্যের নাম ইড়া। উহা ভক্ষণের নাম ইড়া-ভক্ষণ। ইড়া-ভক্ষণেই প্রধান যাগ সমাপ্ত হইত বটে, কিন্তু তৎপরেও কতিপয় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। এই সম্পূর্ণতাবিধানের জন্য অপর একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশ যাগ অনুষ্ঠিত হইত, ইহার নাম অনুযাজ যাগ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ ও অনুযাজ যাগ সম্পাদন করিতেন। একাদশ অনুযাজ যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা নামক আর একজন ঋত্বিক্ আরও একাদশটি যাগ সম্পাদন করিতেন, ইহার নাম উপযাজ যাগ। এই সমুদয় যাগ যজমানের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হইত।

আহবনীয় নামক অগ্নিতে যথাক্রমে যজ্ঞিয় দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা যাগ অনুষ্ঠিত হইত। যজমান সপত্নীক হইয়া যাগ করিতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞের ফলভাগী হইতেন। তৎসত্ত্বেও যজমান-পত্নীর পক্ষ হইতে দেবপত্নীগণের উদ্দেশে পৃথক্‌ভাবে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম পত্নী-সংযাজ যাগ। গার্হপত্য নামক অগ্নিতে এই পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত।

পশুবধের পর পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শামিত্র অগ্নিতে পাক করিয়া ঐ সমুদয় যাগ—প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ, অনুযাজ যাগ, উপযাজযাগ এবং পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ যাগে পশুর কোন্ অঙ্গ যজ্ঞিয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সকল বিধান পাওয়া যায়। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ হইতে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

সঙ্কলিত শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সংশয় ঘটিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ এমন

অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে শ্রৌতকর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন যাজ্ঞিকেরা ঐ সকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত জানিতেন। ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের যে সকল ভাষ্য বা বৃত্তি এখন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদিগের মধ্যে কতিপয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় শ্রৌতকর্ম্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ মতভেদের হেতু জন্মিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই সমুদয় নাম প্রচলিত আছে কি না আমি জানি না; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আমি যে শব্দগুলি পাইয়াছি, ভাষ্যকার বা বৃত্তিকার কর্ত্তৃক লিখিত অর্থ সহিত তালিকা করিয়া দিলাম।

মার্টিন হোগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ সেই অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পশুযজ্ঞ প্রকরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। সমুদয় বৈদিকসাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এরূপ শব্দ বহু সংখ্যায় মিলিতে পারে। সেরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ আমার নাই। চোখের উপর যাহা পড়িয়াছে, তাহাই এখানে সঙ্কলিত করিলাম। বৈদিক-সাহিত্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিলে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি উপকৃত হইবেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে যজমানের দীক্ষা উপলক্ষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রযাজ যাগ উপলক্ষে এবং একবিংশ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে পশুবিভাগ উপলক্ষে নিম্নোক্ত শব্দগুলি আছে।

মার্টিন হোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও সংশয়স্থলে সায়ণভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ :—১।৩

যোনি	womb
গর্ভ	embryo
উল্ব	caul (গর্ভস্য অভ্যন্তরং চর্ম্ম সর্ব্ববেষ্টনম্—সায়ণ)
জরায়ু	placenta

ঐ ৬।৬

চক্ষুঃ	eye
প্রাণ	breath
অসু	life
শ্রোত্র	hearing
শরীর	body
ত্বক্	skin
নাভি	navel

বপা omentum
উচ্ছ্বাস breathing
বক্ষঃ breast
বাহু arm
দোষণী (প্রকোষ্ঠৌ) forearms
অংস shoulder
শ্রোণি loin
ঊরু thigh
বঙ্ক্রি (ষড়্বিংশতিসংখ্যক) rib—পার্শ্বাস্থি (সায়ণ)
উবধ্য excrement—পুরীষ (সায়ণ)

ঐ ৬।৭

বনিষ্ঠু entrails (?)—বপায়াঃ সমীপবর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)
জিহ্বা tongue

ঐ ৩।১।১

হনু jawbone
কণ্ঠ throat
কাকুদ palate
শ্রোণি loin
সক্থি thigh—ঊর্ব্বোর্ভাগঃ (সায়ণ)
পার্শ্ব side
অংস shoulder
দোঃ arm—বাহুঃ (সায়ণ)
ঊরু thigh
অনূক urinal bladder—মূত্রবস্তি (সায়ণ)
ভস backbone—পৃষ্ঠবংশ (সায়ণ)
পাদ foot
ওষ্ঠ upper lip
জাঘনী tail—পুচ্ছ (সায়ণ)
স্কন্ধ neck
মণিকা—fleshy portion in neck স্কন্ধে স্থিতা মণিসদৃশা মাংসখণ্ডাঃ (সায়ণ)
কীকস—gristle কীকসাঃ পার্শ্বস্থিতা মাংসশকলাস্থিরঃ (সায়ণ)
বৈকর্ত—fleshy part on the back পৃষ্ঠগো মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)

ক্লোমা—left lobe হৃদয়পার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)

শিরঃ—head

অজিন—skin

মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা—২৫ অধ্যায়—অশ্বমেধ প্রকরণ—
পশ্বঙ্গের নাম মহীধর ভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ সমেত

দং	দন্ত
দন্তমূল	
বর্স্ব	দন্তপীঠ
দংষ্ট্রা	
অগ্রজিহ্বা	
জিহ্বা	
তালু	
হনু	বক্ত্রৈকদেশ
আস্য	মুখ
আণ্ড	বৃষণ
শ্মশ্রু	মুখকেশ
ভ্রূ	ললাটস্থ রোমপংক্তি
বর্ত্মঃ	পক্ষ্মপংক্তি
কনীনক	নেত্রমধ্যস্থকৃষ্ণগোল
পক্ষ্ম	
ইক্ষ্	নেত্রাধোভাগ রোম
প্রাণ	
অপান	
অধর-ওষ্ঠ	
উত্তর-ওষ্ঠ	
মূর্দ্ধা	মস্তক
নির্বাধ	শিরোঽস্থি মধ্যসংলগ্ন মজ্জাভাগ
মস্তিষ্ক	শিরোমধ্যস্থ অর্দ্ধমাংসভাগ (মস্তকমজ্জা ইতি কীরবাণী)
কর্ণ	কর্ণশষ্কুলী
শ্রোত্র	শ্রোত্রেন্দ্রিয়
অধরকণ্ঠ	কণ্ঠাধোভাগ

শুষ্ককণ্ঠ	কণ্ঠস্থ যঃ শুষ্কো নির্মাংসো দেশঃ
মন্যা	গ্রীবাপশ্চাদ্‌ভাগে কৃকাটিকায়াং শিরা মন্যা মন্যতে (পশ্চাদ্‌-গ্রীবা শিরা মন্যা ইতি অমরঃ)
শীর্ষ	শিরঃ
কেশ	অশ্বপক্ষে স্কন্ধস্থ রোম
বহ	স্কন্ধ
শফ	খুর
কূর্চ	গুল্‌ফ
কণ্ডরা	গুল্‌ফাধঃস্থা নাড়ী
জঙ্ঘা	গুল্‌ফজানুনোঃ মধ্যভাগঃ
বাহু	অগ্রপাদস্থ জানূর্দ্ধভাগঃ
কাষ্ঠীব	অষ্ঠীবৎকলাকার জানুমধ্যভাগঃ
অতিরুক্	জানুদেশ
দোঃ	করঃ—অগ্রপাদস্থ জান্বধোভাগঃ
অংস	স্কন্ধ
দোর	অংসগ্রন্থি
পক্ষতি	পক্ষস্থ পার্শ্বস্থ মূলভূতং অস্থি বঙ্‌ক্রি শব্দবাচ্যম্। তানি চ প্রতিপার্শ্বং ত্রয়োদশ ভবন্তি।
নিপক্ষতি	দ্বিতীয় পক্ষতি
বক্ষ	
কীকস	অশ্বপৃষ্ঠোপরি ত্রিস্রোঽস্থিপঙ্‌ক্তয়ঃ সন্তি তানি অস্থি-পঙ্‌ক্তীনি কীকসানি।
পুচ্ছ	
আসন	নিতম্ব
শ্রোণি	কটি
উরু	
অগ্র	বঙ্‌ক্ষণ, উরুসন্ধি
স্থূল	স্থূলঃ স্ফিচঃ নিতম্বাধোভাগঃ
কুষ্ঠ	নিতম্বস্থঃ কূপকঃ আবর্ত্তঃ ককুন্দরশব্দবাচী
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্র
স্থূলগুদা	গুদা = গুদঃ পায়ুঃ, তস্য স্থূলভাগঃ
আম	অণ্ডসম্বন্ধী মাংসভাগ

বস্তি	মূত্রপুট
আণ্ড	অণ্ড, মুষ্ক
শেপ	লিঙ্গ
রেতঃ	শুক্র
পিত্ত	ধাতুবিশেষঃ
পায়ু	
শকপিণ্ড	বিষ্ঠাপিণ্ড
ক্রোড়	বক্ষোমধ্যভাগ
পাজস্য	বলকরমঙ্গম্
জত্রু	অংসকক্ষয়োঃ সন্ধিঃ
ভসৎ	লিঙ্গাগ্র
হৃদয়োপশ	হৃদয়স্থ মাংস
পুরীতৎ	হৃদয়াচ্ছাদক অন্ত্র
উদর্য্য	উদরস্থ মাংস
মতস্ন	গ্রীবাধস্তাদ্ভাগস্থিত হৃদয়োভয়পার্শ্বস্থে অস্থিনী মতস্নে
বৃক্ক	কুক্ষিস্থ আম্রফলাকৃতি মাংসগোলক
প্লাশি	শিশ্নমূলনাড়ী
প্লীহা	হৃদয় বামভাগে শিথিলো মাংসভাগঃ পুপ্ফুসসংজ্ঞঃ
ক্লোমা	উদরস্থ জলাধারঃ (ক্লোমা গলনাড়ী ইতি কর্কঃ ; হৃদয়স্য দক্ষিণে ক্লোমা বামে প্লীহা পুপ্ফুসশ্চ ইতি বৈদ্যা ইতি ক্ষীরস্বামী)
গ্রো	হৃদয়নাড়ী
হিরা	অন্নবাহিনী নাড়ী
কুক্ষি	জঠরস্য দক্ষবামভাগৌ কুক্ষী
উদর	জঠর
নাভি	
রস	ধাতুবিশেষঃ, বীর্য্যম্
যূষ	পক্কান্ন রস
বসা	মেদ
অশ্রু	নেত্রাম্বু
দূষিকা	নেত্রমল
অস্না	অসৃক্, রুধির

ত্বক্	চর্ম্ম

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ৬ অধ্যায় ৭ কণ্ডিকা

পশুযাগ প্রকরণে—যাজ্ঞিকদেবকৃত ব্যাখ্যা সমেত :—

হৃদয়ম্	আম্রফলসদৃশম্
জিহ্বা	রসনা
ক্রোড়ম্	বক্ষোভূষাস্থরম্
সব্যসক্থি-পৃষ্ঠনড়কম্	সব্যস্য বাহোঃ প্রথমং নড়কং অংসাদধো বর্ত্তমানম্
পার্শ্বে	দ্বে পার্শ্বে— একৈকং ত্রয়োদশ বঙ্ক্র্যাত্মকম্
যকৃৎ	কালেয়ম্
বৃক্কৌ	কুক্ষিস্থৌ গোলকৌ মহদামলকতুল্যৌ আম্রফলাকৃতী ইতি ধূর্ত্তস্বামী
গুদমধ্যম	গুদস্য মধ্যং যেন শকৃৎ নির্গচ্ছতি তদ্বিষমং ত্রেধা কৃত্বা তস্য যো মধ্যমো ভাগঃ ন স্থূলঃ ন চ কৃশঃ
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	কটী দক্ষিণাপর সক্থ্নঃ উপরি বর্ত্তমানঃ মাংসলঃ প্রদেশঃ। শ্রোণির্দক্ষিণাঃ ফিক্ ইতি ধূর্ত্তস্বামী
দক্ষিণসক্থি পৃষ্ঠনড়কম্	দক্ষিণস্য বাহোঃ প্রথম নলকং, অংসাদধ এবাবস্থিতম্
গুদতৃতীয়ণিষ্ঠম্	আদ্যস্য যোঽণিষ্ঠঃ অতিশয়েন অণুঃ অতিকৃশঃ তৃতীয়ো ভাগঃ
সব্যা শ্রোণিঃ	উত্তরাপর সক্থ্ন উপরিভাগে মাংসলঃ প্রদেশঃ, কটী-শব্দবাচ্যঃ
বর্ষিষ্ঠম্	অতিশয়েন মহৎ বর্ষিষ্ঠং যদ্গুদতৃতীয়মতিস্থূলম্
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্রম্
জাঘনী	জঘনপ্রদেশে ভবা পুচ্ছদণ্ড ইত্যর্থঃ। জাঘনী পশোঃ পুচ্ছমিতি হরিস্বামী। জাঘনী বালদণ্ড ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। জাঘনী যেন মশকানপনয়তীতি ধূর্ত্তস্বামী। জাঘনী বালধি-রুচ্যতে ইতি জ্ঞানদীপিকাকারঃ
ক্লোম	গলনাড়িকা
প্লীহঃ	পীহ ইতি যঃ প্রসিদ্ধঃ
অধ্যূধ্নী	শতপুটঃ উধস উপরি ভবতি
পুরীতৎ	হৃদয়ং প্রচ্ছাদিতং যেন মাংসেন তৎ
মেদঃ	
ঊবধ্যং	পুরীষম্

লোহিতম্	রুধিরম্
বপা	
বসা	

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে

৭ প্রশ্ন ২২-২৭ কণ্ডিকা পশুবন্ধ প্রকরণ —ভট্টরুদ্রদত্ত প্রণীত বৃত্তি সমেত —

হৃদয়	
জিহ্বা	
বক্ষঃ	
যকৃৎ	কালখণ্ডং নাম দ্বিতীয়ো মাংসম্
বৃক্কৌ	পার্শ্বগতৌ পিণ্ডৌ
সব্যং দোঃ	
উভে পার্শ্বে	
দক্ষিণাশ্রোণিঃ	
গুদতৃতীয়ম্	
দক্ষিণং দোঃ	
সব্যা শ্রোণিঃ	
ক্লোমা	নাম যকৃৎসদৃশম্ তিলকাখ্যং মাংসম্
প্লীহা	গুল্মঃ
পুরীতৎ	অন্ত্রম্
বনিষ্ঠুঃ	স্থবিষ্ঠান্ত্রম্
অধ্যূধ্নী	উরঃ স্থানীয়ং মাংসম্
মেদঃ	চর্ম্ম জলজস্থ বৃক্কয়োশ্চ
জাঘনী	পুচ্ছম্
সূপ	পক্বরসঃ
বসা	পক্বরসঃ
অংসৌ	স্কন্ধৌ
অণূকঃ	অস্থ্যাস্থিবিশেষঃ
অপর সক্থিনী	শ্রোণ্যেকপরিশেষৌ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি

এই তিনখানির ভিতর যেখানি সর্ব্বপ্রাচীন (লক্ষ্মণ-সংবৎ ৫১) সেখানি নদীয়া জিলার চাকদহনিবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধ মিষ্টার্ জে, ডি, বেগ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত। কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন একবার বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কৃত হয়, তখনই উক্ত বেগ্‌লার সাহেব এই শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। (মহাবোধির বিজ্ঞাপন ও ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তাহার পর পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রাজী ইংরাজী ১৮৮৫ অব্দে বম্বে-রাঞ্চ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর যোড়শ সংখ্যক গ্রন্থে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। (উক্ত গ্রন্থের ৩৫৭—৬০ পত্র দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইহার যে পাঠোদ্ধার করেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, একেবারে নির্দ্দোষ নহে বলিয়া অনেক দিন হইতে ইহার পুনঃপাঠোদ্ধার করিবার কল্পনা হয়; কিন্তু সে মূল শিলাখানি না পাওয়ায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে অবশ্য ইহার একখানি প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে, কিন্তু তাহা তত সন্তোষজনক নহে, অথচ শিলাখানিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; সুতরাং পুনঃ পাঠোদ্ধারের কল্পনা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতে থাকে।

দৈবক্রমে ভারতীয় আর্কিওলজিকাল সর্ভে বিভাগের বড় কর্ত্তা মৃত বেগ্‌লার সাহেবের পুস্তকালয় ও তৎসংগৃহীত প্রস্তরাদি সমস্তই ক্রয় করেন ও ইংরাজী ১৯০৯ সালে পুস্তকাবলী ব্যতীত যাবতীয় কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করেন। আমাদের চির প্রার্থিত এই শিলালিপি-খানি তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত হই।

ডাক্তার ব্লক্ সাহেব তখন জীবিত, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া আমায় দেন। মৃত মহাত্মার নিকট আমি তজ্জন্য বিশেষ-রূপে ঋণী।

শিলাফলকখানি চতুষ্কোণ। ইহাতে ১৩টী পংক্তি আছে। ইহার অক্ষর ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতীয় পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ। ইহার ভাষা সংস্কৃত। নমস্কারের শ্লোক ভিন্ন ইহা গদ্যে রচিত। ইহার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস উভয়ই অশুদ্ধ এবং অর্থ অপরিস্ফুট। ইহা পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, কতক-গুলি রাজপাদোপজীবী ব্যক্তির প্রার্থনায় রাজা অশোকচল্লদেব মহিপূজালপ্রহিতাবিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহলদেশীয় সংঘেরা দীপ-সমন্বিত চৈত্যত্রয়বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এবং ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া যান যে, বুদ্ধদেবে নিবেদিত এই

নৈবেদ্যের অধিকারী ইহার দ্রব্যাদি আহরণকারী হরিচন্দ্র ও পাচক মাধব। ইহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ অতীতাব্দে ভাদ্র মাসের ২৯শে উৎকীর্ণ।

মূল।

সমস্ত ৩ স্ত ৯ ত্র ৯। তো

১। ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং
তথাগ^হ্যবদৎ তেষাং চ যো নি

২। রোধ এবং বাদী মাহাশ্রবণঃ ॥ দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
মহাজ্ঞান জায়িনঃ পর

৩। মোপাশক^তা প্রকৃত্যোপেত মহারাজ শ্রীমদশোকচল্লদেবস্য যদত্র

৪। পুণ্যং তদ্ভবতু। মাতাপিতৃপূর্বং গমং কৃত্বা শকলসত্বরা-
শেরনুত্তরজ্ঞান

৫। ফলবাপ্তয় ইতি ॥ কস্মার পণ্ডিত ভদন্ত সুতপসী (?)
রাজগুর পণ্ডিতমুশল।

৬। পাত্র সংকর দেব। পাত্র ত্রৈলোক্য ব্রহ্ম।
কা^র্দভিঃ শ্রীমদ্রাজানং বোধ

৭। য়িত্বা। ভট্টদামোদরং। ভট্টপদ্ম। শিষ্ট রাঘব মহিপৃকাল প্রহিত্য

৮। শীহারীয়ং বুদ্ধ প্রতিমা সহিত কালিকে। যদপরং।
নৈবেদ্যার্থং তাং চৈ

৯। ত্যং চৈ ^ ক ^ বং দাপয়াহি ২ং আচন্দ্রার্ক্কং যে কেচিত
শ্রীমন্মহাবোধৌ সিং

১০। ঘলসংবাদয়ন্তেঃ প্রত্যহং দেয়ং। নৈবেদ্যমিদং সম্বুকার্চিত কম্নি

১১। তকার হরি চংন্দ সুপকারী মাধকয়ো পরিকল্পিতমিতি ॥

১২। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১

১৩। ভাদ্র দিনে ২৯

পণ্ডিত ভগবানলালের পাঠে ও আমার পাঠে অপর কোন কোন অংশে বিভিন্নতা অপেক্ষা নিম্নলিখিত অংশের অসামঞ্জস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠকগণ দেখিবেন, মূলে নবমপংক্তিতে দুটি কাকপদচিহ্ন আছে, একটি "চৈ" ইহার পরে ও অপরটি "ক" ইহার পরে।

কাকপদচিহ্ন যে প্রক্ষিপ্ত অংশের স্থানান্তরে সন্নিবেশজ্ঞাপক ইহা সকলেরই বিদিত। তৃতীয় পংক্তির "মোপাশক" পদের পর কাকপদ চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট উপরি উদ্ধৃত "সমস্ত" পদটি ইন্দ্রাজীও গ্রহণ করিয়াছেন ও "সমস্ত" পদটির পর লিখিত "৩" এই সংখ্যাটি যে তৃতীয় পংক্তিজ্ঞাপক তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নবম পংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের বেলা তিনি বেশ গোলমালে পড়িয়াছেন। উপরিলিখিত "স্ত ৯" ও "ত্র ৯" যে নবমপংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের উদ্দিষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু বুঝেন নাই যে, উহাতে নবমপংক্তিজ্ঞাপক ৯ দুটি সংখ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি "স্ত" ইহার পরে, অপরটি "ত্র" ইহার পরে। তিনি সংখ্যাদ্বয়ের আকারের সহিত শারদাক্ষরের সকারের সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদিগকে সকার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুসারে পাঠ করিয়াছেন "তং চৈত্রৎসত্রংস ধুপং দীপ" ইত্যাদি। এবং নোটের উপর অর্থ করিয়াছেন—ধূপ দীপ ইত্যাদি। আর এই বঙ্গদেশের শিলাফলকে শারদাক্ষরে সংশোধনের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন শিলালিপিখানিতে কাশ্মীর পণ্ডিতের অবস্থিতি দেখিয়া। (মূল পঞ্চম পংক্তি দ্রষ্টব্য)

পাঠকগণ দেখিবেন, এত কষ্ট-কল্পনা অপেক্ষা মদুদ্ধৃত পাঠই সহজ। আর উদ্ধৃত অংশ যে পংক্তি হইতে উদ্ধৃত হয় সেই পংক্তিজ্ঞাপক সংখ্যা কি পুস্তকে কি শিলাফলকে উদ্ধৃতাংশের পর সন্নিবেশিত করাই চিরপ্রচলিত, সুতরাং এখানে তাহার অন্যথাচরণ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত। আরও দেখিবেন, লিপিখানির সকলের পংক্তিস্থিত "ভাদ্র দিনে ২৯ এই ২৯ সের ৯ সংখ্যার আকারের সহিত উদ্ধৃতাংশদ্বয়ের ৯ সংখ্যাদ্বয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য। "চৈত্তকত্রয়ং দীপসহিতঃ ইহার অর্থও সুগম। অবশ্য "চৈত্তক" কথাটি হইবে "চৈত্যক"।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি আজও ভাল করিয়া কোথাও সম্পাদিত হয় নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণালে মিষ্টার ডি হার্পের প্রদত্ত প্রতিলিপিসাহায্যে প্রিন্সেপ্ সাহেব একবার প্রকাশ করেন। (পঞ্চম গ্রন্থ ৬৫৮ পত্র দ্রষ্টব্য) তাহার পর হইতে আসল শিলাখানির আর কোন সন্ধান থাকে না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোধগয়ায় ইহা খুঁজিয়া পান নাই। পণ্ডিত ভগবান্লাল প্রিন্সেপ সাহেবের প্রতিলিপি অনুসারেই ইণ্ডিয়ান আণ্টিকুইটীতে ইহা আর একবার প্রকাশ করেন। (দশম গ্রন্থ ৩৪৬-৪৭ পত্র দ্রষ্টব্য) প্রতিলিপির দোষে এ সব সম্পাদন সন্তোষজনক হয় নাই।

১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ একবার বোধগয়ায় গমন করেন ও তাঁহার গরীয়সী যশস্বিনী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার ফলে তিনি ইহা বোধগয়ার এক অভিনব-প্রস্তুত ইমারতের দেয়ালে দেখিতে পান। এইরূপে এই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। উদ্ধারকর্ত্তা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারই আনীত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহা সম্পাদিত হইতেছে, সম্পাদক তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

ইহার বর্ণমালাও সেই দ্বাদশ শত খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাবিহারে ব্যবহৃত বর্ণমালারই অনুরূপ।

লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার পুত্রগণের সমসাময়িক বর্ণমালার সহিত ইহার পার্থক্য বড়ই অল্প। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও সমস্তটাই গদ্য এবং প্রায় বিশুদ্ধ। ইহার বিষয়—ইহা কোন এক বৌদ্ধের মানসিক দানের নিদর্শন। এ বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীটির নাম সহণ পাল। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ইহার পিতার নাম মহত্তক চাটব্রহ্ম ও পিতামহের নাম মহামহত্তক মুসিব্রহ্ম। ইনি কুমার দশরথের একজন কর্ম্মচারী। কুমার দশরথ ছিলেন—সপাদলক্ষ নামক পর্ব্বতসন্নিহিত খসদেশাধীশ্বর মহারাজ অশোকচল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহা লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ-সংবতের ৭৪ গতাব্দে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃহস্পতিবার দ্বাদশী তিথিতে।

মূল

১। ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ দেযধর্ম্মোযং প্রবরমহাযানযায়িনঃ
পরমোপাসকস্য হে [?]চরণারবিন্দ মকরন্দমধুকরসকার ভূপাল বে
। শ্যাভুজঙ্গপরনৃপতি গরুড় নারায়ণ [ত্রি]পুরাজমত্তগজসিংহনি ধল
মহীপালজনদে[?] [?]প্রজ্ঞানাবল প্রশস্তি সমলঙ্কৃ
[?] [?]খর[?]শ্বর খসদেশরাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচল্লদেব
কনিষ্ঠভ্রাতৃ শ্রীদশরথ নামধেয় কুমারপা
দপদ্মো [?] ভাণ্ডাগারিক মহাত্র[?]পরায়ণা নিরন্তরীণ
বোধিসত্ত্বচারিত ক্ষত্রিয়কুলদীপ শ্রীসহণপাল নামধেয
৫ স্য মহত্তম শ্রীচাটব্রহ্মসুতস্য মহামহত্তক শ্রীমুসিব্রহ্মপৌত্রস্য
যদত্রপুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতাপি
৬। তৃ পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তর জ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদানামতীতরাজ্যে
৭। সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ ॥

এ পাঠে ও ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত পাঠের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। প্রধান বিভিন্নতা প্রথম পংক্তির "হে বজ্র" কথাটিতে। ভগবানলাল উহাকে পড়িয়াছেন হিমেন্দ্র। অধ্যাপক বেণ্ডলের প্রকাশিত সুভাষিত সমুচ্চয় গ্রন্থে দেখিতে পাই "ওঁ নমঃ শ্রী হেবজ্রায়" বলিয়া উক্ত গ্রন্থ আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং মহাযানীদিগের হেবজ্র বলিয়া দেবতা আছেন।

তৃতীয় শিলালিপিখানি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আমি ইহা ব্যতীত ইহার আর কোন সন্ধান জানি না। ডাক্তার ব্লক সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, ইহা আর বোধগয়ায় পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ রাখালদাসও আমায় বলিয়াছেন যে, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, যেখানে যত পতিত প্রস্তর আছে

২। কুকশ্বার শিলালিপি।

সমস্ত উদ্ঘাটন করিয়াও তিনি বোধগয়ায় ইহা দেখিতে পান নাই। সুতরাং কানিংহামের প্রদত্ত প্রতিচিত্রের সাহায্যে ইহার পাঠোদ্ধার করিতে হইতেছে। (মহাবোধি, চিত্র ২৮ দ্রষ্টব্য)

মূল

১। স্বস্তি। নমো…কান্ত

২। খি ধর্ম্মা(?)চার্য বুদ্ধসেনঃ (?) বুধসং (?)

৩। ঘাদি সকল শ্রীমন্মহাবোধি ব্র

৪। হ্মের্যথাপ্রধানাদি প্রতিবাসিনো

৫। জনপদান্ কর্যকাংশ্চাজ্ঞা(?)প্যাযিত্বা

৬। বাচয়তি বিদিতমস্তু ভব

৭। স্তো বৃত্তিরস্মাভির(রি)ত্যাদিনা রাজশ্রী

৮। অশো'গচল্ল দেবানাং সুখ্যতমা

৯। নাঞ্চ কমারাজগুরুভিক্ষুপণ্ডিত

১০। শ্রীধর্ম্মরক্ষিত চরণানামাচন্দ্রা

১১। র্কং সমর্পিতা তদেষাং বিধে——

১২। পাভূয যথোচিতং দদানাহত্যার্থং বি (?)

১৩। সত্ত কর্ষতচেতি। দশশতসিং

১৪। ঘলস্থবিরাণামত্রস্থিতানোঞ্চ

১৫। পূর্ব্ববাবস্থয়া গৌরবাদিত্য

১৬। শেন কামিতরাজগুরুবিধাতব্যা

১৭। যাং সিংঘলানাং মহাবোধি বিষ[য]ক

১৮। সমবিধানমপ্রাপ মোচযতাঙ্কম।

১৯। …সাধনিক রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট

২০। মাণ্ডলিক শ্রীসহজপালপশ্রীজন্মতে

২১। নাষস্ত বদতানি ইতি॥

ইহার যখন আসল শিলাখানি পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহার পাঠোদ্ধার সন্তোষজনক হইবার সম্ভাবনা নাই। অপরদ্বয়ের সহিত ইহার এখানে সন্নিবেশের কারণ ইহাও একখানি অশোকচল্লের নামযুক্ত শিলালিপি ও অনেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। ইহা একখানি দানপত্র। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরস্পর সম্বদ্ধরূপে পাওয়া যায়:—

১। ১৩শ, ১৪শ পংক্তিতে সিংহলদেশীয় এক হাজার স্থবিরের উল্লেখে প্রথম লিপিখানির ৯ম-১০ম পংক্তিস্থ সিংহল সংঘাদির বেশ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

২। ১৯শ পংক্তির "রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট" দ্বিতীয় লিপির ৫ম পংক্তিস্থ মহত্তক চাটব্রহ্মের সহিত বেশ সম্বন্ধ।

৩। ২০শ পংক্তির "মাণ্ডলিক শ্রীসহস্রপাল" ও দ্বিতীয় লিপির "ক্ষত্রিয়কুলদীপ শ্রীসহণপাল" একই ব্যক্তি। নামটি সহণপাল না হইয়া সহস্রপাল হইলেই অর্থযুক্ত হয় সুতরাং দ্বিতীয় লিপির লেখক 'স্র' লিখিতে 'ণ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

৪। ৮ম পংক্তির "অশোগচল্ল" যে অশোকচল্ল তাহা অভ্রান্ত।

উল্লিখিত পরস্পর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাওয়ায়, এ লিপিখানিও যে পূর্ব্বোক্ত লিপিদ্বয়ের সমকালিক তাহা ইহাতে সময়ের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে কোন ক্ষতি হইবে না। ইহার বর্ণমালাও দ্বাদশ শতাব্দের সাক্ষী।

এই তিনখানি লিপি ব্যতীত রাজা অশোকচল্লের নাম আমরা আর একখানি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। উহা গয়াস্থিত সূর্য্যমন্দিরের শিলালিপি ও ১৮১৩ নির্ব্বাণসংবতে লিখিত। উহা পণ্ডিত ভগবান্‌লাল সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছেন। (ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুইরি, ১০ম খণ্ড পত্র ৩৪২ দ্রষ্টব্য) সেখানে অশোকচল্লকে বেশ বড় রাজা বলা হইয়াছে। আমাদের অশোকচল্লও যে সেই অশোকচল্ল তাহা তৃতীয় লিপিখানিতে ৯ম-১০ম পংক্তিস্থ "কমারাজগুরুভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মরক্ষিত" ইত্যাদি থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ সে লিপিখানিতে "কমাচক্রস্য রাজ্ঞোগুরুস্থিরপাত্র: ধর্ম্মরক্ষিত ইতি:...... প্রখ্যাতং ই সপাদলক্ষশিখরিপালপাল চূড়ামণিঃ শ্রীমদশোকচল্লমপি যো নম্রা বিনীয় স্বয়ং।" ইত্যাকার শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

সপাদলক্ষগিরি, খস ও কমারাজা, শিবালিক, গড়োয়াল ও কমাউন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুইরি, ১০ম খণ্ড ৩৪৪ ও ৩৪৬ পত্রের ফুটনোট নম্বর ২১ দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ

Cherry Press Cal.

হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড
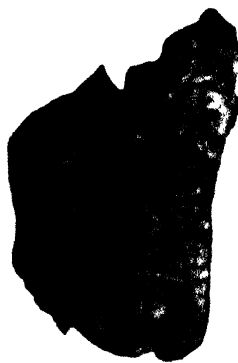
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত উপলখণ্ড শিমলা সহরে সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকেই হয় ত অবগত আছেন যে, শিমলাতে আনেনডাল নামক এক স্থান আছে। এই আনেনডালের উত্তরদিকে যে সমস্ত প্রস্তরের স্তর আছে, তাহাদের মধ্য হইতে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় এই প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিমলার ভূতত্ত্ব পাঠে জানা যায় যে, উক্ত সহরে দুইটী উপলখণ্ডের স্তর আছে। সর্ব্বাগ্রে মিঃ মেড্‌লিকট এই দুই ভিন্নস্তরকে এক স্তরান্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করেন ও ইহাদিগকে উপল-প্রস্তর বলিয়া অভিহিত করেন (১)। তৎপরে মিঃ ওল্ডহাম্ এই মত প্রকাশ করেন যে, এই উপল-প্রস্তর বাস্তবিকপক্ষে হিমনদ-জাত। এই উপলপ্রস্তরের স্তরকে তিনি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন ও এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার স্লেট প্রস্তরের স্তরের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করেন (২)। কিন্তু হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড তিনি এই দুই স্তরের কোনও স্তর হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রাপ্ত হন নাই। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ স্যার টমাস্ হল্যাণ্ড এইস্থান হইতে হিমনদ-চিহ্নযুক্ত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উপলখণ্ড এসিয়াটিক্ সোসাইটির এক মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল ও তৎপরে সেই উপলখণ্ডের বিবরণ ও মিঃ পাস্কো কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অপর একটী উপলখণ্ডের বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল (৩)। এই উপলখণ্ডদ্বয় উপলখণ্ডবাহী নিম্নস্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার একদেশ অত্যন্ত মসৃণ ও ইহাতে হিমনদ-ঘর্ষণের চিহ্ন অতি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। ইহা যে হিমনদ-জাত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। উচ্চতন উপলখণ্ডবাহী স্তর হইতে এই প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ উপলখণ্ড-প্রাপ্তি হিমালয় পর্ব্বতস্থ উপলখণ্ডবাহী স্তরসমূহের সময় নির্ণয়ে কোনও সাহায্য করিতেছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স্যার টমাস্ হল্যাণ্ড বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সেই প্রশ্নের পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

---

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol. III pt. 2.

(২) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XX. pt. 3.

(৩) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XXXVII pt. 3.

শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ

শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ বা ভুবনমঙ্গলগীত নামক এই গ্রন্থ পরম বৈষ্ণব জয়কৃষ্ণ দাস প্রণীত। একখানি মাত্র পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় পুঁথি কখন দেখি নাই এবং কোথায়ও আছে বলিয়া জানি না। আদর্শ পুঁথি বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ৪ খানি মাত্র পত্র। তাহাতে ১০১ শ্লোক আছে— প্রতিলিপির কালমান নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তার এবং অন্যত্র ও কতক কতক অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাছে লোপ পায়, সেই ভয়ে অঙ্গহীন হইলেও ইহার সম্পাদন করিয়াছি। পুঁথিতে যেমন আছে, তেমনি লিখিয়াছি, কেবল সংস্কৃত শব্দের বানান সংশোধন করা হইল। যে যে স্থানে অক্ষর লুপ্ত, সেই সেই স্থানে এই (...) চিহ্ন দিয়াছি। তদ্ব্যতীত কতক স্থানে নরহরি (চক্রবর্ত্তী?) র "নিত্যলীলামৃত" পুঁথিদৃষ্টে বন্ধনীর মধ্যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুঁথিখানি, অনুমান হয় ১৫০।২০০ বৎসরের হইবে। ইহাতে কয়েকটি অন্তঃস্থ ব-কার আছে। কয়েকটি র-কারের শূন্য নাই, আর সব র-কার পেটকাটা।

এই গ্রন্থানুসারে অদ্বৈত প্রভুর জন্মকাল, কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা, মঙ্গলবার, অনুরাধা নক্ষত্র, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ মতে মাঘী সপ্তমী।

এই গ্রন্থানুসারে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা, যিনি হাড়াই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার নামান্তর "পরমানন্দ"। ভক্তিরত্নাকরের ১২শ তরঙ্গে দৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণবাভিধানের এবং কবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যে দুটি বচন উদ্ধৃত আছে, তাহাতে হাড়াই পণ্ডিতের 'মুকুন্দ' এই আর একটি নাম পাওয়া যায়। মুকুন্দ পোয়াতির ছেলে বলিয়া হাড়াই বা হাড়ো এবং আর দুটি নামের মধ্যে একটি পারিবারিক এবং আর একটি ডাক নাম হইতে পারে।

কবির পরিচয়

আমাদের ঘরে পড়ে অনুবাদিত গীতগোবিন্দের একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে, তাহাও জয়কৃষ্ণ দাস কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যায় শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় কবি জয়কৃষ্ণ দাসের 'রসকদম্বলতা' কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ ও উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থের কর্ত্তা সম্ভবতঃ একব্যক্তি। রসকদম্বলতার কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, এই স্থলে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিতেছি—

"গড়বাড়ী বসবাস শ্রীরামমোহন দাস
নিত্যানন্দ প্রেমে মগ্ন অতি।
তস্য সুত কেনারাম সদা মুখে গৌরনাম
বিনা অন্য দেবে নাই মতি॥

রথযাত্রা বাল্যকালে শিক্ষা করি কুতূহলে
কিছুকালে তাহে মত্ত ছিলা।
হৈবে গৌরইচ্ছা মনে হরিনাম সংকীর্ত্তনে
দক্ষ হবো মনেতে করিলা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে মোহন ছুতরের ঘরে
কীর্ত্তনের আসরণ আনিল।
প্রথমেতে গৌরচন্দ্রী শিক্ষা করি মহানন্দী
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল ॥
ছিনু আগে কেনারাম অশেষ গুণের ধাম
গুরু দিলা রমকৃষ্ণ নাম।
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি তাই পরিচয় করি
পাপ ইতে না চইবে বাম ॥
গৌর কৃপার কথা রচি রসকল্পলতা
লিখি তিঁহো সেবা লেখাইল।
শাক শশী যড় বিন্দু তায় মিলাইয়া সিন্ধু
মার্গশিরে সমাপ্ত হইল ॥"

"জেলা হুগলির আরামবাগ মহকুমার কাছারী হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে বায়ড়া পরগণার রাণা রঞ্জিৎসিংহের গড়ই—গড়বাড়ী নামে পরিচিত।" কবি "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অনুসারে কাব্যরচনা-কালে মান লিখেন নাই। দক্ষিণা গতি ক্রমে অঙ্কপাত করিলে ১৬০৭ শক;নহ,চয়, রসকল্পলতার রচনা যেরূপ সুললিত, তাহাতে বোধ হয়, উহা কবির উত্তর কালের রচনা। এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, "শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ" গ্রন্থের বয়স ২৫০ বৎসর হইবে।

গ্রন্থারম্ভ

সবার স্বতন্ত্র চরিত ... ... ,
পারিষদগণ সঙ্গে আইলা গৌ..র রঙ্গে
জীব হেতু নদিয়া নগর।

নবদ্বীপে জন্ম প্রভু নিশ্চয় জানিঞা।
স্থানে স্থানে পারিষদ জন্মেন আসিঞা ॥

জ . ম ... ক ... ... রে[1] ।

... ণ ... ৎ

. . ষ ... । সা বা ..ক ... চেতে ।

অগ্র ধ নক্ষত্রে ... মঙ্গল বারেতে ॥

একচাকা খলত পুরেতে নিত্যানন্দ ।

জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ ॥ ৫

পরমানন্দ ঘরে জন্মিলা আসিঞা ।

তার প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিঞা ॥

জনম লভিলা পদ্মাবতীর উদরে ।

মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিষ্ঠ বারে[2] ॥

কুবের বলিঞা নাম পিতা থুইল ।

স্বভাব প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল ॥

বাল্যদশা তেঁহো প্রভু বালকের সনে ।

কৃষ্ণ লীলা খেলা যে খেলেন দিনে ২ ॥

শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর ।

মুরারি মিশ্রের ঘরে সভার গোচর ॥ ১০

সেই দেশে শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস ।

শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মুরারি প্রকাশ ॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জন্ম চাটীগ্রাম ।

তথাই জন্মিলা দত্ত বাসুদেব নাম ॥

বুড়নে জন্মিলা শ্রীঠাকুর হরিদাস ।

পরমানন্দ পুরি বিষ্ণুপুরি তিরোভে[3] প্রকাশ ॥

১। ঈশান নাগরকৃত "অদ্বৈত-প্রকাশ" অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতের পিতা কুবের আচার্য্য তাঁহার নাম কমলাক্ষ রাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের এই অক্ষরের অধিকাংশ অক্ষর পুঁথিতে লুপ্ত। "অদ্বৈত-প্রকাশ" দৃষ্টে লাউড় নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, জানিয়া দুর্ব্বোধ্য সাহায্যে লুপ্ত এই অক্ষর "প্রভু লাউড় পু" পড়িলাম।

"জয় লাউড় দুবের যে সুত অদ্বৈত বর্ণ। কবে নবগ্রামে যাঁর উপাদেয় জন্ম।" (নরহরি)

২। ভূমিষ্ঠ কাল—শিবরাত্রি, ১৩৯৫ শকাব্দে।

৩। তিরোভে—তীরভুক্তিতে, ত্রিহুতে।

…　　　… জন্ম সেলডায়।
কংশারির ঘরে জন্ম লভিলা … ॥
সূর্য্যদা　　…　　… ।
…　　… খ্যাত সংসার ॥
সভার কনিষ্ঠ তার নাম কৃষ্ণদাস।
এই চারি ভাই নবদ্বীপে পরকাশ ॥
তথাই জন্মিলা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গৌড়মণ্ডলে যত পণ্ডিতের বর্য্য ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥ ৩১

[২]

প্রভু আইলেন উদিত নদিয়া।
অত অবতার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া ॥
অত সব প্রকাশ হইলা নবদ্বীপে।
একত্র সভার নাম কহিব সংক্ষেপে ॥
নারায়ণী[১] আলবাটী প্রসিদ্ধ তাহার।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কুমার তাহার ॥
বনমালি আচার্য্য পণ্ডিত গোপীনাথ।
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর একসাথ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র নারায়ণ।
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন ॥ ৫
সদাশিবাচার্য্য আর শ্রীগর্ভ সংহতি।
শ্রীসরখেলের[২] পুত্র শ্রী আচার্য্যনিধি ॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিঁহো বিদ্যার অবধি ॥

১। এই নারায়ণী, নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

২। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের। সরখেল গৌড়ের মুসলমান রাজার দত্ত উপাধি। উহার অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সূর্য্যদাস সরখেল, শ্রীনিত্যানন্দের শাখাভুক্ত কথিত হইয়াছেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর ছিলেন।

হলাউদাচার্য্য আর বসন্ত আচার্য্য।
সনাতন নাম রাজপণ্ডিতের বর্য্য॥
পুরন্দরাচার্য্য আর মিশ্র কাশীনাথ।
শ্রী ... ... র্য্য সেথানন্দ তার নাথ॥
শিবানন্দ সেন বৈদ্য বনমালিদাস।
মুরারি চৈতন্য দাস তথাই প্রকাশ॥
... ... জন্ম চাকদাতে
তথাই গোবিন্দ ঘোষ ভাইর সহিতে। ১০
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন।
... ... ভাই চারিজন[৭]॥
পানিহাটী জনম লভিলা পুরন্দর।
রাঘব পণ্ডিত আর মিশ্র কাশীশ্বর॥
... ... ভালিয়া।
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বলিয়া॥
দ্রাবিড়ে গোপালভট্ট রাঘব গোসাঞি।
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই॥
আকাই হাটেতে বড় কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণদাস বিহরয়ে বড়গাছি ধাম[৮]॥ ১৫
মামদাবাদেতে জন্ম কালিয়া কৃষ্ণদাস।
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ॥
জন্মিলা সুবুদ্ধি খান গুপ্তপাড়া বেড়ে।
অনন্তাচার্য্য গোবিন্দাচার্য্য রঘুনাথ তাথে॥
কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত যে আর।
তুলসী মিশ্র যে হনুলুকে পরচার॥

৭। নরহরির নিত্যলীলামৃতে—"জন্ম ইহাদের চাকন্দা গ্রামে জানি।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ভাই তিন॥"

৮। নরহরির ভক্তিরত্নাকরে—"বড়গাছি গ্রামে হরিদাসের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর তেঁহো ভাগ্যবান্॥"

(গৌরীদ)াস পণ্ডিত জন্মিলা আম্বুয়ায়।
শ্রীভাগবতাচার্য্য পরমানন্দ তায় ॥
নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস।
বুদ্ধিমন্ত (খা)ন পানিলাএ পরকাশ ॥ ২০
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস।
তথাই হইল এহো দুহে পরকাস ॥
(শু)ক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কুমারহট্টেতে।
সঞ্জয় পণ্ডিত আর শ্রীমান হো তাহাতে ॥
উৎকলে জন্মিলা উড়্যা বলরাম দাস।
... নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ ॥
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর।
মাধব নায়ক পট্ট তথাই প্রচার ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥২৫

[৩]

সাবধান হৈঞা লোক শুনিবে সর্ব্বথা।
চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম পারিষদজন্মকথা ॥

সুহই রাগ।

শুন শুন সুজন ভাই গৌরাঙ্গ চান্দের কথা।
সঙ্গে সব লঞা আইলা নদিয়ায় জেই ॥ ধ্রু ॥
আম্বলায় গরুড় আচার্য্য সঙ্গে কহে।
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিত হো তাথে ॥
শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধরণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥
বুড়নেতে জনমিলা শ্যামো ঠাকুর।
উদাসীন রূপে তার মহিমা প্রচুর ॥ ৫
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম কুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর।
তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাঁচিসালি।
তথাই শ্রীকর পণ্ডিতেরে বলি ॥
তথাই কংশারি সেন বল্লভ হোঁসেন।
এ পাঁচের জন্মস্থলি তথাই কহেন ॥
শ্রীখণ্ডে জন্ম শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ।
কৃষ্ণের বর্ণন বিনু নাহি আর কাজ ॥ ১০
তবে ত গোকুলানন্দ বলরাম দাস।
এ দুহে হইল ঘোড়াঘাটে পরকাস ॥
জস (ড় ?) ন গ্রামে জন্ম রায় চক্রবর্ত্তি।
বেতাউ হইলা মনে বাঢ়ু উৎপত্তি ॥
রামানন্দ বসু জন্ম কুলীন গ্রামেতে।
তথাই গোপদল পরশু একা[১] সাথে ॥
রামচন্দ্র পুরি আর পুরি দামোদর।
পরমানন্দ পুরি আর পুরি হো ঈশ্বর ॥
সুখানন্দ পুরি আর ব্রহ্মানন্দ পুরি।
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুরি নাম ধরি ॥ ১৫
কৃষ্ণানন্দ পুরি আর পুরি রঘুনাথ।
বিশেশ্বর পুরি আর রাঘব বিখ্যাত ॥
পুরুষোত্তম পুরি আর পুরি গো অনন্ত।
হরিহরানন্দ পুরি সর্ব্বগুণবন্ত ॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী উপেন্দ্র আশ্রম।
শুদ্ধ সরস্বতী নাম তিন এক সম ॥
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী।
শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী ॥
সত্যানন্দ ভারতী হো তীর্থ জগন্নাথ।
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ ॥ ২০

১। একা—এক।

গরুড় পরমানন্দ অবধূত নাম।
প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রম॥
অন্য উদাসীন সভে সভেই সন্ন্যাসী।
একত্র মিলিলা সভে কেহো কোন দেশী॥
ইহা সভাকার জন্ম নির্ণয় তাহার।
একেকে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ॥ ২৪

[৪]

অপার মহিমা প্রভু শচীর কুমার।
পতিত তারিতে ক্ষিতিতলে অবতার॥ ধ্রু॥
প্রভু পারিষদ সব জন্মিলা ভারতে।
কেহো তাহে ম্লেচ্ছ দেশে পাণ্ডববর্জ্জিতে॥
তাহার কারণ সভে শুন মন দিয়া।
পতিত তারিতে সভে জন্মিলা আসিয়া॥
জানি অবতার এই পতিতপাবন।
কুদেশে জন্ময়ে কেহো তাহার কারণ॥
সেই সব দেশ ধন্য করিবার তরে।
সে সব দেশেতে আর কত দেহ ধরে॥ ৫
নির্ণয় করিয়া ইহা কহে শাস্ত্রে সব।
ম্লেচ্ছ দেশে জেহো১০ করে থাকেন বৈষ্ণব॥
তিতিন[11] যোজন তার বিষ্ণুক্ষেত্র জান।
বরাহপুরাণ হয় ইহার প্রমাণ॥
ধরণীরে কহিলেন বরাহ আপনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে জে জন না মানে॥
বৈষ্ণব জে দেশে রহে সেই দেশ পুণ্যবান্।
ভাগবতে কহে পুন ইহার প্রমাণ॥

সপ্তম স্কন্ধেতে কহে নারদ আপনে।
পৃথক্ স্থান প্রসঙ্গেতে অভীষ্টের স্থানে॥ ১০
বৈষ্ণব আশ্রয় যদি হএ ম্লেচ্ছ দেশে।
গঙ্গা আদি সর্ব্বতীর্থ তাহাতেই বৈসে॥
আদিপুরাণে আছে ইহার প্রমাণ।
অর্জ্জুনেরে আপনে কহিলা ভগবান্॥
সেই সব দেশ জানি সভার পূজিত।
যেই দেশে হয় এক বৈষ্ণব আশ্রিত॥
ভাগবতে আছে পুন ইহার প্রমাণ।
একাদশে উদ্ধবে কহিলা ভগবান্॥
শুভদেশে তেহো যদি না থাকে বৈষ্ণব।
কদাচিৎ সেব্য সেহ নহে কোন সব॥ ১৫
একথা অন্যথা কভু না জানিবে পাছে।
ভাগবতে দশমস্কন্ধেতে স্ফুট আছে॥
জানিবে যে সেই দেশে পতিত বলিঞা।
না রহে বৈষ্ণব তাহে আলয় করিয়া॥
আদিপুরাণে কৃষ্ণ কহিল অর্জ্জুনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে সেই নাহি মানে॥
এই হেতু ম্লেচ্ছদেশে জন্ম কারো কারো।
পুস্তক আজ্ঞা অবহার ধন্য করিবার॥
উৎকলে মথুরা গোকুল অযোধ্যা ছাড়িয়া।
পুরুবে জন্মিলা প্রভু ইহার লাগিয়া॥ ২০
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ॥ ২১

ইতি শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থাননিরূপণ সমাপ্ত॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপারিষদায় নমঃ॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

১০। তেহো—তাঁহারা, তেহ। ১১। তিভিন—তিনদিকে।

BENGAL ART STUDIO. CALCUTTA.

নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন

সীতাহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটী রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটী ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটী কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটীর নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে গত শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাম্রশাসনখানা বাহির হয়। মজুরেরা প্রথমে উহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিল এবং ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবুকে প্রথমতঃ উহার প্রাপ্তি সংবাদ দেয় নাই। ক্রমে উহা বৈদ্যনাথ বাবুর কর্ণগোচর হয়। তিনি মজুরদিগকে পীড়াপীড়ি করায় তাহারা তাম্রশাসনখানা তাঁহাকে আনিয়া দেয়। কাটোয়ায় জনরব যে তাম্রশাসনের সহিত অনেক এক ঘট রৌপ্য ও কতক কলস টাকাও বৈদ্যনাথ বাবুর হস্তগত হইয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসন প্রাপ্তি-সংবাদ প্রথমে কাহাকেও দেন নাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, রৌপ্য ও মুদ্রাপ্রাপ্তির জনরব অমূলক।

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে তাম্রশাসন-প্রাপ্তির অতিরঞ্জিত বিবরণ বাহির হয়। এক প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সংবাদ ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশিত হয়। সীতাহাটী কাটোয়া হইতে ছয় মাইল মাত্র ব্যবধান। ষ্টেটস্‌ম্যানের বিবরণ পাঠ করিয়া, আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই "প্রদীপ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ সীতাহাটী গমন করেন এবং বৈদ্যনাথবাবুর নিকট হইতে তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিঃবাবু তাম্রশাসনখানা আমাকে দেখিতে দেন। উহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে যখন স্থানীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও আমি নিযুক্ত ছিলাম, তখন গবর্মেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট "ট্রেজার ট্রোভ" আইনানুসারে তাম্রশাসনখানা দাবী করিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকেই দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট দাবী করায় আমি উহা হস্তচ্যুত করিতে সমর্থ হই নাই এবং সাহিত্য-পরিষৎকেও উহা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা সাহিত্য-পরিষৎকেই প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁহার প্রীতি সূচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি সাহিত্য-পরিষদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুও সাহিত্য-পরিষদের জন্য তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া, সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা তাঁহারও প্রাপ্য।

নৈহাটী ও সীতাহাটী পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম। তাম্রশাসনখানা নৈহাটী গ্রামের সীমামধ্যেই বাহির হয়। নৈহাটীতে পূর্ব্বে "নহি" নামক এক রাজা ছিলেন বলিয়া এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে। তাম্রশাসনাবিষ্কারের সংবাদ যখন প্রথম বাহির হয় এবং শতমুখী জনরব তৎসহ প্রচুর ধনরত্নাবিষ্কারের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিতে থাকে, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন

"নই" রাজার গুপ্ত ধনাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে "নই" রাজার ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল, "নই" রাজার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে, সেনবংশীয় মহারাজ বল্লালসেনের জননী শ্রীমতী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণকালে গঙ্গাতীরে হেমাশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণা-স্বরূপে মহারাজ বল্লালসেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ওবাসুদেবশর্ম্মাকে বৰ্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়মণ্ডলস্থিত "বাল্লহিট্ঠা" গ্রাম দান করেন। তাম্রশাসনখানি উক্ত দানের নিদর্শন। তাম্র-শাসনোক্ত ওবাসুদেবশর্ম্মার বংশধর কেহ নৈহাটী অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে নাই।

তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত বলিয়া বৈদ্যনাথবাবুর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কল্যাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি তামার বাটী ও কয়েক খণ্ড টিন আমাকে প্রদান করেন। টিন কয়েকখানি যে নিতান্ত আধুনিক তাহাতে সন্দেহ নাই—কেন না তাহাতে কয়েকটি ইংরেজী অক্ষর উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তামার বাটীও বেশী পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে তাম্রশাসনখানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে পূর্ব্বে একটি নীলের কুঠী ছিল। বোধ হয় টিন কয়েকখানি নীলের কুঠীর সময় মৃত্তিকানিম্নে পড়িয়াছিল। তাম্রশাসন, তামার বাটী ও টিন কয়েকখণ্ড "আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টে" প্রেরিত হইয়াছে।

সীতাহাটী, নৈহাটী ও তাম্রশাসনোল্লিখিত নদী ও গ্রামগুলির ভৌগোলিক বিবরণ।

সীতাহাটী ও নৈহাটী ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কাটোয়া হইতে গ্রামদ্বয়ের দূরত্ব ছয় মাইল। তাম্রশাসন নৈহাটী গ্রামের সীমানার মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সীতাহাটী হইতে ন্যূনাধিক তিনক্রোশ পশ্চিমে বীরভূম-কাটোয়া রাস্তার উত্তরে বালুটিয়া গ্রাম অবস্থিত। বালুটিয়াই তাম্রশাসনোক্ত "বাল্লহিট্ঠা"। বালুটিয়া বৰ্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার এলাকা। বর্ত্তমানে বালুটিয়ার চতুর্দ্দিকে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি আছে—

উত্তর—মুর্শিদাবাদ জেলার "জলকোণ্ডী" গ্রাম।

পূর্ব্ব—বিরামপুর গ্রাম।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব—গঙ্গাটিকুরি গ্রাম।

দক্ষিণ—খাঁড়ুলিয়া ও শিবপুর গ্রাম।

দক্ষিণ-পশ্চিম—রাধিকাপুর গ্রাম।

পশ্চিম—মুকুন্দী গ্রাম।

বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে একটি খাল (স্থানীয় নাম কাঁদর) খাঁড়ুলিয়া ও গঙ্গাটিকুরির

বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের উপরিস্থ সদাশিব মূর্তির রাজমুদ্রা

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা

প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ঐ খাল গঙ্গাটিকুরীর ভিতর ও বাল্লুটিয়ার পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত ছিল।

তাম্রশাসনে "বাল্লহিট্ঠা" গ্রামের নিম্নরূপ সীমানা নির্দ্দেশ আছে। বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়ামণ্ডলে—

উত্তরে—১। কুড়ুম্বমা গ্রামের দক্ষিণ সীমা-আলি

২। কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমাভিমুখী সীমা-আলি

৩। আউহা গড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথ

৪। আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমাভিমুখী স্বরকোণা গড্ডিয়ার উত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালি।

পূর্ব্বে—সিঙ্গটিয়া নদী, তৎপূর্ব্বে অর্দ্ধযহ্ন

দক্ষিণপূর্ব্বে—সিঙ্গটিয়া নদী তাহার দক্ষিণে নাড়ীচা।

দক্ষিণে—সিঙ্গটিয়া নদী, তাহার দক্ষিণে শাঙ্গহিট্ঠা।

পশ্চিমে—১। 'নাড্ডিচড়া'র পূর্ব্বসীমালি

২। জলসোথী গ্রামের পূর্ব্বস্থ গোপথের অর্দ্ধ

৩। মোলাড়ুলী গ্রামের পূর্ব্বস্থ সিঙ্গটিয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত গোপথের অর্দ্ধ।

উপরোক্ত চতুঃসীমার মধ্যে যে সমস্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে "সিঙ্গটিয়া", নদীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামের কোনও নদী বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে যে খাল অথবা কাঁদড় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান নাম "স্রোয়োতরী" এবং বীরভূম জেলার "সিঁয়ান" নামক স্থানে ইহার উৎপত্তি বলিয়া অবগত হইয়াছি। "সিঁয়ান" ও "স্রোয়োতরী" এই দুই নামের সমবায়োৎপন্ন শব্দের সহিত 'সিঙ্গটিয়া' শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এই খালটীই পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ছিল এবং সিঙ্গটিয়া নামে পরিচিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি, খালটি পূর্ব্বে গঙ্গাটিকুরীর পূর্ব্বাংশে প্রবাহিত ছিল। তাম্রশাসনে বাল্লুটিয়ার দক্ষিণ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সিঙ্গটিয়া নদীর উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত খালটীই পূর্ব্বে সিঙ্গটিয়া নদী ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গঙ্গাটিকুরীর আয়তন বর্ত্তমান অপেক্ষা খুব কম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গঙ্গাটিকুরীর অর্দ্ধেকেরও বেশী তখন অন্য মৌজার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তাম্রশাসনে বাল্লুটিয়ার উত্তর সীমায় "আউহা গড্ডিয়া" ও "স্বরকোণা গড্ডিয়া" এই দুই নাম উল্লিখিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় পুষ্করিণীকে "গড়ে" অথবা "গড়িয়া" বলে। "গড্ডিয়া" শব্দ যদি এই "গড়ে" শব্দের সংস্কৃতরূপ হয়—তাহা হইলে "আউহাগড্ডিয়া" ও "স্বরকোণা গড্ডিয়া" শব্দদুইটী, দুইটী পুষ্করিণীর নাম বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ "এয়োগড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীকেই সংস্কৃতে "আউহাগড্ডিয়া" করা হইয়াছে। কিন্তু 'এয়োগড়ে' অথবা

"মুরকোণা গড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উত্তর সীমায় "কুড়ুম্বা" গ্রামেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাম্রশাসনোক্ত নামসমূহের মধ্যে (১) পাণ্ডরিয়া (২) নাড়ীচা (৩) অর্দ্ধরিয়া (৪) নাড্ডীনা (৫) জলশোণী ও (৬) মোলাবেকী "শাসন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় এই সমস্ত নামধের গ্রামগুলি তাম্রশাসনীকৃত হইয়া বিশেষ বিশেষ লোককে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাড়ীচা ও নাড্ডীনা নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জলশোণী নামক গ্রাম বর্ত্তমান "বালুটিয়ার" উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান আছে। "পাণ্ডরিয়া" সম্ভবতঃ আধুনিক পাঁড়ুলিয়া এবং "মোলাড়ন্দী" বর্ত্তমান "মুকুন্দী"। পাঁড়ুলিয়া বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং বালুটিয়া ও ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাদড়টী প্রবহমান। সুতরাং দক্ষিণদিকে তাম্রশাসনের সময়ের সীমানার সহিত বর্ত্তমান সীমানার মিল আছে, বলিতে হইবে। আধুনিক বাদিকাপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশ পূর্ব্বে পাঁড়ুলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনুমান হয়।

"অম্বলগ্রাম" নামধের গ্রাম বর্ত্তমানে পাঁড়ুলিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বিদ্যমান আছে। "শিবপুর" গ্রাম বালুটিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণে কাদড়ের পারে অবস্থিত। অম্বলগ্রাম শিবপুরের সংলগ্ন ও তাহার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান হয়, শিবপুরের যে অংশ বর্ত্তমানে কাঁকুড়িয়া সংলগ্ন তাহা পূর্ব্বে অম্বলগ্রামের সীমানার অন্তর্গত ছিল। কাঁকুড়িয়ার পশ্চিমাংশও অম্বলগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়, এতৎসংলগ্ন মানচিত্রে শিবপুর ও কাঁকুড়িয়ার যে অংশ লাল রঙের রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাকে অম্বল গ্রামের অন্তর্গত ধরিলে ও তাহার পশ্চিমে সিজুটিয়া নদী প্রবাহিত ছিল অনুমান করিলে তাম্রশাসনোক্ত পূর্ব্বসীমানা ঠিক হয়।

তাম্রশাসনে কয়েকটী গোপথের উল্লেখ আছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে গোপথ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সন্ধান পাইবার আশা, দুরাশামাত্র। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রাম যে নামে অভিহিত হইত, বর্ত্তমানে তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। বালুটিয়া গ্রামের সীমানাস্থিত গ্রামগুলির নামেরও যে প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম ও অজয় নদের উত্তরে যে ভূভাগ অবস্থিত তাহা পূর্ব্বে উত্তর রাঢ় অথবা উত্তর-রাঢ়া নামে অভিহিত ছিল। তাম্রশাসনে "বর্দ্ধমান" নামের উল্লেখ আছে।

তাম্রশাসনের পাঠ

প্রথম পৃষ্ঠা

১। ওঁ নমঃ শিবায়॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান-বিলসন্নান্দী-
নিনাদোর্ম্মিভি-নির্ম্মর্য্যাদর-

২। সার্দ্ধবো দিশতু বঃ শ্রেয়োংন্ধকারাতীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহার-
বলনৈরর্দ্ধে চ ভীমো-

৩। স্ফুটৈ র্মটট্যারম্ভ-রবৈর্দ্ধরভ্যন্তিনয়-বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥ হর্গোল্লালপ-
রিপ্রবো নিশিরপাং
৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো
বিশ্রান্তমানাধরঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে
৫। চকোর-নগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ সঞ্জীকণ্ঠশিরোমণি র্বিজয়তে
দেবস্তমী বল্লভঃ ॥ বংশে
৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ
র্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ। শশ্ব
৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যা বদান্যৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো
জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥ তেষাম্বং
৮। শে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাস্তোধি-কল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা-
৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাকল্পরক্ত-প্রণয়িগণ-মনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি-
১০। রূপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥ তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্পদো গুণাভরণঃ।
১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ-প্রলয়হেমন্তঃ। লক্ষ্মীস্নেহার্দ্র-
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়-শ্রদ্ধয়া মা-
১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিত-সুরধুনীশঙ্কয়া শঙ্করেণ। হংসশ্রেণী-
-বিলাসোজ্জ্বলিত-
১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সত্রাসারামসীমাবিহরণললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ ॥ ত-
১৪। স্মাদজনিষ্ট নিখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্পালচক্রপু-
১৫। ট-ভেদন-গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ ॥ ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-
নান্তে যদরি-মৃ-
১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি ছিন্নাকীর্ণানিকুঞ্জে নয়নজলমিলৎ-কজ্জলৈ
র্মাঞ্ছিতানি। যত্রাচ্ছি-
১৭। যদি মর্কতচরণতলাস্থিলিতানি গুঞ্জা-ভ্রমাদ্ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশদলা-প্রেমলোলা-

১৮। পুলিন্দাঃ ॥ প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজা বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ। অস্যা-

১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ম্মিরীতি রারোপিতো বিনয়বর্ম্মনি জীবলোকঃ॥ পদ্মালয়েব দয়ি-

২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল-রজনীকরশেখরস্য। অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বর-

২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাসদেবী॥ এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত বল্লালসেনম-

২২। -তুলং গুণগৌরবেণ। অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রি-শিখরং নরেন্দ্র-

২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীক নরনাথ পদেঽভিষিক্তাঃ। দৃষ্টাঃ প্রমোদ-

২৪। -তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ। ক্রীড়াঃ প্রাগনুভূয়মেন রত-

২৫। -সাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী-রাকল্পং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু সংসপ্তকাঃ। ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ

২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীতৈঃ শ্রিতঃ সর্ব্বথনেত্রেন্দীবরতোরণাবনিময়ো যস্যাসি-ধারাপথঃ॥

২৭। যদানা সৌবর্ণং তুরগমুপরাগেষ্বর মণের্যদসৌ দত্তাক্ষীদহনি জননী শাসনপদম্।

২৮। নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণং তদয়মদিতো বাস্তুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপপ্রশমন -কলাকালজলদঃ॥

২৯। সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়-

৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রী-

৩১। মদ্বল্লালসেন দেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণকরাজপুত্ররাজা-

৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-

২য় পৃষ্ঠা।

১। অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক
মহাপীলুপতি মহা

২। গণস্থলৌস্থানিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষা-জাবিকাদি
-ব্যাপৃতক গৌল্মি-

৩। ক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজ
-পাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্র-

৪। চারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্। চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্ জনপদান্
ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্ম

৫। ণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং।
যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃ

৬। -পাতিন্যুত্তর-রাঢ়ামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ-বীথ্যাং খাণ্ডয়িল্লা-শাসনোত্তরস্থিত
সিজটিআ-নদ্যা

৭। -স্তরতঃ নাড়ীচা-শাসনোত্তরস্থ সিজটিআ-নদী পশ্চিমোত্তরতঃ অম্বয়িল্লা-
শাসন-পশ্চিমস্থি-

৮। -ত সিজটিআ পশ্চিমতঃ কুড়ুম্বা দক্ষিণ সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ুম্বা
পশ্চিম পশ্চিমগড্ডি

৯। সীমালি দক্ষিণতঃ। আউহাগড্ডিআ দক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ।
তথা আউহাগড্ডিয়োত্তর গো-

১০। -পথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি গুরকোনা গড্ডিআকীয়োত্তরালি পর্য্যন্ত গত
সীমালি দক্ষিণতঃ

১১। নাড্ডিনাশাসন পূর্ব্বসীমালি পূর্ব্বতঃ জলসোথীশাসন পূর্ব্বস্থ-গোপথার্দ্ধ-
পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী শাসন-

১২। পূর্ব্বস্থিত সিজটিআ পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ। এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ
বাল্লহিট্ঠা গ্রামঃ শ্রী-

১৩। বৃষভশঙ্কর-নলীন সপ্তম নালাধিকাবিংশতিঃ কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ-
দুন্মান-সমেত-

১৪। আঢ়ক-নবদ্রোণোত্তর-সপ্তভূপাটকাত্মকঃ প্রত্যব্দং কপর্দ্দক-পুরাণ-
পঞ্চশতোৎপত্তিকঃ

১৫। সশাটবিটপঃ সগর্ত্তোষরঃ সজলস্থলঃ সগুবাকনারিকেলঃ সহদশাপরাধঃ পরিহৃ-

১৬। -তসর্ব্বপীড়ঃ তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তঃ অচট্ট-ভট্ট-প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ-
প্রগ্রাহ্যঃ সমস্ত রাজভো-

১৭। -গাকর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতঃ। বরাহ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়
ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রা-

১৮। -য় লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায়
ভারদ্বাজাঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায়

১৯। সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য শ্রীওসাসুদেব শর্ম্মণে
অস্মম্মাতৃ শ্রী

২০। -বিলাসদেবীভিঃ সুরসরিতি সূর্য্যোপরাগে দত্তহেমাশ্ব-
মহাদানস্য দক্ষিণাত্বেনোৎসৃষ্টঃ

২১। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষিতি
-সমকালং যাবৎ

২২। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো
ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈঃ রে-

২৩। বাসুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ
পালনে ধর্ম্মগৌ

২৪। -রবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভি

২৫। স্সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূ-

২৬। -মিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো ব-

২৭। -র্গয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদাতা কুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে

২৮। তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত

২৯। বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি
কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়

৬১

৩০। মধুচিন্তা মনুষ্য-জীবিতংচ। সকলবিদ্বন্মুখাম্বুজং চ যুক্তা মহি পুরুষৈঃ
পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ জিত-

৩১। নিখিলক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপালঃ। ও বাক্শাসনে কৃত দূতং
হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকম্।

৩২। সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রী-নি॥ মহাসাং করণ নি॥

অনুবাদ।

১। ওঁ নমঃ শিবায়। সন্ধ্যাকালীন নৃত্যকার্য্যে ভেরীনিনাদতরঙ্গদ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন॥

২। যাঁহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে ললিতঅঙ্গহারবলন দ্বারা (অঙ্গহারঃ = অঙ্গানাং স্থানাৎ স্থানান্তরনয়নম্, অঙ্গবিক্ষেপঃ ইত্যর্থঃ। বলনং = ঘূর্ণনম্), এবং পুরুষাকার অর্দ্ধাঙ্গে তীব্রোদ্ভট নৃত্যাবেগদ্বারা বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হইতেছে।

৩। যিনি অঙ্কুরিত হইলে উচ্ছসিত জলনিধি বারিবিপ্লব উচ্চতায় শৈলবৃন্দ অতিক্রম করে, কামদেব ত্রৈলোক্যে একমাত্র বীর বলিয়া পরিগণিত হন, প্রস্ফুটিত কুমুদাকর জলাশয়সমূহ অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, মৃগনয়না মানিনীগণের মানরূপ আধি বিভ্রান্তি লাভ করে,—

৪। এবং (যিনি অঙ্কুরিত হইলে) সমগ্র চকোরনগরে স্ফূর্ত্তিকোৎসব হয়, সেই শ্রীকণ্ঠ শিরোমণি রজনীবল্লভ চন্দ্রদেব জয়যুক্ত হউন।

৫।৬। সেই চন্দ্রদেবের সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতিতে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অকৃত্রিম প্রভাবদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য সকলকে অভয় বিতরণ দ্বারা পুলকিত হইয়া, বিমল (ধবল) কীর্ত্তি-তরঙ্গ-দ্বারা আকাশমণ্ডলকে স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন (আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন)।

৭।৮। তাঁহাদের বংশে মহাবলশালী, শত্রুসৈন্য-সমুদ্রের কল্পান্ত সূর্য্যস্বরূপ, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা সমুজ্জলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কসদৃশ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আত্মাশ্রয়ক-সুহৃদ্-বর্গের মনোরাজ্যে হিমাচলের ন্যায় অচল-প্রতিষ্ঠ, সত্যশীল, অকপট করুণাধার সামন্তসেন (নামে রাজা) ছিলেন।

৯। তাঁহা হইতে মহাদেবের চরণপদ্মে ভ্রমরবৎ সদাসক্ত, গুণাভরণ, বৈরিসরসীতে প্রলয়-হেমন্তস্বরূপ * হেমন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০।১১। দেবেন্দ্রের উপবন সীমাপর্য্যন্ত-বিহারিণী যাঁহার ললিত কীর্ত্তিপুঞ্জ মাধবের নিকট লক্ষ্মীস্নেহ-পীড়িত দুগ্ধ-সমুদ্রের ঘূর্ণন বেগরূপে, শঙ্করের নিকট প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহ দ্বারা উচ্চ-

* হেমন্তকালে জলাশয় জলশূন্য শুষ্ক হইয়া যায়।

লিত শুভ্রকেশাচ্ছাদিত সুরধুনীরূপে এবং বিধাতা ব্রহ্মার নিকট শুভ্রহংসশ্রেণী বিলাসোজ্জ্বলিত নিজপদরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

১২।১৩। তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিক্‌পালগণের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।

১৪।১৫। (শত্রুরাজগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহাদিগের পুরী অধিকার করিবার পরে) যাঁহার (বিজয়সেনের) শত্রুনারীগণের বনান্তে ভ্রমণকালে তাহাদের কণ্ঠহার হইতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জল-চিহ্নিত মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়া ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদের কুশাগ্রক্ষত পদতলসংস্পর্শে উৎস্রুত রুধিরে বিলিপ্ত হইত। গুঞ্জামালাভূষিত রমণীস্তন-কলসের সহিত ঘনালিঙ্গনলিপ্সু পুলিন্দগণ সেই মুক্তাফল গুলি সযত্নে চয়ন করিত।

১৬। রাজা (বিজয়সেন) অবিনয়-শাসন করিবার অভিপ্রায়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তখন তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া অনুমান হইত। তাঁহার অভিষেক মন্ত্র পঠিত হইবামাত্রই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয়বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৭। পুরুষোত্তমের দয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায়, চন্দ্রচূড়-দয়িতা গৌরীর ন্যায় এই নরপতির প্রধান মহিষী বিলাসদেবী রাজান্তঃপুরের মৌলিমণি স্বরূপ ছিলেন।

১৮। এই রাণী সুতপস্যার পুণ্যফলে শুভযৌবনে অতুল বল্লালসেনকে প্রসব করেন। যে অদ্বিতীয় বীর নরকেশরী পিতার পরে সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করেন।

১৯। (অরিরাজগণ যুদ্ধে হত হইবার পরে) যে বল্লালসেনের অরিরাজগণের শিশুপুত্রগণ (স্বীয় রাজ্যতাড়িত হইয়া) শবরালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও, (পুত্রাভিষেকদর্শনে হর্ষ অতএব) আনন্দে বিগলিতাশ্রু তাহাদের জননীগণ পুত্রবাৎসল্যহেতু (বল্লালসেনের ক্রোধোদ্দীপনভয়ে) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

২০। রণে অনিবর্ত্তি বীরগণ প্রাণতুল্য অপ্সরা ক্রীত বিলাসিনীগণকে সগর্ব্বে আলিঙ্গন করিয়া আকল্প সমগ্র নন্দনবনে বিহার করে, ইহা আলোচনা করিয়া কামকর্ত্তৃক ভাতপ্রাণ নির্ভীক নৃপতিগণ যাঁহার (বল্লালসেনের) অসিধারাপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন। যে অসিধারা পথে স্বর্গবধূগণের নেত্রকমল তোরণরূপে বিরাজিত ছিল।

২১। (এই বল্লালসেনের) জননী অর্ঘ্যমণি সূর্য্যের গ্রহণদিনে সুবর্ণনির্ম্মিত অশ্ব দান করিয়া সেই দানকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপে যাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার শাসন-চিহ্ন তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া সাধুগণের দৈন্যোত্তাপ প্রশমনার্থ অকালজলদস্বরূপ নৃপতি বল্লালসেন পণ্ডিত ওবাসুকে দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরনগরে সমাবাসিত, পুণ্যবান্, মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেনদেবপাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক (তপোধন), মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ বল্লালসেন দেব শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে সমুপাগত যাবতীয় রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক (অশ্বরক্ষক), মহাপীলুপতি (হস্তীপালক), মহাগণস্থ দৌঃসাধিক (দ্বারপাল), চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল, হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক, গৌল্মিক (ঘাটোয়াল), দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি-প্রভৃতি এবং অন্য প্রকার রাজাশ্রিত অধ্যক্ষপ্রচারোক্ত ব্যক্তিগণ এবং ইহাতে অকথিত চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসিগণ ও ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণোত্তর ভোগিগণকে, যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন ও আদেশ করিতেছেন যে (নিম্নলিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলেরই মত হউক।

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া বিভাগে স্বল্প দক্ষিণ বীথিতে—খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটীয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচাশাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটীয়া নদীর পশ্চিমোত্তর অম্বয়িল্লা শাসনের পশ্চিমাস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ, সীমালির দক্ষিণ, কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগতি সীমালির দক্ষিণ আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ-গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি মুরকোণাগড্ডীয়া-চিহ্নিত উত্তর আলি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, নাড়িচা শাসনের পূর্ব্ব সীমালির পূর্ব্ব, জলসোথী শাসনের পূর্ব্বস্থ গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাডন্দী শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন "বাল্লহিট্ঠা" গ্রাম,—"শ্রীবৃষভশঙ্কর সংজ্ঞক" নলের পরিমাণে বাস্ত, নাল, শিলের[1] সহিত কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ উন্মান সমেত আঢ়ক[2] নবদ্রোণোত্তর সপ্তকুপাটক পরিমিত, প্রতিবর্ষে কপর্দ্দক[3] কার্ষাপণ পঞ্চশতোৎপত্তিক, সাটবিটপের সহিত গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত

১। শিল—অনাবাদী জমী। শিলভুঁই।

২। আঢ়ক—দ্রোণের চতুর্থভাগ। চারিসেরে এক আঢ়ক

উন্মান—দ্রোণের সমান পরিমাণ।

কুপাটক—গ্রামের একাংশ।

দ্রোণ—(১) চারি আঢ়কে এক দ্রোণ

(২) আঢ়কের সমান।

শব্দকল্পদ্রুম হইতে উপরোক্ত অর্থগুলি সংকলিত হইল।

কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশদুন্মান সমেত আঢ়কনবদ্রোণোত্তর সপ্তকুপাটক = (বোধ হয়) সাত কুপাটক, নয় দ্রোণ এক আঢ়ক, চৌত্রিশ উন্মান, তিন কাক।

৩। কপর্দ্দক পুরাণ—পঞ্চশতোৎপত্তিক—যাহার আয় পাঁচশত কাহন কড়ি।

কপর্দ্দক = কড়ি। বরাটক।

পুরাণ—অশীতি বরাটকে এক পণ, ১৬পণে এক পুরাণ। ৭ পুরাণে এক রজত।

"অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।

তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ রজতং সপ্তভিস্তু তৈঃ॥" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং (শব্দকল্পদ্রুমঃ।)

পুরাণকে কার্ষাপণও বলে।

জল স্থল সমেত, গুবাক ও নারিকেল সহিত, সহ্যদশাপচটভাপরাধ[৪] সর্ব্বপীড়াপরিশূন্য[৫], তৃণ পূতি[৭] ও গোচর পর্য্যন্ত চট্ট-ভট্টগণের প্রবেশাধিকার রহিত, সর্ব্বপ্রকার দেয় কররহিত, সমস্ত রাজভোগ্য হিরণ্য-প্রত্যায় সহিত[৬]—বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র ভরদ্বাজগোত্র, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখোক্ত চরণানুষ্ঠায়ী, আচার্য্য শ্রী ওবাসুদেবশর্ম্মাকে, আমার মাতা শ্রীবিলাস দেবী—গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণ কালে যে সুবর্ণাশ্ব দান করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপে (উক্ত বালিহিট্টা গ্রাম) উৎসৃষ্ট। আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী সমকাল যাবৎ মাতাপিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহাই তাম্রশাসন করিয়া দিলাম। অতএব আপনারা সকলেই অনুমোদন করিবেন। ভাবী নৃপতিগণও অপহরণে নরকে পড়িবেন এই ভয়ে এবং পালনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে এই ভাবিয়া, পালন করিবেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মানুশংসি শ্লোক আছে, যথা—সগর প্রভৃতি বহু রাজা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা যখন ভূমির স্বামী তখন সেই ভূমিদানের ফল তাহারই হইবে। যিনি ভূমিদান করেন ও যিনি ভূমি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং নিয়ত স্বর্গগমন করেন। পিতৃগণ আস্ফালন করেন—পিতামহগণ আগ্রহের সহিত বলিতে থাকেন "আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে আমাদিগকে ত্রাণ করিবে।" ভূমিদাতা ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। ভূমির অপহর্ত্তা ও অপহরণানুমন্তা ততকাল নরকে বাস করে। স্বদত্তই হউক, অথবা পরদত্তই হউক যে বসুন্ধরা অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। শ্রী ও মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া ও উদাহৃত বাক্যার্থ বুঝিয়া কাহারও পরকীর্ত্তি লোপ করা উচিত নহে। জেতা নিখিল পৃথিবীপতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপাল ওবাসুশাসনে কৃতদূত হবিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিক।

সং ১০ বৈশাখদিনে ১৬।

শ্রী নি মহাসাং করণ নি॥

৪। সহ্যদশাপচটভাপরাধ—সহ্য (সহনীয়), দশাপচটত (অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি জাত), অপরাধ—যাহার (যে গ্রামের)। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্যহানি হইলে তাহা সহ্য করিতে হইবে—এই অভিপ্রায়।

৫। পরিহৃত সর্ব্বপীড়ঃ—প্রজার উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। জমীতে যাহার যে স্বত্ব আছে তাহার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৬। রাজভোগ্য হিরণ্যপ্রত্যায় সহিত—ভূমি হইতে রাজার প্রাপ্য অর্থাদির সহিত। ইহা হইতে বোধ হয়—এতদ্ভূমিতে ভবিষ্যতে স্বর্ণাদির খনি আবিষ্কৃত হইলে তাহার স্বত্ব রাজা দান করিতেছেন।

৭। পূতি—তৃণবিশেষ।

৯ম পংক্তি—আজন্ম-রক্ত-প্রণয়িগণ মনোরাজ্য সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ =

আজন্মরক্তঃ প্রণয়িগণঃ (আজন্মানুরক্তঃ বন্ধুসমূহঃ) তস্য মনোরাজ্যং তস্মিন্ সিদ্ধিঃ তস্যাং প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ, স্থানং) তস্যাঃ শ্রীশৈলঃ (হিমাচল ইব অচলঃ) ।

১০ম পংক্তি—নিরুপধিঃ = অকপটঃ ।

১১শ পংক্তি—লক্ষ্মীজেকার্থচ্ছুধাম্বুধি-বলনরবম্রক্ষ্মা =

লক্ষ্মীজেক-পীড়িত-দুগ্ধ-সমুদ্র-বিস্তৃতি-বেগ-শঙ্কয়া ।

১৩শ পংক্তি—অহংযুঃ = অহঙ্কার যুক্তঃ, গর্ব্বান্বিতঃ

সুত্রামা = ইন্দ্রঃ

আরামঃ = উপবনং ।

দুগ্ধসমুদ্রবিস্তৃতিঃ, প্রবাহোচ্ছলিতা গঙ্গা, শুভ্রকংসারাশিঃ ইবচ তস্য রাজ্ঞঃ শুভ্র-কীর্ত্তিঃ প্রতীয়তে স্ম ।

১৪শ পংক্তি—নির্ব্যাজঃ = ছলনারহিতঃ ।

সাহসাঙ্কঃ = বিক্রমাদিত্যঃ ।

১৫শ পংক্তি—পুটভেদনম্ = নগরং ।

১৭শ পংক্তি—গুঞ্জাস্রক্-ভূষারম্যা ।

গুঞ্জা = লতা বিশেষঃ । কুঁচ-ইতিভাষা

তস্যা স্রক্ (মালা) এব ভূষা (ভূষণং) তয়া রম্যা ।

১৮শ ,, —পুলিন্দাঃ = ম্লেচ্ছজাতিবিশেষাঃ

১৯শ ,, —নির্বৃতিঃ = উৎসবশ্রিয়ঃ

২০শ ,, —বৃহস্পতিকরণংস্বয়ং = মহামহত্ব ।

২১শ ,, —"ভূমিঃ" ইতি বৈদিক-প্রয়োগঃ

ওষাস্থ = ওষাস্থ ব্রাহ্মণ [illegible] ।

২য় পৃষ্ঠা

২৭শ পংক্তি—বল্গমান

বল্গনম্ = দ্রুতগমনং, বহুতাবণম্ ।

১৫শ পংক্তি—সহ্যদশাপরাধ :—

সহ্য = সহনীয়, দশাঘটিত—(অতিবৃষ্টিঅনাবৃষ্ট্যাদিজনিত) অপরাধ—যায়। অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্যহানি ঘটিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, রেহাই দিতে হইবে এই অভিপ্রায়।

পরিহৃত সর্ব্বপীড় :—প্রজার উপর কোনও রূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না, যাহার যে স্বত্ব জমীতে আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এই অভিপ্রায়।

তাম্রশাসনে মহারাজ বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয় তিনজন রাজার উল্লেখ আছে। তাঁহাদের নাম—সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও বিজয়সেন। তাঁহারা চন্দ্রবংশে উদ্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্য ছিলেন, এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চন্দ্রবংশে তাঁহাদের উদ্ভব হইলে তাঁহারা বৈদ্য হইতে পারেন না। চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সেনবংশীয় রাজগণ যে, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিতেন, চন্দ্রবংশে উদ্ভবের দাবী হইতে তাহাই অনুমান হয়।

তাম্রশাসনে লিখিত আছে, মহারাজ সামন্তসেনের পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অতুল প্রভাবদ্বারা "রাঢ়"দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন "বিক্রমপুরসমাবাসিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয় সেনবংশের আদিরাজগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেন ; বিক্রমপুর পরে অধিকৃত হয়। প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের অধিকারে থাকিলে, রাঢ়দেশের সহিত বঙ্গদেশেরও উল্লেখ থাকিত, তাঁহারা রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব

প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া, আমরা প্রায় পাঁচশত হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এই প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ, মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্য্যাবলীর মধ্যে অন্যতম কার্য্য। আমরা এই প্রকারে যে সমুদয় প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, বহু অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত পুথির আমরা অনুসন্ধান পাইয়াছি। ক্রমশঃ আমরা পুথিগুলির পরিচয় প্রদান করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধভাবের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা উপলক্ষে মালদহে প্রচলিত মঙ্গলচণ্ডীর গীতি-পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে মালদহের প্রতি হিন্দুগৃহে বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলচণ্ডীর গীত হইত; তৎকালে এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী শক্তি উপাসক ছিল।

মোসলমান-রাজত্বের সময়ে বঙ্গদেশে গোবিন্দপাল, মহীপালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী বা মনসার গানের বড়ই আদর ছিল। দেশবাসীর ধর্ম্মভাব লক্ষ্যহীন ভাবে ধাবিত হইতেছিল। সে কারণে চৈতন্য-ভাগবতকার দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে রাত্র জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন॥"

শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী অতি সুন্দর। আমরা যে মঙ্গলচণ্ডীর কথা বলিব, তাহার রচয়িতা শ্রীকবি মাণিক দত্ত। মাণিক দত্তের চণ্ডী মালদহে গীত হইয়া থাকে। এই চণ্ডী কবিকঙ্কণের ভিত্তির উপর দাঁড় করান হইয়াছে। কোন কোন অংশ অবিকল কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। আমরা মাণিক দত্তের দুই খানি হস্ত-লিখিত চণ্ডী পাইয়াছি। একখানি পুথির পত্রসংখ্যা ১৭৫; এই চণ্ডীর আরম্ভ-বাক্য যথা:—৭শ্রীশ্রীদুর্গায় নম।

"ওঁ মঙ্গলে মঙ্গলা দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারিনি:
প্রসিদ মম কল্যানি মৃত্যামঙ্গল চণ্ডিকায়ৈ নম:॥"
"বন্দিব ভবানি: জগত জননি: গিরিবরনন্দনি মাতা।"

সমাপ্তি-বাক্য যথা:—

"ইতি মাণিক দত্ত রচিত অষ্টমঙ্গলার গান সম্পূর্ণ। ইতি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা সমাপ্তা 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিং ইতি। হস্তিং বিচলিত পাদানি: বিদ্যাং বিচলিত সরস্বতি। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ: মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ কষ্টে লিখিতং গ্রন্থং: যোহরেৎ পুত্তকাধম: মাতাচ শুকরি তস্য: পিতা তস্যচ গর্দ্দভ। ভগ্নপৃষ্ঠে কটিগ্রিবে: ত্রুদৃষ্টে অধোমুখে: কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থ পুত্রবৎ পরি-

পালক ॥ ইতি সকাব্দা ১৬৯৬ সাকে মাহ অগ্রাণ ৯ নবদিবসাং[illegible] লিখিত পক্ষে চতুর্থ্যান-তিথৌ মঙ্গলবারে তৃতিয় প্রহর সময়এ গ্রন্থ সম্পূর্ণং ॥ সন ১১৮১ সাল [illegible] শ্রীমাণিকচন্দ্রশর্ম্মণং ইতি ॥ পাঠার্থং শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্মণং নিবাস জালালপুর ইতি ॥"

এই সমাপ্তিবাক্যে যে সন তারিখ লিখিত আছে, তাহা মূলগ্রন্থের নকল করিবার তারিখ। বর্ত্তমান কালে মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রচলন নাই, এক্ষণে মনসার গীতের প্রচলন রহিয়াছে। মালদহে দুইখানি মনসার গীত প্রচলিত; একখানি "তত্ত্ববিভূতি" অপর খানি "জগজ্জীবন"।

শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীর বিষয় বর্ণনার পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে কিছু বর্ণনা আবশ্যক।

শ্রীকবি মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের চণ্ডী পড়িলে বোধ হয় তিনি মালদহের লোক, তাঁহার ভাষা ও কোন কোন স্থানের বর্ণনা মালদহের, তাহা আমরা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীচণ্ডী আটদিনের গানের পুথি তাঁহাকে প্রদান করেন। এই পুথি-প্রাপ্তির বিবরণ বর্ণন করিতে গিয়া কবি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কবির বাসস্থান ফুলুয়া নগর, মাণিক দত্ত প্রথমে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীর প্রসাদে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। মাণিক কলিঙ্গ রাজার কারাগারে বন্দী হন। দেবী তথায় তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া কলিঙ্গেশ্বরকে চণ্ডীপূজক করেন।

মাণিকদত্তের চণ্ডী একটু ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, কবিকে মালদহের লোক বলিয়াই বোধ হয়। পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামাদিতে তাঁহার নিবাস ছিল। "ফুলুয়া নগর" এই স্থানের নিকটেই ছিল বলিয়া মনে হয়। কবি ধনপতি সদাগরকে গৌড়ে আনিবার কালে যে সমুদায় প্রাচীন গ্রামাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মাণিক দত্তের বাসস্থান মালদহে

"ঘোড়গ্রামে[১] করি স্নান : রন্ধন ভোজন পান :
ছাতা[২] ভাতা[৩] এড়াইল তথি।
বড়গাছা[৪] আগলা[৫] : সকল লোকা পায় ঠেলা ॥
সুখ রাজ্যে বানিজা ধনপতি ॥
কাঞ্চন নগর[৬] : আইল সদাগর : আইল খাজা সন্যাসীপাটন[৭]।
তার সাধু গঙ্গাজলে : স্নান করিঞা চলে :
রাজদ্বারে দিল দরসন ॥"

(মাণিক দত্তের চণ্ডী)

ঘোড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্যাসীপাটন প্রভৃতি গ্রামগুলি মালদহের প্রাচীন বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল এবং প্রধান নদীতীরবর্ত্তী থাকায় ধনপতির তরণী উক্ত নগরগুলির পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছিল।

ছাতা ও তাত্যা গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বের সুবৃহৎ বিলের নাম। আইন-ই-আকবরিতে উক্ত ছাতা ও তাত্যাকে "Chhatipatia" বলা হইয়াছে, উক্ত সুবৃহৎ বিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (in Which are many Islands—Jarrett's Vol II, page 123.) তাত্যার বিল লইয়া "তাতিয়া পরগণা" হইয়াছে। তাতিয়ার বিল প্রাচীন গঙ্গার পরিত্যক্ত খাদ। কবি অন্য কোন দেশের কোন নগরাদির বর্ণনা এমন সুন্দর করিতে পারেন নাই।

কবি সুন্দরার মুখ দিয়া চণ্ডীর রূপবর্ণনকালে বলিয়াছেন—

"মাজা খানি দেখি তোর কেন্দুআর নালা॥"

(ঐ, ৩৮ পত্র)

এই "কেন্দুআর নালা" বর্ত্তমান কে, জি, রেলওয়ের মুচিয়া ষ্টেশনের অনতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ভাগে। নালাটী সুগভীর ও অপ্রশস্ত। এই সমুদায় স্থানের বর্ণনায় আমাদের বোধ হয় "সুন্দরা নগর" বর্ত্তমান সুন্দরবাড়ী। কবির ভাষা ও বর্ষা-বর্ণন মালদহের উপযুক্ত হইয়াছে।

"ঘরে পাছে আইল পানি, ছাল্যা পুল্যা পানি ছেচে:

জুলি কাটিঞা খোম পুতি।"

"দুয়ারের আগদিঞা বন্যার গমন:

ঢেউয়ে কাটিঞা লয় মাটি:"

"ঢেউয়ে কাটিয়া লয় ভিটা।"

"কলাগাছ কাটিঞা ভাড়ুই ডুব বান্ধিল॥"

(ঐ)

সুতরাং এই প্রকার ভাষা ও বর্ষা-বর্ণনা দেখিয়া মাণিক দত্ত যে মালদহের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। রঘু ও রাঘব নামে তাঁহার দুইজন "পাইল" বা দোহার ছিলেন, তানপুরা ও খোল বাজাইয়া মাণিক দত্ত চণ্ডীর গান গাহিতেন।

"রঘু রাঘব পাইল দিছু সহিতি করিঞা।

বায়েন তাম্বুর দিছু সম্প্রদা যোড়াঞা॥" (ঐ)

"মাণিক দত্ত রচিঞা মাণিক দত্ত কৈল।

রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল॥

তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা হইঞা।

দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিঞা।"

মাণিক দত্তের রচনার মধ্যে তাহার "পাইল" রঘু কবিকঙ্কণের রচনা যোগ দিয়া গাহিতেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডী পুথির সহিত শ্রীমন্তের সম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত দেখি। হস্ত-লিখিত চণ্ডী পুথির মধ্যে বস্ত্র ও সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা থাকিতে দেখিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধানে বুঝিলাম, উক্ত বস্ত্র-পুত্তলিকার নাম শ্রীমন্ত। যে দিন পুথি লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়, সেই দিবস উক্ত শ্রীমন্ত নির্ম্মাণ

শ্রীমন্ত।

করিয়া তাহার পূজা দিয়া তবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভ-বাক্য লিখিতে হয়। যতদিন চণ্ডী পুথি-খানি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন উক্ত শ্রীমস্তকে পুথির সহিত একত্র যত্ন করিয়া রাখিতে হইবে।

শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীর পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীকবিকঙ্কণে চণ্ডীর বিষয়-গুলি অবিকল ইহাতে গৃহীত, অধিকাংশ স্থলে কবিকঙ্কণের রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই চণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বহুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আমাদের মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রাধান্য সময়ে এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টি-প্রকরণ এবং চণ্ডিকার উৎপত্তি সবিশেষ প্রচলিত ছিল। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক সৃষ্টি-প্রকরণ অবগত ছিল। সেই কারণে কবি বাধ্য হইয়া দেশীয় জনগণের মনস্তুষ্টি উদ্দেশে তাঁহার গীতগ্রন্থে স্থানীয় ধর্মভাবই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কবি আদি নিরাকার বুদ্ধ হইতে আদ্যা দেবীর সৃষ্টি করিয়া, শেষে ত্রিমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির সৃষ্টি-প্রকরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম ;—

"আপনে ধর্ম্মগোশাই গোলক ধিয়াইল।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোশাই সুক্ত ধিয়াইল।
সুক্ত ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরির হইল॥ (ধর্ম্মের শরীরধারণ)
আপনে ধর্ম্ম গোসাই কুড়িত ধিয়াইল।
কুড়িত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপাম।
পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মজিয়া॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল।
তন্তু পর পৃথিবিতে জল উপজিল॥ ‡ (সমুদ্র-সৃষ্টি)
জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥"

---

‡ জলসৃষ্টি সম্বন্ধে শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই যথা—

"পরভুর বিন্দুতে জল হইল আচম্বিতি। ৫০"

(শূঃ পুঃ—বিশ্বকোষ কার্য্যালয়)

আদিবুদ্ধ বা ধর্ম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার বাহন উলূক উৎপত্তি উপদেশ করিলেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে পঞ্চশূন্যসৃষ্টি ও জলপরি ধর্মের উপবেশনের কথা জানিতে পাই। পদ্মাসনোপরি বুদ্ধের অবস্থান সূচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বাহন উলুকের উৎপত্তি।

"ধর্ম্মের ঠৈগন হৈতে উলুক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে দাণ্ডাইল ॥*
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদেশের রায়।
কহ কহ উলুক কতযুগ যায় ॥
কত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্রধিয়ানে ॥
মন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌদ্দ যুগের কথা সুন আমার গোচর।
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার।
ই তিন ভুবনে পাতকি নাহি আর ॥

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি।

সমুখে রচিল গোসাঁই পদ্ম ফুল।
তাহাতে বসিঞা গোসাঁই জপে আত্ম মূল।" †

(ঐ)

ধর্ম্ম নিরঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উপায় স্থির করিলেন। শূন্য-পুরাণে এই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, মেদের মল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা—

"তিলেক পরমান মলা নিল নারায়ণ।" ১০৭

(শূঃ পুঃ)

"দ্বিতীয় সাজন পরভু কৈল কেনমতে ॥" ১০৮

(ঐ)

মাণিক দত্ত পাতাল হইতে মৃত্তিকা আনিতে গমন করিয়াছিলেন।

"নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভূবন।
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥"
বারস বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্তে করি মৃত্তিকা সরিরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা।
সৃষ্টাকারে ধর্ম্ম গোসাঁই উঠিল ভাসিঞা ॥

---

* রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মতে—

"কোন যুগ হৈতে পরভু ফুরিলেন হাই।
উহু নিবাসে জনমিলেন পক্ষী উলু কাই।"

"আদ্যের গম্ভীরা"র উলুকের সহিতের বিবরণ এরূপ হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আর লিপিবদ্ধ হইল না।

† পদ্মপুষ্প ধর্ম্মপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্ম্মের গাজনে এবং মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত মিলন করে।

(১) মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় ভক্তগণ [illegible] এই প্রকারের ছড়া দেখিতে পাই। [illegible] তিন পদ্ম-

পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিরাকার ॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মান বসুমতি ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজরূপ হৈল। •
গজের উপরে বসুমতি কে স্থাপিল ॥
গজ সহিতে প্রিথিবি ভার রসাতল।"

বুদ্ধ বা ধর্ম্মের বাহন গজপৃষ্ঠ।

(মাণিক দত্তের চণ্ডী)

"আপনে ধর্ম গোসাই কূর্ম্ম রূপ হৈল।
কূর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ॥
কূর্ম্ম সহিতে নারে প্রিথিবির ভার।
গজ কূর্ম্মে প্রিথিবি ভার রসাতল ॥"

ধর্ম্মবাহন কূর্ম্মপৃষ্ঠ

(ঐ)

ধর্ম্ম নিরঞ্জন এই প্রকারে ক্রমশ: বিজ্ঞতম হইয়া শেষে যুক্তিপূর্ব্বক নাগপৃষ্ঠ করিয়া তাহার উপর পৃথিবীর ভারাপর্ণ করিয়া সুস্থির হইলেন।

"টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা হৈল তিন ভুবন ॥"

মাণ মৃত্তিকা আনিয়াছিল—"কাকচা আনিল মৃত্তিকা কিছু পরিমাণ।" (আত্মের পাঁচালী সা: প: প: সন ১৩১৬ ১ সং) অন্ত একটী পাঁচালী শিব গড়ায় দেখা যায়. মাণিকদত্তের চণ্ডী বর্ণিত সৃষ্টি প্রকরণ ও আত্মার উৎপত্তি বলা হয় এবং গাভের মলের কথাও আছে।

• শূন্যপুরাণে এই প্রকার দেখি যথা—

"পদ্ম তোলিয়া পরভু যোগে থির থির।
পদ্ম হতে জনমিল যে কূর্ম্মের শরীর।" ১২

গজ বা হস্তী সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের সুন্দর মত বিদ্যমান আছে। সু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ শিল্পীদের গজখিরতা। বুদ্ধের নিকট গজবুদ্ধের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্ম্মের গজপৃষ্ঠীর মহত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। কূর্ম্ম ধর্ম্ম-শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কূর্ম্মরূপী বুদ্ধের পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন বুদ্ধও আছেন, তদ্রূপ কূর্ম্মও আছেন। রাঢ়ের অনেক গ্রামে কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় কাকেশর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মরাজ আছেন।

হস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্নাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় আছে।

"জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥" * (ঐ)

এই প্রকারে ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সেই পূর্ব্বকালে মালদহে যে শূন্যপুরাণীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন এদেশের প্রাচীন পুথি, প্রাচীন গান, প্রাচীন ব্রতাদিতে যথেষ্ট দেখিতে পাই।

আদিবুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আজের গম্ভীরায় সেই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মাণিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। পূর্ব্বে এদেশে এই প্রকার আদ্যাচণ্ডী-উৎপত্তিই সকলের রুচিকর ও বিশ্বাস্ত ছিল।

বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের স্ত্রীরূপ ও চারিপদ। মাণিক দত্তের আদ্যা স্ত্রীরূপ; কিন্তু ধর্ম্মদেহ হইতে ধর্ম্মরূপী যে কচ্ছপ বাহির হইয়াছে, তাহার চারিপদ সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে আদ্যার উৎপত্তি এই চণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আদ্যাকে দেখিতে দেবীবৎ বোধ হইলেও তিনি প্রথমে স্ত্রীমূর্ত্তি ছিলেন না। আদিধর্ম্ম হইতে এই যে ধর্ম্মমূর্ত্তির জন্ম হইল, ইনিই প্রকৃতি-রূপিণী ধর্ম্ম।

কাপ্তেন টেম্পলের মতে, সিকিম দেশে যে ধর্ম্মপ্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, চারিখানি হস্ত এবং স্ত্রীমূর্ত্তি; হস্তে পদ্ম ও জপমালা আছে। সিকিম দেশীয় এই ধর্ম্মমূর্ত্তির সহিত মহাবিদ্যার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাবিদ্যা বৌদ্ধদের, তিনি নিরাকারা হইয়াও সাকার ভাবে পূজিতা হয়েন।

মহাবিদ্যা কালপুষ্পসদৃশ শুভ্রবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা চতুর্ভুজা, দুই হস্তে পদ্ম ও অক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গেষু মুদ্রা। পাদমূলে এক সিংহাসনে ধূপাধার ও পুষ্পাধার লইয়া আছেন। যাহাই হউক, এই প্রকার মূর্ত্তিই আমাদের চণ্ডীদেবী হইয়াছেন। এক্ষণে মাণিক দত্তের চণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা আবশ্যক।

"একবার বাক্য তার পালিব কেমনে।
ইহা বোলি ধর্ম্ম তবে ভাবেন আপনে॥"

---

* শূন্যপুরাণেও এই প্রকার বাসুকী-সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখিতে পাই —

"এত বুলি বোলি আদ্যি তপ পরভবে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে। ১২
উলুকের পাখা দুধি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা দুলিয়া লইল তখন। ১৩
ছিঁড়িয়া ফেলেন জলে কনক পৈতা।
জন্মিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা। ১৩"

আত্মার উৎপত্তি

'হাথ্য তে অগ্নিঞা আত্মা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা ডাড়াইল আত্মা দেখেন সকলে ॥ (ঐ)
স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হবে কিসে।
জন্মিল স্ত্রী গোটা নহিল পুরুষে ॥"

ধর্ম্ম গোসাঞী আত্মাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। তৎপরে ধর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আদ্যাদেবীকে—

"জপিবারে জাপ্য মালা দিল প্রজাপতি ॥"

আদ্যার বিবাহ দিবার জন্ত ধর্ম্মনিরঞ্জন শিবকে পতিরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। শিব বলিলেন, সপ্তবার জন্ম গ্রহণ করিলে তবে আদ্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে।

আদ্যাদেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া—

"হরি হরি বলি মাতা দেহ যে ছাড়িল।" (ঐ)

প্রথমে—"তবে জন্ম হৈল মাতা কণ্ঠকার ঘরে।"
"তবে জন্ম হৈল দেবী কুম্ভকার ঘরে।" (ঐ)

এই প্রকারে শেষে দক্ষ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু দক্ষরাজ—

"সোবর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা।
নাদিয়ার মধ্যে তবে চাপা সোয়াইঞা। (ঐ)
"সমুদ্রে ভাসাঞা দিল দক্ষ মহারিঞা।" (ঐ)

জনৈক ঋষি সেই সুবর্ণ গামলা ধরিয়া—

"রূপার চাকুনি তবে দিল সুচাইঞা।
ঢোকা চোকা করি চাপা কান্দিছে বসিঞা ॥"

ঋষিকন্যাকে তাঁহার পত্নীর নিকট লইয়া যাইলেন—

"শুনিঞা ঋষিজানি[১] আনন্দিত হইল।" (ঐ)

কিছুকাল পরে শিব বেশে ভিক্ষা করিতে গিয়া আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন।

"বেশে ভিক্ষা করে শিব বসোয়ার[২] পুরে।"

যাহাই হউক, এই প্রকারের মিলনের পর শিবের বিবাহ সম্পাদিত হইল। এই বিবাহের বর্ণনায় "ঋষিজানির" সেলোকি, মুকুন্দ ভারতীর জগন্নাথবিজয় প্রভৃতি কাব্যের জগন্নাথের বিবাহেও দেখিতে পাই।

শেষে আদ্যাদেবী আপনার পূজা প্রচারার্থ চেষ্টিত হইলেন।

"সকল দেবতা পূজে: ভবানি পুজিবে: ধর্ম্মনিরঞ্জন জানে।" (ঐ)

---

(১) ঋষিজানি—ঋষিপত্নী। (২) বসোয়া—বৃষ।

আদ্যাদেবী বিসাইরূপী হনুমানকে(৩) ডাকিলেন এবং বলিলেন—

"আমার বচন ধর : কলিঙ্গ নগরে চল : দেহারা নির্ম্মাণ করহ।" (ঐ)

জোড় হস্ত করিঞা বোলে কানিনা(৪) : সুনগো মঙ্গল চণ্ডীমাই।" (ঐ)

কলিঙ্গ দেশে আদ্যার দেহারা নির্ম্মাণার্থ চারিখানি পাথর জন্ত—

"দুর্গা বোলে হনুমান বাটার তাম্বুল খায়।

আমার সাক্ষাতে চারি পাথর জোগায়॥" (ঐ)

হনুমান ভবানীর হস্তের পান মস্তকে ধারণ করিয়া—

"সাতালি পর্ব্বতে হনু গৈল লাফ দিঞা।"

কবির বাটীর সন্নিকটে "সাতালি পর্ব্বত", রাজমহল পাহাড়শ্রেণী তাঁহার জানা ছিল। সে কারণে হনুমানকে সাঁওতালি পাহাড়ে পাঠাইলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে গৌড়নগরের প্রস্তর রাজমহল পাহাড় হইতেই আনীত হইত।

এত দেশ থাকিতে কলিঙ্গদেশে দেহারা নির্ম্মাণের আবশ্যক কি ছিল?' তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কলিঙ্গ পুণ্ড্রদেশ বহির্ভূত হিমালয় সন্নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রধান দেশ। Broucke কৃত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কোচবিহার ও আসামের উত্তরস্থিত এক কলিঙ্গবন দৃষ্ট হয়। এই কলিঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব বিশেষভাবে আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল। দার্জ্জিলিংএ অদ্যাপি একটী সংঘারামের চিহ্ন ও বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস কতকগুলি অনার্য্য দেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যে সময়ের কথা মানিক দত্ত বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উক্ত কলিঙ্গদেশে অবশ্য পুণ্ড্রবাজ্যের পার্শ্বেই, বৌদ্ধগণ বা অনার্য্যগণ তখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষে যত্নবান্ ছিলেন। সেই কারণে কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা তুলিবার ইচ্ছা হইল, তখনও এ দেশে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতামূলক অপূর্ব্ব দেবদেবীর আবির্ভাব হয় নাই। উক্ত কলিঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রি-কতামূলক-কোন কোন প্রজা পুণ্ড্র বা মালদহপ্রদেশে আনীত হইয়া থাকিবে। মালদহের পল্লীকথায় এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পুণ্ড্রক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ সেইকালে সেই নব ধর্ম্মদেবীর উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় জনগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন।

হনুমান প্রস্তর আনিলে আদ্যাদেবী বলিলেন—

---

(৩) বিসাই অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা। আদ্যাদেবী হনুমানকে ডাকিলেন কেন? আমরা দেখিতে পাই, উলূককে অনেক স্থলে হনুমানরূপী বলা হইয়াছে। কবিকঙ্কণও হনুমানকে দেহারা নির্ম্মাণে খাটাইয়াছেন। উলূকের মূর্ত্তি কতকটা গরুড় বা হনুমানের মত।

বর্ত্তমান কালে করামচাঁদার বোলজিনি গ্রামে ধর্ম্মরাজ মন্দিরের দ্বারদেশে বানরাকৃতি কাষ্ঠময় উলূক বর্ত্তমান আছেন। উলূক ধর্ম্মবাহন। লাউসেনকেও এই বানররূপী উলূক মন্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলেও হনুমান ধর্ম্মবাহনরূপে আরোপিত হইয়াছেন।

(৪) শিল্পী।

"সনরা বনরা পাথর কৈল ভাগে ভাগ।
এমন সুন্দর পাথর কথা পাইলে লাগ॥" (ঐ)

দেহারা নির্ম্মিত হইল, উহার—

"শান বান্ধা পিড়া মাঝিয়া কাচ ঢাল।
চুনার মুখে লাগাইল হেঙ্গুল হরিতাল॥"

মাণিক দত্তের এই চণ্ডীর গীত কলিঙ্গের কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সময় পুণ্ড্র দেশের কতকাংশ কলিঙ্গেশ্বরের অধিকারে আসিয়াছিল।

মাণিক দত্তকে ধরিয়া আনিবার জন্য কলিঙ্গেশ্বর—

"———— কোতাল তাম্বুল ধর খায়।
মানিক দত্ত মোরে তুমি আনিঞা জোগায়॥"

বলিয়া অনুরোধ করেন। মাণিক দত্ত কলিঙ্গে নীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি পাইয়া কলিঙ্গে চণ্ডীপূজার গীত প্রচলিত করিয়া দিলেন। এই উপাখ্যান-দৃষ্টে পুণ্ড্রদেশ হইতেই কলিঙ্গে আদ্যাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক কলিঙ্গে সেকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারই প্রচলন ছিল। বৌদ্ধচণ্ডী আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধভাব হিন্দুভাবে মিশিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বৈদেশিক শব্দে পুষ্ট পাইয়া, যেমন দিন দিন বিশাল হইতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম ও তেমনি বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি দেবদেবী ও পীর পাইয়া বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি।

———

Infusoria—কষায়কীট।
Insecta—কীটাদি।
Invertebrata—অমেরুশ্রেণী।
Katabolism—ধ্বংসক্রিয়া।
Larva—কীটাবস্থা।
Lobule—লতি।
Malconformation—অসমসংস্থান।
Motabolism—গঠন-ভঙ্গন।
Mollusca—শম্বুকাদি।
Monotremata—একনালী।
Mutation—বিবর্ত্তন।
Myriopoda—সহস্রপদী, বহুপদী।
Nascent—বিকাশশীল।
Nemathelminthes—গোলকৃমি।
Nerve—বাতনাড়ী, স্নায়ু।
Nerve cells—স্নায়ুকোষ।
Nerve-fibre—স্নায়ুসূত্র।
Neuclens—কোষেশ।
Neucleous—কোষেশক।
Onychophora—নখগ।
Organ—ইন্দ্রিয়, যন্ত্র।
Organism—দেহী।
Organisation—দেহগঠন, দেহবিধান।
Ovum—স্ত্রী-কোষ।
Parthenogenesis—অপুংজনন।
Pelecypoda—কুঠারপদী।
Phylum—সম্প্রদায়।
Placentata—ফুলী।
Platyhelminthes—চাপ্টাকৃমি।
Plexus—জাল।
Poly-zoa—বহুজৈবিক।
Pro-simiæ / Lemuroida —নিশাবানর।
Protoplasm—জীববস্তু।
Protozoa—প্রথমজ।
Pseudopodia—অস্থায়ী পদ।
Race—বর্ণ।
Radiolaria—বিকীর্ণক, অরী।
Ray—ভুজাভাস।
Reduplication—অধিকাঙ্গ।
Reproductive—বংশরক্ষক।
Response—সাড়া।
Reversion—পূর্ব্বানুবৃত্তি।
Rhizopodia—অস্থায়ীপদী।
Rotifera—ঘূর্ণকীট।
Rudiment—লুপ্তাবশেষ, ক্ষয়াবশেষ।
Rudimentary—ক্ষয়াবশিষ্ট।
Scyphozoa—ছত্রী।
Spermary—শুক্রাশয়।
Species—জাতি।
Teleostomi—পূর্ণমুখী।
Tentacles—শুঁড়।
Tissue—কোষসংস্থান।
Trematoda—রন্ধ্রকীট।
Turbellaria—চাপ্টাকীট, চাপাকীট।
Turtle—চিত্রকচ্ছপ।
Uro-chorda—পিচ্ছুশাখা।
Variation—পরিবর্ত্তন।
Ventricle—রক্তচালকথলী।
Vertebrata—সমেরুশ্রেণী।

শ্রীশশধর রায়।

লক্ষীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালীর

ভ্রম-সংশোধন

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৭শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় "লক্ষীচন্দ্র ব্রত-পাঞ্চালী" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ-মধ্যে একটি মাত্র ভণিতা আছে। * * * উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘী সনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। * * * * কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভণিতা সম্বন্ধে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত আমি সমীচীন মনে করি না। পাঞ্চালীখানিতে দেখিলাম, উহার দুই স্থলে দুইটি ভণিতা আছে, যথা :—

(১) শ্রীরামচরণ নাথ দুর্গারামে কয়।
অনাথ কাতর মুই তরাও সমন ভয়॥

(২) কৃপা কৈলা রাঙ্গা পায়, তরিতে সমন দায়,
দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসর দুর্গারাম, তরিতে সমন ধাম,
ছায়া দেয় ঐ রাঙ্গাচরণ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবির নাম শ্রীরামচরণ নাথ নহে, কিন্তু নাথ দুর্গারামই বটে। ১ম ভণিতার ১ম চরণ বিশদ করিলে "শ্রীরামচরণে নাথ দুর্গারামে কয়" এইরূপ দাঁড়াইবে এবং তাহাই ঐ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ হইত। "শ্রীরামচরণ নাথ"কে রচয়িতা মনে করিলে পরবর্তী "দুর্গারাম" পদের কোন সমর্থ থাকিতে পারে না। অসতর্কতাবশতঃই জীবেন্দ্র বাবুর এ ভ্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইতি—

শ্রীআবদুল করিম।

আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু

বা BACILLI.

“ক্রিমি” শব্দটী যেরূপ অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে ভাবটুকু পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ মনস্বিগণ যে সকল রোগজনক জীবাণুর (Bacilli) উল্লেখ করেন, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহাদিগকে ক্রিমিজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কেন না আধুনিক প্রায় অধিকাংশ জীবাণুজনিত রোগকে মহর্ষি সুশ্রুত “রক্তজ ক্রিমিজাত” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুতকথিত ‘রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের’ স্বরূপ বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইলেও বর্ত্তমান রোগ জীবাণুর বর্ণনার সহিত অনেকস্থলে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল কারণে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমি তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৪ অধ্যায়ে “রক্তজ ক্রিমি” সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা

“কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা। (দাল্ভ পাঠান্তর)
কুষ্ঠজাশ্চ পরীসর্পা জ্ঞেয়াঃ শোণিতসম্ভবাঃ।
তে সরক্তাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পৃথবস্তথা।
রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান্ জনয়ন্তি তে॥”

অর্থাৎ কেশাদ, রোমাদ, নখাদ, দন্তাদ, কিক্কিশ, কুষ্ঠজ ও পরীসর্প এই সপ্তবিধ ক্রিমি রক্তে জন্মে। ইহারা রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং স্থূল। এই ক্রিমিসমূহ দ্বারা রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে।

রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ কি, তাহার উত্তরে মহাত্মা ডল্লনাচার্য্য বলেন, “রক্তাধিষ্ঠানজান্ ব্যাধিসমুদ্দেশীয়োক্তান্ বীসর্পপীড়কাদীন্”। সে স্থলে নিম্নলিখিত রোগসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“কুষ্ঠবীসর্পপীড়কানীলিকাতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্তপ্লীহবিদ্রধিগুল্মবাতশোণিতার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গ-মর্দ্দাসৃগ্দররক্তপিত্তপ্রভৃতয়ো রক্তদোষজাঃ গুদমুখমেঢ়্রপাকাশ্চ।”

কুষ্ঠ, বীসর্প, পীড়কা, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক (রোহিণী প্রভৃতি), মেঢ়্রপাক (প্রমেহ উপদংশ প্রভৃতি) রোগ রক্তদোষজাত। যক্ষ্মারোগও যে রক্তজ ক্রিমি দ্বারা জন্মে, তাহারও অক্ষর স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্তদোষজাত রোগসমূহমধ্যে আয়ুর্ব্বেদে প্লীহারোগের উল্লেখ আছে। অতএব প্লীহারোগ রক্তক্রিমি হইতে সমুৎপন্ন। মহামতি জেমস্ সাহেবও প্লীহারোগকেই

ম্যালেরিয়াজ্বরের পরিচায়করূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* প্লীহারোগে "জ্বর" যে একটি আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে বিদ্যমান থাকে, আয়ুর্ব্বেদে তাহারও উল্লেখ আছে। যথা—

"বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ, প্লীহোদরমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি, বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥"

আবার দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিলেও যে প্লীহারোগ উপস্থিত হয়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"দিনপ্রাক্‌ব্যতীতস্য জ্বরো ন স্বয়মেতি যঃ।
প্লীহাগ্নিসাদৌ কুরুতে স ক্ষীণস্য উভাবপি॥"

সম্ভবতঃ এস্থলে দীর্ঘজ্বর জন্য রক্তের অবস্থা নিকৃষ্ট হওয়ায় রক্তে ক্রিমিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য প্লীহারোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মহামতি রোস্ সাহেবের বচনাবলী হইতে এই দুই প্রকার কথাই পাওয়া যায়। এস্থলে প্লীহাজ্বরোৎপাদক এই রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়ান্ প্যারাসাইট' বলা যাইতে পারে কি না? এস্থলে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ যাহাদিগকে 'ম্যালেরিয়ান্ প্যারাসাইট' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে; অণুবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত রক্তজ ক্রিমিগুলকে "অণু" অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়াছেন। [illegible] স্থূল তাহারা 'প্যারাসাইট' হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"দৃশ্যাদৃশ্যোভয়াকার ক্রিমীণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কেশাদাস্তদৃশ্যাস্তে যথাযৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

* "In certain parts of India as many as 70 to 80 per cent of the native children under ten years of age harbour the malarial parasite which has its course in their blood unchecked, because the parents of the children (though they often recognised that the children have "fever") do not as a rule think it worth while to bring them for treatment. Many of the children have enlarged spleen reaching as low as the level of the umbilicus or more." p. 9.

রক্তপরীক্ষার স্থলে কথাটা একটু প্রকারান্তরে লিখিত হইয়াছে যথা,—"Go to a native village in the evening and take the temperatures of half a dozen children with enlarged spleens. It will almost certainly be found that one or two of the children have a rise of temperature though they may be playing about apparently quite well." p. 40.

(The Causation and Prevention of Malarial Fever, by Dr. S. P. James I. M. S.)

টীকা—"আদ্যা ত্রয়োদশেতি অজবাদ্যা দারুণান্তা ইত্যর্থঃ। কেশরোমাদ্যা ইতি কেশাদ্যাঃ পরীসর্পান্তা রক্তজক্রিময়ঃ। যাবাদ্যাবিতি রক্তজা যে ক্ষয়ে চ। আদ্যৌ যেন কেশাদা রোমাদা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ 'অজব' হইতে 'দারুণ' পর্য্যন্ত যে ত্রয়োদশ প্রকার কফজ ও পুরীষজ ক্রিমি উহারা দৃশ্য এবং কেশাদ হইতে রোমাদ পর্য্যন্ত যে সপ্তবিধ রক্তজ ক্রিমি উহারা অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে। আদ্য দুই প্রকার কেশাদ ও রোমাদ ক্রিমি ক্ষয়রোগেও জ্ঞাতব্য। এই স্থানে রক্তজ ক্রিমি হইতে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যাহা হউক, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের অতীত, এমন কি মহর্ষি সুশ্রুতই যাহাদিগকে অদৃশ্য বলিতেছেন, তাহারা যে কি কৌশলে দৃষ্ট বা দৃশ্যরূপে দৃষ্ট হইত, তাহার জানিবার আর কোনও উপায় নাই।

রক্তজ ক্রিমিসমূহের বর্ণনাকালে উহাদিগকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলা হইয়াছে। মহর্ষি ও ফেনম্ সাহেবও বর্ত্তমান ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট সমূহকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।[১] অতএব যাহারা দেখিতে একপ্রকার—যাহাদিগের স্থান ও কার্য্য তুল্য, তাহাদিগকে এক পর্য্যায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ উদরীয় দৃষ্ট ক্রিমি-সমূহকেই বর্ত্তমান মনীষিগণ প্যারাসাইট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।† সুতরাং রক্তজ ক্রিমি-সমূহকে প্যারাসাইট বলিতে বিশেষ আপত্তির কারণ উপস্থিত হইতে পারে না এবং যে সময়ে এই রক্তজ ক্রিমিসমূহ শরীরাভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিবে, তৎকালে ইহাদিগকে ম্যালেরিয়াল প্যারা-সাইট ও যে সময়ে কুষ্ঠরোগে বিদ্যমান থাকিবে, সে সময়ে ব্যাসিলাই লেপ্রি প্রভৃতি আধুনিক নামে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[২] আর্য্যবিজ্ঞানসমূহ সংক্ষিপ্তাত্মক বলিয়া ইহার অধিক বিস্তৃত বিবরণ আয়ুর্ব্বেদে পাইবার সম্ভাবনা নাই।[৩]

তবে কথা এই যে, শীতরোগ হইতেই জ্বর হউক অথবা দীর্ঘকাল জ্বরের নিমিত্ত রক্ত দূষিত হইয়া পীড়া হউক, এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিতে আধুনিক "কারণতত্ত্ব" লইয়া একটু আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে সে সকল কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই

(১) "On searching each corpuscle carefully the observer will presently come across one in which fine black dots or pigments are seen" & p. 50.

(২) "They may contain grains of "intensely black" malarial pigment (melanin)" p. 50.

(৩) "By this method the red blood corpuscles are stained pink and the bloodplatelets and the nuclei of the leucocytes a deep ruby red." p. 50.

† "The various entozoa found in the human subject are truly parasites, and inhabit a living organism and obtain nourishment from its body."

Main's Medical Dictionary.

যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে, কুষ্ঠ, পীড়কা, বীসর্প, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগসমূহ যে রক্তে ক্রিমি বা জীববিশেষের উৎপত্তিবশতঃ উপস্থিত হয় অথবা এই সকল রোগে যে রক্তে জীববিশেষ বিদ্যমান থাকে, তাহা আর্য্য মহর্ষিগণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই রক্তস্থিত জীবপুঞ্জের যেরূপ আকারগত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক—বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট', 'বেসিলাই লেপ্রি' প্রভৃতির সহিত তুলিত হইতে পারে। রক্তজ ক্রিমিসমূহ ত্বগগত হইয়া যে "ত্বক্কচ্ছুত্বোদসংসর্প" প্রভৃতি উপস্থিত করে এবং অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত (যাহাকে জেমস্ সাহেব Sexual develope-ment বলিয়াছেন) হইলে "ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসতরুণাস্থিভক্ষণ" প্রভৃতি ভক্ষণ করে, চরকে তাহাও কথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুষ্ঠ বীসর্প যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ এইরূপে বর্ত্তমান ক্রিমিপুঞ্জ দ্বারা সংক্রামক হইয়াই দুঃসাধ্য ও বিস্তৃত হয়।

আর্য্য মহর্ষিগণ যে ক্রিমি শব্দটীকে কেবল উদরীয় দৃশ্য ক্রিমি (যাহাকে ইংরেজীতে worm বলে) সমূহের উদ্দেশেই ব্যবহার করেন নাই, তাহা চরকের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—

'ইহ খল্বগ্নিবেশ! বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বমুক্তা নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ"। (চরক বিমানস্থান ৭ম অধ্যায়।)

অগ্নিবেশ! সহজ ক্রিমিসমূহ ব্যতীত বিংশতি প্রকার ক্রিমির কথা নানাবিধ বিভাগ দ্বারা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্থানে "অন্যত্র সহজেভ্যঃ" বলিয়া একটা কথা আছে। যাহা জন্মের সহিত জন্ম লাভ করে, তাহাকে সহজ বলে। বিমানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় চিত্রভাস্কিত বলেন, 'বিংশত্যাতিরিক্তান্তাতিস্ফুরাঃ ক্রিময়ঃ সহজান্তরকেশোকাদেক চাবৈকাকি কাণ্ডেন রোগাধিকারে নোচ্যন্তে" অর্থাৎ বিংশপ্রকার ক্রিমি ব্যতীতও চরকে আর অন্য সহজ ক্রিমিসমূহের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কোনও রোগ উৎপাদন করেনা বলিয়া রোগের উল্লেখস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করিবার কোনও আবশ্যক হয় নাই। মহর্ষি চরকোক্ত এই সহজ ক্রিমিসমূহ—বেদাঙ্গনার প্রভৃতিতে কথিত খাঁটিবাতিক ভাবাপন্ন জীবপুঞ্জের পরিবর্ত্তিত অবস্থা। অতিবাহিক জীবপুঞ্জ—অবিকৃত ধূম, বাষ্প, বৃষ্টি, শিশির, ঔদ্ভিদ ও অন্যান্য বিধ খাদ্য এবং পানীয় প্রভৃতির সহিত শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী হইলে, 'কৃমঃ শরীরস্থ' ও 'সংস্বেদাৎসংস্বেদজাতঃ' এই নিয়মের দ্বারা শারীর উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, এ স্থানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আহার্য্যাদি যথানিয়মে জীর্ণ হইলে উহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, এইরূপে মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অতিবাহিক জীবগণ ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়, অবিকৃত রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুতে এই জীবপুঞ্জ এত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে যে, তৎকালে উহাদিগের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু যখন স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়। তৎকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে শুক্রকীট বা 'স্পার্ম্যাটোজোয়া' রূপে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি চরক এই রক্তাদিস্থিত জীবাণুসমূহকে ক্রিমি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া "সহজ ক্রিমি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ক্রিমি শব্দের ব্যাপকতা অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ রক্তজ ক্রিমিসমূহ যে উদরীয় পুরীষজ ক্রিমি বা কফজ ক্রিমির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা মহর্ষি সুশ্রুত স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা—

"এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা জিঘাংসুঃ স্নিগ্ধমাতুরং।
সুরসাদিবিপক্কেন সর্পিষা বাময়েদিতঃ॥" ইত্যাদি

(উত্তরতন্ত্র ৫৪ অধ্যায়।)

এই রক্তজ ক্রিমিসমূহের ভিন্নত্ব বুঝিয়া কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সুরসাদিগণ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। ইত্যাদি। এস্থানে "এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা" কথাটিতে কফ ও পুরীষজ ক্রিমি হইতে রক্তজ ক্রিমিসমূহকে পৃথক্ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহ রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের এক জাতীয় নহে—রক্তজ ক্রিমি স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মহর্ষি সুশ্রুতকথিত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে রোগোৎপাদক বর্ত্তমান রক্তস্থ কীটাণু বা ব্যাসিলাই ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুষ্ঠ, বীসর্প, যক্ষ্মা, প্লীহা প্রভৃতি যে সকল রোগে রক্তে জীব বিশেষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে বলিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন— সেই রক্ত-জীব-জাত-পীড়াসমূহ যে রক্তজ ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জীবপুঞ্জ যে বায়ুপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়, সুশ্রুতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"প্রসঙ্গাদ্‌ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

(নিদানস্থান ৫ম অঃ।)

সর্ব্বদা গাত্রসংস্পর্শ, রোগীর নিশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন এবং রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রমাল্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক রোগসমূহ এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। ঔপসর্গিক শব্দে সুশ্রুতের টীকাকার "শীতলিকাদয়ঃ" বলিয়াছেন। নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত 'ভূতোপসর্গজ' রোগ বলেন। ভূতশব্দে প্রাণিসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল প্রাণিবিশেষ হইতে এই রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে, সেই রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, উদ্ধৃত শ্লোকটীতে ক্রিমিপুঞ্জের বায়ুপ্রবাহে বিস্তৃত হইবার আভাসও পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে বায়ুপ্রবাহে রোগোৎপাদক জীবাণুপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া যে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহা আর্য্য

মহর্ষিগণ অনবগত ছিলেন না। * সম্ভবতঃ এই নিমিত্ত চরকের জনপদোদ্ধংসনীয় অধ্যায়ে দুষ্ট বায়ুর উল্লেখস্থলে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে—"অসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতা পাংশুধূমোপহতমিতি" অর্থাৎ দূষিত গন্ধ, দূষিত বাষ্প, সিকতা, পাংশু, ও ধূমযুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে রোগ জন্মে। গন্ধ, বাষ্প, সিকতা, পাংশু ও ধূমসমূহ যে কি প্রকারে দূষিত হয়, এ স্থানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাহারা যে জীবাণুপুঞ্জের বিশেষ অনুকূল আশ্রয়, তাহা আর্য্যবিজ্ঞানে বিবৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমার বোধ হয় যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান জীবাণু বা 'ব্যাসিলাই' বলা যাইতে পারে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

(রঙ্গপুর)

সপ্তদশভাগের সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি (শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ) … …	১৬৩
২।	আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু (শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী) ∴ …	২৬০
৩।	আসাম-পর্য্যটন (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ) …	৪১
৪।	ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক বৈজুর দরগা (শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ ও শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) …	৩৭
৫।	উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা (শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ) … …	৯৫
৬।	কাতন্ত্র-ব্যাকরণ (শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্ এ) …	১
৭।	কোটালিপাড়ার কূটশাসন (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) …	২৩
৮।	গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব (শ্রীহরিদাস পালিত) … …	২৪৭
৯।	চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা (শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ) … …	১৩১
১০।	জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা (শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি এল) …	২৫৭
১১।	জ্ঞানদাসের জন্মভূমি (শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ) … …	১৫৯
১২।	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) …	১৩৫
১৩।	দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময় (শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি)	১৪১
১৪।	নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন (শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি এ) …	২৩১
১৫।	বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য (শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী) … …	১৭৫
১৬।	বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ (শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ) … …	১৪৩
১৭।	বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা-তত্ত্ব (শ্রীরাজকুমার বেদান্ততীর্থ-স্মৃতিতীর্থ) …	২৯
১৮।	নৃতত্ত্বের পরিভাষা (শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি এল্) … …	১৫৭
১৯।	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ) …	১১৩
২০।	বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি (শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ) …	২১৩
২১।	বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট (মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী) …	১২৯
২২।	মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত (শ্রীরায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য)	৫৩
২৩।	লক্ষ্মীচন্দ্রের পাঞ্চালি (শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত) … …	৫৯
২৪।	ঐ ভ্রম-সংশোধন (শ্রীআবদুল করিম) …	২৫৯
২৫।	শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ) …	২০৫
২৬।	শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ (শ্রীশিবচন্দ্র শীল) … …	২২১
২৭।	সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্) …	৬৫
২৮।	হিমনদ-দৃষ্ট উপলখণ্ড (শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ) … …	২১৯
২৯।	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ (শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ) …	৭১
৩০।	১৩১৭ সালের কার্য্য-বিবরণী … … … …	১—১০৪
৩১।	শুদ্ধিপত্র (শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্ এ) …	/০—।০
৩১।	অতিরিক্ত সংখ্যা —বাঙ্গালাভাষা (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ) …	৩৫-১০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সপ্তদশ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২০।৫ নং কান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৭

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৮ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

„ শরৎকুমার লাহিড়ী

„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্

„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

„ ভবানীচরণ ঘোষ

„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল

„ মোক্ষদাচরণ ভৌমিক

„ রণদারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

„ শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত

„ শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র

„ অমূল্যচরণ সেন

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ প্রথমনাথ মিত্র

„ নিত্যানন্দ রায়

„ যতীন পাল

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র

„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল

„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

„ মন্মথমোহন বসু বি এ

„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

„ গৌরহরি সেন

„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ

„ হরেকৃষ্ণ শীল

„ সতীশচন্দ্র সরকার

„ সতীশচন্দ্র বসু বি এল্

„ সন্তোষকুমার বসু বি এ

„ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ বিনয়ভূষণ রায়

„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

„ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

„ রামকমল সিংহ

„ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ বাণীনাথ নন্দী
„ হেমন্তকুমার কর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী
„ অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

} সহকারী সম্পাদক

প্রথমেই স্বর্গীয় কবির ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়—"তুমি, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে" নামক গানটি গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সুকবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

কবি রজনীকান্ত

প্রকৃতি যতনে তুলে অঙ্কে তুলে লয়,
বক্ষে ধরে পল্লবের প্রাণ-কিশলয়
আনন্দ-অধীর ! কি ধন সেই জানে তা' !
হে রজনীকান্ত ! তুচ্ছ করি' সব বাধা
কি ধন লভিয়া তুমি পুলকিত প্রাণ—
রুদ্ধকণ্ঠ, বাক্যহারা,—করিলে প্রয়াণ
মহাকালপারাবারে ! ভক্তের বিভব,
ও যে দুঃখ-মৃণালের কমল-সৌরভ !
নীরব ও কণ্ঠ, তবু আজো কর্ণে আসে
মধুর ঝঙ্কার বোল—উচ্ছ্বাসে উল্লাসে !
অশ্রুপাত—তবু হের বহে চারিধার
রজোহীন রজনীর জ্যোৎস্না-পারাবার !
সঙ্গীত থামিয়া যায়—রহে তার রেশ,
জীবন আলোকময়—কোথা তার শেষ !

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেনগুপ্ত মহাশয় নিজ রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "কান্তকবি রজনীকান্ত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে মৃত কবি ছোট বড় সকল সাহিত্যিককেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় ছিলেন এবং পরিচিত বন্ধুবর্গের হৃদয়ে হাসির ফোয়ারা ও সঙ্গীতের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিতেন। তাঁহার হাসির কবিতা সমাজের নিখুঁত চিত্র। তাঁহার সাধারণ কবিতার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব ও ভগবৎ-বিষয়ক গীতগুলি কাব্য-জগতের ভাস্বর কৌস্তুভ। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও, কবি যে ভাবে নিজের পুত্র-কন্যা বা শিশুকণ্ঠে গান শুনাইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে একটা ঐশ্বরিক প্রেরণা ব্যতীত মানুষের এমন সংযত সাধনার ভাব আসিতে পারে না। তাঁহাকে শয্যাবস্থায় দেখিয়া মনে হইত, যেন সত্য সত্যই ভগবান্ তাঁহার মত খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যাধিরূপ অগ্নিতে একবার দগ্ধ করাইয়া লয়েন। চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় কবি যে নিঃশব্দভাবে এই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮৷০ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত কবির রচিত "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ" নামক গান গাহিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, রজনীকান্ত মৃত্যু-শয্যায় যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত। মৃত্যু-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার কবিতা-রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, রজনীকান্ত স্বভাব-কবি ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার সুস্থ কবিতা অপেক্ষা মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব অধিকতর সুন্দর। রজনী-কান্তের ন্যায় কবি সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যু-ভীতি তাঁহার হৃদয়ে সাধারণ কবিত্বের প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি এবং বঙ্গভাষার প্রতি বাঙ্গালীর যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যেন বাঙ্গালী বিস্মৃত না হন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মৃত কবি ভাবে, ভাষায় ও ঝঙ্কারে সমান কৃতী ছিলেন। তিনি যেরূপ গম্ভীর বিষয় রচনায় সিদ্ধহস্ত, রহস্য-রচনাতেও সেইরূপ নিপুণ ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র নিজে গান রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজের গানেই নিজে সুর দিয়া গাহিতেন। তিনি নানা উপায়ে বঙ্গভাষাকে অমূল্য রত্নরাজি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে, মহাপুরুষের কথা মনে হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে

ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, যাঁহারা ইংরাজী, জর্ম্মণ, সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকটেও রজনীকান্তের ভাবুকতা আদৃত হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর এরূপ কবি আর হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বি এ মহাশয় মৃত কবির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন,—

চিতাভস্ম

১

দীর্ঘ দিবা অবসান, ধীরে ধীরে আসিল নামিয়া
সন্ধ্যা ছায়া ঘন,
উচ্চলোকে, নভোতলে, নিশীথিনী মেলে আপনার
নীরব চরণ।
মর্ত্ত্য হ'তে এবে ক্রমে উঠিতেছে জীবন-সাগরে
আবেগ চঞ্চল;
শান্তিহীন নগরীর থামে নাই তবু দিবসের
কর্ম্ম-কোলাহল।
সুধীর গম্ভীর সেই অপূর্ব্ব সকলে, নিশিদিনে,
যৌবনে জরায়,
আনন্দ কিরণ-ধারা বরষিয়া একটি প্রদীপ
নিবে গেল হায়!

২

যে দিন শারদাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রকর-ধারা
প্লাবিল ধরণী;
দক্ষিণের মৃদুমন্দ শীতল সমীরে ভেসে যায়
মেঘের তরণী।
বসন্ত-কুঞ্জে, পুষ্প-গন্ধে, মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে,
পাপিয়ার গানে,
কোন স্বপ্নলোক হ'তে উচ্ছ্বসিত আনন্দ সংবাদ
ফিরে ধরি আনে!
শান্ত করি ক্লেশতাপ, রচিলে যে দিন আপনার
কুসুম-কানন,

পদতলে ছিনু বসি', নিরখিতে ভক্তি-নত হৃদে
সে মহাপ্রস্থান।
ছিল না বিশ্রাম বাধা, আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ ;
শুধু ক্ষণ তরে
তোমার চরণ ছাড়ি গিয়েছিনু তোমারি পূজায়
কম্পিত অন্তরে।
অচিরে শুনিনু যবে অমরাত্মা তব ত্যজি গেছে
এ মর্ত্ত্য সংসার,
ব্যাকুল বেদনে মোর উঠিল হৃদয়ে সুগভীর
তীব্র হাহাকার।

৬

তার পরে ধীরে ধীরে বাঁধি তোমা কুসুম-বন্ধনে,
শত ভক্ত মিলে,
তোমার সঙ্গীত-তানে জাগাইয়া সুপ্ত নরনারী
তোমা ল'য়ে চলে।
অনন্ত-[illegible] 'ত্যজিনু এ মর্ত্ত্য ছাড়িয়া' সে
'[illegible]'
নয়নে নেহারি, কিন্তু কাঁদে তবু তথা তব
করুণ-ক্রন্দনে।
শত কণ্ঠ উচ্ছ্বসিয়া সঙ্গীতের দিব্য সুধাধার,
করি হরিধ্বনি,
শ্মশানের মুক্ত বুকে রাখিল সে অমূল্য-সম্ভার
বহি' ল'য়ে আনি।

৭

আজ কত দিন পরে আবার আশ্রয় লভি প্রাণ
মৃত্যুর ছায়ায়,
চিনে নিল আপনারে, চিনিল সবায়, সংসারের
সীমান্ত রেখায়।
জীবন মৃত্যুর কবি ! চাহি অনিমিষে শঙ্কাহীন
শান্ত মুখে তব,
চকিতে নয়ন আগে গেল চলি নীরব যাত্রায়
এ নিখিল ভব।

ক্ষুদ্র তরীখানি দূরে নদীবক্ষে স্বচ্ছ-অন্ধকারে
যায় কোন স্থানে,
চিতানল রক্তশিখা উচ্চ শিরে উঠিছে নিয়ত
স্বর্গলোক-পানে।

১৩

তখন সে গগনের পটভূমি প'রে ধীরে ধীরে
হইল উদয়,
তারালোকদীপ্ত পথে শুচিস্মিত কান্ত ছবি তব,
পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময়!
নন্দন-মন্দার-গন্ধে আমোদিত করি বায়ুস্তরে
অপ্সর কিন্নর,
কলতানে দলে দলে পরাইল বিজয় মুকুট
তব শিরোপর।
শতেক শিঞ্জিনি-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সহ ভাসি আসে
প্লাবিয়া শ্রবণ,
বীণা মুরলীর তানে কি সঙ্গীতে উঠিল ভরিয়া
নিশীথ পবন!

১৪

গতপ্রায় শ্মশান-শর্ব্বরী: এবে হ'ল নির্ব্বাপিত
চিতানল-রেখা,
শত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা অন্ধালোকে মণি-রত্ন মত
শুধু যায় দেখা।
জনে জনে নম্রমুখে মৃণ্ময় কলসে ল'য়ে আসি
পূত গঙ্গাজল,
অন্তিম শয়নে, কবি! দিল তোমা শেষ অর্ঘ্য ল'য়ে
করি সুশীতল!
অশ্রুভার চক্ষে ল'য়ে, নতশিরে, ম্লান উষালোকে,
মন্থর চরণে,
ধীরে ফিরে আসিলাম, বাঁধি ল'য়ে চিতাভস্মশেষ
উত্তরীয় কোণে!

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিমা-সম্মিলনে রজনী-কান্তের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। সেই রাত্রিতেই তাঁহার অমৃতময়ী বাণী এবং

সুমিষ্ট কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতি এবং অপরিমেয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তিনি যে প্রকৃত কবি তাহা তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় প্রথমে জানিতে পারা যায়। পীড়ার সময় তাঁহার অমৃতবর্ষণ দেখিয়া হোমার ও মিল্টনের কথা মনে পড়িত। রজনীকান্তের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার নিজের পৌত্রের মৃত্যুতে যে শোক হইয়াছিল, রজনীকান্তের মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার তদপেক্ষা অধিক শোক হইয়াছিল। তাঁহার দুস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করা এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার একটি তৈলচিত্র এবং তাঁহার গ্রন্থের একটি স্মৃতি-সংস্করণ করা আবশ্যক এবং এই স্মৃতি-সংস্করণ হইতে যে আয় হইবে, তাহা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেওয়া হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলে পর তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"স্বদেশভক্ত, কবিতা ও গীতি-রচয়িতা, রহস্য-সঙ্গীত-রচনা-কুশল, বঙ্গজনপ্রিয়, কোকিল-কণ্ঠ গায়ক, কবিবর রজনীকান্ত সেন মহাশয় দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয় কবিকুলে একটি উজ্জ্বলতম রত্নের অভাব হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সমবেত বঙ্গবাসিগণ তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোকপ্রকাশ ও কবিবরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনাসূচক পত্র লেখার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছেন।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় স্বর্গীয় কবির রচিত "অমৃত" নামক পুস্তকখানি বিনামূল্যে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে সভার সহিত অনুরোধ দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন যে, এই সভাতে মৃত কবির যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তদপেক্ষা তাঁহার অনেক বেশী গুণ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন ও সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"বঙ্গের কীর্ত্তিমান্ কবি রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বঙ্গবাসীদিগের কর্ত্তব্য। এজন্য এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি তাহার সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের নিকট অর্থ-প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনানুসারে ২৪৬৬৶৫ টাকা স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৭৪৶৫ সভাস্থলে সংগৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত কবির "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছে গর্ব্ব করিতে চূর" সঙ্গীত গীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—সহঃ-সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১১ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ২৭শে নবেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপ ও শালগ্রাম-শিলা, (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি ও (গ) পরিষৎকর্ত্তৃক কামাখ্যা হইতে সংগৃহীত হরগৌরী-মূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অন্নদেতম্", (খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "কোচবিহারের ভাষা ও গ্রাম্য-সাহিত্য", (গ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের গড়" এবং (ঘ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন কবিরত্ন মহাশয়ের "মহাকবি কালিদাস"। ৬। শোক-প্রকাশ—কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হরিচরণ সরকার এম্ এ, বি এল্ ও দুর্গাপ্রসন্ন মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

এম্ এ, পি এচ্ ডি, সভাপতি,

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি, এল্

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	„ হেমন্তকুমার কর
„ বাণীনাথ নন্দী	„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল	„ হেমদাকান্ত চৌধুরী
„ চারুচন্দ্র বসু	„ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ডাঃ আবদুল গফুর	„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
„ মৌলবী মহম্মদ একরাম খাঁ	„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র মজুমদার
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	„ আনন্দনাথ রায়

শ্রীযুক্ত মণিকান্ত সেন গুপ্ত
" প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার
" মণিভূষণ ঘোষ
" নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
" পশুপতি দত্ত
" জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস্‌সি
" পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
" জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" অবনীকান্ত উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহম্মদ সহিদুল্লাহ্ বি এ
" সতীশচন্দ্র বসু
" রামকমল সিংহ
" বিহারীলাল দাস
" শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সূর্য্যকুমার পাল
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ফণিভূষণ বসু

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ }
" রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ } সহঃ-সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ, বি এল্ উকীল, ফরিদপুর।
"	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রকুমার মজুমদার জমিদার, খাজিতপুর, ফরিদপুর, বর্ত্তঃ কুঠিঘাটা, বরাহনগর, হরিশ-ভবন।
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ ডেঃ মাঃ, ধুবড়ী।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় Sectional Officer P. W. D. Satpookoor Bungalow Ghaterawar P. O, (24 pargs).
"	"	শ্রীআশুতোষ সিংহ ডাক্তার, ৩০২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ Asst. Supdt, Acct. General's Office, Rangoon.
শ্রীশরৎচন্দ্র রায়	"	শ্রীজগবন্ধু দত্ত বি এল্ ৩০।১ বৈঠকখানা রোড।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্ ৫৭ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় আই সি এস্ Madras.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ দ্বিতীয় শিক্ষক, রাধানাথ হাই স্কুল, স্বর্ণগাম পোঃ, ঢাকা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঈশানচন্দ্র চৌধুরী বিষ্ণুপুর, মুনশীবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীললিতকৃষ্ণ চৌধুরী ৪০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস Chitpur Coal Depot.
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ জমিদার, ছাতিনাকান্দী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	"	শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র এম্ এস্‌সি ২৪।৩ বোসপাড়া লেন।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅক্ষয়কুমার তর্কনিধি ঈশান চতুষ্পাঠী, ডোঙ্গাভাঙ্গা, গড়্‌গড়পাই (মেদিনীপুর)।
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নটের (Notair) চন্দননগর।
ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীভবেন্দ্র ঘোষ শাস্ত্রী ৭ মুরা খাড লেন, বেলেঘাটা পোঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি এল্ ১৬।১ মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন বি এ শ্রীনাথরায়ের লেন, চোরবাগান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেঃ মাঃ, কটক।
"		শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, জগন্নাথকলেজ ঢাকা।
"	"	শ্রীরেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ডেঃ মাঃ, হাওড়া।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীরজনীপ্রসাদ নিয়োগী ডেঃ মাঃ, ফরিদপুর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১২ নারিকেলবাগান।
"	"	শ্রীযতীন পাল ৭।১ পার্ব্বতীবাগান লেন।
		ছাত্র সভ্য
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩।১ তারক চাটুর্য্যের লেন।

৫। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত	১৭৫। শিশির
শ্রীযুক্ত হেমন্তকান্ত চৌধুরী বি এ	১৭৬। কবি-সম্মিলনী
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৭। আলপনা
কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	১৭৮। বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯। সাবিত্রী
শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	১৮০। চণ্ডিকাবিজয়

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৮১। শান্তিপথ, ১৮২। সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ১৮৩। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ, ১৮৪। বাসা, ১৮৫। আমার গ্রন্থাবলী, ১৮৬। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের পরিচয়, ১৮৭। আর্য্য-বিধবা, ১৮৮। গার্গী, ১৮৯। বিবাহ মীমাংসা, ১৯০। A simple means of mass Education, ১৯১। Expansion of Self Pt. 1.

শ্রীযুক্ত দিগম্বর সরকার বি এ, বি টি—১৯২। মনুষ্য-সমাজ, ১৯৩। বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১৯৪। গৌড় ও বেহার দেশীয় নক্সা, ১৯৫। Several tracts on Hindu Theism.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ—১৯৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত (১ম ভাগ)।

শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ মজুমদার দেবশর্ম্মা—১৯৭। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ।

„ সম্পাদক "একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্"—১৯৮। বিদ্যাপতি ঠাকুরকী পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১৯৯। সাহিত্য-যজ্ঞ, ২০০। উর্দ্দু উপদেশ, ২০১। বৈষয়িক ব্যাপার, ২০২। অমৃতম স্তবনাবলি।

রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২০৩। Calcutta University Minutes Pt. V (1909).

পুঁথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১। বৈষ্ণব-বন্দনা, ১১৬০ সাল ২। গীতগোবিন্দ, ৩। প্রার্থনা, ৪। রসাপর্ণ, ৫। স্মরণমঙ্গল, ৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৭। পদাবলী, ৮। সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন, ৯। চৈতন্য-তত্ত্বসার, ১০। গোবিন্দলীলামৃত কথা, ১১। ডাকচরিত, ১২। গোস্বামীর বন্দনা, ১৩। গোবিন্দলীলামৃত, ১৪। পদাবলী, ১৫। হংসদূত (খণ্ডিত), ১৬। ভক্তিচিন্তামণি, ১৭। রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), ১৮। নাড়ী-পরীক্ষা (সংস্কৃত), ১৯। চৈতন্যচরিতামৃত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত বৌদ্ধস্তূপ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত বজ্রদেবের বৃহন্মূর্তি ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক চক্রযোগী-মূর্তি প্রদর্শন করান। এই বজ্রযোগীর বৃহন্মূর্তি কতদিনের ও প্রথম ইহা কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে জানা যায় নাই ও জানেন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক গণ্ডক নদীতীরে প্রাপ্ত দুইটি শিলা প্রদর্শন করেন। এই শিলা দুইটি কোনও প্রকার জীবাশ্ম।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "অম্লবেতস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ এই অম্লবেতস গাছকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এইরূপে ইহার ৩০ নামকরণ হইয়াছে। ইহার ফলে আয়ুর্বেদ ব্যবসায়িগণকে অনেক সময়ে গোলযোগে পড়িতে হয়, কারণ কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন গাছকে এবং গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে অম্লবেতস বলিয়া থাকে।

অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক বাজারে প্রচলিত কতকগুলি অম্লবেতসের নমুনা দেখাইলেন।

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রদর্শিত নমুনাগুলির মধ্যে কোনটিই অম্লবেতস নহে, ইহা বাস্তবিক পক্ষে একরূপ লেবু জাতীয় বৃক্ষ।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের বস্তু নির্দেশে এইরূপ গোলমাল থাকিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাবনার ও ভয়ের বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষদের অন্যতর ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়কে সভাতে পরিচয় করাইয়া দেন ও

পরিচিত হইলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মপালের গড়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, পালবংশীয় ধর্ম্মপাল নরপতিগণ বারেন্দ্র ভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "রাঢ়বংশীয় ভাষা ও সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের "কালিদাস" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক মুর্শিদাবাদের জেমো কান্দীর কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হাইকোর্টের উকিল হরিচরণ সারখেল ও পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি-সূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৭ই পৌষ (১৩১৭), ১লা জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন," (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-শব্দ"। ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, (খ) রায় বাহাদুর রাধবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও (গ) অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (সভাপতি)

মাননীয় মহারাজ „ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
মহারাজ কুমার „ বনওয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর
পণ্ডিত „ বিধুভূষণ জ্যোতির্ণব
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ উপেন্দ্রনাথ বেদ
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ নিত্যানন্দ রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ গীনাধর মিত্র
„ যুগলকিশোর মিত্র

শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র
„ গোপীনাথ মিত্র
„ উগ্রনাথ মিত্র
„ গদাধর ভট্টাচার্য্য
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
„ যতীন্দ্রনাথ রায়
„ তারকব্রহ্ম মজুমদার
„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ রসিকরঞ্জন বিদ্যাভূষণ
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ মণিকান্ত সেন গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
" বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
" সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক
" আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
" অনিলকৃষ্ণ ঘোষ
" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" হরেকৃষ্ণ মিত্র
" মাখনলাল মৈত্র
" সুরেশচন্দ্র বসু
" ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সত্যচরণ দাস
" কালীরাম দাস
" মন্মথনাথ রায়
" সতীশচন্দ্র বসু
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" নীলমণি ভট্টাচার্য্য
" শরৎচন্দ্র বসু
" যোগেশচন্দ্র মজুমদার
" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী-কার্য্যালয়।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	"	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত ১৯ কালভৈরব রোড, বেনারস সিটী।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন ১।১ দুর্গাদাস মুখার্জ্জির লেন, গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীকুঞ্জলাল বর্ম্মণ ১১ চৌরঙ্গী রোড।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহৃদয়রঞ্জন সেন এম্ এ, বি এল্ ডেঃ ম্যাঃ, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ (১২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট), পিঙ্গলা, পোঃ বরসুর, জেলা ফরিদপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪।২ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, (কনাই, হুগলী)।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন শিক্ষক, কুষ্টিয়া হাই স্কুল, কুষ্টিয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ ডেঃ মাঃ, ২৫২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভুবনমোহন পাঠক বি এ ৩৮ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস রায় Merchaut and Bauker, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন।
"	শ্রীভুবনচন্দ্র বড়ুয়া	শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল্ উকীল, হাইকোর্ট, ৩ ওল্ড বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন।
"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী	শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বক্সী উকীল, (মতিয়া) ফরিদপুর।
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Land Acquisition Office, কৃষ্ণনগর।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী ৬৩।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গৌরাঙ্গপাড়া, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীললিতমোহন পাল প্রধান শিক্ষক, মেতড়াপাড়া, কাজীপুর (পাবনা)।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম্ এ Settlement Camp, মূলচর, ঢাকা।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	"	শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত উকীল, ধুবড়ী।
শ্রীবিমলাকান্ত ঘোষ	"	শ্রীরেবতীরমণ দত্ত এম্ এ ডেঃ মাঃ, সরোয়াতলী, চট্টগ্রাম।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীপশুপতিনাথ দেব ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্ ৪৩ সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ৮ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ব্যারিষ্টার, ৯২ হারারফোর্ড ষ্ট্রীট।
"	"	কে এন্ গুপ্ত স্কোয়ার নোয়াখালী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীরমাকান্ত বরকাকাটী Translator, High Court.
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	"	শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল ১৯ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক, বাগবাট, ১১।২ গোপাবাব বসাকের ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা।
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	"	ডাঃ শ্রীমতিলাল বসু এল্ সি পি এস Tea Estate, জলপাইগুড়ি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ঐ, চৌধুরী	শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী	কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী বি এল্ নাটোর, রাজসাহী।
"	"	কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বি এ তাহিরপুর, রাজসাহী।
	"	শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল বি এ নওগাঁ, রাজসাহী।
"	"	কুমার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ লাহিড়ী কাশিমপুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮।১ নেবুতলা লেন, বহুবাজার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়	২০৪। শুক্লা
" অক্ষয়কুমার বড়াল	২০৫। শঙ্খ
" কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	২০৬। দুর্গাপূজায় বলি ও জীববলি
" প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ	২০৭। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts No 27.
" সম্পাদক, সাহিত্য-সভা	২০৮। Lectures on Hindu Philosophy (Part 1).
" প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী	২০৯। গৌহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী
" রাধামাধব কর	২১০। স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক
" শশধর বিদ্যাভূষণ	২১১। সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২১২। তীর্থরেণু
Asiatic Society	২১৩। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III, No 3.

পুঁথি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। নলদময়ন্তী, ২। কর্ণমুনির পারণ, ৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, ৪। ভীষ্মপর্ব্ব, ৫। পদাবলী, ৬। সাঙ্গীতক-সংবাদ, ৭। গোবিন্দলীলামৃত-সার, ৮। কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা প্রণীত গ্রন্থ, ৯। মূল-সন্ধান।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-শব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদী, রায়-বাহাদুর রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত দ্বিবেদী মহাশয়ের নাম জগদ্বিখ্যাত এবং তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত জগতের ক্ষতি হইয়াছে। কাশীর শাখা-পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি অনেক যত্ন করিতেন। পরলোকগত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, মৈত্র মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদ্ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইইতে শোক প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তিনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, গয়ানিবাসীর নিকট হইতে তিনি সংবাদ বহন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মত কি প্রমাণের উপর স্থাপিত, তাহা তিনি বলেন নাই। বাঙ্গালা দেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের নাম শোনা যায় না। শাকদ্বীপী সংজ্ঞা কেন হইল, প্রবন্ধ-লেখক তাহা বলেন নাই। শাকদ্বীপ কোথায়, তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই। মঙ্গোলিয়া, তাতার, তিব্বত ও মানসসরোবর প্রভৃতি স্থান লইয়া শাকদ্বীপ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক কি না, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। পরাশর-পদ্ধতি ও ব্রহ্মপুরাণ বলেন—তাঁহারা এক নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতও এইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় সাক্ষ্যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামগত বা গোত্রগত সাদৃশ্য দ্বারা অভিন্নত্ব প্রমাণ করা ঠিক কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের ভিন্ন অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের সহিত একত্র মিশিয়া গিয়াছেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক নহে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকদিগকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন যে, আচার্য্য শব্দ অতি প্রাচীন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিবাদে কাহারও ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নাই। আচার্য্য এবং গ্রহবিপ্র প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চ সম্মানবাচক, খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন, এই সমাজের বৈধ ক্রিয়ায় গ্রহবিপ্রেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অভিন্নতা অনুধ্যানের বিষয়।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ

চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শাকদ্বীপের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাকদ্বীপ ও বর্ত্তমান Sogdiana (সমরখন্দ ও বোখারা) এক ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই জেন্দগ্রন্থে Arii বা প্রাচীন আর্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরস্পরের গাঞী ও গোত্রের মিল আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই মিল কি করিয়া হইল। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ইহারা কি উভয়েই সর্ব্বপ্রথমে একত্রে বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেন ও পরে শাকদ্বীপী বাঙ্গালা হইতে বেহারে গমন করেন অথবা ইঁহারা উভয়েই একত্রে বেহারে বাস করিতেন এবং সপ্তশতীরা পরে বেহার হইতে বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন। যাহা হউক, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক উক্ত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের মত আমিও শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

শ্রীযুক্ত যোগেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমাদের অনুসন্ধানের চক্ষে দেখা আবশ্যক। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের গাঞী ও গোত্রের মিল আছে, কিন্তু এই সাদৃশ্য তাঁহাদের অভিন্নতার সুস্পষ্ট পরিচায়ক কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বিষয় লইয়া কুলজী গ্রন্থে অনেক কল্পনা আছে, অনেকের বিশ্বাস সপ্তশতী ঠিক সাতশত নহে এবং ইহারা যে ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছেন, এই প্রবাদই চিরকাল চলিত আছে। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বলেন যে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের গাঞী এক ও এইজন্য এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের এক হওয়াই সম্ভব। মগ ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এক। আচার্য্য পৃথক্ বিশেষ; আচার্য্যের একনাম গণক। গণকগণ পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পঠিত তিনটি প্রবন্ধই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ যে এক হইতে পারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যে শেষ সিদ্ধান্ত, তাহা নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে ও এই জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। গোত্র গাঞী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও কিছু বলা হয় নাই এবং আশা করি, এ সম্বন্ধে যেন কাহারও ভ্রমধারণা না থাকে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে তাহার কোনও আলোচনা হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে সমস্ত শব্দের তালিকা দিয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দের মধ্যে কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে শব্দ-সংগ্রহ অদ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পর্ত্তুগীজ শব্দ ও বাঙ্গালাশব্দের সাদৃশ্য সম্বন্ধে তিন খানা পুস্তক মুদ্রিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকে যে শব্দের তালিকা আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মালদহে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের বিষয় উল্লেখ করিয়া, কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ রাস্তায় কি সুবিধা, কি অসুবিধা এই সমস্ত সংবাদ উপস্থিত সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন।

এই সভাতে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পরিষদ্-সম্পাদক মহারাজা বাহাদুরের এই উপস্থিতির জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, মহারাজা বাহাদুর চিরকাল সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন ও পরিষদ্ আশা করেন যে, মহারাজা বাহাদুরের এই স্নেহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৮ই মাঘ (১৩১৭), ২২শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্

„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

„ অমৃতলাল বসু

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] এম্ এ, বি এল্

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

ডাঃ „ জে এন্ ঘোষ এম্ ডি

„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি

„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

ডাঃ „ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস

„ গোপাল দাস চৌধুরী

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

রায় „ চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

„ চারুচন্দ্র বসু

„ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী

„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

„ মন্মথমোহন বসু

„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল্

„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

„ শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত

„ নরেন্দ্রকুমার দত্ত

„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ

„ তড়িৎকান্তি বক্সী এম্ এ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ
" যতিকৃষ্ণ সেন
" সরলকুমার বসু
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" অনন্তনারায়ণ সেন
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" ভোলানাথ ঘোষ
" সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু
" তারকনাথ বিশ্বাস
" হেমন্তকুমার কর
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অমৃতগোপাল বসু
" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" সতীন্দ্রনাথ সরকার
" মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
" নিত্যানন্দ রায়
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" সুরেন্দ্রনাথ সাহকী গোস্বামী
" ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
" গোষ্ঠবিহারী প্রামাণিক
" নকড়ি রায়
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
" বিনয়কুমার সরকার এম এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ—সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত ভারত শোক-সন্তপ্ত। দক্ষিণ ভারত, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণও শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় শিশির বাবু সাহিত্যিক ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য আমরা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত। তাঁহার জন্য কেবল বাঙ্গালী-জাতি শোক-সন্তপ্ত নহে, কিন্তু সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সমস্ত ভারত তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিবিধ ছিল, রাজনীতি, সাহিত্য-চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনা এবং এই

তিন ক্ষেত্রেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজনীতি-বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ও তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ভারতে কীর্ত্তিত। এরূপ অনেক লোক পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেন, যাঁহাদের মৃত্যুতে আমাদের যেরূপ শোক হয়, আবার তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যের কথা মনে করিলে, আমরা আবার সেইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। শিশির বাবু এইরূপ ক্ষণজন্মা ছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের মৃত্যু-জনিত শোকে মানুষকে নিকর্ম্মা করে না; বরং তাহাকে আরও উদ্যমশীল করে। আমার জীবনের প্রথম ভাগে আমি তাঁহার রাজনীতি কার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনীতির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি যে খুব বড় বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহা তাঁহার লেখা পড়িয়া বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখার গুণের কোনও ব্যতিক্রম করে নাই। যখন আমি তাঁহার 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠ করি, তখন আমি যক্ষ্মারোগে পীড়িত ছিলাম, তথাপি আমি প্রথম দিনেই উহা শেষ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দিলেও, 'অমিয় নিমাই-চরিত'র ন্যায় উচ্চতর সাহিত্য খুব কম দেখা যায়। এই পুস্তকের 'অমিয় নিমাই-চরিত' নাম সার্থক। তিনি দুই একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি একজন যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একত্র সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের স্বভাব, রাজনীতি-ক্ষেত্রে নির্ভীকতা সর্ব্বজনখ্যাত। তাঁহার কীর্ত্তি তিনি নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক হিসাবে ধরিতে গেলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য আমাদের বেশি কিছু করিবার নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। শিশির বাবুর ন্যায় একাধারে এত গুণের সমাবেশ আমি কখনও দেখি নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরাই ধন্য হইব। সাধারণের রাজনীতির আলোচনার মধ্যে শিশির বাবু ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত Indian League. তাঁহার পূর্ব্বে রাজনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল. রাজনীতি-সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের আলোচনার স্থান এই সভা নহে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি কখনও বিস্মৃত হইবে না। 'নরোত্তম চরিত' তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিশির বাবুর সহিত একমত না হইলেও, এই গ্রন্থে যে সকল মনোমুগ্ধকর ভাব নিহিত আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জগাই মাধাই উদ্ধারের বৃত্তান্ত প্রভৃতি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ও ভাবের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার সহিত তাঁহার গত ২৫ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর কথা বলিলে, তিনি বিগলিত হইতেন, অতীব

হইতেন ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার ভক্তি-ভাব অতি উচ্চ ছিল। আমার মনে হয়, ভক্তির পরিমাণ দ্বারা আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্থির করিতে পারি এবং সেই হিসাবে তাঁহার অপেক্ষা বড় লোক আমি কখন দেখি নাই। আজকাল তাঁহার মত কৃতজ্ঞ লোক অতি বিরল। তাঁহার জীবন পরদুঃখে ব্যথিত হইত ও তিনি সকলকে প্রেমে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি পাঁচ বৎসরের জন্য সমস্ত ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একজন ভক্তের জীবন-চরিত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে প্রতি বৎসর ২৫৲ করিয়া একটি পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই পুরস্কারের টাকা সাহিত্য-পরিষদের হস্তে দিব, এই প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইবে এবং এই পুরস্কার সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপে পাঁচ বৎসরের পরীক্ষার পর যদি যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যাহাতে এই পুরস্কার-প্রদান চিরস্থায়ী হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক শিশির বাবুর পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া স্বর্গীয় শিশির বাবু নানা ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত, ইহাতে বোধ হয় যে, এখনও আমাদের আশা আছে, যদি কখনও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপযুক্ত লোক দ্বারা লিখিত হয়, তাহা হইলে আমরা শিশির বাবুর সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারিব। শিশির বাবুর মৌলিকতা ছিল। তিনি নায়ক পুরুষ ছিলেন ও তিনি ভাল রসজ্ঞ ছিলেন। ১৮৭০।৭১ খৃঃ যখন আমি কাশীতে ছিলাম, তখন আমি প্রথম অমৃতবাজার পড়ি। শিশির বাবুর মাতার নামানুসারে এই পত্রের নামকরণ হইয়াছিল। এই পত্রের লেখা উদ্দীপ্ত ছিল ও ইহা কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতর যাইত। শিশির বাবু অসাধারণ রসিক ছিলেন; আমার নিজের যদি কিছু রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমি শিশির বাবুর নিকট ঋণী। ১৮৭২ খৃঃ মার্চের মাসে প্রথম তাঁহার সহিত দেখা হয়। যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করি; তখন শিশির বাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, স্বায়ত্ত-শাসন, কাব্যকবীবিদ্যা-প্রভৃতির গোড়ায় শিশির বাবু। তাঁহার জীবন একটি শিক্ষার বিষয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর মৃত্যুতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, প্রেমের ভাবা গদ্যের ভিতর দিয়া যদি কেহ সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা শিশির বাবুই করিয়াছেন। ভক্তের ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা রাখে না। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র ভাষা অতি সুন্দর। তাঁহার মত ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন; এইজন্য বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি আমাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা আত্মীয়ের কথা বলার ন্যায়। চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া তিনি 'কালাচাঁদ গীতা' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিত' গ্রন্থের জন্ম বোধ হয় যে, এই গ্রন্থের সম্যক্ আদর হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'নরোত্তম চরিত'। এই গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ছাঁচের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি সম্বন্ধে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কিরূপে মনোভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার সূচনা আমরা এই গ্রন্থে ও তাহার পূর্ণ-বিকাশ 'অমিয় নিমাই-চরিত'গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা সাধারণের প্রীতিকর। তাঁহার লেখার রীতি দেখিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদাস যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া গদ্য লিখিতেন, তাহা হইলে তিনি শিশির বাবুর নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন। অমৃতবাজারে তিনি একটি বিষয় লইয়া বহুদিনব্যাপী প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক দিনের প্রবন্ধে কিছু না কিছু নূতনত্ব থাকিত, কোন প্রবন্ধ পূর্ব্ব প্রকাশিত অপর কোন প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশে বাস্তবিকই একটি ইন্দ্রপাত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকার ভাষা জনসাধারণের উপযোগী ছিল। শিশির বাবু ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐকান্তিকতা ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্ম আমাদের চেষ্টা করা উচিত—না করিলে আমরা কৃতঘ্ন হইব।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবু নবাযুগে গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নাম আজ দূরদেশে ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজ ও সমস্ত দেশ দুঃখিত। ভারত প্রেমের দেশ, তিনি প্রেমবার্ত্তা প্রচারে ব্রতী ছিলেন; এইজন্ম তিনি সমগ্র ভারতের পূজ্য। তাঁহার ভাষা এত হৃদয়গ্রাহী যে, আট বৎসরের বালিকাও 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদের সহিত যে শিশির বাবুর গদ্যের তুলনা হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত ঠিক। তাঁহার ভাষা আশার ভাষা। তাঁহার প্রণীত 'কালাচাঁদ গীতায়' ইহা প্রথম বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে এক অতি সুন্দর নূতন জগতের ছায়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গদ্যে লিখিত গ্রন্থ, যদি কেহ সাধারণের প্রীতিপদ করিয়া থাকেন, তবে সে শিশির বাবু। কেবল মাত্র ধর্ম্ম হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবে ধরিতে গেলে 'অমিয় নিমাই-চরিত' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শিশির বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমেরিকা ও জাপানে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এমন কর্ম্মময়, ধর্ম্মময় ও মাধুর্য্যময় জীবন অত্যন্ত বিরল। জীবনের শেষ দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র শেষ কথার শেষ প্রুফ দেখেন এবং ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের পদে তাঁহার শেষ পুষ্পাঞ্জলী। তাঁহার ভাষা পরিষদের পরীক্ষার বিষয়। তাঁহার ভাষা ও তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বহরমপুরের জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় এই সভাতে উপস্থিত হইতে না পারায় সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর শিশির বাবু সম্বন্ধে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলার স্থান পরিষৎ নহে, তাঁহার ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এই সভায় হইয়াছে। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১ম প্রস্তাব :—সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপনকর্ত্তা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, বিবিধ সদ্গ্রন্থের, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের, প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরম ভাগবত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব।—স্বর্গীয় মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইল।

৩য় প্রস্তাব।—উক্ত মন্তব্যদ্বয়ের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হউক।

সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্মৃতি-রক্ষার জন্য সভাস্থলে প্রায় ২০০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁহার একটি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হয়। মতীবাবু পাঁচ বৎসরের জন্য যে পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। আশা করা যায় যে, পাঁচ বৎসর পরে এই পুরস্কার চিরস্থায়ী হইবে। শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য একটি সাধারণ সভাধিবেশন আহূত হইবে, তৎপূর্ব্বে যাহাতে শিশির বাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৫ই মাঘ (১৩১৭), ২৯শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়ে প্রাপ্ত গজদন্ত, (খ) শ্রীযুক্ত সারদানাথ পাঁ মহাশয়ের প্রদত্ত হরগৌরী-মূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তর-খণ্ড ও (ঘ) গৌর ও পাণ্ডুয়া হইতে সংগৃহীত মিনা করা ইষ্টক, ৫। প্রবন্ধ, (ক) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের "বাঙ্গলা ব্যাকরণের একাংশ" (খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের "১৭শ শতাব্দীর পর্য্যটক" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গুপ্ত মহাশয়ের "কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী", ৬। শোক-প্রকাশ (ক) প্যারীলাল [illegible]দার এম এ, বি এল ও (খ) হরিনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সভাপতি,

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল

" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কুমারকৃষ্ণ মিত্র	" অমৃতগোপাল বসু
" বিজয়চন্দ্র সিংহ	" অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়	" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" অনন্তনারায়ণ সেন	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	" নিত্যানন্দ মল্লিক
" কুঞ্জবিহারী সেন	" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী	" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ
" মণিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	" চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল
" চিত্তরূপ সান্যাল	" বীরেশ্বর প্রামাণিক
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	" সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	" যোগেন্দ্রলাল তালুকদার
" বীরেন্দ্রনাথ বসু বি ই	" সত্যেন্দ্রনাথ পাইন
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	" ভূপেন্দ্রনাথ পাইন

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
" ডাঃ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী
" নীলমণি সান্যাল
" হারাধন চট্টোপাধ্যায়
" ইন্দ্রমোহন গোস্বামী
" ননীভূষণ ভট্টাচার্য্য
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত
" আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
" বিনোদবিহারী দাস
" বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
" বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকেশবচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ উকীল, ফরিদপুর।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ ১১ মাধব চাটুর্য্যের লেন।
"	"	শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ অধ্যাপক, রিপন কালেজ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার গুহ ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
"	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
"	"	শ্রীরামদাস ঘটক কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গৌহাটী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন ৪৪।৩ সিমলা ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীমণিমোহন মিত্র এম্ এ ১৪ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসু এম্ এ Auditor of Loeal Accounts, Mymensing.
,,	,,	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এম্ এ Dy Supdt of police, 10-1 St James Square.
,,	,,	শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী এম্ এ, বি এল্ c o Sj Mahesh Chandra Biswas, Jammu, Kashmir
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় Asst. Supdt, বিজনি-রাজ, গোয়ালপাড়া
,,	,,	শ্রীঅতুলানন্দ দাস Extra Asst. Conservator of Forrests, Goalpara, Haltagaon.
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ বি ১৪।১ নিমতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভুবনমোহন বিশ্বাস বি এল্ ৩৪ বীডন ষ্ট্রীট।
মাননীয় মহারাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ এম্ এ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ সম্পাদক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।
,,	,,	শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় ইংরেজ বাজার, মালদহ।
,,	,,	শ্রীহরিদাস পালিত জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	,,	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৬ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস হেড পণ্ডিত, গৌহাটী বালিকা-বিদ্যালয়, গৌহাটী।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক, নবগ্রাম সাহিত্য-সমিতি, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।
"	"	শ্রীযামিনীকান্ত বসু বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী, বিদ্যাবিনোদ, কবিচিন্তামণি, আয়ুর্ব্বেদ-শান্তি কুটীর, সিরাজগঞ্জ।
"	"	শ্রীবৈদ্যনাথ তরফদার জমিদার, কাজীপুর, পাবনা।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বেজ ১১৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	রায় শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ল্যাণ্ড এক্‌ইজিশন ডেঃ কালেক্টর, ২।১৩ এফ্ বৈঠকখানা বাজার রোড।
"	"	রায় শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর সুপাঃ, হোম ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, ১১নং পটুয়াটোলা লেন।
"	"	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ, সিউড়ী, বীরভূম।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বি এল্, মুন্সেফ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীলাবণ্যমোহন সান্যাল বি এ সব্ ডেঃ কালেক্টর, মাধেপুরা, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রকুমার বসু চৌধুরী কণ্ট্রাক্টর, ২৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
"	"	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী পোষ্টমাষ্টার, আলিপুর, ২৪ পরগণা।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ ৩৪।১ নং হ্যারিসন রোড।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক, আলিগড় কলেজ, রাজপুতনা। (১৮নং বেনেটোলা লেন।)
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাঘডাঙ্গা, জেমো কান্দী।
"	"	শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ ডেপুটী একাউন্টেণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এচ এ এস্ ১০ ক্রাউচ লেন, বহুবাজার।
"	"	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, এচ এ এস্ শ্রীবসন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্ এ, এচ এ এস্ শ্রীত্রিবিক্রম পূজারী বি এ, এচ এ এস শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র এচ এ এস্ ডিমনষ্ট্রেটার, মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এচ এ এস্
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল এচ এ এস, সাবোর।
"	"	শ্রীরাজনাথ রায় ফার্ম্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কটক।
"	"	শ্রীভবতোষ বসু ফার্ম্ সুপাঃ, হাজারীবাগ।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখর্জী Inspector of Agriculture, Bankipur,
"	"	শ্রীঅরুণ প্রসাদ রায় ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচুনীলাল মুস্তফী ঐ, Burdwan.
„	„	শ্রীতারানাথ রায় ফার্ম্ম সুপাঃ, চুঁচুড়া।
„	„	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য সাবোর।
„	„	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্‌সি এ ঐ
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শীল বি এ, এম্ এস্‌সি এ সাবোর।
„	„	শ্রীহীরালাল দত্ত বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ
„	„	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ
„	„	শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ঐ
„	„	শ্রীদ্বিজদাস দত্ত অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, সাবোর।
„	„	শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
„	„	শ্রীআশুতোষ দত্ত ঐ।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্‌সি এ, কুচবিহার।
„	„	শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্‌সি এ, বোলপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ৬ পঞ্চানন ঘোষের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ৬৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ৩ রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীক্ষীরোদলাল মুখোপাধ্যায় ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ।
„	„	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ, মালদহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহরিদাস বসু প্রথম মুন্সেফ, মালদহ।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় মুন্সেফ, মালদহ।
"	"	শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় সিভিল সার্জ্জন, মালদহ।
"	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভাদুরী উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার রাহা উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীচণ্ডীচরণ দাস গুপ্ত পোষ্টমাষ্টার, মালদহ।
"	"	শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন ঘটক মালদহ।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর দে হেড মাষ্টার, মালদহ।
"	"	শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী মোক্তার, মালদহ।
"	"	শ্রীরায়কিশোর প্রামাণিক মোক্তার, মালদহ।
"	"	শ্রীনলিনীকান্ত বসু ঐ।
"	"	শ্রীতারিণী দাস রায় উকীল, মালদহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীরামলাল কবিবিনোদ মালদহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন মালদহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌলভী কাদের বক্স উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ দে মালদহ।
"	"	মৌলভী আব্দুল গণি মোক্তার, মালদহ।
"	"	শ্রীকালীপ্রসন্ন সাহা উকীল, মালদহ।
"	"	মৌলভী আবদুল আজিজ খাঁ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটী; উকীল, মালদহ।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
"	"	শ্রীমোহিনীমোহন মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
"	"	শ্রীরামকিঙ্কর রায় জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
"	"	শ্রীনিরোদকুমার মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
		ছাত্র-সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদীননাথ মজুমদার ১৯ বাদুড়বাগান লেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
সাহিত্য-সভা	২১৪। বঙ্গের কবিতা।
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক	২১৫। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনাশিক্ষা।
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণধন্বন্তরী বিশ্বরঞ্জ	২১৬। The Hahneman Medical College and Hospital of Chicago (51st. Annual Announcement.)
" প্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশ বি এ—	২১৭। তর্ক-বিজ্ঞান।
রেজিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	২১৮। C. U. Minutes 1910. pt. II.
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—	২১৯। বাঙ্গালা অভিধান (প্রাচীন মুদ্রিত) ২২০। বোস্ত

(পার্শীভাষার পুস্তক) ২২১। মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকসম্পর্কীয় পুস্তক ২২২। কন্‌ষ্ট্রাক্‌সন আইনের অনুবাদ ২২৩। আইন-দর্পণ। ২২৪। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সিল আইন, ইং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ। ২২৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন। ২২৬। পাণ্ডব-বিলাপ কাব্য। ২২৭। ঋতু-পথ্য। ২২৮। পত্রাষ্টক কাব্যোত্তর কাব্য। ২২৯। অর্ঘ্য-পুষ্প। ২৩০। ৺দাশরথিরায়ের পাঁচালী (প্রথম খণ্ড)। ২৩১। গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা (মাসিক)—১২শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। ২৩২। জ্যোতিরিঙ্গণ (মাসিক)। ২৩৩। বনরত্ন (প্রথম ভাগ)।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শর্ম্মা - ২৩৪। পুরাণদর্শন সূত্র উপক্রমণিকা (ক্রোড়পত্র) ২৩৫। পুরাণ-দর্শন-সূত্র-উপক্রমণিকা (সম্পূর্ণ)

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ—২৩৬। উষা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—২৩৭। অদৃষ্ট সহায়।

শ্রীযুক্ত গ্রন্থরক্ষক, ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী—২৩৮। Imperial Library Catalogue, pt. II. Vol. II. (M-B)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ—২৩৯। সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ২৪০। A Discourse on the Study af Sanskrit.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর—২৪১। মণিহার।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে—২৪২। ৺রাধানাথ চৌধুরীর জীবন চরিত।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী গুপ্তা—২৪৩। বালবিকাশিনিত্র।

শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ—২৪৪। পাণ্ডব গীতা।

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—২৪৫। শকুন্তলা-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ—২৪৬। সাহিত্য-সেবী; ২৪৭। The Modern Vernacular Literature of Hindusthan, ২৪৮। জ্ঞানপ্রদীপ।

পুথি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (খণ্ডিত), ২। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কয়েক পৃষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গৌড়ে প্রাপ্ত গজদন্ত এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষদে প্রদত্ত হর-গৌরী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই মূর্ত্তি বগুড়ার তিন মাইল দূরে কানাড় গ্রামের পুষ্করিণীর পাড়ে একটী কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার হর-গৌরী মূর্ত্তি উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তি মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রদর্শিত মূর্ত্তি উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায়।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয় বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত একটী প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করেন। এই প্রস্তরখণ্ডে দুই সারি ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোন গোলাকার স্তম্ভের অংশ ছিল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে সংগৃহীত কতকগুলি মিনা করা ইষ্টক প্রদর্শন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার একটী সুন্দর বিবরণ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এটর্নি মহাশয় "বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় অনুপস্থিত হওয়ায় "১৭শ শতাব্দীর ফরাসী পর্য্যটক" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের লিখিত "কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি কৈলাসেশ্বর বসু ১২০১ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার পিঙ্গলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত বহু ক্ষুদ্র কবিতাবলী ও স্তবগীতাদি ছিল। ইহাদের প্রায় সবগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। "ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল" শীর্ষক গানটী এই কবির রচিত। তিনি একজন ভক্ত কবি ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৯১ সালে কবির পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মোহিনী বাবুকে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, মোহিনী বাবু যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ভাবে চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ হওয়ার পক্ষে সুবিধা। আমাদের কর্ত্তব্য, ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করা। এই সময় শব্দ সংগ্রহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মাতৃভাষার সম্পদের তত বেশী অভাব নাই, কিন্তু শব্দ সংগ্রহ প্রাদেশিক ভাবে সংগ্রহ করা উচিত এবং এই জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কবি কৈলাসেশ্বরের জীবনী লেখার জন্য ভুবনমোহন বসু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে মোহিনী বাবু বলেন যে, কিন্তু ঐ ৭৮০ শব্দ[illegible] অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সহিত ইংরাজীতে যাহাকে Phonetic law বলে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে আবদ্ধ করিতে গেলে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও সাধারণ নিয়ম ভবিষ্যতে স্থির হইতে পারে। তাঁহার পাঁচ মাস পরিশ্রমের ফল এই প্রবন্ধ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই সভাস্থলে হরগৌরী মূর্ত্তি, ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি

যিনা করা ইষ্টক প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শিত হইল, সেই সমস্তই কৌতূহলজনক ও চিত্তাকর্ষক এবং এই সমস্ত বস্তু-সংগ্রহকারিগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। মোহিনী বাবুর প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু আলোচনা করিয়াছেন। শব্দ-দ্বিত্ব বাঙ্গালা ভাষার অত্যন্ত মূল্যবান্। এইরূপ দুই চারিটী শব্দ-দ্বিত্বের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষাতেও আছে, এই দ্বিত্ব বোধ হয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা কাব্য ভাষাতে এবং নাটক উপন্যাসাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্যারীলাল হালদার এম্ এ, বি এল্ ও হরিনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, ইহা গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

———

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে মাঘ (১৩১৭), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। ৪। বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কারসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের পত্র। ৫। প্রদর্শন (ক) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (খ) ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত প্রস্তর। ৬। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব"। ৭। শোক প্রকাশ—অধ্যাপক মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ	" ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ
" চিরসুহৃৎ লাহিড়ী	" মাখনলাল মিত্র
" গৌরহরি সেন	" সুবোধচন্দ্র রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" বাণীনাথ নন্দী	" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	" হেমচন্দ্র ঘোষ
" মনোরথ রায়	" হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি বি এ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ	" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	" সুরেশচন্দ্র সরকার
" ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	" নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত
" সুবোধচন্দ্র রায় বি এ	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু	" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ } সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীঅম্বিকাচরণ দে বি এ সব্ইন্স্পেক্টর, হবিগঞ্জ, ফুলতলা পোঃ, শ্রীহট্ট।
"	"	H. M. Mitra Esq Sakchi P. O., Kalamati.
"	"	শ্রীভূধরচন্দ্র বসু শিক্ষক, গভঃ হাই স্কুল, মালখানগর, ঢাকা।
"	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনিরুপমচন্দ্র সেন ৫৮ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় Retired Income-tax Assessor, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম, যশোহর।
"	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজ।
"	শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, বেলিয়াতোড় হাই স্কুল, বেলিয়াতোড়, বাকুড়া।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	মোহান্ত ভগবান দাস জাফরাগঞ্জ আখড়া, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ এম্ এ জেঃ মাঃ, বরিশাল।
শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই	"	শ্রীতরুণরাম ফুকান ব্যারিষ্টার, গৌহাটী।
"	"	মাননীয় শ্রীমাণিকচন্দ্র বড়ুয়া মেম্বর ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী।
"	"	মাননীয় শ্রীভুবনরাম দাস রায় বাহাদুর মেম্বর, ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	রায় বাহাদুর শ্রীমণিলাল সিংহ রায় জমিদার, চকদীঘি, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ১২ রসা রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীসুবোধ চন্দ্র দত্ত ২১৫ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	শ্রীসূর্য্যকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্ উকীল, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীললিতচন্দ্র গুহ এম্ এ Personal Asst. to the Commisioner, Jalpaiguri.
„	„	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ Extra Asst. Commissioner, Barpeta. (Kamrup.)
„	„	শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এ ডেঃ মাঃ, জলপাইগুড়ি
„	„	শ্রীহরিপ্রসাদ দাস বি এ সব ডেপুটী, বরপেটা, কামরূপ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীনিশিকান্ত সেন বি এল্ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায় Treasurer, Govt. House, Calcutta.
„	„	শ্রীনলিনীকান্ত সেন বি ই ইঞ্জিনীয়ার, আকিয়াব, ব্রহ্ম।
„	„	শ্রীযশোদানন্দ সেন এম্ এ Asst. Secy, Calcutta Corporation. ১১২।২ অপার চিৎপুর রোড।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লকুমার নন্দী বি এ, বি ই Superviser, P. W. D, Ranchi.
„	„	শ্রীবসন্তকুমার নাগ কন্ট্রাক্টর, ৪৫ মুকীয়া ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ সেন্ট-জেম্স্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি এ ৯০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজলধর সেন, সুলভ-সমাচার কার্য্যালয়, কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ ৫ নবাবী ওস্তাগরের লেন।
"	"	শ্রীযামিনীনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, আলোয়া, কাগমারী (৩।২ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট)।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যকাব্যব্যাকরণতীর্থ ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ৭।২ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীবিহারীলাল রায়	"	শ্রীহেমন্তকুমার কাব্যনিধি বি এ প্রধান শিক্ষক, মিশ্রর হাই স্কুল, হুগলী।
		[illegible]
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু সিটি কলেজ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী। ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	২৪৯। [illegible], ২য় ভাগ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—২৫০। রচনা-পদ্ধতি, ২৫১। চারু প্রবন্ধ, ২৫২। চিতোরের যুদ্ধ, ২৫৩। The Teaching of History in Indian Schools. ২৫৪। সন্দর্ভ-মুক্তাবলী, ২৫৫। Sanskrit Learning in Bengal, ২৫৬। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভ্যর্থনা-গীতিকা, ২৫৭। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভিভাষণ, ২৫৮। গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শিকা, ২৫৯। খঞ্জন নিমন্ত্রণ, ২৬০। The Original Abode of the Indo-European or Aryya Races.

পুঁথি

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সম্পূর্ণ)

তৎপরে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী নামক স্থানে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বল্লালসেনের আর কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, বল্লালসেনের মাতার নাম বিলাসদেবী ছিল। তিনি সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মণকে দানের দক্ষিণাস্বরূপ বাল্লহিট্টা নামক গ্রাম অর্পণ করেন। যিনি এই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয়। এই তাম্রশাসনের সবিস্তৃত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ব্যোমকেশ বাবু পরিষদে এই তাম্রশাসন আবিষ্কার সংবাদ প্রদান করার জন্য, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইবার প্রস্তাব করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত একটী গজদন্ত প্রদর্শন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ৫।৬ শত বৎসর যে সমস্ত সঙ্গীতাভিনয় বঙ্গবাসীকে আনন্দ প্রদান করিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাভাষ বিবৃত করেন। তাঁহার মতে সঙ্গীত-সাহিত্য বহু প্রাচীন এবং বর্ত্তমান যাত্রাভিনয়ের ন্যায় যাত্রার গান পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে আমরা ইহা জানিতে পারি। প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, শিবযাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামযাত্রা তৎপরবর্ত্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও কৃষ্ণযাত্রা রামযাত্রার বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে শিবসঙ্গীত ও শক্তিসঙ্গীত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন গৌড় গীতাভিনয়ের জন্য ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শাক্ত-সম্প্রদায় সঙ্গীতমালার অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালী বুদ্ধদেবের উপাখ্যান গীতাভিনয়ে পরিণত করিয়াছিল। বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে মনসার ভাসান এবং মঙ্গলচণ্ডীর গানের প্রভাব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের যুগে কৃষ্ণলীলার সঙ্গীত-তরঙ্গ বঙ্গদেশকে একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। পঞ্চানন বাবু বলেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গীত-সমুদ্র নামক একলক্ষ সঙ্গীতপূর্ণ বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবেন। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের ইতিহাস তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চারিটি শ্রেণীতে এবং বারশটী সম্প্রদায়ে বিভাগ করিয়াছেন। আদি যুগের পাঁচালী হইতে বর্ত্তমান যাত্রাভিনয় পর্য্যন্ত সমস্ত সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের ক্রম-বিকাশের মূল পরিচয় প্রদান করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে কি কি গীতাভিনয় হইত, তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা তিনি প্রদান করেন।

সঙ্গীত-সাহিত্যে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসেরও ভগ্নাংশ আছে, প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গত তাহারও উল্লেখ করেন ও তৎপরে তিনি ঝুমুর, কবি, পাঁচালী, যাত্রা, জারি, গাজীর গীত, কীর্ত্তন, ঢপ, বাউল, তর্জ্জা প্রভৃতি বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের আভাস প্রদান করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রেরিত "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। বঙ্গ-সাহিত্য এই সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি আরও বলেন যে, হরিদাস বাবুর মতে মাণিক দত্ত মালদহের লোক; কিন্তু বীরভূম জেলাতেও জয়বা দেবীর পূজা হইয়া থাকে ও এই জেলাতে কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে। সুতরাং মাণিক দত্ত মালদহের লোক না হইয়া বীরভূমের লোকও হইতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অধ্যাপক মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনের জন্য শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৮শে ফাল্গুন (১৩১৮), ১২ই মার্চ (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্থানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নূতন সভ্য-নিয়োগ, ৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ প্রস্তাব, ৬। প্রদর্শন,—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় প্রদত্ত সীতারাম রায়ের মন্দিরের ইষ্টক ও ফটো, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রদত্ত সপ্তগ্রামের ইষ্টক, (ঘ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় প্রদত্ত গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইষ্টক, (ঙ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺বঙ্কিমচন্দ্র, ৺কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পত্র, ৭। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দ্রাবিড়-ভ্রমণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "গৌড়-রাজধ ধাতুমূর্ত্তি" ৮। শোক-প্রকাশ—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও হরিপদ আচার্য্য মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ (সভাপতি)

মহারাজ কুমার " বনওয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ	" গৌরচন্দ্র রায়
" কেদারনাথ কাব্যতীর্থ	" সুশীলচন্দ্র নিয়োগী
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ	" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	" মন্মথমোহন ঘোষ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বাণীনাথ নন্দী	" সুরেন্দ্রনাথ রায়
" সুরেশচন্দ্র সরকার	" সরলচন্দ্র ঘোষ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ	" মন্মথনাথ রায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র	" জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
" পুলিনবিহারী দত্ত	" কমলচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, ২৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এল্ সব্ ডেঃ কালেক্টর, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ৬৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ অধ্যাপক, সিটি কলেজ ৪।২ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন।
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার দত্ত	"	শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত পোর্ট কমিঃ অফিস, চট্টগ্রাম।
"	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	মিঃ আর কিমুরা এম্ এ Tetugakushi, Budhist Temple, Anath Bazar, Chittagong.
শ্রীহারাণচন্দ্র রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবনওয়ারিলাল গোস্বামী মুন্সেফ, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।
"	"	শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন্ ডেঃ কালেক্টর, কাটোয়া।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব্ ডেঃ কালেক্টর, কাটোয়া।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ সব্ রেজিষ্টার, কাটোয়া।
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রমোহন বল উথুরি, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেজা, মঙ্গলাবাজার, শ্রীহট্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ বসু বি এ সেটেলমেন্ট কানুনগো, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ ডেপুটী, মাঃ, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমধুসূদন জানা সম্পাদক, "নীহার", কাঁথি।
"	"	শ্রীবারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, কাঁথী।
		শ্রীবিশ্বনাথ মাইতি উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	"	এস ঘোষ সম্পাদক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ, কানপুর।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	"	কে, সি, বসু ২ কালাচাঁদ সান্যালের লেন।
শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅধরকৃষ্ণ বসু ৯১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার, কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্মণ তাজহাট রাজবাটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়া, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরচন্দ্র রায় ডিস্ট্রি দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ২৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ৬ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	"	শ্রীমোহনবিহারী আঢ্য ১০ রাজারাম অক্রুরের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাপ্রিয় চৌধুরী ১৮।৩ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীভুবনমোহন বিশ্বাস বি এল্ ৩১ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীমথুরানাথ সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামলাল সিংহ বি এল্ মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল্ মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী	শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ গবর্ণমেণ্ট উকিল, জলপাইগুড়ী।
"	"	শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ সব ডেঃ কালেক্টর, ক্যাম্প ভারকাট্টা।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ ডেপুটী মাঃ, কুমিল্লা।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় সুপারভাইজর, পি, ডব্লু, ডি, দার্জ্জিলিং।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বি এল্ Supdt, Bijni Estate, অভয়াপুরী, গোয়ালপাড়া, আসাম।
"	"	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্ ৩০ সার্পেণ্টাইন লেন।
"	"	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্ এ ডেপুটী মাঃ, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ ১০২।১ সার্পেন্টাইন্ লেন।
"	"	শ্রীকালীপদ মজুমদার Foreign Dept, Govt of India, Calcutta.
"	"	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Executive Engineer's Office, Darjeeling.
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক Bengal Mess, Shwebo (Burma)

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণেকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীরজনীকান্ত দেব বি এ	২৬০। শাহা জলাল বা শ্রীহট্টে মুসলমান
শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	২৬১। সামাজিক সমস্যা (১ম খণ্ড)
শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৬২। ছায়া
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দত্ত	২৬৩। চিত্র-বিজ্ঞান
শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্	২৬৪। হিন্দী শিক্ষা

শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত—২৬৫। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১ম ভাগ) ২৬৬। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (২য় ভাগ) ২৬৭। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৩য় ভাগ) ২৬৮। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ ভাগ) ২৬৯। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৫ম ভাগ) ২৭০। আর্য্যকীর্ত্তি ২৭১। ভারতকাহিনী ২৭২। ভারতপ্রসঙ্গ ২৭৩। ভারতের ইতিহাস। ২৭৪। প্রতিভা ২৭৫। ভীষ্ম-চরিত ২৭৬। বীরমহিমা ২৭৭। জয়দেব চরিত ২৭৮। নবভারত ২৭৯। আমাদের জাতীয় ভাব ২৮০। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৮১। বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮২। পাণিনি-বিচার ২৮৩। ঐতিহাসিক পাঠ।

শ্রীযতেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২৮৪। শিবরাত্রি ব্রতকথা
শ্রীনলিনীকান্ত দাস	২৮৫। অঙ্কশিক্ষা
শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	২৮৬। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির
শ্রীমৌলবী সেক আবদুল জব্বর	২৮৭। জেরুসালেম বা বয়তুলমোকদ্দসের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন	২৮৮। আসাম, গোয়ালপাড়া ও আসামীভাষা।
শ্রীগৌরহরি সেন	২৮৯। Report of the Chaitanya Library for 1908. 1909. 1910.

পুঁথি

শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি	১। সংস্কৃতকোষ গ্রন্থ (অসম্পূর্ণ)

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি এ মহাশয় একণে আসাম গৌহাটিতে আছেন, তাঁহার পক্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যোগদান করা অসম্ভব, কাজেই তিনি উহার সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ২০ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে সদস্য পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মালদহের প্রবীণ সাহিত্য-সেবী গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের একজন সুপ্রাচীন সদস্য এবং হিতৈষী। নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইনি পরিষদের উপকার করিয়া আসিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি যে প্রকার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত আছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহাকে পরিষদের বিশেষ সভ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, অতএব আমি ইঁহাকে বিশেষ সভ্যরূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব করিতেছি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে হাজারীবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের প্রেরিত চারিখানি ফটোগ্রাফ ও ছয়খানি চিত্রযুক্ত ইষ্টক প্রদর্শন করাইয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, যোগেন্দ্র বাবু রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়া এই চারিখানি ফটোগ্রাফ ও এই ইষ্টক কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। ফটো চারিখানির মধ্যে একখানি রাজা সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রাম সাগর' নামক দীঘির অপর বৃক্ষলতাযুক্ত ফটোখানি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের, আর একখানি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরাবশেষের এবং অবশিষ্ট-খানি 'জোড় বাংলা' নামক মন্দিরের। ইষ্টক কয়েকখানির মধ্যে একখানিতে কল্কী অবতারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ মানসী পত্রিকায় (১৩২১ ফাল্গুন) ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমাদ্দার মহাশয়ের এই উপহারগুলি পরিষদের চিত্রশালায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণের পার্শ্বে রক্ষিত হইবে। আমি প্রস্তাব করি, এই দানের জন্য পরিষৎ হইতে সমাদ্দার মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানান হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় সপ্তগ্রামের পীর জামালুদ্দীনের কবর হইতে যে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, এক সময়ে যে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল, বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, আজ সেখানে এই পীর জামালুদ্দীনের কবর ভিন্ন আর কোন অট্টালিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এই সমাধি-মন্দির পীর সাহেবের পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। লোকে ইহাকে মীজ্জা সাহেবের দরগা বলে।

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে যজ্ঞেশ্বর বাবু উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার রচিত "দ্রাবিড়ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু কাসিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যের প্রতিপালক মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে যে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহাকে দুই তিন বার দ্রাবিড়ভ্রমণ করিয়া আসিতে হইয়াছে। সেই ভ্রমণে তিনি দ্রাবিড়স্থ হিন্দুসমাজের যে আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারই স্থূল স্থূল কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। সভার সকলে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের সারাংশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ স্থগিত রহিল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় আধুনিক প্রবন্ধ রচনার রীতির উপর সাধারণ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সুলেখকের অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে নিশ্চয়, তদ্ভিন্ন তিনি শেষ দশায় কাশীবাসী হইয়া আমাদের সামাজিক আচারব্যবহারগুলির যেরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা লিখিতেছিলেন, তাহা লিখিবার লোক দিন দিন অভাব হইতেছে। ৺ভূদেব বাবুর পর একার্য্যে ইনিই হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী কিছু লিখিবার পূর্ব্বে কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৺বীরেন্দ্রনাথ পাল ইংরাজী বাঙ্গালা—উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে আমাদের শাস্ত্র-মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিবার তাঁহার একটা বিশেষ প্রবৃত্তি, অধ্যবসায় ও শক্তি ছিল। রামায়ণাদিও তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় তিনি নভেলই বেশী লিখিয়াছেন, তাহার অনেক গুলির বস্তুবস্তু আবার ইংরাজী উপন্যাসাদি হইতে গৃহীত হইলেও তাহার উপর তাঁহার একটা অধিকার ছিল যে, তিনি স্বচ্ছন্দে বিদেশীয় ঘটনা ও ভাব দেশীয় ভাবে ভাষায় বেমালুম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি অনেক বৎসর কয়েকখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার একটি মহৎ গুণের পরিচয় এই যে, তিনি নিজে বহুগ্রন্থ লিখিয়া অপরের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাহিত্যিক নিঃস্বার্থতা আজকালকার দিনে বড় কম কথা নহে।

৺হরিপদ আচার্য্য মহাশয় পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন। আমাদের পরিষদের নিয়মানুসারে আমি এই সকল ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইবার প্রস্তাব করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

[illegible], আপার সার্কুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

ও

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৭

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥

PRINTED BY JOTISH CHANDRA GHOSH
57, Harrison Road, Calcutta.

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
দিন-পঞ্জিকা	১
ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী	৮
পরিষৎ রেজিষ্টারীর নিদর্শনপত্র	১১
নিয়মাবলী	১১
ছাত্রসভা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী	১৭
কার্য্যালয় " "	১৯
কর্ম্মচারিগণের আদ্যন্ত তালিকা	২০
বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা	২৪
বার্ষিক আয়	২৪
পুস্তকালয়	২৫
দান	২৫
সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী	২৯
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ	৩৬
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ	৪৫
শাখা-সমিতি	৫৩
সভ্য তালিকা	৫৫
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি (১৩১৭)	৯৯
ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী	১০১
পরিশিষ্ট—	
বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি	১২৮
উপহৃত পুস্তক ও পুঁথি	১২৯
আয়-ব্যয় বিবরণ (১৩১৬)	১৪৩
আনুমানিক আয়-ব্যয় (১৩১৭)	১৪৪
দেনা পাওনার বিবরণ	১৪৫

বিষয়
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল
" " (১৩১৬)
স্থায়ী তহবিল
গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল
হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষণ তহবিল
ঈশানচন্দ্র " "
মধুসূদন স্মৃতি রক্ষা "
নবীনচন্দ্র " " "
রমেশচন্দ্র " "
প্রতিমূর্ত্তির তালিকা
ছাত্র-সভার কার্য্য-বিবরণ
পরিষৎ পুস্তকাগার
চিত্রশালা
মহারাষ্ট্র-সাহিত্য সম্মিলন
শাখা সভার কার্য্য-বিবরণ—
" রঙ্গপুর
" ভাগলপুর শাখা
" মুরশিদাবাদ
" ময়মনসিংহ
" রাজসাহী
" বারাণসী
উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন
সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি

শতপথ ব্রাহ্মণ

অনুবাদক—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের প্রবর্ত্তনায় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভারতশাস্ত্রপিটক নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত শতপথ-ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থ শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রবক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুক্লযজুঃসংহিতার মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা উপলক্ষে যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্‌গণের অনুষ্ঠেয় শ্রৌতকর্ম্ম এই গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি বর্ণিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ বৃহৎ গ্রন্থ ; ইহার প্রথম খণ্ডে দর্শপূর্ণমাস্ নামক যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে ; ঐ যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় সম্পাদন করিতে হইত। প্রথম খণ্ডে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিলোক আক্রমণ, গায়ত্রীকর্ত্তৃক সোম আহরণ, মনুর সময়ে জলপ্লাবন, পশুপতির যজ্ঞ হইতে বহিষ্করণ, গোতমের যজমান, বিদেহমাধব কর্ত্তৃক সদানীরা তীরে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মূল ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যেই নিহিত আছে। এই অমূল্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ তিনটাকা মাত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথম প্রচারিত করেন। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধিপ বহুসংখ্যক নূতন পদ সারদা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের জন্য মিথিলায় গিয়া আরও বিস্তর নূতন পদ ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন ও কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু প্রচুর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাপতির পুরাতন পদগুলির পাঠ সংশোধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সারদা বাবুর ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গা বিষয়ক ৩টি পদ, নানা বিষয়ক প্রহেলিকা পদ ২০টি ইহাতে আছে। পৃষ্ঠা ৫৫২। মূল্য ৫৲। পরিষদের সদস্য পক্ষে ৪৲ টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, ২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সচিত্র] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্রৈমাসিক

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

আকার রয়াল ৮ পেজী ৮ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠা।

(পরিষদের সভাগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্ম বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা পরিষদের সদস্য হইতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলে মাতৃভাষার অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, প্রণীত। ১৩১১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা স্বরূপ রামেন্দ্র বাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সেই প্রবন্ধই 'মায়াপুরী' নামে পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সমষ্টিভূত হইয়া কেমন সুন্দর মায়াপুরীরূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহা সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ,

পরিষৎ কার্য্যালয়, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

সপ্তদশ বর্ষ

১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ১৮৩২ শকাব্দ, ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দ

দিন-পঞ্জিকা

পর্ব্বদিন

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং নিম্নোক্ত পর্ব্বদিন ব্যতীত প্রত্যহ সম্পাদক কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে (বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত) সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় খোলা থাকিবে।

নববর্ষ	১ বৈশাখ	ইদলফিৎর্	১৯ আশ্বিন
রথযাত্রা	২৪ আষাঢ়	বড়দিন	১০ পৌষ
জন্মাষ্টমী	১১ ভাদ্র	মহরম	২৮ পৌষ
রাখীসংক্রান্তি	৩০ আশ্বিন		
দুর্গোৎসব	২২ আশ্বিন—৬ কার্ত্তিক		
শ্যামাপূজা	১৫ কার্ত্তিক		
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১৭ কার্ত্তিক		
জগদ্ধাত্রীপূজা	২৫ কার্ত্তিক		
কার্ত্তিকপূজা	৩০ কার্ত্তিক		
সরস্বতীপূজা	২১ মাঘ		
দোলযাত্রা	১ চৈত্র		
মহাবিষুব-সংক্রান্তি	৩০ চৈত্র		

বৈশাখ

১	১৪ এপ্রিল	বৃ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
২	১৫	শু	মৃত্যু [১ বৈশাখ ১২৯৪,
৩	১৬	শ	১৩ এপ্রিল ১৮৮৭]
৪	১৭	র	
৫	১৮	সো	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
৬	১৯	ম	জন্ম [৬ বৈশাখ ১২৪৫]
৭	২০	বু	
৮	২১	বৃ	
৯	২২	শু	
১০	২৩	শ	
১১	২৪	র	
১২	২৫	সো	
১৩	২৬	ম	
১৪	২৭	বু	
১৫	২৮	বৃ	
১৬	২৯	শু	
১৭	৩০	শ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
১৮	১ মে	র	প্রতিষ্ঠা [১৭ বৈশাখ
১৯	২	সো	১৩০১, ২৯ এপ্রিল
২০	৩	ম	১৮৯৪]
২১	৪	বু	
২২	৫	বৃ	
২৩	৬	শু	
২৪	৭	শ	
২৫	৮	র	
২৬	৯	সো	
২৭	১০	ম	
২৮	১১	বু	
২৯	১২	বৃ	
৩০	১৩	শু	
৩১	১৪	শ	

জ্যৈষ্ঠ

১	১৫ মে	র	ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
২	১৬	সো	মৃত্যু [১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১,
৩	১৭	ম	১৪ মে ১৮৯৪]
৪	১৮	বু	
৫	১৯	বৃ	
৬	২০	শু	
৭	২১	শ	
৮	২২	র	বিহারীলাল চক্রবর্তীর
৯	২৩	সো	জন্ম [৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২]
১০	২৪	ম	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
১১	২৫	বু	মৃত্যু [১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, ২৪ মে ১৯০৩]
১২	২৬	বৃ	বিহারীলাল চক্রবর্তীর
১৩	২৭	শু	মৃত্যু [১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১]
১৪	২৮	শ	অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু
১৫	২৯	র	[১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩,
১৬	৩০	সো	২[illegible] মে ১৮৮৬]
১৭	৩১	ম	
১৮	১	বু	
১৯	২	বৃ	
২০	৩	শু	
২১	৪	শ	
২২	৫	র	
২৩	৬	সো	
২৪	৭	ম	
২৫	৮	বু	
২৬	৯	বৃ	
২৭	১০	শু	
২৮	১১	শ	রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু
২৯	১২	র	[৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭,
৩০	১৩	সো	১২ জুন ১৯০০]
৩১	১৪	ম	

আষাঢ়

১	১৫ জুন	বু	
২	১৬	বৃ	
৩	১৭	শু	
৪	১৮	শ	
৫	১৯	র	
৬	২০	সো	
৭	২১	ম	
৮	২২	বু	
৯	২৩	বৃ	
১০	২৪	শু	
১১	২৫	শ	
১২	২৬	র	
১৩	২৭	সো	
১৪	২৮	ম	
১৫	২৯	বু	
১৬	৩০	বৃ	মাইকেল মধুসূদন দত্তের
১৭	১ জুলাই	শু	মৃত্যু [১৬ আষাঢ় ১২৮০
১৮	২	শ	২৯ জুন ১৮৭৩]
১৯	৩	র	
২০	৪	সো	
২১	৫	ম	
২২	৬	বু	
২৩	৭	বৃ	
২৪	৮	শু	
২৫	৯	শ	
২৬	১০	র	
২৭	১১	সো	
২৮	১২	ম	
২৯	১৩	বু	
৩০	১৪	বৃ	
৩১	১৫	শু	
৩২	১৬	শ	

শ্রাবণ

১	১৭ জুলাই	র	অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম
২	১৮	সো	[১ শ্রাবণ ১২২৭ [
৩	১৯	ম	
৪	২০	বু	
৫	২১	বৃ	
৬	২২	শু	
৭	২৩	শ	
৮	২৪	র	Bengal Academy of
৯	২৫	সো	Literature প্রতিষ্ঠা [৮ শ্রা ১৩০০, ২৩ জুলাই ১৮৯৩]
১০	২৬	ম	প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম [৮ শ্রাবণ ১২২১]
১১	২৭	বু	রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু
১২	২৮	বৃ	[১১ শ্রাবণ ১২৯৮, ২৬
১৩	২৯	শু	জুলাই ১৮৯১] ঈশ্বরচন্দ্র
১৪	৩০	শ	বিদ্যাসাগরের মৃত্যু [১৩
১৫	৩১	র	শ্রাবণ ১২৯৮, ২৮ জুলাই
১৬	১ আগষ্ট	সো	১৮৯১]
১৭	২	ম	
১৮	৩	বু	
১৯	৪	বৃ	
২০	৫	শু	
২১	৬	শ	
২২	৭	র	
২৩	৮	সো	
২৪	৯	ম	
২৫	১০	বু	
২৬	১১	বৃ	
২৭	১২	শু	
২৮	১৩	শ	
২৯	১৪	র	
৩০	১৫	সো	
৩১	১৬	ম	

ভাদ্র

১	১৭ আগষ্ট	বু	
২	১৮	বৃ	
৩	১৯	শু	
৪	২০	শ	
৫	২১	র	
৬	২২	সো	
৭	২৩	ম	
৮	২৪	বু	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
৯	২৫	বৃ	মৃত্যু [৮ ভাদ্র ১২৯৩,
১০	২৬	শু	২৩ আগষ্ট ১৮৮৬]
১১	২৭	শ	
১২	২৮	র	
১৩	২৯	সো	
১৪	৩০	ম	
১৫	৩১	বু	
১৬	১ সেপ্টেম্বর	বৃ	
১৭	২	শু	
১৮	৩	শ	
১৯	৪	র	
২০	৫	সো	
২১	৬	ম	
২২	৭	বু	
২৩	৮	বৃ	
২৪	৯	শু	
২৫	১০	শ	
২৬	১১	র	
২৭	১২	সো	
২৮	১৩	ম	
২৯	১৪	বু	রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম
৩০	১৫	বৃ	[২৯ ভাদ্র ১২৫৬]
৩১	১৬	শু	
৩২	১৭	শ	

আশ্বিন

১	১৮ সেপ্টেম্বর	র	
২	১৯	সো	
৩	২০	ম	
৪	২১	বু	
৫	২২	বৃ	
৬	২৩	শু	
৭	২৪	শ	
৮	২৫	র	
৯	২৬	সো	
১০	২৭	ম	
১১	২৮	বু	
১২	২৯	বৃ	রামমোহন রায়ের মৃত্যু
১৩	৩০	শু	[১২ আশ্বিন ১২৪০, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩]
১৪	১ অক্টোবর	শ	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম [১২ আশ্বিন ১২২৭]
১৫	২	র	
১৬	৩	সো	
১৭	৪	ম	
১৮	৫	বু	
১৯	৬	বৃ	
২০	৭	শু	
২১	৮	শ	
২২	৯	র	
২৩	১০	সো	
২৪	১১	ম	
২৫	১২	বু	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের
২৬	১৩	বৃ	মৃত্যু [২৫ আশ্বিন ১২৯৩
২৭	১৪	শু	১০ অক্টোবর ১৮৮৬]
২৮	১৫	শ	
২৯	১৬	র	
৩০	১৭	সো	

কার্ত্তিক

১	১৮ অক্টোবর	ম	
২	১৯	বু	
৩	২০	বৃ	
৪	২১	শু	
৫	২২	শ	
৬	২৩	র	
৭	২৪	সো	
৮	২৫	ম	
৯	২৬	বু	
১০	২৭	বৃ	
১১	২৮	শু	
১২	২৯	শ	
১৩	৩০	র	
১৪	৩১	সো	
১৫	১ নবেম্বর	ম	
১৬	২	বু	দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু
১৭	৩	বৃ	[১৬ কার্ত্তিক ১২৮০,
১৮	৪	শু	৩১ অক্টোবর ১৮৭৩]
১৯	৫	শ	
২০	৬	র	
২১	৭	সো	
২২	৮	ম	
২৩	৯	বু	
২৪	১০	বৃ	
২৫	১১	শু	
২৬	১২	শ	
২৭	১৩	র	
২৮	১৪	সো	
২৯	১৫	ম	
৩০	১৬	বু	

অগ্রহায়ণ

১	১৭ নবেম্বর	বৃ	
২	১৮	শু	
৩	১৯	শ	
৪	২০	র	
৫	২১	সো	
৬	২২	ম	
৭	২৩	বু	
৮	২৪	বৃ	
৯	২৫	শু	
১০	২৬	শ	
১১	২৭	র	প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু
১২	২৮	সো	[১১ অগ্রহায়ণ ১২৮৭,
১৩	২৯	ম	২৭ নবেম্বর ১৮৮০]
১৪	৩০	বু	রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু
১৫	১ডিসেম্বর	বৃ	[১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৬
১৬	২	শু	৩০ নবেম্বর ১৯০৯]
১৭	৩	শ	
১৮	৪	র	
১৯	৫	সো	
২০	৬	ম	
২১	৭	বু	পরিষৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠা
২২	৮	বৃ	[২১ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫
২৩	৯	শু	৬ ডিসেম্বর, ১৯০৮]
২৪	১০	শ	
২৫	১১	র	
২৬	১২	সো	
২৭	১৩	ম	
২৮	১৪	বু	
২৯	১৫	বৃ	

পৌষ

১	১৬ ডিসেম্বর	শু	
২	১৭	শ	
৩	১৮	র	
৪	১৯	সো	
৫	২০	ম	
৬	২১	বু	
৭	২২	বৃ	
৮	২৩	শু	
৯	২৪	শ	
১০	২৫	র	
১১	২৬	সো	
১২	২৭	ম	
১৩	২৮	বু	
১৪	২৯	বৃ	
১৫	৩০	শু	
১৬	৩১	শ	
১৭	১ জানুয়ারি	র	
১৮	২	সো	
১৯	৩	ম	
২০	৪	বু	
২১	৫	বৃ	
২২	৬	শু	
২৩	৭	শ	
২৪	৮	র	কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
২৫	৯	সো	[২৫ পৌষ ১২৯০,
২৬	১০	ম	৮ জানুয়ারি ১৮৮৪]
২৭	১১	বু	
২৮	১২	বৃ	
২৯	১৩	শু	
৩০	১৪	শ	

মাঘ

১	১৫ জানুয়ারি	র	
২	১৬	সো	
৩	১৭	ম	
৪	১৮	বু	
৫	১৯	বৃ	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
৬	২০	শু	মৃত্যু [৬ মাঘ ১৩১১,
৭	২১	শ	১৯ জানুয়ারি ১৯০৫]
৮	২২	র	
৯	২৩	সো	ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু
১০	২৪	ম	[১০ মাঘ ১২৬৫] নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু [১০ মাঘ ১৩১৫]
১১	২৫	বু	
১২	২৬	বৃ	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম [১২ মাঘ ১২৩০]
১৩	২৭	শু	
১৪	২৮	শ	
১৫	২৯	র	
১৬	৩০	সো	
১৭	৩১	ম	
১৮	১ ফেব্রুয়ারি	বু	
১৯	২	বৃ	
২০	৩	শু	
২১	৪	শ	
২২	৫	র	
২৩	৬	সো	
২৪	৭	ম	
২৫	৮	বু	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
২৬	৯	বৃ	মৃত্যু [২৫ মাঘ ১২৬৫]
২৭	১০	শু	
২৮	১১	শ	
২৯	১২	র	নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম [২৯ মাঘ ১২৫৩]

ফাল্গুন			
১	১৩ ফেব্রুয়ারি	সো	ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
২	১৪	ম	জন্ম [২ ফাল্গুন ১২৩২]
৩	১৫	বু	
৪	১৬	বৃ	রাজেন্দ্রলাল মিত্রের
৫	১৭	শু	জন্ম [৫ ফাল্গুন ১২২৮]
৬	১৮	শ	
৭	১৯	র	
৮	২০	সো	
৯	২১	ম	
১০	২২	বু	
১১	২৩	বৃ	
১২	২৪	শু	
১৩	২৫	শ	
১৪	২৬	র	
১৫	২৭	সো	
১৬	২৮	ম	
১৭	১ মার্চ	বু	
১৮	২	বৃ	
১৯	৩	শু	
২০	৪	শ	
২১	৫	র	
২২	৬	সো	
২৩	৭	ম	
২৪	৮	বু	
২৫	৯	বৃ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম
২৬	১০	শু	[২৫ ফাল্গুন ১২১৮]
২৭	১১	শ	জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ
২৮	১২	র	প্রতিষ্ঠা [২৭ ফাল্গুন
২৯	১৩	সো	১৩১২, ১১মার্চ্চ ১৯০৬]
৩০	১৪	ম	

চৈত্র			
১	১৫ মার্চ্চ	বু	
২	১৬	বৃ	
৩	১৭	শু	
৪	১৮	শ	
৫	১৯	র	
৬	২০	সো	
৭	২১	ম	
৮	২২	বু	
৯	২৩	বৃ	
১০	২৪	শু	
১১	২৫	শ	
১২	২৬	র	
১৩	২৭	সো	
১৪	২৮	ম	
১৫	২৯	বু	
১৬	৩০	বৃ	
১৭	৩১	শু	
১৮	১ এপ্রিল	শ	
১৯	২	র	
২০	৩	সো	রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু
২১	৪	ম	[২১ চৈত্র ১২৪৫]
২২	৫	বু	
২৩	৬	বৃ	
২৪	৭	শু	
২৫	৮	শ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
২৬	৯	র	মৃত্যু [২৬ চৈত্র ১৩০০,
২৭	১০	সো	৯ এপ্রেল ১৮৯৪]
২৮	১১	ম	
২৯	১২	বু	
৩০	১৩	বৃ	

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার হত্যা	১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ
ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু	১৭৬০
রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু	১৭৬২
কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি	১৭৬৫
রামমোহন রায়ের জন্ম	১৭৭৪
হুগলিতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রপ্রতিষ্ঠা	১৭৭৮
প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তক—হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ	১৭৭৮
কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা	১৭৮০
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	১৭৮১
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু	১৭৮২
এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৭৮৪
শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র (মিশন প্রেস) প্রতিষ্ঠা	১৭৯১
বাইবেলের ও আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ	১৭৯৩
প্রথম বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান ফরষ্টার কৃত	১৭৯৪
ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠা	১৮০০
প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য	১৮০১
বাঙ্গালার প্রথম নীতিপুস্তক—গোলোকনাথকৃত হিতোপদেশের অনুবাদ	১৮০১
শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ	১৮০১
বালদহে এলারটন কর্ত্তৃক প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮০২
শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ	১৮০২
বাঙ্গালায় প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ—মৃত্যুঞ্জয়কৃত রাজাবলী	১৮০৮
প্রথম বাঙ্গালা অভিধান—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু (অমরকোষের অনুবাদ)	১৮০৯
পুরুষপরীক্ষার অনুবাদ	১৮১৪
রামমোহন রায় কৃত বেদান্তের অনুবাদ	১৮১৫
বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮১৫
বাঙ্গালা প্রথম সংবাদ পত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেট	১৮১৬
বাঙ্গালা প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ	১৮১৬
স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৮১৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম	১৮১৭
প্রথম বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক—জমিদারী হিসাব	১৮১৭
" সঙ্গীত পুস্তক	১৮১৭
প্রথম বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক—গৌরমোহন কৃত	১৮১৮
শ্রীরামপুরে রামহরি প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা পত্রিকা	১৮১৮
কেরী সাহেবের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ	১৮১৮
রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ	১৮১৮
কেরী সাহেবের 'অস্থিবিদ্যা' বিষয়ক গ্রন্থ	১৮১৮

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ	১৮১৯ খৃষ্টাব্দ
প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-গ্রন্থ	১৮১৯
মথুরামোহন দত্ত-কৃত মুগ্ধবোধের বঙ্গানুবাদ	১৮১৯
কেরী সাহেবকৃত গোল্ড্স্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ	১৮১৯
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-কৃত বাঙ্গালায় ইংরাজি-ব্যাকরণ	১৮২০
গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণ	১৮২০
কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ঐ	১৮২০
অন্নদামঙ্গলের ঐ	১৮২০
চৈতন্যচরিতামৃতের ঐ	১৮২০
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ঐ	১৮২০
বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত নাটক—"প্রেম নাটক" (পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত)	১৮২০
কালীনাথ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত ভূমণ্ডলের মানচিত্র	১৮২১
চর্চ্চ মিশন সোসাইটির কুক্ সাহেবের স্থাপিত প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়	১৮২১
বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয়—"কলিরাজার যাত্রা"	১৮২১
রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড	১৮২২
বাঙ্গালায় জাতিতত্ত্ববিষয়ক প্রথম গ্রন্থ (হেমচন্দ্রকৃত)	১৮২৩
বাঙ্গালীকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র (অগ্রদ্বীপ-কাল্না)	১৮২৫
বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মুদ্রণ	১৮২১-১৮২৬
সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা	১৮২৪
প্রথম বাঙ্গালা পদার্থবিদ্যা গ্রন্থ—"পদার্থবিদ্যাসার"	১৮২৫
" " নীতিবিষয়ক কবিতা পুস্তক—"কবিতামৃত-কূপ"	১৮২৬
রামমোহন রায়ের উপাসনা-সভা প্রতিষ্ঠা	১৮২৮
রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা	১৮২৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর'	১৮৩০
মর্টন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-প্রবাদ-সঙ্কলন	১৮৩২
কালীকৃষ্ণকৃত 'শিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক'	১৮৩৩
রামমোহন রায়ের মৃত্যু	১৮৩৩
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "ভাস্কর" প্রকাশ	১৮৩৪
বাঙ্গালায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ	১৮৩৪
ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত দ্রব্যগুণতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ	১৮৩৫
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ	১৮৩৫
বাঙ্গালায় প্রথম চিকিৎসা পুস্তক—মধুসূদন গুপ্তের "ভেষজবিধান"	১৮৩৬
বর্দ্ধমানরাজবাটীর মহাভারত—আদিপর্ব্ব	১৮৩৮
কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম	১৮৩৮
তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা	১৮৩৯
সংবাদ-প্রভাকর (দৈনিক)	১৮৩৯
বিবিধার্থ-সংগ্রহ	১৮৪০

মফস্বলের প্রথম সংবাদ পত্র—'মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা'	১৮৪০ খৃষ্টাব্দ
বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস—গোবিন্দ সেন কৃত	১৮৪০
প্রথম ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ,—'ধর্ম্মের উৎপত্তি'	১৮৪০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক)	১৮৪৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩
প্রথম সচিত্র পত্রিকা,—পাক্ষিক 'অরুণোদয়'	১৮৪৬
মফস্বলে (বারাশতে) প্রথম বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪৭
কালী কৈবল্যদায়িনী প্রকাশ	১৮৪৮
বেথুন কালেজ প্রতিষ্ঠা	১৮৪৯
বঙ্গভাষায় প্রথম পরিমিতি—"ভূমিপরিমাণ বিদ্যা"	১৮৫০
ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা	১৮৫১
দাশু রায়ের পাঁচালী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	১৮৫১
বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস,—শ্রীমতী মুলেন্স কৃত "ফুলমণি ও করুণা"	১৮৫২
প্রথম ধারাপাত, ক্ষেত্রমোহনকৃত	১৮৫৩
চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রথম মুদ্রণ	১৮৫৩
এস্ সি কর্ম্মকারের ঔষধ-প্রস্তুত বিদ্যা	১৮৫৪
"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" প্রকাশ	১৮৫৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল	১৮৫৫
প্রথম পূর্ত্তকার্য্যবিষয়ক গ্রন্থ—"উপায়-দর্শক" (এইচ্ বেলী সাহেবের কৃত)	১৮৫৫
চৈতন্য-ভাগবতের প্রথম মুদ্রণ	১৮৫৫
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—আদিকাণ্ড	১৮৫৫
এডুকেশন গেজেট	১৮৫৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৮৫৭
দাশরথি রায়ের মৃত্যু	১৮৫৭
মহারাণীর ঘোষণা-পত্র	১৮৫৮
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ"	১৮৫৮
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু	১৮৫৯
ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু	১৮৫৯
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য	১৮৬০
"নীলদর্পণ" (ঢাকায় ছাপা ও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অভিনয়)	১৮৬১
ঢাকায় পূর্ব্ব-বঙ্গ-রঙ্গভূমি (প্রথম বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যশালা স্থাপন)	১৮৬১
লং সাহেবের কারাবাস	১৮৬১
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ	১৮৬৬
রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু	১৮৬৮
সুলভ সমাচার প্রকাশ	১৮৭০
বঙ্গদর্শন প্রকাশ	১৮৭২
কলিকাতায় প্রথম সাধারণ বাঙ্গালা নাট্যশালা স্থাপন—ন্যাশন্যাল থিয়েটার	১৮৭২

[এই তালিকায় ভ্রম থাকিলে পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া দিলে সম্পাদক বাধিত

হইবেন এবং তালিকা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত আরাও স্মরণীয় ঘটনার তারিখ পরিষৎ-সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলে আগামী বৎসর তাহা প্রকাশিত হইবে।]

পরিষৎ রেজিষ্টারির নিদর্শন-পত্র

[১৮৯৯ সালের ৩০ নং সার্টিফিকেটের নকল]

Registered under Act XXI of 1860.

In the Office of the Registrar of Companies
Under Act VI of 1882.

In the Matter of *Bangiya Sahitya Parisad*

I do hereby Certify that pursuant to Act. xxi of 1860, of the Legislative Council of India, Memorandum of Association and Certified Copies of Rules (annexed) have been this day filed and registered in My Office, and that the said Society has been duly incorporated pursuant to the provisions of the said Act. Dated this Fourteenth day of April, One Thousand Eight Hundred and Ninety-nine.

(Sd) Pratapachandra Ghosha
Registrar of Companies
Under Act vi of 1882.
15-4-99.

Seal

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী

সভার উদ্দেশ্য ও নাম

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনাই পরিষদের উদ্দেশ্য। সভার নাম—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশুক হইলে তদতিরিক্ত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইবে ; যথা,—

(ক) বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান-সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা-সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ।

(ঙ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ।

(চ) "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা-প্রচার। পত্রিকাখানি আবশ্যকমত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হইবে।

উপরোক্ত বিষয়-সমূহ সম্বন্ধে যখন যাহা সংগৃহীত হইবে, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে; কিন্তু আবশ্যক বোধ হইলে, সংগৃহীত বিষয়সকল পত্রিকায় প্রকাশিত না হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা বা সমালোচনা হইবে না।

(ছ) পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত (গ) ধারার কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত "প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। উহাতে অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে।

(জ) আবশ্যকমত প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের অধিবেশন

৩। কলিকাতায় হালশীবাগান ২৪৩।১ অপার আকুলার রোড সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহের রবিবারে বা প্রয়োজন হইলে অন্যবারে ও অন্যত্র অপরাহ্ণে সম্পাদকের আহ্বানে পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অথবা অন্ততঃ দশজন সভ্য হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সম্পাদকের আহ্বানে বিশেষ সাধারণ সভা আহূত হইবে। অনিবার্য্য কারণে কোন মাসিক অধিবেশন স্থগিত থাকিতে পারিবে।

৪। পরিষদের কার্য্য-বিবরণ উক্ত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। দ্বাদশজন সভ্য উপস্থিত হইলে পরিষদের কার্য্যারম্ভ হইবে।

৬। মাসিক অধিবেশনে প্রধানতঃ "সাহিত্যাদি" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

৭। সভাপতি পরিষদের কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করিলে, নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(ক) পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন।

(খ) সভ্য-নির্ব্বাচন।

(গ) সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য।

(ঘ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কিংবা সভাপতিকর্তৃক নির্দ্ধারিত কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ।

৮। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে কোন সভ্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার এবং প্রস্তাবক দুইবারের অধিক বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না; তবে অধিকাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির অনুমতি পাইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভ্য

৯। বাঙ্গালাসাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বা সাহিত্যসংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই পরিষদের 'সাধারণ সভ্য' নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে;—পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে একজন সভ্য কর্তৃক তাঁহার নির্ব্বাচন প্রস্তাবিত অপর সভ্যকর্তৃক সমর্থিত এবং সভাকর্তৃক অনুমোদিত হইলে, তিনি সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(ক) যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ ও তৎসহ সেই সময়ে প্রচলিত নিয়মাবলী একখণ্ড পাঠাইবেন।

(খ) উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির একমাস মধ্যে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা প্রদান না করিলে, সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

১০। পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং অন্ততঃ ॥০ আট আনা করিয়া মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।

১১। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট-সভ্য" নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে ;—অন্যূন পাঁচজন সভ্য কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য করিবার প্রস্তাব পত্রদ্বারা জানাইলে, পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব "ব্যালট" দ্বারা বিবেচিত হইবে। যদি সভা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, তবে প্রস্তাবিত সভ্যের নাম পত্রদ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি-অনুসারে সেই সভ্যকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

(ক) বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ১২ জনের অধিক হইবে না।

(খ) যাঁহারা পরিষদে অর্থসাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে বিশেষভাবে পরিষদের উপকার করেন বা যাঁহাদের নিকট পরিষৎ ঐরূপ কোন উপকারের আশা করেন, তাঁহারা সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে "বিশেষ সভ্য" রূপে নির্ব্বাচন করা হইবে।

(গ) বিশেষ সভ্যগণ পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূরণজন্য পরিষদের কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

১২। সাধারণ সভ্য, বিশিষ্ট সভ্য ও বিশেষ সভ্য ভিন্ন "ছাত্র-সভ্য" নামে পরিষদের আর এক শ্রেণীর সভ্য থাকিবেন।

(ছাত্রসভ্য-সংক্রান্ত বিশেষ নিয়মাদি এই নিয়মাবলীর শেষাংশে দ্রষ্টব্য)

সভ্যের অধিকার

১৩। পরিষৎকর্তৃক যাহা কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, প্রত্যেক সভ্য তাহার এক এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু সাহিত্যাদি বিষয়ে যাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত নহে।

(ক) "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" এবং "প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" ছাত্রসভ্যগণ ব্যতীত সকল সভ্যই বিনামূল্যে এবং বিনাব্যয়ে পাইবেন।

(খ) কোন সভ্যের পত্রিকার পুরাতন খণ্ড বা সংখ্যা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে তাহা অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিতে হইবে।

(গ) গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে না।

১৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা মৌখিক প্রশ্নদ্বারা সভার অবস্থা, বিধি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং সভার কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও গ্রন্থাদি দেখিবার অধিকার সকল সভ্যেরই রহিবে।

১৫। কোন সভ্যের দেয় টাকা ছয় মাস কাল অদত্ত থাকিলে তাঁহার নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতিক্রমে সভার তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(ক) যাঁহাদের নিকট সভার চাঁদা নিয়মিতরূপে আদায় না হইবে, তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে "প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" দেওয়া হইবে না।

(খ) যে সভ্যের চাঁদা ছয়মাস কাল বাকি থাকিবে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।

(গ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সভ্য যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত চাঁদা বাকি রাখেন, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থানে অপর একজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

১৬। পরিষদের নূতন সভ্যগণ নির্ব্বাচন-সময়ের পর হইতে অর্থাৎ যিনি যে সময়ে সভ্য হইবেন, সেই সময়ের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী পাইবেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা বা খণ্ড লইতে হইলে, তাহা অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে না।

১৭। পরিষদের উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিষদের সাধারণ তহবিলে এককালে ৫০০৲ বা তদতিরিক্ত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা আজীবনকাল পরিষদের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য পরিষদের যে সকল স্বতন্ত্র তহবিল আছে অর্থাৎ গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল, ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিচিহ্নস্থাপন-তহবিল বা পুরস্কার-প্রবন্ধের তহবিল,—এই সকল তহবিলে ৫০০৲ টাকা পরিমাণ দান ১৭ নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে না।

পরিষদের পরিপোষক

১৮। পরিষৎ ইচ্ছা করিলে, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরিপোষক মনোনীত করিতে পারিবেন।

পরিষদের কর্ম্মচারী

১৯। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ সাধারণ সভাকর্ত্তৃক সভ্যশ্রেণী হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের নিমিত্ত নিযুক্ত হইবেন।

সভাপতি	১ জন
সহকারী সভাপতি	৩ জন
সম্পাদক	১ জন
সহকারী সম্পাদক	৩ জন
পত্রিকা-সম্পাদক	১ জন
ধনরক্ষক	১ জন
গ্রন্থরক্ষক	১ জন
ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক	১ জন
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য	১২ জন
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক	২ জন

এই নিয়োগ-কার্য্য সাধারণতঃ বার্ষিক অধিবেশনে সম্পন্ন হইবে। কেবল কোন কর্ম্ম-

চারীর পদ বৎসরের মধ্যে শূন্য হইলে, অন্য মাসিক অধিবেশনেও সেই পদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবে।

২০। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বারজন সদস্য এইরূপে নিযুক্ত হইবেন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যেরা, আপনাদিগের মধ্য হইতে চারিজনকে মনোনীত করিবেন। যদি উক্ত চারিজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পুনর্ম্মনোনয়ন দ্বারা সেই সংখ্যা পূরণ করিবেন।

(ক) অবশিষ্ট আটজনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইবে ;—

ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি এই সমিতির সদস্য হইতে সম্মত আছেন কি না ও সম্মত থাকিলে দুই সপ্তাহ মধ্যে পত্রদ্বারা তাঁহাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। যাঁহারা সম্মত বলিয়া উত্তর দিবেন, তাঁহাদের নামের একখানি তালিকা মুদ্রিত করিয়া, চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ-মধ্যে প্রতি সভ্যের নিকট এই প্রার্থনাসহকারে প্রেরিত হইবে যে, প্রত্যেক সভ্য ঐ তালিকার মধ্যে নিজ মনোনীত আটজনের নামের পার্শ্বে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে যেন সভাপতির নামে পাঠাইয়া দেন ; অথবা বার্ষিক অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সভাপতির হস্তে অর্পণ করেন। যে আটজনের নামে অধিকাংশ সভ্যের মত পাওয়া যাইবে, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। যদি উক্ত আটজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে এই সমিতির সদস্য-পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে নির্ব্বাচনে যিনি নবম অথবা যাঁহারা নবম দশমাদি স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা যথাক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

(খ) বর্ষারম্ভের পর যদি কোন কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-পদ শূন্য হয়, তবে পরিষদের পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে ঐ পদ পূরণ করিতে হইবে।

২১। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যে কেহ যদি ক্রমান্বয়ে চারি মাস কাল অধিবেশনে অনুপস্থিত হন, তবে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

২২। পরিষদের সভাপতি, সহকারি-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহকারি-সম্পাদকত্রয়, পত্রিকা-সম্পাদক, ধনরক্ষক, গ্রন্থরক্ষক এবং ছাত্র-সভ্যদিগের পরিদর্শক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইলেন।

২৩। পরিষদের সভাপতি, সহকারি-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক এবং সহকারি-সম্পাদকত্রয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সেই সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী হইতে মনোনীত হইয়া সেই দিবসের অধিবেশনের নিমিত্ত একজন সভাপতি হইবেন ও একজন সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

সভাপতির অধিকার

২৪। কোন বিষয়ের মত গ্রহণ কালে দুই পক্ষে সভ্য-সংখ্যা সমান হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার

২৫। সম্পাদক প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অন্ততঃ চারি দিন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিবেন।

২৬। সম্পাদক, পরিষদের সভ্য বা অন্যের প্রেরিত পত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, অবিলম্বে

আপন বিবেচনানুসারে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহার ফল পত্র-প্রেরককে জানাইবেন।

(ক) অন্যূন দশজন সভ্য উক্ত পত্রাদি সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ তাহা সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

২৭। সম্পাদক প্রতিমাসে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করিবেন।

২৮। সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত ১০্ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় নিজে করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ ব্যয় অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

২৯। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মত না লইয়া সম্পাদককে কোন কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে, তিনি তদ্রূপ করিয়া পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা ঐ কার্য্য অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

৩০। সম্পাদক চৈত্র মাসের সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর এবং আয়-ব্যয় পরীক্ষকদিগের মন্তব্যসহ তাহা ঐ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সেই সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীও দিবেন।

৩১। পরিষদের নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

ধন-রক্ষকের কার্য্য ও অধিকার

৩২। পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ যে সূত্রে যথা হইতে আসুক, সমস্তই ধন-রক্ষকের নিকট পরিষদের তহবিলে জমা হইবে। মাসিক খরচ বাদে ২০০্ দুই শত টাকা উদ্বৃত্ত হইলে, তাহা তিনি নিজ নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন।

৩৩। পরিষদের সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নিদর্শন পত্র (ভাউচার) ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

আয়-ব্যয় পরীক্ষকের কার্য্য ও অধিকার

৩৪। পরিষদের চৈত্র মাসের অধিবেশনে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়দ্বয় সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-হিসাবের পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। উক্ত মন্তব্য বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

(ক) প্রতি তিনমাস অন্তর আয়-ব্যয়-বিবরণী পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন, উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করা হইবে।

পত্রিকা-সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার।

৩৫। পত্রিকা-সম্পাদক, পরিষৎ-পত্রিকার উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় নিয়মান্তর্গত বিভাগাদি স্মরণ রাখিয়া ২ নিয়মের বিধানানুসারে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সমস্ত ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত থাকিবে। সভাপতি ও সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ দান করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

৩৬। পরিষদের সমস্ত কার্য্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ও কর্ত্তৃত্বে নির্ব্বাহিত হইবে।

৩৭। পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যকমত সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩৮। পরিষৎ যে গ্রন্থের সম্পাদন-ভার যে সভ্যের বা যে শাখা-সমিতির উপর অর্পণ করিবেন, সেই সভ্য বা সমিতি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন।

৩৯। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিম্বা দুইজনমাত্র সভ্য হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা প্রার্থনা করিলে, ইহার অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারিবে।

৪০। পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলে সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

৪১। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শাখা সমিতি

৪২। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনার্থ পরিষৎ সময়ে সময়ে অস্থায়ী "শাখাসমিতি" গঠন করিবেন বা ব্যক্তিবিশেষের উপর উদ্দেশ্য-সাধনের ভার অর্পণ করিবেন। শাখা-সমিতিতে পরিষদের সভ্য ব্যতীত অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যগ্রহণপক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

৪৩। প্রত্যেক শাখা-সমিতির অধিবেশন পরিষদের কার্য্যালয়ে বা আবশ্যকমত অন্যত্র হইবে।

৪৪। প্রত্যেক শাখা-সমিতির কার্য্যফল ও প্রয়োজনানুরূপ কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবে এবং তিন মাস অন্তর সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করা যাইবে।

৪৫। প্রত্যেক শাখা-সমিতির আবশ্যকমত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিয়োজিত হইবেন।

ছাত্র-সভ্য-সংক্রান্ত নিয়মাবলী

সাধারণ নিয়ম

১। বিশিষ্ট সভ্য, সাধারণ সভ্য ও বিশেষ সভ্য ভিন্ন 'ছাত্র-সভ্য' নামে পরিষদের আর এক শ্রেণীর সভ্য থাকিবে।

২। যে কোন কলেজের যে কোন ছাত্র পত্রদ্বারা সম্পাদকের নিকট কলেজ ও ক্লাসের নাম এবং ঠিকানাসহ আবেদন করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের পর, তাঁহাদের নাম পরিষদের মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচনার্থ উপস্থিত করা হইবে।

৩। ছাত্র-সভ্যগণের প্রতি কার্য্যের ভারার্পণ ও তাঁহাদের কার্য্যের নির্দ্ধারণ এবং পরিদর্শন করিবার ভার পরিষদের এক উপযুক্ত সভ্যের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

৪। ছাত্র-সভ্যগণ কিরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহার একটি বিবরণ অন্ততঃ তিন মাস অন্তর পরিদর্শক মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিবেন। কোন ছাত্র-সভ্য ভারপ্রাপ্ত কার্য্যে ক্রমান্বয়ে অবহেলা করিতেছেন বলিয়া বোধ হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে অপসৃত করিতে পারিবেন।

৫। ছাত্র-সভ্যগণের পরিষদের কার্য্যে "ভোট" দিবার অধিকার থাকিবে না।

ছাত্র-সভ্যগণের কর্ত্তব্য

১। স্ব স্ব গ্রাম, মহকুমা ও জেলার প্রচলিত শব্দ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি সংগ্রহ;—
(ক) সম্বন্ধবাচক শব্দ, (খ) গৃহব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির নাম, (গ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বাচক শব্দ, (ঘ) শিল্প-বাণিজ্যাদিবিষয়ক শব্দ, (ঙ) পশু-পক্ষি-মৎস্যাদির নাম (চ) ফল-মূল-গাছ-পালাদির নাম।

২। সর্ব্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদের রূপ, কারক ও ক্রিয়ার বিভক্তির রূপ এবং কৃৎ ও তদ্ধিতের প্রত্যয় প্রভৃতির সংগ্রহ।

৩। চলিত ও গ্রাম্যকথা এবং তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ সংগ্রহ।

৪। ছড়া, হেঁয়ালি, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, কিংবদন্তী ও তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ সংগ্রহ।

৫। প্রচলিত ক্রীড়া ও উৎসবাদির বিবরণ-সংগ্রহ।

৬। সামাজিক রীতিনীতির বিবরণ-সংগ্রহ।

৭। ধর্ম্মসম্প্রদায়গণের বিবরণ-সংগ্রহ।

৮। ভৌগোলিক নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীর বিবরণ-সংগ্রহ।

৯। পুরাতন অট্টালিকাদির কিংবদন্তীমূলক বিবরণ-সংগ্রহ।

১০। পুরাতন বা বর্ত্তমান গ্রাম্যকবিদের রচনা সংগ্রহ।

১১। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ ও পুরাতন পুঁথির বিবরণ-সংগ্রহ।

১২। পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর নির্ঘণ্টাদির সঙ্কলন।

১৩। পরিষৎ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত উপরি উক্ত বিবরণ-সমূহের নির্ঘণ্ট সঙ্কলন।

১৪। পরিষৎ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পুরাণ-ইতিহাসাদি পুস্তকের নির্ঘণ্ট সঙ্কলন। ইত্যাদি।

পুরস্কারাদির ব্যবস্থা

১। ছাত্র-সভ্যগণকে চাঁদা বা প্রবেশিকা দিতে হইবে না।

২। তাঁহারা পরিষদের মাসিক বা বিশেষ অধিবেশনমাত্রেই উপস্থিত থাকিতে পারিবেন ও তজ্জন্য নিমন্ত্রিত হইবেন।

৩। তদ্ভিন্ন কেবল তাঁহাদের জন্য পরিষৎ আবশ্যকমত কতকগুলি বিশেষ অধিবেশন ও সম্মিলনের ব্যবস্থা করিবেন।

৪। নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা দিলে, তাঁহারা চাঁদা না দিয়াও পরিষৎ-পুস্তকালয়ের পুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৫। ছাত্র-সভ্যগণ পরিষৎ-পত্রিকা ও পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন। বিশেষ কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কোন ছাত্র-সভ্যকে পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে দিতে পারিবেন বা উহা অর্দ্ধমূল্যে পাইবার অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবেন।

৬। প্রতি বর্ষের শেষে ছাত্র-সভ্যগণের কার্য্যের উৎকর্ষ বিচার করিয়া অন্ততঃ দুইটি পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিবেন এবং বার্ষিক অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে ঐ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

৭। ছাত্র-সভ্যের নামসঙ্কলিত কার্য্য-বিবরণ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে ও আবশ্যকমত মাসিক কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইবে। যাঁহারা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবেন, কার্য্য-বিবরণীতে তাঁহাদের কার্য্যের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে এবং কোন সংগ্রহ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পত্রিকায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইতে পারিবে।

কার্য্যালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। নিম্নোক্ত দিন পরিষৎ-কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। বৎসরারম্ভের পূর্ব্বে সম্পাদক বন্ধের দিন পঞ্জিকা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

নববর্ষারম্ভ ১ দিন, রথযাত্রা ১ দিন, জন্মাষ্টমী ১ দিন, দুর্গোৎসব ১৫ দিন, রাখী-সংক্রান্তি ১ দিন, শ্যামাপূজা ১ দিন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১ দিন, জগদ্ধাত্রীপূজা ১ দিন, কার্ত্তিকপূজা ১ দিন, সরস্বতীপূজা ১ দিন, দোলযাত্রা ১ দিন, চৈত্রসংক্রান্তি ১ দিন, মহরম ১ দিন, ঈদ ১ দিন, খৃষ্টমাস্ ১ দিন গুড্‌ফ্রাইডে ১ দিন,—মোট ৩০ দিন।

২। প্রতিসপ্তাহে বৃহস্পতিবার কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। বিশেষ কারণে কোন সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের পরিবর্ত্তে অন্যদিন বন্ধের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

৩। উল্লিখিত বন্ধের দিন ব্যতীত অন্য সমস্ত দিনে কর্ম্মচারিগণ কার্য্যালয়ে থাকিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪। বন্ধের দিন ব্যতীত অন্যদিনে অনুপস্থিত হইলে, কর্ম্মচারিগণ সম্পাদককে জানাইয়া ছুটি লইবেন। বৎসরের মধ্যে ১৫ দিন পর্য্যন্ত এরূপ অনুপস্থিতির জন্য কোন কর্ম্মচারীর বেতন বা পারিশ্রমিক কাটা যাইবে না। তদতিরিক্ত দিনের জন্য ছুটি আবশ্যক হইলে, কর্ম্মচারীরা অনুপস্থিতির হেতু দেখাইয়া সম্পাদকের নিকট ছুটির জন্য পত্রদ্বারা আবেদন করিবেন। হেতু সঙ্গত বোধ করিলে, সম্পাদক বৎসর মধ্যে একমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বেতন, তদধিক দিনের জন্য বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। হেতুর সঙ্গতি সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাতে কোন কর্ম্মচারীর আপত্তি থাকিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট আপীল চলিবে। সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য পুরা বেতন কাটা যাইবে।

৫। কর্ম্মচারীদিগের অনুপস্থিতি কালে সম্পাদক উপযুক্ত প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্ম চালাইতে পারিবেন। কর্ম্মচারী নিজে প্রতিনিধি দিলে তাঁহার পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং করিবেন। পরিষদের উপর ঐরূপ প্রতিনিধি কর্ম্মচারীর কোন দাবি থাকিবে না।

৬। পরিষদের পূর্ণবেতনভোগী কর্ম্মচারী প্রতিদিন ন্যূনকল্পে ৬ ঘণ্টা, অন্য কর্ম্মচারীরা ন্যূনকল্পে ৪ ঘণ্টা, কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। সম্পাদক প্রত্যেকের উপস্থিতির সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হইলে সে দিনের উপস্থিতি গণ্য হইবে না।

৭। অধিবেশন উপলক্ষে বা অন্য কারণে অধিক সময় আবশ্যক হইলে, কর্ম্মচারীরা সেই সময় পরিষদের কার্য্যে নিয়োগে বাধ্য থাকিবেন।

৮। পরিষদের পূর্ণ বেতনভোগী কর্ম্মচারী কার্য্যালয়ে উপস্থিতির জন্য নিরূপিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে চাঁদার তাগাদা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবেন।

৯। কর্ম্মচারীরা প্রতিদিন যাতায়াতের সময় হাজিরা বহিতে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

১০। কর্ম্মচারীরা দৈনিক কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ডায়েরি রাখিবেন।

১১। সম্পাদক বিবেচনামত তাঁহার ক্ষমতার অংশবিশেষ অবৈতনিক বা বৈতনিক সহকারী সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

পরিষদের কর্ম্মচারিগণের আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩০১ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩০২ ,, রমেশচন্দ্র দত্ত
,, চন্দ্রনাথ বসু
১৩০৩ ,, চন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪ ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৫ ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬ ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৭ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৮ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৯ ,, রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩১০ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১১ ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১২ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩১৩ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩১৪ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩১৫ ,, সারদাচরণ মিত্র
১৩১৬ ,, সারদাচরণ মিত্র

সহকারী সভাপতি

১৩০১ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০২ ,, চন্দ্রনাথ বসু
,, নবীনচন্দ্র সেন
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৩ ,, নবীনচন্দ্র সেন
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, মনোমোহন বসু

১৩০৪ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩০৫ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩০৬ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
„ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০৭ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ জগদীশচন্দ্র বসু

১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৩০৯ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ সারদাচরণ মিত্র
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
„ শিবনাথ শাস্ত্রী

১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩১৪ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৩১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৩১৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
১৩০৩ „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
১৩০৪ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৫ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৬ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩০৭ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩০৮ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩০৯ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১০ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১১ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১২ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৩ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৪ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৫ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৬ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সহকারী সম্পাদক

১৩০২ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৩ „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৪ „ কুঞ্জবিহারী বসু
„ চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৫ „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রতুলচন্দ্র বসু
১৩০৬ „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৭ „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৮ „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৯ „ মন্মথমোহন বসু
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১০ „ মন্মথমোহন বসু
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৩১১ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ নিত্যগোপাল বসু (শ্রাবণ পর্য্যন্ত)
১৩১২ „ মন্মথমোহন বসু
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ কিশোরীমোহন সিংহ
১৩১৩ „ মন্মথমোহন বসু
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৪ „ মন্মথমোহন বসু
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৫ „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৬ „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

পত্রিকা-সম্পাদক

১৩০১ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত
১৩০২ „ রজনীকান্ত গুপ্ত
১৩০৩ „ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৫ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৬ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩০৭ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩০৮ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩০৯ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১০ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১১ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১২ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৩ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৪ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৫ „ নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৬ „ নগেন্দ্রনাথ বসু

ন্যাসরক্ষক

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নির্দিষ্ট ১৩০৭ সালে নিযুক্ত ভূমি-সম্পত্তির ট্রষ্টি বা ন্যাসরক্ষকগণ—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, (দীঘাপতিয়া)
„ রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)

দলিল-রক্ষক

(এটর্ণি) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল রক্ষক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাধারণ-তহবিল-রক্ষক

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩১১-১২-১৩)
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩১৪—১৬)

পুথি-সংগ্রাহক

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়

চিত্র-পরিদর্শক

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা

বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা

১৩০১	১০৩
১৩০২	২৪১
১৩০৩	৩১৪
১৩০৪	৩৪২
১৩০৫	৩৪৬
১৩০৬	৩৫২
১৩০৭	৫২৩
১৩০৮	৫১৮
১৩০৯	৬১৫
১৩১০	৬৭০
১৩১১	৭১০
১৩১২	৭৬৪
১৩১৩	৭৮২
১৩১৪	৮০৭
১৩১৫	১০০২
১৩১৬	১২৪৮

বার্ষিক আয়

১৩০১	৬৩২৸০
১৩০২	—
১৩০৩	১৪০১।০
১৩০৪	১৩১২॥০
১৩০৫	১৪৫৪৸৵১০
১৩০৬	১৪৮৫৸৵০

১৩০৭	২৩৭৮৵০
১৩০৮	২৯০৯/০
১৩০৯	২৫৯৯৶০
১৩১০	৩০৪৭৷০
১৩১১	৩৭০৫/০
১৩১২	৩২৪৮৷৶০
১৩১৩	৩৭২৩৸৵০
১৩১৪	৪৪৪১।০
১৩১৫	৪৩৭৫৶০
১৩১৬	৬০৯১।০

এই হিসাবে কেবল মাসিক চাঁদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয় ধরা হইয়াছে। বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি বা অন্তবিধ আয় ধরা হয় নাই।

পুস্তকালয়

১৩০১	গ্রন্থসংখ্যা	...	...	১৯০
১৩০২	"	...	...	২৫৪
১৩০৩	"	...	...	৩১৬
১৩০৪	"	...	...	৪৯২
১৩০৫	"	...	...	৭৯২
১৩০৬	"	...	...	৮৫৮
১৩০৭	"	...	...	১২৫৯
১৩০৮	"		...	২২৭৩
১৩০৯	"	...	...	২৮৩৬
১৩১০	"	...	...	৩০৯০
১৩১১	"	...	...	৩৩২২
১৩১২	"	...	...	৩৭৮৯
১৩১৩	"	...	...	৪৩৬৬
১৩১৪	"	...	...	৪৫৬৬
১৩১৫	"	...	...	৫১০২
১৩১৬	"	...	...	৫৯৪১

এই হিসাবে হাতে লেখা পুঁথির সংখ্যা ধরা হয় নাই। বার্ষিক-কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে ষোড়শ বর্ষের শেষে ৭৮৫ খানি পুঁথি পরিষৎ-পুস্তকালয়ে রক্ষিত ছিল।

বিবিধ দান*

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী,—গৃহনির্ম্মাণার্থ ভূমি।২ সাত কাঠা (১৩০৮ সাল) (ক)
প্রাচীন মুদ্রা ক্রয়ের নিমিত্ত (১৩১৬) ৩৫১৲

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর (১৩১৫) আড়াই হাজার বর্গফুট মার্বেল

(ক) এতদ্ভিন্ন ১৩১৭ বঙ্গাব্দের প্রথমেই মহারাজা বাহাদুর—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন ক্রয়ের নিমিত্ত ৩৮৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (১৩১৫) মূর্ত্তিপীঠের মার্ব্বলগুলি	
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী. (১৩০৫) 'অদ্বৈতবাদ' প্রবন্ধের জন্ত	৫০০৲
(১৩০৫) 'প্রাচীন ও নব্য ন্যায়' প্রবন্ধের জন্ত	২৫০৲
শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক ব্যারিষ্টার (১৩০৬) 'আর্য্য হিন্দুজাতির সমাজবন্ধন' বিষয়ে 'কৃষ্ণভাবিনী বসু মল্লিক' পুরস্কার	৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার জন্ত	৫০৲
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর (লালগোলা) (ক) প্রাচীন মুদ্রা ক্রয়ার্থ দান (১৩১৬)	৩২৪৲
৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পুলিস ইন্স্পেক্টর, ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর) ১৩১১ সালে সাধারণ তহবিলে দান	১০০৲

গ্রন্থপ্রকাশার্থ দান*

৺রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়	(১৩০৭)	২০০৲
৺মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর	"	১৫০৲
৺সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র	"	১০০৲
মাননীয় বিচারপতি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১০০৲
৺রমেশচন্দ্র দত্ত	"	১০০৲
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	"	১০০৲
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	"	১০০৲
৺হেমচন্দ্র গোস্বামী	"	১০০৲
রাণী মৃণালিনী	"	৫০৲
৺জাহ্নবী চৌধুরাণী	"	৫০৲
রাজা বনবিহারী কাপুর	"	৫০৲
৺কানাইলাল খাঁ	"	৫০৲
ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	"	৫০৲
নন্দলাল গোস্বামী	"	৫০৲
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩০৭ সাল)	গ্রন্থাবলী মুদ্রণার্থ সাহায্য	২৫০৲
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	(১৩১০) গ্রন্থপ্রকাশার্থ দান	৩০০৲
	(১৩১১) "	৩০০৲
	(১৩১২) "	৩০০৲
	(১৩১৩) "	৩০০৲
	(১৩১৪) "	৮০০৲
	(১৩১৫) "	৮০০৲
	(১৩১৬) "	৮০০৲

* বিবিধ দানের অর্থাদি এবং গ্রন্থ প্রকাশার্থ দানের অর্থ সমস্তই পাওয়া গিয়াছে।

(ক) এতদ্ভিন্ন রাজা বাহাদুর ১৩১৭ বঙ্গাব্দের প্রথমে প্রাচীন মুদ্রা ক্রয়ের জন্য আরও ১১০৲ টাকা অতিরিক্ত দান করিয়াছেন।

গৃহ-নির্ম্মাণার্থ দান

দাতা	টাকা
কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিংহ, জি সি এস্ আই,*	১০০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর*	১০০৫৮৲
কুমার „ শরৎকুমার রায় ১ম দান*	২০০০৲
২য় দান*	৫০০৲
৩য় দান*	২০০৲
৺ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর*	২০০০
রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর*	১৮৭৷৷০
„ জানকীনাথ রায়	১৮৭৷৷০
„ সীতানাথ রায় বাহাদুর	১৮ ৷৷০
„ হরেন্দ্রলাল রায়	৩১২৷৷০
৺ বিনোদীলাল রায় (তৎস্থলে শ্রীযুক্ত তড়িৎ ভূষণ রায়) „ নন্দলাল রায় „ যশোদালাল রায়	২৮১৷০
৺ ব্রজলাল রায় (স্থলে শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় প্রভৃতি) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি	২৮১৷৷০
৺ গিরিধারীলাল রায় (তৎস্থলে তাঁহার একজিকিউটারগণ শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় প্রভৃতি)	২৮১৷০
৺ রাধিকালাল রায় (তৎস্থলে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি)	২৮১৷০
„ বনওয়ারী লাল রায়	
৺ মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর*	১০০০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী*	১০০০৲
„ মহারাজ সার্ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর*	৫০০৲
„ ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর*	৫০০৲
৺ মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী*	৫০০৲
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর*	৫০০৲
„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী*	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ*	৫০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত*	৫০০৲
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী	৫০০৲
৺ রমানাথ ঘোষ	৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত বিজয় সিংহ দুধোরিয়া,*	৩০০৲
„ রণজিৎ সিংহ ১ম দান*	৩০০৲
২য় দান*	২০০৲

* [illegible]

রাজশাহী দুবলহাটীর কুমারগণ* ৩০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু রায়, ৩০০৲
রায় „ কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর ৩০০৲
কুমার „ মন্মথনাথ রায় চৌধুরী,• ৩০০৲
„ ললিতমোহন মৈত্র,* ৩০০৲
৺ কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, ২৫০৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়• ২৫০৲
রাজা „ প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর,* ২০০৲
৺ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, ২০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়* ২০০৲
„ „ নরেন্দ্রলাল খাঁ,• ২০০৲
„ কুঞ্জমোহন মৈত্র,• ১৫০৲
„ শুভেন্দ্রনাথ ঠাকুর• ১১৫৲
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক• ১০০৲
„ সারদাচরণ মিত্র ১০০৲
„ সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়• ১০০৲
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর* ১০০৲
৺ রাজা আশুতোষনাথ রায়• ১০০৲
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত,• ১০০৲
„ গোপালদাস চৌধুরী* ১০০৲
৺ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ১০০৲
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী • ১০০৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়• ১০০৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতা• ১০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়,• ১০০৲
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,• ৬০৲
৺ মাণিকলাল শীল• ৫০৲
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,• ৫০৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়• ৫০৲

স্থায়ী ভাণ্ডারে দান

কুচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর,•
(আজীবন সভ্যপদ গ্রহণকালে দান) ৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১২৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, ৫০০০৲
„ „ নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর ৫০০০৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বন্ধুবর্গ ৫০০০৲
মহারাজ „ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ২০০০৲

* দুবলহাটীর কুমারগণের ৩০০৲ টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।
• তারা-চিহ্নিত ব্যক্তিগণের দান পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ*	২০০০৲
কুমার „ শরৎকুমার রায়	১০০০৲
ডাক্তার „ চন্দ্রশেখর কালী,	৫০০৲
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন (ক)	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায়বাহাদুর*	৫০০৲
৺ রায় বিপিনবিহারী মিত্র	৫০০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, (ক)	২৫০৲
রায় „ রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর	২০০৲
মিঃ এন্ সি সরকার	২০০৲
সি, কে, সেন এণ্ড কোঃ*	১৫০৲
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
„ মন্মথমোহন বসু	১০০৲
	৬৬০০০৲

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণের আসল পাঠ উদ্ধার করিয়া অভিনব সংস্করণ প্রকাশে সকল্প করিয়াছেন। বহুদিনের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ব্যতীত মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। সেরূপ পুঁথি এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে না পারায়, অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য কাণ্ডের প্রকাশ এ পর্যান্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষায় বাঙ্গালীর গৌরব। আশা করা যায়, মফস্বলবাসীরা প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষৎ-কার্য্যালয়ে তাহা প্রেরণ করিবেন।

(ক) অযোধ্যাকাণ্ড—ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থসংবলিত, ৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।০ চারি আনা।

(খ) উত্তরকাণ্ড—ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থসংবলিত, ২৯৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে উভয় খণ্ড একত্র ১৲ এক টাকা।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই রসমঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার প্রীতিবর্ণনচ্ছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের পদ উদ্ধৃত করিয়া বিবিধ রসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস অতি প্রাচীন গ্রন্থকার। মূল্য ।৵০ আনা; পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে চারি আনা মাত্র।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। অল্পদিন পূর্ব্বে কাশীদাসী মহাভারতই বাঙ্গালায় পরিচিত ছিল। প্রধানতঃ সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এ পর্য্যন্ত বাইশ জন বাঙ্গালী মহাভারতকারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকেই কাশীদাস অপেক্ষা প্রাচীন। বিজয় পণ্ডিতের রচিত মহাভারত গ্রন্থ তন্মধ্যে

* কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের দান ৫০০৲ টাকার মধ্যে ২৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের দান ২৫০৲ টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেরই এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এই বৃহৎ গ্রন্থ দুই খণ্ডে ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সম্পাদক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন মহাভারতগুলির পরিচয়সহ অতি মূল্যবান্ দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। ঐ ভূমিকা পাঠ করিলে বঙ্গদেশে মহাভারতের কিরূপ আদর ছিল বুঝা যাইবে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা; সভ্যগণের পক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—বিখ্যাত বেদান্তবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। তিনি প্রচুর পরিশ্রমদ্বারা বাল্মিকী-রচিত মূল রামায়ণের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট (complete descriptive index) প্রস্তুত করিয়াছেন। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা, দেব-দেবী, নর-বানর, যক্ষ-রাক্ষস, নদ-নদী, গ্রাম-পর্ব্বত প্রভৃতি যাবতীয় নামের রামায়ণবর্ণিত পরিচয়সহ সূচী ইহাতে লিখিত আছে। কোন নাম বাদ পড়ে নাই। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র-শস্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্র-রহস্য, প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পুস্তক নিকটে থাকিলে, পৌরাণিক তত্ত্বান্বেষীর সমগ্র মূল-রামায়ণ পাঠের ফল হইবে এবং রামায়ণের মধ্যে কোথায় কি কথা আছে, এই নির্ঘণ্ট দেখিলেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে এই গ্রন্থ মহামূল্য।—মূল্য প্রথম ভাগ ৸০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ৸০ আনা; সভ্যগণের পক্ষে দুই ভাগ একত্র ১।০ পাঁচ সিকা।

৭। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত—বাঙ্গালা পদ্যে জয়দেবের জীবনচরিত, প্রাচীন গ্রন্থ—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত। পত্রাঙ্ক ৩৪। মূল্য ।০ চারি আনা।

৮। ছুটিখানের মহাভারত—এই বিখ্যাত মহাভারত চট্টগ্রামের প্রাচীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে কবি শ্রীকরনন্দী কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ এই মহাভারত উদ্ধার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ। বৃহৎ গ্রন্থ। পত্রাঙ্ক ১৩৮; মূল্য ১৲ এক টাকা।

৯। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—চৈতন্যদেবের এই জীবনচরিতে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বিশেষ বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; এই গ্রন্থে উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ-পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রথমে প্রকাশ করেন। তৎপরে এই গ্রন্থের বহু আলোচনা হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺কালিদাস নাথ। পত্রসংখ্যা ১৫২; মূল্য ৸০ বার আনা।

১০। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি গ্রন্থ

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ও তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "ভারতী" পত্রিকায় পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২২৮, রয়াল ফর্ম্মা; মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

১১। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—বৈষ্ণবসাহিত্যে সুবিখ্যাত নরোত্তম ঠাকুরের এই নবাবিষ্কৃত মধুর কবিতাবলীর আবিষ্কারক চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম। তিনিই ইহার সম্পাদন করিয়াছেন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২৬; মূল্য ৵০ তিন আনা।

১২। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য—সম্পাদক চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত। পত্রাঙ্ক ৩০; মূল্য ।০ আনা।

১৩। গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের রচিত। অনেক পদ নূতন প্রকাশিত। পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক প্রায় নয় শত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

১৪। কাশী-পরিক্রমা—সচিত্র। ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকৃষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ দ্বিতীয় আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়জনক। এত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের একাধারে সংগ্রহ অন্যত্র দুর্লভ। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৩১২; মূল্য ৸০ বার আনা।

১৫। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বৃহৎ কাব্য—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। পত্রসংখ্যা ৪১৯; মূল্য দুই টাকা।

১৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—প্রায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৵০ আনা।

১৭। ব্রজপরিক্রমা (নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত)—চিত্র ও মানচিত্র সহিত। ইহাতে মথুরা-মণ্ডলের ভৌগলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বৈষ্ণবপ্রিয় বৃন্দাবন-রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বহুপরিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীকা সংযোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থরত্নও লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৩৪৬, মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৮। গীতায় ঈশ্বরবাদ—সমুদয় দর্শনের সারসংগ্রহ সমেত গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ প্রণীত। পত্রাঙ্ক ৪০০; মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—সচিত্র। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, প্রণীত। পত্রাঙ্ক ৮২; মূল্য ॥৶০।

২০। রামরামবসুর প্রতাপাদিত্যচরিত—টীকা ও ভূমিকা সহিত—সম্পাদক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল্। এই সঙ্গে ৺হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের রচিত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও ছাপা হইয়াছে এবং প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ঘটককারিকা, ছড়া, বিদেশীয় ভ্রমণকারীদের উক্তি প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ভূমিকাভাগে নিখিল বাবুর বহু-গবেষণার ফল নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় কথা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা।

২১। শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। এই গ্রন্থও লালগোলার রাজাবাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্মপূজার আদি গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সময়ে জীবিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্য সকল ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতার গ্রন্থ হইতে ইহা অন্যরূপ। ইহাতে হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের নমুনা আছে। বৃহৎ ভূমিকা সহিত পুস্তকখানি প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা।

২২। মিলিন্দ পঞ্হো (মিলিন্দ প্রশ্ন)—এই বিখ্যাত পালিগ্রন্থে প্রাচীন বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দের (Menander) সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনচ্ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের সার-কথা বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থের মূল সমেত বঙ্গানুবাদের প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, পৃষ্ঠা ২৭৫। মূল্য ১॥০ টাকা।

২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লীলাস্থানের বিশেষ বিবরণ। এই গ্রন্থে তৎসময়ের বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক কথা জানা যাইবে।—সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ৪২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথম প্রচারিত করেন। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধিপ বহুসংখ্যক নূতন পদ সারদা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের জন্য মিথিলায় গিয়া আরও বিস্তর নূতন পদ ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন ও কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু প্রচুর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাপতির পুরাতন পদগুলির পাঠ সংশোধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই গ্রন্থ মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গা বিষয়ক ৩টি পদ, নানা বিষয়ক

প্রহেলিকা পদ ২০টি ইহাতে আছে। পৃষ্ঠা ৫৫২। মূল্য ৫৲। পরিষদের সদস্য পক্ষে ৪৲ টাকা।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার বিবিধ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। মূলগ্রন্থে পৌরাণিক কাল হইতে বিক্রমপুর বা পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে ঐ প্রদেশের জাতিতত্ব, সমাজতত্ব, প্রত্নতত্ব এবং বর্ত্তমান যুগের বহুসংখ্যক গণ্য-মান্য ব্যক্তির ছবি ও বিবরণ আছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাদেশিক ইতিহাসে যে সকল কথার অবতারণা করা উচিত, তাহা ইহাতে করা হইয়াছে, পৃষ্ঠা ৬৫৫। মূল্য ২॥০ টাকা।

২৬। চাকমাজাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতির বাস। ইহাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবস্থা, ধর্ম্মের বিষয় এবং যুদ্ধবিগ্রহাদির সবিশেষ বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পার্ব্বত্য অনার্য্যজাতির সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত-গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই নূতন। ইহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অভাব আংশিক পূরণ হইয়াছে। পৃষ্ঠা ৪৩৬। মূল্য ৩৲।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে বারভূঁইয়ের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ১ম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

২৮। শতপথ ব্রাহ্মণ—শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মধ্যে প্রধান। টীকাসমেত বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। দীঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, মহাশয় "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" নাম দিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার এই শুভ-সঙ্কল্প বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়াই সুসম্পন্ন হইবে। "শতপথ ব্রাহ্মণ" এই পিটকের প্রথম রত্ন। বহু পূর্ব্ব হইতে এই গ্রন্থ পরিষদ্গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং ইহাতে গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৮ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে "শতপথ ব্রাহ্মণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বহু পুরাণের বহু উপাখ্যানের মূল এই গ্রন্থে আছে। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত এজন্য ইহার নাম "শতপথ ব্রাহ্মণ।" মাধ্যন্দিন শতপথে চৌদ্দটি কাণ্ড ও কাণ্ব শতপথে সতরটি কাণ্ড আছে। মাধ্যন্দিন শতপথের যে প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত হইল, উহার নাম হবির্যজ্ঞ কাণ্ড। ইহাতেই দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ আছে। বর্ত্তমান খণ্ডে প্রতি অধ্যায়ের (ব্রাহ্মণের) উপর সূক্ষ্মাক্ষরে তত্তৎ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা কতকটা সূচীপত্রের মত পাঠকদিগকে সাহায্য করিবে। এই খণ্ডে উল্লিখিত যাজ্ঞিক কর্ম্ম-সমূহের ও আখ্যায়িকাগুলির স্বতন্ত্র সূচীপত্রও দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলির নাম নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মোটামুটি বিবরণ তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। সমগ্র গ্রন্থশেষে বিশদ ও দীর্ঘ সূচী দেওয়া হইবে। বাঙ্গালায় বৈদিক গ্রন্থ এমন সুন্দররূপে সম্পাদনের চেষ্টা আর হয় নাই। পৃষ্ঠা ২৮৭। মূল্য ৩৲ টাকা।

২৯। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা-স্বরূপ রামেন্দ্র বাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই "মায়াপুরী" নামে পরিষৎ-গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সমষ্টীভূত হইয়া কেমন সুন্দর "মায়াপুরী" রূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সুন্দর-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

৩০। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ বিরচিত দুর্গামঙ্গল—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। নানা কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।

৩১। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের এই বিখ্যাত ভাষ্যখানি অতি বিপুল গ্রন্থ। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের ব্যয়ে ইহারও বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইবে। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৩২। কাশীরামদাসের মহাভারত—সম্পাদক, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্ এ; ডি এল্; ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, এফ্ আর এস্ ই। তিনি স্বয়ং ইহার প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্পাদনে প্রকাশিত হইলে, এই গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের জন্য কাশী-দাসী মহাভারতের সম্পাদনভার স্বীকার করিয়াছেন, এই সংবাদ বহন করিয়া পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। কাটোয়ার 'কাশীরাম-স্মৃতি-সমিতির' অধ্যক্ষগণ কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার লইয়াছেন। পুঁথি হস্তগত হইলেই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৩৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট সহিত নূতন সংস্করণ প্রকাশার্থ দীঘাপতিয়ার রাজবংশধর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বংশধরের নিকট দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত ও পূজিত কবির স্বহস্ত লিখিত মূল পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল; সহসা ঐ পুঁথি হস্তান্তরিত হওয়ায় প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।

৩৪। ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—এই বেদ-গ্রন্থ বৃহৎ ভূমিকা ও প্রচুর টীকাদি সহিত বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, এই গ্রন্থপ্রকাশেরও ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদাংশের মুদ্রাঙ্কণ সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহৎ-ভূমিকার মুদ্রণ শেষ হইলেই বর্ত্তমান বৎসরে উহা বাহির হইবে। অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।

৩৫। অশ্বঘোষপ্রণীত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশ্য।

৩৬। সয়রুল মোতাখরীণ—এই সুবিখ্যাত পারসী ইতিহাসখানি অতীব

প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মুরশিদাবাদনিবাসী ৺ গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম্ এ, এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, মহাশয় এই অনুবাদের বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা দেখিয়া, ইহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। অনুবাদকের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় উহা পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ বাবু এবং যদুনাথ বাবু, উহার সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—পালিভাষার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি এতদিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ইহা কবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বহুঅতীত জন্মের বহু অবদান অর্থাৎ উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। তিব্বতের দলই লামার বাড়ীতে কাঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি আই ই, তাহা হইতে এক প্রস্থ মুদ্রিত লিপি ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি তাহা মুদ্রিত করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রস্তুত হওয়ায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর উহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইবে।

৩৮। বাঙ্গালা শব্দকোশ—পরিষদের আজন্ম-সঙ্কল্পিত বাঙ্গালা-অভিধান সঙ্কলনের যে প্রস্তাব আছে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ তাহা আংশিক সমাধা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কটকের র‍্যাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপক, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পরিষদের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কেবল রাঢ়-দেশে প্রচলিত প্রায় ১২০০০ বাঙ্গালা শব্দে এই কোষ-গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়া পরিষৎকে প্রদান করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক মহাশয় এই বিপুল শব্দসংগ্রহ যেরূপ কৌশলে ও পাণ্ডিত্যসহকারে, শ্রেণীভেদে সাজাইয়া অভিধান-আকারে সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয় এবং সুবিধাজনক হইয়াছে। এই বিপুল গ্রন্থেরও ছাপা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৩৯। উৎকীর্ণ-লিপিসঙ্কলন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যেখানে যত শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রতিমা-গাত্রে খোদিত লিপি এবং অন্যান্য যে কোন খোদিত লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত-বিবরণ, বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থান, কোথায় কোন্ কোন্ পুস্তক-পত্রিকায় তাহার উল্লেখ আছে, তাহার কোন্‌খানি হইতে কি কি ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইতেছে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রাতত্ত্ব-বিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী ও পরিষদের একতম সহকারি-সম্পাদক, প্রাচীন-ইতিহাস-পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় ইহার সঙ্কলন ও সম্পাদন-কার্য্যের ভার লইয়াছেন। শীঘ্রই এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

আধুনিক সাহিত্য

১ বর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	রমেশচন্দ্র দত্ত
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত গুপ্ত
২ বর্ষ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	বীরেশ্বর পাঁড়ে
সাহিত্য সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
৺অক্ষয়কুমার দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
মাতৃভক্তি (সমালোচনা)	গোবিন্দলাল দত্ত
৪ বর্ষ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
৭ বর্ষ ৺রজনীকান্ত গুপ্ত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১০ বর্ষ ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৬ বর্ষ ১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

প্রাচীন সাহিত্য

১ বর্ষ প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
কৃত্তিবাস	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	রমেশচন্দ্র দত্ত
২ বর্ষ রামমোহনের রামায়ণ	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	পাঁচকড়ি ঘোষ
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাচীন কবিসঙ্গীত	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
কবি উদ্ধবানন্দ	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল	ব্যোমকেশ মুস্তফী
গৌরীমঙ্গল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
দুর্গাপঞ্চরাত্র	বনোয়ারিসিংহ দেব
অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ	রসিকচন্দ্র বসু
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	নগেন্দ্রনাথ বসু
বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালি	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল	রসিকচন্দ্র বসু
৪ বর্ষ উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ও তাহার সমালোচক	মৃণালকান্তি ঘোষ
কৃত্তিবাস পণ্ডিত	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃত্তিবাস সংবন্ধে বক্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু

৪ বর্ষ জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল	নগেন্দ্রনাথ বসু
দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ	রসিকচন্দ্র বসু
নরোত্তম ঠাকুর	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর	রসিকচন্দ্র বসু
রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঐ ধর্ম্মমঙ্গলের পরিশিষ্ট	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৫ বর্ষ চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী (দুই দফা)	নগেন্দ্রনাথ বসু
চণ্ডিদাসের পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	নগেন্দ্রনাথ বসু
দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	রমেশচন্দ্র বসু
পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ	কালিদাস নাথ
রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
শীতলামঙ্গল (দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দকৃত)	ব্যোমকেশ মুস্তফী
স্ত্রীকবি মাধবী	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
৬ বর্ষ কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	আনন্দনাথ রায়
গোবিন্দচন্দ্রগীত	শিবচন্দ্র শীল
ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর	আনন্দনাথ রায়
পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	নগেন্দ্রনাথ বসু
ভবানী দাস বিরচিত রামস্বর্গীতা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
শূন্য পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড	রসিকচন্দ্র বসু
৭ বর্ষ রাজকবি জয়নারায়ণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
চম্পককলিকা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
কবি লালা জয়নারায়ণ	আনন্দনাথ রায়
জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ	রসিকচন্দ্র বসু
ঐ সম্বন্ধে মতামত	নগেন্দ্রনাথ বসু
কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
৮ বর্ষ কাশীরাম দাস	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
অর্জ্জুন সংবাদ (মুকুন্দানন্দ কৃত)	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৯ বর্ষ কবিবল্লভের রসকদম্ব	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০ বর্ষ খনা	যোগেশচন্দ্র রায়

১২ বর্ষ মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্ম্মমঙ্গল	ব্রজসুন্দর সান্যাল
বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস	ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত
নারায়ণদেবের পাঁচালি	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
সুকবি বল্লভাদি রচিত পদ্মপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৪ বর্ষ কবি জয়কৃষ্ণ দাস	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
১৫ বর্ষ ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলি	যোগেশচন্দ্র রায়
প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ	সতীশচন্দ্র রায়
কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ	কেদারনাথ মজুমদার
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি	দেবনারায়ণ ঘোষ
১৬ বর্ষ কালকেতুর চৌতিশা	আবদুল করিম
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ	সতীশচন্দ্র রায়
শূন্য পুরাণ	যোগেশচন্দ্র রায়
শূন্য পুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য	পত্রিকা-সম্পাদক

গ্রাম্য সাহিত্য

১ বর্ষ ছেলে ভুলান ছড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ বর্ষ ছড়া (সংগ্রহ)	
ঐ—বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর	বসন্তরঞ্জন রায়
ঐ—সাঁওতাল পরগণা	———
ঐ—কলিকাতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ বর্ষ ছড়া	কৃষ্ণলাল রায়
ছড়া	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
রাধিকামঙ্গল (উদ্ধবানন্দকৃত)	———
৬ বর্ষ গোবিন্দচন্দ্রের গীত	শিবচন্দ্র শীল
৮ বর্ষ অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
রামভদ্রের সত্যদেবসংহিতা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি	ব্রজসুন্দর সান্যাল
বৃন্দাবনদাসের গোলোকসংহিতা	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
জ্ঞানদাসের নিকুঞ্জসাধান	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
ছেলেভুলান ছড়া (১) চট্টগ্রাম	আবদুল করিম
১০ বর্ষ শরৎকালী	ব্রজসুন্দর সান্যাল
ছেলেভুলান ছড়া (২) চট্টগ্রাম	আবদুল করিম
১১ বর্ষ কৃত্তিবাস প্রণীত রামরাস	নগেন্দ্রনাথ বসু

	মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১০ বর্ষ	ঐ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	চট্টগ্রামী ছেলেঠকান ধাঁধা	আব্দুল করিম
	প্রচলিত বিবিধ প্রাচীনগাথা	————
১৩ বর্ষ	গ্রাম্য গীতি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৩ বর্ষ	সূর্য্যের পাঁচালি	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া	আবদুল করিম
	বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রত কথা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১৪ বর্ষ	বরিশালের গ্রাম্যগীতি	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
১৫ বর্ষ	মনসামঙ্গলীর গান	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	কোচবিহারের হেঁয়ালি	প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	একটি চৌতিশা	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পুস্তক ও পুঁথির বিবরণ

১ বর্ষ	মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লং সাহেবের সঙ্কলিত)		রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রথম প্রবন্ধ ব্যাকরণ, কোষ গ্রন্থ		
১ বর্ষ	দ্বিতীয় প্রবন্ধ—ইতিহাস ও জীবনচরিত, ভূগোল		
	তৃতীয় প্রবন্ধ—ধর্ম্মনীতি, নীতিকথা		
	চতুর্থ প্রবন্ধ—কবিতা ও নাটক		
৪ বর্ষ	সাময়িক পত্র (তালিকা)		রাজবিহারী দাস
	বঙ্গীয় সংবাদপত্র (তালিকা)		রাজবিহারী দাস
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—২১৩)	নগেন্দ্রনাথ বসু
৫ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—১৩)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—৩৩)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
		(৩৪—৬০)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা—কালানুসারে ইতিবৃত্ত		মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	বাঙ্গালার আদি রসায়ণ গ্রন্থ		রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৬ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(২১৪—৩৫১)	নগেন্দ্রনাথ বসু
		(১—৩৬)	মৃণালকান্তি ঘোষ
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১—১২)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	(১—১৯)	আবদুল করিম
		(২০—৩৩)	আবদুল করিম
৮ বর্ষ	ঐ	(১—৪৪)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ	(১—৯)	রাজীবলোচন দাস
	ঐ	(১—৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	(১—১৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বর্ষ	বিষয়		লেখক
	ঐ	(১—২৪)	শিবচন্দ্র শীল
৯ বর্ষ	ঐ	(১—৫)	অতুলচন্দ্র চৌধুরী
	ঐ	(১—৮৭)	আবদুল করিম
১০ বর্ষ	ঐ	(১—৩০)	চিত্তসুখ সান্যাল
	ঐ	(১—১০)	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	ঐ	(৮৮—৩০৭)	আবদুল করিম
	ঐ	(৩০৮—৪৩৩)	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ		হরগোপাল দাস কুণ্ডু

ভাষাতত্ত্ব

বর্ষ	বিষয়	লেখক
২ বর্ষ	বিদ্যাপতি (শব্দসংগ্রহ), প্রথম প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
৩ বর্ষ	ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	ঐ ঐ তৃতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
৩ বর্ষ	উড়িয়া ভাষা	মধুসূদন রাও
	মহারাষ্ট্র ভাষা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	শব্দ-রহস্য	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	শব্দে কবিত্ব	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
৪ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	হরিনামের শব্দতত্ত্ব	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
৫ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	হরি ও সোম	রসিকলাল ঘোষ
৬ বর্ষ	অলঙ্কার শাস্ত্র	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	অলঙ্কার শাস্ত্র প্রবন্ধ	নগেন্দ্রনাথ বসু
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ভাষাতত্ত্ব	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
	শব্দ-সংগ্রহ (প্রায় ৭০০)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বাঙ্গালা বৈদেশিক শব্দ (আরবী, পারসী, উর্দ্দু)	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ঐ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য	কালিদাস নাথ
৯ বর্ষ	শব্দ-সমালোচনা (১)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য

	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	সতীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শব্দ-সমালোচনা (২) (আলেক)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	দেশী শব্দ	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	পয়ার ছন্দের উৎপত্তি	রমেশচন্দ্র বসু
১২ বর্ষ	বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	না	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
	রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
	বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ	নরেশচন্দ্র সিংহ
১৩ বর্ষ	চাক্‌মাদিগের ভাষাতত্ত্ব	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	বাঙ্গালা নামরহস্য (১)	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৪ বর্ষ	মালদহের গ্রাম্যশব্দ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
	ধ্বনি-বিচার	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য-শব্দাদি সংগ্রহ	রাজকুমার কাব্যভূষণ
১৫ বর্ষ	বাঙ্গালা ভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	পালি ও বাঙ্গালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা নামরহস্য (২)	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	যশোহরের গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা উপসর্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	সিলেট্‌ নাগরী	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ
	কোচ ও রাজবংশী-শব্দ-সংগ্রহ	এস্‌ বসু
	মোসলমান নামতত্ত্ব	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	ঢাকার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	পরমেশপ্রসন্ন রায়
	নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	দেবেন্দ্রনাথ বসু
	প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	শ্রীনাথ সেন

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

১ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ঐ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২ বর্ষ	ঐ	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ঐ (জ্যোতিষ)	যোগেশচন্দ্র রায়
	রাসায়নিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	জ্যোতিষিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়

৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ভৌগোলিক পরিভাষা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	রাসায়নিক পরিভাষা	কালিদাস মল্লিক
	ঐ	যোগেশচন্দ্র রায়
	ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের উচ্চারণ-গত প্রস্তাব	সখারাম গণেশ দেউস্কর
	ভৌগোলিক পরিভাষা	মণীন্দ্রসিংহ দেব
৪ বর্ষ	ঐ	যোগেশচন্দ্র রায়
৬ বর্ষ	জ্যোতিষিক পরিভাষা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (ব্রেটন সাহেব কৃত Vocabulary of Medical Terms)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ভৌগোলিক পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৭ বর্ষ	ঐ সমালোচনা	যোগেশচন্দ্র রায়
১০ বর্ষ	জীববিজ্ঞান পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	উদ্ভিদ্-বিদ্যা পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
১১ বর্ষ	জীববিজ্ঞান পরিভাষা	বিরজাচরণ কবিভূষণ
১৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৪ বর্ষ	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
১৫ বর্ষ	খনিজবিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৬ বর্ষ	ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার	চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস

২ বর্ষ	নাগরক্ষেত্রের উৎপত্তি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৩ বর্ষ	মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা	নগেন্দ্রনাথ বসু
৪ বর্ষ	কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তলফলক	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ছাতনার ইষ্টকলিপি	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ বর্ষ	গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	নগেন্দ্রনাথ বসু
	গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাম্রশাসন	নগেন্দ্রনাথ বসু
৬ বর্ষ	একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৭ বর্ষ	জৈন পুরাকাহিনী	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বুদ্ধদেবের জীবনচরিত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	কালীবর বেদান্তবাগীশ
	বৌদ্ধধর্ম্ম	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	কমলাকর ভট্ট	ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
	রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ	নিখিলনাথ রায়
	ঐ সম্বন্ধে মতামত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৮ বর্ষ	আর একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	লালা উদয়নারায়ণ	দুর্গাদাস রায়
৯ বর্ষ	তমলুক	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	ত্রপুষ ও ভল্লিক	শিবচন্দ্র শীল
	মহারাজ নন্দকুমারের পত্র	নিখিলনাথ রায়
	রাজপুতানার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	রঘুনাথ শিরোমণি	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
	কাণভট্ট শিরোমণি	পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
	গৌতমের প্রতিভা	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
	ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
	কনোজের আয়ুধরাজবংশ	নগেন্দ্রনাথ বসু
	ভারতে লিপির উৎপত্তি	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
	বিদ্যাধর	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	বৌদ্ধ বারাণসী	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ বর্ষ	পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	কায়স্থ চাকদাস, টঙ্কদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১৪ বর্ষ	বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	নগেন্দ্রনাথ বসু
	চম্পা	নরেশচন্দ্র সিংহ
	সিংহনাদ লোকেশ্বর	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	যশোহরের নূরউল্লা খাঁ ও মীর্জ্জানগর	অশ্বিনীকুমার সেন
	মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শকাধিকার কাল ও কনিষ্ক (অতিরিক্ত)	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ বর্ষ	কতিপয় পাল রাজার শিলালিপি	শিবচন্দ্র শীল
	সপ্তগ্রাম	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ	শিবচন্দ্র শীল
	দন্তেশ্বরী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
	নাদির-উন্-নিকাত	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
১৬ বর্ষ	রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর লিপি	পত্রিকা-সম্পাদক
	উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শীল
	প্রথম কুমার গুপ্তের দুখানি খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	মধ্যমরাজের তাম্রশাসন	
	বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ	সুখবিন্দু সেন গুপ্ত
	দূর্ব্বাপদে উপানৎ	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

সংস্কৃত সাহিত্য

৫ বর্ষ ধোয়ী কবির পবন-দূত	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৬ বর্ষ ভবভূতি	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ বর্ষ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
বৈদিক সমালোচনা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চরক ও সুশ্রুতের কাল নিরূপণ	প্রফুল্লচন্দ্র রায় নবকান্ত কবিভূষণ
৮ বর্ষ কৌষীতকি উপনিষৎ	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
৯ বর্ষ রামায়ণতত্ত্ব প্রথমভাগ (স্বতন্ত্র খণ্ড)	অনাথকৃষ্ণ দেব
১০ বর্ষ আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র রায় নবকান্ত কবিভূষণ
১১ বর্ষ রামায়ণতত্ত্ব দ্বিতীয়ভাগ	অনাথকৃষ্ণ দেব
১২ বর্ষ বোপদেব	অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী
বৈদিক তত্ত্ব	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
১৫ বর্ষ শঙ্করাচার্য্য	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

বিজ্ঞান

৩ বর্ষ জোয়ার ভাঁটা	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪ বর্ষ বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ বর্ষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উপক্রমণিকা	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১২ বর্ষ জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৩ বর্ষ জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (১)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
বাঙ্গালার ভূমিকম্প	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৫ বর্ষ আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (২)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা	হরমোহন মজুমদার
স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের অবস্থা	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (৩)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

বিবিধ

১ বর্ষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	রজনীকান্ত গুপ্ত
জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালা রচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
১-২ বর্ষ সাময়িক প্রসঙ্গ	রজনীকান্ত গুপ্ত
৪ বর্ষ বিবিধ-প্রসঙ্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
৫ বর্ষ ইতিহাস-রচনার প্রণালী	রজনীকান্ত গুপ্ত
৬ বর্ষ সভাপতির অভিভাষণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে প্রস্তাব	রজনীকান্ত গুপ্ত

৭ বর্ষ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ (অতিরিক্ত)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	ব্রতবিবরণ	রামপ্রাণ গুপ্ত
	দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১২ বর্ষ	পল্লীকথা	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
১৩ বর্ষ	পুঁড়োজাতির বিবরণ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্ব	শিবচন্দ্র শীল
	দশহরার উৎপত্তি	শিবচন্দ্র শীল
	হস্তালিঙ্গন	শিবচন্দ্র শীল
	গ্রামদেবতা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	রাঢ়ভ্রমণ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ	বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত
১৫ বর্ষ	কোচবাণীর জাতি-তত্ত্ব	এস্, বসু
১৬ বর্ষ	আদোর গম্ভীরা	হরিদাস পালিত
	সাঁওতালী গান	ডাঃ সরসীলাল সরকার
	ধরপূরণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র

পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	নগেন্দ্রনাথ বসু
বিজয় পণ্ডিত ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর	নগেন্দ্রনাথ বসু
মনসার পাঁচালী	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ	রসিকলাল বসু
উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল	ব্যোমকেশ মুস্তফী
পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত	ব্যোমকেশ মুস্তফী
শীতলামঙ্গল	ব্যোমকেশ মুস্তফী
রাজকবি জয়নারায়ণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
সিদ্ধদ্বিজকৃত কৃষ্ণমঙ্গল	হারাধন তত্ত্বনিধি
রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা	রসিকচন্দ্র বসু

দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
স্ত্রীকবি মাধবী	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কৃত্তিবাস	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মুকুন্দদেবের জগন্নাথ-বিজয়	রসিকচন্দ্র বসু
সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র-গীত	শিবচন্দ্র শীল
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	আনন্দনাথ রায়
রঘুনন্দন ও নরহরি ঠাকুর	আনন্দনাথ রায়
লালা জয়নারায়ণ	আনন্দনাথ রায়
গোবিন্দদাসের কড়চা	দীনেশচন্দ্র সেন
কৃষ্ণদাস কৃষ্ণকিঙ্করের কৃষ্ণবিলাস	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
সূর্য্য পাঁচালি	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
কবিবল্লভের রসকদম্ব	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস	দীনেশচন্দ্র সেন
খনা	যোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বৈষ্ণবকাব্যে মিথিলার অংশ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
গোবিন্দদাস	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
মহারাষ্ট্রীয় পুরাণ ও কবি গঙ্গারাম	ব্যোমকেশ মুস্তফী
কাশীরামদাস ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
মধু কান	রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য
নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার চৈতন্যপারিষদ জন্মস্থাননিরূপণ বৈষ্ণববন্দনা পুথিত্রয়ের মুখবন্ধ	শিবচন্দ্র শীল
গাজীর গান	নগেন্দ্রনাথ বসু

ভাষাতত্ত্ব

হরিনামের শব্দতত্ত্ব	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
উপসর্গ বিচার (১)	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঐ (২)	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভরতকৃত উপসর্গ-বৃত্তির আলোচনা	বিহারীলাল সরকার
উপসর্গবিচারের সমালোচনা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
অলঙ্কার শাস্ত্র	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য	কালিদাস নাথ
বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ	রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর
বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাসের একাংশ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
জীব-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
গ্রিম-প্রদর্শিত বর্ণব্যত্যয়বিধি	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
ভাষার ইঙ্গিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পয়ারছন্দের উৎপত্তি	রমেশচন্দ্র বসু
বাঙ্গালা নাম-রহস্য ১ম	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বাঙ্গালা ভাষা	ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি	নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
বাঙ্গালা বিভক্তি	শ্রীনাথ সেন
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
বাঙ্গালায় বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
বাঙ্গালা নাম-রহস্য ২য়	ব্যোমকেশ মুস্তফী
সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
মোসলমান নামতত্ত্ব	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ
বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ	নগেন্দ্রনাথ বসু
বাঙ্গালার উপসর্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাঙ্গালা ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ	অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সিলেট্ নাগরী	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	শ্রীনাথ সেন
বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
” ” স্ত্রীসর্ব্বনামের প্রয়োজনীয়তা	চন্দ্রশেখর কালী
সংস্কৃতই সমস্ত আর্য্য-ভাষার আদিজননী	উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন

সংস্কৃত সাহিত্য

ধোয়ী কবির পবন-দূত	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ভবভূতি	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ত্রৈবিদ্ধ সুত্ত	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুরাণতত্ত্ব	নগেন্দ্রনাথ বসু
কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
সাংখ্যদর্শন ও গীতা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ভারতে নাট্যের উৎপত্তি	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
জ্যামিতির ইতিহাস ও সংস্কৃত জ্যামিতি	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করাচার্য্য	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

দর্শন ও বিজ্ঞান

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
মনোবিজ্ঞান	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
মেঘ ও বৃষ্টি	হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ
একালের দর্শন	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
শঙ্কর ও শাক্যমুনি	কালীবর বেদান্তবাগীশ
ন্যায়-দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	নগেন্দ্রনাথ বসু
অদ্বৈতবাদ	কৃষ্ণচরণ পাল
বৌদ্ধধর্ম—জ্ঞান, নীতি, পরকাল ও মুক্তি	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতার দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন	কালীবর বেদান্তবাগীশ
সাংখ্যদর্শন ও গীতা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গৌতমের প্রতিভা ও ত্রেতায় ন্যায়দর্শন	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
বেদান্তদর্শন (১) অপরা প্রকৃতি	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ঐ (২) পরা প্রকৃতি	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গীতা ও বেদান্ত দর্শনমতে ব্রহ্মতত্ত্ব	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাংখ্যের লোকান্তরবাদ	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
আত্মা ও কর্ম্ম	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
পদার্থবাদ ও সূক্ষ্মশরীর	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
অদৃষ্ট ও পুরুষকার	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর

বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি — তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
মৃত ও পুনর্জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে তিব্বতীয় মত — সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
আয়ুর্ব্বেদে অস্থিগণনা — দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
আয়ুর্ব্বেদে অস্থিসন্ধি — দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
বেলুচিস্তানের ভূতত্ত্ব — হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্ষার ও লবণ — দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা — সারদাচরণ মিত্র
জলস্থিত ও স্থলস্থিত শুষুনি শাকের বিবরণ — নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার — চিত্তসুখ সান্ন্যাল
ভারতে শিলিট (scheelite) নামক খনিজপদার্থ আবিষ্কার — কিরণকুমার সেন গুপ্ত

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

ছাতনার ইষ্টকলিপি — নগেন্দ্রনাথ বসু
খোদিত জৈনলিপি — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গৌড়াধিপ মদনপাল ও মহীপাল দেবের তাম্রশাসন — নগেন্দ্রনাথ বসু
প্রাচীন সংবাদপত্র — মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব — অম্বিকাচরণ গুপ্ত
সেকালের কলিকাতার ইংরাজসমাজ — দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
আদিশূর ও জয়ন্ত — ব্যোমকেশ মুস্তফী
বুদ্ধদেবের জীবনী — সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রাঙ্গামাটি ও কর্ণসুবর্ণ — নিখিলনাথ রায়
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ — সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
চরক ও সুশ্রুতের সময়নিরূপণ (১) — প্রফুল্লচন্দ্র রায়
নবাবী আমলের বিধি-ব্যবস্থা — কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
জগন্নাথতীর্থে গুরুনানক ও জগন্নাথের আরতি — ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইশা খাঁ মসনদ-ই-আলি — আনন্দনাথ রায়
তমলুকের ইতিহাস — শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
অজাতশত্রু সংবাদ — দীনেশচন্দ্র সেন
গৌড়ের পালরাজগণ — রাধেশচন্দ্র শেঠ
বঙ্গে নীল — দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
প্রাচীন কলিকাতা — ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবি মাঘের সংক্ষিপ্ত জীবনী — শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
ত্রিপুর ও তান্ত্রিক — শিবচন্দ্র শীল

জয়পুরের শিলাদেবীর বাঙ্গালী পুরোহিত বিদ্যাধরের বৃত্তান্ত	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
চরক ও সুশ্রুতের কালনিরূপণ (২)	ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন কলিকাতার আচার ব্যবহার	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
ভারতে লিপির উৎপত্তি	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
বারভূঁইয়া	নিখিলনাথ রায়
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ের বঙ্গীয় আচার ব্যবহার	রমেশচন্দ্র বসু
প্রাচীন মিশরে আর্য্যসভ্যতার প্রভাব	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
লাশা নগর ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
শ্রীচৈতন্যের উৎকল যাত্রা	সারদাচরণ মিত্র
ভারতচন্দ্রীয় যুগের রাজনৈতিক অবস্থা	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বৈশালী	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কনোজের আয়ুধ রাজবংশ	নগেন্দ্রনাথ বসু
বীরকাহিনী বা ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ	আনন্দনাথ রায়
সুকবি বল্লভাদি রচিত পদ্মাপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
একাদশ কবির মনসার ভাসান	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	ব্রজসুন্দর সান্যাল
নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
প্রাচীন পারসীক ও প্রাচীন হিন্দুর আচার ব্যবহার	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
বৌদ্ধ বারাণসী	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
কুক্কুটপাদ গিরি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কবি দণ্ডী	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
তিব্বতের লামা ও তাঁহার ধর্ম্ম	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
লুচি তরকারি (পুরাতত্ত্ব)	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতাপাদিত্যের কামানের কারখানা	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
চীন-পরিব্রাজকগণের বঙ্গ-বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্কদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
ভারতে শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঢ় ভ্রমণ অথবা বঙ্গীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ রাঢ়ে পোনের দিন	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মালয় উপদ্বীপে মৃণ্ময় মুদ্রা	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তক্ষশিলার তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় .
দশহরার উৎপত্তি	শিবচন্দ্র শীল
হস্তালিঙ্গন	শিবচন্দ্র শীল
রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ	শিবচন্দ্র শীল
সপ্তগ্রাম	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
জৈন ন্যায়দর্শন	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	নগেন্দ্রনাথ বসু
জৈনধর্ম্মের ইতিহাস	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
যশোহরের ফৌজদার নূরুল্লা খাঁ ও মীর্জ্জানগর	অশ্বিনীকুমার সেন
শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ (১)	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ঐ (২)	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শঙ্করের গ্রন্থ, তাঁহার গ্রন্থধৃত শাস্ত্রপরিচয়, তাঁহার দার্শনিক মত ও অধ্যাস আলোচনা	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
তারকেশ্বর তীর্থ ও তাহার আবিষ্কর্ত্তা	রাজকুমার বেদতীর্থ
ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলি	যোগেশচন্দ্র রায়
বাঙ্গলায় ইংরাজ বণিকের প্রথম কুঠি	অশ্বিনীকুমার সেন
একটি পুরাতন দুর্গ	সুখবিন্দু সেন
কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যম রাজদেবের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিক্রমপুরে সৌরপ্রভাব .	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
নবরত্ন	প্রফুল্লকুমার সরকার
বলবর্ম্মার তাম্রশাসন	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

বিবিধ

মহাভারতের গঠন	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইতিহাস রচনার প্রণালী	রজনীকান্ত গুপ্ত
জীবনচরিত রচনার প্রণালী	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতির অভিভাষণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি	চন্দ্রনাথ বসু
কবি বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ	কিরণচন্দ্র দত্ত
দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক মক্ষমুলর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতের সৌন্দর্য্য-কল্পনা	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
গত বর্ষের (১৩০৯ সালের) বাঙ্গালা সাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
" (১৩১০ ") "	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি	দীনেশচন্দ্র সেন
কাবুলীওয়ালা	দীনেশচন্দ্র সেন
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গতবর্ষের (১৩১১ সালের) বাঙ্গালা সাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
অক্ষয়কুমার দত্তের কথা	সারদাচরণ মিত্র
ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	বিপিনচন্দ্র পাল
পল্লীকথা	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
দীনবন্ধু মিত্র	সারদাচরণ মিত্র
প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের স্থান	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১২ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
বাঙ্গালার ভূমিকম্প	হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত
সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রদর্শনীতে পরিষৎ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদী ধর্ম্ম	অম্বিকাচরণ সেন
১৩১৩ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৩১৪ সালের " " "	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ষোড়শ শতাব্দীতে আদি গঙ্গাতীরে বাঙ্গালার সভ্যতা	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত খেলা	বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও বঙ্গসাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
সভাপতির অভিভাষণ (১৩১৬সাল)	সারদাচরণ মিত্র
ময়নামতীর গান	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বিক্রমপুরের মহিলা বার ব্রত	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
পঞ্চবটীভ্রমণ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাদপ্রসঙ্গ	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শাল
বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	শরচ্চন্দ্র দাস
কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ	বিজয়লাল দত্ত
পিয়ারীচাঁদের সাহিত্য-সেবা	ব্যোমকেশ মুস্তফী

পরিষদের শাখাসমিতি

নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
কুমার শরৎকুমার রায়
কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, ধনরক্ষক
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" দীনেশচন্দ্র সেন
" জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
" বিহারীলাল সরকার
" মন্মথমোহন বসু
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত—সহঃ সম্পাদক

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" বাণীনাথ নন্দী
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" মন্মথমোহন বসু

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" দীনেশচন্দ্র সেন
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)

শব্দ-সমিতি

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" চন্দ্রনাথ বসু
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত (সম্পাদক)

পরিভাষা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
" পঞ্চানন নিয়োগী
" নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" যোগেশচন্দ্র রায়
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" জগদানন্দ রায়

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন
" শশধর রায়
" গোবিন্দ সেন
" বিধুভূষণ দত্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী
" গোপালচন্দ্র সেন
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত (সম্পাদক)

এই সমিতি রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনে গঠিত হইয়াছিল এবং তদবধি পরিষদের শব্দসমিতির সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ

বিশিষ্ট সভ্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।

„ চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।

রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, বান্ধবকুটীর, ঢাকা।

„ সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লণ্ডন।

„ সার জর্জ্জ বার্ড্‌উড্‌, লণ্ডন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, এম্ এ, ডি এস্‌সি, সি আই ই, ৯৩ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।

„ „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্ সি, পি এইচ ডি ; ৯১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।

আজীবন সভ্য

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি সি আই ই, সি বি, কুচবিহারাধিপতি, কুচবিহার।

বিশেষ সভ্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ২৭।৩ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।

মুন্সী „ আবদুল করিম, চট্টগ্রামের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের আফিস, চট্টগ্রাম।

„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

„ রাজকুমার বেদতীর্থ স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ, কৈকালা, হুগলী।

„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৩৩ বীডন্ রো, কলিকাতা।

„ বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিক্‌দারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

„ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তরঞ্জন, দেনুড়, পুঁটসুরী, বর্দ্ধমান।

„ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিহার, পাটনা।

„ বিজয়চন্দ্র প্রস্কারেত, বিহার, পাটনা।

„ বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।

সাধারণ সভ্য—[ক] কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।

„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৩ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ, ২৭ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট।
„ ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল্ এম্ এস্, ৪৩।১ হারিসন রোড।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান।
„ অঘোরনাথ দত্ত, ১২০।২ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
„ অতুলচন্দ্র ঘটক বি এ, ৫৭ হারিসন রোড।
„ অতুলচন্দ্র মিত্র, ৫২।২ বীডন ষ্ট্রীট, হেদুয়া।
„ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দর্জ্জিপাড়া।
১০ „ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো।
„ অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি ইণ্ডিয়ান পারফিউম কোম্পানি,
১০ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
„ অনন্তনারায়ণ সেন, ১১ কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, ২।৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
„ অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১৫ „ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, ৬৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„ অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।
„ অনুকূলচন্দ্র বসু, বসুদত্ত কোং, ১৬৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চাঁদনী।
„ কবিরাজ অন্নদাপ্রসন্ন রায় বিদ্যাভূষণ, ২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা।
„ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির সিমলা।
২০ „ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ৬২।২ বীডন ষ্ট্রীট, সিমলা।
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, বি এল্, ৮।১ কালীঘোষের লেন, সিমলা।
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, এম্ এল্ লায়েক এবং বানার্জ্জি কোং,
১১, ক্লাইভ রো।
„ অবিনাশচন্দ্র বসু, ১৬ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
২৫ „ অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫৯ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„ অমরকৃষ্ণ দত্ত, ৩৩ হরিঘোষের ষ্ট্রীট সিমলা।
„ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ, ৪১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সেন এণ্ড কোং, ৩৭৪ অপার চিৎপুর রোড।
„ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৩০ „ কবিরাজ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, ১৫ সেণ্টজেমস্ লেন।
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৪৭ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
৩৩ „ অমৃতলাল চন্দ্র, এম্ এ, ১০ নিমু গোস্বামীর লেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলিয়াটোলা।

৩৫ „ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩৭ ঘোষের লেন।

„ ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ্ সি এস্, ৫১ শাঁখারিটোলা লেন।

„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১৪।১ বীডন ষ্ট্রীট।

„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।

„ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ১২।১ গাঙ্গুলির গলি, বড়বাজার।

৪০ „ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড।

„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮।৪।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ ডাক্তার আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় পিএচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

„ আনন্দমোহন সাহা, ৫০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

„ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, ব্যারিষ্টার, ৪৭ ওল্ড্ বালিগঞ্জ রোড।

৪৫ „ ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্ এ, ডি এল্, ডি এস্‌সি, সি এস আই, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

„ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি, ৭০ হারিসন রোড়।

„ ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, "গাঙ্গুলী হোম," ১১১ লোয়ার সার্কুলার রোড।

৫০ „ ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট।

„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২২ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

„ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, ৬৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জি এফ্, কেল্‌নার এণ্ড কোম্পানীর আপিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড।

„ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

৫৫ „ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট।

„ উপেন্দ্রলাল বক্সী বি, এ, শিক্ষক, হিন্দুস্কুল, ৪ পঞ্চানন ঘোষের ষ্ট্রীট।

„ উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ বি এল্, ৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

„ উমেশচন্দ্র বসু, ২৮।১৩ অখিল মিস্ত্রির লেন।

„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।

৬০ „ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বীডন ষ্ট্রীট।

„ কমলকৃষ্ণ সাহা, ১৮ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

„ করুণাচন্দ্র মজুমদার, ১১।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) ৯৫ দর্ম্মাহাটা ১ম লেন।

„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ২ জগন্নাথ সুরের লেন।

৬৫ „ কালিদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৬৭।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

„ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম্ এ, ৩৪ আশুতোষ দেবের লেন।

„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪৬ ভবানীচরণ দত্তের লেন।

„ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, টাউন স্কুল, ৬২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

৭০ „ কিরণচন্দ্র ঘোষ, ২৮।১।১ অখিল মিস্ত্রীর লেন।

„ কিরণচন্দ্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাস' ১ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।

„ কিরণকুমার বসু এম্ এ, ২৭ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।

„ কিরণকুমার সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এসসি, ১৭ চৌরঙ্গী রোড (ফ্রিচড় কোচিন)।

„ ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ৫৬ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

৭৫ „ কুঞ্জবিহারী সেন, ১০ মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, সিন্দূরিয়াপটী।

„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, ১০ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট।

„ কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ৮৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো।

„ কুমুদবিহারী সেন, ৫৯।১ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট।

„ কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল ৫৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৮০ „ কৃষ্ণকমল মৈত্র এম্ এ, বি এল্, ৯১ হাজরা রোড কালীঘাট।

„ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২১ গ্রে ষ্ট্রীট।

„ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ কৈলাস দাসের লেন।

„ ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল এম্ এস্ ১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন।

„ কৃষ্ণদাস বসাক, ৩৮ কামারপাড়া লেন, বরাহনগর।

৮৫ „ কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ১৩ বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন, বউবাজার

„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২।১ রামাপুকুর লেন।

„ কেদারনাথ মিত্র, ১৫ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।

„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, "অর্চ্চনা" সম্পাদক, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।

„ কৈলাসচন্দ্র বসু বি, এল, (ক) ৫৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

৯০ „ ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, (খ) ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

„ ক্ষিতীশ ঘোষ, ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর।

„ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, এম্ এ, বি এল্, মদন মিত্রের লেন।

„ ক্ষীরোদচন্দ্র বসু, ১২৪ অপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার।

৯৫ „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটী, কাশীপুর রোড, বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ অপার চিৎপুর রোড।
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, ২৯ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী।
„ খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৩৫ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো।
১০০ „ খগেন্দ্রনাথ দে বি এ, এটর্ণী, ২৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ৭৪।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬।১ হারিসন রোড।
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।
„ গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
১০৫ „ কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এম্ এ, এল্ এম্ এস্, ৬৫ বীডন ষ্ট্রীট।
„ গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ৪।৪ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
„ গিরিজাভূষণ মিত্র এম্ এ. ৯৮ গড়পার রোড।
„ গিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ, ১০০ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম্ বি, ৮০ রসা রোড, ভবানীপুর।
১১০ „ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৩ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
„ ডাঃ গিরিশচন্দ্র দে এল্ এম্ এস্, ২৩।২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড়, ভবানীপুর।
„ গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ আর এ সি, (লণ্ডন) এফ্ সি, এস্। ৩৮ অপার সাকুলার রোড।
„ গিরিশচন্দ্র রায়, ৮ হোগলকুড়িয়া লেন।
„ গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্, ২৫ বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর।
১১৫ „ গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, ১৫।১৬ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„ সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্ এ, ডি এল্, পি এইচ ডি, ১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
„ গোপালচন্দ্র গুপ্ত, ৫ মিড্লটন ষ্ট্রীট।
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ২৫ মোহনবাগান রো।
„ গোপালচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, এফ সি এস্, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
১২০ „ গোপালদাস চৌধুরী, ৩২ বীডন রো, দর্জ্জিপাড়া।
„ গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ১৬।১ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার।
„ গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম্ এ, বি এল্, ২৫ পদ্মপুকুর রোড়, ভবানীপুর।
„ গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, রতন বাবুর বাড়ী, কাশীপুর।
„ গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বি এল্ ২০ শাঁখারিটোলা লেন।

১২৫ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ্য, ১৭ গোবিন্দচাঁদ ধরের লেন, আমড়াতলা।
„ গোষ্ঠবিহারী কুণ্ড প্রামাণিক, এসিঃ বেঙ্গল সেক্রেটারিএট পি ডব্লিউ ডি,
১৭ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন।
„ গৌরগোপাল সেন, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।
„ গৌরীশঙ্কর দে, এম্ এ, বি এল্, ৩৮।২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ, ৭৫।১ হ্যারিসন রোড।
১৩০ „ চন্দ্রভূষণ বৈদ্য এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন।
„ সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট, ৮ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ভবানীপুর।
„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্, ১৫০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, হাতীবাগান।
„ চারুচন্দ্র বসু, ৩৫ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন।
১৩৫ „ চারুচন্দ্র মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙ্গা।
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (ক) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫২ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
দর্জ্জিপাড়া।
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, (খ) ৮ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
„ চারুচন্দ্র মিত্র (গ) ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
„ চারুচন্দ্র সিংহ বি এল্, ৮।২ শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
১৪০ „ চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রসা রোড।
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই, ৭ ন্যায়রত্নের লেন, শ্যামবাজার।
„ চিরসুহৃৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ম্যানেজার ঠাকুর রাজষ্টেট, ৮ ফিলিপ্‌স লেন।
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্,
২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
„ চুনিলাল রায়, ১৩ রাজাবাগান জংসন রোড।
১৪৫ „ ছক্কুলাল রায়, ১২ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান।
„ জগৎপদ হালদার, ২১ টালাবাগান লেন, কাশীপুর।
„ জগদিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।
„ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ৬ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
„ জগবন্ধু মোদক, ২০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কাঁটাপুকুর, বাগবাজার।
১৫০ „ ডাঃ জহরলাল দে বি এ, এম্ বি, ১৫১ মানিকতলা ষ্ট্রীট।
„ জানকীনাথ গুপ্ত এম্, এ ৮ মধুসূদন গুপ্তের লেন।
„ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৫১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ জালিম সিংহ শ্রীমল, ১২৫ হারিসন রোড।
„ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ৪৮।৩ রামতনু ঘোষের লেন।
১৫৫ „ জিতেন্দ্রলাল রায় বি এ, জমিদার, ২ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৪ হারিসন রোড।
" জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডিমনষ্ট্রেটার, বঙ্গবাসী কলেজ।
" জে, কে, দাস গুপ্ত বি এস্‌সি, এ এম্, আই সি ই, এ এম্ আই, এম্ ই,
অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট,
৯২।২।১ অপার সার্কুলার রোড।
" জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ৭০ শাঁখারিটোলা লেন।
১৬০ " জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী এম্ এ, এফ্ সি এস্, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, কণ্ট্রোলার, ১ লাল ওস্তাগরের লেন,
দর্জ্জিপাড়া।
১৬৫ " জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৩ মোহনবাগান রো।
" জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, ৪ উইলিয়মস্ লেন, চাঁপাতলা।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি এল্, ৭৮ রসারোড, ভবানীপুর।
১৭০ " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯ মলঙ্গা লেন।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার, ৩½ লান্সডাউন রোড।
" ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল্ এম্ এস্, ৬৯।৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৫২।৫ কাঁসারিপাড়া রোড ভবানীপুর।
" তারকনাথ বিশ্বাস, ২৩১ অপার চিৎপুর রোড।
১৭৫ " তারকেশ্বর পালচৌধুরী বি এল্, ১৯ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
" তারণকুমার মজুমদার বি এ, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ৭ মধুসূদন গুপ্তের লেন।
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ, ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ এল্ এম্ এস্, ২৩।১ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
১৮০ " তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি এল্, ৪২ চেতলা রোড, আলিপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বসুর লেন, ভবানীপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ পটুয়াটোলা লেন।
" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৩ কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
" দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব, এল্ সি ই, ক্যানাল ভিলা, বাগবাজার।
১৮৫ " দুর্গাদাস শীল, ১৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট বিভারত্ন কবিভূষণ এম্ এ, ৫৮।১ হারিসন রোড।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৭০ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।

মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ১৩।১৪ জেলেপাড়া লেন, বৌবাজার।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সাণ্ডাল এল্ এম্ এস্, ১৩ রাধানাথ বসুর লেন।

১৯০ „ দেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্ এ, ১৩ ঘোষের লেন, সিমলা।

„ দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন, বহুবাজার।

„ দেবেন্দ্রনাথ পাল বি এল্, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড।

„ দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।

„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট।

১৯৫ „ দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৫৫।৭ গ্রে ষ্ট্রীট।

„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, "দি ক্রোজ" ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

„ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর।

„ দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ২৫ নন্দরাম সেনের লেন, শোভাবাজার।

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, ৬৯।৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

২০০ „ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হাঁসপাতাল, ষ্ট্রাণ্ডরোড।

„ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র, এল্ আর সি পি (লণ্ডন), এম্ আর সি এম্, ২০ গ্রে ষ্ট্রীট।

„ ধন্নুলাল আগরওয়ালা বি এ, এটর্ণী, ২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

„ ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন।

২০৫ „ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।

„ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, ৮৬।৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

„ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ৩০ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

„ নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, মিনার, ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড।

২১০ „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, (ক) টেলোগ্রাফার, ৬১ সীতারাম ঘোষের লেন।

„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, (খ) ঘোষ ব্রাদার্স, কুণ্ডুর লেন, বেলগেছিয়া।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু (ক) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ২০ কাঁটাপুকুর লেন।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু, (খ) ২৩ জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার।

„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৩২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

২১৫ „ নগেন্দ্রনাথ রাহা, ৫ মহেন্দ্র বসুর লেন।

„ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড।

„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম্ এ, বি এল্, ১ উল্টাডিঙ্গী জংসন রোড।

„ নন্দলাল দে, ৭ সৃষ্টিধর দত্তের লেন।

„ নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষের লেন।

২২০ শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,
৬৫ ময়েরপুর রোড, চেতলা, আলিপুর।
„ নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
„ নরসীধনজী, ৪৮ এজরা ষ্ট্রীট।
„ নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্, ৪২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা।
„ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, ৭ রাজা গুরুদাসের লেন।
২২৫ „ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭২ বীডন ষ্ট্রীট।
„ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ১৯ রামকান্ত বসু ১ম লেন, বাগবাজার।
„ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ১২ ভীম ঘোষের লেন।
„ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
„ নরেন্দ্রনাথ লাহা বি এ, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
২৩০ „ নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, ৭৮।৭৯ বীডন ষ্ট্রীট।
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল, ৪৫ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রোড, ভবানীপুর।
„ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ৬৯।১ সার্পেন্টাইন লেন।
„ নলিনকৃষ্ণ সরকার, ১৪ গোয়ালপাড়া লেন, গোয়াবাগান।
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ১০ সিমলাই পাড়া রোড. পাইকপাড়া, কাশীপুর।
২৩৫ „ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড, কালীঘাট।
„ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৫ নেবুতলা ষ্ট্রীট।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ নিত্যানন্দ রায়, ৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।
২৪০ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি, ডিমনষ্ট্রেটার, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„ নীরজনাথ ঠাকুর, ২২।২ কামারডাঙ্গা রোড, ইটালী।
„ নীরদকৃষ্ণ রায়, ৩২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„ ডাঃ নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্ ডি, ৬১ হারিসন রোড।
„ নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭৩।১ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
২৪৫ „ নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ২ রাজাবাগান জংসন রোড।
„ নেপালচন্দ্র রায় বি এ, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর।
„ পদ্মিনীমোহন নিয়োগী, চেরী প্রেস, ৭৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
„ পরেশচন্দ্র সোম, ৭৬ অপার সার্কুলার রোড।
২৫০ „ ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ, ৪।১ তেলিপাড়া লেন।
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা, ৫ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
„ পান্নালাল বসু, এম্ এ, ২৬ নবাব্দি ওস্তাগর লেন।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল মল্লিক বি এ, "মল্লিক ভবন", মাণিকতলা মেন রোড।
„ সমণ পূর্ণানন্দ স্বামী বহুশ্রুত পিল্লাটী, ৫ ললিত মোহন দাসের লেন, কপালীটোলা।
২৫৫ „ পুরুষোত্তম সিংহ বি এ, ৬৮।৩ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ পূর্ণেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
„ পুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়া লেন, বড়বাজার।
„ পুলিনবিহারী দাস, ১৬ সাউথ শিয়ালদহ রোড।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ২৫ রামবাগান ষ্ট্রীট।
২৬০ „ পূর্ণচন্দ্র সেন, (ক) ৫৭।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, (খ) ১১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„ প্যারীলাল হালদার এম্ এ, বি এল্, ১১৩ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
„ প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭ রামমোহন সাহার লেন।
মাননীয় মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর নাইট, বাহাদুর,
প্রাসাদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা।
২৬৫ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা।
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪৩।১ বাবুরাম ঘোষের লেন।
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, ১৩৭।৯ বেলেঘাটা রোড, পোঃ ইটালী।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি, ১৫৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২৭০ „ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ৪৮ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ প্রবোধচন্দ্র হালদার, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট।
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, আই, আর, এস্, ৭ কালিদাসের লেন।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বালীগঞ্জ, ২ ঝুপুভাঙ্গা রোড।
„ ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী এল্ এম্ এস্, ১২ বীডন ষ্ট্রীট।
২৭৫ „ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ২৫৮।১০।১ কুলীপাড়া লেন।
„ প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডন ষ্ট্রীট।
„ প্রমথনাথ মল্লিক, ৭ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
„ প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার, ২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানাল ষ্ট্রীট, ইটালী।
২৮০ „ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, গোয়াবাগান।
„ ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় এম্ এ, ডি এস্‌সি, ৭ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।
„ প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত, ১০।৪ মুসলমানপাড়া লেন।
„ প্রসাদদাস গোস্বামী, ৭২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী, ১১ আপার সার্কুলার রোড।
২৮৫ „ প্রিয়নাথ মিত্র বি এ, ৭১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (ক), মুচিপাড়া থানা, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (খ) এম্ এ, বি এল্, সেক্রেটারি করপোরেশন, করপোরেশন বিল্ডিংস্।
„ ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেল্নার কোম্পানীর আপিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড।
„ ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৮।৩ ল্যান্সডাউন রোড।
২৯০ „ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ বঙ্কিমচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, ২০ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ বদরীদাস গোয়েন্কা বি এ, বাঁশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দ দেব বাহাদুর, ১৫ ট্যাংরা রোড, ইটালী।
২৯৫ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি, ১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„ বনমালী দত্ত, কুমার রাধাপ্রসাদ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ৮৪ অপার চিৎপুর রোড।
„ বরদাকান্ত ঘোষ, ১০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
„ বরদাকান্ত মিত্র বি এ, ৬৪।১ দর্জ্জিপাড়াহাটা ষ্ট্রীট।
„ বরদাদাস বসু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
৩০০ „ বরদাপ্রসাদ বসু, ৫৯ হারিসন রোড।
„ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, "ইন্দিরা"-সম্পাদক, ৪ বাবুরাম শীলের লেন, বহুবাজার।
„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।
„ বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩২।২ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
৩০৫ „ ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ বিজয়কৃষ্ণ রায়, ৯ জগমোহন সাহার লেন, চোরবাগান।
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ২৩।৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর।
৩১০ „ বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, ৬২ বকুলবাগান রোড ভবানীপুর।
„ বিধুভূষণ সেন গুপ্ত বিদ্যাভূষণ এম্ এ, শিক্ষক, হিন্দুস্কুল, কলেজ স্কোয়ার।
„ বিনয়কুমার সেন এম্ এ, অধ্যাপক সংস্কৃতকলেজ, ১৩ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট।
„ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৪১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
„ বিনোদবিহারী বসু বি এ, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
৩১৫ „ বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, ৬০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।
„ বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ, এটর্ণি ৭।২ বৃন্দাবন পালের লেন।
„ বিপিনবিহারী বসু, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন এম্ এ বি এল্, ৮৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৩২০ „ বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ৬ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার।

„ বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,
স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজ, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার।

„ বিহারিলাল পাল বি এল্, ১০৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

„ বিহারিলাল সরকার, ১০ রামচাঁদ নন্দীর লেন।

„ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০ কালিদাস সিংহের লেন।

৩২৫ „ বীরেশ্বর পাঁড়ে, ৫৯ বীডন ষ্ট্রীট, হেদুয়া।

„ বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ সিমলা ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী বি এ, এল্ এম্ এস্, ৫ অক্ষয়চন্দ্র দত্তের লেন,
নিমতলা ষ্ট্রীট।

„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, হেদুয়া।

„ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১২ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাগবাজার।

৩৩০ „ বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ, ১ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।

„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১২০ অপার সার্কুলার রোড।

„ ব্রজনাথ চন্দ্র, ২২৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৩৩৫ „ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, নাট্য-মন্দির, হরিতকীবাগান লেন।

„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল্, ৩৩।১ নেবুতলা ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

„ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৭ মধুরায়ের লেন।

„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ২ কালীবাগান রোড।

৩৪০ „ ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, শিক্ষক হিন্দুস্কুল, কলেজ স্কোয়ার।

„ ভবানীচরণ ঘোষ, ৬ জরিপ্স্ লেন।

„ ভবতারণ সরকার বি এ, হেড্ মাষ্টার, শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, ৯।২ হরিতকী-
বাগান লেন।

„ ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, নড়াইল হাউস, কাশীপুর।

„ ভুবনমোহন রায়, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন।

৩৪৫ „ ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

„ ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ বৃন্দাবন বসাকের লেন, আহিরীটোলা।

„ মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ২৬ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্টলেন, তালতলা।

„ মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ যুগোলকিশোর দাসের লেন।

„ মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩ পদ্মনাথ লেন, শ্যামবাজার।

৩৫০ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।
„ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি, ২৮।২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।
„ মনোমোহন ঘোষ, ২৫।৫ নবীনকুণ্ডুর লেন, পোঃ হ্যারিসন রোড।
„ মনোমোহন বসু এম্ এ, ২৩৯ অপার সার্কুলার রোড।
„ মনোজমোহন বসু বি এস্, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।
৩৫৫ কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, ৫৫।৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, ৩৩ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৪১ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
„ মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ২১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
„ মন্মথমোহন বসু বি এ, ২ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।
৩৬০ „ মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৩৩ ম্যাকলাউড ষ্ট্রীট।
„ মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
„ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর সি এস্, (লণ্ডন) ১ বীডন ষ্ট্রীট।
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো।
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র, ২ হালসীবাগান রোড।
৩৬৫ „ মুকুন্দলাল লায়েক, এম্ এল লায়েক বানার্জ্জি কোং, ১১ ক্লাইব রো।
„ মুরলীধর রায়, ১৬ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।
„ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৩১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, ৩৩ ম্যাক্লাউড ষ্ট্রীট।
„ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম্ এ, ৫৭ নেবুতলা ষ্ট্রীট।
৩৭০ „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, জমিদার, বরাহনগর।
„ যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এটর্ণি, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, ৫৭ সার্পেণ্টাইন লেন।
„ যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্ ১৮।১ ল্যান্সডাউন রোড।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামতনু মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।
৩৭৫ „ যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম্ এ, বি এল্, ৩২ হজুরীমলস্ লেন।
„ যদুনাথ বরাট, ৩০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
„ যাদবচন্দ্র মিত্র, ১২।১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
„ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, ২৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
„ যামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১।২ দুর্গাচরণ পিতুড়ী লেন।
৩৮০ „ যুগলকিশোর সেন, ৪ সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট বড়বাজার।
„ যুগলকৃষ্ণ বসু, ১২।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
" যোগীন্দ্রনাথ সরকার সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট।
" যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি, ১৭১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
৩৮৫ " যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ, ৬৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, (অক্সন), ৩৮।২ লোয়ার সার্কুলার রোড।
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, (ক) ৩৯।১ সিমলা ষ্ট্রীট।
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (খ) ৪৮ বীডন ষ্ট্রীট।
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লেন, টালা।
৩৯০ " কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
" যোগেশচন্দ্র মিত্র, ৫৪।১ চুণাপুকুর লেন।
" যোগেশচন্দ্র রায় বি এল্, ৩০।৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, ২৩ মির্জ্জাফর্স লেন।
" রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ১৭০।২ লোয়ার সার্কুলার রোড।
৩৯৫ " রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৬৫।১ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্, ৫৬।৩৭।৩৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্ এ, হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার।
" রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
" ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
৪০০ " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪৫।৪ সিমলা ষ্ট্রীট।
" রাখালদাস বসু, ১।১ নবাবী ওস্তাগর লেন।
" রাখালদাস মজুমদার, ৮ বাহির সিমলা রোড।
" রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, এটর্ণি, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১২।৪ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা।
৪০৫ " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সি আই ই, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
" কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, ১৪৪।১ অপার চিৎপুর রোড।
" " রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ২০ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
" রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
" রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১০ ব্রজলাল মিত্রের লেন।
৪১০ " রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৯২ অপার সার্কুলার রোড।
" ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর সি পি, এল্ এম্ এস্, ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
" রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, মেট্রপলিটান কলেজ, ২২ শঙ্কর ঘোষের লেন।
" রাধেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২৩ নেবুতলা ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ৩৭।৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

৪১৫ „ রামচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ২৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর।

„ রামদাস মুখোপাধ্যায়, রাজা সিউবক্স বগলার লেন, টালা।

„ রামনাথ ভট্টাচার্য্য, ২৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।

„ রামহরি ভড় বি এল্, ২৩ রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া।

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, ৮ মধুসূদন গুপ্তের লেন।

৪২০ „ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, সি, এস্, আই, ৪৬ থিয়েটার রোড।

„ রুড়মল গোয়েন্কা, ৫৭ বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

„ রেবতীমোহন সেন, শিক্ষক মূক ও বধির বিস্থালয়, ২৯৩ আপার-সার্কুলার রোড।

„ লছমীচাঁদ আগরওয়ালা, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৭০ অখিল মিস্ত্রীর লেন।

৪২৫ „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, "দীনধাম", ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন।

„ ললিতমোহন ঘোষ, ১।১ উল্টাডিঙ্গী রোড।

„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৪ নীলমণি সরকারের লেন।

„ ললিতমোহন মল্লিক, ২ লালবাজার ষ্ট্রীট।

„ রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর, ৫ ক্রীক রো।

৪৩০ „ লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড।

„ শরচ্চন্দ্র খাঁ এম্ এ, বি এল্, ১৬৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ মীরজাফর্স লেন।

„ শরচ্চন্দ্র দত্ত বি এ, এটর্ণি, ৬৮।৩ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

„ ডাক্তার শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, ১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৪৩৫ „ শরচ্চন্দ্র বসু, উইল্কিন্স প্রেস্, কলেজ স্কোয়ার।

„ শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৪৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।

„ ডাঃ শরচ্চন্দ্র রায় এম্ বি, এইচ এস্, ৫৭ অপার সার্কুলার রোড।

„ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ১০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

„ ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত এল্ এম্ এস্, ৮ পামার বাজার রোড, ইটালী।

৪৪০ „ শরৎকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, সুপাঃ কণ্ট্রোলার জেনারল অফিস, বাগমারী রোড।

„ শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

„ শরৎকুমার লাহিড়ী, ৫৪ কলেজ ষ্ট্রীট।

„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, এম্ বি, বি এস্‌সি, (লণ্ডন), ৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
৪৪৫ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরকার এম্ এ, ৭ রাধানাথ মল্লিকের লেন।
" শশিভূষণ সুর, ১৪।১ ডফ্ ষ্ট্রীট।
" শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৮ জেলেটোলা লেন, কাঁসারীপাড়া।
" শিবচন্দ্র দেব বি এল্, ৭৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর।
" শিবনাথ বসু, ৭।১২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
৪৫০ " পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" শিবশঙ্কর সাহা, ৬৭ নিমুগোস্বামীর লেন।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্, ৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন।
" শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ মথুরাসেনর লেন।
" মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বি এ, এটর্ণী, ২৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
৪৫৫ " শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস্, ৪১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।
" শ্যামলাল বসু, ৮২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
" শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ১০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৪৬০ " শ্যামাচরণ পাল, ১৫ ছিদাম মুদির লেন, বর্দ্ধিপাড়া।
" কবিরাজ শ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী কবিরত্ন, ৪২।৩ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
" রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, ৫৩ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
" শ্রীশচন্দ্র গুহ, ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র বসু এল্ এম্ এস্, ২৫ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।
৪৬৫ " ষোড়শীচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্, ৭৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী, ৫ নীলমাধব সেনের লেন, মানিকতলা।
" সজনীকান্ত সিংহ বি এল্, ৮৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" সতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১৫ গৌরীবেড় লেন।
৪৭০ " সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ১১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, (ক) ৮ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, (খ) ১৭০ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, ১০০১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বি এ, এটর্ণি, ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
৪৭৫ " সতীশচন্দ্র বসু, ২৬।১ নিউ রোড, কালীঘাট।
" মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি,
২৬।১ কানাইলাল ধরের লেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১১৫ বেলেটোলা ষ্ট্রীট, পোস্তাবাজার।
„ সতীশচন্দ্র সরকার, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
৪৮০ „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ।
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৬ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।
„ সরলকুমার বসু, ৪৭ চুণাপুকুর লেন।
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
„ সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল, ৪৮।১ রামতনু বোসের লেন।
৪৮৫ „ সাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, রিপন কলেজ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
„ সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, ১৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
„ সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ পণ্ডিত সীতানাথ কাব্যরত্ন, রিপন কলেজ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
৪৯০ „ সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর।
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
„ সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, বি এস্ সি, ৪ ডফ্ ষ্ট্রীট।
„ সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বি, এস্‌সি, এফ আর এস্ ই, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
„ সুবোধচন্দ্র রায় বি এ, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
৪৯৫ „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, ৭ রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট, রামবাগান।
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ৫৭ পার্ক ষ্ট্রীট।
„ সুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ।
৫০০ „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বেঙ্গলী" সম্পাদক, রিপন কলেজ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ১৪।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু (ক) এল্ এম্ এস্, ১ ঈশ্বর ঠাকুরের লেন, দর্জ্জিপাড়া।
„ সুরেন্দ্রনাথ বসু (খ) এম্ এ, বি এল্, ৩৯।২ হাজরাপাড়া লেন, কালীঘাট।
„ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
৫০৫ „ সুরেন্দ্রনাথ সাঙ্ককী গোস্বামী, দক্ষিণসিঁতি জ্ঞানদায়িনী চতুষ্পাঠী, কাশীপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, ১৬ বারওয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা।
„ সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৪।২ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, সব্‌ডেপুটি কলেক্টর, ১২ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
„ সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি এ, ১৬।১ যদুনাথ মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।

৫১০ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, ৫৭ সার্পেন্টাইন লেন।

„ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দত্ত এল্ এম্ এস্, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

„ „ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ৬৬।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।

„ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।

৫১৫ „ সুরেশচন্দ্র সরকার (ক), ৪২।১ ল্যান্সডাউন রোড।

„ সুরেশচন্দ্র সরকার (খ), ২৫ হোগলকুড়িয়া গলি।

„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯।১ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।

„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ১৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন।

৫২০ „ কবিরাজ হরলাল গুপ্ত, ৪ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা।

„ হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্, ২৩।২ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন।

„ হরিচরণ বসু, ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

„ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ২।১ অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার।

„ হরিচরণ সারখেল বি এল্, মানিকতলা রোড।

৫২৫ „ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট, চালতাবাগান।

„ ডাক্তার হরিধন দত্ত এল্ এম্ এস্, এফ্ সি এস্, ৩৭ বেণেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা।

„ হরিপদ আচার্য্য, ৫ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন, সিমলা।

„ হরিপদ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ৯ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্যামবাজার।

„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন।

৫৩০ „ হরিনাথ দে এম্ এ, ৩০ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, গড়পার।

„ হরিপদ মৈত্র বি এ, ২৯।১১ মদন মিত্রের লেন।

„ হরিভূষণ দত্ত এম্ এ, ২৩ ঘোষের লেন।

„ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, "বিনোদকুঞ্জ" ৫৩ উল্টাডিঙ্গী মেন রোড।

„ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গভঃ টেলিগ্রাফ্ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট, লালদীঘি।

৫৩৫ „ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ, ২।২ পিয়ারী দাসের লেন, রামবাগান।

„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ৬৭ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড।

„ হরেন্দ্রনাথ বসুভ, ২৬ গ্যালিফ্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।

„ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১ হরীতকীবাগান লেন।

৫৪০ „ হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

৫৪১ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণী, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ৭১।৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
„ হেমচন্দ্র মিত্র, (ক) ১৯ শ্যামপুকুর লেন।
৫৪৫ „ হেমচন্দ্র মিত্র বি এল্, (খ) ২৮।২ শ্যামপুকুর লেন।
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ ২৬।১ স্কট্‌স লেন।
„ হেমদাকান্ত চৌধুরী, ইডেন হিন্দুহোষ্টেল ১৯নং রুম।
„ হেমেন্দ্রনাথ রায়, ২।৩ রাণীশঙ্করীর লেন, কালীঘাট।
„ হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
৫৫০ „ হেমেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, ৭৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
৫৫১ „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, "দি ক্রোজ", ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

[খ] মফস্বল

১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল, হাওড়া ব্রাঞ্চ, হাওড়া।
„ অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, সেক্রেটেরিয়েট, লাবান, শিলং, আসাম।
„ অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কালেক্টর, চট্টগ্রাম।
„ অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক, ভিক্টোরিয়া এড্‌ওয়ার্ড লাইব্রেরী, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
৫ „ অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, রাভেন্সা কলেজ, কটক।
„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত (ক) বি এ, চিফ্ সেক্রেটারীর আফিস, বর্ম্মা-সেক্রেটেরিয়েট, রেঙ্গুন।
„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
„ অতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজসাহী।
„ অধরচন্দ্র মিত্র বি এ, ২য় শিক্ষক ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল, রায়বেরিলী, উঃ পঃ।
১০ „ পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, জন্‌সন্ রোড, ঢাকা।
„ অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, পাকুড়, ই আই আর, লুপলাইন।
„ অনুকূলচন্দ্র বসু, বর্ম্মা-সেক্রেটেরিয়েট, রেঙ্গুন।
„ অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড্ ক্লার্ক, জজ আদালত, রঙ্গপুর।
„ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি এল্, মুন্সেফ্, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
১৫ „ অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
„ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, বোয়ালিয়া, রাজসাহী।
„ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাজসাহী।
১৮ „ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, নায়েব, জালালগঞ্জ কাছারী, দেউলপাড়া পোঃ রঙ্গপুর।

১৯ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল্, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
২০ „ অবিনাশচন্দ্র বসু, সব্-রেজিষ্ট্রার, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর
„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
„ কবিরাজ অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ, নাটোর, রাজসাহী।
„ অমরনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বৰ্দ্ধমান।
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটী কালেক্টর, কৃষ্ণনগর।
২৫ „ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, "প্রমদালয়," ময়মনসিংহ।
„ অমূল্যকুমার বসু বি এ, সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অফিস, পুনা সিটি।
„ অমলেন্দু গুপ্ত, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।
„ অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী।
„ অমৃতলাল শীল এম্ এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য।
৩০ „ অম্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবনা।
„ অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্, উকিল, ফরিদপুর।
„ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, সব্‌জজ্, মেদিনীপুর।
„ অম্বিকাচরণ রায় এম এ, বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।
„ অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজার পি. ডব্লিউ. ডি. কিষনগঞ্জ গড় [illegible]
৩৫ „ অরুণচন্দ্র পাল, একাউণ্টেণ্ট, পুলিশ কমিশনারের অফিস, ৮নং ৩৬ ষ্ট্রীট,
রেঙ্গুন
„ অশ্বিনীকুমার সেন, সম্পাদক পীতাম্বর লাইব্রেরী, সেনহাটি, খুলনা।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ, গৌরীপুর রাজটোল, গৌরীপুর
ধুবড়ী আসাম।
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।
মুনসী আফ্‌তাবউদ্দীন মণ্ডল, পূর্ণনগর, রঙ্গপুর।
৪০ „ আফানউল্লা কবিরাজ, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
মৌলবি আবদুল মজিদ খাঁ এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রাজসাহী।
মৌলবি চৌধুরী আমানতুল্লা আহম্মদ, কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, জমিদার,
বড়মরিচা, কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাণীগঞ্জ, বৰ্দ্ধমান।
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী, আসাম।
৪৫ „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরা সাহাবাদ।
„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স কলেজ, জম্মু
কাশ্মীর।
৪৭ „ আশুতোষ রায়, রাজসাহী।

৪৮ শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই, রঙ্গপুর।
„ আশুতোষ সেন, ৩৩ বারষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
৫০ „ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, অডিটার অফিস, বর্ম্মা রেলওয়ে, রেঙ্গুন।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, গঙ্গাটিকুরী, বর্দ্ধমান।
„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
„ ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটী, মুলুটি সাঁওতাল পরগণা।
„ ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর।
৫৫ „ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেম্বর, ষ্টেট কাউন্সিল, জয়পুর, রাজপুতানা।
„ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসিষ্টান্ট, গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, সিমলা।
„ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মহনা, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, (ক) অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, (খ) মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৬০ „ উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ভারত-সেবক-সমিতির সভ্য, পুনা সিটি।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি এল্, এড্ভোকেট, ২২ নং ৪৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
„ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্, এম্, এস্, রাজ হাঁসপাতাল, কালনা, বর্দ্ধমান।
„ উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ, অধ্যাপক রাভেন্‌শা কলেজ, কটক।
৬৫ „ উপেন্দ্রনাথ সরকার, মোক্তার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
„ উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, সাকরাইল, ময়মনসিংহ।
রায় „ উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল সাহেব এফ এল্ এস্, একষ্ট্রা ডেপুটী কন্‌সারভেটার অব ফরেষ্ট, শিবসাগর, আসাম।
„ „ উমাকান্ত দাস বাহাদুর, তেওতা, ঢাকা।
„ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যক্ষ, বর্দ্ধমান রাজকলেজ, বর্দ্ধমান।
৭০ „ উমেশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, উকীল, ছাপরা।
„ উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল, গোরকমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ উমেশচন্দ্র মৈত্র, আতাইকুলা, পোঃ লালোর, রাজসাহী।
„ উমেশনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, পোঃ ভারেঙ্গা, পাবনা।
„ মুন্‌শী এ, আই, সাবের, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৭৫ „ মুন্‌শী এনায়েতুল্লা মহাম্মদ, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর।
„ কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া।
„ করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, দিনাজপুর।
„ করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
৭৯ „ কাঙ্গালীচরণ চৌধুরী বি এল্ উকীল, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

৮০ শ্রীযুক্ত কামদাচন্দ্র বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ বসু বি এল্, সবডিবিসনাল অফিসার, ময়ূরভঞ্জ।
„ কামিনীকুমার সরকার, ডিমলা, রঙ্গপুর।
„ কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্, উকিল, ২ আরমানি টোলা, ঢাকা।
„ কামিনীনাথ রায়, পোঃ পুঁটসুরি, বর্দ্ধমান।
৮৫ „ রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই, দেওয়ান কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিহার।
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সাব্‌রেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ কালিদাস মিত্র বি এল্, উকীল, যশোহর।
„ কালীকান্ত বিশ্বাস, পুলিসের সবইন্‌স্পেক্টর, পলাশবাড়ী, রঙ্গপুর।
„ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিস্তারত্ন এম্ এ, বি এল্, উকীল, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর।
৯০ „ কালীকৃষ্ণ ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, বালীগাও, কিশোরচিয়া, ময়মনসিংহ।
„ কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌখাম্বা, বেনারস্ সিটি।
„ কালীধন ঘোষাল, বুক-কীপার ও ক্যাসিয়ার, মেসাস ই, এম্, ডসোজা কোং, রেঙ্গুন।
„ কালীপদ বসু (ক) বি এল, উকীল, মীরাট।
„ কালীপদ বসু (খ) এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
৯৫ „ কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, জমীদার, গুজাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ কালীপ্রসন্ন বাগচী, ম্যানেজার মালদোয়ার ষ্টেট, মহম্মদপুর, পূর্ণিয়া।
„ কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, একাউণ্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
„ কালীমোহন রায় চৌধুরী, পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ্, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
১০০ „ কালীরঞ্জন লাহিড়ী, সহকারী প্রধান শিক্ষক, আড়ারিয়া, পূর্ণিয়া।
„ কাশীনাথ দাস বি এল, উকীল, কটক।
„ কিরণচন্দ্র দে সি এস, শিলং, আসাম।
„ কিশোরীমোহন চৌধুরী বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
„ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শাহবাজ্ঞা, রঙ্গপুর।
১০৫ „ কিশোরীমোহন রায় (ক) কাকিনা, রঙ্গপুর।
„ কিশোরীমোহন রায় (খ) কাষ্টেয়ার্স-টাউন, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।
„ ডাক্তার কিশোরীমোহন লাহিড়ী, হাপানিয়া, পাটুল, রাজসাহী।
„ কিশোরীমোহন সিংহ, বিশ্বাসপাড়া, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ কিশোরীমোহন হালদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১১০ „ কুঞ্জমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১১১ „ কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।

১১২ শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোড়, হাওড়া।
„ কুমুদনাথ চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কুমুদনাথ দত্ত, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১১৫ „ কুমুদবন্ধু বসু, "নন্দন কানন," চট্টগ্রাম।
„ রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, বোয়ালিয়া।
„ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বাঁকুড়া।
„ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, কাশীমপুর, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোরাবাজার, বহরমপুর।
১২০ „ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
„ কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী, জমীদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„ কৃষ্ণনাথ সেন, জমীদার, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল, উকীল, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরেজাবাদ, মালদহ।
১২৫ „ ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্, নাটোর, রাজসাহী।
„ কেদারনাথ মৈত্র, রাজসাহী।
„ কেদারনাথ সেন, জমীদার, পোঃ সাকরাইল, ময়মনসিংহ।
„ রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
„ কুমার ক্রীকারীনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, দুবলহাটী, রাজসাহী।
১৩০ „ ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেডমাষ্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত, ম্যানেজার, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার ষ্টেট, যশোহর।
„ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, বরিশাল।
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
„ ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল্, ধানবাদ, মানভূম।
১৩৫ „ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, যশোহর।
„ ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, সবইন্সপেক্টার অব স্কুলস্, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
„ খগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্কুল সবইন্সপেক্টার, গোবিন্দপুর, মানভূম।
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া।
„ গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি এ, 'মায়াপুরী', কুমিল্লা।
১৪০ „ গঙ্গাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, কোণ্ডারবাগান, হাওড়া।
„ গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বরিশাল।
১৪৩ „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।

১৪৪ শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৪৫ „ গিরিজাকান্ত লাহিড়ী, খাজুরা, রাজসাহী।
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী, বগুড়া।
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ, সব্ ডেপুটী কালেক্টর, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।
„ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
১৫০ „ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, প্রতাপপুর, ফকুনপুর, মুরশিদাবাদ।
„ গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া।
„ গোষ্ঠবিহারি দে বি এল্, মুন্সেফ, বারহানপুর, খণ্ডোয়া, সি, পি,
বি. এন্. আর।
১৫৫ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়, সেক্রেটারী, কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কোং, দরঘাবাজার, কটক।
„ কুমার ঘনদানাথ রায়চৌধুরী বাহাদুর, ডুবলহাটী, রাজসাহী।
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগাচড়া, শান্তিপুর নদীয়া।
„ চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রামগোপালপুর ষ্টেট,
পোঃ রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
„ চন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দপুর, দীঘপতিয়া, রাজসাহী।
১৬০ „ চন্দ্রমোহন মজুমদার, শিক্ষক, প্রতাপচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন, গৌরীপুর, আসাম।
„ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেঃ মাঃ, বারাসত, ২৪ পরগণা।
„ চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
„ চিন্তাহরণ ঘটক, নাড়িয়া, ফরিদপুর।
„ চুণিলাল রায় বি এ, স্পেশিয়াল একসাইজ ডেপুটী কালেক্টর, রাঁচী।
১৬৫ „ জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইণ্টারপ্রিটার, ৯১ নং ২৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
„ কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
„ জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি বি এ (ক্যাণ্টাব), ডাইরেক্টার অব
আর্কিওলজি, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„ জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী, জমিদার, গোবরাছাড়া, কুচবিহার।
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, একাউণ্টাণ্ট, জজ আদালত, রঙ্গপুর।
১৭০ „ জগদীশ্বর সিংহ, বাঘডাঙ্গা, পোঃ জেমো, ভায়া কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
„ জগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
„ মুন্সী জমীরুদ্দীন সাহা, জোতদার, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর।
„ জয়গোপাল দে বি এ, স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১৭৪ „ জানকীনাথ বসু বি এল্, সরকারী উকীল, কটক।

১৭৫ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
„ জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; এল্ এল্ বি, উকীল, লক্ষ্ণৌ।
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, "সাধনাকুঞ্জ", ঘাট ফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
„ মুন্সী জুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গোঁসানিমারী, কুচবিহার।
„ জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১৮০ „ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, "প্রসূন" সম্পাদক, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষাল বি এ, বালুগঞ্জ, আগ্রা।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টর, বাগেশ্বর।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, সবইন্সপেক্টার অব্ পুলিস, বালুরঘাট, দিনাজপুর
„ জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
৮৫ „ কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, "আলয়" পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এসিষ্টাণ্ট, একাণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, লাবান নজ শিলং।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, জলের কলের ইন্‌স্পেক্টার "দি মল্", কানপুর।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবরায় বৈদ্যনাথ, দেওঘর।
„ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ, মুরশিদাবাদ।
১৯০ „ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'প্রয়াগ সাহিত্য-মন্দির,' সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ।
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, শিক্ষক গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, লাবান, শিলং, আসাম।
„ মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
„ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী।
১৯৫ „ তারাসুন্দর রায় বি এল্, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, কাকিনা, রঙ্গপুর।
„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।
„ ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর।
„ ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, জোতদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
২০০ „ দক্ষিণাপ্রসাদ বসু, মহারাজের সদর নায়েব, ময়মনসিংহ।
„ দামোদর ভকত্‌চাঁদ সা, থার্ড এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, কাথিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, কাথিওয়ার, রাজকোট, রাজপুতানা।
„ ডাক্তার দাশরথি সিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, দেবীপুর, বর্দ্ধমান।
„ দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন, নায়েব, মেছুয়া পোঃ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
„ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
২০৫ „ দীনেশচন্দ্র মুন্সী বি এল্, এডভোকেট, ২২ নং ৪৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
„ দীনেশচরণ দাসগুপ্ত, বলধরা মাণিকগঞ্জ।
২০৭ „ দুর্গাদাস ঠাকুর, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।

২০৮ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, নবাব হাইস্কুলের শিক্ষক, মুর্শিদাবাদ সিটি।
„ দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
২১০ „ দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল।
„ দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপাঃ মিউনিসিপাল হেল্থ অফিস্, রেঙ্গুন।
„ দেবনারায়ণ ঘোষ পি, ডব্লিউ, ডি, তেজপুর, আসাম।
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, অযোধ্যাপুর, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান হাতোয়া রাজ, হাতোয়া।
২১৫ „ দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, ওল্ডহাম রোড, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব ইন্সপেক্টর, রায়পুর, ঢাকা।
„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার বি এল্, সরকারী উকীল, বৰ্দ্ধমান।
„ দেবেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার, খিতপুর, চরপাড়া, ময়মনসিংহ।
„ দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, গৌহাটী, আসাম।
২২০ „ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, রায় ত্রিবেদী কোং, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
„ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, স্কুল, পাবনা।
„ মৌলবি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ বাহাদুর, উকিল, সোনামুড়া, ত্রিপুরা।
„ দ্বারকানাথ রায় বি এল্, জমিদার, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২৫ „ দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, সবডেপুটী কালেক্টার, গোলাঘাট, আসাম
„ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, হেড্মাষ্টার, শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়া।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ঢেঙ্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা
„ কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো রাজবাটী, জেমো, ভায়া কান্দী, মুরশিদাবাদ।
„ দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুর, আসাম।
২৩০ „ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কালীপুর, গৌরীপুর ময়মনসিংহ।
„ ধূর্জ্জটীকুমার দত্ত, সদর কানুনগো, চট্টগ্রাম।
„ নকুলেশ্বর গুপ্ত, কণ্ট্রাক্টার, ৪০ সংখ্যক ষ্ট্রীট, ৪১ নং বাটী, রেঙ্গুন।
„ নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি এ, বিপ্রবেলঘরিয়া, পাটুল পোঃ রাজসাহী।
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এলাহাবাদ।
২৩৫ „ নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটী কলেক্টার, চট্টগ্রাম।
„ নগেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার, খিতপুর, চরপাড়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলনা।
„ নন্দকুমার চাকী, হরিপুর, পোঃ কালীর বাজার, সুন্দরগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৩৯ „ নন্দলাল দে, বড়বাজার, চুঁচুড়া।

২৪০ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

,, নবসুন্দর দাস, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

,, নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম এ, বি এল্, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

,, নরেন্দ্রনাথ রায়, এম্ এ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর।

,, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর।

২৪৫ ,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, উকীল, বগুড়া।

,, রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বর্দ্ধমান।

,, নলিনীকান্ত অধিকারী বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

,, নলিনাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বুকিং ক্লার্ক, ই, বি, এস, আর, লালমণির হাট, রঙ্গপুর।

,, নলিনীনাথ বিশি, জয়াড়া, রাজসাহী।

২৫০ ,, নলিনীমোহন ঘোষ, বাড়িয়া সম্মিলনীর তত্ত্বাবধায়ক, ভাওয়াল-ব্রাহ্মণগাঁ, পোঃ ঢাকা।

,, নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া।

,, নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সব-আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দেরাদূন।

,, নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, অধ্যাপক, হুগলীকলেজ, পাণ্ডুবাটী, শ্রীরামপুর।

,, নিখিলনাথ রায় বি এল্ এথোরা, ভায়া সীতারামপুর, বর্দ্ধমান।

২৫৫ ,, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, ভাগলপুর।

,, নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল

,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিসনার অফিসার, ১৩৯ চাইকাসান রোড, রেঙ্গুন।

,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনাহাটা স্কুল, দিন হাটা, কুচবিহার।

,, নিশিকান্ত সেন এম্ এ, সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ কলেজের অধ্যাপক, দিল্লী।

২৬০ ,, নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, অধ্যাপক সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, ১২৯ সোণারপুরা, কাশী।

,, নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ধুবড়ী, আসাম।

,, নীলকান্ত রায়, জমিদার, খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।

,, নীলমণি ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরমপুর।

,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।

২৬৫ ,, নুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

২৬৬ ,, নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, দৌলতপুর এচ্ ই স্কুল, মহেশ্বরপাশা, পোঃ দৌলতপুর, খুলনা।

২৬৭ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, রাজসাহী-কলেজ, রাজসাহী।

" নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেসিয়ার, বেলিফ্ সুপাঃ স্মলকজ কোর্ট, রেঙ্গুণ।

" পঞ্চানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শান্তিনিকেতন, পুরী।

২৭০ " পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

" পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল্, রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর।

" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী।

" পরমেশপ্রসন্ন রায়, বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার,

ময়মনসিংহ।

" পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ভাগলপুর।

২৭৫ " পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর।

" মুন্সী পসর মহম্মদ মিঞা, পোঃ মাথাভাঙ্গা, রঙ্গপুর।

" পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া চুঁচুড়া।

" পান্নালাল সিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

" পার্ব্বতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

২৮০ " ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস এল্ এম্ এস্, বগুড়া।

" রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, সি এস, আই,

উত্তরপাড়া, হাওড়া।

" পুলিনবিহারী রায়, সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া আফিস, দার্জ্জিলিং।

" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

" পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, রঙ্গপুর।

২৮৫ " পূর্ণচন্দ্র বসু, সিংহজানি, বসুপাড়া, ময়মনসিংহ।

" পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, বড় তরফ, কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ

রঙ্গপুর।

" ডাঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

" পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।

" পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।

২৯০ কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, পোঃ জেমো,

ভায়া কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকিল, বাকীপুর।

" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, পোঃ রঙ্গপুর।

" কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।

" প্রতুলকৃষ্ণ বসু, ৪৪ টেড্ডি নিয়, বেণারস সিটি।

২৯৫ " সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, নাইট, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই,

লাহোর, পঞ্জাব।

২৯৬ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, টাকী, ২৪ পরগণা।
" প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর।
" প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, খাসমহল অফিসার, ডায়মণ্ডহারবার।
" প্রবোধচন্দ্র সরকার বি এল্, উকীল, পাবনা।
৩০০ " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গয়া।
" প্রভাতচন্দ্র দোবে, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্টেট, মেদিনীপুর।
" প্রভাতচন্দ্র বাগচী, সেরপুর, বগুড়া।
" রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।
" প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়া।
৩০৫ " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কিউরেটার, বুরো অব এডুকেশন, শিমলা।
" প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি, এফ জি, এস, রাঁচী।
" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, শিয়ারশোল রাজবাটী, বৰ্দ্ধমান।
" প্রমথনাথ মুন্সী, জমীদার শেরপুর, বগুড়া।
পণ্ডিত " প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর রাজসাহী।
৩১০ " মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ।
" প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমিদার, কুচবিহার।
" প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্স্পেক্টার অব ভ্যাক্সিনেশন, ধুবড়ী, আসাম।
" প্রসন্নকুমার রায় বি এল্, এডভোকেট, মৌলমিন, বর্ম্মা।
" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম।
৩১৫ " প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিহার।
" প্রিয়নাথ ঘোষাল বি এ, হরিহরপুর, সোনারপুর, ২৪ পঃ।
" প্রিয়নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, সেসন জজ, কুচবিহার।
" প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
" বঙ্কবিহারী কুণ্ডু, বারদুয়ারী শেরপুর বগুড়া।
৩২০ " বঙ্কবিহারী দাস, পোঃ কাজলধারা, শ্রীহট্ট।
" বঙ্কিমচন্দ্র সাহা চৌধুরী, বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।
" বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
" ডাক্তার বরদাকান্ত রায় এল্ এম্ এস্, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, হাতোয়া।
" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল্, দিনাজপুর।
৩২৫ " বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটী, রঙ্গপুর।
" বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্, ডিষ্ট্রিক্ট জজ, বহরমপুর।
" বরদাপ্রসন্ন সোম রায় বহাদুর এম্ এ, বি এল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, চুঁচুড়া।
৩২৮ " ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী, হিমাইতপুর, পাবনা

৩২৯ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এস্, আমিনগাঁও, আসাম।

৩৩০ „ বসন্তকুমার মিত্র, বশড়া, চাকদহ পোঃ, নদীয়া।

„ বসন্তকুমার সরকার, পুরুলিয়া।

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

„ বামাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, অধ্যাপক, গবর্মেণ্ট কলেজ, চট্টগ্রাম।

„ বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর।

৩৩৫ „ মেজর বামনদাস বসু, আই এম্ এস্ বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

„ বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ধানবাদ, মানভূম।

„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল এম্ আর এ এস্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি।

„ রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

„ বিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমীদার, ময়মনসিংহ।

৩৪০ „ বিধুভূষণ গোস্বামী এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ বিনোদকুমার সেনগুপ্ত রায়চৌধুরী, কাউনিয়া, বাখরগঞ্জ।

„ বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া পোঃ, রাজসাহী।

„ বিপিনচন্দ্র দাস, ম্যানেজার, দলিবাড়ী কাছারী, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৩৪৫ „ ডাঃ বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, বর্দ্ধমান।

„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্, উকীল, মালদহ।

„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী।

„ বিপিনবিহারী চন্দ্র, উদকুণ্ডা, পোঃ, গণুটিয়া, বীরভূম।

„ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

৩৫০ „ বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

„ বিমানবিহারী বসু এম্ বি, টেম্পল মেডিকাল স্কুল, বাঁকিপুর।

„ বঙ্কবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ বিশ্বনাথ ঘোষাল, কসবা, চাকুরীয়া, ২৪ পরগণা।

„ বিশ্বম্ভর কর্ম্মকার, সেনের চর, পোঃ উমেদপুর, ফরিদপুর।

৩৫৫ „ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বরিশাল।

„ বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, হুগলী।

„ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস, জজ, বরোদা, বোম্বাই।

„ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোড, শিবপুর, হাওড়া।

„ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, বৈঁচিবাটী, হুগলী।

৩৬০ „ বিহারীলাল রায় কবিবর বি এ, প্রধান শিক্ষক জাতীয় স্কুল, খুলনা।

৩৬১ „ বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।

৩৬২ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, চিৎলিয়া, মীরপুর, নদীয়া।
„ বীরেশচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীবাসদত্তের গলি, পঞ্চাননতলা, হাওড়া।
„ বিশ্বেশ্বর রায়, উকীল, নাওগাও, রাজসাহী।
৩৬৫ „ বীরেশ্বর সেন, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস,
গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
„ বেচারাম লাহিড়ী বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
„ বেণীমাধব ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।
„ বৈকুণ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কালীগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
৩৭০ মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া পোঃ বহরমপুর।
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহীগঞ্জ, পোঃ রঙ্গপুর।
„ ডাক্তার ব্রজনাথ সান্যাল, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
„ ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।
„ ব্রজরাজ চৌধুরী বি এল্, জজ আদালতের উকীল, কটক।
৩৭৫ „ ব্রজসুন্দর সান্যাল, মোক্তার, পানসীপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম এ, পি এচ্ ডি, অধ্যক্ষ, কুচবিহার কলেজ, কুচবিহার।
„ পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র শিরোরত্ন, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
„ ভগীরথচন্দ্র দাস, মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ ভবানীচরণ সেন, কলেক্টারের নাজির, কালীতলা, দিনাজপুর।
৩৮০ „ ভবানীনাথ রায়, চিৎলিয়া, মিরপুর, নদীয়া।
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, জমিদার, রঙ্গপুর।
„ ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
„ ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, হুগলী কলেজ, হুগলী।
„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
৩৮৫ „ ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, আসকের গলি, ঢাকা।
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের বাটি,
ভিকনাপাহাড়ী, মোরাদপুর পোঃ বাঁকিপুর।
রাজা „ ভুবনমোহন রায় বাহাদুর, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
„ ভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
„ ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, বনগ্রাম, যশোহর।
৩৯০ „ ভৈরবচন্দ্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড়া।
রাওসাহেব শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, কেরৌলী ষ্টেট কাউন্সিলের সভ্য,
কেরৌলী, রাজপুতানা।
৩৯২ শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মঞ্জুরোল হাফেজ, যশোহর।

৩৯৩ শ্রীযুক্ত মণিমোহন ভট্টাচার্য্য, রাঁও সাহেব সংসারচন্দ্র সেন

মহাশয়ের বাসা, জয়পুর, রাজপুতানা।

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।

৩৯৫ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশীমবাজার, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর।

„ মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, বাঁকিপুর।

„ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

„ মধুসূদন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

৪০০ „ মাধবচন্দ্র সিকদার বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।

„ মুন্‌শী মনুহর হোসেন খাঁ চৌধুরী, রসুলপুর, পোঃ বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।

„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক, ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরী,

রায়গ্রাম, যশোহর

„ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিডি।

„ মনোরঞ্জন সরকার, পাট্‌কাপাড়া, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।

৪০৫ „ মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, আজমীর, রাজপুতানা।

„ মন্মথনাথ লাহিড়ী, পোষ্টাল ক্লার্ক, শিববাটী, বগুড়া।

„ মুন্‌শী এম্ এ, ডব্লিউ জে, হক, দেওয়ানগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

„ মহিমচন্দ্র ঘোষ বি এ, আই, সি, এস, আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট,

চাঁদপুর কুমিল্লা।

„ মৌলবি মহম্মদ এরসাদ আলী খাঁ চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী।

৪১০ „ মৌলবি মহম্মদ আমির উদ্দিনখান্, ফরিদাবাদ, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।

„ মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি এল্, উকীল রাজসাহী।

„ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।

„ মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বামুনিয়া, গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর।

৪১৫ „ মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শালাপাড়া, শিবপুর হাওড়া।

„ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ „ মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মহারাজের কর্ম্মচারী, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

„ মুকুন্দচন্দ্র দাস, পুটীমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।

„ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকীপুর।

৪২০ „ মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর।

„ মুলুকচাঁদ চৌধুরী, দামিহা, বাদ্‌লা পোঃ, ময়মনসিংহ।

„ মৃগাঙ্কনাথ রায়, কালেক্টরী আফিস, মেদিনীপুর।

৪২৩ „ মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া।

৪২৪ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, এম্ আর্. এ, এস্, সন্তপ্ত ফরিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৪২৫ " মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, জয়পুর মহারাজের কলেজ, রাজপুতানা।
" মোক্ষদারঞ্জন রায়, জমীদার, গুজরা, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।
" মোহান্ত মহারাজ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
" মোহান্ত মহারাজ সুরেন্দ্রগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
৪৩০ " মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্, সবজজ্, ফরিদপুর।
" মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, দেওয়ান, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।
" মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, শিববাটী, বগুড়া।
" মোহিনীমোহন রায়, এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
৪৩৫ " যজ্ঞেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোলাঘাট, আসাম।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীমবাজার, বহরমপুর।
" পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, হেড পণ্ডিত আড়রা কুমেদ ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল, পোঃ ভাত্রা, ময়মনসিংহ।
" যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ইটাকুমারী কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দুম্‌কা, সাঁওতাল পরগণা।
৪৪০ " যতীন্দ্রমোহন রায়, (ক) এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি, ভাণ্ডারা, সি, পি।
" যতীন্দ্রমোহন রায়, (খ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
" যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমীদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া, মানভূম।
" যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, গোপালপুর ছোটতরফ, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৪৪৫ " যতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লাহিড়িয়া সরাই, দ্বারবঙ্গ।
" যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা।
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।
" রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, যশোহর।
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
৪৫০ " যদুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" যদুনাথ সরকার, এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, বাঁকিপুর।
" যদুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়া, ডায়া নাটোর, রাজসাহী।
" রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, অশোকাশ্রম, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।
৫১৪ " যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী, মঠ, বাণিকন্দর, ঢাকা।

৪৫৫ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ৬ পাংলা খাঁর লেন, ঢাকা।
„ যামিনীকান্ত সেন বি এল্, জমীদার, রঙ্গমহল বিল্ডিংস্,
হস্পিটাল রোড়, চট্টগ্রাম।
„ যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ, অধ্যাপক, ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ, হাজারীবাগ।
৪৬০ „ যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র, নশীপুর, মুরশিদাবাদ।
„ যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, তাঁতিবাজার, ঢাকা।
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুনসীবাড়ী, পোঃ মলচর, ঢাকা।
„ যোগেন্দ্রনাথ দে, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল্‌স্ অফিস্, রেঙ্গুন।
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
৪৬৫ „ পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন, হেড্ পণ্ডিত
নাটোর মহারাজের স্কুল, গুরুদাসপট্টি, নাটোর, রাজসাহী।
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড়তরফ, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।
„ যোগেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল দিনাজপুর।
„ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট, ক্লাকস্ ব্যারাক, সিমলা।
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৭০ „ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
„ যোগেশচন্দ্র রায় এম এ, র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক, কটক
„ যোগেশচরণ সেন, বদরপুর, খাগড়া, বহরমপুর।
„ রজনীকান্ত ত্রিবেদী, বহড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
„ রজনীকান্ত দত্ত, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
৪৭৫ „ রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তপুষ্করিণী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত মৈত্র, পুলিস আফিসের হেডক্লার্ক, সেনপাড়া, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
„ রজনীমোহন সান্ন্যাল, সেরপুর, বগুড়া।
৪৮০ „ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা।
„ মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
„ রণজিৎ সিংহ, বি এল্ উকীল, ভাগলপুর।
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, ২২ কেদার বাড়ুযোর ঘাট, শিবপুর, হাওড়া।
„ রাজা রমণীকান্ত রায় বি এ, চৌগাঁ, রাজসাহী।
৪৮৫ „ রমণীমোহন ঘোষ বি এল্, ডাকঘর সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বহরমপুর
ডিভিসন, বহরমপুর ও রাণাঘাট।

৪৮৬ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

„ রমণীরঞ্জন দত্ত বি এ, ডেপুটি কলেক্টার, বরিশাল।

„ রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ, শিক্ষক, রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুল, ঘোড়ামারা।

„ রমাপ্রসাদ রায় বি এ, একষ্ট্রা আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দেরাদুন।

৪৯০ „ রাইচরণ মজুমদার, পুলিশ সব ইন্সপেক্টার, লালমণির হাট, রঙ্গপুর।

„ রাখালচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী, সেরপুর, বগুড়া।

„ রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সব্‌ডিবিশনাল অফিসার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

„ রাখালরাজ রায় বি এ, দ্বিতীয় শিক্ষক, আলবার্ট ভিক্টোর ইন্‌ষ্টিটিউট, বর্দ্ধমান।

„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, "স্বর্ণপ্রেস", ঢাকা।

৪৯৫ „ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,(ক) ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, সিমলা।

„ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্, (খ) উকীল, নড়াইল, যশোহর।

„ রাজকুমার সেন এম্ এ, গারুড়গাঁ, হাসাইল পোঃ, ঢাকা।

„ রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী, বেরো বেলতোড়া, মানভূম।

„ রাজবিহারী দাস, মহাদেব মঠ, নাড়াইয়া পোঃ, বারবঙ্গ।

৫০০ „ কবিরাজ রাজমোহন রায় কবীন্দ্র, আয়ুর্ব্বেদাশ্রম, পোঃ মোরাদপুর, বাঁকিপুর।

„ রাজমোহন সেন এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

„ রাজেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সাব্ ম্যানেজার, বর্দ্ধমান রাজ, কুজং, অনন্তপুর, কটক।

„ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ, ম্যানেজার, খাসমহল, পোঃ খঞ্জনপুর, বগুড়া।

„ রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, অধ্যাপক ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

৫০৫ „ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ সাহা, সেরপুর, পোঃ বগুড়া।

„ রাধিকামোহন মুন্সী, জমীদার, সেরপুর, বগুড়া।

„ রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্, উকীল, গন্ধর্ব্বপুর, মালদহ।

৫১০ „ রামকমল সিংহ, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

„ রামকানাই দত্ত, উকীল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।

„ রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, ভায়া কান্দি, মুরশিদাবাদ।

„ রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, (ক) মুন্সেফ, আড়ারিয়া, পূর্ণিয়া।

৫১৩ রামচন্দ্র চৌধুরী এম

৫১৫ রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বীরবর, মনোহরপুর রাজবাটী, দাঁতন, মেদিনীপুর।
শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ, মালশিরা, রাজসাহী।
„ রামপ্রাণ গুপ্ত, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
„ রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচকা, কালীপাহাড়ী, ই, আই, রেল।
৫২০ শ্রীযুক্ত রায়েন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।
„ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ঝরিয়া, মানভূম।
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি, বালী, হাওড়া।
„ রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, হেড মুন্সী, গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর, আসাম।
„ রেবতীকান্ত দাস গুপ্ত, ঘোড়াচরা, পোঃ ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
৫২৫ „ রেবতীমোহন দাস গুপ্ত এম্ এ, হেড্ আসিষ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেণ্ট, ই বি ও আসাম সেক্রেটেরিয়ট্, শিলং।
„ রোহিণীনাথ শর্ম্মা বি এ, কাটীরাতলী পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
„ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা।
„ রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী।
„ ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব ইন্স্পেক্টার পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
৫৩০ „ ললিতচন্দ্র বসু এম্ আই ই, ই, ইলেকট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীনগর কাশ্মীর।
„ ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ১০ সদানন্দ বাজার, কাশী।
„ ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরত্ন, পোঃ বোদরা, ২৪ পরগণা।
„ ললিতমোহন দে, স্মল কজ কোর্ট, রেঙ্গুন।
„ ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
৫৩৫ „ কবিরাজ ললিতমোহন বাগ্‌চী কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, খাগড়া, বহরমপুর।
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ ও বারাণসী-শাখা-পরিষৎ, ১৩ খালিসপুরা, কাশী।
„ ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ লালবিহারী লাল সিংহ, অফিঃ ডেপুটী সুপাঃ অব পুলিশ, আড়ারিয়া, পূর্ণিয়া।
„ লোকনাথ দত্ত, সব্ ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৫৪০ „ শচীন্দ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতলা, মুরশিদাবাদ।
„ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, সবরেজিষ্ট্রার, কাশীপুর, কলিকাতা।
৫৪২ „ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, উকীল, আলমচাঁদ বাজার, কটক।

৫৪৩ শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, (ক), ৫ এল্‌গিন রোড, এলাহাবাদ।
৫৪৫ ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, (খ), 'সবিতা প্রেস', পুটিয়া পোঃ, রাজসাহী।
,, শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, জজকোর্টের নাজির, চট্টগ্রাম।
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার (ক) এম্ এ, অধ্যাপক পাটনা কলেজ, বাঁকিপুর।
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার (খ) রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ক্যানিং কলেজ, লক্ষ্ণৌ।
৫৫০ ,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায়, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
,, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, (ক) জেমো রাজবাটী, পোঃ জেমো, ভায়া কান্দি, মুরশিদাবাদ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ, (খ) দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত শরৎকান্ত রায়, বিশিয়া দেওয়ানবাটী, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী।

৫৫৫ ,, ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, হামিরপুর, যুক্তপ্রদেশ।
,, শরৎকুমার দত্ত, বেলগাছা, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
,, কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর পোঃ, ভায়া নাটোর, রাজসাহী।
,, শশধর রায় এম্ এ, বি এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
,, শশিকিশোর চঙ্গদার বি এল্, উকীল, নওগাঁ, রাজসাহী।
৫৬০ ,, শশিকুমার ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, মুস্তোফীর ষ্টেট, কুচবিহার।
,, শশিভূষণ ঘোষ, ঝাওয়াকুঠি, ভাগলপুর।
,, শশিভূষণ চৌধুরী, ডিঃ এবং সেসন জজ, বীরভূম।
,, শশিভূষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাল্‌না, বর্দ্ধমান।
৫৬৫ ,, শশিভূষণ বসু এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর।
,, শশিভূষণ রায়, দুবলহাটি রাজষ্টেটের ম্যানেজার, রাজসাহী।
,, শশিভূষণ সিংহ, নায়েব তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম।
,, শাস্তণচরণ বিশ্বাস, হড়া, পোঃ ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী।
,, শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, হুগলী।
৫৭০ ,, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, আরা স্কুলের শিক্ষক, আরা, সাহাবাদ।
,, ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় এম্ বি, এম্ আর্ সি এস, ৪ লায়াল রোড, এলাহাবাদ।
,, শিবরতন মিত্র, রতন লাইব্রেরী, সিউড়ী।
,, শিশিরকুমার বর্দ্ধন এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।
৫৭৪ ,, শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, হেড্ মাষ্টার, আগরতলা উমাকান্ত একাডেমি, আগরতলা, ত্রিপুরা

৫৭৫ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান।
,, কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ।
,, শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, ডাক্তার মনোমোহন গুপ্তের বাটী, মুঙ্গের।
,, শ্যামাকিশোর মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
,, শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
৫৮০ ,, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, (ক) ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, কুচবিহার।
,, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী (খ), কালীপুর পোঃ, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
,, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এ, কানুনগো, জলপাইগুড়ী।
,, শ্যামাপ্রসাদ বক্সী, কুলমতী, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
,, শ্রীনাথ সিংহ, মধ্য শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া তালুক পোঃ, নদীয়া।
৫৮৫ ,, শ্রীনাথ সেন, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কামারখাবা, পোঃ স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।
,, শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, গৌরীপুর ষ্টেট, আসাম।
,, শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, এডোয়ার্ড করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক,
জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
,, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, রামপুরহাট।
,, শ্রীরাম মৈত্রেয়, ফেটগ্রাম, মান্দা পোঃ রাজসাহী।
৫৯০ ,, শ্রীশচন্দ্র বসু বি এল্, সবজজ, এলাহাবাদ।
,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
,, সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিস, ঢাকা।
,, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, "রায়কুটীর", পাঁচচর, ফরিদপুর।
,, মোহান্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর, হুগলী।
৫৯৫ ,, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, ১০ এড্‌মনষ্টোন্ রোড,
এলাহাবাদ।
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ আই আর এস্, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
,, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই, (ক) ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, কৃষ্ণনগর।
,, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, বাবনাপাড়া, বর্দ্ধমান।
,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমীদার, আগমনী পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
৬০০ ,, সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ, অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমি, দৌলতপুর, খুলনা।
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৯২ কেওড়া বাড়ুয্যের ষ্ট্রীট,
শিবপুর, হাওড়া।
,, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, পুলিস সব্ ইন্‌স্পেক্টার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
,, সতীশচন্দ্র সাহা, রথের সড়ক, হাটখোলা, চন্দননগর।
,, সতীশচন্দ্র সিংহ বি এল, উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
৬০৫ ,, সতীশচন্দ্র সেন বি এল, বগুড়া।

৬০৬ শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী সন্মোহন বক্সী, জমিদার, মহারাজের, এ, ডি, সি, কুচবিহার।
„ সত্যচরণ বসু বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর।
„ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কোন্নগর, হাওড়া।
„ সত্যপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ ঝিনেদহ, যশোহর।
৬১০ „ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক সি এস্, ডিঃ এবং সেসন্ জজ, গয়া।
„ সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডালটনগঞ্জ, পালামৌ।
„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, জয়পুর-রাজ, "মায়ামরু", জয়পুর, রাজপুতানা।
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, বেহালা ২৪ পরগণা।
„ সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, সব্ ডেপুটি কলেক্টার, সিউরি, বীরভূম।
৬১৫ „ সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
„ সরোজিনীনাথ বন্ধন বি এ, এল্ এম্ এস্, ৮ রেস্ কোর্স রোড, সিঙ্গাপুর।
„ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "সৎসঙ্গ" সম্পাদক, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
„ সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চিত্রকোল, বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
„ সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব্‌ডিবিসনাল অফিসার, মাধেপুরা, ভাগলপুর।
৬২০ „ ডাঃ সিদ্ধচরণ মিত্র এল্ এম্ এস্, ৪ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ।
„ পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বাৎস্যবেদার্থী, বেলুন, পাণ্ডুয়া, হুগলী।
„ সীতানাথ রায় বর্ম্মা খান্দুয়া, লালগোলা, মুরশিদাবাদ।
„ সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, রায়পাড়া, সেনহাটী, খুলনা।
„ সুধাংশুভূষণ রায় বি এল্, উকিল, ৭৭ কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর।
৬২৫ „ সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, কাথরোই ভিলা জয়পুর, রাজপুতানা।
„ সুরেন্দ্রকুমার বসু বি সি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর, ২৭ শিবপুর রোড, হাওড়া।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার সপ্তপুষ্করিণী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, ডোমার, রঙ্গপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, হিরণ্ময়ী লাইব্রেরী, বাগাছাড়া, আমতলা পোঃ, মুরশিদাবাদ।
৬৩০ „ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, আসিষ্টাণ্ট, ফাইনান্সাল ডিপার্টমেণ্ট, জেল রোড, শিলং।
„ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, কায়স্থ কলেজের অধ্যাপক, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
৬৩৩ „ সুরেন্দ্রনাথ দেব রায়, পোর্ট ব্লেয়ার।

৬৩৪ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
৬৩৫ " সুরেন্দ্রনাথ ভায়া বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
" সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, (ক) সিদ্ধকাটী, বরিশাল।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল্, (খ) এড্‌ভোকেট, লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এল্ এম্ এস্, (ক) "দি মল্", কাণপুর।
৬৪০ " সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, (খ) উকীল, রঙ্গপুর।
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, পোর্ট ব্লেয়ার।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক, পাবনা কলেজ, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর রাজবাটী, দিনাজপুর।
" সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
৬৪৫ " সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার কৃষ্ণপুর, পোঃ গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী, কহলগাঁও, ভাগলপুর।
" সুরেশচন্দ্র সরকার এম্ এ, এম্ আর এ এস্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার, রাঁচী।
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" সুরেশচন্দ্র বসু বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
৬৫০ " সুশীলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিস সব ইন্সপেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
" সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, বাওয়াকুটী, ভাগলপুর।
" ডাঃ হরকুমার গুহ, গৌরীপুর, আসাম।
" হরকুমার সরকার, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৬৫৫ " হরগোপাল দাস কুণ্ডু, জমিদার, বাকিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, জামালপুর, সেরপুর টাউন।
" হরগোবিন্দ সরকার, নাটোর, রাজসাহী।
" হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
" হরিকিশোর মৈত্র, সেরপুর, বগুড়া।
৬৬০ " হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।
" ডাঃ হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, রামপুরহাট, বীরভূম।
" হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
" হরিধন চট্টোপাধ্যায়, নপাড়া, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
" হরিনাথ পাঁড়ে প্রতাপপুর, করুনপুর পোঃ, মুরশিদাবাদ।
৬৬৫ " হরিনারায়ণ মিশ্র, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

৬৬৬ শ্রীযুক্ত হরিপদ পাঁড়ে, এম্ এ, কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক, কুচবিহার।

„ ডাঃ হরিপদ বসু এল্ এম্ এস্, চকদীঘি, বর্দ্ধমান।

„ হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, নায়েব, রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ষ্টেট,
ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর।

„ হরিপ্রসাদ বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, বোলপুর, বীরভূম।

৬৭০ „ হরিমোহন সিংহ বি এ, দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।

„ সুমনস্ হরিলাল ধ্রুব, ডাঃ ধ্রুব হাউস, খড়িয়া, আমেদাবাদ।

„ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, ডেপুটি কালেক্টার, চট্টগ্রাম।

„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।

„ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সদর নায়েব, আহেলকার, কুচবিহার।

৬৭৫ „ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ষ্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর।

„ হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।

„ হৃদয়বন্ধু মজুমদার, সুপাঃ কাকিনা-রাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর

„ হৃষীকেশ রায়, জমিদার, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

„ হৃষীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউশনের ২য় শিক্ষক,
জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

৬৮০ „ ডাক্তার হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ভট্টপল্লী, কাকিনারা, ২৪ পরগণা।

„ হৃষীকেশ সেন, সব ইন্সপেক্টর, মাধেপুরা, ভাগলপুর।

„ হেমচন্দ্র কুণ্ডু, বারদুয়ারী গোলা, সেরপুর, বগুড়া।

„ হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর।

৬৮৫ „ হেমচন্দ্র সেন, (ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাসা,
সেনপাড়া, রঙ্গপুর।

„ হেমচন্দ্র সেন, (খ) আসিষ্টাণ্ট, ই, বি এণ্ড আসাম সেক্রেটেরিয়াট, লাবান,
শিলং।

„ কবিরাজ হেমপ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।

„ হেমন্তকুমার কর, 'সারস্বত নিকেতন', মূলাজোর, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

„ হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাঁতরাগাছী, ব্যাতোড়, হাওড়া।

৬৯০ „ হেমন্তকুমার হালদার এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, সিউরী, বীরভূম।

„ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি এল্, ভূতপূর্ব্ব সব্ জজ, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।

„ কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহী।

„ হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, 'দেবনিবাস', ময়মনসিংহ।

৬৯৪ „ হেমেন্দ্রমোহন বসু বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল,
বর্দ্ধমান।

৬১৫ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল কানুনগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মতিহারী, চম্পারণ।
" হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
৬১৭ " মুন্সী হেলালউদ্দীন খান, পোঃ পূর্ণনগর, রঙ্গপুর।

ছাত্র-সভ্য

শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ, ৫৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ, সিউড়ি।
" হৃষীকেশ মিত্র, ১২।১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, কলিকাতা।
" নিতাইহরি দে, ৫২ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫ " লালবিহারী দাস ঘোষ, ১৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৭১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা, কলিকাতা।
" দেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ১০ কাশী ঘোষের লেন, কলিকাতা।
" শচীন্দ্রলাল ভাদুড়ী ঐ ঐ
১০ " সীতেশচন্দ্র সেন বি এ, কালিয়া।
" তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী, মেড়তলা, বর্দ্ধমান।
" ইন্দুভূষণ নাথ, আড়বালিয়া, ২৪ পরগণা।
" বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ৮৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" নিকুঞ্জবিহারী পাল, শালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীযুক্ত ইষানাথ পাঁড়েতের বাটী।
১৫ " সুরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাটুই, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ।
" শ্যামাচরণ আচার্য্য, ৭১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ
" সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ
" অক্ষয়কুমার বসু, ২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা।
২০ " হরিদাস মজুমদার, ১৪৪ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।
" রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৫০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" ধীরেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেন উকীলের বাসা ময়মনসিংহ।
" প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কুচবিহার জেল, কুচবিহার।
২৫ " সত্যচরণ পাল বি এ, ৬৮ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।
" রোহিণীকুমার সেন গুপ্ত, ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" মাধবচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ ঐ
" প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।
২৯ " ফণিমোহন ঘোষ, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

৩০ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
" শশিকান্ত সেন গুপ্ত, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" যশোদাকুমার মালাকার, ৫ ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা।
" রাখালচন্দ্র চৌধুরী, ৬ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ঐ ঐ
৩৫ " সুরেন্দ্রনাথ নামহাতা, ঐ ঐ
" বীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৭ ডাক্ ষ্ট্রীট, ঐ
" যতীশচন্দ্র সেন, ৮৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ সেন গুপ্ত বি এ, মত্ত, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
" হরলাল দাস গুপ্ত, ৫৬।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪০ " কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
" কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ, ৬০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ৫৬।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ঐ ঐ ঐ
" জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, ৩ শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪৫ " সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ৬১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, ২০ রাধানাথ বসুর লেন, কলিকাতা।
" সত্যরঞ্জন দাস গুপ্ত, ৪৪ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা।
" ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" রাসবিহারী সেন গুপ্ত, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৫০ " সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি এ, ৬১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
" অঘোরনাথ ঘোষ, ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
" সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা
" ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
" রাজেন্দ্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরীর লেন, ময়মনসিংহ।
৫৫ " ফণিভূষণ বসু, ৯।১ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা।
" প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা
" প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬০ " রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" বীরেন্দ্রকুমার রক্ষিত জোয়াড়া, গাছবাড়িয়া পোঃ, চট্টগ্রাম।
৬২ " ইন্দ্রনারায়ণ দে বি এ, ৪ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

৬৩ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস মুরাতপুর, শ্রীহট্ট, (৪১৬ কেনেল ওয়েষ্ট, রোড কলিকাতা)।

" প্রশান্তভূষণ গুপ্ত, আউট্‌সাহী, ঢাকা।

৬৫ " জিতেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ-বাড়ী, খান্দারপাড়া, ফরিদপুর।

" সুখবিন্দু সেন গুপ্ত বি এ, বিক্রমপুর, ঢাকা।

" যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, রিপন কলেজ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, ১৪ রতন নিয়োগীর লেন, গৌরীবেড় কলিকাতা।

" রাজেন্দ্রকিশোর রায় বি এ, আউট্‌সাহী, ঢাকা

" সুরেশচন্দ্র দত্ত রায়, কান্তল, অষ্টগ্রাম পোঃ, ময়মনসিংহ, (২৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

৭০ " নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি এ, যশোদল পোঃ, ময়মনসিংহ, (২৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

" প্রমথনাথ বিশ্বাস, পোড়াগাছা, আসননগর পোঃ, নদীয়া।

" সুশীলচন্দ্র দে বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৫ম বার্ষিক শ্রেণী, দমদম রোড, কাশীপুর পোঃ।

" গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বি এ, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

" জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজ, ৪ ঠাকুর কাসল রোড, কলিকাতা।

৭৫ " সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১ রমানাথ মজুমদারের লেন, কলিকাতা।

" রাখালমোহন সোম, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, রিপন কলেজ, ১ বসন্দেপাড়া রোড, মাণিকতলা।

" সমতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, সিটী কলেজ, ১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

" সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৬৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

" প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৮০৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮০ " বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" শরৎলাল বিশ্বাস, ৭৩।১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, কলিকাতা।

" পুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা।

" গোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পল্লীবাসী-কার্য্যালয়, কালনা, বর্দ্ধমান।

" জিতেন্দ্রনাথ সেন, ৩২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮৫ " অবনীকান্ত উপাধ্যায়, ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত " " " "

" নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত " " " "

৮৮ " বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় " " " "

৮৯ শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, ২।১ ক্রীক রো, কলিকাতা।
৯০ ,, রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
,, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ৫৬।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ,, ,, ,,
,, লালমোহন সোম, ১নং বলদেবপাড়া রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা।
৯৫ ,, মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস, ৪৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, নির্ম্মলচন্দ্র পাকড়াসী, ২৭ নং বলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা।
,, রমেশচন্দ্র দাস দাস, ৩।১ ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন, মাণিকতলা, কলিকাতা।
,, রাজেন্দ্রলাল নাথ, ৬নং গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।
,, নরেন্দ্রনাথ দালাল, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা।
১০০ ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ, ৬নং গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।
,, রাধিকাপ্রসাদ নাথ, ৬৮।৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০২ ,, শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ, রায়গ্রাম, যশোহর।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—(সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্— ঐ।
,, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি ; পি এইচ ডি— ঐ।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক।
,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এম্ আর এ এস্—ঐ।
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—ঐ।
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ—ঐ।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—ধনরক্ষক।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ—গ্রন্থ-রক্ষক।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ—ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ

নির্ব্বাচিত-সভ্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ. পিএইচ ডি।

,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

কুমার ,, শরৎকুমার রায় এম্ এ।

,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

,, দেবকুমার রায় চৌধুরী।

,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রায় ,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।

মনোনীত-সভ্য

,, মন্মথমোহন বসু বি এ।

,, বিহারীলাল সরকার।

,, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ।

,, চারুচন্দ্র বসু এম আর এ এস।

ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। গতবৎসর পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ষোড়শে প্রবৃত্ত হইলে বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হয়।" পরিষৎ যে নূতন উদ্যমে ও নূতন বলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই উক্তি সার্থক হইয়াছে। গত বৎসর চারিদিকেই কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার ঘটিয়াছে, সভ্যসংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আয়ের পরিমাণও সেইরূপে বাড়িয়াছে; তদপেক্ষা আনন্দের বিষয়, দেশের গণ্যমান্য লোকে কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ পরিশ্রম দ্বারা, কেহ পরামর্শ দ্বারা পরিষদের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; দেশের ভিতরে ও বাহিরে নানা সাহিত্য-সমিতি পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র-সাহিত্য-পরিষৎ যেরূপ আদর ও সম্মান লাভ করিতেছেন, তাহা পরিষদের পক্ষে বিশেষ স্পর্দ্ধার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

সভ্য-সংখ্যা—গত বর্ষের শেষে শ্রেণিভেদে সভ্যসংখ্যা এইরূপ ছিল :—

আজীবন সভ্য	১
বিশিষ্ট সভ্য	৯
বিশেষ সভ্য	৭
সাধারণ সভ্য	১০০২
কলিকাতা ৪৯৪	
মফস্বল ৫০৮	
	১০১৯

আলোচ্যবর্ষে আজীবন সভ্য একজনই আছেন।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় যথারীতি বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় বিশিষ্ট সভ্য-সংখ্যা ১১ জন হইয়াছিল; কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বিশিষ্ট সভ্যসংখ্যা পুনরায় ৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ সভ্য-মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র পুরকায়েত ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী এই তিনজন নির্ব্বাচিত হওয়ায় বিশেষ সভ্যের সংখ্যা ১০ জন হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সাধারণ সভ্য বর্ষারম্ভে ৪৯৪ জন ছিলেন, তন্মধ্যে পদত্যাগ বা বহুদিন চাঁদা অনাদায় হেতু ৩৩ জনের নাম উঠিয়াছে, ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৫ জন মফস্বলে গিয়াছেন, ১ জনের নাম সাধারণ সদস্যের তালিকা হইতে বিশিষ্ট সভ্যের তালিকায় গিয়াছে। পক্ষান্তরে নব-নির্ব্বাচিত ১১২ জন সভ্যের মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন ও ৯ জন

মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপে বর্ষান্তে কলিকাতাবাসী সভ্যসংখ্যা ৫৫১ হইয়াছে। মফস্বলবাসী সভ্যসংখ্যা বর্ষারম্ভে ৫০৮ ছিল, তন্মধ্যে ৩ জন মৃত; পদত্যাগ বা চাঁদা অনাদায় হেতু ৩৬ জনের নাম গিয়াছে এবং ৭ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন; নব-নির্ব্বাচিত ২২৪ জনের মধ্যে ২ জন মৃত, ২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন; আর কলিকাতাবাসী ১৫ জন মফস্বলে আসিয়াছেন; এই সকল কারণে বর্ষান্তে সভ্যসংখ্যা ৬৯৭ হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বল উভয়ের একযোগে সাধারণ সভ্যসংখ্যা ১২৪৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে সভ্যতালিকা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

আজীবন সভ্য	১
বিশিষ্ট সভ্য	৯
বিশেষ সভ্য	১০
সাধারণ সভ্য	৪৮
কলিকাতা ৫	
মফস্বল ৬৯৭	
সাকল্যে	১২৬৮

তিন চারি বৎসর বা ততোধিক কাল কোন চাঁদা দেন নাই, পত্রাদি লিখিলে উত্তরও দিতেন না, এইরূপ অনেকগুলি সভ্যের নাম এবার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও সভ্যসংখ্যা বৎসর মধ্যে ১০১৯ হইতে ১২৬৮ হওয়ায় পরিষৎ বিশেষ আনন্দিত। এরূপ বলবৃদ্ধি পরিষদের জীবনে আর কখনও ঘটে নাই।

মৃত-সভ্যগণ—আলোচ্য-বর্ষে নিম্নোক্ত সভ্যগণের মৃত্যু হইয়াছে:—

রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের মৃত্যু এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। রমেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্ম, বাঙ্গালা-দেশের জন্য, সমস্ত ভারত-বর্ষের জন্ম যেরূপ অক্লান্তভাবে নিযুক্ত ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এস্থলে তাহার আলোচনা অসম্ভব। তিনি জীবন ব্যাপিয়া স্বদেশকে সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশের ইতিহাস ও স্বদেশের সাহিত্যকে নানা উপায়ে সর্ব্বদেশে পরিচিত করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রচুর শক্তি থাকিতেও, তাঁহার মত উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোক যখন বাঙ্গালা-সাহিত্যকে ঘৃণা ও দয়া করিতেন, সেই সময়ে তিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং নানারূপে বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়াইয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক পরিষদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে। ১৩০১ সালের আরম্ভে তাৎকালিক Bengal Academy of Literature যখন কয়েক মাসের নিষ্ফল জীবনের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, তিনি সেই সময়েই প্রথম সভাপতিরূপে উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই

বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; পরিষদের গঠনকার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার পরিচালনা-কার্য্যে রমেশবাবুকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। দেড়বৎসর মাত্র পরিচালনার পর তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে পরিষদের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু তিনি সেই অল্প সময়েই পরিষৎকে যে ছাঁচে ঢালিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ তদনুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তিনি যেরূপ যত্নের সহিত পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, যেরূপে কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেন, যেরূপে আগ্রহের সহিত পরিষদের নবোদ্গত জীবনে বলসঞ্চার করিতেন, তাহা পরিষদের প্রাচীন সভ্যগণের অন্তরে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। বস্তুতঃ সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের ন্যায় উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ, অনুরক্ত, উচ্চপদস্থ নেতার সাহায্য না পাইলে পরিষদের জীবনাখ্যায়িকা হয় ত অন্যরূপ গ্রহণ করিত। সূতিকাগৃহের বিঘ্নবিপত্তি হইতে পরিষৎ-শিশুকে এইরূপে রক্ষা করিয়া, তিনি সভাপতিত্ব হইতে অবসর গ্রহণের পর আর একবার ব্যতীত পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অধিকাংশ ভাগ ইংলণ্ডে অথবা বরোদায় অতিবাহিত হওয়ায় পরিষদের কর্ম্মে যোগদান অসাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার মমত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। বিলাত-প্রবাস কালের মধ্যে যখন একবার স্বদেশে আসেন, সেই সময়ে—১৩০৯ সালে পরিষৎ তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য পুনরায় সভাপতিত্বে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; সেই অবকাশে একদিন তাঁহার বহুকালের ও বহুব্যয়ে সঞ্চিত সংস্কৃত-গ্রন্থরাশি পরিষৎকে দান করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহানুগ্রহ প্রকাশ করেন। তৎপরে পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বৎসরের প্রারম্ভে যখন তিনি বরোদার প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণের পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে পরিষৎ তাঁহাকে সান্ধ্য-সম্মিলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরিষদের নূতন মন্দিরে পদার্পণ করিয়া এবং পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় পাইয়া তিনি যে আন্তরিক হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সেদিনে উপস্থিত সভ্যগণের চিরস্মরণীয় হইবে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে পরিষদের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদ্বয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; সেই অবসরে তিনি পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বরোদায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বিগত শারদীয়া পূজার সময় বরোদা নগরে মহারাজ গাইকোয়াড়ের প্রবর্ত্তনায় যে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য তিনি স্বহস্তে বিশেষ নিমন্ত্রণ দ্বারা পরিষৎকে আহ্বান করেন এবং বরোদাধিপতির কৃপাকটাক্ষ দ্বারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন, এই আশা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে যে সবিশেষ সম্মান লাভ করেন, তাহাতে পরিষৎ সভাস্থলে সমবেত দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুখ্যতঃ রমেশচন্দ্রের যত্নে ও উৎসাহেই সেই সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষদের অনুকরণে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ-স্থাপনার সূচনা হইয়াছে, ইহাও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের অল্পদিন পরেই রমেশচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। এখনও তাঁহার স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রচুর আশায় ছিল; তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা নির্ম্মূল হইল।

রমেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত সাহিত্য-পরিষৎ যে চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই চেষ্টা কতদূর সফল হইতে চলিয়াছে, তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে লিখিত হইবে। সাহিত্য-পরিষৎ আশা করেন যে, সমুদয় ভারতবর্ষের সমবেত চেষ্টার ফলস্বরূপ নূতন সংকল্পিত রমেশভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের এই কৃতী সন্তানের স্মৃতি রক্ষা করিবে এবং এই রমেশভবন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অঙ্গস্বরূপ হইয়া পরিষদের সহিত রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা চিরস্মরণীয় রাখিবে।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পূর্ব্ববঙ্গের অলঙ্কার হইলেও পাণ্ডিত্য-গুণে পশ্চিম বঙ্গেও সমুচিত পূজালাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশের সীমা ছাড়াইয়া বিদেশেও তাঁহার যশের প্রভা বিকীর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ৺শ্রীগোপাল মল্লিক প্রদত্ত ফেলোশিপ সংক্রান্ত বেদান্ত-অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তদুপলক্ষে তাঁহার রচিত গ্রন্থ ভাষার বিশুদ্ধিতে, প্রাঞ্জলতায় ও গভীরতায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের অভাব পূরণ করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। পরিষৎকে তিনি অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পরিষদের গৃহ-প্রবেশের দিন তিনি জরাক্রান্ত দুর্ব্বল শরীরেও সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরিষৎকে আশীর্ব্বচন শুনাইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্ত পরিষৎ সচেষ্ট আছেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমুদয় দেশের সহিত একযোগে সাহিত্য-পরিষৎ বেদনা অনুভব করিয়াছেন।

প্রাণশঙ্কর চৌধুরী—তেওতা-নিবাসী জমিদার ৺রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী পরিষদের পুরাতন সভ্য ও বন্ধুগণের অন্যতম ছিলেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তিনি এক সময় উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং গৃহ-নির্ম্মাণ-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ দিতেন। দেশের হিত কল্পে তিনি নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন; তাঁহার ন্যায় সহৃদয় কর্ম্মশীল হিতৈষীকে হারাইয়া পরিষৎ অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছেন।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী—ইনি অল্পদিন হইল সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয়ে রচনা দ্বারা ইনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—৺প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দরিদ্র অনাথের বন্ধু ছিলেন; অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি পুণ্যবান্ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুরাগ ছিল; পরিষদের অধিবেশনে তিনি প্রায় উপস্থিত হইতেন এবং সাহিত্যালোচনায় যোগ দিতেন।

সুখবিন্দু সেন গুপ্ত—এই ছাত্র-সভ্যের অকাল মরণে পরিষৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছেন। ইনি পরম উৎসাহের সহিত পরিষদের কর্ম্মে সাহায্য করিতেছিলেন; ইঁহার রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গত বর্ষের পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। যেরূপে ইনি পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল। বস্তুতই ইঁহার নিকট পরিষৎ অনেক আশা করিতেছিলেন। গতবৎসর তাঁহার অকালমরণে সে আশা নির্ম্মূল হইল। গত বৎসরে একদিন ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক খগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে ছাত্র-সভ্যগণ সমবেত হইয়া রবীন্দ্রবাবুর সম্মুখে আপন আপন কার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে সুখবিন্দুর পঠিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিল এবং পরিষৎ-দত্ত পুরস্কারের যোগ্য হইয়াছিল।

মোহিনীমোহন মিত্র – ইনি বৰ্দ্ধমানের উকীল ছিলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইঁহার অনুরাগ ছিল। বৰ্দ্ধমানের সকল সদনুষ্ঠানে ইনি অগ্রণী হইতেন। অল্পবয়সেই ইনি এতদূর লোকপ্রিয় ও দেশবৎসল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইঁহার মৃত্যুর পর বৰ্দ্ধমানে ইঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে। এরূপ একজন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছেন।

উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে—পণ্ডিত উমাপতি দত্ত অনেকগুলি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহারই যত্নে একলিপি-বিস্তার-পরিষদের কার্য্য এবং 'দেবনাগর'-পত্রিকার পরিচালনা অতি সুশৃঙ্খলে সুসমাহিত হইত। পাঁড়ে মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত এবং হিতৈষী ছিলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর্শে হিন্দী-সাহিত্য যাহাতে মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহার জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় পরিষৎ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছেন বলিতে হইবে।

নরেন্দ্রনাথ রায়—অতি অল্পবয়সে (২৬ বৎসর বয়সে) এই যুবক ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন। এই বয়সেই তিনি ইংরাজী-রচনায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। মহিলা নামক একখানি কাব্য ইনি ইংরাজী কবিতায় এবং শেক্স্পীয়ারের "কিঙ্ লীয়ার্" নাটক বাঙ্গালা-পদ্যে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বসন্তকুমার বসু এবং প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়—এই দুই ব্যক্তি পরিষদের অতি পুরাতন সদস্য ছিলেন। পরিষদের প্রতি ইঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

এতদ্ভিন্ন প্রভাসচন্দ্র মিত্র, কালীনাথ চৌধুরী, শিবদয়াল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সদস্যের মৃত্যুতেও পরিষৎ দুঃখিত হইয়াছেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন :—

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্

সহকারী সভাপতি—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পিএচ ডি

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

সহকারীসম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

ছাত্র-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ

ইহার মধ্যে প্রথম বারজন কর্ম্মচারী-রূপে, পরবর্ত্তী আটজন নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে এবং শেষ চারিজন মনোনীত সদস্যরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

মহাশয় আয়ব্যয়-পরীক্ষক ছিলেন। পরিষদের কর্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তব্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিবেশনের সংখ্যা ও অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বহুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত ও যত্নের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তজ্জন্য সমিতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার এইরূপ যত্ন ও উৎসাহ ব্যতিরেকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এরূপ শৃঙ্খলার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না। প্রথমে আশঙ্কা ছিল, পরিষদের নূতন মন্দির নগরের একপ্রান্তে স্থাপিত হওয়ায় এবং মন্দিরে যাতায়াতের সুবিধা না থাকায়, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের উপস্থিতিপক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে; কিন্তু অধিকাংশ সভ্যই এই বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছেন; এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এখন অধিবেশনে সভ্যসংখ্যা অধিক হইতেছে এবং যথাসময়ে উপস্থিতির জন্য কার্য্যের শৃঙ্খলা সুনিয়ত হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তব্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পাদকের অনুরোধে আর একজন সহকারী-সম্পাদক নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তিনজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন; আশা করা যায় আগামী বার্ষিক অধিবেশনে চতুর্থ সহকারী নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই সহকারী সম্পাদকত্রয়ের সাহায্যে পরিষদের কার্য্যালয় সুপরিচালিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যবৃদ্ধির সহিত সহকারী সম্পাদকগণের পরিশ্রমের পরিমাণও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা যেরূপ সময় ও পরিশ্রম দিয়া কর্ত্তব্য নির্ব্বাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্পাদক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ আছেন। হেমবাবুর উপর প্রধানতঃ কার্য্যবিবরণ লেখার ও চিঠিপত্রের উত্তর দিবার ভার ছিল। শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর যত্নে পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি সুসজ্জিত হইয়াছে ও হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার হইতেছে। ব্যোমকেশ বাবুর দৃষ্টি স্নেহময়ী ধাত্রীর ন্যায়, পরিষদের সর্ব্বকর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদা বিন্যস্ত আছে। সম্পাদক ইঁহাদের সকলের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কার্য্যালয়

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মুখ্যতঃ আদায় ও হিসাবের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত গতবৎসর স্থায়ীভাবে লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কর্ত্তব্যসাধনপক্ষে পরিশ্রমের ত্রুটী করেন নাই। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিও তাঁহাদের কর্ম্মপটুতার পুরস্কারস্বরূপ বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। লাইব্রেরির কার্য্য চালাইবার জন্য একজন অস্থায়ী লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন; এতৎসত্বেও পরিষদের কর্ম্মের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, আগামী

বৎসরের জন্য আরও দুইজন লোক নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন আপাততঃ অস্থায়ী ভাবে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আদায়কারী পিয়নের সংখ্যাও আগামী বৎসর বাড়াইতে হইবে। পরিষদের নূতন মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, পরিষদের আয়বৃদ্ধি হওয়ায় এই সকল নূতন ব্যয়-ভার-বহনে পরিষৎকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই বা হইবে না।

পরিষৎ মন্দির

পরিষৎ-মন্দিরের সমুদয় অভাব এখনও মোচন করিতে পারা যায় নাই। আলোকের জন্য ইলেকট্রিক্ লাইটের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু হাওয়ার জন্য পাখার ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সম্প্রতি এজন্য ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কয়েকখানি পাখার বন্দোবস্ত হইবে। অর্থাভাবে চেয়ার প্রভৃতি আসবাব ক্রয় করিতে পারা যায় নাই; প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য কয়েকখানি অতিরিক্ত চেয়ার ভাড়া করিয়া আনিতে হয়। আগামী বৎসর এই অতিরিক্ত ব্যয় সংক্ষেপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মনোযোগী হইবেন। লাইব্রেরির পুস্তক-রক্ষার জন্য আলমারি আবশ্যক মত খরিদ হইয়াছে এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদির জন্য আধার এবং সংগৃহীত মূল্যবান্ মুদ্রা ও তাম্রশাসনাদি-রক্ষার জন্য একটী লোহার সিন্দুক খরিদ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া যাইবে।

ভৃত্য ও পিয়নদের বাসের জন্য বাহিরের ঘরের নক্সা প্রস্তুত হইয়া আছে; কিন্তু সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই।

যে সকল নূতন তৈলচিত্র, ব্রোমাইড প্রভৃতি পরিষৎ-মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ যথাস্থানে হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ ব্যতীত কায়স্থ-সভা প্রভৃতি অন্যান্য সভার জন্য পরিষৎ-মন্দির ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ পরিষদের দ্বিতল-স্থিত বিস্তৃত হল এই কারণে কলিকাতা নগরের একটা প্রধান অভাব মোচন করিয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণের জন্য পরিষদের যে শাখা-সমিতি ছিল, মন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় গতবর্ষে তাহার তিরোধান ঘটিয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ-সমিতির যাবতীয় কর্ম্ম এখন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিই সম্পাদন করিতেছেন।

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলের অবস্থা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন

গতবৎসর ২৮শে বৈশাখ (১৩১৭) তারিখে পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং অভিভাষণার্থ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বহুপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন; তৎপরে আর সেই প্রথা অনুসৃত হয় নাই। সভাপতি মহাশয় পঞ্চদশ

এই প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আশা আছে, বৎসর বৎসর সভাপতির মুখে চিন্তাপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে সাহায্য ও উপকার পাইবেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ গতবৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনুসরণে আলোচ্য বৎসরের বাঙ্গালা-সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ-সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মাসিক অধিবেশন—গত বৎসরের মাসিক সাধারণ অধিবেশন যথা ;—

অধিবেশন		তারিখ			প্রবন্ধ :—
১ম অধিবেশন	—	জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬	রবিবার	—	(ক) শঙ্করাচার্য্য, ৩য় প্রস্তাব—শঙ্করের গ্রন্থ, তাঁহার গ্রন্থগত শাস্ত্রপরিচয় এবং তাঁহার দার্শনিক মত ও অধ্যায় আলোচনা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। (খ) বন্দিপুরের শ্যামরায়—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্।
২য়	—	৬ই আষাঢ়	,,	,,	পঞ্চবটী ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।
৩য়	—	২০শে আষাঢ়		—	প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন।
৪র্থ	—	১০ শ্রাবণ	,,	,,	(ক) কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন—শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। (খ) প্রবাদ-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
৫ম	—	২৭ ভাদ্র	,,	,,	বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৬ষ্ঠ	—	২৪ আশ্বিন	,,	,,	মধ্যমরাজদেবের তাম্রশাসন—শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।
৭ম	—	২৬শে অগ্রহায়ণ		,,	বাঙ্গালা-ভাষার দ্রাবিড়ী উপাদান—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্।
৮ম	—	২৮ পৌষ	,,	,,	(ক) বাঙ্গালা-ভাষায় স্ত্রী-সর্ব্বনামের প্রয়োজনীয়তা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্। (খ) বিক্রমপুরে সৌর প্রভাব—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৯ম —— ২৪ মাঘ „ „ সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত আর্য্যভাষার জননী—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

১০ম অধিবেশন—২২শে ফাল্গুন রবিবার—(ক) কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

(খ) গাজীর গান—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব।

১১শ —— ২১ চৈত্র „ „ (ক) বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ—শ্রীযুক্ত পিয়ারী লাল দত্ত।

(খ) নওরতন—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্।

প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে অন্যান্য কার্য্য হয়।

প্রথম অধিবেশনে—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় মুসলমানের বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে কয়েকখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়ের কাল ১১৯৮,৯৯ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না এবং তখন লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা ছিলেন না।

চতুর্থ অধিবেশনে—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বৃন্দাবন দাস কৃত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার", জয়দাস কৃত "শ্রীশ্রীচৈতন্য পারিষদ জন্মস্থান নিরূপণ" এবং মাধবদাস-কৃত "বৈষ্ণব-বন্দনা" পুঁথি প্রদর্শন করেন ও তৎসম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন।

পঞ্চম অধিবেশনে—বাণগড় হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন গুপ্তের সংগৃহীত মিনা করা ইষ্টকাদি ও মৃৎপাত্রাদির ভগ্নখণ্ড এবং মহাস্থান গড় হইতে নিজ সংগৃহীত ঐরূপ দ্রব্যাদি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় কাশ্মীর হইতে আনীত দুইটি 'জীবাশ্ম' (fossil) প্রদর্শন করেন।

ষষ্ঠ অধিবেশনে—শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত নাগপুর জেলায় প্রাপ্ত শিলিট (scheelite) নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কেহ কখন এই দ্রব্য পান নাই। এই অধিবেশনে মুসলমান সাহিত্য-সংস্কার-সমিতির সভাপতি মিঃ এ রসুল ব্যারিষ্টার মহোদয়ের পত্র পঠিত হয়। ঐ পত্র দ্বারা ঐ সমিতি পরিষৎকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাববর্দ্ধনের জন্য ঐ সমিতির উদ্দেশ্যসাধনে সহকারিতা করিতে অনুরোধ করেন এবং বাঙ্গালী গ্রন্থকার, নাটককার ও নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণকে মুসলমান-সমাজের বিরক্তিকর ও আপত্তিকর শব্দ-ব্যবহার দ্বারা নাটক-রচনায় বা তদনুরূপ নাটক-অভিনয়ে বিরত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বলেন। এই সময়ে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় বরোদায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই সংবাদ এবং সেখানকার নিমন্ত্রণ সভায় জানান হয়। এই অধিবেশনে ৺রামমোহন রায়, ৺ রাজনারায়ণ বসু, ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭ম অধিবেশনে—কান্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ প্রদত্ত তিনটি প্রাচীন পিত্তল-প্রতিমা এবং বুদ্ধগয়া হইতে প্রাপ্ত মাটীর ছাঁচে তোলা বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। চিত্রশালার বিবরণের মধ্যে এইগুলির স্বতন্ত্র উল্লেখ হইয়াছে। রাখালবাবু এই অধিবেশনে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পরিষৎকে উপহার প্রদান করেন। নড়িয়ার ঘটকচৌধুরী বাড়ীর একটা কামানের নলি ও মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারের আগ্রহে ভাগলপুরের বিহার নামক স্থানের মিসেস্ জোন্স নাম্নী এক মহিলা কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পরিষৎকে উপহার দেন। সেগুলিও এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হয়।

৮ম অধিবেশনে-রাখালবাবু উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে প্রাপ্ত ভস্মাধারের আদর্শ এবং পেশোয়ারে আবিষ্কৃত কনিষ্কস্তূপে প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থির আধারের আদর্শ প্রদর্শন করেন।

৯ম অধিবেশনে—৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রের ছবি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিনয়কে উল্লিখিত কুমারসম্ভবের হরযোগভঙ্গ ছবি উপহার দেন। এই দিনই শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় ঐ ছবির জোড়া মদনভস্ম ছবিখানি উপহার দেন এবং ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের পৌত্রগণ তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষর এবং ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছাপা ভাগবত পুঁথি উপহার দেন।

১০ম অধিবেশনে—কবি ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১শ অধিবেশনে—চিত্রশালার সংগৃহীত বহুপ্রস্তরমূর্ত্তি ও বহু প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শিত হয়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ চিত্রশালার বিবরণে প্রদত্ত হইবে।

বিশেষ অধিবেশন—মাসিক অধিবেশন ব্যতীত গতবৎসরে কোন বিশেষ অধিবেশন ঘটে নাই।

বিজ্ঞানালোচনা

সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়াই অতিমাত্র ব্যাপৃত আছেন, আধুনিক বিজ্ঞানাদির আলোচনায় ও প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ দেন না, এই-রূপ অনুযোগ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ যখন বাঙ্গালা-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ও পুষ্টিসাধন উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছেন, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের দিকে পরিষদের দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। দুই প্রকারে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে; প্রথম স্বাধীন ভাবে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, দ্বিতীয় পুস্তক ও উপদেশ দ্বারা অন্যত্র আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রচার। স্বাধীন ভাবে বিজ্ঞানালোচনায় যে যন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন ও পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকর্ম্মের ব্যবস্থার প্রয়োজন, সাহিত্য-পরিষদের তাহা নাই এবং সেই ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও নাই। পাশ্চাত্যদেশে যে সকল সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজ আছে, তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য লাবরেটরি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অপরের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা ও প্রচার কার্য্যেই তাঁহারা নিযুক্ত আছেন এবং পুরস্কারাদি অর্থ সাহায্য দ্বারা তাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা

করেন মাত্র। বঙ্গদেশে স্বাধীন বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত অভিজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কোন নূতন আবিষ্কার করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অনুসন্ধান ফল ইংরেজি ভাষায় প্রচার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা-ভাষায় প্রচার করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় সমুচিত আদরের সম্ভাবনা থাকে না। এইহেতু গণিত-জ্যোতিষ, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে কোন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইতে সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি সমর্থ নহেন। তথাপি পরিষৎ এ বিষয়ে যথাসাধ্য দৃষ্টিক্ষেপে সচেষ্ট হইয়াছেন। ১৩১৪ সালে পরিষদের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় শুষনি শাক সম্বন্ধে একটী নূতন সংবাদ পরিষদের গোচর করেন। গতবৎসর পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কাশ্মীরে প্রাপ্ত কোন প্রাচীন মৎস্যের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, বি এসসি মহাশয় ভারতবর্ষে নবাবিষ্কৃত টাংষ্টেন শিলা প্রদর্শন করেন। এই দুই নবাবিষ্কারের বিশেষ বিবরণ আগামী বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মনস্বী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্গ-রাশি (Magic Square) সংক্রান্ত ঘরপূরণের একটি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সাহিত্য-পরিষদে তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনার ফল উপস্থিত করিয়া পরিষৎকে গৌরবযুক্ত করিবেন।

জনসমাজে বিজ্ঞান-প্রচারের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একবারে নিশ্চেষ্ট নাই। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-রচিত "নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" নামক পুস্তক সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অভাব কিঞ্চিৎ মোচন করিয়াছে। গতবৎসর বিজ্ঞান-প্রচারের জন্য পরিষৎ কিছু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ধারাবাহিক উপদেশ-মালার উপক্রমণিকাস্বরূপে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। ২রা আশ্বিন তারিখে এইজন্য একটী বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রভৃতি গণ্যমান্য সভ্যের উপস্থিতিতে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল। সম্পাদক পঠিত প্রবন্ধ মায়াপুরী নামে সাহিত্য-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, এবং পরিষদ্-গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই উপক্রমণিকা পাঠের পর শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয় ১৬ই আশ্বিন তারিখে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার ইন্দু-মাধব মল্লিক মহাশয় মনুষ্যের শরীরবিজ্ঞান বিষয়ে কতিপয় বক্তৃতা করেন। ৩রা মাঘ, ২৩শে মাঘ ৩০শে মাঘ, তারিখে ডাঃ ইন্দুমাধবের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিতেরা পরিষৎকে এই বিজ্ঞান প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

উৎসবাদি

১৩১৬ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে রমেশ বাবুর সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সান্ধ্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিবরণ গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণীতেই দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৩১৭ সালের ৯ই বৈশাখ তারিখে পরিষদের পরমহিতৈষী লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়; কলিকাতাবাসী সভ্যগণ ঐ সম্মিলনে আহূত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে পরিষৎ-মন্দির পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ও বহু গণ্যমান্য সভ্য রাজা বাহাদুরের অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে গীতবাদ্যের ও সভাভঙ্গের পর মিষ্টান্নেরও ব্যবস্থা ছিল। আনন্দ-উৎসবের অবসরে রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে, পরিষদের পরমবন্ধু রাজা বাহাদুর পরিষদের সঙ্কল্পিত স্থায়ী তহবিলে আবশ্যক পঞ্চাশ হাজার টাকার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ সাড়ে বার হাজার টাকা একাকী দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদের প্রতি এই রাজোচিত নূতন অনুগ্রহ-প্রকাশের সংবাদে সভাস্থল হর্ষ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি মহাশয়, তৎপরে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাজা বাহাদুরকে সাধুবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হয়।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার

পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন নূতন মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে স্থানাভাবে সে সকল একত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছিল। নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইলে এই সকল পুস্তকরাশি সুসজ্জিত করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থ-রক্ষক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দিনের পর দিন তিনি স্কুলের ছুটির পর ক্লান্তদেহে পরিষৎ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং মজুরের মত কোমর বাঁধিয়া ষোল বৎসরের সঞ্চিত ধূলা ও আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া পুস্তকগুলিকে নামাইয়া তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া সাজাইয়া ফেলিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, যিনি চোখে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে ইহার প্রতিশোধ দিতে অক্ষম। তাঁহার বৎসরব্যাপী যত্নে পুস্তকগুলি আলমারিতে যথাস্থানে সাজান হইয়াছে—মাসিক-পত্রিকাগুলির অনেকের সংখ্যা পূরণ হইয়া বাঁধান হইয়াছে। আগামী বৎসর এই সকল পুস্তকের শ্রেণি-বিভাগ করিয়া যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরিষৎ অসিত বাবুর সাহায্যের জন্য স্থায়ী লোক নিযুক্ত করিয়াছেন; আশা আছে, আগামী বৎসর পরিষদের গ্রন্থ-তালিকা সম্পূর্ণ হইবে।

পরিষৎ এখনও মূল্য দিয়া নূতন গ্রন্থ ক্রয়ে অক্ষম। নূতন গ্রন্থের জন্য এখনও গ্রন্থকারগণের অনুগ্রহের উপরই পরিষদের নির্ভর। যাঁহারা গ্রন্থ উপহার দিয়া পরিষদের পুস্তকালয়ের

পুষ্টিসাধন করিতেছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। প্রতি বৎসরের মত এবারেও উপহার দাতাদিগের ও উপহৃত গ্রন্থের নাম পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং মাসিক পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা পরিষৎ সম্প্রতি মূল্য দ্বারা ক্রয় করেন, তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ইতিহাসাদি আলোচনার জন্য যে সকল ইংরেজি গ্রন্থ আবশ্যক তাহাও পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য হইলে মূল্য দিয়া ক্রয় করেন। গ্রন্থক্রয়ের জন্য বজেটে যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অধিকাংশ ইহাতেই ব্যয়িত হয় এবং অপরাংশ পুরাতন গ্রন্থ বাঁধাইতে যায়। পুস্তকালয়ের তালিকা প্রস্তুত হইলে বজেটে এইজন্য আরও অর্থ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইবে।

মুদ্রিত গ্রন্থের ন্যায় হস্তলিখিত পুঁথিও একরাশি পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষদের বন্ধুগণ পুরাতন পুঁথি উপহার দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিষদের পুরাতন সভ্য বাঁকুড়া জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিষদের জন্য গ্রামে গ্রামে পুঁথি অন্বেষণে নিযুক্ত আছেন ও মাঝে মাঝে সংগৃহীত গ্রন্থরাশি পরিষদে উপহার দিয়াছেন। এই পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যের জন্য পরিষদের নিকট বসন্ত বাবু এক কপর্দ্দকও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বসন্ত বাবুকে পুঁথি সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা-পত্র দিয়াছেন। আশা করি, যাঁহাদের ঘরে পুঁথি অযত্নে নষ্ট হইতেছে, তাঁহারা বসন্ত বাবুর হস্ত দ্বারা পুঁথিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়া উহার রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বৎসরের শেষভাগে দেনুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় অনেকগুলি পুঁথি উপহার দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইনিও পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা পরিষদের উপকার করিবেন, এইরূপ আশা দিয়াছেন। আগামী বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে বিশেষ-সভ্যরূপে নির্ব্বাচনার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

এই প্রসঙ্গে দুইটী দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৎসরের আরম্ভে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একরাশি হস্তলিখিত পুঁথি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ঐ সকল পুঁথি এককালে তত্ত্বোধিনী সভার লাইব্রেরিতে ছিল ও কিছু দিন হইতে বোলপুর শান্তিনিকেতনে রক্ষিত ছিল। এই পুস্তকরাশির অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থ; তাহার মধ্যে বেদ-বেদান্ত-সংক্রান্ত পুস্তকের সংখ্যাই অধিক; তদ্ভিন্ন অন্যান্য দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতিও আছে। ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য কাশী হইতে যে সকল বৈদিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থরাশি মধ্যে আছে। কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ ও একখানি তিব্বতী গ্রন্থও ইহার মধ্যে আছে, সময়াভাবে এই গ্রন্থসমূহের সম্পূর্ণ তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। পরিষৎ-সম্পাদক কতকগুলি গ্রন্থের তালিকা করিয়াছেন; তৎপরে সহকারী সম্পাদক রাখাল বাবু তালিকা করিবার ভার লইয়াছেন। আগামী বৎসর সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিতে পারা যাইবে। পরিষদের পূর্ব্ব-সংগৃহীত পুঁথিগুলির তালিকাও রাখাল বাবু প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথির অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন, এই কার্য্য কিরূপ পরিশ্রমসাধ্য। অনেক সময় পুঁথির

প্রত্যেক পাতা মিলাইয়া লইতে হয়, ছেঁড়া পাতা জোড়া দিতে হয়। এই সকল পুথির উদ্ধার করিয়া মলাট দিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখা শ্রম ও সময়সাধ্য ব্যাপার। রাখাল বাবুর ন্যায় উদ্যমশীল ও এতাদৃশ কর্ম্মে নিপুণ ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে, এই পুস্তকরাশি বহুকাল স্তূপাকারেই থাকিত। পরিষৎ এই জন্য রাখাল বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

লালগোলার রাজা বাহাদুর, যাঁহার ধনভাণ্ডার পরিষদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে বলিলেই হয়, তিনি আপনা হইতে একখানি অমূল্য গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। উহা জগদ্বিখ্যাত পার্সী মহাকবি ফির্দ্দৌসী প্রণীত বিখ্যাত মহাকাব্য শাহনামা। গ্রন্থখানি পার্সী অক্ষরে সুন্দররূপে লেখা; প্রায় পত্রে পত্রে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রদ্বারা অলঙ্কৃত। এক একখানি চিত্র প্রাচীন চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নমুনা। রাজা বাহাদুর এককালে উহা বহুমূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা পরিষদে দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ এই মহামূল্য সামগ্রী সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ঐ গ্রন্থের সঙ্গে একখানি হাতে লেখা সংস্কৃত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বও রাজা বাহাদুর উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের পাঠাগার পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন অপরাহ্নে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। বিবিধ সাময়িক পত্রিকা টেবিলের উপর রক্ষিত থাকে এবং কলিকাতার ঐ পল্লীবাসী ভদ্রলোকেরা আগ্রহপূর্ব্বক উহা পাঠ করিয়া যান।

৺ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় তুলট কাগজে ব্রাহ্মণাদি দ্বারা পুথির আকারে যে ভাগবত-গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রের পৌত্রেরা পিতামহের স্মৃতি-নিদর্শন স্বরূপ পিতামহের সর্ব্বদা-ব্যবহৃত ঐ সংস্করণের পুথিখানি পরিষৎকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। উহা পরিষদে স্বর্গীয় পিয়ারীচাঁদের স্মৃতি-নিদর্শন স্বরূপ রক্ষিত আছে।

আগামী বৎসর লাইব্রেরির ব্যবহার-সম্বন্ধে নিয়ম প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে।

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ব্ব লাইব্রেরির সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত লাইব্রেরির নাম না শুনিয়াছেন, বাঙ্গালায় এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি অল্প আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিবিধ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া প্রত্যেক বহি বহুব্যয়ে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত হাতে লেখা সংস্কৃত পুথিও বিস্তর ছিল। সকলেই জানেন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকগুলি কিরূপ যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন; এক একখানি গ্রন্থ তাঁহার দেহের রক্তবিন্দুর সমান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরাধিকারীরা ঋণদায়ে এই অমূল্য গ্রন্থনিচয় বন্ধক রাখিয়াছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত ঋণশোধের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পুস্তকগুলি নীলামে উঠিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে উহা রক্ষার জন্য কতিপয় গণ্যমান্য লোককে লইয়া গতবৎসর এক সমিতি স্থাপিত হয়। পরিষৎ-মন্দিরে পূজার পূর্ব্বেই সভা আহ্বান করিয়া এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পুস্তকগুলিও ঋণী ও ধনী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পরিষৎ-মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। কিন্তু ঐ সমিতি এ পর্য্যন্ত অর্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন নাই; অবশেষে বিদ্যাসাগরের

লাইব্রেরি ম্যাকেঞ্জি লায়েল কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপনও Exchange Gazetteএ বাহির হইয়াছিল। ঐ বিজ্ঞাপন সহসা লালগোলার রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে, জানিবামাত্র তাঁহার মহৎ হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া লাইব্রেরি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য উপস্থিত হন এবং এ পর্য্যন্ত যতদূর কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাতে তিনি স্বয়ং স্বর্গগত মহাপুরুষের কীর্ত্তিকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবেন, এইরূপ আশা পাওয়া গিয়াছে। যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই লাইব্রেরি নীলাম হইতে রক্ষিত হইল এবং সম্ভবতঃ উহা সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ রক্ষিত হইবে। লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট কেবল সাহিত্য-পরিষৎ নহে, বঙ্গদেশ নানারূপে ঋণী। বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি এই ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর পরিচালনায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে পত্রিকা যথাসময়ে বাহির হইত না; গত বৎসরে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাওয়ায়, এই পুরাতন অনুযোগ আর শুনিতে হইবে না। এজন্য পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ-পত্রিকায় বিবিধ নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। নবাবিষ্কৃত শিলালিপি, তাম্রশাসন, দেবমূর্ত্তি, প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ প্রভৃতির চিত্র-সহিত বিবরণ সঙ্কলিত হওয়ায় পত্রিকার উপাদেয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল সচিত্র বিবরণ প্রকাশের জন্য পত্রিকা-প্রকাশের ব্যয়ও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর পত্রিকা আর নাই. সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। গত বৎসরে সরকারি ও বেসরকারি অনেকগুলি কালেজ পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছেন; সাধারণের মধ্যে ইহার গ্রাহক-সংখ্যার বৃদ্ধি প্রার্থনীয়। এত অল্পমূল্যে এরূপ উপাদেয় সাময়িক পত্রিকা বাঙ্গালায় আর নাই। আশা করা যায়, অচিরে বৈদেশিকেরা পর্য্যন্ত নূতন তথ্যের পরিচয়-লাভের জন্য পরিষৎ-পত্রিকায় অনুসন্ধান লইতে বাধ্য হইবেন।

নিয়মিত চারি সংখ্যা ব্যতীত একখানি অতিরিক্ত সংখ্যাও গত বৎসরে মুদ্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত বাঙ্গলার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধের কিয়দংশ পূর্ব্ববৎসর অতিরিক্ত সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। অবশিষ্ট অংশ শীঘ্র বাহির হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিবিধ সাহিত্যিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও পত্রিকার উৎকর্ষ-সম্পাদনে ও সময় মত প্রকাশের জন্য যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরিষদের প্রতি অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার মত পুরাতন বন্ধুর নিকট বোধ করি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ; ইতঃপূর্ব্বে আর কোন বৎসর এত গ্রন্থ বাহির হয় নাই।

সভাপতি মহাশয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সভাপতি মহাশয়ই বিদ্যাপতিকে বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাঁহারই চেষ্টায় ও ব্যয়ে বিদ্যাপতির এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিল, ইহা সমুচিতই হইয়াছে। এই বিপুলকায় সংস্করণের সমুচিত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। বিদ্যাপতির এতগুলি রচনা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। নগেন্দ্রবাবু প্রত্যেক পদের ভাষা ও অর্থ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা যেরূপ সংস্কারসাধন করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে সেরূপ চেষ্টা কখনও হয় নাই। প্রত্যেক পদে যে সকল টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের উপকারিতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ গৌরব ও শ্লাঘা বোধ করিতে অধিকারী।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাসের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ দিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে বিক্রমপুর অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য চাকমা জাতির বিবরণ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণির এইরূপ গ্রন্থ এই নূতন। ইংলিশম্যানের মত পত্রিকাও এই গ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর পরিচালিত সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ প্রকাশ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদনে পরিষৎ পূর্ব্বে হইতেই উদ্যোগী আছেন। পূর্ব্ব বর্ষে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত মিলিন্দ পঞ্‌হো নামক বিখ্যাত পালি বৌদ্ধ গ্রন্থের সানুবাদ মূলের প্রথম খণ্ড প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হয় নাই। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে মিনাণ্ডার নামক গ্রীক রাজা ছিলেন। ইহাঁর নামের পালি-ভাষায় অপভ্রংশ মিলিন্দ। এই মিলিন্দ রাজা আর্য্যাবর্ত্তের বহু অংশ জয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপি পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের সহিত এই রাজার কথোপকথনচ্ছলে এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার মর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে। Sacred Books of the East গ্রন্থাবলীতে ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের মূল প্রকাশে সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বাড়িল সন্দেহ নাই।

লালগোলার রাজাবাহাদুর ও কুমার শরৎ কুমার রায়ের উদ্যোগে আর একটি নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা হইতে চলিল। লালগোলার রাজা বাহাদুর পূর্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গালা

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বার্ষিক তিনশত টাকা দান করিতেন ; দুই বৎসর হইতে বার্ষিক আটশত টাকা দান করিয়া আসিতেছেন। এই অর্থ বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রকাশের জন্য নিযুক্ত আছে। তদ্ভিন্ন তিনি স্থায়ী তহবিলে যে সাড়ে বার হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতক অংশ সানুবাদ শাস্ত্র প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদের পরমহিতৈষী কুমার শরৎকুমার রায় বহুদিন পূর্ব্বে হইতেই ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র প্রকাশের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তনায় বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্র শাস্ত্র সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য কুমার বাহাদুর উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার শরৎকুমার উভয়ের এই একমুখ প্রযত্নের ফল একত্র সমাহৃত হইয়া "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" নামক গ্রন্থাবলী অতঃপর পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর অনুবাদিত শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথমাংশ গত বৎসর এই শাস্ত্র পিটকের অন্তর্গত হইয়া বাহির হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদও সম্পূর্ণ-প্রায়, আগামী বৎসরে এই গ্রন্থও বাহির হইবে। সুবিখ্যাত রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের আবিষ্কৃত মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থ—যাহার মূল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে—এই গ্রন্থেরও অনুবাদ এই পিটক মধ্যে স্থান পাইবে। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র স্বয়ং উহার অনুবাদ করিতেছেন ও মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় যে বাঙ্গালা গ্রাম্য শব্দকোষ সঙ্কলন করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থও মুদ্রণার্থ প্রস্তুত। উহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ ও প্রচারের ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলন পরিষদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কোষগ্রন্থ সেই উদ্দেশ্য সাধনে প্রচুর সাহায্য করিবে।

ভারতবর্ষে এতাবৎ আবিষ্কৃত যাবতীয় খোদিত লিপির বিবরণ সঙ্কলন করিবার জন্য সহকারী সম্পাদক রাখাল বাবু ভার লইয়াছেন। ইংরেজিতে কীলহর্ণ সঙ্কলিত যে গ্রন্থ আছে, তাহা অসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে এই সকল উৎকীর্ণ লিপি প্রধান সহায়। এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে সঙ্কলিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুগণের পরম হিত সাধিত হইবে। পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিষৎ সম্পাদক পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "মায়াপুরী"ও সত্বর গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রচারিত হইবে।

নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত নবদ্বীপ পরিক্রমা গত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্র বাবুকে এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রকৃত সাহায্য করিয়াছেন।

লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে শ্রীকাণ্ড সানুবাদ শ্রীভাষ্যের মুদ্রণ কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় লালগোলার রাজাবাহাদুর এ বৎসরও ৮০০্ টাকা বার্ষিক সাহায্য দান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের ইচ্ছামতে উহার মধ্যে ৪০০্ পত্রিকা প্রকাশের জন্য গৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪০০্ প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষা

বঙ্গদেশের প্রধান পুরুষগণের বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন মন্দিরে প্রবেশের দিন যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গত বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে তাহার উল্লেখ আছে। আলোচ্য বৎসরেও ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পরিষৎ উপহার স্বরূপে পাইয়াছেন। উপহার দাতাদিগের নামসমেত সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশ্য। এতন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্মৃতি ও চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। রাজা রামমোহন রায়ের রোমাইড চিত্র—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

২। রাজনারায়ণ বসুর তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত।

৩। প্যারীচাঁদ মিত্রের তৈলচিত্র—তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র দত্ত।

৪। উমেশচন্দ্র বটব্যালের তৈলচিত্র—তৎপুত্রগণ প্রদত্ত।

৫। কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈলচিত্র—কতিপয় বন্ধুর ব্যয়ে প্রস্তুত।

৬। রামতনু লাহিড়ীর রোমাইড চিত্র—তৎপুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী প্রদত্ত।

চিত্রশালা

ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা গত বৎসরের অন্যতম মুখ্য ঘটনা। ১৩১৩ সালে কলিকাতায় যখন জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি ক্ষুদ্র কুঠরিতে বিবিধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে।

সেই সময় হইতে সাহিত্য পরিষৎ এই শ্রেণির বস্তু সংগ্রহ করিয়া একটি চিত্রশালা খুলিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প অনেকের মনের মধ্যে ছিল। ১৩১৪ সালের কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন ও তাহা যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়। কাশীমবাজার হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-সম্মিলনের রিপোর্টে এতৎসম্বন্ধে সম্পাদকের পঠিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের স্থানাভাবে ঐ সংগ্রহ কার্য্যে এতদিন হস্তক্ষেপ হয় নাই। নূতন মন্দির নির্ম্মিত হওয়ার পর পরিষৎ সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আলোচ্য বৎসরে অতি অল্পদিনেই যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। সহকারী সম্পাদক রাখাল বাবুর যত্ন ও উদ্যোগ এ বিষয়ে পরিষদের সার্থকতার প্রধান হেতু। গত বৎসর মধ্যে যে সকল ধাতু ও পাষাণ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

কতিপয় দেবমূর্ত্তি সম্পূর্ণ নূতন; ভারতবর্ষে বা অন্যত্র অন্য কোন চিত্রশালায় তাহা বিদ্যমান নাই। সংগৃহীত মুদ্রার মধ্যেও কতিপয় অতি প্রাচীন মুদ্রা আছে, এতদ্ব্যতীত

কয়েকখানি প্রাচীন তাম্রশাসনও সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা পরিষৎকে এই সকল সংগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ চিরঋণী থাকিবেন। শ্রীযুক্ত কাশীমবাজারের মহারাজ ও লালগোলার রাজাবাহাদুরকে যখনই অর্থের জন্ম প্রার্থনা করা গিয়াছে, তখনই তাঁহারা মুক্ত হস্তে প্রদান করিয়াছেন। একটি গুপ্ত-মুদ্রার জন্ম লালগোলার রাজাবাহাদুর ১১৩৲ ও চারিটি শক-মুদ্রা ও একটি গুপ্ত-মুদ্রার জন্ম মহারাজ বাহাদুর ৩৫১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

যেরূপে দ্রব্যের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে অল্পদিনেই পরিষদের নবমন্দিরেও উহার স্থানাভাব হইবে। বস্তুতঃ জাতীয় চিত্রশালা রক্ষায় জন্ম একটি পৃথক্ মন্দির শীঘ্রই আবশ্যক হইবে। সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় চিত্রশালা পরলোকগত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্তের উপযুক্ত স্মৃতি-নিদর্শন হইবে মনে করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ সঙ্কল্প করেন, যে রমেশভবন বা রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন নামে এই চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। তদনুসারে গতবর্ষের ফাল্গুন মাসের আরম্ভে ভাগলপুরে সমবেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে পরিষদের পক্ষ হইতে সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পরিষৎ-সম্পাদক কর্ত্তৃক উপস্থিত করা হয় এবং রাজসাহীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ঐ প্রস্তাব সম্মিলন কর্ত্তৃক একবাক্যে অনুমোদিত হইয়াছে। এবং সেই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, পরে তাহার উল্লেখ হইবে।

বিশেষ সভ্যগণের কার্য্য

বিশেষ সভ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ দ্বারা পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার রচিত দুর্গাপদে উপাসনা প্রবন্ধ বিশেষ অনুসন্ধানের ফল। তিনি বিষ্ণুমূর্ত্তির বিবিধ ভেদ সম্বন্ধে এক উপাদেয় প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাহা পরিষদের পরম হিতৈষী কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের ব্যয়ে সম্ভবতঃ রাজসাহী শাখা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

ছাত্রসভ্যগণের কার্য্য

খগেন্দ্র বাবুর তত্ত্বাবধানে ছাত্রসভ্যগণ ক্রমেই পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। গতবৎসর কতিপয় ছাত্রসভ্য ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, লৌকিক ও গ্রাম্য-সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া খগেন্দ্র বাবুর হস্তে দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে; তাহাতে বিশেষ অনুসন্ধানের এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কতিপয় প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, এবং পরিষৎ সমুচিত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রসভ্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একদিন পরিষৎ-মন্দিরে বিশেষ সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতিরূপে ছাত্রদিগকে বহু উপদেশ প্রদান করেন। ছাত্রসভ্যগণের কেহ কেহ স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলে রবীন্দ্র বাবু পরম পরিতোষ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র বাবুর উপদেশে ছাত্রগণ যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী সুখবিন্দু সেন গুপ্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যথাস্থানে ইঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুখবিন্দু বাঁচিয়া থাকিলে পরিষৎ তাঁহার নিকট প্রচুর উপকার পাইতেন।

ছাত্রসভ্য সম্বন্ধে খগেন্দ্রবাবুর রিপোর্ট যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

শাখা-সমিতির কার্য্য

শাখা-সমিতির মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ-সমিতি লুপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে কতিপয় গ্রন্থের প্রকাশ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রকাশে তখনও বিলম্ব থাকায় বিশেষ সিদ্ধান্ত কিছু হয় নাই।

রাজসাহীতে সমবেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্ত যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরিষদের শব্দ-সমিতির সহিত উহা মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত সমিতির অধিবেশনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন।

রসায়ন-ঘটিত পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে ডাক্তার রায়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত বৎসর ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলিত তালিকা উপস্থিত করেন। সাহিত্য-সম্মিলনের রিপোর্টে তাহা মুদ্রিত হইবে।

মধ্যে বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের উদ্যোগে প্রস্তুত রসায়ন ঘটিত শব্দতালিকা মত প্রকাশার্থ পরিষদে আসিয়াছিল; পরিষৎ তৎসম্বন্ধে যথোচিত মত প্রকাশ করিয়া গবর্মেণ্টে পাঠাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্র স্মৃতি রক্ষার্থ নিযুক্ত সমিতি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আট শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত গুপ্তের স্মৃতি রক্ষার্থ পুরাতন সমিতির কার্য্য না থাকায় উহা বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরিষৎ ঐ তহবিলে কিছু হাওলাত দিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত আদায় না হওয়ায় পরিশিষ্টে উহার হিসাব বাহির হইতেছিল। এ বৎসর সেই হাওলাতের দাবি ত্যাগ করা হইয়াছে।

শাখা সভা

রঙ্গপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ এবং বারাণসী এই কয়স্থলে পরিষদের শাখা সভা বর্ত্তমান আছে। বাঁকুড়ায় শাখা স্থাপনের প্রস্তাব সফল হয় নাই। গত বৎসর মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, গৌহাটী, কিশোরগঞ্জ, ও ঢাকা হইতে শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শাখা সভা সম্বন্ধে এতকাল কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। সম্প্রতি এইরূপ নিয়ম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সকল শাখার সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, এবং নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে আর কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইবে না।

বর্ত্তমান শাখা সমূহের মধ্যে রঙ্গপুর শাখা সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য; তাঁহারা পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন। রঙ্গপুর শাখার প্রকাশিত পত্রিকাও দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। রঙ্গপুরের ন্যায় দূর মফস্বলে এই শ্রেণির পত্রিকা সুপরিচালিত হওয়া বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। উৎসাহে ও কর্ম্মক্ষমতায় রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অন্যান্য শাখার ও বহুস্থলে মূল পরিষদেরও আদর্শ হইয়া উঠিতেছেন।

রঙ্গপুর শাখার উদ্যোগে এবার আসাম গৌরীপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে রঙ্গপুরে উপস্থিত হওয়ায় রঙ্গপুর শাখা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং অভিনন্দন পত্র দ্বারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শাখা সভার এই কার্য্য মূল সভার পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিজনক হইয়াছে; মূলের সহিত শাখার প্রীতি সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়া শাখা সভা কেবল বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নাই, এইরূপ প্রীতি সম্মিলনের স্থায়ী ফল লাভে উভয় সভাই উপকৃত হইবেন, তাহার একটা নূতন ও সুন্দর পথ আবিষ্কার করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভাগলপুর শাখার উপর এ বৎসর গুরুতর কর্ম্মভার পড়িয়াছিল। রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্তির পর ভাগলপুর শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনকে পর বৎসরের জন্য ভাগলপুরে নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এ বৎসর ভাগলপুরে সংঘটিত হয়; তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে। এই সম্মিলন সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যভার ভাগলপুর শাখার উপর পড়িয়াছিল; এবং তাঁহারা যেরূপ সফলতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সমুদয় দেশ মধ্যে যশোলাভ করিয়াছেন। শাখাসভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক ও কর্ম্মচারীরা সকলেই এজন্য যশস্বী হইয়াছেন।

আগামী বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন ময়মনসিংহে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। এ বৎসর ভাগলপুর শাখা যে গুরুভার কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিলেন, আগামী বৎসর ময়মনসিংহ শাখার উপর সেই ভার পড়িবে। ময়মনসিংহের সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ এই কার্য্যের জন্য এখন হইতেই উদ্যোগী হইয়াছেন; তাহাতে আগামী সাহিত্য-সম্মিলনের সফলতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের প্রয়োজন নাই।

রাজসাহী শাখা পূর্ব্ব বৎসরে সাহিত্য-সম্মিলনের ভার লইয়াছিলেন, সম্মিলনও শাখা সভার উপর কতিপয় কার্য্যভার চাপাইয়া আসিয়াছিলেন। পরম আনন্দের বিষয় রাজসাহী শাখা সংবৎসর কাল সুপ্ত না থাকিয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; এবং রাজসাহী শাখার উদ্যমশীল সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সংবৎসর ধরিয়া রাজসাহী কর্ত্তৃক সম্পাদিত কর্ম্মের সুবৃহৎ বিবরণ লইয়া সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজসাহীর এই কর্ম্মপটুতার জন্য শ্রীযুক্ত শশধর রায় বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনি স্বয়ং জাতীয় উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, ও

উত্তর বঙ্গের বিবিধ শ্রেণির লোক মধ্যে অনুসন্ধানের ফল সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বিভিন্ন জাতির লোকের মস্তকের দৈর্ঘ্য, বিস্তার পরিমাণাদি দ্বারা ও অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন। দীঘাপতিয়া বংশধর কুমার শরৎকুমার রায়—যাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অতুল্য প্রীতি বঙ্গসাহিত্যের সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত আছে, সাহিত্য-পরিষৎ যাঁহার বদান্যতার ফল ভোগে চিরকৃতজ্ঞ আছে, তিনি এই অর্থসাপেক্ষ অনুসন্ধান কর্ম্মে রমাপ্রসাদ বাবুর প্রধান সহায় হইয়াছেন। সম্প্রতি কুমার বাহাদুর রাজসাহী শাখার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন; এবং তাঁহার নেতৃত্বে রাজসাহী শাখা যেরূপ নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কুমার বাহাদুরের প্রবর্ত্তনায় একটি নূতন অনুষ্ঠান সূচনার শুভ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এ পর্য্যন্ত পরিষৎ যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচীন তথ্য নির্ণয়ের জন্য একটা উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রঙ্গপুর শাখা পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন; এ বৎসর ভাগলপুরে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় চিত্রশালা, যাহা রমেশভবন নামে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও সেই নূতন ভাবের উদ্দীপনার পরিণত ফল। দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বিক্ষিপ্ত আছে, তাহার উদ্ধারের ও রক্ষার ব্যবস্থা না হইলে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে না। কিন্তু এই বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে এপর্য্যন্ত সম্যক্ চেষ্টা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের যত্নেই আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, আমরা নিজে এজন্য কোন চেষ্টাই করি নাই। বলা বাহুল্য একা গবর্মেণ্টের চেষ্টা এবিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। এখন আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার শাখাসভাগুলিকে যথাশক্তি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কুমার শরৎকুমার বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন কীর্ত্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত ইষ্টারের ছুটির সময় তিনি বরেন্দ্রভূমির বন জঙ্গল অন্বেষণে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যটনে বাহির হন। পর্য্যটনের ফলে পাল ও সেন রাজগণের সম্পৃক্ত কতিপয় প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, প্রাচীন শিল্পের বহু নিদর্শন আনীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য কয়েকখানি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিয়া এখন রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। কুমার বাহাদুর এই সকল দ্রব্যের যথোচিত তালিকা ও বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছেন। যখন অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই ব্যাপারে পরিশ্রম করিতেছেন, তখন এই ঐতিহাসিক বিবরণ বহুমূল্য হইবে সন্দেহ নাই। শশধর বাবু ও রমাপ্রসাদ বাবু এই উপলক্ষে মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য

সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল সংবাদ জানিবার জন্ত সর্ব্বসাধারণে উৎকর্ণ হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন

মহারাজ গাইকোয়াড়ের উৎসাহে বরোদা নগরে যে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলন পূজার সময় ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের প্রধান পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। পরিষদের মান্ত সভাগণ ব্যতীত পরিষৎও বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় পূজার কয়দিন ধরিয়া সম্মিলন ঘটায় পরিষদের পক্ষ হইতে অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিনিধিরূপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে সহসা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে পরিষদের অন্ততম বিশিষ্ট সভ্য ও পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া পরিষদের লজ্জা মোচন করেন। তিনি এই সময়ে রাজপুতগণের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজপুতানা ভ্রমণ করিতেছিলেন। জয়পুরে থাকিতে পরিষৎ-সম্পাদকের টেলিগ্রাফ মাত্র পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বরোদা যাইতে সম্মত হন; পরিষৎ যেরূপ বিশেষ সম্মানসহ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুগ্রহ না করিলে পরিষৎকে বিশেষ লজ্জায় ভাগী হইতে হইত। সম্মিলনে তখন অতি অল্প সময় বর্ত্তমান ছিল; সেই সময়ের মধ্যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিষদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্তায় উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি পরিষদের পক্ষে উপস্থিত হওয়ায় পরিষৎও সম্মিলনে যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পরিশিষ্টে প্রকাশিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে।

পশ্চিম ভারতে পূর্ব্ব হইতেই গুজরাটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত আছে; ঐ পরিষদের সহিত আমাদের পত্র ব্যবহার ও আদানপ্রদান আরম্ভ হইয়াছে। বরোদার সম্মিলন উপলক্ষে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষদেরও সূচনা হইয়াছে। বঙ্গীয়-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা রমেশবাবুই এই মহারাষ্ট্র পরিষদেরও স্থাপনাকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমাদের বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে, ইহাও আমাদের শ্লাঘার বিষয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সরস্বতী পূজার ছুটির সময় ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে সফলতায় এই অধিবেশন পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় অধিবেশনকে পরাস্ত করিয়াছে। বঙ্গের গৌরবস্থল বহু ব্যক্তি এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ কাশীমবাজার, কুমার শরৎকুমার, পাকুড়ের কুমারগণ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তির উপস্থিতিতে সভার শোভা ও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজসাহী হইতে অক্ষয়বাবু, শশধরবাবু, বাবু কিশোরীমোহন

চৌধুরী, রঙ্গপুর হইতে রঙ্গপুর শাখার প্রাণস্বরূপ উৎসাহশীল সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা মণীন্দ্র বাবু, সুদূর গৌহাটী হইতে পণ্ডিত পদ্মনাথ প্রভৃতি যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া যেরূপ উৎসাহ, ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় লইয়া সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলে পুলকিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতেও বহু সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বয়ং সম্মিলনের সভাপতির আসনে বসিয়া সুচারুভাবে কর্ণধারের কার্য্য চালাইয়াছিলেন; সম্মিলনে যে সকল গুরুতর প্রস্তাব ও উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ উপস্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ সম্মিলনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ পাইবে। ভাগলপুর এই উপলক্ষে পুরাতন পুঁথি, মুদ্রা, মূর্ত্তি, প্রভৃতির প্রদর্শনী খুলিয়া সময়োচিত পথে চলিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তির ব্যাখ্যা শুনাইয়া সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিয়াছিলেন, ইহাও একটা উল্লেখযোগ্য অভিনব অনুষ্ঠান। সকলের উপর ভাগলপুরবাসীর মহাসমাদরে অভ্যর্থনায় সকলে যে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের চিরকাল অন্তরে জাগরূক থাকিবে।

সাহিত্য-সম্মিলনকে স্থায়ী করিবার জন্য নিয়মাবলীর খসড়া উপস্থিত হইয়াছিল; আগামী অধিবেশনে উহা আলোচিত ও গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-সম্মিলন ঘটিত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার ভার পাইয়াছেন, ইহাও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। আগামী বৎসর ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলন নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

এই সম্মিলনের কর্ম্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গে নিবদ্ধ হইলেও সফলতায় ও উদ্যম-উৎসাহে এই সম্মিলন কোন বিষয়েই ন্যূন নহেন। আসাম গৌরীপুরের মাননীয় রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের নিমন্ত্রণে উত্তরবঙ্গ সম্মিলন তাঁহার রাজভবনেই সম্পাদিত হয়। রাজাবাহাদুর স্বয়ং যেখানে নিমন্ত্রণকর্ত্তা, সেখানে সফলতায় বিস্মিত হইবার হেতু নাই। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যরথীরা সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন; এবং অক্ষয় বাবু শশধর বাবু প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গৌহাটী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য—যাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম দুর্ব্বলের হৃদয়ে বলসঞ্চার করে,—তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সম্মিলনেও পুরাতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। আগামী বৎসর মালদহে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন ঘটিবে।

রমেশ-ভবন।

সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্থাপনকর্ত্তা ও প্রথম সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে উদ্যোগের কথা পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। রমেশবাবুর মৃত্যুর পর প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া স্মৃতিরক্ষায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষৎ বিবেচনা করিতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত হওয়ায় সেই সম্মিলনে দেশের

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গণ্য মান্য প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সেই সম্মিলনেই এতৎসম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করা সঙ্গত বলিয়া স্থির করা হয়। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসে কার্য্যারম্ভেই নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—(প্রস্তাব)—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে যে "সারস্বত-ভবন" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, এই অধিবেশনও সেই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলন ইচ্ছা করেন যে ঐ "সারস্বত-ভবন" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপে "রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবন" নামে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। এই কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইল"—এই উপলক্ষে সম্পাদক পঠিত প্রবন্ধ গত চৈত্র মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সম্মিলনকর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পদস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া স্মৃতিরক্ষা-সমিতি সেই স্থলেই গঠিত হয়। সম্মিলনের নির্দ্ধারিত যাবতীয় প্রস্তাবের অনুষ্ঠানভার সাহিত্য-পরিষৎই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদনুসারে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উদ্যোগে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে উক্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং স্মৃতিরক্ষা-সমিতি কার্য্যনির্ব্বাহার্থ কার্য্যকরী সভা নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেরও সভাপতি ছিলেন। এই স্মৃতিরক্ষা-সমিতিরও নেতৃত্ব তিনিই অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে রমেশভবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অচিরেই সফল হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। পরম আনন্দের বিষয় যে বরোদাধিপতি মহারাজ গাইকোয়াড় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ ধন-ভাণ্ডারের পেট্রন পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন এবং ধনভাণ্ডারে পাঁচ হাজার টাকা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং বরোদাধিপতি যেখানে সহায়, সেখানে কার্য্যসিদ্ধি যে অদূরবর্ত্তিনী সে বিষয়ে সংশয় নাই। বরোদাধিপতির এই আদেশ ও অনুগ্রহ বার্ত্তা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রাদিতে ঘোষিত হইয়াছে এবং নানা স্থান হইতে ধনভাণ্ডারে সাহায্য প্রতিশ্রুতি আসিতেও আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরমবন্ধু ও ভবিষ্যতের আশার স্থল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় ধনরক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং এক হাজার টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণার্থ উপযুক্ত পরিমাণ ভূমির জন্যও চিন্তা করিতে হইবে না; এজন্য বদান্যবর কাশীমবাজার মহারাজের হস্ত সর্ব্বদাই মুক্ত রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎও তাঁহার মন্দিরে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন, দেবমূর্ত্তি, কীর্ত্তিনিদর্শন প্রভৃতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রভৃতি সদাশয় বন্ধুর প্রবর্ত্তনায় ও ব্যয়ে যে সকল মহার্ঘ দ্রব্য সংগৃহীত হইতে চলিয়াছে, তাহা নবনির্ম্মিত রমেশমন্দিরে স্থানলাভ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্রশালা গঠন করিবে এইরূপ আশা আছে; এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই অবসরে পরিষৎ আহ্বান করিতেছেন।

যে সকল পত্রিকাসম্পাদক রমেশ-ভবন সম্বন্ধে বিবরণ ও বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহার।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিরূপ দ্রুতবেগে উন্নতির পথে উঠিতেছেন। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে ও কিরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহারও কতক পরিচয় এই বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে। এক বৎসর মাত্র হইল পরিষৎ নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই তাঁহার জীবন-শক্তি যেরূপ খরস্রোতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কল্যাণজনক। বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্গালীজাতি নূতন আশা ও নূতন আকাঙ্ক্ষা লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ নূতন পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যে সমুদয় দেশের সাহায্য ও সহানুভূতি আহ্বানে পরিষদের অধিকার জন্মিয়াছে। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী নিদর্শন; সাহিত্যের উৎকর্ষেই জাতীয় উৎকর্ষ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পরিমিত হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে যে নূতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে, নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়াছে, জাতীয় সাহিত্যই তাহাকে প্রকৃষ্ট পথে চালনা করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নবীন উদ্যমে নবীন উৎসাহে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, বিধাতা তাহার উদ্যাপনে সহায় হউন।

সাহিত্য-পরিষদের যে সকল সভ্যগণ ও কর্ম্মচারিগণ ও বন্ধুগণ সময়ে-অসময়ে সম্পাদককে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যতীত সুচারুভাবে কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হইত না, তাঁহাদের প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরিষদের ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী সমাপ্ত করা গেল।

সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৯ বৈশাখ, ১৩১৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রের তালিকা

Daily—১। Amita Bazar Patrika. ২। Indian Mirror. ৩। Hindu Patriot. ৪। Bengalee. ৫। নায়ক।

সাপ্তাহিক। ৬। বঙ্গবাসী। ৭। সঞ্জীবনী। ৮। বসুমতী।
৯। সময়। ১০। আনন্দবাজার-পত্রিকা। ১১। বঙ্গবন্ধু। ১২। প্রসূন। ১৩। মিহির ও সুধাকর। ১৪। হিন্দুস্থান। ১৫। শিক্ষা ও সমাচার। ১৬। বরিশালহিতৈষী। ১৭। বৰ্দ্ধমান-সঞ্জীবনী। ১৮। কল্যাণী। ১৯ এডুকেশন গেজেট। ২০। সোলতান।* ২১। হাবড়া-হিতৈষী।* ২২। ঢাকাপ্রকাশ। ২৩। জাগরণ। ২৪। Indian Nation. ২৫। Reis and Rayyet. ২৬। Unity and Minister. ২৭। খুলনাবাসী। ২৮। Telegraph. ২৯। পল্লীবাসী। ৩০। পল্লীবার্ত্তা। ৩১। স্বদেশ।* ৩২। মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী। ৩৩। দেশবার্ত্তা। ৩৪। The Indian Empire. ৩৫। একতা।* ৩৬। চব্বিশ-পরগণা-বার্ত্তাবহ। ৩৭। ত্রিপুরা-হিতৈষী। ৩৮। মালদহ সমাচার। ৩৯। গৌড়দূত। ৪০। সমাজদর্পণ।*

পাক্ষিক। ৪১। ধর্ম্মতত্ত্ব।

মাসিক। ৪২। Calcutta University Magazine. ৪৩। Indian Family Doctor.* ৪৪। The Bangabasi Magazine, ৪৫। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা। ৪৬। ভারতী। ৪৭। বঙ্গদর্শন। ৪৮। Dawn. ৪৯। নব্যভারত। ৫০। আর্য্যদর্পণ। ৫১। আর্য্যভূমি। ৫২। আলোচনা। ৫৩। ভিষক্‌দর্পণ। ৫৪। বামাবোধিনী-পত্রিকা। ৫৫। ইন্দিরা। ৫৬। সাহিত্য-সংহিতা। ৫৭। সাহিত্য। ৫৮। কৃষক। ৫৯। উদ্বোধন। ৬০। বিজ্ঞোদয়। ৬১। হিন্দু পত্রিকা। ৬২। পূর্ণিমা। ৬৩। আরতি। ৬৪। শিল্প ও সাহিত্য। ৬৫। মানসী। ৬৬। দেবনাগর। ৬৭। আর্য্যবিভূতি।* ৬৮। কল্যাণী। ৬৯। জগজ্জ্যোতি। ৭০। পন্থা। ৭১। অর্চ্চনা। ৭২। প্রবাসী। ৭৩। মাহিষ্য। ৭৪। উপাসনা। ৭৫। কমলা।* ৭৬। জাহ্নবী। ৭৭। ধর্ম্মপ্রচারক। ৭৮। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা। ৭৯। সচ্চাষী-সুহৃদ। ৮০। প্রচার। ৮১। সরল হোমিওপ্যাথি। ৮২। হাবো-শায় দপ্তর। ৮৩। সরস্বতী। ৮৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal. ৮৫। নমঃশূদ্র-সুহৃদ্। ৮৬। অলৌকিক-রহস্য। ৮৭। কণিকা। ৮৮। কাজের লোক। ৮৯। কায়স্থ-পত্রিকা। ৯০। শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা। ৯১। গৃহস্থ। ৯২। তত্ত্বমঞ্জরী। ৯৩। তারা। ৯৪। তিলি-বান্ধব। ৯৫। দেবালয়। ৯৬। নবদর্শন।* ৯৭। প্রজাপতি। ৯৮। শ্রীবৈষ্ণব-সেবিকা। ৯৯। মৃন্ময়ী। ১০০। যোগিসখা। ১০১। শান্তি-কণা। ১০২। সুপ্রভাত। ১০৩। সমাজ। ১০৪। সনাতনী। ১০৫। দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট।

ত্রৈমাসিক—১০৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—রঙ্গপুর শাখা। ১০৭। হিন্দুসখা, ১০৮। শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী।

উপহৃত পুস্তক ও পুঁথি

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

২। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত বিএ,

১। আর্য্যনীতি বিজ্ঞান

৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

১। মায়াবাদ

৪। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার

১। ময়মনসিংহের ইতিহাস

২। সারস্বত কুঞ্জ

৫। শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ,

১। সিন্ধু-গৌরব

৬। শ্রীযুক্ত রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য

১। ভাত্

৭। শ্রীযুক্ত বিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এন্, রায়

১। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র

৮। সার্ রোপার লেথব্রিজ কে, সি, আই, ই

১। India and Imperial Preference

৯। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

১। প্রথম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণী সন ১৩১৪ সাল

১০। Librarian,—Imperial Library

১। Imperial Library Catalogue

১১। শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল এম্, বি

১। কুমার-সম্ভব কাব্য

১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ঘোষ

১। ব্যবসায়ী (শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ২। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ (শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়)

৩। The Society's Registration Act. 1860 (Act No. XXI of 1860) পুস্তিকা

৪। Maharsi Swami (Dayananda Saraswati)

৫। গুরুকুল বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিবেদন নামক পুস্তিকা

৬। বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ (শশধর তর্কচূড়ামণি)

৭। Samkhya-yoga Karma Yoga (Swami Atmananda)

১৩। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১। সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ (২ খানা) (শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী)

১৪। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন

১। Plays from Moliere (translation)

২। চৈতন্য-লাইব্রেরীর বাঙ্গলা পুস্তকের তালিকা।

The Chaitanya Library Journal

				Vol	No.
৩।	—	—	—	1	1
৪।	—	—	—	„	2
৫।	—	—	—	„	3
৬।	—	—	—	„	4

১৫। গুজরাট ভার্ণাকিউলার সোসাইটী

১। বুদ্ধিপ্রকাশ ২। ৫০ বৎসরের রিপোর্ট ৩। হীরক-মহোৎসব।

১৬। মিঃ, ডিঃ, এইচ্, হলাণ্ড (Director General, Survey of India)

১। A sketch of the Geography of Geology of the Himalaya Mountains and Tibet

১৭। শ্রীযুক্ত আর, আর, সেন

১। The Triumph of Valmiki

১৮। শ্রীযুক্ত সম্পাদক গুজরাট-সাহিত্য-সভা

১। ১ম বার্ষিক রিপোর্ট। (পাঁচখানি)

১৯। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

১। আর্য্য-নারী দ্বিতীয় ভাগ ২। খোকা-খুকুর খেলা (স্বরচিত)

৩। মা বা আহুতি (স্বরচিত)

২০। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত

১। Nature Vol. XLV } সাময়িক বৈজ্ঞানিক পত্র
২। „ „ XLVI }

২১। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ

১। নিত্যানন্দ চরিত।

২২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১। আমার কলি ২। বিক্রমপুরের ইতিহাস (পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—২৫ নং)

২৩ মৌলবি দীন মহম্মদ

১। কুসেড ও জেহাদ

২৪। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্

১। সাহিত্য-রত্ন (নরেশচন্দ্র মজুমদার) ২। নববিধান কি ? (কৃষ্ণবিহারী সেন)
৩। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য
৪। পরিষদ্-গ্রন্থাবলী বা বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকলক)

২৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১। বিবাহ বা উদ্বাহ-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য (শ্রীবসন্তলাল মিত্র)
২। বাঙ্গালা ব্যাকরণ (পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী)
৩। সাহিত্য প্রবেশ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ (মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন)
৪। আরবী শিক্ষক (১ম খণ্ড) (রহিম উদ্দিন)
৫। Opinions on Life of Ramtanu Lahiri (Lethbridge)
৬। The Colour Line in the Indian Educational and Scientific Departments (R. Chatterjea Esq.)
৭। A Dying Race (U. N. Mukherjea Esq.)
৮। Murshidabad District Gazetteer Statistics 1901—02
৯। Bangabasi College Magazine (June 1909)
১০। বিবিধ মাসিক পত্রিকা (৭ সংখ্যা)
১১। পুরুষ বা আত্মা (শ্রীমৎস্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য)
১২। Report of the National Council of Education, Bengal 1908
১৩। Calcutta University Convocation Address by the Honourable Mr. Justice Dr. Ashutosh Mukherjea, Saraswati F. R. A. S., F. R. S. E.
১৪। Scheme of Examination (1909) by the National Council of Education, Bengal
১৫। The Froebel Society of Great-Britain and Ireland,—34th Annual Report 1908
১৬। Indian Folklore by Ram Satya Mukherjee
১৭। স্বল্পব্রহ্মচর্য্যবিধি (শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য)
১৮। চটুলাবিলাপম্ (শ্রীরজনীকান্ত কাব্যতীর্থ)
১৯। রচনা-পদ্ধতি (শ্রীজয়গোপাল কবিরত্ন)
২০। রচনা-পদ্ধতি (শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ)
২১। ২২। বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ও ২য় ভাগ (শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ)
২৩। সহজে সংস্কৃত শিক্ষা (পণ্ডিত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম্ এ)

২৪। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির রিপোর্ট ১ম বর্ষ
(শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল সম্পাদক)

২৫। বৈরাগ্য শতক (পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার)

২৬। ধর্ম্মতত্ত্ব (মাসিক পত্রিকা)

২৭। পার্সিভাষায় লিখিত পুস্তক

২৮। A key to Professor H. H. Wilson's System of Transliteration

২৯। Translation of Passages from English into Bengali by Mr. P. K. Roy, B. L.

৩০। Report of the Society for the promotion of Technical education in Bengal July 1906—June 1908

৩১। বিবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

৩২। ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা (বঙ্গ মহিলা)

৩৩। অমর। ১ম স্তর। (শ্রীজগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বি এ)

৩৪। ভাব্‌বার কথা (স্বামী বিবেকানন্দ)

৩৫। সুললিত ইতিহাস (শ্রীরামলাল মিত্র)

৩৬। শকবটী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার)

৩৭। প্রবন্ধ-পাঠ (শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে)

৩৮। রোমাবতীর উপাখ্যান (শ্রীমতী রমাসুন্দরী দেবী)

৩৯। গোপালকামিনী (পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন)

৪০। Matriculation Practical Geometry by Krishnalal Chatterjea

২৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চতীচরণ তর্কতীর্থ

১। নেত্রার্পণ

২৭। Registrar, Calcutta University

১। History of the Mediæval School of Indian Logic (Mahamahopadhyaya Satish ch. Vidyabhushan M. A. Ph. D.

২। Calcutta University Minutes for the year, 1908 Part iii

৩। Do Do 1908 Part vi

৪। Do Do 1909 Part i

২৮। Principal, Sanskrit College.

১। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College (Pandit Hrishikesh Sastri and Babu Nilmany Chakravarty)

২৯। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
শিকার কাহিনী ১ম খণ্ড

৩০। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী
১। সুখ-সর্ব্বরী (শ্রীমতী যোগমায়া দেবী)
২। রাধানাথ সঙ্গীত (শ্রীদ্বারকানাথ রায়চৌধুরী
৩। Helps to Conjugation and Parsing. (শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী)

৩১। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১। ভারত শিল্প ২। The Deeper Meaning of the Struggle (A. K. Koomaraswami)

৩২। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১। দুর্য্যোধন ২। কাকলী (শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ)

৩৩। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত
১। কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন চরিত এবং গ্রন্থ সমালোচনা ও বাসব দত্তা (৺মদনমোহন)
২। গীতরত্ন গ্রন্থ (৺রামনিধি গুপ্ত)
৩। সচিত্র আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদ্ সংগ্রহ (পূর্ণচন্দ্র সাহা)
৪। কাব্যকণা (স্বরচিত)

৩৪। শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায়
১। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র

৩৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির ১ম বর্ষীয় কার্য্য-বিবরণী (২ খানা)
২। গুরুগোবিন্দ সিংহ

৩৬। শ্রীযুক্ত দৌলত আহাম্মদ এম্ এম্ দাহার
১। মুকুর ২। The Staircase of Improvement
৩। রাজ উৎসব ৪। বঙ্গ ভিখারী ৫। হর্ষাষ্টক ৬। নববোধ (স্বরচিত)

৩৭। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু
১। শকুন্তলা (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
২। সীতার বনবাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
৩। W. Irving's Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow (Edited by S. Bose)

৩৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
১। বিবিধ মাসিক পত্র (১১০০ সংখ্যা)

৩৯। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১। বনৌষধি দর্পণ ২য় ভাগ (বিরজাচরণ গুপ্ত প্রণীত)

৪০। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। The New Dispensation—E. B. N. D. Chench.

২। কুসুম মালিকা (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত)

৩। ৺মনোহারিলাল সোমের স্বর্গারোহণে অশ্রুধারা

৪। বিষাতৃক (রাজেশ্বর সাধুখাঁ)

৫। বঙ্গীয় সমালোচক (বাউল ফকিরচাঁদ বাবাজী বিরচিত)

৬। সাত নরী (অঘোরনাথ কুমার প্রকাশক)

৭। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত)

৮। হাতেম তাঁই (বৰ্দ্ধমান রাজবাটী)

৪১। শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র ঘোষ

১। ভারতের শেষবীর (স্বরচিত)

৪২। Brahmo Tract Society

১। Keshab Chandra Sen on British Rule in India. Reprinted from New Dispensation 1881. ২য় খণ্ড।

৪৩। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব

১। স্থপতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)

৪৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার

১। চিকিৎসক (আদর্শ হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ, স্বরচিত)

৪৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, পি এচ ডি

১। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার (২ খণ্ড স্বলিখিত)

১। A History of Hindu Chemistry vol ii (স্বরচিত)

৪৬। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়

১। ফরিদপুরের ইতিহাস, পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—২৭, (স্বরচিত)

৪৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

১। চাকমাজাতি, পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ২৬,—জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত (স্বরচিত

৪৮। Librarian—Government Oriental Manuscripts Library—) Madras

১। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Library.

৪৯। শ্রীযুক্ত সুমনস্ হরিলাল ধ্রুব (আমেদাবাদ)

১। প্রবাস পুষ্পাঞ্জলী (এস্, ধ্রুব)

৫০। শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার

১। ইতিহাসমালা (W. Carey) শ্রীরামপুরে ১৮১২ সালে মুদ্রিত)

৫১। ৺ সুখবিন্দু সেন গুপ্ত

১। প্রেম-লহরী }
২। দূতী-বিলাস } দুষ্প্রাপ্য

৫২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

১। চিকিৎসা-প্রণালী ২। ঔষধ-সারসংগ্রহ

৫৩। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। শৈশব-সহচরী

২। মধুমতী

৫৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে

১। অভিনয়-প্রণালী ও অধ্যায়,

২। হাসি-কান্না

৫৫ শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল

১। Diary of an Austrian Secretary of Legation at the Court of Czar Peter the Great Vols. 1—2.
২। Alexandri Magni
৩। Juvenal's Satires.
৪। The Eight books of Medicine of A. C. Celsus Vol. II.
৫। The Indian Evidence Act 1891
৬। The Arian Witness (খণ্ডিত)
৭। The Prayer book
৮। Archæological remains in Cuchh (খণ্ডিত)
৯। Report on the Varnacular newspapers and periodicals published in the N. W. P. during 1872
১০। Indian Epic poetry (Oxford Lectures by Monier Williams)
১১।১২। Taylor's Law of Evidence Vols I & II
১৩। The Pentateuch and the book of Joshua Colenzo
১৪। Anglo-French Dictionary
১৫। Geography
১৬। Scriptures
১৭। Bible Hand book
১৮। Words and Places
১৯। Dramas of Southey
২০। Latin English Dictionary
২১। Josephus' works
২২। Syra Germanica (Christian life)
২৩। Questions and answers for matriculation, etc.
২৪। Papers relating to the uncovenanted service Examination in Madras
২৫। Discourse of Dante (in Latin)
২৬। The Ragulations of the Bengal Code
২৭। A Code of Civil Procedure in Burmese
২৮। Davidson's Precedents and forms in conveyencing

২৯। Greek accidents (Arnold)
৩০। Lectures on the law of Evidence
৩১। Austin's Jurisprudence
৩২। Hebrew and English Lexicen
৩৩। General and Civil Circular of the Judical Commissioner of L. Burma
৩৪। Chreslomathie (A French Book)
৩৫। Indian Penal Code (in Burmese)
৩৬। French Grammar (Eton)
৩৭। Questions for law Students
৩৮। Law of Evidence (Starkie)
৩৯। Leviticus (Greek)
৪০। A Guide to the Examinations at the College of Fort William.
৪১। Several law pamphlets
৪২। Trinunnus
৪৩। A Treatise on French Conjugation
৪৪। Spanish Grammar
৪৫। History of the Greek Dramas
৪৬। A grammar of the Greek language
৪৭। English and Tamil Dictionary
৪৮। Appendix to the Eton Greek Grammar
৪৯। Matriculation Greek paper
৫০। Method of acquiring languages
৫১। Grammar of the Hanse language
৫২। Psalms and Proverbs in Burmese
৫৩। Austin's Jurisprudence Vol. I
৫৪। " " " II
৫৫। Chronological table of Greek and Roman History.
৫৬। The Chinese Repository (Magazine)
৫৭। Gradus-ad-Parnassum (French)
৫৮। Tamil minor poets
৫৯। Indian Antiquary 1888 (Feb. Mar. June)
৬০। The Alps, Switzerland, Savoy and Lombardy
৬১। The Pentateuch and Book of Joshna Colenzo Pt. V.
৬২। Prose works of Henry Ware
৬৩। A synopsis of Criticisms on Old Testament
৬৪। The Examination Directory
৬৫। Nineveh.
৬৬। Literature and the history of the Veda
৬৭। A new and complete Grammar of the Burmese Langauge

৬৮। General Summary of the history of Burmah
৬৯। Report on the administration of Br. Burmah
৭০। Post Office in Br. Burmah
৭১। Euripides' Tragedy.
৭২। Arnold's Greek Prose Compo·ition Part I.
৭৩। " " " " " II.
৭৪। Aeschylus' works
৭৫। A Gazetteer of the Province of Oudh A to G. খণ্ডিত
৭৬। Life and writings of Sallust
৭৭। A Genealogical and Heraldic Dictionary of the landed gentrey of G. Britain and Ireland by J. Burke Vol. I.
৭৮। " " " " II.
৭৯। Latin Hexameters Bland)
৮০। History of the Conquest of Mexico I.
৮১। " " II.
৮২। " " III.
৮৩। Eclogæ Ovidianæ (Arnold)
৮৪। English and Tamil Grammatical Vocabulary
৮৫। Judson's Burmese English Dictionary
৮৬। Euripides' Tragedy (Greek) Vol. II.
৮৭। Greek and Latin lexicon
৮৮। Memoires of Kemble and History of the Stage Vol. I.
৮৯। " " " " Vol. II.
৯০। Hebrew and Chaldei Lexicon
৯১। Petrifactions and their teachings
৯২। Arnold's Latin Prose Composition Part I.
৯৩। Arnold's Latin Prose Composition Part II.
৯৪। A Latin Grammar (Madvig)
৯৫। Roman Antiquities (Alexander Adana)
৯৬। English and Hebrew vocabulary
৯৭। Selections from the Edinburgh Review Vol. I.
৯৮। Selections from the Edinburgh Review Vol. III.
৯৯। Selections from the Edinburgh Review Vol. V.
১০০। A Dutch School Grammar (in Dutch)
১০১।১০২। Persian works
১০৩।১০৪। Burmese works
১০৫। De. Digtees (French)
১০৬। Materials for French Prose Composition
১০৭। Atlas.

৫৬। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী

১। শিব দুগ্ধকাব্য (স্বরচিত)

৩৭। মৌলবি মোহম্মদ মোজাম্মেল হক্
১। জাতীয়-মঙ্গল (স্বরচিত)

৫৮। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
১। রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-জীবনী

৫৯। রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই
১। ভ্রান্তিবিনোদ (স্বরচিত)
২। ভক্তির জয় (স্বরচিত)
৩। নিশীথ চিন্তা (ঐ)
৪। প্রভাত চিন্তা (ঐ)
৫। নিভৃত চিন্তা (ঐ)

৬০। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল চৌধুরী
১। মণিপুরের ইতিহাস (স্বরচিত)

৬১। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
১। আদর্শ জীবনী

৬২। শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্
১। ভাষা ও আদিবাস এবং পরবশতা
২। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ

৬৩। Mr. Jules Bloch
১। Castes et Dialectes En Tamul (স্বরচিত)

৬৪। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি এ
১। বঙ্গীয় শব্দাভিধান (নীলকমল মুস্তফী ১২৩৫ সাল)

৬৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
১। রাজা পাত্রখানি (রসিকলাল দে)
২। কলাপ ব্যাকরণ, —সন্ধিবৃত্তি
৩। „ „ চতুষ্টয়বৃত্তি (নবীনচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ)
৪। পুষ্পাঞ্জলি (রসিকলাল দে)
কতকগুলি মাসিক পত্রের সংখ্যা

৬৬। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন
১। বিবিধ ধর্ম্ম-সঙ্গীত

৬৭। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বোস্ বি এস্ সি, এফ্ জি এস্, এম্ আর এ এস্
১। Hindu Civilisation under British rule Vol. I
২। „ „ „ Vol. II
৩। „ „ „ Vol. III

৬৮। A new and complete Grammar of the ...

৪। Essays and lectures on the industrial development of India and other Indian subjects.

৫। Notes on the Geology and mineral resources of Mayurbhanj

৬। " " Rajpipta State.

৭। " " Narnaul District (Patiala State)

৮। " " " of Sikkim

৯। Notes on the Geology of a part of the Tenasserim valley with special reference to the Tendan Kanapying coal-field.

১০। Report on the Um-riling coal-beds, Assam

১১। Note on granite in the districts of Tavoy and Margui

১২। The Darjeeling coal between the Hisu and the Ranithi rivers, explored during season 1889-90

১৩। Memoirs of the geological survey of India Vol. XXI, part I.

৬৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি

১। Life of Dr. Mahendralal Sarkar

৬৯। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১। শেফালি

৭০। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি. এল্.

১। শরশয্যা

৭১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

১। কালিদাস

২। দত্তক-বিধি বিচার

৭২। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

১। শারদীয়াঞ্জলী

২। নবীন কুসুম

৭৩। শ্রীযুক্ত সম্পাদক কায়স্থ পত্রিকা

১। কতকগুলি কায়স্থ পত্রিকা

৭৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

১। কলাপসার ব্যাকরণ ১ম ভাগ

(শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংগ্রাহক)

২। সামাহস্তোত্রম্

৭৫। শ্রীযুক্ত সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা
১। ব্রহ্মচর্য্য
৭৬। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু
১। শ্রীচৈতন্যকথামৃত (স্বরচিত)
২। শিশুবোধ রামায়ণ (ঐ)
৭৭। শ্রীযুক্ত স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১। জ্ঞান ও কর্ম্ম
৭৮। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
১। রত্নমালা ১ম খণ্ড
৭৯। শ্রীযুক্ত সম্পাদক ইউনাইটেড্ রিডিং রুমস্
১। পুস্তকের তালিকা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগ
৮০। শ্রীযুক্ত সম্পাদক বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
১। বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা জুলাই ১৯০৩
২। " " " এপ্রিল ১৯০৮
৮১। শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য
১। ব্রহ্মশতকম্
৮২। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী
১। রাগানুগাদীপিকা
২। রাধাগোবিন্দযোগ দিনমাসোৎসবার্চ্চন পদ্ধতি:
৮৩। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্
১। ভাগলপুর মহাশয় বংশ
৮৪। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
১। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী
২। বাজীরাও
৩। The Life of Dr. Mohendra Lal Sarker
৮৫। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
১। সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য
৮৬। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের জীবনী
৮৭। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—মোক্ষমূলারের সংস্কৃত ব্যাকরণ

পুঁথি

১। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়
১। বৈষ্ণব-বন্দনা (দৈবকী-নন্দন) (১০৭০)
২। নিগম (নরোত্তম দাস) (১০৯৬)

৩। গুরুদক্ষিণা (শঙ্কর দাস) (১১০৮)
৪। রসকদম্ব (যদুনন্দন দাস পণ্ডিত) (১১৮২)
৫। প্রসাদ চরিত্র (কবিচন্দ্র) (১২১৪)
৬। অক্রূরাগমন (কবিচন্দ্র) (১২৩৫)
৭। উদ্ধব-সংবাদ (কবিচন্দ্র) (১২১৮)
৮। রাস পঞ্চাধ্যায় (গদাধর দাস)
৯। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র (দ্বিজহরি দাস পণ্ডিত)
১০। স্বরূপবর্ণন (কৃষ্ণদাস)
১১। বৈষ্ণবামৃত (নরোত্তম দাস)
১২। চাণক্য শতকম্ (১২৩৭)
১৩। শিবচরিত্র (কবিচন্দ্র) (১২৩৭)
১৪। অঙ্গদ রায়বার (ঐ) ১২৪০)
১৫। বস্ত্রহরণ (ঐ)
১৬। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (ঐ)
১৭। জগন্নাথ চরিত্র (জয়ানন্দ)
১৮। গোবিন্দমঙ্গল (দ্বিজ পঞ্চানন্দ)
১৯। গোপাল-বিজয় (কবিশেখর)
২০। শ্রীমদ্ভাগবতসার (দ্বিজ মাধব)
২১। হরিনামামৃত ব্যাকরণ
২২। শক্তিশেল (রামায়ণ) (১২৩৪)
২৩। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (রামায়ণ) কৃত্তিবাস (১২২৪)
২৪। অযোধ্যাকাণ্ড (ঐ) (১২৩৮)

২। শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত

১। চৈতন্য ভাগবত (সম্পূর্ণ)
২। চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের ফটো

৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বিএ, (শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয়ের সংগৃহীত)

১। মনসামঙ্গল (ক্ষেমানন্দ)
২। বিরাটপর্ব্ব (কাশীরাম দাস)

৪। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

১। কতকগুলি পুঁথি

৫। শ্রীযুক্ত রামমোহন সরকার

১। রাধিকার জন্মকথা

৬। শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

১। কুলশাস্ত্র-দীপিকা

৭। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু

১। উপসর্গ।

১৩১৬ সালের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

চাঁদা		৫৬৫৩৷৵০
প্রবেশিকা		৩৩১৲
পুস্তক-পত্রিকা বিক্রয়		১০০৮৵০
বিবিধ আয়		৯৷০
এককালীন দান		১২১৪৲
আমানত হাওলাত	৫৮৮/১০	
গ্রহণ	৫০০৲	১০৮৮/১০
	১০৮৮/১০	
		৮৪৫২৸/১০

কৈফিয়ত

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২১৭৷৶০
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৮৪৫২৸/১০
	৮৬৭০৷১০
বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৮৩১০৷৶০
উদ্বৃত্ত	৩৬০/১০

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ।

শ্রীগৌরীশঙ্কর দে
আয়-ব্যয়-পরিদর্শক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র,
সভাপতি

ব্যয়

বেতন		১২৮৭৷৵০
এলাউন্স		৩৫২৲
কমিশন		২৩২৸৫
বাড়ীভাড়া ও ট্যাক্স		২৭৫৶০
আলোক		২৫৬৸৶০
বিবিধ ডাকমাশুল		৪৯৫৷/০
বিবিধ ব্যয়		৩১০৷৶১০
দপ্তর সরঞ্জামী		১২২৷/০
আসবাব		১৯২/১০
পত্রিকামুদ্রণ		১৯৪৭৸/০
কাগজ	৬৩৫৸৶০	
মুদ্রণ	৮১০৸০	
ছবি	১১৬৵০	
ডাকমাশুল	৩৩১৲	
দপ্তরী	৫২৲	
	১৯৪৭৸/০	
গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		৪০০৲
বিবিধ মুদ্রণ		৩২৮৵০
অতিরিক্ত ব্যয়		৭৬২৸৶১০
পুস্তকালয়		৪৬৪৸১৫
পুস্তক খরিদ	৩২৮/০	
দপ্তরী	১৩৬৷৶১৫	
	৪৬৪৸১৫	
হাওলাত		৮২১৷১০
শোধ	৮২১৷১০	
		৮৩১০৷৶০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ধনরক্ষক

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

১৩১৭ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয়

আয়		ব্যয়	
চাঁদা	৭৫০০ৎ	বেতন ও এলাউন্স	২৪৫০ৎ
প্রবেশিকা	৩০০ৎ	বাড়ীভাড়া, ট্যাক্স, ও আলোক	৬০০ৎ
পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয়	১০০ৎ	কমিশন	৫৫০ৎ
এককালীন দান	৮৫০ৎ	বিবিধ ডাকমাশুল	৯০০ৎ
		বিবিধ ব্যয়	৩০০ৎ
	৮৭৫০ৎ	দপ্তর সরঞ্জামী	১০০ৎ
		আসবাব	২০০ৎ
		পত্রিকা-মুদ্রণ	২০০০ৎ
		গ্রন্থাবলী-মুদ্রণ	৮৫০ৎ
		বিবিধ মুদ্রণ	১৫০ৎ
		পুস্তকালয়	৫০০ৎ
		ছাত্র সভার পারিতোষিক	৮০ৎ
			৮৭৮০ৎ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

১৩১৬ সালের দেনা-পাওনার বিবরণ

পাওনা

চাঁদা		৬৯৩২৸৵০
কলিকাতা	৩৯২৯৲	
মফস্বল	৪৬৭২৵০	
	৮৬০১৵০	
বাদ		
সভ্যের মৃত্যু হওয়ায়	৬১৲	
রেহাই	৭৬॥০	
পদত্যাগ	১৫৩১	
বাদ	১৬৬৮॥০৲	
	৬৯৩২৸৵০	
পত্রিকার মূল্য		১০০৵০
		৭০৩২৸৶০

দেনা

১৩১০।১ ফাল্গুন	
৺হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত	১০০৲
১৩১৫।৩১শে চৈত্র	
ঐ তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত	৮২৲
১৩১৪।২৩ চৈত্র	
৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-রক্ষণের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত চাঁদা হাওলাত গ্রহণ	৮০৲
স্থায়ী তহবিল হইতে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের প্রদত্ত চাঁদা হাওলাত	৫০০৲
রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের আমানতি চাঁদার টাকা ১৩১৫ সালের দেনা পাওনা বাদে উদ্বৃত্ত	৩৩৸৵০
বিশ্বকোষ প্রেস—১৫শ ৪র্থ সংখ্যা, ১৬শ ১।২।৩ সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণের ১৯০৯। ৭ অক্টোবর তারিখের ৬৫নং বিল বাকী	৩৯০৲
ঐ প্রেস ১৬শ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণের ১৯১০।১২ এপ্রেল তারিখের বিল ৭০ নং	১৩০৲
ঐ প্রেস ১৬শ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার কাগজের মূল্য বাবত ১৯১০। ১৩ এপ্রেল তাং বিল নং ৭২ মধ্যে বাকী	২৮৵০
১৩১৬। ৩০ চৈত্র	
স্থায়ী তহবিল হইতে হাওলাত ফং কুমার মন্মথনাথ মিত্রের দান	৫০০৲
	১৮৫৩৸৶০

পাওনা	দেনা	
	জের	১৮৪৩৸/০
	৩১।১২।১৩১৫ তাং গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল হইতে হাওলাত গ্রহণ করা হয়	২০০৲
	বেতন বাকী	৬৲
	পি, সি, ভট্টাচার্য্য	
	৪টি আলমারীর মূল্য	৬৯৲
	১নং বিল	
	ইলেকট্রিক লাইটের বিল	
	ইলেকট্রিক সাপ্লাই	
	করপোরেসনের ১১৩৪।১০নং বিল	২১৵০
		২১৪০।৶০

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব রক্ষক

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

বিবরণ	টাকা
১৯০১।১৭ আগষ্ট, পরিষদের সাধারণ-তহবিল হইতে হাওলাত	৬০৲
১৯০২।২৭ জানুয়ারি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী, (মালঞ্চী রাজসাহী)	১০৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র অধিকারী, (গোপালনগর, পাবনা)	১৲
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী (বাজুরভাগ, রাজসাহী)	২৲
১৯০২।১৭ মার্চ্চ, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য (মালদহ)	২॥০
১৯০২।১৯ মে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মৈত্র (রাজসাহী)	১৫৲
১৯০২।৫ জুলাই, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (হুগলী)	৭৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (হুগলী)	২৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ,	১৲
১৯০২।২ নবেম্বর, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মান (লালোর পোঃ গোবিন্দপুর)	৫৲
১৯০২।২৬ নভেম্বর, ৺রাজা আশুতোষ নাথ রায় (কাশিমবাজার)	১০০৲
১৯০৩।৩০ এপ্রেল, রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর)	২০০৲
১৯০৩।৪ মে, মহারাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর (ময়ূরভঞ্জ)	৫০০৲
১৯০৩।১৪ মে, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র (রাজসাহী)	৩০০৲
১৯০৩।২৩ জুন, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর	১০০৲
১৯০৩।২৯ জুলাই, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, (পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা)	১০০৲
১৯০৩।৫ অক্টোবর, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব সাহা (পাঁচুপুর, রাজসাহী)	৫৲
	১৫৪৫॥০

ব্যয়

বিবরণ		টাকা
১৯০১।১৭ আগষ্ট ভূমিদান পত্র দলিলের ষ্ট্যাম্প ক্রয়		৫০৲
১৯০১।৯ সেপ্টেম্বর ভূমিদান পত্র রেজেষ্টারি করিবার ব্যয়		৯৲
১৯০২।২০ জুলাই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ-এষ্টেট, কলিকাতা, প্রাপ্তভূমি হইতে প্রজা উঠাইবার ক্ষতি-পূরণার্থ দান		৩০০৲
১৯০৪।১৯ ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস বড়াল কোম্পানীর কাগজ নং ০৪২৭৬২ (১৯০০—১ সাল) ৩০০০৲ টাকার এক কেতা নং ০৩৯০৩৬ (১৯০০—১ সাল) ১০০০৲ টাকার এক কেতা নং ০৩৬১২৭ (১৯০০—১) ৫০০৲ টাকার এক কেতা মোট ৪৫০০৲ টাকার ৩ কেতা ক্রয় করিবার জন্য কাগজের মূল্য মধ্যে ডিস্কাউণ্ট বাদে নগদ দেওয়া হয়		৪৪৮২৶০
৺মাণিকলাল শীল মহাশয়ের নিকট ৫০৲ আদায় করার কমিশন মাঃ রাখালচন্দ্র সেন	২॥০	
ট্রামভাড়া মাঃ ঐ	॥৵০	
		৩৵০
২৮ চৈত্র ১৩১৩, পরিষৎ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায়		৫৲
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ বাড়ীর নক্সার মূল্য বাবত দেওয়া যায় মার্টিন কোং		৩৫০৲
বাড়ীর টেণ্ডার গ্রহণে বিজ্ঞাপনের মূল্য—বেঙ্গলী		৩৸০
অমৃতবাজার পত্রিকা		৪॥০
		৫২০৭৶০

আয়

জের ১৫৪৫৷৷০

শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য (বোয়ালিয়া) ৫৲
" নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ ১৲
" রাখালচরণ মণ্ডল, ঐ ১৫৲
" চন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ ১৲
" উমেশচন্দ্র মৈত্র, ঐ ২৲
" মনোমোহন মজুমদার,
(গোবিন্দপুর, রাজসাহী) ৩৲
" রাজেশ্বর মজুমদার, ঐ ২৲
" হরিপ্রসাদ মানী, ঐ ১৲
" সৌরেন্দ্রমোহন মজুমদার ঐ ১৲
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ ২৲
" মহেশচন্দ্র মানী, ঐ ৫৲

১৯০৪।৯ই ফেব্রুয়ারি, ৺মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই, বাহাদুর, কলিকাতা ১০০০৲

১৯০৪।১০ ফেব্রুয়ারি রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নশীপুর, (মুর্শিদাবাদ) ৩০০৲

১৯০৪।২০ ফেব্রুয়ারি ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা, কলিকাতা) ২০০০৲

১৯০৪।২ মে, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, (বাগবাজার কলিকাতা) ১০০৲

১৯০৪।২০ মে, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চৌধুরী (কালিকাপুর রাজসাহী) ১৲

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সাহা (দীঘাপতিয়া) ১৲

১৯০৪।৩০ জুন, শত্রুরাম সাহা, (গোবিন্দপুর, রাজশাহী) ১৲

১৯০৪।৯ সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র দত্ত ১৲

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দত্ত, (রত্নপুকুর) ১৲

১৯০৪।১৫ সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত রোহিণীমোহন মজুমদার, (ডাকমণ্ডপ, রাজশাহী) ১৲

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সাহা, জামনগর রাজশাহী ১৲

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী, (মালঞ্চী, রাজশাহী) ১৲

১৯০৪।৯ অক্টোবর, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী (বাঁকুড়া) ১৲

———

৪৯৯২৷৷০

ব্যয়

জের ৫২০৭৶০

শ্রীযুক্ত করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টরকে দেওয়া বায় ৮৬৩৯৵০

১৪ই ফেব্রুয়ারি	২০০০৲
৭ই মার্চ্চ	১৩১৯৶৬
১১ই ঐ	১৯৬৮৷৶৩
১৪ই ঐ	২৩০০৲
১০ই এপ্রেল	১০৫১।৩
	———
	৮৬৩৯৵০

———

১৩৮৪৬৻০

আয়

জমা জের ৪৯৯২।।০

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০০৲

রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর ২০০৲

৬ই মাঘ, ১৩১৩ ৺মাণিকলাল শীল ৫০৲

১৮ চৈত্র, ১৩১৩ শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত কাস্ত-গির, বার লাইব্রেরি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ৫৲

৯ মাঘ, ১৩১৩, হাওলাত—পরিষৎ-তহবিল ৩৶০

৫৭৫০।।৶০

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এম্, এ,

দীঘাপতিয়া ১৫৪২৶৪

মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার

১০০০৲

প্রিমিয়াম ২০৲

সুদ ৩৯৸০

১০৫৯৸০

বাদ ৬৶১০

ইনকম ট্যাক্স ১৲৬

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে বিক্রয়ের

কমিশন ৫৶৪

১০৫৩।৶২

কোম্পানির কাগজ ৫০০৲

সুদ ১১/৪

৫১১/৪

বাদ ২২।৶২

ডিস্কাউন্ট ৪৲২ হিঃ ২০।।৶০

ইনকম ট্যাক্স ।৭

বিক্রয়ের কমিশন ১।।৭

২২।৶২

৪৮৮।।৶২

১৫৪২৶৪

মোট

৭২৯২৸/৪

আয়

জমা জের	৭২৯২৸/৩
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন	৫০০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০০৲
পরিষদের ক্রীত ০৪২৭৬২, ০০৯০৩৬ এবং ০৩৬১২৭ নং কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় খরচা বাদে মায় সুদ	৪৮৪৬৸৶৮
১৩১৪।২৯শে পৌষ, হাওলাত, পরিষৎ	৭৸৶০
হাওলাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯৮॥৫০
মোট আয়	১৩৮৪৬।/০

কৈফিয়ত :—

আয়	১৩৮৪৬।/০
ব্যয়	১৩৮৪৬।/০
উদ্বৃত্ত	০

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

১৩১৫

আয়		ব্যয়	
গতবর্ষের জের	০	গতবর্ষের জের	০
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর		শ্রীযুক্ত করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় কন্ট্রাক্টর	
লালগোলা	১০০৫৮৲	৮ই মে ১৯০৮	৫০০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়		১২ই জুন „	৪০০০৲
১ম দান	৫০০৲	৪ঠা জুলাই „	৬০০৲
২য় দান	৩০০৲	১১ই জুলাই „	৪০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ		২৭শে সেপ্টেম্বর „	৩০০৲
পাইকপাড়া	৫০০৲	১৪ই ডিসেম্বর „	১৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ দুধোরিয়া		১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৯	১৫০৲
আজিমগঞ্জ	৩০০৲	২৩শে মার্চ „	৩৫০৲
রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর		৭ই এপ্রেল „	১০০০৲
নশীপুর—২য় দান	২০০৲	১৩ই „ „	১০০০৲
শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		আটিন কোম্পানী	
১ দফা	১০০৲	মার্ব্বল পাথর খরিদ বাবত	
২ দফা	১৫৲	সিঁড়ির দুই পার্শ্বের চাতালের,	
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌এ		দরজার দুই পার্শ্বের দেওয়ালের,	
দিনাজপুর		প্রস্তর বেদীর উপরিভাগের	
১০০৲ মধ্যে	৫০৲	এবং হল ও ঘরগুলির পাথর	
শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌এ	৫০৲	যাহা কম পড়িয়াছিল—	১৩১৷৷৵৫
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী		খেয়াল মিস্ত্রী ও ওস্‌মান মিস্ত্রী	
সন্তোষ	৫০০৲	পাথর বসান মজুরি বাবত	
রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী		নিম্নতলের হলে, ঘরে এবং	
সন্তোষ	৩০০৲	সিঁড়ি প্রভৃতিতে ও বেদীগুলির	
মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর	৫০০৲	চতুষ্পার্শ্বে পাথর বসাইবার মজুরি	৭৭৭৶০
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		বন্ধু মিস্ত্রী	
সি, আই, ই	২৫০৲	আসবাব ও সিঁড়ি রং ও	
রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, ভাগাকুল	১৮৭৷৷০	পালিস করিবার মজুরী	৯৭৷৷৵০
	১৩৮১০৷০		১৫৩০৭৵৫

আয়		ব্যয়	
জের…… ……………………	১৩৮১০।০	জের………………………	১৫৩০৭৵৫
রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায় বি এ		বৈদ্য মিস্ত্রী	
চৌগাঁ রাজসাহী	২০০৲	ভাণ্ডার ঘরে কাঠের সেল্ফ্ প্রস্তুত,	
সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		পুরাতন আসবাব মেরামত	
লাহোর	৫০৲	এবং সভাবেদী প্রস্তুত বাবত	
ডাওনাক্ত		মজুরি—	৪৮৲
স্থায়ী তহবিল হইতে কর্জ্জ	২০০০৲	হরিদাস মণ্ডল	
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪০০৲	কাঠ খরিদ	
৺হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল	৬৪৲	ভাণ্ডার ঘরের র‍্যাক প্রস্তুত করা	
পরিষদের সাধারণ তহবিল	২৩।০	ও প্লাটফরম্ প্রস্তুতের কাঠ খরিদ	১৪০৲
বোসের সার্কাস		সান্যাল এণ্ড কোম্পানী	
সাহায্যরজনীর বিক্রয়লব্ধ		প্লাটফরমের সিঁড়ি প্রভৃতি	
টাকা মধ্যে	৬১।/০	প্রস্তুত জন্য কাঠ ও মজুরি	
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ		বাবত	১০০৲
পাটনা	৬৲	এ, সি, নন্দী	
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	১০৲	আসবাব খরিদ	
ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এল, এম, এস		বেঞ্চ ও টেবিল খরিদ বাবত	১২০৲
কলিকাতা	২৲	একটি টেবিল খরিদ	
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বিএল		মায় সংস্কার	১৩।০
কলিকাতা	৬৲	বিদ্যালের একটি ঘর ও প্লাটফরম্	
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল		মা টিঃ করা খরচ	
বহরমপুর	১০৲	মাঃ নিতাইচাঁদ দাস	২৭৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এল		পাথরের দোকান হইতে	
খুলনা	৬৲	পাথর বোঝাই করিয়া আনায়	
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ		মুটে ও গাড়ী ভাড়া	১৩।০
কুচবিহার	১০৲	প্রভুসিংহ	
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়		ইলেকট্রিক্ লাইটের তার সংযোগ	
ঢাকা	৬৲	করিবার খরচা ৩৫০৲ মধ্যে	
শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত		দেওয়া যায়	১৮০৲
রঙ্গপুর	২৲		
	১৬৬৬৬।/০		১৫৯৪৯।৵৫

আয়

বিবরণ	টাকা
জের	১৬৬৬৯/০
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, কটক	৬৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী হরিপুর, জীবনপুর দিনাজপুর	১০৲
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় বালেশ্বর	
শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্ এ গাড়ুর গাঁ, হাসাইল ঢাকা	৬৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বিএ, ডেঃ মাঃ পুরুলিয়া	৬৲
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ গৌহাটী	৬৲
ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল, এলাহাবাদ	২৫৲
শ্রীযুক্ত ঠাকুরধন বন্দ্যোপাধ্যায় মুশৌরী	১৲
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুসৌরী	১৲
শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মুসৌরী	৫৲
শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সেন মুসৌরী	১৲
শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ মুসৌরী	১৲
শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ঘোষ মুসৌরী	১৲
	১৬৭৪৪/০

ব্যয়

বিবরণ	টাকা
জের	১৫৯৫১৷৵০
হরেকৃষ্ণ সাহা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রস্তুত বাবত	৩০০৲
শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি পরিষ্কার করিবার খরচ	১০৲
চিত্র-শিল্প-সদন মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্র বাঁধাই খরচ	৮২৷০
লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে টাকা আনার দরওয়ানের বক্‌সিস্ ও টাকা পাঠানর ডাক খরচ	৮৲
গৃহনির্ম্মাণের টেণ্ডার গ্রহণের বিজ্ঞাপনের মূল্য দঃ হিতবাদী	২৷০
হাওলাত শোধ	
১৯০৭। ১৭ আগষ্ট পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত শোধ	৬০৲
১৩১৩। ৯ মাঘ ঐ তহবিলের হাওলাত শোধ	৩৵০
	১৬৪১৭৷৫

আয়

জের………………………	…১৬৭৪৪/০
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ মুসৌরী	৫৲
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিখিরা, হুগলী	১৲
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় মুসৌরী	১৲
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় দেরাহুন	৫৲
শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বিএ জয়পুর (রাজপুতানা)	
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় জয়পুর (রাজপুতানা)	২৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ	১০০৲
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুর (জয়পুর)	৬০৲
৺রাও সাহেব সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর (রাজপুতানা)	১০৲
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জয়পুর	২৲
ডাঃ শ্রীযুক্ত সিদ্ধচরণ মিত্র লক্ষ্ণৌ	২৲
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দেরাডুন	৫৲
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব দেরাডুন	২॥০
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেন দেরাডুন	১৲
	১৬৯৪৫॥/

ব্যয়

জের…………………………………		১৬৪১৭॥৫
১৩১৪। ২৯ পৌষ ঐ তহবিলের হাওলাত শোধ		০৸৶০
১৩১৫। ২৩ ভাদ্র ঐ তহবিলের হাওলাত শোধ		২।০
১৩১৫। ১১ই ফাল্গুন ঐ তহবিলের হাওলাত শোধ		১৫৲
২৪শে ফাল্গুন ঐ তহবিলের হাওলাত শোধ		৮৲
হাওলাত দাদন সাধারণ তহবিল		২৬৪।১৫
৩১।১২।১৫ তারিখ		
১দফা	১১৬৵১০	
১দফা	৪৫৶০	
১দফা	৪০৲	
১দফা	৪১৶৫	
		১৬৭১২৸৶০

আয়

জের.......................... ১৬৯৪৫॥/০

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, দেরাদুন	১৲
শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায়, দেরাদুন	১৲
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ দত্ত, দেরাদুন	১৲
শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দাস, দেরাদুন	১৲
শ্রীযুক্ত কালীকান্ত কর, দেরাদুন	২৲
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, দেরাদুন	১৲
শ্রীযুক্ত বিনয়লাল মজুমদার, পটুয়াখালি,	১৲
শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন বর্দ্ধন, ঢাকা	১৲
শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন দাস, শিলং	১৲
শ্রীযুক্ত মুকুন্দানন্দ আচার্য্য	১৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
	১৬৯৫৮॥/০

জের.......................... ১৬৭১২৸৶০

কৈফিয়ৎ

আয়	১৬৯৫৮॥/০
ব্যয়	১৬৭১২৵৶০
উদ্বৃত্ত	২৪৫॥৵০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধনরক্ষক

শ্রীরামকমল সিংহ, হিসাবরক্ষক

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল

১৩১৬ সালের আয়-ব্যয়

আয়

গত বর্ষের জের	২৪৫।।৵০
পরিষদের সাধারণ তহবিলে যে হাওলাত দেওয়া হয় তাহা আদায়	
১৩ই মাঘ	২০০৲
৩১শে চৈত্র	২৭/১০
৩১শে চৈত্র স্থায়ী তহবিল হইতে হাওলাত	১০৪।/১০
বোসের সার্কাসের দান	২৬৲
কাশ্মীর মহারাজের দান	১০০০৲
৺ মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	২০০৲
দুবলহাটীর কুমারগণ ৩০০৲ মধ্যে	১০০৲
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক	১০০৲
সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী	১০০৲
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ বি এল্	১০০৲
মাননীয় কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ	৫০৲
(শেষ কিস্তী)	
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত মাজিলপুর	৫০৲
" পিয়ারীলাল হালদার এম্ এ বি এল	২০৲
" শ্রীচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি এল্	১৫৲
রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	২৲
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম্ এ হায়দ্রাবাদ	৬৲
	২৯৫০/০

ব্যয়

কণ্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় বিল বাকী শোধ	
১৯০৯। ২ আগষ্ট	১০০০৲
" ১২ সেপ্টেম্বর	১০০৲
" ৪ অক্টোবর	২০০৲
" ২৯ "	১০০৲
" ২৬ ডিসেম্বর	২৫৲
১৯১০। ৪ জানুয়ারী	৬০০৲
" ১৭ "	১০০৲
" ২৭ "	২০০৲
" ৬ ফেব্রুয়ারী	৫০৲
" ২৩ মার্চ্চ	১০০৲
" ১৩ এপ্রিল	১৭৫৲
	২৬৫০৲
ইলেকট্রিক লাইট ফিটকরার দঃ প্রভু সিংহ কণ্ট্রাক্টারের বাকী ১১০৲ মধ্যে	৫০৲
সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদিগের চাঁদা আদায়ের জন্য ৭ দফায় যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া	১০৲
	২৭১০৲

আয়

জের	২৯৫০/০	জের	২৭১০
শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি			
জোয়াড়ী	৬৲		
" কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল			
বাঁকুড়া	৬৲		
" বাসন্তীচরণ সিংহ এম এ বিএল			
মজঃফরপুর	৬৲		
" কালীপদ বসু বিএল			
মীরট—১দফা	৩৲		
১দফা	৪৲		
ডাঃ বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত	৬।।০		
শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী	৩৲		
" কৃষ্ণনাথ সেন			
দিনাজপুর	৩৲		
	২৯৮৫।/০		

কৈঃ—

আয়	২৯৮৫।।/০
ব্যয়	২৭১০৲
উদ্বৃত্ত	২৭৫।।/০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ধনরক্ষক

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাবরক্ষক

স্থায়ী-তহবিল

১৩১৬ সালের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়		ব্যয়	
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৬৮৮৶/১২॥	১৩১৬।৩০ চৈত্র	
ডাঃ পি, সি, রায় পিএচ্‌ডি, ডি এস্‌সি	১০০৲	পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায়	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায়বাহাদুর	৫০০৲	কুমার মন্মথনাথ মিত্রের ৫০০৲ আদায় করার কমিশন	৫০৲
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন	২৫৲	গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায়	১০৪।/১০
	৩৩১৩৶/১২॥		৩১৫৪।/১০

ঠিকঃ

আয়	৩৩১৩৶/১২॥
ব্যয়	৩১৫৪।/১০
	১৫৯॥২॥

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব রক্ষক

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল

১৩১৬ সালের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

১৩১৬।৩০ চৈত্র

১৩১৫ সালের লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত সাহায্য ৮০০৲ মধ্যে ৪০০৲ টাকা পত্রিকা প্রকাশার্থ দান বাদে উদ্বৃত্ত	৪০০৲
১৩১৬ সালের দান	
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ৮০০৲ মধ্যে পত্রিকার জন্য ৪০০৲ দেওয়া বাদে উদ্বৃত্ত	৫০০৲
১৩১৪ সালের উদ্বৃত্ত	৩৩৩৸/০
	১১৩৩৸/০

ব্যয়

৩১।১২।১৫ তাং

পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত	২০০৲
নবদ্বীপ পরিক্রমণ প্রকাশের ব্যয়	
৩৬॥ ফর্ম্মা ৩॥০ হিঃ	১৬৪।০
মলাট মুদ্রণ	২।০
কাগজ	
৩৬॥ রিম ৪৵০ হিঃ	১৫০।/০
মলাটের কাগজ	
৭ দিস্তা	৭৲
পুথি নকল করার খরচ	৬৲
বই বাঁধার জন্য দপ্তরীর বিল	৩২৸০
কাগজ আদি আনিবার জন্য মুটে ভাড়া	৩৲
সম্পাদকের পারিশ্রমিক	
৩৬॥ ফর্ম্মা ৪৲ হিঃ	১৪৬৲
	৭১১৸/০

কৈঃ

আয়	১১৩৩৸/০
ব্যয়	৭১১৸/০
	৪২২৲

উদ্বৃত্ত ৪২২৲ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট জমা আছে।

শ্রীরামকমল বসু

হিসাব-রক্ষক

৺হেমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষণ তহবিল

এই তহবিলের সাবেক হিসাব নিকাশ বাদে উদ্বৃত্ত ৫৭১৫৶৹ মধ্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১৩১০।১ ফাল্গুন ১০০৲ ও ১৩১৫৩১ চৈত্র ৮২৲ মোট ১৮২৲ হাওলাত দেওয়া আছে, এবং গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ৬৪৲ হাওলাত দেওয়া আছে। বাকী পরিষৎ সম্পাদকের নিকট ৩২৩৶২ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর নিকট ৫॥৶১০ মৌজুত আছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল

আয়		ব্যয়	
চাঁদা—		অভয়াচরণ চৌধুরী	
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৲	স্বর্গীয় কবির তৈল চিত্র প্রস্তুতের খরচ	৫০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০৲	ঐ ছবি বাঁধান খরচ	৫৲
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০৲		৫৫৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০৲		
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲		
পরিষদের তহবিল	৫৲		
	৫৫৲		

কৈঃ

আয়	৫৫৲
ব্যয়	৫৫৲
	০

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

মধুসূদন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আয়		ব্যয়	
৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষণের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত চাঁদা	৮০৲	১৩১৪ সালে পরিষৎ তহবিলে হাওলাত	৮০৲

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

নবীনচন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান

১।	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২০০৲
২।	রাজা শ্রীযুক্ত	যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	৩০০৲
৩।	কুমার „	মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	১০০৲
৪।	„	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
৫।	ডাক্তার „	রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ, ডিএল্, সি, আই ই, সি, এস্ আই	৫০৲
৬।	„	সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্	৫০৲
৭।	„	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্	৫০৲
৮।	„	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	৫০৲
৯।		মিঃ এ চৌধুরী এম্ এ	২৫৲
১০।	„	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৲
১১।	মাননীয় „	বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি এল্	২৫৲
১২।	অধ্যাপক „	সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ	২৫৲
১৩।	„	মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্	১৫৲
১৪।	„	নগেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
১৫।	„	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ	১০৲
১৬।	„	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	১০৲
১৭।	„	মন্মথমোহন বসু বিএ	১০৲
১৮।	„	সরলকুমার বসু	১০৲
১৯।	রায় „	শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	১০৲
			১০৭৫৲

জের			১০৭৫৲
২০।	কবিরাজ শ্রীযুক্ত	উপেন্দ্রনাথ সেন	১০৲
২১।	„	ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর	১০৲
২২।	„	বিহারীলাল সরকার	৫৲
২৩।	অধ্যাপক „	জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	৫৲
২৪।	„ „	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	৫৲
২৫।	„ „	খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	৫৲
২৬।	„	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৫৲
২৭।	„	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৲
২৮।	মহারাজকুমার „	শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৫৲
২৯।	অধ্যাপক „	প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ	৫৲
৩০।	„	হরিপদ মিত্র বিএ	৫৲
৩১	ডাক্তার „	পি সি রায় পি এচ্‌ডি, ডি এস্‌সি	৫৲
৩২।	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত	উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এফ্, এস্ এল্	৫৲
৩৩।	শ্রীযুক্ত	নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	৫৲
৩৪।	„	শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ বি এল্	৫৲
৩৫।	„	কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ বি এল্	৫৲
৩৬।	„	ডাঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পিএচ্‌ডি	২৲
৩৭।	„	রঘুপতি ঘটক	২৲
৩৮।	„	নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বিএল্	২৲
৩৯।	„	মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৲
৪০।	„	ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
৪১।	„	ডি এল্ কাস্তগির	২৲
৪২।	„	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	২৲
৪৩।	„	বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, বিএস্ সি	২৲
৪৪।	„	বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্	২৲
৪৫।	„	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
৪৬।	„	জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্	২৲
৪৭।	„	জে, সি, ডি,	২৲
৪৮।	„	বি, সি, ডি	২৲
৪৯।	„	পি, সি, সি	২৲
৫০।	„	ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্	২৲
			১১৯৫৲

	জের	১১৯৫৲
৫১।	শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দত্ত	২৲
৫২।	„ গুরুদাস আঢ্য	২৲
৫৩।	জনৈক কলিকাতাবাসী	২৲
৫৪।	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	১৲
৫৫।	„ রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৫৬।	„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
৫৭।	„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
৫৮।	„ সতীশচন্দ্র মিত্র	১৲
৫৯।	„ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্	১৲
৬০।	ই এন্ ই এস্	১৲
৬১।	„ হেমচন্দ্র মিত্র	১৲
৬২।	„ অতুলচন্দ্র দত্ত	১৲
৬৩।	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার	১৲
৬৪।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১৲
৬৫।	„ তড়িৎভূষণ রায় বি এল্	১৲
৬৬।	„ চারুচন্দ্র মিত্র	১৲
৬৭।	মিঃ এ, সি, পাল	১৲
৬৮।	„ এল্, মিত্র	১৲
৬৯।	„ ডি, সি, মিত্র	১৲
৭০।	„ পি, সি, মিত্র	১৲
৭১।	শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস	১৲
৭২।	„ চন্দ্রশেখর সেন	১৲
৭৩।	„ হেমেন্দ্রকুমার বসু (হিন্দু হোষ্টেল)	১৲
৭৪।	„ প্রফুল্লকুমার রায় „	১৲
৭৫।	„ গোপবন্ধু চৌধুরী „	১৲
	হিন্দু হোষ্টেল হইতে প্রাপ্ত	১৯৸৶০
		১২৪১৸৶০

রমেশচন্দ্র স্মৃতি-তহবিলের দান

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজ শ্রীযুক্ত শিবাজি রাও গাইকোয়াড় বাহাদুর, বরোদা	৫০০০৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫০০৲
মি: জে, এন্, গুপ্ত	২৫০৲
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র	১০০৲
মাননীয় মি: এস্, পি, সিংহ	১০০৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু	১০০৲
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১০০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত বুধসিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর	৫০৲
" " পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি এস্ আই	৫০
শ্রীযুক্ত অশোক বসু ব্যারিষ্টার	৫১৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০৲
" গোপালদাস চৌধুরী	৫০৲
" ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যারিষ্টার	৫০৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ব্যারিষ্টার	৩৪৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার	৩৪৲
" অমিয়নাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার	৩৪৲
" নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ব্যারিষ্টার	৩৪৲
" রতনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার	৩৪৲
" ডা: মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৲
মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ	৩০৲
মাননীয় মি: হরকিষণ লাল ব্যারিষ্টার, লাহোর	৩২৲
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কাপুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু ব্যারিষ্টার	১৭৲
" যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার	১৭৲
" হরিদাস বসু ব্যারিষ্টার	১৭৲
রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়	১৫৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়	১৫৲
" প্রাণমোহন ঠাকুর	১৫৲
" গৌরহরি সেন	৫৲
" লছমন দাস (উদয়পুর-রাজপুতানা)	৫৲
	৭৯৪৬৲

প্রতিমূর্ত্তির তালিকা

মূর্ত্তি

১। রামমোহন রায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

ছবি

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২। রায় দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৭। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৯। রামতনু লাহিড়ী—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১০। কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন—শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায় দত্ত ফটো হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

১১। আনন্দরাম বড়ুয়া— | শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দত্ত ফটো

১২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত— | হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত

১৩। রামগোপাল সেন—৺কালীপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১৪। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

১৫। রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর— " " "

১৬। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১৭। রাজনারায়ণ বসু— " " " " "

১৮। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী—তাঁহার স্বর্গীয় পুত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত

১৯। উমেশচন্দ্র বটব্যাল—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২০। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিষদের যত্নে প্রস্তুত।

২১। স্বামী বিবেকানন্দ—বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২৩। রামমোহন রায়—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

২৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রদত্ত।

২৫। দুর্গাদাস কর—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

২৬। রজনীকান্ত গুপ্ত—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

২৭। রামদাস সেন—শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

২৮। হরধ্যান ভঙ্গ—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

২৯। মদন ভস্ম—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

৩০। কতিপয় পুরাতন চিত্র—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত।

ছাত্রসভার কার্য্য-বিবরণ

আলোচ্যবর্ষে ছাত্রসভ্যের সংখ্যা ১৩১। তন্মধ্যে নূতন সভ্যসংখ্যা ৪০। পুরাতন ছাত্র-সভ্যদিগের নাম সভ্যতালিকাভুক্ত রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ছাত্রসভার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা সাধারণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম বাদ দিলে বোধ হয় ছাত্রসভ্য সংখ্যা এক শতের অধিক হইবে না।

এবারেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে প্রকৃত উৎসাহী ও কর্ম্মনিষ্ঠ সভ্য খুব কমই পাইয়াছি। ১৩১৫ সালে যে সকল ছাত্র কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ১৩১৬ সালের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষের কার্য্যের জন্য ছাত্র-সভ্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের পুরস্কার লাভ করিবেন। কাজেই সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যের আলোচনা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ছাত্রসভ্যগণ সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন :—

৺সুখবিন্দু সেন গুপ্ত বি এ
শ্রীমান্ বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ
„ রাখালদাস সেন গুপ্ত (কাব্যতীর্থ)
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ

পরিদর্শক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক

ছাত্রসভ্যগণের প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্ত শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয় সকলের ধন্যবাদার্হ। সাহিত্য-পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল।

অধিবেশন :—

এই বর্ষের ৫টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। গত ১০ই আশ্বিন ছাত্র-সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে অনেক ছাত্রসভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পুরস্কারযোগ্য প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এবং রবীন্দ্রবাবু উভয়েই ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে প্রীত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনে শ্রীমান্ সুখবিন্দু সেন গুপ্ত বি এ, তাঁহার "বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক যৎ-কিঞ্চিৎ" নামক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বী ও মধুর ভাষায় ছাত্রসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করিলেন। ১৩১৬ পৌষের বঙ্গদর্শনে এই বক্তৃতাটির সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে; রবীন্দ্রবাবু ছাত্রসভ্যগণকে নিম্নলিখিত কার্য্যের মধ্যে কোনও একটি বিশেষ ভাবে করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন :—

(ক) বাঙ্গালা শব্দের Concordance প্রস্তুত করা। কবিকঙ্কণ বা চৈতন্তচরিতামৃত পাঠ করিয়া এক একজন ছাত্র শব্দ সংগ্রহ করিতে পারেন।

(খ) অনুবাদ। (গ) পুঁথি-সংগ্রহ। (ঘ) একটি মিউজিয়ম স্থাপন করিবার উদ্দেশে মুদ্রা, ঘট, শিল্প ও পণ্যজাত দ্রব্যাদির সংগ্রহ। জন্তু বা উদ্ভিদ বিশেষের নিদর্শন সংগ্রহ।

(ঙ) শব্দ-তত্ত্ব। (চ) বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব এবং ছন্দালোচনা। (ছ) ছোট বড় নগরের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ। এখন সকলেই যাহা জানে, এবং যাহা লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, কিছুকাল পরে আর তাহা লোকের মনে থাকিবে না। সুতরাং এখন হইতেই ছোট ছোট নগরের বিবরণ, প্রাচীন বংশাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহা ভবিষ্যতে ইতিহাসের প্রয়োজনে আসিবে। (জ) ছোট ছোট নূতন ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ। লালন ফকিরের মত ধর্ম্ম-প্রচারক মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া সমাজের নিম্নস্তরকে বিশেষ ভাবে উপকৃত ও ধন্ত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক জানিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে।

গত ১৪ই চৈত্র তারিখে ছাত্রসভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ বেদান্তরত্ন মহাশয় "দর্শন বিভাগে ছাত্রসভ্যগণের সহায়তা" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন :—দর্শনে এমন অনেক জটিল বিষয় আছে, যাহার সুমীমাংসা একজন লোকের চেষ্টায় কখনও হইতে পারে না। একখানি ইংরেজি অভিধানের সম্পাদক বলিয়াছেন, যে তাঁহার অভিধান সংকলন কার্য্যে ৮০ হাজার স্বেচ্ছা-সেবক সাহায্য করিয়াছিলেন। দর্শন সম্বন্ধেও অনেক স্বেচ্ছাসেবকের পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন আছে। ছাত্রসভ্যগণ সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সাংখ্যের মূলগ্রন্থ অপ্রাপ্য। কপিল ও আসুরির গ্রন্থ আমরা এখন পাই না। পঞ্চশিখ প্রণীত

ষষ্টিতন্ত্র এক সময়ে খুব প্রচলিত ছিল, এখন তাহাও অপ্রাপ্য। পাতঞ্জল-দর্শনের একখানি প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায়, তাহা সন্দেহের কারণ থাকিলেও ব্যাসভাষ্য বলিয়া কথিত। এই ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত আছে। এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রাচীন মূল সাংখ্যশাস্ত্রের আভাস কতকটা পাওয়া যাইবে। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধেও এইরূপ সহায়তার প্রয়োজন আছে। বেদান্ত-দর্শন, আরণ্যক ও উপনিষদ্ সমূহের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত প্রস্তুত। বেদান্তের অনেকগুলি শব্দ উপনিষদ্ হইতে গৃহীত। বেদান্তকার উপনিষদের কোন্ কোন্ স্থান হইতে শব্দ এবং সূত্র সকল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে, Col. Jacobi প্রণীত উপনিষদ্ বাক্য-কোষ হইতে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইবে। উপনিষদ্ স্থানে স্থানে 'নিবিদ্' উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'নিবিদ্' বৈদিক মন্ত্র হইতেও প্রাচীনতর। এই সমস্ত নিবিদ্‌গুলি একত্র করিয়া দেখা দরকার—তাহাতে কি পাওয়া যায়। এই সকল কাজ অনেকে একটু একটু করিয়া করিলেই হইতে পারে। এবং তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে এবং তাহাদের কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে কতিপয় সভ্য দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, হীরেন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে, তাঁহারা লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,—

১০ই আশ্বিন যে বিশেষ অধিবেশনে ছাত্র সভ্যগণের পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হয়, সেই অধিবেশনে মজুমদার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ২০৲ টাকার পুস্তক দান করিয়া পুরস্কৃত ছাত্র সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন। শৈলেশ বাবুর প্রদত্ত পুরস্কার পূর্ব্বোল্লিখিত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শোক প্রকাশ,—

ছাত্রসভার অন্যতম সভ্য সুধবিন্দু সেনগুপ্ত বি. এর অকাল মৃত্যুতে ছাত্রসভা ও সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ২৩ শে আশ্বিন ছাত্রসভার একটি অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সুধবিন্দু উপস্থিত ছিলেন এবং পূজার ছুটিতে বিক্রমপুর অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব ও দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিক্রমপুর অঞ্চলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইবে এই সংকল্প লইয়া সুধবিন্দু দেশে গেলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার এই সাধু সংকল্প পূর্ণ হইতে দিলেন না। ২৯ আশ্বিন তারিখে কলেরারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। যৌবনের বিপুল আশা ও আন্তরিক যত্ন লইয়া, সাহিত্যসেবা ও দেশ-হিতব্রত সাধন করিতে করিতে সুধবিন্দুর জীবন অতীতের কক্ষে বিলীন হইল। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার এরূপ অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, যে পূজার অবকাশে যদি পরিষদের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে পরিষদের কার্য্যালয় হইতে তিনি রসীদ বহি চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে

অনেক আশা করিত। সুখবিন্দুর "একটি পুরাতন দুর্গ" নামক প্রবন্ধ পরিষদের সাধারণ সভায় পঠিত হইয়াছিল এবং পরে তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক "বৎ কিক্কিং"ও মুদ্রিত হইতে গিয়াছে। মিউজিয়মে যাহাতে তাঁহার অধ্যয়নের সুবিধা হয়, এজন্য আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ তাঁহাকে যথেষ্ট সুযোগ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে সুখবিন্দু ছাত্রসভার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণ সভায় সুখবিন্দুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন; সমবেত সভামণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ-মন্দিরে সুখবিন্দুর একখানি প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতানুসারে সুখবিন্দু পরিষৎ হইতে যে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্নীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বিক্রমপুরের ইতিহাস" একখানি পরিষদের হস্তে পরলোকগত সুখবিন্দুর স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল ছাত্র সভ্য কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্র-সভ্যগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক বি এ "সাংখ্য-দর্শন সার" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ দার্শনিক পরিভাষা সংকলন করিতেছেন। তিনি কতকগুলি পরিভাষা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ "সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব" আলোচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছু কাজও করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ রাজবংশীদিগের ভাষা ও ধর্ম্মপালের গড় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ পূর্ব্বরাঢ়ে প্রচলিত ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি পাঠাইয়াছেন এবং আরও সংগ্রহ করিতেছেন।

১৩১৭ সালেও ছাত্রসভ্যগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং ফাল্গুনের মধ্যে ছাত্রসভ্যগণকে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৩১৭

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগার

আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ে ৮৩৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৭৭ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে, ৪১০ খানি ক্রীত হইয়াছে এবং ৫২ খানি মাসিক পত্রিকা পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। ক্রীত পুস্তকের মধ্যে গত বৎসরের ন্যায় প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থই অধিক। আলোচ্যবর্ষের প্রারম্ভে ৬১৩ পুঁথি ছিল। তৎপরে ১৬৯ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। উপহৃত পুঁথির মধ্যে ৮৮ খানি পুঁথি ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত ও ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইগুলি পরিষদে দান করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের পুঁথি সংগ্রাহকের অবৈতনিক পদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহার্থে নিজব্যয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার ফলে আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ ৭৫ খানি পুঁথি পাইয়াছেন। গতবৎসর পরিষৎ যাহা আশা করিয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকালয়কে পরিষদের যোগ্য করিতে হইবে তাহা নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় নবপ্রকাশিত পুস্তক অতি অল্পই পরিষৎ-পুস্তকালয়ে আসিয়াছে। গত বৎসর পরিষৎ-পত্রিকায় এই সম্পর্কে নবীনগ্রন্থকারদিগের নিকট যে ভাবে নব-প্রকাশিত পুস্তক প্রাপ্তির আশা করিয়া পরিষৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নানা কারণে সে আশা সফল হয় নাই। যাঁহারা উপহার দিয়াছেন তাঁহারা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহাদের উপহৃত পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

পরিষদের পুস্তকালয়ে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী, তৈলঙ্গী উড়িয়া, কর্ণাটী, মগী, পাহাড়ী ও ইংরাজী, গ্রীক্, ল্যাটিন, ফরাসিস্ ভাষায় মুদ্রিত যে সকল পুস্তক এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে সে সমস্ত পুস্তক উপযুক্ত স্থানাভাবে সুশৃঙ্খলে সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। নব মন্দিরে সে স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং গতবৎসরে এই বিপুল পুস্তকরাশি সুশৃঙ্খলে সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(ক) গত ১৩০৯ সালের পরিষদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে বহুতর লুপ্ত প্রাচীন সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি এ পর্য্যন্ত আরও বহু সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত সাময়িক পত্রের খণ্ড মিলাইয়া, বাঁধাইয়া, তাহাদের সবিশেষ বিবরণ (সম্পাদকের নাম, প্রকাশের সময়, প্রকাশের স্থান প্রভৃতি) সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে। যে সকল পত্রিকার খণ্ড সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, সেগুলির যতগুলি সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা এবং কতক-গুলি লুপ্ত পত্রের নমুনাস্বরূপ দুই এক সংখ্যাও সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন, লুপ্ত ও বর্ত্তমান পত্রিকাগুলির যে সকল খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া বাঁধান হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে ১৪ খানি হইয়াছে।

(খ) পুস্তকালয়ে সংগৃহীত গ্রন্থরাশি ঝাড়িয়া, বাছিয়া, আলমারিতে সাজান হইয়া

গিয়াছে। পুস্তকালয়ের পুরাতন তালিকার সহিত মিলাইয়া যে পুস্তকগুলি অভাব হইতেছে তাহার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং সংখ্যাদির পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(গ) পুস্তকগুলির বিষয় ভেদে, বর্ণানুক্রমে, গ্রন্থকারের নামানুসারে বিভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, বিষয়, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের স্থান, ছাপাখানার নাম, ছাপার বৎসর ইত্যাদি বিবরণ লিখিয়া স্বতন্ত্র কার্ডে সূচী প্রস্তুত করা হইতেছে।

(ঘ) বাঙ্গালা গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারের ইতিহাস সংগ্রহের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া পরিষদের পুস্তকালয়ে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য, লুপ্ত, প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে মুদ্রণ কালানুসারে সাজান হইয়া গিয়াছে এবং উহাদেরও সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(ঙ) পরিষদে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা ঝাড়িয়া, বাছিয়া তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে। পুঁথিগুলি রক্ষার জন্য আপাততঃ paste-board এর পাটা দিয়া খেড়ুয়া কাপড়ে বাঁধা হইতেছে। যে পুঁথিগুলি বাঁধা হইয়াছে তাহাদের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুঁথির নকলের সময় এবং পুঁথির পত্র সংখ্যা দিয়া টিকিট লাগান হইতেছে।

এইরূপে পরিষদের পুস্তকালয়টি যাহাতে সাধারণের সকল প্রকার সুবিধাজনক প্রথায় ব্যবহার্য্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় বর্ত্তমান ১৩১৭ সালে এই কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ করিতে পারা যাইবে। এই সঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ ও পরিষদের হিতৈষী বহুগ্রন্থকার বন্ধুর গ্রন্থগুলি সংগ্রহ দ্বারা যাহাতে এই পুস্তকালয়কে "হালনাগাত" প্রকাশিত গ্রন্থসম্ভারে পরিপুষ্ট করিতে পারা যায় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইবে।

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ-রক্ষক।

চিত্রশালা

গত বৎসরের মধ্যে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষদের সভ্যমণ্ডলীর দৃষ্টি একটি জাতীয় চিত্রশালা স্থাপনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্রগৃহে যে দ্রব্যাবলীর সমাবেশ হয়, তাহা দর্শক মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পরিষদের সংগ্রহ দেখিয়া অনেকেই পরে পরিষদ্‌গৃহে আসিয়া তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি অধিকাংশই যথাস্থানে প্রত্যর্পিত

হইয়াছে। অতি সামান্য অংশমাত্র পরিষদে রক্ষিত আছে। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি পরিষদে রক্ষার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। মহারাণী ভবানীদেবী নির্ম্মিত একটি মন্দির হইতে নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর কয়েকখানি খোদিত ইষ্টক প্রদর্শনীর জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কুবলয়াপীড় বধের চিত্রযুক্ত একখানি ইষ্টক অতি সুন্দর। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যশোরেশ্বরীর মন্দির হইতে অনেকগুলি খোদিত ইষ্টক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের মূর্ত্তি সংযুক্ত দুইখানি ইষ্টক বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের দুইখানি প্রাচীন তাম্রশাসন তাঁহার অনুগ্রহে পরিষদের চিত্রশালায় অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে একখানি রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধনাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত। এ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই খানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্ত ১১৩ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৩৩ খৃঃ অব্দে এই তাম্রশাসনের দ্বারা এক ব্রাহ্মণকে খুসাপার বিষয়ে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের। দশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রামে এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে মৈত্রেয় মহাশয় উহা সংগ্রহ করেন। প্রদর্শনীর জন্য এই তাম্রশাসন দুইখানি, ও পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের একটি গোলা মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। পরে সদাশয় মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুগ্রহে এইগুলি পরিষদে রক্ষিত রহিয়াছে। কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনের পাঠ পরিষৎ পত্রিকায় ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐতিহাসিক চিত্রে ও শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় আনুলিয়ার তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কয়টি দ্রব্য লইয়া পরিষদের চিত্রশালার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। গত বৎসর সভ্যমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় চিত্রশালা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর চিত্রশালা তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছে।

গত বৎসর বর্ষাকালে ডাক্তার সরসীলাল সরকারের চেষ্টায় বিহার নিবাসী Mrs. C. F. Jones নাম্নী ইংরাজ মহিলার নিকট হইতে অনেকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তি ও খোদিত প্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি বঙ্গ ও মগধের পরাক্রান্ত পাল রাজগণের রাজ্যকালে নির্ম্মিত। পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ কান্দিনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের সান্নিধ্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বে লব্ধ তিনটি অশ্রুতপূর্ব্ব পিত্তল মূর্ত্তি পরিষদে আনীত হইয়াছে। এইরূপ পিত্তল মূর্ত্তি ভারতীয় বা বিদেশীয় কোন চিত্রশালায় নাই। সরকারী কলাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিয়াছেন। মূর্ত্তি তিনটি পিত্তল নির্ম্মিত ও লোহিত মণিখচিত। চক্ষুগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটির পশ্চাদ্ভাগে লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক অক্ষরে একটি খোদিত লিপি আছে :—

১। যুবাচক নারোদাস যুতঃ

পানো দান পতি ইদং দেবধর্ম্মঃ

এই তিনটির মধ্যে দুইটি বৌদ্ধ ও অপরটি হিন্দু মূর্ত্তি। অতি শীঘ্র পত্রিকায় এই মূর্ত্তিগুলির সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী লালগোলার রাজা বাহাদুর একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি মালদহ জেলা হইতে আনীত এবং এইরূপ কোনও মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় কোন চিত্রশালায় নাই। মূর্ত্তিটি মঞ্জুঘোষ বোধিসত্বের, কিন্তু ইহা বঙ্গ-মগধের অপরাপর মূর্ত্তি সমূহের ন্যায় নহে। মূর্ত্তিপশ্চাৎস্থিত অশ্মখণ্ডের মধ্যভাগ কাটিয়া তাহা হইতে মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞান অনুসারে alto-relievo. এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চিত্রশালায় নিম্নলিখিত দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন।

মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায়, দীঘাপতিয়া—তিনটি বিষ্ণু মূর্ত্তি

কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় ও ভ্রাতৃগণ, জেমো কান্দি—একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি

মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, ভাগলপুর—একটি বুদ্ধমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুর—দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া—একটি চৈত্য

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, বৌবাজার—একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণুপুরের—তিনখানি চিত্র (wall paper or fresco)

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি

" সপ্তগ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তির চারিটি খণ্ড

" রাজগৃহের বোধিসত্ব মূর্ত্তির মস্তক

" রাজগৃহের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি

" রাজগৃহের মৃণ্ময় চৈত্যশীর্ষ

" রাজগৃহের মৃদ্ভাণ্ড

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা—ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে খোদিত বৃহৎ সমাধিলিপি।

মুদ্রা

১।	সুবর্ণ	মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	কণিষ্ক
২।	"	"	হুবিষ্ক
৩।	"	"	বাসুদেব ১ম
৪।	"	"	বাসুদেব ৩য় হবিষ্কপুর
৫।	সুবর্ণ	রাজা বাহাদুর, লালগোলা	২য় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা
৬।	"	মহারাজ, কাশীমবাজার	.ম কুমার গুপ্ত
৭।	রৌপ্য	ক্রীত	রুদ্রসিংহ
৮।	"	"	৩য় বিগ্রহ পাল
৯।	"	"	রাজেশ্বর সিংহ ১৬৭৭ শক।
১০।	"	"	গৌরীনাথ সিংহ
১১।	তাম্র	অজ্ঞাত	শিবাজী রাও হোলকর সম্বৎ ১৯৪৮
১২।	"	"	বীর বিক্রম সাহদেব সম্বৎ—১৯৫০
১৩।	"	"	" সম্বৎ—১৯৫১
১৪।	সুবর্ণ	ক্রীত	নসিরুদ্দিন মহমুদ শাহ
১৫।	রৌপ্য	"	"
১৬।	"	"	আলা উদ্দিন মহম্মদ শাহ হিঃ ৭১৯
১৭।	তাম্র	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"
১৮।	"	"	"
১৯।	"	"	"
২০।	"	"	মহম্মদ শাহী
২১।	"	"	"
২২।	"	"	"
২৩।	"	"	গিয়াসুদ্দীন তুগলক
২৪।	"	"	তুগলক শাহী
২৫।	"	"	মহম্মদ তুগলক হিঃ ৭৩৮
২৬।	"	"	আবুল আব্বাস মহম্মদ

২৭।	পিত্তল	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বহ্‌কানি
২৮।	রৌপ্য	"	ফিরোজ তগ্‌লক্‌
২৯।	তাম্র	"	"
৩০।	"	"	"
৩১।	"	"	"
৩২।	উপধাতু	"	"
৩৩।	তাম্র	"	নসরৎসাহ তগ্‌লক্‌
৩৪।	তাম্র	"	মহম্মদ্‌ ইব্‌ন্‌ ফরিদ হিঃ ৮৪২
৩৫।	"	"	বহলোল্‌ শাহ লোদি হিঃ ৮৪৮
৩৬।	"	"	সিকন্দর লোদি
৩৭।	"	"	ইব্রাহিম শাহ লোদি
৩৮।	"	"	শের শাহ
৩৯।	রৌপ্য	ক্রীত	ইস্‌লাম শাহ হিঃ ৯৫৪
৪০।	তাম্র	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৪১।	"	"	মহম্মদ শাহ আদিল হিঃ ৯৬২
৪২।	"	"	১ম আকবর
৪৩।	রৌপ্য	"	শাহজহান হিঃ ১০৫২
৪৪।	"	"	আওরঙ্গজেব হিঃ ১১১১
৪৫।	"	"	মহম্মদ শাহ্‌
৪৬।	তাম্র	"	২য় শাহ আলম
৪৭।	"	"	কোম্পানি
৪৮।	"	"	"
৪৯।	"	"	"
৫০।	"	"	"
৫১।	রৌপ্য	"	২য় শাহ আলমের
৫২।	তাম্র	অজ্ঞাত	"
৫৩।	"	"	ইং কোম্পানির পয়সা
৫৪।	"	"	"
৫৫।	"	"	গোরখপুরী ঢেবুয়া
৫৬।	"	"	"
			তুর্কীয় সুলতান হিঃ ১২৭৭

৫৭।	তাম্র	অজ্ঞাত	২য় আবদুল হামিদ, ইরান দেশে প্রচলিত পয়সা ৫০ দীনর
৫৮।	রৌপ্য	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মহম্মদ ঘোরী
৫৯।	„	„	নরেন্দ্রনারায়ণ (কুচবিহার) (নারায়ণী টাকা)
৬০।	„ (পুরাণ)	„	সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত
৬১।	„	„	কুলিন্দ জাতীয় অমোঘ ভূতির মুদ্রা—(খরোষ্টী ও ব্রাহ্মী অক্ষর)
৬২।	তাম্র	„	(সুঙ্গ বংশীয় অগ্নিমিত্রের মুদ্রা—বেরিলী রামনগরে প্রাপ্ত)
৬৩।	„	„	(ঐ—ফাল্গুনী মিত্রের মুদ্রা বেরিলী রামনগরে প্রাপ্ত
৬৪।	„	„	(ঐ সূর্য্য মিত্রের মুদ্রা—বেরিলী রামনগরে প্রাপ্ত)
৬৫।	রৌপ্য	„	(লিসিয়াসের মুদ্রা, গ্রীক্ ও খরোষ্টী অক্ষরে মুদ্রিত)
৬৬।	তাম্র	„	(আপল দত্তের মুদ্রা গ্রীক্ ঐ—খানজাই)
৬৭।	„	„	(অগথুক্লেয়ের মুদ্রা, গ্রীক ও ব্রাহ্মী অক্ষরে মুদ্রিত রাউলপীণ্ডী)
৬৮।	„	„	(হেরমেয়ের মুদ্রা, গ্রীক ও খরোষ্টী অক্ষরে মুদ্রিত)
৬৯।	„	„	(গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ-রাজা অচ্যুতের মুদ্রা) গুপ্তাক্ষর।

মূর্ত্তি

সংখ্যা।	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
১।	দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি, মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, চারিপার্শ্বে ৭টী চিত্র যথা—জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ, ত্রয়স্ত্রিংশ ধর্ম্মপ্রচার, মহাপরিনির্ব্বান ইত্যাদি। পাদপীঠে খোদিত লিপি—যে ধর্ম্মা ইত্যাদি।	মিসেস্ সি এফ জোনস্	বিহার পাটনা।
২।	ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তির শীর্ষদেশ, মুকুট শোভিত মস্তক ও ক্ষুদ্রাকার দুইটী দণ্ডায়মান ও একটি উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, মস্তকের উভয় পার্শ্বে এক একটী সুপর্ণ।		
৩।	মন্দিরদ্বারের নিম্নভাগ, মস্তকবিহীন দেবমূর্ত্তি ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে দণ্ডায়মান, পার্শ্বে গণ		
৪।	অষ্টকোণচৈত্যের ভিত্তির একপার্শ্ব, দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির, একটিতে উপবিষ্ট ও অপরটিতে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।		
৫।	বজ্রাসন বুদ্ধ ভট্টারক, জন্ম, সম্বোধি প্রভৃতি ৭টি চিত্র সম্বলিত। বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তক ভগ্ন।		
৬।	বজ্রাসন বুদ্ধ ভট্টারক, শীর্ষদেশ ভগ্ন। দক্ষিণে লোকনাথ ও বামে মৈত্রেয়-নাথ দণ্ডায়মান।		
৭।	সিততারা। নিম্নদেশ ভগ্ন উভয়হস্তে সমালোৎপল। শীর্ষদেশে খোদিত-লিপি যের ধর্ম্মোয়ং ইত্যাদি।		
৮।	মহোত্তরি তারা, পাদদেশে খোদিত লিপি—যের ধর্ম্মোয়ং ইত্যাদি।	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কুর্কুটপাদ গিরি।

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
৯।	দ্বাদশহস্ত অবলোকিতেশ্বর, উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান বোধিসত্ব মূর্ত্তি উপরে সপ্ত-নাগছত্র।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	সোনারঙ্গ বিক্রমপুর, ঢাকা।
১০।	বিষ্ণুমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম।	মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায়	মান্দা রাজসাহী
১১।	ঐ শীর্ষদেশ-ভগ্ন।	„ ঐ	ঐ
১২।	ঐ „	„ ঐ	ঐ
১৩।	ঐ ত্রিবিক্রম ঐ	কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় ও ভ্রাতৃগণ	জেমো কান্দি মুর্শিদাবাদ
১৪।	ঐ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত	দিনাজপুর
১৫।	বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি, শীর্ষদেশ ভগ্ন	মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ	চম্পানগর ভাগলপুর
১৬।	মঞ্জু শ্রী বোধিসত্ব-মূর্ত্তি।	রাজা „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	মালদহ।
১৭।	চতুর্ম্মুখ চৈত্য।	শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল	বুদ্ধগয়া
১৮।	দণ্ডায়মান দৈনিকমূর্ত্তি।	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	গিরিব্রজ রাজগৃহ
১৯।	বিষ্ণুমূর্ত্তি চারিখণ্ড।	ঐ	সপ্তগ্রাম
২০।	পিত্তলের সহচরিমূর্ত্তি	„ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী	যশোরেশ্বরী মন্দির খুলনা।
২১।	„ বিষ্ণুমূর্ত্তি ত্রিবিক্রম।	„ কিশোরীমোহন সিংহ	গোপাড়া গ্রাম সাগরদীঘি মুর্শিদাবাদ
২২।	ললিতাক্ষেপসংস্থিত বিষ্ণু প্রহরণধারী বোধিসত্ব মূর্ত্তি	ঐ	ঐ
২৩।	ষড়হস্তবিশিষ্ট দণ্ডায়মান বোধিসত্ব মূর্ত্তি, মস্তকে নাগছত্র, পৃষ্ঠে খোদিত লিপি :— যুবাচকং নায়োদাসযুতঃ পালো দাম-পতি ইদং দেবধর্ম্ম।	ঐ	ঐ

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
২৪।	তীর্থ-যাত্রিগণপ্রদত্ত মৃণ্ময় মহাবোধি বিহারের চিত্র। নিম্নে ১০ম শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত লিপি :— যে ধর্ম্মা ইত্যাদি।	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বুদ্ধগয়া।
২৫।	ঐ	ঐ	ঐ
২৬।	ঐ	ঐ	ঐ
২৭।	ঐ	ঐ	ঐ
২৮।	ঐ	ঐ	ঐ
২৯।	ঐ	ঐ	ঐ
৩০।	ঐ	ঐ	ঐ
৩১।	ঐ	ঐ	ঐ
৩২।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৩।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯।	ঐ	ঐ	ঐ
৪০।	ঐ	ঐ	ঐ
৪১।	ঐ	ঐ	ঐ
৪২।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮।	ঐ (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার)	ঐ	ঐ
৪৯।	ঐ "	ঐ	ঐ
৫০।	ঐ "	ঐ	ঐ

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
৫১।	মৃন্ময়চিত্র, মন্দিরমধ্যে ধ্যান মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেব	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	বুদ্ধগয়া ঐ
৫২।	ঐ শীর্ষদেশ	ঐ	ঐ
৫৩।	খোদিত ইষ্টক—ঘটাকার	ঐ	ঐ
৫৪।	ঐ পত্রাবলি শোভিত	ঐ	ঐ
৫৫।	ঐ স্বস্তিকযুক্ত	ঐ	ঐ
৫৬।	ঐ প্রস্ফুটিত পদ্মযুক্ত	ঐ	ঐ
৫৭।	চতুষ্কোণ ইষ্টক, কোনবর্শিষ্ট পদ্মযুক্ত	ঐ	ঐ
৫৮।	লতাপত্র-শোভিত খোদিত ইষ্টক	ঐ	ঐ
৫৯।	খোদিত ইষ্টক,—মন্দিরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের ছাদে দুইটী পক্ষী (তিন খণ্ড)	শ্রীশ্রীশচন্দ্র অধিকারী (শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে সংগৃহীত)	ঈশ্বরীপুর যশোহর প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
৬০।	মন্দিরমধ্যে বলরাম, ছাদ নাই (দুই খণ্ড)	ঐ	ঐ
৬১।	ঐরূপ একটি মন্দিরের ছাদ	ঐ	ঐ
৬২।	খোদিত ইষ্টক—কুবলয়াপীড় বধ (তিন খণ্ডে)	মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	রাণী ভবানীর বড়-নগরের মন্দির
৬৩।	খোদিত ইষ্টক—চক্র শোভিত।	শ্রীশ্রীশচন্দ্র অধিকারী	
৬৪।	খোদিত ইষ্টক—লতাপত্র শোভিত।		ঈশ্বরীপুর যশোহর প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
৬৫।	ঐ ঐ ২ খণ্ড	(শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে সংগৃহীত)	•
৬৬।	ঐ ঐ		•
৬৭।	ঐ ঐ		•
৬৮।	ঐ ঐ		•
৬৯।	ঐ ঐ		•
৭০।	ঐ ঐ		

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
৭১।	খোদিত ইষ্টক—পুষ্পযুক্ত	শ্রীশ্রীশচন্দ্র অধিকারী (শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে সংগৃহীত)	ঈশ্বরীপুর যশোহর প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
৭২।	ঐ পদ্মের অর্দ্ধাংশ (২ খণ্ড)		
৭৩।	ঐ পুষ্পগর্ভ পদ্ম	"	"
৭৪।	ঐ	"	"
৭৫।	পদ্ম	"	"
৭৬।	ঐ	"	"
৭৭।	ঐ	"	"
৭৮।	খোদিত ইষ্টক চতুষ্কোণ, পুষ্পযুক্ত	"	"
৭৯।	ঐ	"	"
৮০।	ঐ পুষ্পবান বৃক্ষ।	"	"
৮১।	ঐ শীর্ষহীন ২ খণ্ড।	"	"
৮২।	ঐ খিলানযুক্ত পুষ্পশোভিত।	"	"
৮৩।	বিষ্ণুমূর্ত্তির চারিখণ্ড, প্রস্তরময়। দণ্ডায়মান লক্ষ্মী ও সরস্বতীমূর্ত্তি ও বিষ্ণুর পদমাত্র বিদ্যমান আছে।	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	পাণ্ডুয়া জেলা বর্দ্ধমান
৮৪।	বরাভয়প্রদা উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি (সম্ভবতঃ কোন বৃহদায়তন দেব-মূর্ত্তিতে সংলগ্ন ছিল)	শ্রীশ্রীশচন্দ্র অধিকারী	যশোরেশ্বরী মন্দির জেলা খুলনা
৮৫।	সবুজ মীনাকরা মৃৎভাণ্ডের একখণ্ড।	ঐ	ঐ
৮৬।৮৮।	মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পাথরের গোলা।	ঐ	ঐ
৮৯।	পলাশী যুদ্ধের লৌহ গোলা।	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	পলাশী জেলা নদীয়া
৯০।	লৌহময় কালীমূর্ত্তি, দস্যুগণের উপাস্যা দেবী, দস্যুগণ স্ববৃত্তিতে বাহির হইবার সময় যষ্টির অগ্রভাগে প্রবেশ করাইয়া লইয়া যাইত।	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি	কলিকাতা
৯১।	পুঁথির পাটা—চৈতন্যদেবের জীবনের বৃত্তাবলী। অপর পৃষ্ঠে বৃন্দাবনলীলা, গোচারণ।	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
৯২।	পুঁথির পাটা—এক পৃষ্ঠে লতা-পুষ্প-পত্র-শোভিত অপর পৃষ্ঠে বস্ত্রহরণের চিত্র।	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ	কলিকাতা
৯৩।	মিনাকরা ইট	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	গৌড় জেলা মালদহ
৯৪।	ঐ	শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন	মতিঝিল
৯৫—৯৯।	বুদ্ধগয়ার মন্দিরের কারুকার্য্যের ছাঁচ	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	জেলা মুরশিদাবাদ কলিকাতা
১০০।	মিনাকরা ইষ্টক ও ভাণ্ডের ভগ্নাংশ। প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি। ৪১ খণ্ড	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন	দিনাজপুর
১০১।	ঐ কন্দুক ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	মহাস্থান, বগুড়া
১০২।	বুদ্ধ-প্রতিমার-মস্তক	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজগৃহ
১০৩।	মৃণ্ময় আসব-পাত্র	ঐ	ঐ
১০৪।	„ স্তূপের অগ্রভাগ	ঐ	ঐ

বিবিধ দ্রব্যাদি

	বিবরণ	দাতা
১।	রাজা রামমোহন রায়ের পাগড়ি	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী
২।	ঐ মুগু	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩।	দীনবন্ধু মিত্রের হস্তাক্ষর "এলোচুলে বেণেবৌ" ইত্যাদি	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র
৪।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তাক্ষর, বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৫।	৺আনন্দকৃষ্ণ বসুর সঙ্কলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	„ সারদাচরণ মিত্র
৬।	৺অক্ষয়কুমার দত্তের উইলের নকল ও লাইব্রেরীর তালিকা	ঐ
৭।	৺নবীনচন্দ্র সেনের স্বহস্তলিখিত কতকগুলি পত্র	„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

	বিবরণ	দাতা
৮।	রামমোহন রায়ের স্বাক্ষর	
৯।১০।	প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেব ঠাকুরের সম্পত্তির দলিল	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১১।	রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত ভূমিদান পত্র	মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
১২।	মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায়ের স্বাক্ষরিত ভূমিদান পত্র	" "
১৩।	মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত "চণ্ডীর" পুথির পাতার ফটো	শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
১৪।	চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের ফটো	মুরশিদাবাদ—ভরতপুরে গদাধর গোস্বামীর পাট হইতে পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত
১৫।	৺আনন্দরাম বড়ুয়ার ফটোগ্রাফ	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্যানিং লাইব্রেরী)
১৬।	৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের ফটোগ্রাফ	
১৭।	৺কবিরাজ গঙ্গাধর রায়	শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায় কবিরাজ
১৮।	কবির ও বাদসাহ সেকেন্দর	

১৩১৬ চৈত্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক

মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয়ের নামে পত্র :—

Baroda
1st November 1909.

MY DEAR MAHAMAHOPADHYAYA,

The Executive Committee of the Maharashtra Literary Conference deem themselves to be under a deep obligation to you for having kindly taken the trouble to attend the Conference. The co-operation and sympathy of men living in distant parts of India, with the cause of the conference are greatly appreciated and the success of the conference was cheifly due to them. You will kindly accept our sincere thanks for the same. Your utterances at the conference were peculiarly valued as proceeding from one who had bestowed great thought and study on the subjects dealth with.

You will kindly communicate our thanks to the Bangya Sahitya Parishad of Bengal for their having deputed to the Conference as their delegate a man so eminently qualified as yourself.

I beg to remain
Yours sincerely
Sampatrao Gaekwad
Chairman of the Reception Committee.
(Maharashtra Literary Conference, Baroda

রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ

১৩১৬ বঙ্গাব্দে এ সভার পঞ্চম বর্ষ শেষ হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে সভ্যসংখ্যা—	প্রথম শ্রেণীর	১৬০
	দ্বিতীয় শ্রেণীর	১৪৪
	বিশেষ সভ্য	৭
	বিশিষ্ট সভ্য	৪
	আজীবন সভ্য	১
	মোট	৩১৬

এতদ্ব্যতীত এ সভায় ২ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন, তন্মধ্যে ১ জন স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহাকে সভার নিয়মানুসারে সভ্যপদ হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে কুচবিহারাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, সি, বি, এ, ডি, সি, মহোদয় এ সভায় এককালীন ৫০০৲ টাকা দিয়া আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে এ সভার প্রথম শ্রেণীর ১ জন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ জন মোট ২ জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে সভার অন্যতম সহকারী-সম্পাদক ও কলিকাতার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১।১-ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্‌এ, বিএল্‌, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন, ঐতিহাসিক প্রদর্শনী ও সাহিত্যসম্মিলনাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে এই সভার ১২টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও এই সমস্ত সভাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—

	প্রবন্ধ	প্রবন্ধলেখক
১ম অধিবেশন	১। বাগরাজার বাড়ী	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন
	২। পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয়
	৩। রঙ্গপুরের গ্রাম্য-সঙ্গীত-সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	৪। ভাওয়াই গ্রাম	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২য় „	৫। বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
৩য় „	৬। মলদ ও মালদহ	„ রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্
৪র্থ „	৭। আয়ুর্বেদে মাংসৌষধ	„ কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ
৫ম „	৮। পৌণ্ড্রদেশ নির্ণয়	„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্
৬ষ্ঠ „	৯। রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস	„ কালীকান্ত বিশ্বাস
৭ম „	১০। সত্যপীর	„ পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বিএল্
৮ম „	১১। আহোমরাজ রুদ্রদেব সিংহের তাম্রশাসন	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ম „	১২। কবি জীবন মৈত্রেয়	„ মোহিনীমোহন মৈত্রেয়
১০ম „	১৩। শ্রীশ্রীউমা মহেশ্বর বা বাভ্রবীকায়া	„ বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন
	১৪। আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়	„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
১১শ „	১৫। জীমূতবাহন	„ কালীকান্ত বিশ্বাস
	১৬। মুগার চাষ	„ কুমুদবিহারী রায়

এই সমস্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

১ম „ ১। বঙ্কনকুটীর রাজা ভগবানের দেবমন্দিরের ইষ্টকলিপি, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস

২। পাবনার জোড় বাঙ্গলার আলোকচিত্র—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ।

৩য় „ ৩। বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তির আলোকচিত্র „ কৃষ্ণলাল চৌধুরী

৬ষ্ঠ „ ৪। রঙ্গপুর মন্থনার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্য্যময় ইষ্টক „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

৫। প্রাচীন তাম্রমুদ্রা „ সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী

৭ম „ ৬। রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার জীর্ণ মন্দিরের ইষ্টকলিপি „ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

		প্রবন্ধ	প্রবন্ধ-লেখক
		৭। সের সাহের সুবর্ণমুদ্রা	শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী
৮ম	"	৮। আটটি বিভিন্ন দেশীয় তাম্রমুদ্রা	" বসন্তকুমার লাহিড়ী
		৯। কাকিনার নিকট প্রাপ্ত ধাতবপদার্থ	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
		১০। রাজসাহী দারাচপুরের সূর্য্যমূর্ত্তির আলোকচিত্র	" শ্রীরাম মৈত্রেয়
৯ম	"	১১। হাজার মসলা ও গোলেবকাবলী নামক প্রাচীন পুঁথি	" সৈয়দ নুরুল হোসেন কাসীমপুরী
১০ম	"	১২। কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি	" বসন্তকুমার লাহিড়ী
১১ম	"	১৩। নওডাঙ্গার ১১৪৬ সালের লিখিত শিবমন্দিরের চিত্র	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
	"	১৪। প্রাচীন মুদ্রা (পারসিক লিপিযুক্ত পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই)	" " "
	"	১৫। বগুড়ার সাধককবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলীর পাণ্ডুলিপি	" হরগোপাল দাসকুণ্ডু

নির্দ্দিষ্ট একাদশটি মাসিক অধিবেশন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে এই সভার উদ্যোগে দুইটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশন শ্রীযুক্ত জে, ভ্যাস আই, সি, এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে রঙ্গপুর জেলা স্কুলগৃহে হয়। মহিমারঞ্জন-সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত রঙ্গপুরের সকল শ্রেণী হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জে ভ্যাস মহাশয় উক্ত সমিতির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সহকারী-সভাপতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ধনরক্ষক ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত জে, ভ্যাস মহাশয় স্থানান্তরে গমন করায় শ্রীযুক্ত মাকফারসনি আই সি এস্ মহোদয় ঐ সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ২য় অধিবেশনে মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রঙ্গপুর শুভাগমন উপলক্ষে এই সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় "বগুড়ার বৌদ্ধ যোগী" নামক সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে গৌরপুরে উপস্থিত হইবার জন্য ৪৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন ;—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

„ হরগোপাল দাসকুণ্ডু

„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

„ উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

„ রাধেশচন্দ্র শেঠ

গৌরীপুরে আহূত উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব অনুসারে এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর স্থায়ী কার্য্যকারিণী সমিতিরূপে সম্মিলনীর যাবতীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করেন।

আলোচ্যবর্ষে সভার গ্রন্থাগারে ২টি রৌপ্য মুদ্রা ক্রীত হইয়াছে ও ২৭ রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা উপহার পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই সভার গ্রন্থাগারে ৩৫ খানি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে ও ৫৩ খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে সভার উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ত্রয় বিশেষ সাহায্য করিয়া সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে এই সভার মুখপাত্র রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে বাঙ্গালা ও আসাম হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—(মাসিক) বঙ্গদর্শন, The Dawn Magazine, হিন্দুসখা গৃহস্থ, মানসী হিন্দুপত্রিকা, বসুধা, সাহিত্য-সংহিতা, বীরভূমি, আলোচনী, ঊষা, কৃষি-সমাচার,আরতী, আলৌকিক-রহস্য, সনাতন, বাণী, ঐতিহাসিক চিত্র, জন্মভূমি, উপাসনা, জগজ্জ্যোতি। ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। (সাপ্তাহিক) হিন্দুরঞ্জিকা, মালদহ-সমাচার, গৌড়দূত বঙ্গজননী, রঙ্গপুর দর্পণ, শিক্ষা-সমাচার, আসামবন্তী, বসুমতী। এই জন্য এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকটে সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজকমললোচন প্রণীত সুবৃহৎ চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় রচিত গৌড়ের ইতিহাস (হিন্দুরাজত্ব) গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, আগামী বর্ষের প্রারম্ভেই উহা বিতরিত

হইবে। অদ্ভুতাচার্য্যের সুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্য নানাকারণে আলোচ্যবর্ষে আরম্ভ হয় নাই। আগামী বৎসরে ঐ গ্রন্থের প্রকাশ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। দীঘাপতিয়া রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, ঐ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০০৲ দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন ও এই টাকার মধ্যে দুইশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি এ সভার এবং বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

রঙ্গপুর-বিবরণ প্রকাশার্থ রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১৯১০-১১ ইংরেজী অব্দের জন্য ৩০০৲ মাত্র সাহায্য মঞ্জুর করিয়া সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সভার কার্য্য-সমিতি আশা করেন বোর্ড শাখা-সভায় একটি বার্ষিক সাহায্য স্থায়ীভাবে প্রদান করিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ ও রক্ষার উপায় বিধান করিবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ সমিতির সুপরিচালনায় আলোচ্যবর্ষে এই পত্রিকার চারি সংখ্যা চিত্রাদিসহ প্রকাশিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। লণ্ডন এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক সাগ্রহে এই পত্রিকার গ্রহণ সংবাদই ইহার প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। এই পত্রিকার ৪র্থ ভাগে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুর্থ ভাগের সূচী—১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা
১।	রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ	শ্রীশশধর রায় এম্, এ, বি এল্	১
২।	মহর্ষী স্মৃতি (সচিত্র)	" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	১১
৩।	মালদহে ভ্রমণ	" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	১৪
৪।	পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ	" শ্রীরাম মৈত্রেয়	২০

বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
৫। আপ্ত প্রমাণ	" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্	৩২
৬। প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির বিবরণ	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	৩৭
৭। বোধিসত্ত্ব লোকনাথ (সচিত্র)	" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্	৫৭
৮। করতোয়া ও সদানীরা	" প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্	৬৮
৯। রঙ্গপুরের ছিকা বা হেঁয়ালী-সংগ্রহ	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	৭৩
১০। বাণরাজার বাড়ী	" কেদারনাথ সেন	৮২
১১। পাবনার জোড়-বাংলা (সচিত্র)	" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্	৮৬
১২। রঙ্গপুরের পুরাতন গ্রাম্যসঙ্গীত	" বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ছাত্রসভ্য)	৮৯
১৩। মদন ও মালদহ	" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্	১০৪
১৪। পৌণ্ড্রদেশ-নির্ণয়	" প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্	১১১
১৫। মাধাইনগরের তাম্রশাসন (সচিত্র)	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
১৬। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ	" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ	১৩৭
১৭। রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান	" যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায়	১৫০
১৮। বৈদিক-সাহিত্য (তৃতীয় প্রস্তাব)	" কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ	১৫১
১৯। জগবন্ধু-বন্দনা	" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	১৫৮
২০। গ্রাম্যগীত-সংগ্রহ	ঐ	১৬৯
২১। শ্রীশ্রীউমা মহেশ্বর বা বাভ্রবী কায়া	" বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন	
২২। কবি জীবন মৈত্রেয়	" মোহিনীমোহন মৈত্রেয়	

পরিশিষ্ট

১। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৫ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ ১—৩২

২। ঐ ১৩১৬ বঙ্গাব্দের কার্য্য-বিবরণ ১

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ ভাগের

চিত্র-সূচী

ক্রমিক নং	চিত্রপরিচয়
১৭	স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন (রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি)
১৮	বোধিসত্ত্ব লোকনাথ মূর্ত্তি (মালদহের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার কর্ত্তৃক সংগৃহীত)
১৯	বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি
২০	পাবনার জোড় বাংলা

২১ বগুড়ায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—১৮।১৯ মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

২২ ঐ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

২৩ মাধাই নগরের লক্ষ্মণ সেন দেব প্রদত্ত তাম্রশাসন (প্রথম পৃষ্ঠা)

২৪ ঐ (দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

২৫ গৌরীপুর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

পরিশেষে সভার অনুগ্রাহক ও উৎসাহী সভ্যবৃন্দের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই পঞ্চম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ শেষ করিতেছেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

ভাগলপুর-শাখা

আলোচ্যবর্ষের শেষে শাখা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৮ জন ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে শাখা-পরিষদের পুস্তকাগারে ৩৪০ খানা পুস্তক ছিল। এই পুস্তকাগারের সংরক্ষণ ও পুস্তক-বিতরণের ভার স্থানীয় কলেজের কতিপয় ছাত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা এই জন্য শাখা-পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন:—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বিএল্—সভাপতি
" প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল্ সহকারী সভাপতি
" সারদামোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌এ—সহকারী সভাপতি
" মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সম্পাদক
" গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল্ } সহকারী সম্পাদক
" কুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌এ } সহকারী সম্পাদক
" সত্যসুন্দর বসু বিএল্ } সহকারী সম্পাদক

বর্ত্তমান বর্ষে শাখা-পরিষদের আয় ত্রিশ টাকা চারি আনা ও ব্যয় তিন টাকা ছয় আনা। আলোচ্যবর্ষের শ্রীপঞ্চমীর অবকাশে ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (এই সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল)। এই বৃহৎ

কার্য্যের উদ্যোগে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বাংশভাবে ব্যাপৃত থাকায় শাখা-পরিষৎ স্বীয় সাধারণ কার্য্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ শাখা-পরিষৎকে নানা প্রকার সাহায্য করায় শাখা-পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অর্দ্ধমূল্যে উদ্বোধন দেওয়ার জন্য উদ্বোধন-পরিচালকগণ শাখা-পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক।

মুর্শিদাবাদ-শাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১৫ জন ছিল। মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই শাখা-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এম্ এ, বিএল্ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-পরিষদের দুইটি বিশেষ ও তেরটি নিয়মিত অধিবেশন হইয়াছিল। এই দুইটি অধিবেশনে ৺নবীনচন্দ্র সেন ও ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়দ্বয়ের পরলোক গমনে শোকপ্রকাশ করা হয়। নিয়মিত তেরটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—

	প্রবন্ধের নাম।		প্রবন্ধ-লেখকের নাম।
১।	বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ-বিধান	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত	ভূষণচন্দ্র দাস এম্‌এ,
২।	মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান অবস্থা	„ „	মোহিনীমোহন রায় এম্‌এ,
৩।	ব্রহ্মচর্য্য	„	শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বিএ,
৪।	হিন্দুর জ্যোতিষ	অধ্যাপক	বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় এম্‌এ,
৫।	হিন্দুজাতির ক্ষয় ও তন্নিবারণের উপায়	„	রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় বিএল্,
৬।	বাঙ্গালায় সুকুমার সাহিত্য	„	যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
৭।	গীতিকাব্যে-রবীন্দ্রনাথ	„	কালিদাস রায়
৮।	আয়ুর্ব্বেদের জন্মান্তর বাদ ও পরলোক	কবিরাজ শ্রীযুক্ত	অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত বৈদ্যরত্ন
৯।	বর্ত্তমান শিক্ষা-সমাজ ও গবেষণা	শ্রীযুক্ত	হরিপদ ঘোষ বিএল্,
১০।	সাহিত্য ও সমাজ	„	যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
১১।	হিন্দু-আয়ুর্ব্বেদ	কবিরাজ „	প্রভাসচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন
১২।	আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব	„ „	লালতমোহন কাব্যতীর্থ
১৩।	প্রকৃতির শিল্পশালা	„ „	শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,

শ্রীবোধিসত্ব সেন

সম্পাদক।

ময়মনসিংহ-শাখা

আলোচ্যবর্ষের শেষে এই শাখা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬১ জন ছিল। এই বৎসর শাখা-সভার ৮টি অধিবেশন হয়। এই সমস্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত সভ্যগণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল—

প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধলেখকের নাম
১। রামায়ণের সমাজ	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর, এ, এস
২। পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা	„ শরৎকুমার সেন গুপ্ত।
৩। রামায়ণের কাল	„ কেদারনাথ মজুমদার এম্,আর, এ, এস্
৪। আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও অবসাদের	„ গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
৫। প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য	„ অবিনাশচন্দ্র রায়।
৬। রামায়ণী সভ্যতা	„ কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস
৭। ৺রমেশচন্দ্র	„ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৮। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	„ গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
৯। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	„ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্যবর্ষে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে দুইটি শোক-সভার অধিবেশন হয়। শেষোক্ত শোক-সভায় কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়গণকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। আলোচ্যবর্ষে এই শাখা-পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন :—

শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বিএ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—সভাপতি।
„ গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন কবিরাজ সহকারী সভাপতি।
„ কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস—সম্পাদক।
„ অবিনাশচন্দ্র রায়—সহকারী সম্পাদক

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ রামগোপালপুরের রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় বাহাদুর স্থানীয় শাখা-পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ জন্য শাখা-পরিষদের তহবিলে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং কালীপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী তাঁহার মূল্যবান্ পুস্তকালয় পরিষদের হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শাখা-সভার সভ্যগণ মাসিক চারি আনা হিসাবে চাঁদা দিবেন এই নিয়ম আলোচ্যবর্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্থানীয় কলেজের কর্তৃপক্ষ মাসিক অধিবেশন জন্য কলেজগৃহে স্থান দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার
সম্পাদক।

রাজশাহী-শাখা

আলোচ্যবর্ষে রাজসাহী শাখা-পরিষদের চতুর্থ বৎসর শেষ হইল। এ বৎসর মাসিক ও বিশেষ মোট ছয়টী অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যগণের গড় উপস্থিতি ৩১ জন। সভ্যগণের উপস্থিতির ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ এবং নিম্ন সংখ্যা ৯ জন। মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল।

১। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব — শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ।

২। প্রতিমূর্ত্তির বিবৃতি (উপক্রমণিকা অংশ) — „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এই দুই প্রবন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের বার্ষিক-অধিবেশনে শাখা-পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম.এ, বি.এল্ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। গৌরীপুরের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহোদয়গণ এই শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে কতিপয় প্রতিমূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রদর্শন করিয়া সমবেত সভামণ্ডলীকে সুন্দররূপে প্রতিমূর্ত্তি-রহস্য বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই সভার প্রতিনিধিস্বরূপ ভাগলপুরে উপস্থিত ছিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মানবের উৎকর্ষ সাধন নামক প্রবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম. এ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপাদান বিষয়ক এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাঙ্গালীর জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম বিবৃত করেন; সময়াভাবে সমগ্র প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণায় পূর্ণ এবং প্রথম প্রবন্ধে মানব-তত্ত্বই যে মানবজাতির বিশেষ ভাবে আলোচ্য তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্মিলনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রতিমূর্ত্তি-রহস্য বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে বগুড়া রায়কালী সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এই সভা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বগুড়া গমন করেন এবং তথায় সভাপতি পদে মনোনীত হইয়া সভায় সভাপতির কার্য্য করেন।

আলোচ্যবর্ষে রাজসাহী-শাখা-পরিষৎ হইতে কয়েকটি মৌলিক গবেষণা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ জাতি-তত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাহারই কিয়দংশ ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হয়। অচিরেই মৌলিক গ্রন্থাকারে এ সকল প্রকাশিত হইবে। চন্দ মহাশয়ের অনুসন্ধানে বুঝা যাইতেছে যে কুল-শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাদি সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নহে এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সহিত বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের দেহে ও সমাজগঠনে পার্থক্য রহিয়াছে। এই উপলক্ষে তিনি এবং শশধরবাবু নানা জাতির

মস্তকাদির পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালী জাতির "আয়ুষ্কাল" এবং বংশের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করতঃ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তালিকার লিখিত ব্যক্তিগণের এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালী জাতির জনন-শক্তি হ্রাস হয় নাই, বরং মোটের উপর বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা একটী অতি আশাপ্রদ সিদ্ধান্ত।

শাখা পরিষদের অন্যতর সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতেছেন, তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার ফল যথা সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।*

আলোচ্য-বর্ষের শেষভাগে রাজসাহী শাখা পরিষদের কতিপয় সভ্য ধারাবাহিকভাবে বরেন্দ্রভূমির প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধানের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বারম্বার অনুসন্ধান কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েন। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ এই অনুসন্ধান কার্য্যের সমুদয় ব্যয়ভার ও আয়োজন ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয় ইহার উপদেষ্টা হয়েন, এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত রাধামোহন চৌধুরী বি এল, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মৈত্রেয় প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় ঐ কার্য্যে উৎসাহ সহকারে যোগদান করেন। কুমার বাহাদুর কর্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং মূল পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ও এই অনুসন্ধানকার্য্যে সাহায্যার্থ পরম উৎসাহে যোগদান করেন। কুমার বাহাদুরের অনুরোধে শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্ ও এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। শ্রীহট্ট মূলপরিষদের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও কুমার বাহাদুরের আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যক্তি অনুসন্ধানে উপস্থিত ছিলেন। ১০ই হইতে ১৪ই চৈত্র পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া উঁহারা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেওপাড়া, চাঁদপুর, মাড়ইল, কুমারপুর, হটাইল, বিজয়নগর, যোগীপাড়া প্রভৃতি গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া, বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করেন এবং বিবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি ও তাম্রলিপ্যাদির নমুনা আনয়ন করেন। ঐ সকল দ্রব্য আপাততঃ কুমার বাহাদুরের ইচ্ছা-ক্রমে রাজসাহী শাখা-পরিষদের

---

* শাখা পরিষদের অন্যতর সম্পাদক শ্রীমান্ ব্রজসুন্দর সান্যাল এখনও তাঁহার "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার মন্তব্যপূর্ণ বিবরণ সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আশা আছে, ভবিষ্যতে শ্রীমান্ ব্রজসুন্দর আমাদিগকে আরও বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় প্রদান ও তাঁহাদের কবিতা-মাধুর্য্য প্রদর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীশশধর রায়—সম্পাদক।

রত্নে সঞ্চিত এবং বোয়ালিয়া সাধারণ পুস্তকালয়ের গৃহে রক্ষিত হইয়া, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বিএল্ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। ১৬ই চৈত্র তারিখের শাখা-সভার বিশেষ অধিবেশনে ঐ সকল দ্রব্য সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত হয় ও শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়গণ তাঁহাদের অনুসন্ধানের বিবরণ ও দ্রব্যগুলির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করেন। ঐসকল দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ সহ অনুসন্ধান ফল যথাসময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। আশা আছে, সেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের ভার গ্রহণের জন্য বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাখা-পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

গত ১৬ই চৈত্র তারিখের অধিবেশনে সভা পুনর্গঠিত হইয়া ৩টি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—১ম—বিজ্ঞান-শাখা, ২য় ইতিহাস-শাখা, ৩য়—সাহিত্য-শাখা। প্রত্যেক শাখার বিশেষ বিশেষ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। সভার কতিপয় নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক সভ্য সভার উন্নতিকল্পে মাসিক অন্যূন ।০ চাঁদা দিবেন বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এ বর্ষের নিমিত্ত কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সভাপতি, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ. ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্.এ. বিএল্ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত শশধর রায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্রেয় সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে মোট সভ্যসংখ্যা ১০০ জন। সভার অধিবেশনাদি রাজসাহী-সাধারণ পুস্তকালয়-গৃহে হইয়াছে; তজ্জন্য পুস্তকালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মহাশয় পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে সভার সাহিত্যিক সজীবতা বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে "মূর্ত্তি বিবৃতি" আলোচনা করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রায় অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইতে বাঙ্গালীর শিল্প-কলার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের ক্রমিক বিবর্ত্তন সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইবে, এরূপ আশা আছে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় আমাদের এই সাহিত্যিক উৎসাহ সফল হউক। অলমিতি বিস্তরেণ—

রাজসাহী
২২ চৈত্র ১৩১৬

শ্রীশশধর রায়
সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা

১২৮২ বঙ্গাব্দে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শিবচন্দ্র ঘোষাল, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন সান্যাল, প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য মিলিত হইয়া একটি সভা সংস্থাপন করেন। বঙ্গভাষার উত্তম উত্তম পুস্তক সকল সর্ব্বসাধারণে সুলভে পাঠ করিতে পারেন ইহাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ নামক এই পুস্তকালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিগত ৩৪ বৎসরের নানা বিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তনের পর কাশীমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী রায় বাহাদুরের মাতৃদেবীর অনুগ্রহে তাঁহার সুবৃহৎ দেবালয়ের এক কোণে আশ্রয় পাইয়া বঙ্গ-ভারতীর এই প্রাচীন মন্দিরের কার্য্য কোন মতে চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বারাণসী নগরে উপস্থিত হন। তিনি উহার অস্তিত্ব অবগত হইয়া অতিশয় উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক যাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়া উহার কার্য্য একত্রে চলে, তাহার জন্য কতিপয় বিশেষ সভ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি শাখা পরিষদের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২২শে ফাল্গুন বারাণসীস্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা গঠিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের সহিত মিলিত হয়। পুস্তকালয়টি পরিষৎ শাখারই পুস্তকালয় বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবল প্রাচীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উহার নামটি অবিকৃত রক্ষিত হয়। ১৩১৫ চৈত্র [illegible] মূল পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের পত্রে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা রূপে পরিগৃহীত হয়। উক্ত বর্ষের চৈত্র মাস মধ্যে দুইটি অধিবেশন আহূত হয়। প্রথম অধিবেশনে—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক—"বিক্রমাদিত্য, [illegible] ভোজরাজ ও ধার রাজ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় ও দ্বিতীয় অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

১৩১৬ সালে ৫টি সাধারণ অধিবেশন হয়।—

বিষয়।	আলোচক।
১। আমাদের জাতীয় জড়তা	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্.এ.
২। মুসলমান শাসন সময়ে ভারতীয়গণের প্রতিপত্তি	„ অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৩। আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব	„ ডাঃ নীলমণি পাল,
৪। কর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র	পণ্ডিত „ কালীকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণশাস্ত্রী
৫। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী	„ বীরেশ্বর গোস্বামী

২৮শে কার্ত্তিক ও ৫ই অগ্রহায়ণ ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া মূল-পরিষৎ সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শাখার আদর্শে শাখা-পরিষদের অন্তর্নিবিষ্ট একটি ছাত্র-পরিষৎ গঠিত হইয়া প্রতি রবিবারেই

তাহার অধিবেশনের দিন স্থির হয়। শ্রীযুক্ত মোক্ষদাদাস মিত্র, শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দেব মজুমদার বি এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচ্ ডি মহাশয়গণকে শাখা-পরিষদের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে গৃহীত হইয়া পুস্তকালয়ের ও নব-প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারের পর্য্যবেক্ষকরূপে ও শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, মহাশয় শাখা-পরিষদের ও ছাত্র পরিষদের অধিবেশনগুলির পর্য্যবেক্ষকরূপে বৃত হন। আলোচ্যবর্ষে শাখাসভার ৬টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পুরাতন পুস্তকালয়টিতে ১৪০০ শতের অধিক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। আলোচ্যবর্ষে ২৯ খানি পুস্তক ক্রীত হইয়াছে ও ১৫০ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই বর্ষে এই সভার মোট আয় ,২১৬৵১৭॥ ব্যয় ৯০৵১৭॥।

বারাণসী

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

তৃতীয় অধিবেশন

গৌরীপুর রাজবাটী, গোয়ালপাড়া, আসাম,

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

প্রথম দিন, শনিবার, ৯ই মাঘ, ১৩১৬; ২২শে জানুয়ারী ১৯১০

পূর্ব্বাহ্ন—৯॥ টা হইতে ১২ টা

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীত

২। প্রার্থনা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর কবিরত্ন।

৩। আবৃত্তি (ক) সংস্কৃত স্তোত্র—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি,এল্ (দিনাজপুর)

(খ) কোরাণ সরিফ হইতে—মৌলবি মহাম্মদ আবদুল হালিম

৪। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক সমাগত প্রতিনিধিগণের অভিনন্দন।

৫। সভাপতি-বরণ—প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারানাথ স্মৃতিতীর্থ

অনুমোদক—মুন্সী নাজিম উদ্দীন খন্দকার

৭। নিম্নলিখিত মহাত্মাদ্বয়ের মৃত্যুতে সম্মিলন আন্তরিক দুঃখ-প্রকাশ করিতেছেন—

(ক) রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই

(খ) রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী (কাকিনা)

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ (রাজসাহী)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পার্বতীলাল দত্ত বি, এল্ (ধুবড়ী)

৮। সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক অনাগত ব্যক্তিবর্গের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থাপন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৯। সভাপতির অভিভাষণ।

১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বিগত বর্ষের সম্মিলনের প্রস্তাবিত কার্য্যাদি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল্ (কুচবিহার)।

সমর্থক— „ ভবানাথ চক্রবর্ত্তী (গৌরীপুর)।

অনুমোদক „ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্ (রঙ্গপুর)।

১১। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির সারবিজ্ঞপ্তি পঠিত হওয়ার পর পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল :—

(ক) উত্তর-বঙ্গের ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস।

(খ) রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ—শ্রীব্রজেন্দ্রবিহারী রায়।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যালঙ্কার।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল (গৌরীপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রঙ্গপুর)।

প্রথম দিন, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

১২। মৌলবি মহম্মদ আব্দুল হাকিম কর্তৃক বক্তৃতা।

১৩। প্রবন্ধ পাঠ (ক) দুর্গাপূজা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ।

(খ) বৈদিক-সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রস্তাব (লেখক শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্ এ)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক পঠিত।

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় গৌড়ীয় শিল্প-কলার নিদর্শন আলোক-চিত্র দ্বারা প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় দিন, রবিবার ১০ই মাঘ ১৩১৬।

১। সঙ্গীত।

২। বাণীবন্দনা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

৩। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির (সম্মিলন উপলক্ষে সংগৃহীত) পরিচয়-প্রদান ;—

(ক) সের সাহের নামাঙ্কিত ৯৫০ হিজরীর চারি ফিট্ দীর্ঘ ৪ ইঞ্চি বেধের মকরমুখযুক্ত কামান ১টি।

(খ) ১৫১৪ শকে নির্ম্মিত রুদ্রনারায়ণ সিংহের নামাঙ্কিত মকরমুখযুক্ত ৭ ফিট্ লম্বা ৪ ইঞ্চি বেধের কামান ১টি।

(গ) নওয়ারা অর্থাৎ জলযুদ্ধে ব্যবহৃত কামান ১টি।

(ঘ) উষ্ট্রোপরি বাহিত ক্ষুদ্র কামান ২টি।

(ঙ) গৌরীপুর রাজ অস্ত্রাগারে রক্ষিত মোগলদিগের সময়ে বিচিত্র কারুকার্য্যময় নালিকাস্ত্র এবং ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয়গণের দ্বারা নির্ম্মিত ঐ প্রকারের আর একটি নালিকাস্ত্র।

(চ) রাণী ভবাণীর পূর্ব্বের উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্যা রাণী সত্যবতীর স্বাক্ষরিত সনন্দ একখানি।

(ছ) রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত অপর একখানি দলিল।

(জ) মোগলবাদসাহদিগের পাঞ্জা কৃত সনন্দাদি।

(ঝ) রাজা মদনরায়ণের প্রদত্ত তাম্রশাসন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় এই তাম্রশাসন সভায় পাঠ করিয়াছিলেন।

(ঞ) লিপিকারের স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রাদির সহিত বৃক্ষপত্রোপরি লিখিত আসাম বুরুঞ্জী।

৪। প্রথম প্রস্তাব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা বিশিষ্টরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি কার্য্য-কারিণী সমিতি থাকা আবশ্যক। এজন্য স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত না করিয়া রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকেই স্থায়িরূপে এই সম্মিলনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিরূপে গণ্য করা হইবে এবং উহারই প্রতি সকল ভার অর্পিত হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বিএল্ (রাজসাহী)

সমর্থক— „ চৌধুরী আমানতুল্লা আহাম্মদ (কুচবিহার)

অনুমোদক— „ সারদানাথ খান্ বিএল্ (বগুড়া)

৫। দ্বিতীয় প্রস্তাব—সম্মিলনের অনুষ্ঠিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহের আবশ্যক। এতদর্থে পৃথক্‌ভাবে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব সমগ্র উত্তর-বঙ্গ এবং আসামে রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা অর্থসংস্থানের চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্এ, বিএল্ (রঙ্গপুর)

সমর্থক— „ প্রসন্নকুমার ঘোষ বিএল্ (গোয়ালপাড়া)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বিএল্ (বগুড়া)

৬। তৃতীয় প্রস্তাব—কিরূপভাবে এই সম্মিলনের কার্য্য পরিচালিত হইবে তাহার প্রণালী নির্দ্দেশের ভার সম্মিলনের কার্য্যকারিণী সমিতিরূপে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়া আগামী সম্মিলনে উপস্থিত করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্এ, বিএল্ (রাজসাহী)

সমর্থক— „ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম্এ, বিএল্ (রঙ্গপুর)

অনুমোদক— „ আনন্দচন্দ্র সেন (গোয়ালপাড়া)

৭। চতুর্থ প্রস্তাব—উত্তরবঙ্গ ও আসামের অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরল-সাহিত্য-রচনা বিভাগে আগামী বর্ষে একখানি কৃষি, একখানি ইতিহাস-মূলক উপন্যাস ও একখানি লোক-তত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থরচনা করা হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্ (রাজসাহী)

সমর্থক— „ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্এ বিএল্ (রঙ্গপুর)

অনুমোদক— „ মহেন্দ্রনাথ অধিকারী (কুচবিহার)

৮। এই চারিটী প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় সম্মিলন-সভাপতি মহাশয়ের রচিত "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে 'কচুমান কথা" শীর্ষক একটি আসামীয় ভাষার সহিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন

৯। পরে দে মহাশয় স্বরচিত আসাম সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় দিন, অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকা

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুভূষণ অধিকারী বিএ, কর্ত্তৃক "কামরূপী ভাষ" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ। সময়াভাব বশতঃ নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ;—

(ক) কামতাবিহারী সাহিত্য—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্এ, বিএল্।

(খ) রাজবংশী ভাষা ও জাতিতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমানতুল্লা মহম্মদ।

(গ) চট্টগ্রামের কথিত ভাষা—শ্রীযুক্ত আবদুল সৈয়দ।

(ঘ) মধ্য বরেন্দ্র পুরাতত্ত্বানুসন্ধান—শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় খাঁন।

(ঙ) উত্তরবঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।

(চ) সঙ্গীত-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁন্ বিএল।

(ছ) অসমীয়া ভাষার শিক্ষা-প্রণালী জনৈক আসামবাসী।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুচবিহার, নদীয়া, কলিকাতা ও আসাম হইতে সমাগত, সাহিত্যিকগণের সমাগমে এবং এই মিলনের দ্বারা উভয় প্রদেশের সখ্যতা বৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যিকগণের সমাগত নিতান্ত সংকীর্ণ সময়ের জন্য

হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করিয়া অভ্যর্থনাদিতে যে সকল ত্রুটী হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিবার জন্য সবিনয় প্রার্থনা করিলেন।

"আসাম এড্‌ভোকেট" সম্পাদক মহাশয় আসামে "অসমীয়া ভাষার প্রচলন" বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করেন; তৎপরে সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মালদহবাসীর পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া আগামী বর্ষে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন মালদহে আহ্বান করিলেন।

আসামবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বড়ুয়া মহাশয় মালদহবাসীর এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে ও রাজাবাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মূল পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরকে এবং সম্মিলন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সম্মিলন-সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ মহাশয় রাজা বাহাদুর, তাঁহার দেওয়ান প্রমুখ সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে বাণীসেবকগণের সেবা করায় সম্মিলনের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিলে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

তৃতীয় বর্ষ—ভাগলপুর

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্,

কার্য্য-বিবরণ

প্রথম দিন, ১লা ফাল্গুন, রবিবার, অপরাহ্ন।

১। স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" গান।

২। শ্রীযুক্ত বাসুদেব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বৈদিক গাথা পাঠ।

৩। „ জানকী পাঁড়ে কর্ত্তৃক সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ।

৪। স্থানীয় কুমারীগণ কর্ত্তৃক গান।

৫। গতবর্ষের সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পিএচ ডি মহাশয় কর্ত্তৃক সভার উদ্বোধন।

৬। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্‌এ, বিএল্ মহাশয় কর্ত্তৃক সমাগত ব্যক্তিবর্গের অভিভাষণ।

৭। সম্মিলনের সভাপতি-বরণ—

প্রস্তাবক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুরশিদাবাদ)

সমর্থক—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌এ (রাজসাহী)

পরিপোষক—মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ (বেহারীদিগের পক্ষে)

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বিএল্ (প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে)

৮। সভাপতির অভিভাষণ।

৯। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনাগত ব্যক্তিবর্গের পত্রাদি পাঠ।

১০। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ :—

(ক) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

(খ) রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই

(গ) রাজা মহিমারঞ্জন রায় (কাকিনা)

১১। গত বর্ষের রাজসাহী সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

১২। গত বর্ষের সাহিত্যসম্মিলনে সংকল্পিত কার্য্যগুলির মধ্যে কতগুলি কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিবরণ—

(ক) ১ম প্রস্তাব—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-সমিতির কার্য্য বিবরণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্,এ।

(খ) ২য় প্রস্তাব—মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর বংশতালিকা ও বংশপুঞ্জির প্রতি পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্

(গ) ৩য় প্রস্তাব—বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি নির্ণয় জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ-সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি, এ।

(ঘ) ৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ ও তাহার নিয়মাবলী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্,এ।

(ঙ) ৭ম প্রস্তাব—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত-শাস্ত্রের মাতৃভাষায় অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৩। বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মিলনের আলোচনার্থ সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এই তিন বিভাগের জন্য তিনটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্‌সি, (কলিকাতা)।

সমর্থক— " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, (রঙ্গপুর)

পরিপোষক—" শশধর রায়, এম্,এ, বিএল্, (রাজসাহী)

১৪। বর্ত্তমান সম্মিলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের আলোচ্য-বিষয়াদি নির্ব্বাচনের জন্য "আলোচ্য-বিষয়-নির্ব্বাচনী-সমিতি" গঠন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

দ্বিতীয় দিন—২রা ফাল্গুন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ।

১। সরস্বতী-বন্দনা।

২। সাধারণ-সম্বন্ধ ;—

(ক) বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ ভাগলপুর জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(খ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিহার হইতে উপকরণ-সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য ভারগ্রহণে ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে, এবং সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইতেছে।

(গ) বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষার সংমিশ্রণোৎপন্ন ছেকাছেকী ভাষার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-যোগ রূপভেদ সঙ্কলনের ভারগ্রহণে ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ঘ) বহু-প্রাচীন কীর্ত্তি, ধ্বংসাবশেষপূর্ণ বিহার প্রদেশ হইতে প্রত্ন-তত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পাদি-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ঙ) এই সকল প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়াদি অবলম্বন ও আগামী সাহিত্য-সম্মিলনে এই সকল কার্য্যের বিবরণ উপস্থাপিত করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদের ভাগলপুর শাখার প্রতি অর্পিত হইল।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

৩। ২য় প্রস্তাব—৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে, পূর্ব্বাধিবেশনে পরিগৃহীত "সারস্বত ভবন" প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের সহযোগে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গ্রহণের প্রস্তাব,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে "সারস্বত-ভবন" প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, এই সম্মিলন এই অধিবেশনেও সেই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলন ইচ্ছা করেন যে, ঐ "সারস্বত-ভবন' স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ "রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবন' নামে অভিহিত করা হইবে এবং তজ্জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া "রমেশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র,
ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,
" " সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর,
" " গিরিজানাথ রায় বাহাদুর,
মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও, (ময়ূরভঞ্জ),
" নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, (কুচবিহার),

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, (ত্রিপুরা),
,, জগদিন্দ্রনাথ রায়, (নাটোর)
মাননীয় মহারাজ রামেশ্বর সিংহ, (দ্বারবঙ্গ)
,, রণজিৎ সিংহ, (নশীপুর)
মাননীয় রাজা প্রমদানাথ রায়, (দীঘাপতিয়া)
,, কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়, (কাকিনা
রাজা জানকীবল্লভ সেন, (ডিমলা রংপুর)
,, বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, (কলিকাতা)
মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্য,
কুমার শরৎকুমার রায়,
,, অরুণচন্দ্র সিংহ,
,, মন্মথনাথ মিত্র,
রায় প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, (সন্তোষ),
,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, টাকী)
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ,
মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন,
ডাক্তার নীলরতন সরকার,
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন,
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ,
,, আশুতোষ চৌধুরী,
,, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ,
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
,, মতিলাল ঘোষ,
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,

এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, (মুরশিদাবাদ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, এম্ এ, বি এল্, (রাজসাহী ।

৪। ৩য় প্রস্তাব—গবর্মেণ্ট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালী, বিশেষতঃ পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সংস্কার আবশ্যক। এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি নিযুক্ত হউক :—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, (সভাপতি)
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্
„ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
„ হরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্
„ কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক)

প্রস্তাবক—„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সমর্থক—„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

৫। ৪র্থ প্রস্তাব—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও অন্যান্য দেশের সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ও অন্যান্য দেশে পরস্পরের মধ্যে আদৃত হইবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্
সমর্থক— „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ
পরিপোষক— „ নরেশচন্দ্র সিংহ, এম্ এ, বি এল্

৬। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বা পঠিত রূপে গৃহীত হইল :—

১। ভাগলপুরের ভূবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়, এম্ এ
২। বিশ্বের আকর্ষণী শক্তি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল্
৩। রাসায়নিক পরিভাষা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৪। রাসায়নিক পরিভাষা
৫। মকরধ্বজ ও নব্য-বিজ্ঞান
৬। ত্রিহুতে সোরার চাষ
(৪-৬) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ,
৭। আয়ুর্ব্বেদের রাসয়নিক সংস্কার—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্ এ
৮। জাতীয় উৎকর্ষ সাধন—শ্রীযুক্ত শশধর রায়, এম্ এ, বি এল্
৯। রাসায়নিক পরিভাষা—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ
১০। ভারতের প্রাচীন হিমনদী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্ এ

দ্বিতীয় দিন—অপরাহ্ন

১। সঙ্গীত।

২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদির ব্যাখ্যা।

৩। সম্মিলনীর নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি—

উপস্থাপক—সভাপতি।

প্রস্তাবক—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের খসড়া নিয়মাবলী উপস্থাপিত করিয়া মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলীর এই পাণ্ডুলিপি গত বর্ষের এবং বর্ত্তমান বর্ষের উপস্থিত সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের মত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করা হইবে। নিয়ম-সমিতি ঐ সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা আবশ্যক বোধ করিলে সংশোধন করিয়া আগামী সম্মিলনে উপস্থিত সদস্যগণকে জানাইবেন এবং উক্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি আগামী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে। আপাততঃ আগামী বৎসরে সম্মিলনের সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হউক"।

সমর্থক—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ।

৪। তিব্বতের টাসি লুম্পো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র, সেখানকার কয়েকখানি পুঁথি, আসাম দেশের "বিশুদ্ধিবর্গ" নামক পুঁথি, "অবদান কল্পলতার পুঁথি," প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রদর্শন এবং তিব্বত, আসাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিস্তারে বাঙ্গালীর প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের বক্তৃতা।

৫। প্রবন্ধ পাঠ,—

(১) মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম্ এ।

(২) বঙ্গের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্।

(৩) মালদহে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ।

(৪) জাতি-তত্ত্বালোচনা—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি এ।

(৫) বঙ্গ সাহিত্যে প্রত্ন-তত্ত্ব ও ইতিহাস—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল্।

(৬) বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়—(রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ) পাঠক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি এল্।

(৭) খেতুরি জাতি—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, এম্ এ, বি এল্।

(৮) সাঁওতালগণের বিবরণ—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল।

(৯) রাজবল্লভের কীর্ত্তি পরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(১০) কোটালিপাড়ার কৃটশাসন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,।

(১১) ভাগলপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত কালিদাস ভাদুড়ী।

তৃতীয় দিবস—৩রা ফাল্গুন ১৩১৬—মঙ্গলবার, ৭॥০ হইতে ১॥০টা পর্য্যন্ত।

১। সঙ্গীত।

২। ১ম প্রস্তাব—সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন, বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের প্রগাঢ় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ব্যবহারিক শিল্প-শাস্ত্র সঙ্কলন ও শিল্প-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তদুপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

সমর্থক—ডাক্তার „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্‌সি।

৩। ২য় প্রস্তাব—বঙ্গের অদ্বিতীয় মহাকবি কাশীরাম দাসের বাস্তুভিটা আবিষ্কৃত ও নির্ণীত হইয়াছে; তথায় তাঁহার উপযুক্তরূপে স্মৃতি রক্ষার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(১) বর্ত্তমান সাহিত্যের গন্তব্য পথ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, বি এল।

(২) শিক্ষা ও তাহার সংস্কার—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ।

(৩) বাঙ্গালা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

(৪) বাঙ্গালা সম্বোধন রহস্য—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

(৫) বর্ণমালার অভিযোগ—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।

(৬) বেদে পৃথিবী সচলা—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।

(৭) কবি কালিদাসের চিত্তভূমি ও তাঁহার শেষ কবিতা—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পিএচ্ ডি।

(৮) ধূমকেতু—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ।

৫। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

৬। সভাপতির শেষ কথা।

৭। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির শেষ নিবেদন।

৮। ধন্যবাদ প্রস্তাব—

(ক) প্রতিনিধিবর্গের ও অভ্যাগতবর্গের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছা-সেবকগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি এল্ (মালদহ)।

সমর্থক— „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।

„ „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

„ „ সতীশচন্দ্র দাস, (গোহাটী)।

(খ) সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক— „ হরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্।

পরিপোষক— „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি এল্।

৯। নিমন্ত্রণ—

ময়মনসিংহবাসীদিগের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অনুমোদক „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্ এ।

গৌরীপুর উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত পরিষদের প্রতিনিধিগণ

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, (গৌহাটী) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বিএল্, (গৌরীপুর) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বিএল্, (রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা।

ভাগলপুর বঙ্গীয়-সহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, কিশোরীমোহন চৌধুরী, শশধর রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, পঞ্চানন নিয়োগী, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, বিনয়কুমার সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, যদুনাথ সরকার, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, বাণীনাথ নন্দী, কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, রামকমল সিংহ, সতীন্দ্রসেবক নন্দী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বৈদ্যনাথ সাহা, জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, মথুরানাথ সিংহ, বসন্তরঞ্জন রায়, দুর্গাদাস রায়, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, হরগোপাল দাস-কুণ্ডু, পারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, রমেশচন্দ্র শেঠ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, বসন্তকুমার মিত্র, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, নরেশচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেন্দ্রলাল রায়, দাশরথি সিংহ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত,।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

(১) হেমচন্দ্র-রৌপ্য-পদক। বিষয়,—কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার। হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা-তহবিলের আয় হইতে প্রদত্ত হইবে।

(২) বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কার—মূল্য নগদ ১০০৲ একশত টাকা। বিষয়,—বেদে (অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে) উক্ত দেবগণের রূপ কল্পনা। পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।

(৩) কৃষ্ণ বিনোদিনী স্বর্ণ পদক। বিষয়,—বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত। পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র।

(৪) প্রভাবতী পুরস্কার—৪০৲ চল্লিশ টাকা মূল্যের পুস্তক। বিষয়,—প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র।

(৫) রজনীকান্ত রৌপ্য পদক। বিষয়—৺ কবিবর রজনীকান্ত সেন। পুরস্কারদাতা 'পাবনা ইউনিয়ন' সভা।

প্রবন্ধগুলিতে পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রবন্ধ যে কোন ব্যক্তি লিখিতে পারিবেন; প্রথম প্রবন্ধ স্কুল কলেজ চতুষ্পাঠী মাদ্রাসার ছাত্র ব্যতীত এবং চতুর্থ প্রবন্ধ মহিলা ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। প্রবন্ধগুলি আগামী ফাল্গুনের মধ্যে ভাল কাগজের এক পৃষ্ঠে পরিচ্ছন্নরূপে লিখিয়া ২৪৩৷১, আপার সার্কুলার রোড সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কটন্ প্রেস্।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

ও

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৮

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥

[illegible]
[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

১। কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের পরিচয় না থাকিলে কোন প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। মৌলিক অনুসন্ধান দ্বিবিধ—(ক) লুপ্ত তথ্যের উদ্ধার, (খ) অভিনব সত্যের আবিষ্কার।

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নলিখিত বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান বিশেষভাবে প্রার্থনা করি :—

(ক) ভাষাতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অভিধান, প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ, পরিভাষা ইত্যাদি।

(খ) প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, অমুদ্রিত বাঙ্গালা পুথি প্রকাশ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি।

(গ) পুরাতত্ত্ব, প্রাচীনকীর্ত্তির বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ ইত্যাদির আলোচনা।

(ঘ) কথা, কাহিনী, প্রবচন প্রভৃতি গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা।

(ঙ) উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও পদার্থবিদ্যাবিষয়ক আলোচনা।

৩। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন করেন।

৪। সাধারণতঃ প্রবন্ধের প্রুফ লেখকগণের নিকট পাঠান হয় না, সুতরাং লেখকগণ কাগজের এক পিঠে প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া পাঠাইবেন।

৫। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যে সমুদয় নূতন আবিষ্কৃত সত্য এবং মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষীর অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ আর কোন দ্বিতীয় পত্রিকা নাই। এই পত্রিকার পুষ্টিবিধান ও বহুল প্রচারকল্পে সকলকে আয়াস স্বীকার করিতে সানুনয় অনুরোধ করা যাইতেছে।

৬। ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা। ইহা ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

পত্রিকা-সম্পাদক।

সূচী

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
দিন পঞ্জিকা	১
নিয়মাবলী	৪
কর্ম্মচারিগণের আয়ত্ত তালিকা	১০
বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা ও বার্ষিক আয়	১২
স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে দান	১৩
সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী	১৪
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ	২০
অধিবেশনে পঠিত "	৩১
গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি	৩৭
শব্দ-সমিতি	৩৭
পরিভাষা-সমিতি	৩৮
সভ্যতালিকা—	
বিশিষ্ট	৩৮
আজীবন	৩৮
বিশেষ	৩৯
সাধারণ (কলিকাতা)	৩৯
,, (মফস্বল)	৫৯
ছাত্র	৮৬
শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী	৮৯
১৩১৮ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারিগণ	৯১
পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি	৯২

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী	১
পরিশিষ্ট—	
বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি	৩০
১৩১৭ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ	৩৩
১৩১৮ " আনুমানিক আয়-ব্যয়	৩৪
দেনা পাওনার বিবরণ	৩৪
গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল	৩৯
গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলের দেনা-পাওনা	৪০
মধুসূদন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল	৪১
নবীনচন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান	৪১
রমেশ ভবন তহবিল	৪৪
গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	৪৬
হেমচন্দ্র স্মৃতি তহবিল	৪৭
স্থায়ী তহবিল	৪৭
রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল	৪৯
শিশিরকুমার স্মৃতি তহবিল	৫০
পোষ্ট-অফিস সেভিংস্-ব্যাঙ্ক	৫০

তৃতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতি-মূর্ত্তির তালিকা	১
ছাত্র সভার কার্য্যবিবরণ	১
সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়	৬
চিত্র শালা—	
মুদ্রা	৭
মূর্ত্তি প্রভৃতি	১০
শাখা-সভার কার্য্যবিবরণ	
রঙ্গপুর শাখা	১৪
ভাগলপুর শাখা	১৮
বহরমপুর শাখা	১৯
ময়মনসিংহ শাখা	২০
রাজসাহী শাখা	২০
বারাণসী "	২২
উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন (মালদহ)	২৩
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন (ময়মনসিংহ)	২৮
মালদহ সম্মিলনে উপস্থিত পরিষদের প্রতিনিধি	৩৭
ময়মনসিংহ সম্মিলনে উপস্থিত পরিষদের প্রতিনিধি	৩৭
মালদহ জাতীয়- শিক্ষা- সমিতির সাহিত্যালোচনা বিভাগ	৩৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

অষ্টাদশ বর্ষ

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৩ শকাব্দ, ১৯১১-১৯১২ খৃষ্টাব্দ

প্রথম খণ্ড

দিন-পঞ্জিকা

পর্ব্বদিন

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং নিম্নোক্ত পর্ব্বদিন ব্যতীত প্রত্যহ সম্পাদক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে (বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত) সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় খোলা থাকিবে।

নববর্ষ	১ বৈশাখ	ইদলফিৎর্	৮ আশ্বিন
সম্রাটের জন্মদিন	৮ আষাঢ়	বড়দিন	৯ পৌষ
রথযাত্রা	১১ আষাঢ়	মহরম	১৬ পৌষ
জন্মাষ্টমী	৩২ শ্রাবণ		
দুর্গোৎসব	১১—২৫ শে আশ্বিন		
রাখীসংক্রান্তি	৩০ আশ্বিন		
শ্যামাপূজা	৪ কার্ত্তিক		
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	৬ কার্ত্তিক		
জগদ্ধাত্রীপূজা	১৪ কার্ত্তিক		
কার্ত্তিকপূজা	৩০ কার্ত্তিক		
সরস্বতীপূজা	১০ মাঘ		
দোলযাত্রা	২০ ফাল্গুন		
মহাবিষুব-সংক্রান্তি	৩০ চৈত্র		

বৈশাখ

সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০
রবি	৩	১০	১৭	২৪	৩১

জ্যৈষ্ঠ

সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	৩০
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	৩২
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	
রবি	৭	১৪	২১	২৮	

আষাঢ়

সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০
রবি	৩	১০	১৭	২৪	৩১

শ্রাবণ

সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	৩০
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	৩২
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	
রবি	৭	১৪	২১	২৮	

ভাদ্র

সোম		৪	১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০
রবি	৩	১০	১৭	২৪	৩১

আশ্বিন

সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	৩০
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	
রবি	৭	১৪	২১	২৮	

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১লা বৈশাখ ১২৯৪
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ১৭ই বৈশাখ ১৩০১
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪২
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম, ১ শ্রাবণ ১২২৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু, ১১ শ্রাবণ ১২৯৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু, ১৩ শ্রাবণ ১৩১৭

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, ৬ই বৈশাখ ১২৪৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০
অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩
মধুসূদন দত্তের মৃত্যু, ১৬ আষাঢ় ১২৮০
Bengali Academy of Literature প্রতিষ্ঠা, ৮ শ্রাবণ ১৩০১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু, ১৩ শ্রাবণ ১২৯৮

কার্ত্তিক

সোম		৬	১৩	২০	২৭
মঙ্গল		৭	১৪	২১	২৮
বুধ	১	৮	১৫	২২	২৯
বৃহস্পতি	২	৯	১৬	২৩	৩০
শুক্র	৩	১০	১৭	২৪	
শনি	৪	১১	১৮	২৫	
রবি	৫	১২	১৯	২৬	

অগ্রহায়ণ

সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০
রবি	৩	১০	১৭	২৪	

পৌষ

সোম		২	৯	১৬	২৩
মঙ্গল		৩	১০	১৭	২৪
বুধ		৪	১১	১৮	২৫
বৃহস্পতি		৫	১২	১৯	২৬
শুক্র		৬	১৩	২০	২৭
শনি		৭	১৪	২১	২৮
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯

মাঘ

সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	
রবি	৭	১৪	২১	২৮	

ফাল্গুন

সোম		৭	১৪	২১	২৮
মঙ্গল	১	৮	১৫	২২	২৯
বুধ	২	৯	১৬	২৩	৩০
বৃহস্পতি	৩	১০	১৭	২৪	
শুক্র	৪	১১	১৮	২৫	
শনি	৫	১২	১৯	২৬	
রবি	৬	১৩	২০	২৭	

চৈত্র

সোম		৫	১২	১৯	২৬
মঙ্গল		৬	১৩	২০	২৭
বুধ		৭	১৪	২১	২৮
বৃহস্পতি	১	৮	১৫	২২	২৯
শুক্র	২	৯	১৬	২৩	৩০
শনি	৩	১০	১৭	২৪	৩১
রবি	৪	১১	১৮	২৫	

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু, ৮ ভাদ্র ১২৯৩

দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু, ১৬ কার্ত্তিক ১২৮০

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু, ২৫ পৌষ ১২৯০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু, ১০ মাঘ ১২৬৫

মধুসূদন দত্তের জন্ম, ১২ মাঘ ১২৩০

নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম, ২৯ মাঘ ১২৫৩

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম, ৫ ফাল্গুন ১২২৮

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠা, ২৭ ফাল্গুন ১৩১২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ২৬ চৈত্র ১৩০০

রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম, ২৯ ভাদ্র ১২৫৬

প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু, ১১ অগ্রহায়ণ ১২৮৭

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ৬ মাঘ ১৩১১

নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু, ১০ মাঘ ১৩১৫

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু, ২৫ মাঘ ১২৬৫

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, ২ ফাল্গুন ১২৩২,

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম, ২৫ ফাল্গুন ১২১৮

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু, ২১ চৈত্র ১২৪৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী

সভার উদ্দেশ্য ও নাম

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনাই পরিষদের উদ্দেশ্য। সভার নাম—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইবে; যথা,—

(ক) বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান-সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ।

(ঙ) "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা-প্রচার। পত্রিকাখানি আবশ্যকমত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হইবে।

উপরোক্ত বিষয়-সমূহ সম্বন্ধে যখন যাহা সংগৃহীত হইবে, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে; কিন্তু আবশ্যক বোধ হইলে, সংগৃহীত বিষয়সকল পত্রিকায় প্রকাশিত না হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা বা সমালোচনা হইবে না।

(চ) পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত (গ) ধারায় কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত "প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। উহাতে অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে।

(ছ) আবশ্যকমত প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের অধিবেশন

৩। কলিকাতায় বাগবাজারস্থান ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহের রবিবারে বা প্রয়োজন হইলে অন্যবারে ও অন্যত্র অপরাহ্নে সম্পাদকের আহ্বানে পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অথবা অন্ততঃ দশজন সভ্য হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সম্পাদকের আহ্বানে বিশেষ সাধারণ সভা আহূত হইবে। অনিবার্য্য কারণে কোন মাসিক অধিবেশন স্থগিত থাকিতে পারিবে।

৪। পরিষদের কার্য্য-বিবরণ উক্ত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। দশজন সভ্য উপস্থিত হইলে পরিষদের কার্য্যারম্ভ হইবে।

৬। মাসিক অধিবেশনে প্রধানতঃ "সাহিত্যাদি" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

৭। সভাপতি পরিষদের কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করিলে, নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(ক) পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন।

(খ) সভ্য-নির্ব্বাচন।

(গ) সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য।

(ঘ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কিংবা সভাপতিকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ।

৮। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে কোন সভ্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার এবং প্রস্তাবক দুইবারের অধিক বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না; তবে অধিকাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির অনুমতি পাইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভ্য

৯। বাঙ্গালাসাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বা সাহিত্যসংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই পরিষদের 'সাধারণ সভ্য' নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে;—পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে একজন সভ্য কর্ত্তৃক তাঁহার নির্ব্বাচন প্রস্তাবিত অপর সভ্যকর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, তিনি সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(ক) যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ ও তৎসহ সেই সময়ে প্রচলিত নিয়মাবলীর একখণ্ড পাঠাইবেন।

(খ) উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির একমাস মধ্যে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা প্রদান না করিলে, সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

১০। পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং অন্ততঃ ৷৷৹ আট আনা করিয়া মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।

১১। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট-সভ্য" নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে,—অন্যূন পাঁচজন সভ্য কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য করিবার প্রস্তাব পত্রদ্বারা জানাইলে, পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব "ব্যালট" দ্বারা বিবেচিত হইবে। যদি সভা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, তবে প্রস্তাবিত সভ্যের নাম পত্রদ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি-অনুসারে সেই সভ্যকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

(ক) বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ১২ জনের অধিক হইবে না।

(খ) যাঁহারা পরিষদে অর্থসাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে বিশেষভাবে পরিষদের উপকার করেন বা যাঁহাদের নিকট পরিষৎ ঐরূপ কোন উপকারের আশা করেন, তাঁহারা সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে "বিশেষ সভ্য" রূপে নির্ব্বাচন করা হইবে।

(গ) বিশেষ সভ্যগণ পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূরণজন্য পরিষদের কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

১২। সাধারণ সভ্য, বিশিষ্ট সভ্য ও বিশেষ সভ্য ভিন্ন "ছাত্র-সভ্য" নামে পরিষদের আর এক শ্রেণীর সভ্য থাকিবেন।

(ছাত্রসভ্য-সংক্রান্ত বিশেষ নিয়মাদি এই নিয়মাবলীর শেষাংশে দ্রষ্টব্য)

সভ্যের অধিকার

১৩। পরিষৎকর্ত্তৃক যাহা কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, প্রত্যেক সভ্য তাহার এক এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু সাহিত্যাদি বিষয়ে যাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত নহে।

(ক) "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" এবং "প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" ছাত্রসভ্যগণ ব্যতীত সকল সভ্যই বিনামূল্যে এবং বিনাব্যয়ে পাইবেন।

(খ) কোন সভ্যের পত্রিকার পুরাতন খণ্ড বা সংখ্যা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে তাহা অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিতে হইবে।

(গ) গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে না।

১৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা মৌখিক প্রশ্নদ্বারা সভার অবস্থা, বিধি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং সভার কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও গ্রন্থাদি দেখিবার অধিকার সকল সভ্যেরই রহিবে।

১৫। কোন সভ্যের দেয় টাকা ছয় মাস কাল অদত্ত থাকিলে তাঁহার নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতিক্রমে সভার তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(ক) যাঁহাদের নিকট সভার চাঁদা নিয়মিতরূপে আদায় না হইবে, তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে "প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" দেওয়া হইবে না।

(খ) যে সভ্যের চাঁদা ছয়মাস কাল বাকি থাকিবে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।

(গ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সভ্য যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত চাঁদা বাকি রাখেন, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থানে অপর একজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

১৬। পরিষদের নূতন সভ্যগণ নির্ব্বাচন-সময়ের পর হইতে অর্থাৎ যিনি যে সময়ে সভ্য হইবেন, সেই সময়ের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী পাইবেন। তৎপূর্ববর্ত্তী সংখ্যা বা খণ্ড লইতে হইলে, তাহা অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে না।

১৭। পরিষদের উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিষদের সাধারণ তহবিলে এককালে ৫০০৲ বা তদতিরিক্ত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা আজীবনকাল পরিষদের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য পরিষদের যে সকল স্বতন্ত্র তহবিল আছে অর্থাৎ গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল, ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিচিহ্নস্থাপন তহবিল বা পুরস্কার-প্রবন্ধের তহবিল,—এই সকল তহবিলে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান ১৭ নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে না।

পরিষদের পরিপোষক

১৮। পরিষৎ ইচ্ছা করিলে, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরিপোষক মনোনীত করিতে পারিবেন।

পরিষদের কর্ম্মচারী

১৯। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ সাধারণ সভাকর্তৃক সভ্যশ্রেণী হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের নিমিত্ত নিযুক্ত হইবেন।

সভাপতি	১ জন
সহকারী সভাপতি	৩ জন
সম্পাদক	১ জন
সহকারী সম্পাদক	৫ জন
পত্রিকা-সম্পাদক	১ জন
ধনরক্ষক	১ জন
গ্রন্থরক্ষক	১ জন
ছাত্র-সভাগণের পরিদর্শক	১ জন
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য	১২ জন
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ... ... — ...	২ জন

এই নিয়োগ-কার্য্য সাধারণতঃ বার্ষিক অধিবেশনে সম্পন্ন হইবে। কেবল কোন কর্ম্মচারীর পদ বৎসরের মধ্যে শূন্য হইলে, অন্য মাসিক অধিবেশনেও সেই পদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবে।

২০। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বারজন সদস্য এইরূপে নিযুক্ত হইবেন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যেরা, আপনাদিগের মধ্য হইতে চারিজনকে মনোনীত করিবেন। যদি উক্ত চারিজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পুনর্ম্মনোনয়ন দ্বারা সেই সংখ্যা পূরণ করিবেন।

(ক) অবশিষ্ট আটজনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইবে ;—

ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি এই সমিতির সদস্য হইতে সম্মত আছেন কি না ও সম্মত থাকিলে দুই সপ্তাহ মধ্যে পত্রদ্বারা তাঁহাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। যাঁহারা সম্মত বলিয়া উত্তর দিবেন, তাঁহাদের নামের একখানি তালিকা মুদ্রিত করিয়া, চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ-মধ্যে প্রতি সভ্যের নিকট এই প্রার্থনাসহকারে প্রেরিত হইবে যে, প্রত্যেক সভ্য ঐ তালিকার মধ্যে নিজ মনোনীত আটজনের নামের পার্শ্বে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে যেন সভাপতির নামে পাঠাইয়া দেন ; অথবা বার্ষিক অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সভাপতির হস্তে অর্পণ করেন। যে আটজনের নামে অধিকাংশ সভ্যের মত পাওয়া যাইবে, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। যদি উক্ত আটজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে এই সমিতির সদস্য-পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে নির্ব্বাচনে যিনি নবম অথবা যাঁহারা নবম দশমাদি স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা যথাক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

(খ) বর্ষারম্ভের পর যদি কোন কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-পদ শূন্য হয়, তবে পরিষদের পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে ঐ পদ পূরণ করিতে হইবে।

২১। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যে কেহ যদি ক্রমান্বয়ে চারি মাস কাল অধিবেশনে অনুপস্থিত হন, তবে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

২২। পরিষদের সভাপতি, সহকারি-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহকারি-সম্পাদকগণ,

পত্রিকা-সম্পাদক, ধনরক্ষক, গ্রন্থরক্ষক এবং ছাত্র-সভ্যদিগের পরিদর্শক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

২৩। পরিষদের সভাপতি, সহকারি-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক এবং সহকারি-সম্পাদকগণ কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির সেই সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী হইতে মনোনীত হইয়া সেই দিবসের অধিবেশনের নিমিত্ত একজন সভাপতি হইবেন ও একজন সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

সভাপতির অধিকার

২৪। কোন বিষয়ের মত গ্রহণ কালে দুই পক্ষে সভ্য-সংখ্যা সমান হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার

২৫। সম্পাদক প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অন্ততঃ চারি দিন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিবেন।

২৬। সম্পাদক, পরিষদের সভ্য বা অন্যের প্রেরিত পত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, তৎসম্বন্ধে আপন বিবেচনানুসারে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহার ফল পত্র-প্রেরককে জানাইবেন।

(ক) অন্যূন দশজন সভ্য উক্ত পত্রাদি সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ তাহা সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

২৭। সম্পাদক প্রতিমাসে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করিবেন।

২৮। সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ব্যয় ব্যতীত ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় নিজে করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ ব্যয় অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

২৯। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মত না লইয়া সম্পাদককে কোন কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে, তিনি তদ্রূপ করিয়া পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা ঐ কার্য্য অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

৩০। সম্পাদক চৈত্র মাসের সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর এবং আয়-ব্যয় পরীক্ষকদিগের মন্তব্যসহ তাহা ঐ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সেই সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীও দিবেন।

৩১। পরিষদের নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

ধনরক্ষকের কার্য্য ও অধিকার

৩২। পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ যে সূত্রে যথা হইতে আসুক, সমস্তই ধন-রক্ষকের নিকট পরিষদের তহবিলে জমা হইবে। মাসিক খরচ বাদে ২০০৲ দুই শত টাকা উদ্বৃত্ত হইলে, তাহা তিনি নিজ নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন।

৩৩। পরিষদের সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নিদর্শন পত্র (ভাউচার) ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

আয়-ব্যয় পরীক্ষকের কার্য্য ও অধিকার

৩৪। পরিষদের চৈত্র মাসের অধিবেশনে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়দ্বয় সাংবাৎসরিক আয়-ব্যয়-হিসাবের পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। উক্ত মন্তব্য বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

(ক) প্রতি তিনমাস অন্তর আয়-ব্যয়-বিবরণী পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন, উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করা হইবে।

পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার

৩৫। পত্রিকা-সম্পাদক, পরিষৎ-পত্রিকার উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় নিয়মান্তর্গত বিভাগাদি স্মরণ রাখিয়া ২ নিয়মের বিধানানুসারে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সমস্ত ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত থাকিবে। সভাপতি ও সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ দান করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

৩৬। পরিষদের সমস্ত কার্য্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ও কর্তৃত্বে নির্ব্বাহিত হইবে।

৩৭। পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যকমত সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩৮। পরিষৎ যে গ্রন্থের সম্পাদন-ভার যে সভ্যের বা যে শাখা-সমিতির উপর অর্পণ করিবেন, সেই সভ্য বা সমিতি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন।

৩৯। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিম্বা দুইজনমাত্র সভ্য হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা প্রার্থনা করিলে, ইহার অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারিবে।

৪০। পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলে সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

৪১। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শাখা-সমিতি

৪২। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনার্থ পরিষৎ সময়ে সময়ে অস্থায়ী "শাখাসমিতি" গঠন করিবেন বা ব্যক্তিবিশেষের উপর উদ্দেশ্য-সাধনের ভার অর্পণ করিবেন। শাখা-সমিতিতে পরিষদের সভ্য ব্যতীত অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যগ্রহণপক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

৪৩। প্রত্যেক শাখা-সমিতির অধিবেশন পরিষদের কার্য্যালয়ে বা আবশ্যকমত অন্যত্র হইবে।

৪৪। প্রত্যেক শাখা-সমিতির কার্য্যফল ও প্রয়োজনানুরূপ কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবে এবং তিন মাস অন্তর সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করা যাইবে।

৪৫। প্রত্যেক শাখা-সমিতির আবশ্যকমত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিয়োজিত হইবেন।

পরিষদের কর্ম্মচারিগণের আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩০১-২ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩০২-৩ „ চন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪-৬ „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৭-৮ „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৯ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩১০-১১ „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১২-১৭ „ সারদাচরণ মিত্র

সহকারী সভাপতি

১৩০১ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০২ „ চন্দ্রনাথ বসু
„ নবীনচন্দ্র সেন
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৩ „ নবীনচন্দ্র সেন
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মনোমোহন বসু
১৩০৪ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৫ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৬ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
„ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৭ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
„ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ জগদীশচন্দ্র বসু
১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩০৯ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
„ সারদাচরণ মিত্র
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
„ শিবনাথ শাস্ত্রী
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৪ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৭ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সম্পাদক

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০২ " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩০২-৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
১৩০৪-৫ " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৬-১০ " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১১-১৭ " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সহকারী সম্পাদক

১৩০২ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৩ " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৪ " কুঞ্জবিহারী বসু
" চারুচন্দ্র ঘোষ
১৩০৫ " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রতুলচন্দ্র বসু
১৩০৬ " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৭ " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৮ " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩০৯ " মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১০ " মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১১ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" নিত্যগোপাল বসু (শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

১৩১২ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কিশোরীমোহন সিংহ
১৩১৩ " মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৪ " মন্মথমোহন বসু
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৫ " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৬ " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৭ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী

পত্রিকা সম্পাদক

১৩০১-৩	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	১৩০৬-১০	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩০৩-৫	,, নগেন্দ্রনাথ বসু	১৩১১-১৭	,, নগেন্দ্রনাথ বসু

ন্যাসরক্ষক—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নির্দ্দিষ্ট ১৩০৭ সালে নিযুক্ত ভূমি-সম্পত্তির ট্রষ্টি বা ন্যাসরক্ষকগণ—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, (দীঘাপতিয়া)

,, রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)

,, ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)

,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)

দলিল-রক্ষক—(এটর্ণি) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ধন-রক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩১১-১৩)

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩১৪-১৭)

পুঁথি-সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়

চিত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা

	বর্ষশেষে সভ্য সংখ্যা	বার্ষিক আয়
১৩০১	১০৩	৬১২৸০
১৩০২	২৪১	—
১৩০৩	৩১৪	১৪০১।০
১৩০৪	৩৪১	১৩১২॥০
১৩০৫	৩৪৬	১৪৫৪৸৵১০
১৩০৬	৩৫২	১৫৮৫৸৶০
১৩০৭	৫২৩	১৩৭৮৶০
১৩০৮	৫৯৮	২৯০৯/০
১৩০৯	৬১৫	২৫৯৯৶০
১৩১০	৬৭০	৩০৪৭॥০
১৩১১	৭১০	২৭০৫/০
১৩১২	৭৬৪	২২৪৮৵০
১৩১৩	৭৮২	৩১২১৸৵০

	বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা	বার্ষিক আয়
১৩১৪	৮০৭	৪৪৬১৴০
১৩১৫	১০০২	৬৩৭৫৶০
১৩১৬	১২৪৮	৬০৯১।০
১৩১৭	১৫২১	৭১৮৫॥১০

এই হিসাবে কেবল মাসিক চাঁদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয় ধরা হইয়াছে। বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি বা অন্যবিধ আয় ধরা হয় নাই।

স্থায়ী ভাণ্ডারে দান

কুচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর,* (আজীবন সভ্যপদ গ্রহণকালে দান)	৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	১২৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, (ক)	৫০০৲
" " নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	৫০০০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বন্ধুবর্গ	৫০০০৲
মহারাজ " মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২০০০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ *	২০০০৲
কুমার " শরৎকুমার রায় *	১০০০৲
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়	১০০০৲
ডাক্তার " চন্দ্রশেখর কালী	৫০০৲
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন (খ)	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায়বাহাদুর*	৫০০৲
৺ রায় বিপিনবিহারী মিত্র	৫০০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, (গ)	২৫০৲
রায় " রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর	২০০৲
মিঃ এন্ সি সরকার	২০০৲*
সি, কে, সেন এণ্ড কোঃ*	১৫০৲
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ)	১০০৲
" মন্মথমোহন বসু	১০০৲*
	৩৭০০০৲

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণের দান পাওয়া গিয়াছে।

(ক) ১০০০৲ পাওয়া গিয়াছে, (খ) ১২৫৲ পাওয়া গিয়াছে, (গ) ১০০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং (ঘ ২৫৲ পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

১। **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্। বহুদিনের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ব্যতীত মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। তিন চারি বৎসরের পুঁথি এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে না পারায়, অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য কাণ্ডের প্রকাশ এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। লঙ্কাকাণ্ড অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। আশা করা যায়, মফস্বলবাসীরা প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষৎ-কার্য্যালয়ে তাহা প্রেরণ করিবেন।

(ক) অযোধ্যাকাণ্ড—ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থসংবলিত, ৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য।০ চারি আনা।

(খ) উত্তরকাণ্ড—ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থসংবলিত, ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে উভয় খণ্ড একত্র ১৲ এক টাকা।

২। **পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই রসমঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার প্রীতিবর্ণনচ্ছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের পদ উদ্ধৃত করিয়া বিবিধ রসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস অতি প্রাচীন গ্রন্থকার। মূল্য ।৵০ আনা; পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে চারি আনা মাত্র।

৩। **বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। অল্পদিন পূর্ব্বে কাশীদাসী মহাভারতই বাঙ্গালায় পরিচিত ছিল। প্রধানতঃ সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী মহাভারতকারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকেই কাশীদাস অপেক্ষা প্রাচীন। বিজয় পণ্ডিতের রচিত মহাভারত গ্রন্থ তন্মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেরই এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এই বৃহৎ গ্রন্থ দুই খণ্ডে ৮৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সম্পাদক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন মহাভারতগুলির পরিচয়সহ অতি মূল্যবান্ দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। ঐ ভূমিকা পাঠ করিলে বঙ্গদেশে মহাভারতের কিরূপ আদর ছিল বুঝা যাইবে। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা; সভ্যগণের পক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা।

৪। **শঙ্কর ও শাক্যমুনি**—বিখ্যাত বেদান্তবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৫। **বৌদ্ধধর্ম্ম**—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। তিনি প্রচুর পরিশ্রমদ্বারা বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট (complete descriptive index) প্রস্তুত করিয়াছেন। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা, দেব-দেবী, নর-বানর, যক্ষ-রাক্ষস, নদ-নদী, গ্রাম-পর্ব্বত প্রভৃতি যাবতীয় নামের রামায়ণবর্ণিত পরিচয়সহ সূচী ইহাতে লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র-শস্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্র-রহস্য, প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পুস্তক নিকটে থাকিলে, পৌরাণিক তত্ত্বান্বেষীর সমগ্র মূল-রামায়ণ পাঠের ফল হইবে এবং রামায়ণের মধ্যে কোথায় কি কথা আছে, এই নির্ঘণ্ট দেখিলেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে এই গ্রন্থ মহামূল্য। মূল্য প্রথম ভাগ ৸৹ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ৸৹ আনা; সভ্যগণের পক্ষে দুই ভাগ একত্র ১।৹ পাঁচ সিকা।

৭। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত—বাঙ্গালা পদ্যে জয়দেবের জীবনচরিত, প্রাচীন গ্রন্থ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত। পত্রাঙ্ক ৩৪। মূল্য।৹ চারি আনা।

৮। ছুটিখানের মহাভারত—এই বিখ্যাত মহাভারত চট্টগ্রামের প্রাচীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে কবি শ্রীকরনন্দী কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ। বৃহৎ গ্রন্থ। পত্রাঙ্ক ১৩৮; মূল্য ১৲ এক টাকা।

৯। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—চৈতন্যদেবের এই জীবনচরিতে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বিশেষ বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺কালিদাস নাথ। পত্রসংখ্যা ১৫২; মূল্য ৸৹ বার আনা।

১০। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ও তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "ভারতী" পত্রিকায় পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২২৮, রয়াল ফর্ম্মা; মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

১১। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—বৈষ্ণবসাহিত্যে সুবিখ্যাত নরোত্তম ঠাকুরের এই নবাবিষ্কৃত মধুর কবিতাবলীর আবিষ্কারক চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম। তিনিই ইহার সম্পাদন করিয়াছেন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২৬; মূল্য ৵৹ তিন আনা।

১২। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য—সম্পাদক চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত। পত্রাঙ্ক ৩০; মূল্য।৹ আনা।

১৩। গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের

বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের রচিত। অনেক পদ নূতন প্রকাশিত। পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক প্রায় নয় শত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

১৪। কাশী-পরিক্রমা—সচিত্র। ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকৃষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ দ্বিতীয় আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিস্ময়জনক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৩১১, মূল্য ৸৹ বার আনা।

১৫। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বৃহৎ কাব্য—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পত্রসংখ্যা ৭১৯; মূল্য দুই টাকা।

১৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—প্রায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৶৹ আনা।

১৭। ব্রজপরিক্রমা (নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত)—চিত্র ও মানচিত্র সহিত। ইহাতে মথুরা-মণ্ডলের ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বৃন্দাবন-রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বহুপরিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীকা সংযোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিও লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৩৪৮, মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৮। গীতায় ঈশ্বরবাদ—সমুদয় দর্শনের সারসংগ্রহ সমেত গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ প্রণীত। পত্রাঙ্ক ৪০০; মূল্য ১৲ এক টাকা; কাপড়ে বাঁধা ১।৹।

১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—সচিত্র। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস সি, পি এচ্ ডি, প্রণীত। পত্রাঙ্ক ৮১; মূল্য ৷৵৹।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত—টীকা ও ভূমিকা সহিত—সম্পাদক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল। এই সঙ্গে ৺হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের রচিত "প্রতাপাদিত্য চরিত"ও ছাপা হইয়াছে এবং প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ঘটক-কারিকা, ছড়া, বিদেশীয় ভ্রমণকারীদের উক্তি প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা।

২১। শূন্য পুরাণ—রামাই পণ্ডিত প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই গ্রন্থও লালগোলার রাজাবাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্মপূজার আদি গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সময়ে জীবিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্য সকল ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতার গ্রন্থ হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ইহাতে হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার

বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের নমুনা আছে। বৃহৎ ভূমিকা সহিত পুস্তকখানি প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠা; মূল্য ৮০ আনা।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো (মিলিন্দ প্রশ্ন)—এই বিখ্যাত পালিগ্রন্থে প্রাচীন বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দের (Menander) সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনচ্ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের সার-কথা বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থের মূল সমেত বঙ্গানুবাদের প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, পৃষ্ঠা ২৭৫। মূল্য ১॥০ টাকা।

২৩। নবদ্বীপ-পরিক্রমা—নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লীলাস্থানের বিশেষ বিবরণ। এই গ্রন্থে তৎসময়ের বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক কথা জানা যাইবে। সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ৪২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথম প্রচারিত করেন। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধিপ বহুসংখ্যক নূতন পদ সারদা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের জন্য মিথিলায় গিয়া আরও বিস্তর নূতন পদ ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন ও কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন। নগেন বাবু প্রচুর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাপতির পুরাতন পদগুলির পাঠ সংশোধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই গ্রন্থ মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গা বিষয়ক ৩টি পদ, নানা বিষয়ক প্রহেলিকা পদ ২০টি ইহাতে আছে। পৃষ্ঠা ৫২২। মূল্য ৫৲। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৪৲ টাকা।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা সমেত। মূল্য ২॥০ টাকা।

২৬। চাক্‌মাজাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্, আই, আর, এস্, প্রণীত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মাজাতির বাস। ইহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবস্থা, ধর্ম্মের বিষয় এবং বুদ্ধবিগ্রহাদির সবিশেষ বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পার্ব্বত্য অনার্য্যজাতির সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত-গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই নূতন। ইহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অভাব আংশিক পূরণ হইয়াছে। পৃষ্ঠা ৪৩৬। মূল্য ৩৲।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ১ম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৵০।

২৮। **শতপথ ব্রাহ্মণ**—শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মধ্যে প্রধান। টীকাসমেত বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। দীঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, মহাশয় "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" নাম দিয়া ভারতবর্ষের শাস্ত্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার এই শুভ-সঙ্কল্প বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়াই সুসম্পন্ন হইবে। "শতপথ ব্রাহ্মণ" এই পিটকের অন্তর্গত। সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে "শতপথ ব্রাহ্মণ" বৃহত্তম গ্রন্থ। বহু পুরাণের বহু উপাখ্যানের মূল এই গ্রন্থে আছে। মাধ্যন্দিন শতপথের যে প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত হইল, উহার নাম হবির্যজ্ঞ কাণ্ড। ইহাতেই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ আছে। বাঙ্গালায় বৈদিক গ্রন্থ এমন সুন্দররূপে সম্পাদনের চেষ্টা আর হয় নাই। পৃষ্ঠা ২৮৭। মূল্য ৩ টাকা।

২৯ **পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)**—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ প্রণীত। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ। মূল্য ৹।

৩০ **পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)**—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত। ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ। মূল্য ৹।

৩১। **বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)**—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। পরিষদের পরম হিতৈষী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত। প্রত্নতত্ত্ব ও পৌরাণিক কথার গবেষণাপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ। মূল্য ৷৹।

৩২। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া এতদ্বিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা-স্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই "মায়াপুরী" নামে পরিষৎ-গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। মূল্য ৹ আনা।

৩৩। **প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা**—কলিকাতা বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, প্রণীত। এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ঐতিহাসিক বিভাগের প্রথম খণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ সমূহের ইন্‌স্পেক্টর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। পরিষৎ প্রথম সংস্করণের স্বত্বাধিকারী। মূল্য ১৲।

৩৪। **ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ**—এই বেদ গ্রন্থ প্রচুর টীকাদি সহিত বাঙ্গালায় অনূদিত ও প্রকাশিত। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা উল্লিখিত ভারত-শাস্ত্রপিটকের অন্তর্গত প্রথম গ্রন্থ। অনুবাদক,—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

৩৫। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ বিরচিত দুর্গামঙ্গল—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। নানা কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের এই বিখ্যাত ভাষ্যখানি অতি বিপুল গ্রন্থ। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের ব্যয়ে ইহারও বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইবে। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৩৭। কাশীরামদাসের মহাভারত—সম্পাদক,—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্ এ; ডি এল্; ডি এস্ সি; পি এচ্ ডি, এফ্ আর, এস্ ই। তিনি স্বয়ং ইহার প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের জন্য কাশী-দাসী মহাভারতের সম্পাদনভার স্বীকার করিয়াছেন, এই সংবাদ বহন করিয়া পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। কাটোয়ার 'কাশীরাম-স্মৃতি-সমিতির' অধ্যক্ষগণ কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার লইয়াছেন। পুঁথি হস্তগত হইলেই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৩৮। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ সম্পূর্ণ নির্দোষ সংস্করণ প্রকাশার্থ দীঘাপতিয়ার রাজবংশধর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বংশধরের নিকট দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত ও পূজিত কবির স্বহস্তলিখিত মূল পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল; সহসা ঐ পুঁথি স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।

৩৯। অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশ্য।

৪০। সয়রুল মোতাখরীণ—এই সুবিখ্যাত পারসী ইতিহাসখানি অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মুর্শিদাবাদ সৈদাপুরনিবাসী ৺গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া, ইহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন এবং তিনিই এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। অনুবাদকের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় উহা পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

৪১। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত সংস্কৃতভাষার এই কাব্য গ্রন্থখানি এতদিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের বহু অবদান অর্থাৎ উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। তিব্বতের লসাই লামার বাড়ীতে কাঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি আই ই, তাহা হইতে এক প্রস্থ মুদ্রিত লিপি ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি

তাহা মুদ্রিত করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়ায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর উহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

৪২। বাঙ্গালা শব্দকোষ—পরিষদের আরম্ভ-সঙ্কল্পিত বাঙ্গালা-অভিধান সঙ্কলনের যে প্রস্তাব আছে, এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ তাহা আংশিক সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই কোষ-গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন, এবং পরিষদের ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হইতেছে। এই বিপুল গ্রন্থের ছাপা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৪৩। উৎকীর্ণ-লিপিসঙ্কলন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যেখানে যত শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রতিমা-গাত্রে খোদিত লিপি এবং অন্যান্য যে কোন খোদিত লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত-বিবরণ, বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থান, কোথায় কোন্ কোন্ পুস্তক-পত্রিকায় তাহার উল্লেখ আছে, তাহার কোন্ খানি হইতে কি কি ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইতেছে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রাতত্ত্ব বিভাগের অতিরিক্ত কর্মচারী ও পরিষদের অন্যতম সহকারি সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইহার সঙ্কলন ও সম্পাদন-কার্য্যের ভার লইয়াছেন। শীঘ্রই এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে।

৪৪। মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা—বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনাবধি অর্থাৎ ১৭৭৮ খৃঃ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার সম্পাদন করিতেছেন। মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৪৫। কবি হেমচন্দ্র—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইবে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

তারকা (*) চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

আধুনিক সাহিত্য

১ বর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য রমেশচন্দ্র দত্ত
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় রজনীকান্ত গুপ্ত

২ বর্ষ	বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
	আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	বীরেশ্বর পাঁড়ে
	সাহিত্য সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
	৺ অক্ষয়কুমার দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত
	মাতৃভক্তি (সমালোচনা)	গোবিন্দলাল দত্ত
৪ বর্ষ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
৭ বর্ষ	৺ রজনীকান্ত গুপ্ত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১০ বর্ষ	৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৬ বর্ষ	১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ •	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৭ বর্ষ	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ •	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

প্রাচীন সাহিত্য

১ বর্ষ	প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	কৃত্তিবাস	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	রমেশচন্দ্র দত্ত
২ বর্ষ	রামমোহনের রামায়ণ	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
	মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	পাঁচকড়ি ঘোষ
	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	প্রাচীন কবিসঙ্গীত	রজনীকান্ত গুপ্ত
৩ বর্ষ	ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	কবি উদ্ধবানন্দ •	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল •	রোমকেশ মুস্তফী
	গৌরীমঙ্গল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	দুর্গাপঞ্চরাত্র	বনীন্দ্র সিংহ দেব
	অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ •	রসিকচন্দ্র বসু
	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত •	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী •	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল	রসিকচন্দ্র বসু
৪ বর্ষ	উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ও তাহার সমালোচক	মৃণালকান্তি ঘোষ
	কৃত্তিবাস পণ্ডিত •	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বক্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু

৪ বর্ষ	জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল	নগেন্দ্রনাথ বসু
	দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ	রসিকচন্দ্র বসু
	নরোত্তম ঠাকুর	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর	রসিকচন্দ্র বসু
	রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল *	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ঐ ধর্ম্মমঙ্গলের পরিশিষ্ট	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল *	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৫ বর্ষ	চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
	চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী (দুই দফা)	নগেন্দ্রনাথ বসু
	চণ্ডীদাসের পুঁথি-সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
	জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	নগেন্দ্রনাথ বসু
	দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য *	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	রমেশচন্দ্র বসু
	পাঁচালিকার ঠাকুরদাস *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ	কালিদাস নাথ
	রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঁচালিকা *	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	শীতলামঙ্গল, দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দকৃত *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	স্ত্রীকবি মাধবী *	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
৬ বর্ষ	কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন *	আনন্দনাথ রায়
	গোবিন্দচন্দ্রগীত *	শিবচন্দ্র শীল
	ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর *	আনন্দনাথ রায়
	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	নগেন্দ্রনাথ বসু
	ভবানীদাস বিরচিত রামরঙ্গীতা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড	রসিকচন্দ্র বসু
৭ বর্ষ	রাজকবি জয়নারায়ণ *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	চম্পককলিকা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	কবি লালা জয়নারায়ণ *	আনন্দনাথ রায়
	জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ *	রসিকচন্দ্র বসু
	ঐ সম্বন্ধে মতামত	নগেন্দ্রনাথ বসু
	কালিদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস *	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
৮ বর্ষ	কাশীরাম দাস	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	অর্জ্জুন সংবাদ (মুকুন্দানন্দ কৃত)	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৯ বর্ষ	কবিবল্লভের রসকদম্ব *	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০ বর্ষ	বন্যা	যোগেশচন্দ্র রায়

১২ বর্ষ	মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্ম্মমঙ্গল	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস	ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত
	নারায়ণদেবের পাঁচালি	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ *	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
	রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	সুকবি বল্লভাদি রচিত পদ্মপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৪ বর্ষ	কবি জয়কৃষ্ণ দাস	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
১৫ বর্ষ	ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলি	যোগেশচন্দ্র রায়
	প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভ্রম	সতীশচন্দ্র রায়
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ	কেদারনাথ মজুমদার
	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি	দেবনারায়ণ ঘোষ
১৬ বর্ষ	কালকেতুর চৌতিশা	আবদুল করিম
	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ	সতীশচন্দ্র রায়
	শূন্য-পুরাণ	যোগেশচন্দ্র রায়
	শূন্য-পুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রাম্য-সাহিত্য

১ বর্ষ	ছেলে ভুলান ছড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ বর্ষ	ছড়া (সংগ্রহ)	
	ঐ—বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর	বসন্তরঞ্জন রায়
	ঐ—সাতচাল পরগণা	————
	ঐ—কলিকাতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ বর্ষ	ছড়া	কুঞ্জলাল রায়
	ছড়া	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	রাধিকামঙ্গল (উদ্ধবানন্দকৃত)	————
৬ বর্ষ	গোবিন্দচন্দ্রের গীত	শিবচন্দ্র শীল
৮ বর্ষ	অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	রামভদ্রের সত্যদেবসংহিতা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	বৃন্দাবনদাসের গোলোকসংহিতা	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	শ্যামদাসের নিকুঞ্জসাকান	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ছেলেভুলান ছড়া (১) চট্টগ্রাম	আবদুল করিম
১০ বর্ষ	শরৎকালী	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	ছেলেভুলান ছড়া (চট্টগ্রাম)	আবদুল করিম

১১ বর্ষ	কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ	নগেন্দ্রনাথ বসু
	মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	ঐ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	চট্টগ্রামী ছেলেঠকান ধাঁধা	আবদুল করিম
	প্রচলিত বিবিধ প্রাচীনগাথা	————
১৩ বর্ষ	গ্রাম্য-গীতি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৩ বর্ষ	দুর্গোর পাঁচালি	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া	আবদুল করিম
	বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রত কথা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১৪ বর্ষ	বরিশালের গ্রাম্যগীতি	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
১৫ বর্ষ	ময়নামতীর গান*	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	কোচবিহারের হেঁয়ালি	প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	একটি চৌতিশা	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
১৭ বর্ষ	গৌড়ীয় মঙ্গল চণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব *	হরিদাস পালিত
	লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত পাঞ্চালি	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	ঐ ভ্রম সংশোধন	আবদুল করিম

পুস্তক ও পুঁথির বিবরণ

১ বর্ষ	মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লং সাহেবের সঙ্কলিত)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রথম প্রবন্ধ—ব্যাকরণ, কোষ গ্রন্থ	
২ বর্ষ	দ্বিতীয় প্রবন্ধ—ইতিহাস ও জীবনচরিত, ভূগোল	
	তৃতীয় প্রবন্ধ—ধর্ম্মনীতি, নীতিকথা	
	চতুর্থ প্রবন্ধ—কবিতা ও নাটক	
৪ বর্ষ	সাময়িক-পত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
	বঙ্গীয় সংবাদ পত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—২১৩)	নগেন্দ্রনাথ বসু
৫ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—১৩)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—৩৩)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	(৩৪—৬০)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা—কালানুসারে উদ্ধৃত	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী.
৬ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১৪—৩৫১)	নগেন্দ্রনাথ বসু
	(১—৩৬)	মৃণালকান্তি ঘোষ
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১—১২)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১—১৯)	আবদুল করিম
	(২০—৩৩)	আবদুল করিম

বর্ষ	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৮ বর্ষ	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	(১—৪৪)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ	(১—৯)	রাজীবলোচন দাস
	ঐ	(১—৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	(১—১৮)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	(১—১৪)	শিবচন্দ্র শীল
৯ বর্ষ	ঐ	(১—৫)	অতুলচন্দ্র চৌধুরী
	ঐ	(১—৮৭)	আবদুল করিম
১০ বর্ষ	ঐ	(১—৩০)	চিত্তসুখ সান্যাল
	ঐ	(১—১০)	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	ঐ	(৮৮—৩০৭)	আবদুল করিম
	ঐ	(৩০৮—৪৩৩)	আবদুল করিম
১১ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ		জয়গোপাল দাস কুণ্ডু

ভাষাতত্ত্ব

বর্ষ	বিষয়	লেখক
২ বর্ষ	বিদ্যাপতি (শব্দসংগ্রহ , প্রথম প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
৩ বর্ষ	ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	ঐ ঐ তৃতীয় প্রবন্ধ	অনাথকৃষ্ণ দেব
৩ বর্ষ	উড়িয়া ভাষা	মধুসূদন রাও
	মহারাষ্ট্র ভাষা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	শব্দ-রহস্য	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	শব্দে কবিত্ব	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের উচ্চারণ-পত্র প্রস্তাব	সখারাম গণেশ দেউস্কর
৪ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার*	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	হরিনামের শব্দতত্ত্ব*	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
৫ বর্ষ	উপসর্গের অর্থবিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) *	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা*	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	ধ্বনি ও বোধ	রসিকলাল ঘোষ
৬ বর্ষ	অলঙ্কার শাস্ত্র*	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	অলঙ্কার শাস্ত্র প্রবন্ধ	নগেন্দ্রনাথ বসু
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ভাষাতত্ত্ব	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	বাঙ্গালা ব্যাকরণ*	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
	শব্দ-সংগ্রহ (প্রায় ৭০০)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বাঙ্গালা বৈদেশিক শব্দ (আরবী, পারসী, উর্দ্দু)	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষ	বিষয়	লেখক
	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত*	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ঐ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য*	কালিদাস নাথ
৯ বর্ষ	শব্দ-সমালোচনা (১)	দেবনাথ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	সতীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শব্দ-সমালোচনা (২) (অনেক)	দেবনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	দেশী শব্দ	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	পয়ার ছন্দের উৎপত্তি *	রমেশচন্দ্র বসু
১২ বর্ষ	বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	না	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
	রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
	বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ	নরেশচন্দ্র সিংহ
১৩ বর্ষ	চাক্‌মাদিগের ভাষাতত্ত্ব	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	বাঙ্গালা নামধাতু (১) *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৪ বর্ষ	মালদহের গ্রাম্যশব্দ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
	ধ্বনি-বিচার	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য-শব্দাদি সংগ্রহ	রাজকুমার কাব্যভূষণ
১৫ বর্ষ	বাঙ্গালা-ভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	পালি ও বাঙ্গালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা নামধাতু (২) *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	যশোহরের গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা উপসর্গ *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	সিলেট্‌ নাগরী *	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ
	কোচ ও রাজবংশী-শব্দ-সংগ্রহ	এস্‌. বসু
	মোসলমান নামতত্ত্ব *	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা ভাষা (১) (অতিরিক্ত)	যোগেশচন্দ্র রায়
১৬ বর্ষ	ঢাকার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	পরমেশপ্রসন্ন রায়
	নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ	দেবেন্দ্রনাথ বসু
	প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান *	শ্রীনাথ সেন
১৭ বর্ষ	বাঙ্গলা বিশেষণ রহস্য *	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ *	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	বঙ্গীয়-গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব	রাজকুমার বেদতীর্থ
	বাঙ্গালা ভাষা (২) (অতিরিক্ত)	যোগেশচন্দ্র রায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বর্ষ	বিষয়	লেখক
বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ঐ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২ বর্ষ	ঐ	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ঐ (জ্যোতিষ)	যোগেশচন্দ্র রায়
	রাসায়নিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	জ্যোতিষিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ভৌগোলিক পরিভাষা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	রাসায়নিক পরিভাষা	কালিদাস মল্লিক
	ঐ *	যোগেশচন্দ্র রায়
	ভৌগোলিক পরিভাষা	মণীন্দ্রসিংহ দেব
৪ বর্ষ	ঐ	যোগেশচন্দ্র রায়
৬ বর্ষ	জ্যোতিষিক পরিভাষা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (ব্রেটন সাহেব কৃত Vocabulary of Medical Terms)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ভৌগোলিক পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৭ বর্ষ	ঐ সমালোচনা	যোগেশচন্দ্র রায়
১০ বর্ষ	জীববিজ্ঞান পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	উদ্ভিদ-বিদ্যা পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
১১ বর্ষ	জীববিজ্ঞান পরিভাষা	বিরজাচরণ কবিভূষণ
১৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৪ বর্ষ	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
১৫ বর্ষ	খনিজবিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৭ বর্ষ	উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা	একেন্দ্রনাথ দাসঘোষ
	চিকিৎসা বিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
	শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা	শশধর রায়

ইতিহাস

বর্ষ	বিষয়	লেখক
২ বর্ষ	নাগরাক্ষরের উৎপত্তি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৩ বর্ষ	মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা	নগেন্দ্রনাথ বসু
৪ বর্ষ	কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক*	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	হাওড়ার ইষ্টকলিপি *	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ বর্ষ	গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	নগেন্দ্রনাথ বসু
	গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাম্রশাসন *	নগেন্দ্রনাথ বসু
৬ বর্ষ	একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি	নগেন্দ্রনাথ বসু
৭ বর্ষ	জৈন পুরাকাহিনী	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বুদ্ধদেবের জীবনচরিত *	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	কালীবর বেদান্তবাগীশ
	বৌদ্ধধর্ম	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ*	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	কমলাকর ভট্ট	ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য
	রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ*	নিখিলনাথ রায়
	ঐ সম্বন্ধে মতামত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	চরক ও সুশ্রুতের কাল নিরূপণ	প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত কবিভূষণ
৮ বর্ষ	আর একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	লালা উদয়নারায়ণ	দুর্গাদাস রায়
৯ বর্ষ	তমলুক*	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	জাজপুর ও ভদ্রক*	শিবচন্দ্র শীল
১০ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত কবিভূষণ
	মহারাজ নন্দকুমারের পত্র	নিখিলনাথ রায়
	রাজপুতনার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	রঘুনাথ শিরোমণি	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
	কাণভট্ট শিরোমণি	পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
	কনোজের আয়ুধরাজবংশ*	নগেন্দ্রনাথ বসু
	ভারতে লিপির উৎপত্তি	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
	বিদ্যাধর	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	বৌদ্ধ বারাণসী	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	বোপদেব	অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী
	বৈদিক যজ্ঞ	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
১৩ বর্ষ	পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	মুক্তেশ্বরীর খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	কায়স্থ চাকাদাস, চক্রদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১৪ বর্ষ	বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	নগেন্দ্রনাথ বসু
	চম্পা	মহেশচন্দ্র সিংহ
	সিংহনাদ লোকেশ্বর	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	যশোহরের নূরউল্লা খাঁ ও মীর্জানগর*	অশ্বিনীকুমার সেন
	মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক (অতিরিক্ত)	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ বর্ষ	কতিপয় পালরাজার শিলালিপি	শিবচন্দ্র শীল
	সপ্তগ্রাম	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ•	শিবচন্দ্র শীল
	যজ্ঞেশ্বরী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
	নাদির-উন্-নিকাত্	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
১৫ বর্ষ	শঙ্করাচার্য্য*	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৬ বর্ষ	রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর লিপি	পত্রিকা-সম্পাদক
	উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শীল
	প্রথম কুমার গুপ্তের দুখানি খোদিত লিপি •	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	মধ্যমরাজের তাম্রশাসন•	
	বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ•	সুখবিন্দু সেন গুপ্ত
	সূর্য্যপদে উপানহ	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	চরক ও সুশ্রুতের কাল নিরূপণ*	প্রফুল্লচন্দ্র রায় নবকান্ত কবিভূষণ
১৭ বর্ষ	ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈকুণ্ঠবরণা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	কোটালিপাড়ার কূটশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	জ্ঞানদাসের জন্মভূমি	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	নবাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন	তারকচন্দ্র রায়
	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন •	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	বুদ্ধগয়ার তিন খানি শিলালিপি •	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট •	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের জীবন চরিত •	লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য
	শ্রীচৈতন্য-পারিষদ জন্মস্থান নিরূপণ •	শিবচন্দ্র শীল

সংস্কৃত সাহিত্য

৫ বর্ষ	যোগী কবির পবন-দূত•	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বর্ষ	বিষয়	লেখক
৫ বর্ষ	ভবভূতি•	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ বর্ষ	ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ•	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
	বৈদিক সমালোচনা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ বর্ষ	কৌষীতকি উপনিষৎ•	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
৯ বর্ষ	রামায়ণতত্ত্ব প্রথমভাগ (স্বতন্ত্র খণ্ড)	অনাথকৃষ্ণ দেব
১১ বর্ষ	রামায়ণতত্ত্ব দ্বিতীয়ভাগ	অনাথকৃষ্ণ দেব
	গৌতমের প্রতিভা	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
	ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
১৭ বর্ষ	কাতন্ত্র ব্যাকরণ	ব্রজবাসী চক্রবর্ত্তী

বিজ্ঞান

বর্ষ	বিষয়	লেখক
৩ বর্ষ	জোয়ার ভাঁটা	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪ বর্ষ	বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ বর্ষ	উদ্ভিদ্বিদ্যার উপক্রমণিকা	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১২ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়*	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৩ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়*	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (১) *	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	বাঙ্গালার ভূমিকম্প •	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৫ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (২) •	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা	ব্রজমোহন মজুমদার
	স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের অবস্থা	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (৩)*	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার*	চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	স্বরপূরণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি •	পঞ্চানন নিয়োগী
	আর্য্যবিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	ফলবন্ত উদ্ভিদের সাহায্য বিনিময় •	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	হিমালয়-পৃষ্ঠে উপল খণ্ড	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	অয়স্কেতন	দুর্গানারায়ণ সেন

বিবিধ

বর্ষ	বিষয়	লেখক
১ বর্ষ	আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	রজনীকান্ত গুপ্ত
	জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা রচনা	রজনীকান্ত গুপ্ত
১-২ বর্ষ	সাময়িক প্রসঙ্গ	রজনীকান্ত গুপ্ত

৪ বর্ষ	বিবিধ-প্রসঙ্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
৫ বর্ষ	ইতিহাস-রচনার প্রণালী *	রজনীকান্ত গুপ্ত
৬ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ *	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে প্রস্তাব	রজনীকান্ত গুপ্ত
৭ বর্ষ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ (অতিরিক্ত)*	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	ব্রতবিবরণ	রামপ্রাণ গুপ্ত
	দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১২ বর্ষ	পল্লীকথা*	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
১৩ বর্ষ	পুঁড়োজাতির বিবরণ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্ব	শিবচন্দ্র শীল
	দশহরার উৎপত্তি *	শিবচন্দ্র শীল
	ভস্মালিঙ্গন *	শিবচন্দ্র শীল
	গ্রামদেবতা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাচব্রণ *	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	'বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ *	বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত
১৫ বর্ষ	কোচবাসীর জাতি-তত্ত্ব	এস্, বসু
১৬ বর্ষ	আদ্যের গম্ভীরা	হরিদাস পালিত
	সাঁওতালী গান	ডাঃ সরসীলাল সরকার
	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র
১৭ বর্ষ	আসাম পর্য্যটন	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	সভাপতির অভিভাষণ *	সারদাচরণ মিত্র

পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা

পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে যাহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব তালিকায় তারকা চিহ্ন-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; সেগুলির নাম পুনরায় দেওয়া গেল না।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য

বিজয় পণ্ডিত ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর	নগেন্দ্রনাথ বসু
শিশুবিজকৃত কৃষ্ণমঙ্গল	হারাধন ভক্তনিধি
গোবিন্দদাসের কড়চা	দীনেশচন্দ্র সেন
দুর্গা পাঁচালি	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস	দীনেশচন্দ্র সেন
খনা	যোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বৈষ্ণবকাব্যে মিথিলার অংশ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
গোবিন্দদাস	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
মহারাষ্ট্রীয় পুরাণ ও কবি গঙ্গারাম	ব্যোমকেশ মুস্তফী
কাশীরামদাস ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
মধু কান	রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আচা
নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার	শিবচন্দ্র শীল
চৈতন্য-পারিষদ জন্ম-স্থাননিরূপণ	
বৈষ্ণব-বন্দনা পুঁথিদ্বয়ের মুখবন্ধ	
পাজীর গান	নগেন্দ্রনাথ বসু
বাঙ্গালার প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ	সতীশচন্দ্র রায়

ভাষাতত্ত্ব

ভরতকৃত উপসর্গ-বৃত্তির আলোচনা	বিহারীলাল সরকার
বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ	রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর
বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাসের একাংশ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
জীব-বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
গ্রিম-প্রদর্শিত বর্ণান্তরবিধি	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
ভাষার ইঙ্গিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বাঙ্গালা ভাষা	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বাঙ্গালা বিভক্তি	শ্রীনাথ সেন
বাঙ্গালায় বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
বাঙ্গালায় [illegible]	নগেন্দ্রনাথ বসু
বাঙ্গালা-ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ	অতুলকৃষ্ণ দে শাস্ত্রী

বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
" " স্ত্রীসর্বনামের প্রয়োজনীয়তা	চন্দ্রশেখর কালী
সংস্কৃতই সমস্ত আর্য্য-ভাষার আদি জননী	উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
বাঙ্গলা ব্যাকরণের একাংশ	যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
ব্যাকরণে সন্ধি	বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃত সাহিত্য

হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
তেবিজ্জ সুত্ত	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুরাণ-তত্ত্ব	নগেন্দ্রনাথ বসু
সাংখ্যদর্শন ও গীতা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ভারতে নাট্যের উৎপত্তি	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
জ্যোতিষের ইতিহাস ও সংস্কৃত জ্যোতিষ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার নূতন শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা	দুর্গানারায়ণ সেন
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গুরু পরম্পরা	রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
কালিদাস	সারদাপ্রসাদ কবিরত্ন

দর্শন ও বিজ্ঞান

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
মনোবিজ্ঞান	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
মেঘ ও বৃষ্টি	হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ
একালের দর্শন	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শঙ্কর ও শাক্যমুনি	কালীবর বেদান্তবাগীশ
ন্যায়-দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	নগেন্দ্রনাথ বসু
অদ্বৈতবাদ	কৃষ্ণচরণ পাল
বৌদ্ধধর্ম—জ্ঞান, নীতি, পরকাল ও মুক্তি	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতায় দর্শন, ধর্ম ও নীতি	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন	কালীবর বেদান্তবাগীশ
সাংখ্যদর্শন ও গীতা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গৌতমের প্রতিজ্ঞা ও মেধার ন্যায়দর্শন	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
বেদান্তদর্শন (১) অপরা প্রকৃতি	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ঐ (২) পরা প্রকৃতি	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গীতা ও বেদান্ত দর্শনমতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাংখ্যের লোকান্তরবাদ	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
আত্মা ও কর্ম	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
পদার্থবাদ ও সূক্ষ্মশরীর	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
অদৃষ্ট ও পুরুষকার	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
বুদ্ধির উৎকর্ষ ও মুক্তি	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর
মৃত ও পুনর্জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে তিব্বতীয় মত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
বেলুচিস্থানের ভূতত্ত্ব	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
আয়ুর্বেদোক্ত ক্ষার ও লবণ	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	সারদাচরণ মিত্র
অগন্ধিত ও সুগন্ধিত তুলসি শাকের বিবরণ	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভারতে শিলিট (scheelite) নামক খনিজপদার্থ আবিষ্কার	কিরণকুমার সেন গুপ্ত

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

প্রাচীন সংবাদপত্র	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
সেকালের কলিকাতায় ইংরাজ সমাজ	দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
আদিশূর ও বল্লাল	ব্যোমকেশ মুস্তফী
নবাবী আমলের বিধি-ব্যবস্থা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
জগন্নাথতীর্থে গুরুনানক ও জগন্নাথের আরতি	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইশা খাঁ মসনদ-ই আলি	আনন্দনাথ রায়
অজ্ঞাতপত্র সংবাদ	দীনেশচন্দ্র সেন
গৌড়ের পালরাজগণ	রাধেশচন্দ্র শেঠ
বঙ্গে নীল	দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
প্রাচীন কলিকাতা	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবি মাধবের সংক্ষিপ্ত জীবনী	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
জয়পুরের শিলাদেবীর বাঙ্গালী পুরোহিত বিবাদের বৃত্তান্ত	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
চরক ও সুশ্রুতের কালনিরূপণ (২)	ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন কলিকাতার আচার ব্যবহার	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
বারভূঁইয়া	নিখিলনাথ রায়
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ের জাতীয় আচার ব্যবহার	রমেশচন্দ্র বসু

প্রাচীন মিশরে আর্য্যসভ্যতার প্রভাব	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
লাসা নগর ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচার	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
শ্রীচৈতন্যের উৎকল যাত্রা	সারদাচরণ মিত্র
ভারতচন্দ্রীয় যুগের রাজনৈতিক অবস্থা	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বৈশালী	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরকাহিনী বা ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ	আনন্দনাথ রায়
সুকবি বল্লভাদি রচিত পদ্মাপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
একাদশ কবির মনসার ভাসান	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	ব্রজসুন্দর সান্যাল
নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
প্রাচীন পারসীক ও প্রাচীন হিন্দুর আচার ব্যবহার	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
কুক্কুটপাদ গিরি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কবি দণ্ডী	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
তিব্বতের লামা ও তাঁহার দণ্ড	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
সুচ তরকারী (পুরাতন)	ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতাপাদিত্যের কামানের কারখানা	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
চীন-পরিব্রাজকগণের বঙ্গ-বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
মালয় উপদ্বীপে সুবর্ণ মুদ্রা	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তক্ষশিলার তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
জৈন ন্যায়দর্শন	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	নগেন্দ্রনাথ বসু
জৈনধর্ম্মের ইতিহাস	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ (১)	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ঐ (২)	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শঙ্করের গ্রন্থ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রপরিচয়, তাঁহার দার্শনিক মত ও অন্যান্য আলোচনা	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
তারকেশ্বর তীর্থ ও তাহার আবিষ্কর্ত্তা	রাজকুমার বেদতীর্থ
ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলি	যোগেশচন্দ্র রায়
বাঙ্গালায় ইংরাজ বণিকের প্রথম কুঠি	অশ্বিনীকুমার সেন
বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুরের সৌরপ্রভাব	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মন্ত্রতন্ত্র	প্রফুল্লকুমার সরকার
ভারতে লিপির প্রাচীনতা	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ধর্ম্মপালের পত্র	কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব ও পর্ত্তুগীজ শব্দ	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী	ভুবনমোহন বসু

বিবিধ

মহাভারতের গঠন	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবনচরিত রচনার প্রণালী	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি	চন্দ্রনাথ বসু
কবি বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ	কিরণচন্দ্র দত্ত
দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক মক্ষমূলর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতের সৌন্দর্য্য-কল্পনা	দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব	দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
গত বর্ষের (১৩০৯ সালের) বাঙ্গালা সাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
" (১৩১০ ") "	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি	দীনেশচন্দ্র সেন
কাবুলীওয়ালা	দীনেশচন্দ্র সেন
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গত বর্ষের (১৩১১ সালের) বাঙ্গালা সাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
অক্ষয়কুমার দত্তের কথা	সারদাচরণ মিত্র
ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	বিপিনচন্দ্র পাল
দীনবন্ধু মিত্র	সারদাচরণ মিত্র
প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের স্থান	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১২ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি	নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
প্রদর্শনীতে পরিষৎ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বদেশ ও স্বদেশী ধর্ম্ম	অম্বিকাচরণ সেন
১৩১৩ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৩১৪ সালের " " " "	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ষোড়শ শতাব্দীতে আদি গঙ্গাতীরে বাঙ্গালার সভ্যতা	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও বঙ্গসাহিত্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
বিক্রমপুরের মহিলা বারব্রত	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
পঞ্চবটীরহস্য	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাদপ্রসঙ্গ	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শীল
বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	শরচ্চন্দ্র দাস
কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ	বিজয়লাল দত্ত
পিয়ারীচাঁদের সাহিত্য-সেবা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত	রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
রাজবংশীর ভাষা ও সাহিত্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
বাঙ্গালার সঙ্গীত সাহিত্যের উপক্রমণিকা	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্রাবিড় ভ্রমণ	বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি
- „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- „ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- „ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
- „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
- „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
- „ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন
- „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
- „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
- „ মন্মথমোহন বসু

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়
- „ প্রমথনাথ বসু
- „ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
- „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
- „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
- „ দেবকুমার রায়চৌধুরী
- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
- „ দীনেশচন্দ্র সেন
- „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
- „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
- „ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
- „ দুর্গানারায়ণ সেন
- „ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
- „ নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)

শব্দ-সমিতি

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি)
- „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
- „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
- „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
- „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
- „ নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পাদক)

পরিভাষা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
" পঞ্চানন নিয়োগী
" নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" যোগেশচন্দ্র রায়
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" জগদানন্দ রায়
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন
" শশধর রায়
" যোগিনন্দ সেন
" বিধুভূষণ দত্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী
" গোপালচন্দ্র সেন
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পাদক)

এই সমিতি রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনে গঠিত হইয়াছিল এবং তদবধি পরিষদের পত্র-সমিতির সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ

বিশিষ্ট সভ্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
" সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লণ্ডন।
" সার জর্জ বার্ডউড্, লণ্ডন।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, এম্ এ, ডি এস্ সি, সি আই ই,
৯৩ অপার সার্কিউলার রোড, কলিকাতা।
" " প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্ সি, পি এইচ্ ডি,
৯১ অপার সার্কিউলার রোড, কলিকাতা।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।

আজীবন সভ্য

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি সি আই ই, সি বি,
কুচবিহারাধিপতি, কুচবিহার।

বিশেষ সভ্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ২৭।৩ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, চাপাতলা, কলিকাতা।
মুন্সী „ আবদুল করিম, চট্টগ্রামের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের আফিস, চট্টগ্রাম।
পণ্ডিত „ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
„ রাজকুমার বেদতীর্থ স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ, কৈকালা, হুগলী।
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৩৩ বীডন্ রো, কলিকাতা।
„ বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন, বেহুচ, পুটিশুরী, বর্দ্ধমান।
„ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিহার, পাটনা।
„ বিজয়চন্দ্র পুরকায়েত, বিহার, পাটনা
পণ্ডিত „ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, আন্দুল, আন্দুল-মৌরী, হাওড়া।
„ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, "প্রসূন" সম্পাদক, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
পণ্ডিত „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।

সাধারণ সভ্য—(ক) কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ ডাঃ অক্ষয়কুমার বসু, এম্ বি এস্, ২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান।
৫ „ অঘোরনাথ দত্ত, ১২০।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
„ অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, বি এ, ব্যারিষ্টার ৯১ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট।
„ অতুলচন্দ্র ঘটক বি এ, ১২।১ পটুয়াটোলা লেন।
„ অতুলচন্দ্র মিত্র, ৫২।২ বীডন ষ্ট্রীট, হেদুয়া।
„ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দর্জ্জিপাড়া।
১০ „ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো।
„ অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটরি হীওয়ান পারফিউম কোম্পানি,
২৮।১২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।
„ অনন্তনারায়ণ সেন, ২১ কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
„ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, ২।৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
„ অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১৫ „ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, ৩১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„ অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।
১৭ „ অনুকূলচন্দ্র বসু, বসুবর কোং, ১৬৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চাঁদনী।

১৮ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির সিমলা।

„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ৬২।৭ বীডন ষ্ট্রীট, সিমলা।

২০ „ অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, ৯, সেণ্ট জেম্‌স্ লেন।

„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।

„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্, ৮।১ কালীঘোষের লেন, সিমলা।

„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, এম্ এল্ লাহেক এবং বানার্জ্জি কোং,
২৭ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

„ অবিনাশচন্দ্র বসু, (ক) ১৬ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।

২৫ „ অবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ (খ) অধ্যাপক বিপন্ কলেজ, ১৩ মাধব চাটুর্য্যের লেন,
ভবানীপুর।

„ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী এল্ এম্ এস, ৫০ সিমলা ষ্ট্রীট।

„ অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৫৯ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

„ অমরকৃষ্ণ দত্ত, ৩৪ বেথুন রো

„ পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ, ৪১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

৩০ „ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সেন এণ্ড কোং, ৩৭৪ অপার চিৎপুর রোড।

„ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ কবিরাজ অমৃতচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, ১৫ সেণ্টজেম্‌স্ লেন।

„ ডাঃ অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস, ১৬ গড়িয়াহাটা রোড, খিদিরপুর।

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৩৫ „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, ২ বিশ্বেশ্বর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।

„ অমৃতলাল বসু, ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলিয়াটোলা।

„ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৩৭ চক্রবেড় লেন, বালিগঞ্জ।

„ ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল এম এস, এফ, সি এস
৫১ শাঁখারিটোলা লেন।

„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১৪।১ বীডন ষ্ট্রীট।

৪০ „ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১ ক্যামাক ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।

„ অরুণভূষণ মিত্র, ২৭।১, রামাপুকুর লেন।

„ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ১২।১ গাঙ্গুলির লেন, বড়বাজার।

„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড।

„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮।১১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

৪৫ „ কুমার অহীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

„ ডাক্তার আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় পিএচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৪৭ মৌলবি আবদুল ওয়ালি, এম্ আর এ এস, ২০ তালতলা লেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্. এ, ব্যারিষ্টার, ৪৭ ওল্ড্ বালিগঞ্জ রোড।
„ আশুতোষ দত্ত জমীদার, ৩ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।
৫০ „ ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্.এম্.এস্, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্ এ, ডি এল্,
ডি এস্‌সি, সি এস্ আই, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„ আশুতোষ সাহা ১১।১ হ্যারিসন রোড।
„ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি, ৭০ হ্যারিসন রোড।
৫৫ „ ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, "গাঙ্গুলী হোম," ১৭১ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„ ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ১।১ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২১ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮ বাদুড়বাগান লেন।
„ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
৬০ „ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) জি এফ্ কেল্‌নার এণ্ড কোম্পানীর আপিস,
৩১ চৌরঙ্গী রোড।

„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ৪৮।১ বেনুতলা লেন, বহুবাজার।
„ উপেন্দ্রনাথ বেজ, ১।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল,
৫৬ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

„ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
৬৫ „ উপেন্দ্রলাল বক্সী বি, এ, শিক্ষক, হিন্দুস্কুল, ৪ পঞ্চানন ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ উমেশচন্দ্র বসু, ২৮।১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।
„ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বীডন ষ্ট্রীট।
৭০ „ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এল্, এম্, এস্, ৩১ চোরবাগান লেন।
„ কমলকৃষ্ণ সাহা (ক) ১৮ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বহুবাজার।
„ কমলকৃষ্ণ সাহা বিএল্ (খ) ৪৩ সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড খিদিরপুর।
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার, ১১।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) ৯৫ দর্জ্জিপাড়া ১ম লেন।
৭৫ „ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ২ জগন্নাথ সুরের লেন।
„ কালিদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
„ কালীকুমার বসু, ২ কালাচাঁদ সাণ্ডেলের লেন, শ্যামবাজার।
„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৬৭।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ কালীনাথ রায়, সব এডিটার 'বেঙ্গলি' ২৭ ব্রজনাথ দত্তের লেন।
৮০ „ কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষক হাই স্কুল গুপ্তিপাড়া, হুগলী,
১৮।১ ছুতারপাড়া লেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম্ এ, ৩৪ আশুতোষ দের লেন।

" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, টাউন স্কুল, ৫ রামধন মিত্রের লেন।

" কালীপ্রসাদ জয়সবাল বিএ, (অক্সন), এম্, আর, এ, এস্, এফ্, আর, ই, এস্, ব্যারিষ্টার, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট।

" কিরণচন্দ্র ঘোষ, ২৮।১১ অখিল মিস্ত্রীর লেন।

৮৫ " কিরণচন্দ্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাস' ১ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।

" কিরণকুমার বসু এম্ এ, ২১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।

" কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ কৈলাস দাসের লেন।

" ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ৫৭ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

" কুঞ্জবিহারী সেন, ১২১ মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, সিন্দুরিয়াপটী।

৯০ " কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, ৩ কেষ্টি'স্ ষ্ট্রীট।

" কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ৮৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো।

" কুমুদবিহারী সেন, ৫৯।১ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট।

" কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল্, ৫৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

" কৃষ্ণকমল মৈত্র এম্ এ, বি এল্, ৯১ হাজরা রোড, কালীঘাট।

৯৫ " কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৮ গ্রে ষ্ট্রীট

" ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এম্ এম্ এস্ ৯৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

" কৃষ্ণদাস বসাক, ৩৮ কাবারপাড়া লেন, বরাহনগর।

" কৃষ্ণদাস রায়, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন, হাটখোলা।

" কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ১৩ বাহিরার অক্রুরের লেন, বহুবাজার।

১০০ " কৃতান্তকুমার বসু এম্ বি এস্ ৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

" কেদারনাথ মিত্র, ১৬ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, বাগানপাড়া।

" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, "অর্চনা" সম্পাদক, ৭০ চাষাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট।

" ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

১০৫ " ক্ষিতীশ ঘোষ, ভূকৈলাস রাজবাড়ী, খিদিরপুর।

" ক্ষীরোদচন্দ্র বসু, ১২৪ অপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার।

" ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঁইয়া এম্, এ, বি, এল্, ১২ বসা রোড, ভবানীপুর।

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, ১৬ গোপাল মিত্রের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

" ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৬৪ অপার চিৎপুর রোড।

১১০ " ক্ষেত্রনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক সিটি কলেজ, ১৩ রাধানাথ মল্লিকের লেন।

" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, ২৯ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী।

" খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৭৪ চাষাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট।

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ক) বি এ, এটর্ণী ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো।

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (খ) ৩০।৩ মদনমিত্রের লেন।

১১৫ " খগেন্দ্রনাথ দে বি এ, এটর্ণী, ২৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, ৭ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।

শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৮।১ হ্যারিসন রোড।
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো।
" গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
১২০ " কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এম্ এ, এল্ এম্ এস্,
৫৫ বীডন ষ্ট্রীট।
" গতিকৃষ্ণ সেন বি এ, ১১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
" গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ৪।৪ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
" কবিরাজ গিরিজাভূষণ রায় কবিভূষণ, ১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন।
" গিরিজামোহন সান্যাল বি এ, ৬১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১২৫ " গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৩ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
" ডাঃ গিরিশচন্দ্র দে এল্ এম্ এস্, ২৩২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর।
" গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ আর্ এ সি, (লণ্ডন) এফ্ সি, এস্,
৩৮ অপার সার্কুলার রোড।
" গিরিশচন্দ্র রায়, ৮ হোগলকুঁড়িয়া লেন।
" গিরিশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া ৩৪।১ হ্যারিসন রোড।
১৩০ " গিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ, ৯৬।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম্ বি, ৮০ রসারোড, ভবানীপুর।
" গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্, ১৫ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
" গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, ১৫।১৬ হরঘোষের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
" সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্ এ, ডি এল্, পিএইচ ডি,
১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
১৩৫ " গোকুলচাঁদ দত্ত, ৯১ বীডন ষ্ট্রীট।
" গোপালচন্দ্র গুপ্ত, ৫ মিডলটন ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ২৫ মোহনবাগান রো।
" গোপালচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, এফ্ সি এস্, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" গোপালদাস চৌধুরী, ৩২ বীডন রো, দর্জ্জিপাড়া।
১৪০ " গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ১৬।১ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার।
" গোপেন্দ্র সরকার ১০।১ হ্যারিসন রোড।
" গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম্ এ, বি এল্, ২৫ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" গোবিন্দপ্রসাদ রায়, রতন বাবুর বাড়ী, কাশীপুর।
" গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বি এল্, ২০ শাঁখারিটোলা লেন।
১৪৫ " গোষ্ঠবিহারী আঢ্য, ১৭ গোবিন্দচাঁদ ধরের লেন, আমড়াতলা।
" গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক, এসিঃ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট পি ডব্লিউ ডি,
১৭ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন।
" গৌরহরি সেন, চৈতন্য-লাইব্রেরী, বীডন্ ষ্ট্রীট।
" গৌরীশঙ্কর দে, এম্ এ, বি এল্, ৩৮।২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ বি, এল্ ৩১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর।

১৫০ „ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ, ১৫।১ হ্যারিসন রোড।

„ চন্দ্রভূষণ মৈত্র এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন।

„ সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট, ৮ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ভবানীপুর।

„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্, ১৫০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, হাতীবাগান।

„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, 'প্রবাসীর' সহকারী সম্পাদক, ২১০।৩।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১৫৫ „ চারুচন্দ্র বসু, ৩৫ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন।

„ চারুচন্দ্র মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙ্গা।

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫৩ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, (খ) ৮ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।

১৬০ „ চারুচন্দ্র মিত্র (গ) ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন।

„ চারুচন্দ্র মিত্র বিএ (ঘ) ১৫।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

„ চারুচন্দ্র সিংহ বি এল্, ৮।২ শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

„ চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৮ রসা রোড।

„ চিন্তাহরণ সান্যাল বি ই, ৭ জামবাজারের লেন, শ্যামবাজার।

১৬৫ „ চিরসুহৃৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ম্যানেজার 'ঠাকুর রাজষ্টেট,' ৮ ডিক্সন লেন।

„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।

„ চুনিলাল রায়, ১ রাজাবাগান জংসন রোড।

„ জগৎপদ হালদার, ২১ টালাবাগান লেন, কাশীপুর।

„ জগদিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।

১৭০ „ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ৬ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।

„ জগবন্ধু দাস বিএল্, ২০।১ বৈঠকখানা রোড।

„ জগবন্ধু মোদক, ২০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কাঁটাপুকুর, বাগবাজার।

„ ডাঃ জহরলাল দে বি এ, এম্ বি, ১৪১ বাঁশতলা ষ্ট্রীট।

„ জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বিএল্ ১৭।১৮ নিকারীপাড়া লেন, শ্যামবাজার।

১৭৫ „ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল, ৫১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ জালিম সিংহ শ্রীমল, ১০ রতন বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর।

„ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ৩ হরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর।

„ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩০।১ শাঁখারিটোলা লেন।

„ জিতেন্দ্রলাল রায় বি এ, জমিদার, ১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা।

১৮০ „ জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডিমন্‌ষ্ট্রেটার, বঙ্গবাসী কলেজ,

„ জীবানন্দ মল্লিক, ২২।২ শোভারাম বসাকের ১ম লেন।

„ ডাঃ জে, এন্, ঘোষ এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত জে, কে, দাস গুপ্ত বি এসসি, এ এম্, আই সি ই, এ এম্ আই, এম্ ই,
অধ্যাপক, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট,
৯২।২।১ অপার সার্কুলার রোড।

" জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ১০ শাঁখারিটোলা লেন।
১৮৫ " জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী এম্ এ, এফ্ সি এস্, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, ৩৬।৬ বেণেটোলা লেন।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, ২৪ কাষবাগান ষ্ট্রীট।
১৯০ " জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, কণ্ট্রোলার, ১ লাল ওস্তাগরের লেন,
দর্জ্জিপাড়া।

" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ১ মোহনবাগান রো।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, ৪ উইলিয়মস্ লেন, চাঁপাতলা।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি এল্, ১৮ রসারোড, ভবানীপুর।
১৯৫ " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯ মদন্সা লেন।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার, ৩২ ল্যান্সডাউন রোড।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
" ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল এম্ এস্, ৬৯।৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৫২।৫ কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
২০০ " তারকনাথ বিশ্বাস, ২৩১ অপার চিৎপুর রোড।
" তারকেশ্বর পালচৌধুরী বি এল্, ১৯ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
" তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৬ অপার সার্কুলার রোড।
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ৭ মধুসূদন গুপ্তের লেন।
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ ১৮ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা পোঃ
২০৫ " তারাপ্রসন্ন মিত্র, ম্যানেজার 'বেঙ্গলী' ৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ এল্ এম্ এস্, ২৩।১ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, পোতাবাজার।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বসুর লেন, ভবানীপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ পটুয়াটোলা লেন।
" দক্ষিণারঞ্জন দাস ৭।১ হ্যারিসন রোড।
২১০ " দীননাথ দত্ত, ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, টালা।
" দুর্গাদাস শীল, ১৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৩০ সভাবাজার ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ১৩।১৪ জেলেপাড়া লেন,
বৌবাজার।

" ডাক্তার দেবপ্রসাদ সান্যাল এল্ এম্ এস্, ১৩ রাধানাথ বসুর লেন।
২১৫ " দেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্ এ, ১৩ ঘোষের লেন, সিমলা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ২৮ রসা রোড, সাউথ, টালিগঞ্জ।
„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ই আই আর, এজেন্ট অফিস, ফেয়ার্লি প্লেস্।
„ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩৩ মিশন ষ্ট্রীট
„ দেবেন্দ্রনাথ পাল বি এল্, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড।
২২০ „ দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট।
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ, ২৬।২ স্কটস্‌লেন।
„ দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৫৫।৭ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, "দি ক্লোক" ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
২২৫ „ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ১২ রসারোড, ভবানীপুর।
„ দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ২৫ নন্দরাম সেনের লেন, শোভাবাজার।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, ৬১।৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হাঁসপাতাল, ষ্ট্রাণ্ডরোড।
২৩০ „ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র, এল্ আর সি পি লণ্ডন), এম্ আর সি এস্, ২০ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ ধন্নুলাল আগরওয়ালা বি এ, এটর্ণী, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
„ ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৬ গড়পাড় রোড
„ ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন।
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, ১৫ গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
২৩৫ „ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, অধ্যাপক, রিপন কলেজ,
„ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, এফ্. সি, এস, অধ্যাপক মেট্রোঃ ইন্‌ষ্টি, ৮৯।২ মস্‌জিদ্-বাড়ী ষ্ট্রীট।
„ পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ১০ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।
„ নগেন্দ্রকুমার মজুমদার জমীদার, বাজিৎপুর, সম্পাদক সাহিত্য-প্রচার পুস্তকালয় ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৫ কুঠীঘাটা বরাহনগর
২৪০ „ নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, মিনার, ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, (ক) ত্রৈলোক্যপ্রকাশ, ৩১ সীতারাম ঘোষের লেন।
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (খ) ঘোষ ব্রাদার্স, কুণ্ডুর লেন, বেলগেছিয়া।
„ নগেন্দ্রনাথ দে, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব বাজার, সি. টী, রেলওয়ে, ১১০ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু (ক) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ২০ কাঁটাপুকুর লেন।
২৪৫ „ নগেন্দ্রনাথ বসু, (খ) ২৩ জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার।
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৩২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„ নগেন্দ্রনাথ রাহা, ৫ মহেন্দ্র বসুর লেন।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, ১১ বীডন রোড।
„ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড।
২৫০ „ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম্ এ, বি এল্, ১ উল্টাডিঙ্গী মেইন রোড।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে, ৭ সুরীবর দত্তের লেন।
পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষের লেন।
" নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
" নবীনচন্দ্র বড়াল বি এল, উকিল ৩ গুরু বৈঠকখানা ২য় লেন।
২৫৫ " নবনীধন দাঁ, ৪৮ এজরা ষ্ট্রীট।
" নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্, ৪২ মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
" নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ১৯ রামকান্ত বসু ১ম লেন বাগবাজার।
" নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, হেড এসিষ্টাণ্ট, মেরিন ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস্
" নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
২৬০ " কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, ১৮.১৯ বীডন ষ্ট্রীট।
" নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ৬৫ হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, ৪৫ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রোড, ভবানীপুর।
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ৩ ডফ্ লেন।
২৬৫ " নলিনকৃষ্ণ সরকার, ১৪ গোয়ালপাড়া লেন, গোয়াবাগান।
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ১০ সিমলাইপাড়া রোড, পাইকপাড়া, কাশীপুর।
" নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড, কালীঘাট।
শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৩৫ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
২৭০ " নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭ বৈঠকখানা রোড।
" নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, ৬৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
" নিত্যানন্দ রায়, ৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
" নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।
" নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি টি, শিক্ষক হেয়ার স্কুল ৫১।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
২৭৫ " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্ সি, ডিমনষ্ট্রেটার, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩।৫ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
" নীরদনাথ ঠাকুর, ২২ ২ কাঝারডাঙ্গা রোড, ইটালী।
" নীরদকৃষ্ণ রায়, ৩২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
" নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল, আলিপুর জজকোর্ট ৮ কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, মাণিকতলা।
২৮০ " ডাঃ নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্ ডি, ৭১ হ্যারিসন রোড।
" নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৩।১ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৭২ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
" নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ২ রাজাবাগান জংসন রোড।
২৮৫ " পঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৬৫।৩ ল্যান্সডাউন রোড ভবানীপুর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর।
„ পদ্মিনীমোহন নিয়োগী, ১২৬ 'বেঙ্গলী' কার্য্যালয়, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ পরেশচন্দ্র সোম, ৭৬ অপার সার্কুলার রোড।
„ ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ, ১৬ নীলমণি সরকারের ষ্ট্রীট, ৪র্থ মহল।
২৯০ „ ডাঃ পশুপতিনাথ মিত্র, এম্ বি, ৪৯।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
„ পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ লাল ওস্তাগরের লেন।
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র, ৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
„ পান্নালাল বসু, এম্ এ বিএল্, ২৬ নবাব্দি ওস্তাগর লেন।
„ পান্নালাল মল্লিক বি এ, "মল্লিক লজ", মাণিকতলা মেন রোড।
২৯৫ „ পার্ব্বতীনাথ দত্ত বি এস্‌সি, ২৫ সুর্কিয়া ষ্ট্রীট।
„ সমণ পুরানন্দ সামী বহুদস্তুত পিয়সীলী, ৪৬ বেণিয়াপুকুর লেন, ইটালি।
„ পুরুষোত্তম সিংহ বি এ, ৬৮ ৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
„ পুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়া লেন, বড়বাজার।
৩০০ „ পুলিনবিহারী দাস, ১৬ সাউথ শিয়ালদহ রোড।
„ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্‌সি, ৯২ আপার সার্কুলার রোড।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম এ, ৭৮ হ্যারিসন রোড।
„ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৭ ঘোষের লেন।
„ পূর্ণচন্দ্র সেন, (ক) ৫৭।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
৩০৫ „ পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, (খ) ১১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„ প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৪।১ সেবকরাম বন্দির লেন, কালীঘাট।
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল, ১৯।১ বেণীমাধব নন্দনের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

মাননীয় মহারাজ সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর, প্রাসাদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
৩১০ „ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা।
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪১১ বাবুরাম ঘোষের লেন।
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, ৮২ মাণিকতলা মেন রোড।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি, ১৫৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এল, ৪৮ শাঁখারিপাড়া রোড ভবানীপুর।
৩১৫ „ প্রবোধচন্দ্র হালদার, ৬১ কলেজ ষ্ট্রীট।
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, আই, আর্, এস্, ৭ কালিদাসের লেন বেবুতলা
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২ বিডন ষ্ট্রীট।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বালীগঞ্জ, ২ সুবুতলা রোড।
„ ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী এল্ এম্ এস্, ১২ বিডন ষ্ট্রীট।
৩২০ „ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌এ, ১০৬ অপার সার্কুলার রোড।
„ প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৩ বিডন ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্যামবাজার।
" প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানাল ষ্ট্রীট, ইটালী।
" প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ৩৫।২ বিডন ষ্ট্রীট, গোয়াবাগান।
৩২৫ " ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় এম্ এ, ডি এস্‌সি, ৭ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।
" প্রসন্নকুমার সেনগুপ্ত, ১০৪ মুসলমানপাড়া লেন।
" প্রসাদদাস গোস্বামী, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী, ১১ অপার সার্কুলার রোড।
" প্রিয়নাথ মিত্র বি এ, ১১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৩৩০ " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, সেক্রেটারি করপোরেশন,
করপোরেশন বিল্‌ডিংস্।

" ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেল্‌নার কোম্পানীর আপিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড।
" ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ১ ল্যান্সডাউন লেন।
" বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর
" বঙ্কিমচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, ২০ শাঁখারিপাড়া রোড ভবানীপুর।
৩৩৫ " ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় এল্ এম্ এস, ৮৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" বনারীদাস গোয়েন্‌কা বি এ, বাঁশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দ দেব বাহাদুর, ১৫ ট্যাংরা রোড, ইটালী।
শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি, ১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
" বনমালী বস্ত, কুমার রাধাপ্রসাদ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ৮৬ অপার চিৎপুর রোড।
৩৪০ " বরদাকান্ত ঘোষ, ১০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
" বরদাকান্ত মিত্র বি এ, ৬৪।১ মশ্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" বরদাদাস বসু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
" বরদাপ্রসাদ বসু, ১৯ হ্যারিসন রোড।
" বসন্তকুমার নাগ চৌধুরী, কণ্ট্রাক্টর, ৬৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
৩৪৫ " বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৩।১ পেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট।
" বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩২।২ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
" বাবাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
৩৫০ " বিজয়কৃষ্ণ রায়, ৯ জগমোহন সাহার লেন, চোরবাগান।
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ২৩।১ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর।
" বিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার ১২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
" বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, ৬২ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
৩৫৫ " বিনয়কুমার সরকার এম এ, ২৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৪১ বেহুবাজার ষ্ট্রীট।
" বিনোদবিহারী বসু বি এ, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, ৬০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।
৩৬০ „ বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ, এটর্ণি ২১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„ বিপিনবিহারী বসু, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„ বিপিনবিহারী সেন এম্ এ, বি এল্ ৮৯ আরপুলি ষ্ট্রীট।
„ বিমলাচরণ লাহা, ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„ বিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ২৯ চাউলপটী লেন ভবানীপুর।
৩৬৫ „ বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ১৭ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
„ বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ৬ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার।
„ বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,
স্কটিশ্ চার্চেস্ কলেজ, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার।
„ বিহারিলাল পাল বি এল্, ১০৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট
„ বিহারিলাল সরকার, ১০ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
৩৭০ „ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০ কালিদাস সিংহের লেন।
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে, ১ গোয়াবাগান লেন।
„ বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ সিমলা ষ্ট্রীট।
„ ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী বি এ, এল্ এম্ এস্, ৫ অভয়চন্দ্র দত্তের লেন,
নিমতলা ষ্ট্রীট।
„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেচুয়া।
৩৭৫ „ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
„ বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ, ১ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৫০ অপার সার্কুলার রোড।
৩৮০ „ ব্রজনাথ চন্দ্র, ২২৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, নাট্য-মন্দির, হরিতকীবাগান লেন।
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল্, ৩৩।১ বেনেতলা ষ্ট্রীট।
„ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৭ মধুরায়ের লেন।
৩৮৫ „ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ, বি এল্ ব্যারিষ্টার, ৫০ চৌরঙ্গী রোড।
„ ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, শিক্ষক হিন্দুস্কুল, কলেজ স্কোয়ার।
„ রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্, ডেঃ মাঃ আলিপুর
২৭।৩, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড।
„ ভবতারণ সরকার বি এ, হেড্ মাষ্টার, শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা,
৪।২ হরিতকীবাগান লেন।
„ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, সেন্ট্রাল ভেটেরিনারী কলেজ, ৫৭ সিকদার পাড়া,
কালীঘাট।

৩৯০ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ, অক্রিক্‌স্ লেন।
„ ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, মডাইল হাউস, কাশীপুর।
„ পণ্ডিত ভবেন্দ্র শাস্ত্রী সংস্কৃত টোল, ৭ গুঁড়া পার্ক লেন, বেলেঘাটা।
„ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস্‌সি, অধ্যাপক বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল ৯২ অপার সার্কুলার রোড।
„ ভূধরমোহন চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার, ১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শক্তি ঔষধালয়।
৩৯৫ „ ভুবনচন্দ্র বড়ুয়া বি এ, "সংসার-ভিলা" ৩২ অপার সার্কুলার রোড।
„ ভুবনমোহন রায়, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন।
„ ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
„ ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা।
„ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮।১ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন।
৪০০ „ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ কলেজ ষ্ট্রীট (পুরন্দরপুর বীরভূম)
„ মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ২৬ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্টলেন, তালতলা।
„ মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ যুগোলকিশোর দাসের লেন।
„ মণিমোহন সেন এম্ এ, অধ্যাপক সিটি কলেজ, ৫৫ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
„ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
৪০৫ „ মণীন্দ্রকুমার বসু কনট্রাক্টর, ২৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন।
„ মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩, মনসাক্তি সরকারের ষ্ট্রীট।
„ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩ পদ্মনাথ লেন, শ্যামবাজার।
„ মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।
„ মতীন্দ্রমোহন বসু, রূপসিং কোং ২১৫ চৌরঙ্গী রোড।
৪১০ „ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি, ৩১ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
„ মনোমোহন ঘোষ, ২৫।৫ নবীনকুণ্ডু লেন, পোঃ হ্যারিসন রোড।
„ মনোমোহন বসু এম্ এ, ২৩১ অপার সার্কুলার রোড।
„ মনোরঞ্জন বসু বি এল্, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।
কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, ৫৫।৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
৪১৫ শ্রীযুক্ত মনোরথ রায় বি এ, জষ্টিস্ চান্দেশ কলিজিয়েট স্কুল, ১৬৫ মানিকতলা ষ্ট্রীট।
„ কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৪৪ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট।
„ মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ১৯১ আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার।
„ মন্মথমোহন বসু বি এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।
৪২০ „ মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সহকারী শিক্ষক হেয়ার স্কুল, ২৭।৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন।

শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৩৩ ম্যাকলাউড ষ্ট্রীট।
" মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৪।১ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর সি এস্, (লণ্ডন) ১ বীডন ষ্ট্রীট।
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো।
৪২৫ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেব-তত্ত্ববিশারদ ভাবসাগর ২০৫ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৫ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।
" মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড।
" মুকুন্দলাল নায়েক, এম্ এল্ নায়েক ব্যানার্জ্জি কোং, ১১ ক্লাইব রো।
" মুরলীধর রায়, ১৬ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলী।
৪৩০ " মোহনবিহারী আঢ্য, ১০ বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন।
" মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৩১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, ৩ ম্যাকলাউড ষ্ট্রীট।
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম্ এ, ৫৭ নেবুতলা ষ্ট্রীট।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, জমীদার কুটিঘাটা বরাহনগর
৪৩৫ " যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এটর্ণি, ১৭ নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট
" যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, ৫৭ সার্পেন্টাইন লেন।
" যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, ১৮।১ ল্যান্সডাউন রোড।
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২০ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
" যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম্ এ, বি এল্ ৩২ চক্রবেড়িয়া লেন
৪৪০ " যদুনাথ বসাক, ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
" যাদবচন্দ্র মিত্র, ১২২।২ অপার সার্কুলার রোড।
" যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, ২৯৩ অপার সার্কুলার রোড।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি, ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১২ দুর্গাচরণ পিতুরী লেন।
৪৪৫ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কবিরত্ন ২৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ বসু, ১২।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
" যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সিটিবুক সোসাইটী, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট।
" যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি, ২৭।১ মানিকতলা ষ্ট্রীট।
৪৫০ " যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, (অক্সন), ২০।২ লোয়ার সার্কুলার রোড।
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, (ক) ৩৩।১ নিমতলা ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (খ) ৪৮ বীডন ষ্ট্রীট।
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লেন, টালা।
" কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
৪৫৫ " যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ৩৪।১ হ্যারিসন রোড।
" যোগেশচন্দ্র মিত্র, ৫৪।১ চূণাপুকুর লেন।
" যোগেশচন্দ্র রায় বি এল্, ২০।১ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, ১ কবিস্ চার্চ্চ লেন।
" রজনীকান্ত পণ্ডা মজুমদার বি এ, ৬ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
৪৬০ " রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী ২৭ বেনেটোলা লেন।
" রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ১৭০ ২ লোয়ার সার্কুলার রোড।
" রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।
" রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫ ৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" রবীন্দ্রনাথ বসু, ট্রান্সলেটার হাইকোর্ট, ৬৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
৪৬৫ " রবীন্দ্রনাথ সেন, ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
" রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৬৫ ১ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্ এ; হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার।
" রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
" ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ११ ১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
৪৭০ " রাখালচন্দ্র পালিত এম্ এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১১৫ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১৫৭ সিমলা ষ্ট্রীট।
" রাখালদাস বসু ১।১ নবাবী ওস্তাগর লেন।
" রাখালদাস মজুমদার, ৮ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।
" রামচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, এটর্ণি, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
৪৭৫ " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১২।৪ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা।
" রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী, ১৭ ১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
" রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সি আই ই, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
" কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, ১৭৪ ১ অপার চিৎপুর রোড।
" রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ৯০ রামধন মিত্রের ষ্ট্রীট।
৪৮০ " রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
" রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৩ ব্রজলাল মিত্রের লেন।
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর্ সি পি, এল্ এম্ এস্,

১০৭ ভাষবাজার ষ্ট্রীট।

" রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, মেট্রপলিটান কলেজ, ২২ শঙ্কর ঘোষের লেন।

৪৮৫ " রাধেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২৩ বেনেতলা ষ্ট্রীট।

" রামকমল চট্টোপাধ্যায়, লাইব্রেরিয়ান মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন,

২২ শঙ্কর ঘোষের লেন।

" রামচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ৩১।৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

" রামচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ২৩ নেবু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, বাবাপুকুর।

" রামদাস মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর বসাকের লেন, টালা।

৪৯০ " রামনাথ ভট্টাচার্য্য, ২৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।

" রামহরি গুহ বি এল্, ২৩ রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া।

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, ১২ পার্শীবাগান লেন।

" ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, সি, এস্, আই,

৪৬ রিপোর্ট রোড।

" রুক্মণ গোয়েন্কা, ৫৭ বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

৪৯৫ " রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩ বনদে পাড়া।

" রেবতীমোহন সেন, শিক্ষক, মূক ও বধির বিদ্যালয়,

২৯৩ আপার সার্কুলার রোড।

" লছমীচাঁদ আগরওয়ালা, ৫ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, ১০ অখিল মিস্ত্রীর লেন।

" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ "দীনধাম", ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন।

৫০০ " ললিতমোহন ঘোষ, ১।১ ইন্টালিজী রোড।

" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৫ নীলমণি সরকারের লেন।

" ললিতমোহন মল্লিক, ২ লালবাজার ষ্ট্রীট।

" রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর, ৪ ক্লাইভ রো।

" লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড।

৫০৫ " শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ নীলমাধব সেন লেন।

" শরচ্চন্দ্র দত্ত বি এ, এটর্নি, ৬৮।৩ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

" ডাক্তার শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, ১৯ বটতলা রোড,

নারিকেলডাঙ্গা।

" শরচ্চন্দ্র বসু, উইল্কিন্স প্রেস্, কলেজ স্কোয়ার।

" শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৪৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।

৫১০ " ডাঃ শরচ্চন্দ্র রায় এম্ বি, এইচ এল্, ৫৭ আপার সার্কুলার রোড।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, ৫।২ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন, শ্যামপুকুর।
" শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ১০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
" ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত এল্ এম্ এস্, ৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" শরৎকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, সুপাঃ, কণ্ট্রোলার জেনারল অফিস,
বাগমারী রোড।

৫১৪ " শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
" শরৎকুমার লাহিড়ী, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট।
" শশাঙ্কজীবন রায় এম্ এ, বি এল্, ৩৭ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের লেন, ভবানীপুর।
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, এম্ বি, বি এস্সি, (লণ্ডন), ৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
৫২০ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।
" শশিভূষণ সরকার এম্ এ, ৭।৩ রাধানাথ মল্লিকের লেন।
" শশিভূষণ সুর, ১৪।১ ডফ্ ষ্ট্রীট।
" শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৮ জেলেটোলা লেন, কাঁসারীপাড়া।
" শিবচন্দ্র দেব বি এল্, ১৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর।
৫২৫ " শিবনাথ বসু, ১২।২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" শিবশঙ্কর সাহা, ৬১ নিমুগোস্বামীর লেন।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্, ৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন।
" শিশিরকুমার বর্দ্ধন, ৮৭।১ সার্পেণ্টাইন লেন (অধ্যাপক, কুচবিহার কলেজ)।
৫৩০ " শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষিরা হাউস, কাশীপুর।
" শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ মধুরায়ের লেন।
" মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বি এ, এটর্ণী, ২৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
" শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১৯ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
৫৩৫ " শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস্, ৪১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন।
" শ্যামলাল বসু, ৮২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
" শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" শ্যামাচরণ পাল, ১৫ হিদারাম মুদির লেন, বর্দ্ধিপাড়া।
৫৪০ " কবিরাজ শ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী কবিরত্ন, ৪২।৩ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
" শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ডেঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ পুলিশ, ১০।১ সেণ্ট জেমস্ লেন।
" রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, ৫০ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট।
" শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ৫।২ মহেশচন্দ্র চৌধুরীর লেন, ভবানীপুর।
" ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র বসু এল্ এম্ এস্, ২৫ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।
৫৪৫ " ষোড়শীচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্, ১৬ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী, ৩৩৫ সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ।
" সজনীকান্ত সিংহ বি এল্, ৭৩এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" সতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১৫ গৌরীবেড়ে লেন।
৫৫০ " সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ১৭ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট।
" সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার মিত্রইন্ষ্টিটিউশন
৪। বেনেটোলা লেন।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, (ক) ৮ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, (খ) ১৯ লিনটন ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
৫৫৫ " সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, ৮২ মাণিকতলা মেন রোড।
" সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বি এ, এটর্ণি, ১১১ গ্রে ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র বসু, ২৬।১ নিউ রোড, কালীঘাট।
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি,
২৬।১ কানাইলাল ধরের লেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র (ক) ১১৮।১ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।
৫৬০ " সতীশচন্দ্র মিত্র (খ) ১২ নারিকেল বাগান।
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, কেমিক্যাল
ল্যাবরেটরী।
" সতীশচন্দ্র রায় ১১ চৌরঙ্গী লেন।
" সতীশচন্দ্র সরকার, ৮ পঞ্চানন ঘোষের লেন।
" অধ্যাপক সত্যচরণ বসু এম্ এ, প্রোফেসর ম্যাথামেটিক্স সি এম্ এস্ কলেজ,
১১ মেওয়ারের পা'ল, সোণাপাহি।
৫৬৫ " সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ।
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৬ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।
" সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২ শেঁকরাপাড়া লেন, বহুবাজার।
" সরলকুমার বসু, ৫৭ চূণাপুকুর লেন।
৫৭০ " সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
" সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল, ৪৮।৩ রামতনু বোসের লেন।
" সাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, রিপন কলেজ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
" সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, ১৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
" সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
৫৭৫ " সারদাপ্রসাদ সেন, ৪২ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ কাব্যরত্ন, অধ্যাপক রিপন কলেজ, ২৩ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
,, সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ গোবিন্দ ঘোষালের লেন,
ভবানীপুর।
,, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ২৯ মদনমিত্রের লেন।
,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
৫৮০ ,, সুন্দরলাল বহরী ৭ হরপ্রসাদ দের লেন, বড়বাজার।
,, সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, বি এস্‌সি, ৪ ডফ্ লেন।
,, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বি, এস্‌সি, এফ্ আর্ এস্ ই, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
,, সুবোধচন্দ্র রায় বি এ, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, ৭ রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট, রামবাগান।
৫৮৫ ,, ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন, এল্‌বার্ট ভিক্টোর হাসপাতাল, বেলগেছিয়া।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, প্রোপ্রাইটার, বেঙ্গল সোপ কোং, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
,, সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
,, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ৫৭ পার্ক ষ্ট্রীট, এবং ৩১।২ সার্পেনটাইন লেন।
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রোপ্রাইটার, মেসার্স এস্ ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,
১১।২ হ্যারিসন রোড।
৫৯০ ,, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্, আসিষ্টেন্ট সার্জ্জন, চিৎপুর হাসপাতাল,
কাশীপুর।
,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ।
,, সুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
,, সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, ৮ পঞ্চানন ঘোষের লেন।
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বেঙ্গলী" সম্পাদক, রিপন কলেজ, ২৪ হ্যারিসন রোড।
৫৯৫ ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ১৪।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান।
,, সুরেন্দ্রনাথ বসু (খ) এম্ এ, বি এল্, ৩৮।২ হাজরাপাড়া লেন, কালীঘাট।
,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল্, ১ অনাথনাথ দেবের লেন।
,, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্,
১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
,, সুরেন্দ্রনাথ সাম্যাকী গোস্বামী, দক্ষিণেশ্বর জ্ঞানদায়িনী চতুষ্পাঠী, কাশীপুর।
৬০০ ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, ১৬ বারওয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা।
,, সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, সবডেপুটি কলেক্টর, (বারাকপুর) এবং
১২ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
,, সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৪।২ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি এ, ১৬।১ বহুনাথ মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।
,, সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, ৫৭ সার্পেন্টাইন লেন।
৬০৫ ,, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দত্ত এল্ এম্ এস্, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
,, সুরেশচন্দ্র নন্দী, 'আনন্দ নিকেতন' ২২ ছুতারপাড়া লেন।
,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
,, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ৬৬।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।
৬১০ ,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।
,, সুরেশচন্দ্র সরকার (ক), ৪২।১ ল্যান্সডাউন রোড।
,, সুরেশচন্দ্র সরকার (খ), ১৪ হোগলকুড়িয়া গলি।
,, সুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ, বি টি, ২৭ শিবনারায়ণ দাস লেন।
,, সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯।১ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।
৬১৫ ,, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, ১৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
,, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন।
,, কবিরাজ হরলাল গুপ্ত, ৪ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা।
,, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্, ২৩।২ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন।
,, হরিচরণ বসু, ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
৬২০ ,, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ২।১ অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার।
,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট, চালতাবাগান।
,, ডাক্তার হরিধন দত্ত এল্ এম্ এস্, এফ্ সি এস্, ৩৭ বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা।
,, হরিপদ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ২৪ হারিসন রোড।
,, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ হেমচন্দ্র দাসের লেন।
৬২৫ ,, ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এম ডি, ৯১ বাঁশতলা ষ্ট্রীট।
,, হরিনাথ দে এম্ এ, ৩০ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, শুঁড়াপাড়া।
,, হারাপদ মৈত্র বি এ, ২৯।১১ মদন মিত্রের লেন।
,, হরিপ্রসাদ মিত্র এম্ এস্ সি (কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ)
,, হরিভূষণ দত্ত এম্ এ, ১৩ ঘোষের লেন।
৬৩০ ,, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, "বিনোদকুঞ্জ" ৫৩ টালিগঞ্জ রোড।
,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পত্রঃ টেলিগ্রাফ্ আফিস, চেক ডিপার্টমেন্ট, লালদীঘি।
,, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ, ২।২ পিয়ারী দাসের লেন, রামবাগান।
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ২ সুবারবন হস্পিটাল রোড, ভবানীপুর।
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড।
৬৩৫ ,, হরেন্দ্রনাথ বসু, ২৬ প্যাগিক্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
,, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১ হরীতকীবাগান লেন।
,, হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ২৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্, উকিল, হাইকোর্ট।
,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ বস্তিতলা রোড,
নারিকেলডাঙ্গা।
৬৪০ ,, হীরালাল চক্রবর্ত্তী, ৯ নারিকেল বাগান লেন।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণী, ১০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, ৭১।৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
,, হেমচন্দ্র মিত্র, (ক), ১৯ শ্যামপুকুর লেন।
,, হেমচন্দ্র মিত্র বি এল্, (খ) ২৮।২ রামাপুকুর লেন।
৬৪৫ ,, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ ২৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন।
,, হেমদাকান্ত চৌধুরী, ৬১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
,, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
,, হেমেন্দ্রনাথ রায়, ২।৩ বাণীশঙ্করীর লেন, কালীঘাট।
,, হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
৬৫০ ,, হেমেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, ১৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
৬৫১ ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, "দি ক্রোজ" ১০৬২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

[খ] মফস্বল

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল,
হাওড়া ব্রাঞ্চ, হাওড়া।
,, অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ, ট্রান্স্লেশন ব্যুরো,
সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিংস্ রমণা, ঢাকা।
,, অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য তত্ত্বনিধি অধ্যাপক, ভরিপুর চতুষ্পাঠী,
পোঃ সোনাখালী মেদিপুর।
,, অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কালেক্টর, কুমিল্লা।
৫ ,, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, র্যাভেন্সা কলেজ, কটক।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, (ক) চিফ্ সেক্রেটারীর আফিস, বর্ম্মা-সেক্রেটেরিয়েট,
রেঙ্গুন।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ বি এল্, (খ) উকীল, রঙ্গপুর।
,, অতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল, (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
,, অতুলচন্দ্র বসু (খ) উকিল, চট্টগ্রাম।
১০ ,, অতুলানন্দ দাস হাটুগঞ্জ, ২৪ পরগণা।
,, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিস,
লাবান, শিলং।
,, অধরচন্দ্র মিত্র বি এ, ২য় শিক্ষক, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল, রায়বেরিলী, উঃ পঃ।
,, পণ্ডিত অনঙ্গকুমার বড়ুয়া, পালি শিক্ষক, রাঙ্গামাটী গভঃ হাইস্কুল,
চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, নূতনবাটী, নিবাধুই পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

১৫ „ পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, জনসন্ রোড, ঢাকা।

„ অনুকূলচন্দ্র বসু, বর্ম্মা-সেক্রেটেরিয়েট, রেঙ্গুন।

„ অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড্ ক্লার্ক, জজ আদালত, রঙ্গপুর।

„ কুমার অন্নদাপ্রসন্ন লাহিড়ী, কাশীমপুর, রাজসাহী।

„ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি এল্, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

২০ „ অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।

„ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, বোয়ালিয়া, রাজসাহী।

„ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাজসাহী।

„ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, নায়েব, জালালগঞ্জ কাছারী, বেতগাড়া-পাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।

„ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল্, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

২৫ „ অবিনাশচন্দ্র বসু, সব-রেজিষ্ট্রার, পিংলা, মেদিনীপুর।

„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।

„ কবিরাজ অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ, নাটোর, রাজসাহী।

„ অমরনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান

„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটী কালেক্টর, কৃষ্ণনগর।

৩০ „ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, "প্রমদালয়," ময়মনসিংহ।

„ অমলেন্দু গুপ্ত, সুর্ণগ্রাম, ঢাকা।

„ অমৃতাকুমার বসু বি এ, সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া অফিস, পুনা সিটি।

„ অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী।

„ অমূল্যদেব পাঠক বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।

৩৫ „ অমৃতলাল শীল এম্ এ, নিউ লেন ওয়েল্লাবাদ, দাক্ষিণাত্য।

„ অম্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবনা।

„ অম্বিকাচরণ দে বি এ, ভাটেরা, কুলাউড়া শ্রীহট্ট (১০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা)।

„ অম্বিকাচরণ মজুমদার বি এল্, উকীল, ফরিদপুর।

„ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, সব্ জজ্, হুগলী।

৪০ „ অম্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল বাগচড়া, বহরমপুর।

„ অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পি, ডব্লিউ, ডি, সিমলা হিল, উড়িষ্যা।

„ অরুণচন্দ্র পাল, একাউণ্টেণ্ট, পুলিশ কমিশনারের অফিস, নং ২৬ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

„ অশ্বিনীকুমার সেন, সম্পাদক পীঠাবাড় লাইব্রেরী, সেনহাটী খুলনা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আশুনাথ ভাগবতভূষণ, গৌরীপুর রাজটোল, গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।

৪৫ শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি, বহেলাতলা (২৪ পঃ)।

„ আনন্দচন্দ্র সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম

„ আনন্দমোহন সাহা, ত্রিপুরা, আগরতলা।

„ আনন্দলাল চৌধুরী, জমীদার, তারকালী, বগুড়া।

মুন্সী আফ্তাবউদ্দীন মণ্ডল, পূর্ব্বনগর, রঙ্গপুর।

৫০ মুন্সী আকানউল্লা কবিরাজ, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
মৌলবি আবদুল মজিদ খাঁ এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
,, চৌধুরী আমানতুল্লা আহ্মদ, কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, জমিদার, বড়মরিচা, কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ, বালুবাড়ী দিনাজপুর।
,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।
৫৫ ,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী, আসাম।
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কটক।
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) এম এ, অধ্যাপক, প্রিন্স অব ওয়েল্স্ কলেজ, জম্মু, কাশ্মীর।
,, আশুতোষ রায়, রাজসাহী।
,, আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই, রঙ্গপুর।
৬০ ,, আশুতোষ সেন, ৩৩ বার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
,, ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, অডিটার অফিস, বর্ম্মা রেলওয়ে, রেঙ্গুন।
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
,, ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটী, মুলুটি, সাঁওতাল পরগণা।
,, ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর।
৬৫ ,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেম্বর, ষ্টেট কাউন্সিল, জয়পুর, রাজপুতানা।
,, ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী, বিষ্ণুপুর, মুন্সিবাজার, শ্রীহট্ট।
,, ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসিষ্টাণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা।
,, ঈশ্বরকান্ত ভট্টাচার্য্য, মধুনা, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বিএ, নবীসড়ক, শ্রীহট্ট।
৭০ ,, উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, (ক) অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, (খ) মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি এল্, এডভোকেট, ১৯ বিশানডেট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
৭৫ ,, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধুবড়ী, আসাম।
,, উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্, এম্, এস্, রাজ হাসপাতাল, কালনা, বর্দ্ধমান।
,, উপেন্দ্রনাথ সরকার, মোক্তার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
,, উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, সাকরাইল, ময়মনসিংহ।
,, রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল রায় সাহেব বাহাদুর এল্ এল্ এস্, এক্‌ট্রা ডেপুটী কন্‌সারভেটার অব ফরেষ্ট, শিবসাগর, আসাম।
৮০ ,, উপেন্দ্রলাল রায় বিএল্, জমীদার, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
,, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, জেওড়া, ঢাকা।
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, উকীল, ছাপরা, সারণ।
,, উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল, গোরক্ষমণ্ডপ, পোঃ মাণ্ডোলা, রঙ্গপুর।
,, উমেশচন্দ্র নাগ, বালিজুরি, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৮৫ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বৈদ্য, আতাইকুলা, পোঃ নাটোর, রাজসাহী।
,, উমেশনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, পোঃ তারেলা, পাবনা।
,, মুন্সী এ, আই, সাবের, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
,, জে, ডি, এণ্ডারসন, এম্ এ, আই, সি, এস্, মর্টিন হাউস, ব্রুকল্যাণ্ডস্ এভিনিউ, কেম্ব্রিজ, ইংলণ্ড।
,, মুন্সী এমাদেদুল্লা মহাশয়, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর।
৯০ ,, কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া।
,, করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, দিনাজপুর।
,, করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
,, কামদাচন্দ্র বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
,, কামাখ্যাপ্রসাদ বসু বি এল্, সবডিবিসনাল অফিসার, ময়ূরভঞ্জ।
৯৫ ,, কামিনীকুমার সরকার, ডিমলা, রঙ্গপুর।
,, কামিনীকুমার সেন এম্ এ বি এল্, উকিল, ২ আরমানি টোলা, ঢাকা।
,, কামিনীনাথ রায়, পোঃ পুঁটশুঁড়ি, বর্দ্ধমান।
,, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।
,, রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই, দেওয়ান কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিহার।
১০০ ,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সাব্রেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
,, কালিদাস মিত্র বি এল্, উকীল, যশোহর।
,, কালীকান্ত বিশ্বাস, পুলিসের সবইন্স্পেক্টর, পলাশবাড়ী, রঙ্গপুর।
,, কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, মুস্তফীর, ষ্টেট কুচবিহার।
,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্, উকীল, রঙ্গপুর বাজার রঙ্গপুর।
১০৫ ,, কালীকৃষ্ণ ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইন্স্পেক্টর, বালীগাঁও, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
,, কালীগোপাল কর, সাব-ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি, গোয়ালপাড়া।
,, কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌখাম্বা, বেনারস সিটি।
,, কালীধন ঘোষাল, বুক-কীপার ও ক্যাশিয়ার, বেঙ্গাল ই, এম্, ডিসৌজা কোং রেঙ্গুন।
,, কালীপদ বসু (ক) বি এল্, জজ, উদয়পুর রাজপুতানা।
১১০ ,, কালীপদ বসু (খ) এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
,, কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
,, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, জমীদার, গুজাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, লেক্চারার, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া।
,, কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, একাউণ্টেণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
১১৫ ,, কালীপ্রসন্ন সাহা বি এল্, উকীল, ইংরেজ বাজার, মালদহ।
,, কালীমোহন রায় চৌধুরী, পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ্, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
,, কালীভূষণ লাহিড়ী, মালদহ।
,, কালীনাথ দাস বি এল্, উকীল্, কটক।
,, আর, কিমুরা, এম্ এ, টেকুসাকুসী, অমরবাজার, চট্টগ্রাম, [illegible] টোকিয়ো, নিপ্পন (জাপান)।

১২০ শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এস্‌সি, জিওলজিষ্ট, দি রেসিডেন্সী, ত্রিচুর কোচীন।

,, কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মার্চেন্ট ও জমিদার, চাটার্জি ব্রাদার্স কোং, বরিশাল।

,, কিরণচন্দ্র দে সি এস্, শিলং, আসাম।

,, কিশোরীমোহন চৌধুরী এম এ, বি এল্, উকীল, রাজসাহী।

,, কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

১২৫ ,, কিশোরীমোহন রায় (ক) কাকিনা, রঙ্গপুর।

,, কিশোরীমোহন রায় (খ) কার্টেয়ার্স-টাউন, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।

,, ডাক্তার কিশোরীমোহন লাহিড়ী, হাপানিয়া, পাটুল, রাজসাহী।

,, কিশোরীমোহন সিংহ, বিষ্ণপাড়া, জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

,, কিশোরীমোহন হালদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৩০ ,, কুঞ্জমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

,, কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, অধ্যাপক টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।

,, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাঁটোড়, হাওড়া।

,, কুমুদনাথ চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া।

,, কুমুদনাথ দত্ত, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

১৩৫ ,, কুমুদবন্ধু বসু, "নন্দন কানন", চট্টগ্রাম।

,, রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, বোয়ালিয়া।

,, কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বাঁকুড়া।

,, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, কাশীমপুর, রাজসাহী।

,, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোরাবাজার, বহরমপুর।

১৪০ ,, কৃষ্ণবিহারী বসু এম্ এ, লোকাল অডিটার ঢাকা।

,, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।

,, কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

,, কৃষ্ণনাথ সেন, জমীদার, কালীতলা, দিনাজপুর।

,, কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল, উকীল, রাজসাহী।

১৪৫ ,, কৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরেজাবাদ, মালদহ।

,, ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্, এম্ এস্, নাটোর, রাজসাহী।

,, কেদারনাথ মৈত্র, রাজসাহী।

,, কেদারনাথ সেন, জমীদার, পোঃ শাকরাইল, ময়মনসিংহ।

,, রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর রাজসাহী।

১৫০ ,, চৌধুরী কে বিধরাজ বখ্‌শী ডি এস্‌সি, বিদ্যাকুটির, খাজাউলিদাদ, কুমারগঞ্জ, কাণপুর।

,, কুমার ক্ষীতীশনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, দুবলহাটী, রাজসাহী।

,, ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, রাজগুরু, জমীদার খড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।

,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল্‌ এম্‌ এস্‌, জুনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপ।

১৫৫ „ ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত, ম্যানেজার এ, এম্‌, ষ্টেট, পোঃ তালন্দ, রাজসাহী।

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

„ ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্‌, ধানবাদ, মানভূম।

„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্‌, উকীল, যশোহর।

„ ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, সব-ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্‌, জয়নগর, ২৪ পরগণা।

১৬০ „ খগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্কুল সব-ইন্সপেক্টার, গোবিন্দপুর, মানভূম।

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্‌, উকীল, থুরুট রোড, হাওড়া।

„ গঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্‌ এ, অধ্যাপক হেতমপুর কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম।

„ গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি এ, 'রাজাপুরী', কুমিল্লা।

„ গঙ্গাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।

১৬৫ „ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, কোডারবাগান হাওড়া।

„ গঙ্গানারায়ণ রায় এম্‌ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বরিশাল।

„ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।

„ গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কলেক্টারের অফিস কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

„ গণেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৭০ „ গণেশচন্দ্র নন্দী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুমানিগঞ্জ কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ রঙ্গপুর।

„ গিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়, বালী।

„ গিরিজাকান্ত লাহিড়ী, বাঙ্গুরা, রাজসাহী।

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মিত্র এম্‌ এ, অধ্যাপক টি এন্‌ জুবিলী কলেজ, ভাগলপুর।

১৭৫ „ গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী, বগুড়া।

„ গুরুদাস সরকার এম্‌ এ, সব্‌ ডেপুটী কালেক্টর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

„ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌, (জ) উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

১৮০ „ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএল্‌ (জ) উকীল নীলফামারি, রঙ্গপুর।

„ গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, প্রতাপপুর, কন্দুর্পপুর, মুর্শিদাবাদ।

„ গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া।

„ গোষ্ঠবিহারী দে বি এল্‌, মুন্সেফ, বাহাদুরপুর, বাখোরা, সি, পি, বি, এন্‌, আর।

„ গৌরীশঙ্কর রায়, সেক্রেটারী, কটক প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ কোং, মছুয়াবাজার, কটক।

১৮৫ „ কুমার গঙ্গানাথ রায়চৌধুরী বাহাদুর, চৌগাছা, রাজসাহী।

„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগআঁচড়া, শান্তিপুর নদিয়া।

„ চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রামগোপালপুর ষ্টেট, পোঃ রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দপুর, দীঘাপতিয়া, রাজসাহী।
,, চন্দ্রমোহন মজুমদার, শিক্ষক, প্রভাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন, গৌরীপুর, আসাম।
১৯০ ,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেঃ মাঃ, বারাশত, ২৪ পরগণা।
,, চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
,, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মল্লিকবাটী, বালী, হাওড়া।
,, রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ হোম ডিপার্টমেন্ট্ সিমলা।
,, চিন্তাহরণ ঘটক, নাড়িয়া, ফরিদপুর।
১৯৫ ,, চুনিলাল রায় বি এ, স্পেশিয়াল এক্সাইজ ডেপুটী কালেক্টর, রাঁচী।
,, জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইণ্টারপ্রিটার, ১১ নং ৩৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
,, জগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, ফিরিঙ্গীবাজার রোড, চট্টগ্রাম।
,, জগৎ শেঠ গোলাপচাঁদ বাহাদুর, মহিমাপুর, নশীপুর, মুরশিদাবাদ।
,, কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
২০০ ,, জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি বি এ (ক্যাণ্টাব), ডাইরেক্টার অব আর্কিওলজি, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
,, জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী, জমিদার, ঘোকসাডাঙ্গা, কুচবিহার।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, একাউণ্টাণ্ট জজ আদালত, রঙ্গপুর।
,, জগদীশ্বর সিংহ, বাঘডাঙ্গা, পোঃ জেমো, ভায়া কান্দি, মুরশিদাবাদ।
,, জগদ্‌ব্রত চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
২০৫ ,, জগবন্ধু চৌধুরী, হেড ক্লার্ক কাষ্টম আফিস, শান্তিকুটীর, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
,, জগবন্ধু মাঝী, প্রধান শিক্ষক গভর্ণমেন্ট সার্ভে বিদ্যালয়, বাকইপাড়া, মুরশিদাবাদ।
,, মুন্সী জমীরুদ্দীন শাহ, জোতদার, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর।
,, জয়গোপাল দে বি এ, ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।
,, জানকীনাথ বসু বি এল্, সরকারী উকীল, কটক।
২১০ ,, জিতেন্দ্রলাল বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, "সাধনাকুঞ্জ", ঘাট-ফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
,, মুন্সী জুহারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝাড়ী, কুচবিহার।
,, জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষাল বি এ, বালুগঞ্জ, আগ্রা।
২১৫ ,, জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টর, বালেশ্বর।
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, উকিল, পূর্ণিয়া।
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, তেজপুর, আসাম।
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, সব-ইন্‌স্পেক্টার অব্ পুলিস, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
,, জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
২২০ ,, কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, "আনন্দ" পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এসিষ্টাণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, লাহোর, সিমলা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবরায়, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, আওরঙ্গাবাদ, মুরশিদাবাদ।
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, (ক) প্রয়াগ 'সাহিত্য-মন্দির', সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ।
২২৫ ,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (খ) বি এল্, সুপাঃ, বিজনি রাজষ্টেট, পোঃ অভয়াপুরী, আসাম।
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, শিক্ষক গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, লাবান, শিলং, আসাম।
,, তারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, পোঃ বড়িয়া-পাকুড়িয়া, ভায়া নাটোর।
,, তারকচন্দ্র রায় বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
,, মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
২৩০ ,, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
,, তারণকুমার মজুমদার, পাইকপাড়া, ঢাকা।
,, তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।
,, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তড়পালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী।
,, তারাসুন্দর রায় বি এল্, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
২৩৫ ,, তারিণীকৃষ্ণ সেন বি এল্, মাণিকগঞ্জ ঢাকা।
,, তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি এল্, ডালটনগঞ্জ পালামৌ।
,, তুলসীদাস কর এম্ এ, অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।
,, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, কাকিনা, রঙ্গপুর।
,, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।
২৪০ ,, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর।
,, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, জোতবাংসা, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
,, দক্ষিণাপ্রসাদ বসু, মহারাজের সদর নায়েব, ময়মনসিংহ।
,, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুঙ্গের।
,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উলাইল কর্ণপাড়া, সাভার পোঃ, ঢাকা।
২৪৫ ,, দামোদর তকৎচান্দ সা, থার্ড এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, কাথিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, কাথিওয়ার, রাজকোট, [illegible]।
,, দাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাজাদপুর, পাবনা।
,, ডাক্তার দাশরথি সিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, (দেবীপুর, বর্দ্ধমান) জামালপুর কাছারী, নবাবগঞ্জ, মুঙ্গের।
,, দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন, নায়েব, মেহরা পোঃ, [illegible], পাবনা।
,, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
২৫০ ,, দীনেশচন্দ্র মুন্সী বি এল্, এডভোকেট, ১১ নং ৪৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
,, দীনেশচন্দ্র রায়, জমীদার, [illegible], চট্টগ্রাম।
,, দীনেশচরণ দাসগুপ্ত, বলধরা, মাণিকগঞ্জ।
,, দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব এল্ সি ই, আঃ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
,, দুর্গাদাস ঠাকুর, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
২৫৫ ,, দুর্গাদাস রায়, নবাব হাইস্কুলের শিক্ষক, মুর্শিদাবাদ সিটি।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
,, দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল।
,, দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপাঃ মিউনিসিপাল হেলথ অফিস, রেঙ্গুন।
,, দেবনারায়ণ ঘোষ পি, ডব্লিউ, ডি, তেজপুর, আসাম।
২৬০ ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, অযোধ্যাপুর, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, ওল্ডহাম রোড, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।
,, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্সপেক্টর, রায়পুর, ঢাকা।
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার বি এল্, সরকারী উকীল, বৰ্দ্ধমান।
,, দেবেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার, খিতপুর, চরপাড়া, ময়মনসিংহ।
২৬৫ ,, দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ফেনী, নোয়াখালী।
,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর,
,, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্ এ, বি এল্, সাবজজ, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।
,, দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, স্থল পাবনা।
,, মৌলবী দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ দাহার, উকিল, সোনামুড়া, ত্রিপুরা।
২৭০ ,, দ্বারকানাথ রায় বি এল, জমিদার, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, সবডেপুটী কালেক্টার, গোলাঘাট, আসাম।
,, দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, হেড্ মাষ্টার, শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল
ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়া।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ঢেঙ্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা।
,, কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো রাজবাটী, জেমো, ভায়া কান্দী,
মুরশিদাবাদ।
২৭৫ ,, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুর, আসাম।
,, ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকিল, পুরী।
,, ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
,, ধূর্জ্জটীকুমার দত্ত, সদর কানুনগো, চট্টগ্রাম।
,, নকুলেশ্বর গুপ্ত, কণ্ট্রাক্টার, ৭০ স্পার্ক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
২৮০ ,, নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি এ, বিপ্রবেলঘরিয়া, পাটুল পোঃ, রাজসাহী।
,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সম্পাদক 'ট্রিবিউন', লাহোর।
,, নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটী কলেক্টার, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
,, নগেন্দ্রনাথ ধর এম্ এ, বি এল্ সাবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
,, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হাটুরিয়া, ফরিদপুর।
২৮৫ ,, নগেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার, বিতপুর, চরপাড়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলনা।
,, নন্দকুমার চাকী, হরিপুর, পোঃ কালীর, বাজার, সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, নন্দলাল দে, বড়বাজার, চুঁচুড়া।
,, নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বিহার পাটনা।
২৯০ ,, নবকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পকগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত নবকুমার লাহিড়ী, শিক্ষক, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
„ নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্, আর, এস্, এল্, অধ্যাপক মহারাজার কলেজ, জয়পুর (রাজপুতানা)
„ নবসুন্দর দাস, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
২৯৫ „ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
„ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, সাবজজ, কটক।
„ নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর।
„ রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর।
„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বগুড়া।
৩০০ রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বর্দ্ধমান।
„ নলিনীকান্ত অধিকারী বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বুকিং ক্লার্ক, ই, বি, এস্, আর, লালমণির হাট, রঙ্গপুর।
„ নলিনীকান্ত বসু এল্, এইচ্, এল্, এস্, মালদহ।
„ নলিনীকান্ত সেন এল্ সি ই, এম্ সি, এম্ এস আই, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, আকিয়াব, বর্ম্মা।
৩০৫ „ নলিনীনাথ বিশ্বাস, জয়াড়ী, রাজসাহী।
„ নলিনীমোহন ঘোষ, বাড়ৈখা সাধারণীর তত্ত্বাবধায়ক, ভাওয়াল-ব্রাহ্মণগাঁ পোঃ ঢাকা
„ নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া।
„ নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সব-আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দেরাদুন।
„ নিখিলনাথ রায় বি এল্, (ক) এডোয়ার্ড, ডাক সাঁকারীপুর, বর্দ্ধমান।
৩১০ „ নিখিলনাথ রায় বি এল্, (খ) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাগেরহাট, খুলনা।
„ প্রিন্স নিতেন্দ্র নারায়ণ, কুচবিহার
„ নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, ভাগলপুর।
„ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিসনাল, আফিসার বর্ম্ম সেণ্ট্রাল ক্যাম্প, ডিবি, রেঙ্গুন।
৩১৫ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনহাটা স্কুল, দিনহাটা, কুচবিহার।
„ নিশিকান্ত সেন এম্ এ, সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক, দিল্লী।
„ রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর বি এল্, গবর্ণমেণ্ট উকীল, পূর্ণিয়া।
„ নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ধুবড়ী, আসাম।
„ নীলকান্ত রায়, জমিদার, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।
৩২০ „ নীলমণি ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরমপুর।
„ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।

শ্রীযুক্ত দুর্গাগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুরশিদাবাদ।

„ নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, দৌলতপুর এচ্. ই স্কুল, মহেশ্বরপাশা, পোঃ দৌলতপুর, খুলনা।

„ নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শান্তিকুটীর, ব্রহ্মবিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম।

৩২৫ „ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী-কলেজ, রাজসাহী।

„ নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেসিয়ার, বেলিফ্ স্পাঃ, স্মলকজ কোর্ট, রেঙ্গুন।

„ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্ উকীল, বৰ্দ্ধমান।

„ পঞ্চানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শান্তি-নিকেতন, পুরী।

„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

৩৩০ „ পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল্, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর।

„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী।

„ পরমেশপ্রসন্ন রায়, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, ময়মনসিংহ।

„ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, লালবাগ, মুরশিদাবাদ।

„ পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর

৩৩৫ „ মুন্সী পনর মহম্মদ মিঞা, পোঃ মাথাভাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ পাঁচকড়ি ঘোষ, ষাসপাড়া, চুঁচুড়া।

„ পান্নালাল সিংহ, নেত্যালয়া, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

„ পার্ব্বতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস ইনস্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ পারিজাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি এল, মুন্সেফ, হাওড়া, ৪ তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

৩৪০ „ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস, বগুড়া।

„ প্যারীমোহন দত্ত, উকীল, ধুবড়ী, আসাম

„ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; সি এস্, আই, উত্তরপাড়া, হাওড়া।

„ পুলিনবিহারী রায়, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আফিস, মুঙ্গের।

„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৩৪৫ „ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (ক) পঙ্গ্রাম, কুমারগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, (খ) উকিল, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।

„ পূর্ণচন্দ্র বসু, সিংহজানি, বকসীপাড়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ।

„ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, বড় তরফ, কুন্তী গোপালপুর, ভাবপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

„ ডাঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৩৫০ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
„ পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
„ রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, উকিল, বাঁকীপুর।
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ পূর্ণেন্দুশেখর বাগচী, বাহারবন্দ বাসা, রঙ্গপুর।
৩৫৫ „ কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।
„ প্রতুলকৃষ্ণ বসু, ৪৮ টৌড় মিল, বেণারস সিটি।
„ রায় প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, নাইট, এম্ এ, ডি এল্; সি আই ই, লাহোর, পাঞ্জাব।
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্, উকীল, ডালটনগঞ্জ, পালামৌ।
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, টাকী, ২৪ পরগণা
৩৬০ „ প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী, আসাম।
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, শিক্ষক নাগড়াপাড়া চাপাঘাট, নদীয়া।
„ প্রবোধচন্দ্র দে বি এ, আই সি, এস্, সবডিভিসনাল অফিসার কালনা।
„ প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডালটনগঞ্জ।
৩৬৫ „ প্রবোধচন্দ্র সরকার বি এল্, উকীল, পাবনা।
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গয়া।
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্টেট, মেদিনীপুর।
„ প্রভাতচন্দ্র বাগচী, শেরপুর, বগুড়া।
„ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর, আসাম।
৩৭০ „ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়া।
„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
„ প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি, এফ্ জি এস্, রাঁচী।
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, আসিষ্টাণ্ট বাক্টেরিওলজিষ্ট, সাবর, ভাগলপুর।
„ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, সিয়ারসোল রাজবাটী, বর্দ্ধমান।
৩৭৫ „ প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার শেরপুর, বগুড়া।
„ পণ্ডিত প্রমথনাথ রায় কাব্যরত্ন, নাটোর রাজসাহী।
„ প্রমথবন্ধু রায় বি এ, শিক্ষক গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল,
৫৭ হাটখোলা রোড, ঢাকা।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ।
শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমিদার, কুচবিহার।
৩৮০ „ প্রমোদচন্দ্র দাস, এসিষ্টাণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিস, লাবান, শিলং।
„ প্রসন্নকুমার ঘোষ জমীদার, আড়িঙ্গপাড়ি, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাঁথি, মেদিনীপুর।
,, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্‌টার অব ভ্যাক্সিনেশন, ধুবড়ী, আসাম।
,, প্রসন্নকুমার রায় বি এল্, এডভোকেট, মৌলমিন, বর্ম্মা।
৩৮৫ ,, প্রসন্নকুমার সেন উকিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
,, প্রাণনাথ লাহিড়ী তালুকদার, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ পাবনা।
,, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, পোষ্টাল অডিটার, শিলং।
,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম।
,, প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী, কুচবিহার।
৩৯০ ,, প্রিয়নাথ ঘোষাল বি এ, হরিপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা।
,, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত সাবজজ, ছয়-ঘরিয়া, বনগ্রাম পোঃ, যশোহর।
,, প্রিয়নাথ বসু এম্ এ, বি এল, সেসন জজ, কুচবিহার।
,, প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
,, রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, পি সি, এস এম্ আর এ এস, (লণ্ডন) বরিশাল।
৩৯৫ ,, ফকিরচাঁদ রায়, সাব রেজিষ্টার, জগদ্বল্লভপুর, হাবড়া।
,, বঙ্কবিহারী দাস, পোঃ কাজলধারা, শ্রীহট্ট।
,, বঙ্কবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, বঙ্কবিহারী সিংহ এম এ, বি এল, এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, সম্বলপুর, সি, পি।
,, রায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব, পুণা।
৪০০ ,, বঙ্কিমচন্দ্র সাহা চৌধুরী, বাঙ্গালা বাজার, ঢাকা।
,, বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী, আসাম।
,, বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক ভিক্‌টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
,, ডাক্তার বরদাকান্ত বসু এল্ এম্ এস, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, আরা সাহাবাদ।
,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্, দিনাজপুর।
৪০৫ ,, বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটী, রঙ্গপুর।
,, বরদাকুমার নন্দী উকিল, জজ আদালত চট্টগ্রাম।
,, বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ, সিউড়ী, বীরভূম।
,, কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, ডাক কান্দি, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (ক) গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ এবং পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট,
জব্বলপুর, সি, পি,

৪১০ ,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, (খ) হেডমাষ্টার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়,
বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

,, ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী, হিমাইতপুর, পাবনা।

,, ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এস্ রঙ্গপুর।

,, বসন্তকুমার মিত্র বলদা, চাকদহ পোঃ নদীয়া।

,, বসন্তকুমার সরকার, পুরুলিয়া।

৪১৫ ,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

,, বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ধুবড়ী।

,, বামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, অধ্যাপক, গবর্মেণ্ট কলেজ, চট্টগ্রাম।

,, বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁথি, মেদিনীপুর।

,, মেজর বামনদাস বসু আই এম্ এস্ বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

৪২০ ,, বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর।

,, বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ধানবাদ, মানভূম।

,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম্ আর্ এ এস, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি।

,, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ স্কুল সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার, আসানসোল, বর্দ্ধমান।

,, বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কিষণগঞ্জ, পূর্ণিয়া।

৪২৫ ,, রাজা বিজয়সিংহ দুধোড়িয়া বাহাদুর, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

,, বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ময়মনসিংহ।

,, বিধুভূষণ গোস্বামী এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

,, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী।

,, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, অধ্যাপক, র‍্যাভেন্‌শ কলেজ, কটক।

৪৩০ ,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

,, বিনয়কুমার সেন এম্ এ, অধ্যাপক গবর্মেণ্ট কলেজ, চট্টগ্রাম।

,, বিনোদকুমার সেনগুপ্ত রায়চৌধুরী, কীর্ত্তিপাশা, বাখরগঞ্জ।

,, বিনোদবিহারী রায়, বালোপাড়া পোঃ, রাজসাহী।

,, বিনোদবিহারী সরকার এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪৩৫ ,, বিপিনবিহারী গুপ্ত মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।

,, স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্, সি, আই, ই, রায় বাহাদুর,
গবর্মেণ্ট এডভোকেট, নাগপুর।

,, বিপিনচন্দ্র রায়, ম্যানেজার, মণিরাজ কাছারী, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

,, ডাঃ বিপিনচন্দ্র রায় গুপ্ত এল্ এম্ এস্, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ উকীল, মালদহ।

৪৪০ ,, রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী।

,, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ বাজে-শিবপুর, শিবপুর, হাওড়া।

,, বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলকুণ্ডা, পোঃ পহুটিয়া, বীরভূম।

,, বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

,, বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৪৪৫ ,, ডাঃ বিমানবিহারী বসু এম্ বি, টেম্পল্ মেডিক্যাল স্কুল, বাঁকিপুর।

,, বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, সাব্ জেঃ কলেঃ, গোলাব-বাজার, শ্রীহট্ট।

,, বিশ্বনাথ ঘোষাল, কসবা, চাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

,, বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর।

,, বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকীল, চাঁদনি-চক্, কটক।

৪৫০ ,, বিশ্বেশ্বর কর্মকার, সেনের চর, পোঃ উমেদপুর, ফরিদপুর।

,, বিশ্বেশ্বর দে, প্রধান-শিক্ষক জেলাস্কুল, মালদহ।

,, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিদপুর।

,, বিশ্বেশ্বর রায়, উকীল, নওগাঁও, রাজসাহী।

,, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, হুগলী

৪৫৫ ,, বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস, লিগাল্ রিমেম্বরান্সার, বরোদা, বোম্বাই।

,, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ১৬ রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোড, শিবপুর, হাওড়া।

,, বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ভূতপূর্ব সবজজ, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

,, বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ, খুলনা (৬৮১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

,, বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।

৪৬০ ,, বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি এল, মুনসেফ, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

,, বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, চণ্ডীতলা, মীরপুর, নদীয়া।

,, বীরেশচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীরামকৃষ্ণের লেন, পঞ্চাননতলা, হাওড়া।

,, বীরেশ্বর সেন, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস্, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

,, বেচারাম লাহিড়ী বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪৬৫ ,, বেণীমাধব ঘোষাল, এঁড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

,, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী বি এ, মুন্সেফ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।

,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ভজিরাম, পোঃ কালীগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

,, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া পোঃ, বহরমপুর।

৪৭০ ,, বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহীগঞ্জ, রংপুর।

,, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, মোক্তার, ইংরেজ বাজার, মালদহ।

,, বৈদ্যনাথ মজুমদার, জমীদার, কাশিপুর, পাবনা।

,, ডাক্তার ব্রজনাথ সান্যাল, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মতিলাল বসু এল্. সি, পি, এস্, সনকোষ চা-বাগান, কুমারগ্রাম, জলপাইগুড়ী।

৫১০ „ মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, বাঁকিপুর।
„ মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর, "দেবমন্দিরম" মাণিকাভার, শাকিপুর, মুরশিদাবাদ।
„ মধুসূদন রায় বি এল্, উকিল, দিনাজপুর।
„ মধুসূদন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ মাধবচন্দ্র সিকদার বি এল, উকীল, দিনাজপুর।
৫১৫ „ মুন্সী মজুমর হোসেন খাঁ চৌধুরী, রসুলপুর, পোঃ বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরী, রায়গ্রাম, যশোহর।
„ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিডি।
„ মনোরঞ্জন সরকার, পাটিকাপাড়া, কাকিনা, রঙ্গপুর।
„ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকিল, কাটোয়া বৰ্দ্ধমান।
৫২০ „ মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, সাবৌর কলেজ, সাবৌর, ভাগলপুর।
„ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ট্রেজারার, পুরী।
„ মন্মথনাথ লাহিড়ী পোষ্টাল ক্লার্ক, শিববাটী, বগুড়া।
„ ডাক্তার মন্মথেশচন্দ্র সান্যাল এল্ এম্ এস্, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, ছিন্দোয়ারা, বি এন্ রেল্ওয়ে।
„ মুন্সী এম্ এ, ডাঁদুই খাঁ, হক, দেওয়ানগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
৫২৫ „ মৌলবি মহম্মদ এরশাদ আলী খাঁ চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী।
„ মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দিন খান, ফকিরাবাদ, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ বি এ, আই সি, এস আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁদপুর, কুমিল্লা।
„ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম।
„ মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি এল, উকীল, রাজসাহী।
৫৩০ „ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নসীপুর রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ।
„ মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বর্দ্ধমান, গোবিন্দগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।
„ মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শানাপাড়া, শিবপুর হাওড়া।
„ মহেন্দ্রলাল রায় বি এল্, জুবিলী হাইস্কুল, ঢাকা।
„ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র কাব্যরত্ন, নেওয়াশী, সংরাডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৫৩৫ „ „ মহেশচন্দ্র বিশ্বাস একাউণ্টেণ্ট, মহারাজের কাছারী, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„ মুকুন্দচন্দ্র দাস, পুঁটিমারী, শীলকাটা, কুচবিহার।
„ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি এল, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার, বাঁকীপুর।
„ মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর।
„ মুকুন্দচাঁদ চৌধুরী, দামিহা, বাদলা পোঃ, ময়মনসিংহ।
৫৪০ „ মৃণালনাথ রায়, কালেক্টরী আফিস, মেদিনীপুর।
„ মৃগেন্দ্রকুমার বসু, সালিখা, হাওড়া।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, এম্ আর্ এ এস্, সতপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
" মোক্ষদারঞ্জন রায়, জমীদার, গুজরা, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।
" মোহান্ত মহারাজ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৫৪৫ " মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
" ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, কোর্ট হাঁসপাতাল,
চম্পানগর, ভাগলপুর।
" মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্, সবজজ্, বাঁকুড়া।
" মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, দেওয়ান, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।
৫৫০ " মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, শিববাটি, বগুড়া।
" মোহিনীমোহন রায়, এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
" যজ্ঞেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ধুবড়ী, আসাম।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীমবাজার, মুরশিদাবাদ।
৫৫৫ " যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম্ আর্ এ এস, এফ আর এচ এস ;
ডেঃ মাঃ, ধুবড়ী, আসাম।
" যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ইটাকুমারী কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রনাথ দাস বি এ, এসিষ্টাণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার জেনেরাল অব্ পুলিস অফিস,
পূর্ববঙ্গ, শিলং, (রমণা, ঢাকা।)
" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী।
" যতীন্দ্রমোহন রায়, এ এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি,
ভাণ্ডারা, সি, পি।
৫৬০ " যতীন্দ্রমোহন রায় (খ) চাকুরিয়া, ২৪ পরগণা
" যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমীদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।
" যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, উকিল, দিনাজপুর।
" যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার গোপালপুর কোটচন্দক,
পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৫৬৫ " যতীশচন্দ্র বসু এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লাহিড়িয়া-সরাই, দ্বারবঙ্গ।
" যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা।
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।
" রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, যশোহর।
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
৫৭০ " যদুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" যদুনাথ সরকার এম্ এ, পাটনা কলেজের, অধ্যাপক, বাঁকিপুর।
" যদুনাথ সাহা, ভাঙ্গাপাড়া, থানা নাটোর, রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, অশোকাশ্রম, বৈদ্যনাথ-দেওঘর।
" যাত্রামোহন চৌধুরী, ইংলিস্ ক্লার্ক, সু পাঃ আফিস, রাঙ্গামাটী চট্টগ্রাম।
৪৭৫ " যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী, মঠ, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
" যাদবগোবিন্দ রায়, কাপড়িয়াপটী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" যামিনীকান্ত বসু বি এল্, উকিল, ধুবড়ী, আসাম।
" যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ৬ পাংলা খাঁর লেন, ঢাকা।
" যামিনীকান্ত সেন বি এল, জমীদার, রঙ্গমহল বিল্ডিংস্,
হস্পিটাল রোড, চট্টগ্রাম।

৪৮০ " যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়া, কাগমারী, টাঙ্গাইল।
" যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর এ এস ; এফ্ আর, হিষ্ট, এস্,
অধ্যাপক, ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ, হাজারীবাগ।
" যোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ কবিচিন্তামণি,
আয়ুর্ব্বেদ-শান্তি-কুটীর, সিরাজগঞ্জ।

৪৮৫ " যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
" যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, তাঁতিবাজার, ঢাকা।
" যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, লাবান শিলং, আসাম।
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুনসীবাড়ী, পোঃ মূলচর, ঢাকা।
৪৯০ " যোগেন্দ্রনাথ দে, একাউণ্টেণ্ট জেনারেলস অফিস, রেঙ্গুন।
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, চাঁদপুর বড়তরফ, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।
" যোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
" যোগেশচন্দ্র কাঞ্জিলাল বি এল্, এডভোকেট, ৩ সরকরাজ রোড, রেঙ্গুন।
৪৯৫ " যোগেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল, উকীল, দিনাজপুর।
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাব-রেজিষ্ট্রার, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
" যোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল, উকিল, দিনাজপুর।
" যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট, জ্যাকস্ ব্যারাক, সিমলা।
" যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (খ) বি এ ৭৭ লায়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা।
৫০০ " যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, সরকারী প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
" যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
" যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, এফ্ আর এ এস্, এফ্ আর এম্ এস্,
র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক, কটক।

" যোগেশচরণ সেন, জমিদার, বহরপুর, বাগড়া, বহরমপুর।
৫০৫ " রজনীকান্ত ত্রিবেদী, বহড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

৬৪০ শ্রীযুক্ত রাজবিহারী দাস, মহাদেবমঠে নাড়াইয়া, ঢাকা।

" রাজেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সব্ ম্যানেজার, বর্দ্ধমান রাজ, কুজং, অনন্তপুর, কটক।

" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ, ম্যানেজার, খাসমহল, পোঃ খঞ্জনপুর, বগুড়া।

" রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, অধ্যাপক ওয়েস্‌লিয়ান কলেজ, বাঁকুড়া।

" রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, অধ্যাপক ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

৬৪৫ " রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, ৮ মহাজনপুর লেন, ঢাকা।

" রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

" রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, সেরপুর, ময়মনসিংহ।

" রাধিকানাথ সাহা, সেরপুর, পোঃ বগুড়া।

" রাধিকামোহন মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

৬৫০ " রামেশচন্দ্র শেঠ বি এল, উকীল গঙ্গারামপুর, মালদহ।

" রামকমল সিংহ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

" রামকানাই দত্ত, উকীল, রাজবাড়ীয়া, রাজপুর।

" রামকিঙ্কর রায়, জমিদার চাঁচলজঙ্গীপুর, মালদহ।

" রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, জেমোকান্দি, রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

৬৫৫ " রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, আড়াবিয়া, পুরুলিয়া।

" রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, নাড়াজোল রাজবাটী, পাঁচুর, মেদিনীপুর।

" রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

" পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ, মালদহ, রাজসাহী।

" রামপ্রাণ গুপ্ত, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

৬৬০ " রামরতন সরকার, পুঁটিয়া বাজার, হুগলী।

" রামলাল সিংহ বি এল, উকীল, কোতোয়ালী, রংপুর।

" রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।

" রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, কাঁদো, মানভূম।

" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও

অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি, বালী, হাওড়া।

৬৬৫ " রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, হেড মুন্সী, গৌরীপুর, আসাম।

" রেবতীকান্ত দাস গুপ্ত, ঘোড়াচরা, পোঃ ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

" রেবতীমোহন দাস গুপ্ত এম্ এ, হেড্ অ্যাসিষ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেণ্ট,

ই বি ও আসাম সেক্রেটেরিয়ট, শিলং।

" রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পত্নীয়াতলী চট্টগ্রাম।

" রোহিণীনাথ শর্ম্মা বি এ, কাটীরহাটী পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।

৬৭০ " লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা।

" রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী।

" লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস-সিটি।

" ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার, পোঃ ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর।

" ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সবরেজিষ্ট্রার, মেহেরপুর, নদীয়া।

৬৭৫ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বসু এ এম্ আই ই ই, ইলেক্ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর
,, ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী,
১০ সদানন্দ বাজার, কাশী।
,, ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরত্ন, পোঃ বোদরা, ২৪ পরগণা।
,, ললিতমোহন দে, স্মল কজ কোর্ট, রেঙ্গুন।
,, ললিতমোহন পাল, প্রধান শিক্ষক জানকীনাথ স্কুল মাংরাপাড়া,
কালিকাপুর পোঃ,পাবনা।
৬৮০ ,, ডাক্তার লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
,, কবিরাজ লালমোহন বাগচী কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, খয়রামারি,
সাদিখাঁর দেয়াড়, মুর্শিদাবাদ।
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ ও
বারাণসী-শাখা-পরিষৎ, ৭৪ বাঙ্গালীটোলা, কাশী।
,, ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী
,, লালবিহারী লাল সিংহ, অফিঃ ডেপুটী সুপাঃ অব পুলিশ, আড্রাইভা, পূর্ণিয়া।
৬৮৫ ,, লোকনাথ বসু, সব্ ম্যানেজার, বাসনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারি,
নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, শচীন্দ্রনাথ রায়, কাকনতলা, মুর্শিদাবাদ
,, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, সবরেজিষ্ট্রার, কাশীপুর,
১৮ নবীন সরকারের লেন, কলিকাতা।
,, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, আলমচাঁদ বাজার, কটক।
,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপুর।
৬৯০ ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ক্যা, ৫ এলগিন রোড, এলাহাবাদ
,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, (খ), সিংহল লেন, পুঠিয়া পোঃ রাজসাহী।
,, শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, জজকোর্টের নাজির, চট্টগ্রাম।
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার (ক) এম্ এ, অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, বাঁকিপুর
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার (খ) রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর
৬৯৫ ,, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ক্যানিং কলেজ, লক্ষ্ণৌ।
,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, রঙ্গপুর।
,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায়, জমিদার, পীরগঞ্জ, তাজপুর, রঙ্গপুর।
,, কুমার শরবিন্দুনারায়ণ রায়, (ক) জেমো রাজবাটী, পোঃ জেমো, ভায়া কান্দি,
মুর্শিদাবাদ
মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শরবিন্দুনারায়ণ রায় রাজা, এম্ এ, (খ) দিনাজপুর।
৭০০ শ্রীযুক্ত শরৎকান্ত রায়, বিলিয়া দেওয়ানবাটী, পোঃ বাজুবা, রাজসাহী।
,, ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, গাজিপুর, যুক্তপ্রদেশ।
,, শরৎকুমার দত্ত, বেলগাছা, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
,, কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর পোঃ, ভায়া নাটোর, রাজসাহী।
,, শশধর বিদ্যাভূষণ, প্রধান শিক্ষক, উজিরপুর হাইস্কুল, পোঃ উজিরপুর, ফরিদপুর।
৭০৫ ,, শশধর রায় এম্ এ, বি এল, বোয়ালিয়া রাজসাহী।

১৭৫ শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর।
" সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চিত্রকোল, বাগচমার, রঙ্গপুর।
" সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব্‌ডিভিসনাল অফিসার, মাধেপুরা, ভাগলপুর।
" সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, এসিষ্টাণ্ট সেসন জজ, কুমিল্লা।
" ডাঃ সিদ্ধচরণ মিত্র এল্ এম্ এস্, ৪ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ।
১৮০ " সীতানাথ রায় বর্ম্মা, খাঁপুরা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।
" সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, রায়পাড়া, সেনহাটী, খুলনা।
" সুধাংশুভূষণ রায় বি এল্, উকীল, ১১ কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর।
" সুধীরকুমার সেনগুপ্ত বি এ, সাব্‌ডেপুটী কলেক্টার, ভরকুণ্ডা, পোঃ ঝুরিয়া, হাজারীবাগ।
" সুধীরচন্দ্র সেন বি এল, উকীল, দিনাজপুর।
১৮৫ " সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, প্রধান শিক্ষক, কাটোয়া হাই ইং স্কুল, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।
" সুরেন্দ্রকুমার বসু বি সি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর, ১৭ শিবপুর রোড, হাওড়া।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার সদ্যপুষ্করিণী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, ডোমার, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, বাগাছাড়া, আমতলা পোঃ, মুর্শিদাবাদ।
১৯০ " সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, অ্যাসিষ্টাণ্ট, ফাইনান্সাল ডিপার্টমেণ্ট, জেল রোড, শিলং।
" সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, ফরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর।
" সুরেন্দ্রনাথ দেব এম্ এ কায়স্থ কলেজের অধ্যাপক, 'দেব ভিলা', কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
" সুরেন্দ্রনাথ দেব রায়, পোর্ট ব্লেয়ার।
" সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, [illegible], রাজসাহী।
১৯৫ " সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এল্, উকীল ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
" সুরেন্দ্রনাথ কৌশিক বি এ, সলপ, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, (ক) সিদ্ধকাটী, বরিশাল।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল্, (খ) এড্‌ভোকেট, লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
৮০০ " ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এল্ এম্ এস্, (ক) "দি মল্", কাণপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, (খ) উকীল, রঙ্গপুর।
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস, পোর্ট ব্লেয়ার।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক, পাবনা কলেজ, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর-রাজবাটী, দিনাজপুর।
৮০৫ " সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
" সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার রুকপুর, পোঃ গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম্ এ, বি এল্ উকীল, বোলপুর, বীরভূম।

„ হরিমোহন সিংহ বি এ, দিনাজপুর-রাজবাড়ী, দিনাজপুর।

„ সুমনস্ হরিলাল ধ্রুব, ডাঃ ধ্রুব হাউস, খাড়িয়া, অমেদাবাদ।

„ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, (ক) ডেপুটি কালেক্টার, রাজারদেউরী, ঢাকা।

৮৪০ „ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ (খ) ডেঃ ম্যাঃ ডেঃ কলেঃ, কুমিল্লা ত্রিপুরা।

„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি এল, নায়েব, বাজারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর।

„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।

„ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সদর নায়েব আহেলকার, কুচবিহার।

„ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ষ্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর।

৮৪৫ „ হিমাংশুমোহন মিত্র বি এস্‌সি, ইঞ্জিনিয়ার, সাক্‌চি, ভায়া কালিমাটী বি. এন্ রেলওয়ে।

„ হৃদয়বন্ধু মজুমদার, প্রোঃ, কাকিনা-রাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর।

„ হৃদয়রঞ্জন সেন এম্ এ বি, এল, ডেঃ ম্যাঃ, দেওয়ান-বাজার, চট্টগ্রাম।

„ হৃষীকেশ রায়, জমিদার, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

„ হৃষীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউশনের ২য় শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮৫০ „ ডাক্তার হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ভট্টপল্লী, কাঁকিনাড়া ২৪ পরগনা।

„ হৃষীকেশ সেন, সব ইন্সপেক্টর, চাতরা, হাজারীবাগ।

„ হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ উকীল, মুঙ্গের।

„ হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, অধ্যাপক র‍্যাভেন্‌শ কলেজ, কটক।

৮৫৫ „ হেমচন্দ্র সান্যাল এম্ এ, অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

„ হেমচন্দ্র সেন, (ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাসা, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।

„ হেমচন্দ্র সেন, (খ) অ্যাসিষ্টাণ্ট, ই বি এণ্ড আসাম সেক্রেটেরিয়াট, লাবান, শিলং।

„ কবিরাজ হেমপ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।

„ হেমন্তকুমার কর, 'সারস্বত নিকেতন', মূলাজোর, শ্যামনগর ২৪ পরগণা, এবং ১৬ বাবুরাম শীলের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

৮৬০ „ হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাঁতরাগাছী, ব্যাতোড় হাওড়া।

„ হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনাথ বি এ, প্রধান শিক্ষক সিঙ্গুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়, পোঃ সিঙ্গুর, হুগলী।

„ হেমন্তকুমার হালদার এম্ এ. বি এল্ মুন্সেফ, সিউড়ী, বীরভূম।

শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি এল্, ভূতপূর্ব্ব সব্ জজ, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
" কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহী।
৮৬৫ " হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, 'দেবনিবাস,' ময়মনসিংহ।
" হেমেন্দ্রমোহন বসু বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল, বর্দ্ধমান।
" হেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ, সুপাঃ একাউন্টেণ্ট জেনারেল আফিস, রেঙ্গুন।
" হেমেন্দ্রলাল কাস্তগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মতিহারী, চম্পারণ।
" হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
৮৭০ " মুন্সী হেলালউদ্দীন খান, পোঃ পূর্ণনগর, রঙ্গপুর।
৮৭১ ,, কুঞ্জবিহারী বর্ম্মণ, তাজহাট রাজবাটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

ছাত্র-সভ্য

শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, ৪ পঞ্চানন ঘোষের লেন কলিকাতা।
" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ, সিউড়ি।
" হৃষীকেশ মিত্র, ১২২ ২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
" নিতাইহরি দে, ৫২ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫ " লালবিহারী দাস ঘোষ, ১৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৭১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা, কলিকাতা।
" দেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ১০ কালী ঘোষের লেন, কলিকাতা।
" শচীন্দ্রলাল ভাদুড়ী ঐ ঐ
১০ " সীতেশচন্দ্র সেন বি এ, কালিয়া।
" তারাপ্রসন্ন বাক্চী, মেড়তলা, বর্দ্ধমান।
" ইন্দুভূষণ নাথ, আড়বালিয়া, ২৪ পরগণা।
" বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, কলমা, ঢাকা।
,, নিকুঞ্জবিহারী পাল, পালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীযুক্ত ঈশান পাণ্ডের বাটী।
১৫ ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাড়ুই, শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।
,, শ্যামাচরণ আচার্য্য, ৭১ ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ
, সুরেশচন্দ্র ঘোষ ঐ ঐ
,, অক্ষয়কুমার বসু, ২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা।
২০ ,, রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৫০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, হরিদাস মজুমদার, ১৪৪ অপার সার্কুলর রোড, কলিকাতা।
,, বীরেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেন উকীলের বাসা, ময়মনসিংহ।
,, মাধবচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৩০ সভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।
২৫ ,, শশিকান্ত সেন গুপ্ত, ৩ নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।
,, যশোদাকুমার মালাকার, ৫ ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত হরলাল দাস গুপ্ত, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, ৬০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, ৩ শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩০ ,, সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ৬১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৩৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
,, অঘোরনাথ ঘোষ, ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
,, সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
,, ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
৩৫ ,, রাজেন্দ্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরী লেন, ময়মনসিংহ।
,, ফণিভূষণ বসু, ৯।১ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা।
,, প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
,, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪০ ,, রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, ইন্দ্রনারায়ণ দে বি এ, ৪ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
,, মহেশচন্দ্র দাস, সুলতানপুর, শ্রীহট্ট, (৪১।৬ কেনেল ওয়েষ্ট, রোড কলিকাতা)।
,, প্রশান্তভূষণ গুপ্ত, আটপাড়া, ঢাকা।
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ-বাড়ী, খান্দারপাড়া, ফরিদপুর।
৪৫ ,, যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, রিপন কলেজ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, ১৪ রতন নিয়োগীর লেন, গোরাবেড় কলিকাতা।
,, রাজেন্দ্রকিশোর রায় বি এ আটপাড়া, ঢাকা।
,, নরেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এ, মশোরল পোঃ ময়মনসিংহ,
,, সুশীলচন্দ্র দে বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৫ম বার্ষিক শ্রেণী, দমদম রোড, কাশীপুর পোঃ।
,, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বি এ, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
৫০ ,, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজ, ৪ ঠাকুর-ক্যাসল রোড, কলিকাতা।
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ৩ রমানাথ মজুমদারের লেন, কলিকাতা।
,, রাখালমোহন ঘোষ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, রিপন কলেজ, ১ বলদেপাড়া রোড, মাণিকতলা।
,, সমতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, সিটি কলেজ, ১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
,, সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৬৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

৫৫ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ১১৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" শরৎলাল বিশ্বাস, ১৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, কলিকাতা।

" পুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা।

" যোগেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পল্লীবাসী-কার্য্যালয়, কাল্না, বৰ্দ্ধমান।

" অবনীকান্ত উপাধ্যায়, ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬০ " নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত " " " "

" বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় " " " "

" মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২।১ ক্রীক রো, কলিকাতা।

" রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত ২য় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৬৫ " যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ১০৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

" সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, " " "

" নির্ম্মলচন্দ্র পাকড়াশী, ২ [illegible] রোড, কলিকাতা।

" রমেশচন্দ্র দাস দাস, ৩১ ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

" রাজেন্দ্রলাল নাথ ৮নং গোরাবেড়ে লেন, কলিকাতা।

৭০ " নরেন্দ্রনাথ দালাল, ১১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

" দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ ৮নং গোরাবেড়ে লেন, কলিকাতা।

" রাধিকাপ্রসাদ নাথ, ৬৮ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ, রায়গ্রাম, যশোহর।

" শশিভূষণ পাল, [illegible] স্কুল, [illegible]

৭৫ " হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ

" গোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ

" মথুরাচন্দ্র দে ঐ ঐ ঐ

" সজনীকান্ত দাস ঐ ঐ ঐ

" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০নং কাশী ঘোষের লেন, কলিকাতা।

৮০ " অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০নং ঠাকুর মহাশয়ের লেন, উত্তরপাড়া।

" সুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত বাবুরবাড়ী, আউটশাহী, ঢাকা।

" চন্দ্রশেখর রায়, ২য় বার্ষিকশ্রেণী, রিপণ কলেজ কলিকাতা। ৫৬।১২ বেণিয়াটোলা লেন।

" ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, [illegible], পাবনা।

৮৫ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ শহীদুল্লাহ্ বি, এ, ১৮।২ হুকুখানসামার লেন, কলিকাতা।
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ৯নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
„ হীরালাল দাসগুপ্ত, ২০নং মির্জ্জাফর্স লেন, কলিকাতা।
„ অপ্রকাশচন্দ্র মাচাতা, ১৫নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।
৯০ „ কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
„ দীননাথ মজুমদার, ১৯নং বাদুড়বাগান লেন, কলিকাতা।
„ রমেশচন্দ্র বসু, ১৭নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা।
৯১ „ যোগেশচন্দ্র বসু, কাঁথি, মেদিনীপুর।

শাখা-সভার নিয়মাবলী

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও বলবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইতে পারিবে। সাধারণতঃ বিশেষ কারণ ব্যতীত এক জেলায় একাধিক শাখা স্থাপিত হইবে না।

২। স্থানের নামানুসারে ঐ শাখা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,—শাখা" এই নামে পরিচিত হইবে।

৩। শাখার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাংশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যাদির অনুকূল হইবে। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার বিষয়ে পরিষদের কোন শাখা কোনরূপে লিপ্ত হইবেন না।

৪। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণ: সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমূহ বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন করিবেন:—

(ক) স্থানীয় প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ-প্রকাশ।

(খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থকারাদির জীবন-চরিত, প্রতিকৃতি, ও অন্যান্য স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ।

(ঘ) স্থানীয় ভাষায় প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ।

(ঙ) সর্ব্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তি-যোগে প্রাদেশিক রূপভেদের সঙ্কলন।

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ-সংগ্রহ।

(ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রবাদ সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতির

ছায়াচিত্রাদি সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবমূর্ত্তি, খোদিত-লিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির সংগ্রহ।

(ঙ) স্থানীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ।

(ঝ) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কলাবিদ্যার বিবরণ ও নিদর্শন সংগ্রহ।

(ঞ) স্থানীয় জীব ও উদ্ভিদাদির বিবরণ সংগ্রহ।

৫। শাখার সমুদয় কার্য্য, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইবে।

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-সভার সম্পাদক হইতে পারিবেন না।

৭। শাখা-পরিষদের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিয়োগ বিষয়ে মূল পরিষদের নিয়ম যথাসম্ভব অনুসৃত হইবে।

৮। শাখা-সভার নিয়মাবলী মূল পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অনুমোদিত নিয়মাবলীতে যখন কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, তখন তাহা মূল পরিষদের অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে। পরিষদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল না হইলে অথবা বিশেষ কারণ না থাকিলে, শাখার কার্য্যপ্রণালীর স্বাধীনতায় মূল পরিষৎ কোন ব্যাঘাত দিবেন না।

৯। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মূল পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধির শাখা-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য হওয়া আবশ্যক।

১০। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের কৃত কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সভাপতি ও কর্ম্মচারিগণের নাম এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ মূল পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মূল পরিষদের সম্পাদক ঐ কার্য্য-বিবরণী বা তাহার আবশ্যক অংশ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণীর পরিশিষ্ট-রূপে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

১১। মূল পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর কতিপয় খণ্ড মূল পরিষদের প্রত্যেক শাখা-সভা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখা-সভায় প্রকাশিত গ্রন্থাদিও মূল পরিষৎ এই নিয়মে পাইবেন।

১২। মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে মূল ও শাখা পরিষদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না।

১৩। শাখা-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা কোন প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ

পাঠাইলে, ঐ প্রবন্ধ মূল পরিষদের পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি সভার উদ্দেশ্যের অনুকূল বিবেচনা করিলে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

১৪ মূল পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কার্য্যকারিতা দেখিয়া অন্য সভাকে শাখা-রূপে গণ্য করিবেন এবং এই কার্য্যকারিতার অভাব সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইলে, ইহাকে শাখার অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আবশ্যক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ সভাপতি।

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—(সহকারী সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ ঐ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ ঐ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক।

" ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক।

" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, ঐ।

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—ঐ।

" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ—ঐ।

" বিনয়কুমার সরকার এম্ এ—ঐ।

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—ধনরক্ষক।

" অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ—গ্রন্থ-রক্ষক।

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ—ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক।

নির্বাচিত-সভ্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি।

,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

কুমার ,, শরৎকুমার রায় এম্ এ।

কুমার ,, অরুণচন্দ্র সিংহ।

,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।

,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি।

মনোনীত-সভ্য

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

" দেবকুমার রায় চৌধুরী।

,, চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস।

পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ

,, ডাক্তার ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পিএচ্ ডি,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএস্‌সি,

,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বিএ, বিএস্‌সি

,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ

,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ

,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা

ও

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের

সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

দ্বিতীয় খণ্ড

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা,

ইণ্ডিয়া প্রেস, ২৩নং মিডিল রোড, ইটালী।

শ্রীভূধরকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৮

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥

INDIA PRESS.

PRINTED BY KUSUM KUMAR BHATTACHARYYA,

24, Middle Road, Entally, Calcutta

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী পাঠেই বুঝা যাইবে, পরিষৎ কিরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিলাভ করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন দ্বারা সুধীসমাজের দিন দিন অধিকতর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হইতেছেন ; এ বিষয়ে বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক।

সভ্যসংখ্যা

গত বৎসরের আরম্ভে শ্রেণিভেদে পরিষদের সভ্যসংখ্যা এইরূপ ছিল :—

আজীবন সভ্য	১
বিশিষ্ট সভ্য	৯
বিশেষ সভ্য	১০
সাধারণ সভ্য	১২৪৮
কলিকাতা ৫৫১	
মফস্বল ৬৯৭	
সাকল্যে	১২৬৮

তন্মধ্যে আজীবন সভ্যের সংখ্যা একই আছে। বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে দুই জনের পরলোকগমনে সংখ্যা ৭ হইয়াছে, ৩ জন বিশেষ সভ্য নূতন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতাবাসী সাধারণ সভ্য বর্ষারম্ভে ৫৫১ জন ছিলেন ; তন্মধ্যে পদত্যাগ বা চাঁদা অনাদায় হেতু ১৭ জনের নাম গিয়াছে ; ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৫ জন মফস্বলে গিয়াছেন ; নবনির্ব্বাচিত ১৩৭ জনের মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ৩ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ৮ জন কলিকাতা আসিয়াছেন। এইরূপে বর্ষান্তে কলিকাতাবাসী সভ্যের সংখ্যা ৬৫১ দাঁড়াইয়াছে। মফস্বলের সভ্যসংখ্যা বর্ষারম্ভে—৬৯৭ ছিল, তন্মধ্যে পদত্যাগ বা চাঁদা অনাদায় হেতু ১২ জনের নাম গিয়াছে, ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৭ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন ; ১৮ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে আসিয়াছেন, ১ জন বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, নব নির্ব্বাচিত ১৭৫ জন মধ্যে ১ জনের কলিকাতায় ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এইরূপে বর্ষশেষে মফস্বলের সভ্যসংখ্যা ৮৭১ দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বল একযোগে সাধারণ সভ্য সংখ্যা বর্ষশেষে ১৫২২ জন দাঁড়াইয়াছে ; ইঁহাদের শ্রেণিভেদ এইরূপ :—

আজীবন সভ্য	১
বিশিষ্ট সভ্য	৭
বিশেষ সভ্য	১৩
সাধারণ সভ্য	১৫২২

কলিকাতা ৬৫১
মফস্বল ৮৭১

সাকল্যে ১৫৪৩

এস্ ফ্রেণ্ডস্ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী পরিষদের হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে অনেকগুলি সভ্য পরিষদে যোগ দান করিয়াছেন। পরিষৎ সুরেন্দ্রবাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ।

১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পরিষৎ নূতন মন্দিরে প্রবেশ করেন; সেই বৎসরের শেষে সভ্যসংখ্যা ১০০২ ছিল; দুই বৎসর পরে সভ্যসংখ্যা প্রায় দেড় গুণ হইয়াছে, ইহাতেই পরিষদের বলবৃদ্ধির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; পরিষৎ দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের অনুরাগ আকর্ষণে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা পরিমাপেরও ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় নাই। শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বশ্রেণির লোকেই পরিষদের সভ্যশ্রেণিতে ভুক্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাও পরিষদের পক্ষে অতিশয় আনন্দের ও স্পর্দ্ধার বিষয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গদেশের সমগ্র পণ্ডিতসমাজ ও শিক্ষিতসমাজের প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররূপে গণ্য হইবার স্পর্দ্ধা করেন। এই স্পর্দ্ধার সমুচিত হেতু জন্মিয়াছে, তাহাতে সংশয়ের কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বক্তব্য আছে। বঙ্গদেশের অধ্যাপক পণ্ডিতগণ, যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে নানা কারণে সঙ্কোচ বোধ করেন। অথচ অদ্যাপি বঙ্গীয় সমাজের তাঁহারা শিরোভূষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক বিবেচনা করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ আকর্ষণ সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে সেই শ্রেণির পণ্ডিতগণের কোন কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়া পরিষৎ ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের অথবা তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পাইবার সমুচিত ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এ বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রার্থনীয়। পরিষদের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হেতু পরিষদের কার্য্যপ্রণালী পরিচালনার জন্য স্বীকৃত নিয়মাবলীর সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। নিয়মাবলী সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের জন্য সমিতিও নিযুক্ত হইয়াছে। এই সমিতি এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, আশা করা যায়।

মৃত-সভ্যগণ ও সাহিত্যসেবিগণ

গত বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশ হইতে কতিপয় উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বঙ্গ-সাহিত্যের নবাভ্যুদয় কালে যাঁহারা সাহিত্যনায়কপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির এই বৎসর তিরোধান ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা

সাহিত্যের গঠনকার্য্যে ইঁহাদের নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। একগুলি প্রাচীন প্রধান লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর পরলোক-বার্ত্তা বোধ করি আর কখনও ঘোষণা করিতে হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, অনেকেই পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া পরিষৎ নিতান্ত পরিতাপ বোধ করিতেছেন।

চন্দ্রনাথ বসু।—৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি উচ্চাসনে অবস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্যবিদ্যায় যশোলাভ করিয়া তিনি উত্তরকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আপনার প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং নানা গ্রন্থ রচনায় বঙ্গসাহিত্যকে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' গ্রন্থ তাঁহাকে চিরজীবী করিবে। সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইতেই তিনি অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন; সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যভাগে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের পরই সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয় বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে শিশু পরিষৎ জীবনের আরম্ভকালে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বল লাভ করিয়াছিল। স্বাস্থ্যের অভাব ও সরকারি কার্য্যের পরিশ্রম হেতু তিনি আরও অধিক দিন সভাপতির পদে আসীন থাকিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু পরিষৎ কখনই তাঁহার অনুরাগ ও উপদেশ লাভে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার পরলোকগমনের পর সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে শোকসভার আহ্বান করেন; এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। পরিষৎ নিজব্যয়ে মৃত মহাত্মার তৈল চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, এই বার্ষিক অধিবেশনে উহা উন্মোচিত হইয়া পরিষৎ-মন্দিরকে সুশোভিত করিবে।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।—'বান্ধব' পত্রের দেশবিখ্যাত সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে হারাইয়া বঙ্গসাহিত্য যে অভাব বোধ করিয়াছেন তাহা সত্বর পূর্ণ হইবার নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। তৎপ্রদর্শিত রচনারীতি বহু-সংখ্যক লেখকের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছে। তিনি যে সকল সারগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বহুকাল বাঙ্গালী পাঠক শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবে। 'জয়দেবপুর সাহিত্য-সমালোচনী সভার' প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকরূপে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ অক্ষের আদর্শ ছিল। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার উন্নত স্থান স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং অধ্যাপক পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধিমণ্ডিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহি-ত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে স্থায়ী পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণকারীদিগের নিকট তাঁহার নামগৌরব ঐ সকল উপাধি গৌরবের অপেক্ষা কোন ক্রমেই হীন হইবে না। কলি-কাতার অধিবাসী না হওয়ায় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে কখনই সভাপতিরূপে পাইবার সুযোগ

পান নাই ; তবে কয়েকবার সহকারী সভাপতিরূপে স্বীকার করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন। পরিষদের জীবনের আরম্ভকালেই তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পরিষৎ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৩১০ সালের আষাঢ় মাসে তিনি যখন ঘটনাক্রমে কলিকাতা আসেন, তখন পরিষৎ তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সহিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় পঠিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত ও পরিষদের সভ্যগণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ নিজব্যয়ে তৈল চিত্র প্রস্তুত করাইতেছেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অদ্বিতীয় পরিহাস-রসিক ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য আর একজন প্রবীণ সাহিত্য-নেতাকে হারাইয়াছেন। ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি গম্ভীর বিষয়ে সুগভীর ভাবুকতার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিলেও তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-কাব্যের রচয়িতাদের শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ভারত উদ্ধার' সাহিত্যের এই অত্যাবশ্যক অংশের শ্রেষ্ঠরত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 'পঞ্চানন্দের' সম্পাদকরূপেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। বর্ষশেষকালে বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে হারাইয়াছে; পরিষৎ আগামী বৎসরের প্রারম্ভে তাঁহার জন্য যথাবিধি শোকপ্রকাশের ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার বহুকালের প্রীতিসম্পর্ক ছিল। বাঙ্গালা রচনারীতির বিশুদ্ধি, বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিশিষ্টতা ও বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ ও বানান এই সকল বিষয়ে তিনি প্রচুর চিন্তা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিশেষ অধিবেশনে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও সরস ভাষায় ঐ সকল নীরস তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত সেন—কবিবর ৺ রজনীকান্ত সেন সাহিত্য-পরিষদের সভ্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার শোকাবহ মৃত্যুতে বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ ও পাঠক সমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে, এবং বঙ্গের কবিসমাজে তাঁহার আসন অতি উন্নত বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের দিনে তিনি রাজসাহী হইতে আসিয়া মহানন্দে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন, এবং স্বরচিত গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতেই পরিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর পরিষৎ শোকসভা আহ্বান করিয়া স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ করিয়াছেন।

শিশিরকুমার ঘোষ—সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইলেও বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকার জনক ও পরিচালকরূপে ও 'অমিয়-নিমাইচরিত' প্রভৃতি সারবান্ গ্রন্থের রচয়িতারূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্মানের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহার উচ্চ স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সাহিত্য-পরিষদের অধিকার নাই, কিন্তু বঙ্গের আধুনিক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সাহিত্যে তিনি যে নূতন শক্তি সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সম্মান দিতে বাধ্য। তাঁহার পরলোকগমনের পর

আহূত বিশেষ অধিবেশনে দেশের মান্যব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার সমুচিত স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার তৈলচিত্র অচিরে পরিষৎ-মন্দির অলঙ্কৃত করিবে।

এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত সভ্যগণের ও সাহিত্যসেবীদিগের মৃত্যুতে পরিষৎ শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য—অধ্যাপক মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জয়পুর রাজকলেজে অধ্যাপনা করিতেন। সেই দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তিনি সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার জন্য বিবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠাইতেন। তাঁহার রচিত 'জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়,' বাঙ্গালা আরবি ও পারসী শব্দের আলোচনা প্রভৃতি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইয়াছিল। জয়পুরনগর নির্ম্মাতা বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার বিদ্যাধরের পরিচয় তিনিই প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ পরমবন্ধুর সহায়তা ও অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছেন।

হরিনারায়ণ মিশ্র—তুলসীদাসের রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, ঐ রামায়ণ এখন বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়—মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রাচীন জমিদার বংশের ভূষণ ছিলেন। কলিকাতা আসিলে তিনি পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে ভুলিতেন না। স্বগৃহস্থিত পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়া তিনি পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম. এ,—যশস্বী অধ্যাপক ছিলেন। পরিষদের অধিবেশনাদিতে উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহার পরিষদের প্রতি অনুরাগের অভাব ছিলনা।

প্যারীলাল হালদার—অল্পদিন হইল সভ্যপদ স্বীকার করিয়া পরিষদের গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র—পাঞ্জাবী পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং পরিষদের সভ্য না হইলেও পরিষদের তিনি শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার সাহায্যেই পরিষৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশ্মীরাধিপতির অনুকম্পা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শশিভূষণ চৌধুরী (ডক্‌), প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার), অক্ষয়কুমার ঠাকুর, হরিপদ আচার্য্য, প্রভৃতি হিতৈষী সভ্যগণের মৃত্যুতে পরিষৎ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভ্য ছিলেন না। কিন্তু বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি পত্রিকার সম্পর্কে বঙ্গ সাহিত্যে তিনি সু-পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মত সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত।

ধীরেন্দ্রনাথ পাল বহু গ্রন্থের রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পরিষদের সভ্য না হইলেও তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পরিষৎ সন্তপ্ত।

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন

গত বৎসর ২১শে বৈশাখ তারিখে পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্ববর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ করেন। ঐ অধিবেশনে পূর্ব্ববর্ষের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়; এবং নূতন বৎসরের জন্য কর্ম্মচারিগণের ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নিয়োগ হয়।

মাসিক অধিবেশন

গত বৎসরের মাসিক অধিবেশন, যথা :—

প্রথম অধিবেশন—২৯ আষাঢ় রবিবার— প্রবন্ধ :—

১) ভগবদ্‌গীতার নূতন শ্লোকের এবং অভিনব ভাষ্যের নূতন টীকার আবিষ্কার—শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

২) বাঙ্গালা বিশেষণ প্রত্যয়—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

দ্বিতীয়— ,, ২১ শ্রাবণ রবিবার

১) শঙ্করাচার্য্যের গুরু পরম্পরা— শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ

২) আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি— শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

তৃতীয়— ,, ২৩ ভাদ্র রবিবার

১) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে [illegible] মত—শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর।

২) জলবৎ উদ্ভিদের সাহায্য বিনিময়— শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ— ,, ১৪ আশ্বিন রবিবার

১) বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

২) ভারতে লিপির প্রাচীনতা— শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চম— ,, ১১ অগ্রহায়ণ ,,

১) অন্ন বেতন—শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

(২) ধর্ম্মপালের গড়—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

(৩) রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(৪) কালিদাস—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ কবিরত্ন।

ষষ্ঠ অধিবেশন ১৭ পৌষ রবিবার প্রবন্ধ (১) বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

(২) বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

(৩) বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ পদার্থ—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

সপ্তম ,, ১৫ মাঘ রবিবার প্রবন্ধ (১) বাঙ্গলা ব্যাকরণের একাংশ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

(২) কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু

অষ্টম ,, ২৯ মাঘ রবিবার প্রবন্ধ (১) বাঙ্গালার সঙ্গীত সাহিত্যের উপক্রমণিকা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীগীতে বৌদ্ধভাব—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত।

নবম ,, ১৮ ফাল্গুন রবিবার প্রবন্ধ (১) দ্রাবিড় ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম ,, ১১ চৈত্র রবিবার প্রবন্ধ (২) ব্যাকরণের সন্ধি—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(৩) প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয়:—

প্রথম অধিবেশনে— লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত আকবর শাহের ও শের শাহের স্বর্ণমুদ্রা।

দ্বিতীয়—,, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত

বৌদ্ধ ঘণ্টা ও বৌদ্ধ মুকুট (তাম্রনির্ম্মিত) ; রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক ; শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত মুরশিদাবাদ মহিষগ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি ; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত, এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত হুগলী নছিপুরের শিব মন্দিরের মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত ভূষণার ইষ্টক ; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক, কামানের গোলা ও সাঁজোয়া ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত চারিটি তাম্রমূর্ত্তি ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যা মন্দিরের ইষ্টক।

তৃতীয় অধিবেশন — কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত দেবকুণ্ডগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরময় গঙ্গামূর্ত্তির ভগ্নার্দ্ধ ; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ-বর্ত্তুলের অর্দ্ধাংশ ; ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতিপোকা নির্ম্মিত বস্ত্র।

চতুর্থ — „ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত ঘাটাল শ্যামসুন্দরপুর গড়ে প্রাপ্ত হিন্দু রাজার কামান, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেনশাহী মুদ্রা ; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বৌদ্ধাসন।

পঞ্চম — „ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধ স্তূপাংশ এবং দুইটি শালগ্রাম শিলাবং জীবাশ্ম, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি এবং পরিষৎ কর্ত্তৃক কামাখ্যা হইতে সংগৃহীত প্রস্তরময়ী হরগৌরী মূর্ত্তি।

সপ্তম — „ শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ, বি, এস্, মহাশয়ের প্রদত্ত বগুড়া-কানাড় গ্রামে প্রাপ্ত পিত্তলের হরগৌরী মূর্ত্তি ; শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত গোলাকার স্তম্ভাংশ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত মিনাকরা ইষ্টক।

অষ্টম — „ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনকর্ত্তৃক সংগৃহীত গৌড়দুর্গে প্রাপ্ত গজদন্ত।

নবম — „ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের প্রদত্ত রাজা সীতারাম রায়ের মন্দিরাদির মূর্ত্তি ও নক্সাযুক্ত ইষ্টক, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ঐরূপ ইষ্টক ; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রদত্ত সপ্তগ্রামের পীর জামালুদ্দীনের কবরের ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র।

দশম—„ লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের অশ্বচিহ্নাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি; শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত বৌদ্ধ-মন্দিরদ্বারের প্রস্তরময় চৌকাঠের একাংশ ও কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রেরিত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ।

বিশেষ অধিবেশন

গতবৎসর পরিষদের অনেকগুলি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল; নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৯ই বৈশাখ তারিখে কাশীরামদাসের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ অধিবেশন আহৃত হয়। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গি গ্রামে কাশীরামদাসের বাসস্থান ছিল কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোকের উদ্যোগে কিছুদিন হইতে উক্তগ্রামে কাশীদাসের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল, এবং উদ্যোগকারীরা এ বিষয়ে পরিষদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন মহাভারত-কারের বাসস্থান সিঙ্গিগ্রাম বা সিদ্ধিগ্রাম, ১৩১৬ সালে এই তর্ক উপস্থিত হওয়ায় স্মৃতিরক্ষা প্রস্তাব গ্রহণে কিছু বিলম্ব ঘটে। স্থানীয় লোকের সাহায্যে যথাসম্ভব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সিঙ্গিগ্রামের পক্ষেই মীমাংসা হয়. প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধিগ্রামের অস্তিত্ব ঠিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং সম্মিলন এই কার্য্যের ভার সাহিত্য-পরিষদের উপর অর্পণ করেন। তদনুসারে পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন ঘটে। কাটোয়া অঞ্চল হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন. এবং পরিষৎ তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রসূন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শারীরিক অক্ষমতা সত্বেও যেরূপ উৎসাহ সহকারে ভাগলপুরে ও কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। কাটোয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ও এ বিষয়ে সবিশেষ উদ্যোগী। বিশেষ অধিবেশন জনপূর্ণ হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কাশীদাস সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী. এম্, এ, বি, এল, মহোদয় ঐ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং সভাপতি মহোদয় মহারাজ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র যেখানে উদ্যোগী আছেন, তখন বঙ্গের প্রাচীন কবির জন্মস্থানে কোনরূপ নিদর্শন রক্ষার ব্যবস্থা হইবে এরূপ আশা করা যায়।

প্রথম অধিবেশন— ৫ই ভাদ্র তারিখে স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ চন্দ্রনাথ বসুর জীবনচরিত আলোচনা করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তৎপরে শোক-প্রকাশের ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে পরিষদের ব্যয়ে চন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, উহা শীঘ্রই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। খগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধিবেশন— ১২ই ভাদ্র তারিখে রায়বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য শোক সভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এবং বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার জীবনের আলোচনা করিয়া শোক প্রকাশ করেন। শোক-প্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর তৈলচিত্র পরিষদের ব্যয়ে অঙ্কিত হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন— ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবিবর ৺রজনীকান্ত সেনের জন্য শোক সভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় সভা পরিচালন করেন। কবিবরের শোকাবহ অকালমৃত্যুতে সাধারণে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা সভায় জনতা দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কবির সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি কর্তৃক আলোচনার পর শোক-প্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থলেই কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ অধিবেশন— ৮ই মাঘ তারিখে স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের জন্য শোক সভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় সভার নেতৃত্ব করেন এবং বহু

সম্ভ্রান্ত লোক মৃত মহোদয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শিশির বাবুর নানা গুণরাশির বর্ণনা করিয়া শোক-প্রকাশ করেন। শোক প্রকাশের ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থলেই প্রায় দুই শত টাকা স্বাক্ষরিত হয়। সংগৃহীত অর্থে পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

আলোচ্যবর্ষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে বৎসরের শেষভাগে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বি, এ, মহাশয় কলিকাতায় অনবস্থিতির কারণ পদত্যাগ করায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাবক্রমে ও সাধারণ সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্থানে নির্ব্বাচিত হন।

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্,——সভাপতি।
২। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—
৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্, এ, বি, এল্,—
৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্‌সি,—
(২–৪) সহকারী সভাপতি।
৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, ...সম্পাদক।
৬। " ব্যোমকেশ মুস্তফী ... ...
৭। " হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম্, এ, ...
৮। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ...
৯। " তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, বি, এ, ...
(৬–৯) সহকারী সম্পাদক।
১০। " নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।
১১। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্, এ, বি, এল্,—ধনরক্ষক।
১২। " অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ,—গ্রন্থরক্ষক।
১৩। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ,——ছাত্র পরিদর্শক।
১৪। মহামহোপাধ্যায়—
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, পিএচ্, ডি,—
১৫। কুমার " শরৎকুমার, রায়, এম্, এ, ...
১৬। রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ... ...

১৭। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ... ...

১৮। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ... ...

১৯। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ, ...

২০। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ... ...

২১। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ... ...

২২। „ মন্মথমোহন বসু, বি, এ, ...

২৩। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বি, এ, ...

২৪। „ বিহারীলাল সরকার ... ...

২৫। „ চারুচন্দ্র বসু, এম্, আর্, এ, এস্, ...

২৬। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ (যোগেন্দ্রবাবুর পদত্যাগের পর)

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় আয়-ব্যয় পরীক্ষক ছিলেন। আলোচ্যবর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৮টি অধিবেশন হয়। দুইটি অধিবেশন একাধিক দিন ঘটিয়াছিল। একটি অধিবেশন কাশীমবাজার মহারাজের কলিকাতার ভবনে ঘটিয়াছিল। সভাপতি মহাশয় নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অধিকাংশ অধিবেশনেই স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার নিকট সম্যক্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পরিষদের অসাধ্য। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণও যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে নানাবিধ কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক কার্য্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে বিশেষ বিবেচনা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে শাখা সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী, পুস্তকালয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী এবং সাহিত্য-সম্মিলন সম্পৃক্ত নিয়মাবলীর প্রণয়ন, সংশোধন ও শেষ মীমাংসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনের নির্দ্দেশানুসারে আলোচ্যবর্ষে সম্মিলনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনের জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ভার পাইয়াছিলেন; সেই জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকেই সম্মিলনের নিয়মাবলী সংশোধনের ভার লইতে হয়, এবং ময়মনসিংহে সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করিতে হয়। সমুদয় কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইয়াছে।

কার্য্যালয়

পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় গত বার্ষিক অধিবেশনে একজন নূতন সহকারী সম্পাদক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, বি, এ, মহাশয় ঐ নূতন পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর আয়-ব্যয় ও হিসাব পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। অন্য সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে রাখাল বাবু চিত্রশালার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, এবং সংগৃহীত পুথির রাশি বাছিয়া গোছাইয়া তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত চিঠি পত্রের আদান প্রদান ও সভা-সমিতির অধিবেশনাদির পরিদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মুখ্যতঃ সাহিত্য সম্মিলন

সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সহকারী সম্পাদকগণের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে পরিষদের বহু বিস্তৃত কর্ম্ম কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পাদিত হইত না। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। পরিষদের কর্মভার দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বর্ষশেষে আর এক জন সহকারী সম্পাদক নিয়োগের আবশ্যকতা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনুভব করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। বৎসরের শেষ ভাগে তিনি তিনমাসের জন্য ছুটি প্রার্থনা করায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত মাসিক ৬০ টাকা বেতনে তিন মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত মাসিক ২৫ টাকা বেতনে লেখকের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে লাইব্রেরির কর্ম্ম হইতে সরাইয়া, রাখাল বাবুর অধীনতায় পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তদ্ব্যতীত তিনি কার্য্যালয়েও সাহায্য করিয়াছেন। মাসিক ১২ টাকা বেতনে তিনি এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষ ভাগে অসুস্থ হইয়া তিনি বিনা বেতনে প্রায় দুই মাস অনুপস্থিত ছিলেন। তজ্জন্য অন্যলোক নিযুক্ত করা হয় নাই। পূর্ব্ববৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে শ্রীসূর্য্যকুমার পালকে স্থায়ী ভাবে ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি হিসাবের ও আদায়ের কার্য্যে মুখ্যতঃ নিযুক্ত আছেন। তদ্ব্যতীত লাইব্রেরিয়ান অসিতবাবুকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১২ টাকা বেতনে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ক্রমিক সংখ্যানুসারে লাইব্রেরির ক্যাটালগ সম্পূর্ণ করিয়াছেন; এবং সম্প্রতি পুস্তকের শ্রেণিভেদে ও গ্রন্থকারদিগের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। এতগুলি লোক কার্য্যালয়ে নিযুক্ত করিতে হওয়ায় পরিষদের ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই ব্যয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছেন।

কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আদায়কারী পিয়নের সংখ্যাও বাড়াইতে হইয়াছে।

কর্ম্মচারীরা সকলেই প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কর্ম্মপটুতা দেখাইয়াছিলেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ম্মচারীদের যোগ্যতানুসারে আগামী বৎসরে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

পরিষৎ-মন্দির

পরিষৎ-মন্দিরের এখনও নানা অভাব রহিয়াছে। অর্থাভাবে এই সকল অভাব দূর করিতে পারা যাইতেছে না। অদ্যাপি ভৃত্য ও পিয়নদের থাকিবার স্থান হইল না। ইলেক্ট্রিক ফ্যানের ব্যবস্থা হয় নাই। পুঁথিগুলি অযত্নে স্তূপীকৃত হইয়া আছে; তাহার জন্য র‍্যাক্ তৈয়ার হইয়াছে, আগামী বৎসরের আরম্ভে উহা খাটান হইবে।

মুদ্রিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি রক্ষার জন্য র‍্যাক্ অদ্যাপি প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। সেগুলি অযত্নে রক্ষিত আছে। লাইব্রেরির জন্য আবশ্যকমত আলমারি নগদ মূল্যে খরিদ হইয়াছে। কিন্তু চিত্রশালার সংগৃহীত দ্রব্যগুলি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা হয় নাই। রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় নূতন দ্রব্য সংগ্রহে সাহস হইতেছে না। অধিবেশনের জন্য অতিরিক্ত চেয়ার এখনও ভাড়া করিয়া আনিতে হইতেছে, তজ্জন্য ব্যয়-বাহুল্য হইতেছে।

পরিষৎ-মন্দিরের নূতন অলঙ্কারের মধ্যে সেবাব্রত শ্রীযুত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত মেরি কার্পেন্টারের স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রপট—ব্রিষ্টল নগরে ষ্টেপলটন উদ্যানে যেখানে রাজা রামমোহন রায় প্রথমে সমাহিত হইয়াছিলেন—উল্লিখিত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ৺চন্দ্রনাথ বসুর চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের ও ৺শিশিরকুমার ঘোষের চিত্রপট অঙ্কিত হইতেছে, এবং ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিত্র অঙ্কনের শীঘ্রই ব্যবস্থা হইবে। কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; যথাকালে এই সকল দ্রব্য পরিষৎ-মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিবে।

আলোচ্যবর্ষে কায়স্থ সভা, মোদক জাতীয় সভা প্রভৃতি কর্তৃক পরিষৎ-মন্দির ব্যবহৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে সাধারণ সভাও পরিষৎ মন্দিরে অধিবেশন হয়।

বিজ্ঞানালোচনা

পূর্ব্ববৎসর বিবিধবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠের বা বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে আলোচ্য বৎসরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূবিদ্যার অধ্যাপক ও পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় ভূবিদ্যা সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন "অতীত যুগের মানব" তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রাচীনকালের জীবকঙ্কাল অস্থিকঙ্কাল ও তাহার প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিয়া তিনি আলোচ্য বিষয় সাধারণের সুবোধ্য ও মনোজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি সম্পূর্ণ হইয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত হইলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। সাহিত্য-পরিষৎ এজন্য হেমবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার

গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যানুযায়ী ও বর্ণমালানুযায়ী তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে ও অন্যান্য তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। গ্রন্থরক্ষক মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকারদিগের নামানুক্রমে তালিকা সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আধুনিক গ্রন্থকারগণের রচিত যে সকল গ্রন্থের অভাব আছে, তাহা পূরণের ব্যবস্থা হইবে; এবং আগামী বৎসরে এইরূপে পুস্তকালয়ের পূর্ণতাসাধনের সুযোগ হইবে আশা আছে। তালিকার অভাবে এপর্য্যন্ত পুস্তকালয়ের অবস্থা জানিবার উপায় পর্য্যন্ত ছিল না। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি অযাচিত হইয়াও পরিষদের পুস্তকালয়ে ৭৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন; এজন্য পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কোন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারেন নাই। কেবল দক্ষিণাপথে প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী ও মহাভারত গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন মাত্র। বজেটে যে সামান্য টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ক্রয়েই ও পুরাতন পুস্তকের বাঁধান খরচেই ব্যয়িত হইয়া যায়। যাহা হউক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে প্রাচীন বাঙ্গালা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের যেরূপ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা দুর্ল্লভ ও মহামূল্য। আর কোথাও এরূপ সংগ্রহ মিলিবে না।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত পুঁথির তালিকা করিতেছেন। এই কার্য্যও এ বৎসর অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে লালগোলার রাজাবাহাদুর প্রদত্ত এবং পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুঁথি সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সংগৃহীত পুঁথির রাশি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বন্ধুগণও পুস্তক ও পুঁথি উপহার দিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরিশিষ্টে গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

পাঠাগার পূর্ব্বের মত জনসাধারণ কর্ত্তৃক অপরাহ্নে ব্যবহৃত হইতেছে। যে সকল সাময়িক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত হয়, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বর্ষশেষে পরিষদের লাইব্রেরি সংক্রান্ত নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক প্রস্তুত ও অনুমোদিত হইয়াছে। তদনুসারে পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি

গতবৎসর বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি রক্ষা সম্বন্ধে যে আশার উল্লেখ ছিল, তাহা সফল হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের উত্তমর্ণের নিকট যে ঋণে উক্ত লাইব্রেরি আবদ্ধ ছিল, লালগোলার স্বনামধন্য রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সেই ঋণ সমুদয় পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন; এইরূপে এই মহামূল্য সম্পত্তি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষিত হইয়াছে ও বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক নিরাকৃত হইয়াছে। পুস্তকালয় রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক পরিষৎ-মন্দিরেই রক্ষিত আছে।

চিত্রশালা

পরিষদের চিত্রশালায় নানাবিধ দ্রব্য ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতেছে। পরিষদের বন্ধুগণ প্রায় প্রতিমাসেই নূতন নূতন মূল্যবান শিক্ষাপ্রদ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া চিত্রশালায় পাঠাইতেছেন। প্রতি মাসিক অধিবেশনে এইরূপে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নানারূপ ঐতিহাসিক দ্রব্যের ভাণ্ডার-স্বরূপ হইয়া পরিষদের ক্ষুদ্র চিত্রশালা পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সুযোগ্য কর্মচারী এবং আমাদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে দিন দিন চিত্রশালার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। তল্লিখিত চিত্রশালার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আলোচ্যবর্ষে চিত্রশালায় সংগৃহীত বিবিধ দ্রব্যের মধ্যে কতিপয় দ্রব্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য;—

(১) তর্পণদীঘিতে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন,—বহুপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে এই তাম্রশাসনের আবিষ্কারবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া ইহার পাঠ প্রকাশ করেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে কয়খানি তাম্রশাসন অবলম্বনে সেনরাজগণের ইতিবৃত্ত রচনা করেন, এই তাম্রশাসন তন্মধ্যে অন্যতম। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব অবসর লইবার সময় তাম্র-শাসনখানি লইয়া বিলাতে যান, তদবধি তাম্রশাসনখানি লুপ্ত হইয়াছিল। গত বৎসর ওয়েষ্ট-ম্যাকটের কোন উত্তরাধিকারী এই তাম্রশাসনখানি ভারতবর্ষে বহুমূল্যে বিক্রীত হইবে ভাবিয়া উহা লইয়া কলিকাতা আসেন। পরিষদের চিরহিতৈষী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই সংবাদ অবগত হইয়া ৩৮৫৲ মূল্যে তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(২) শেরশাহী ও আকবরশাহীর স্বর্ণমুদ্রা—পরিষদের পরম বন্ধু লালগোলার রাজাবাহাদুর ১১০৲ মূল্যে এই মুদ্রা দুইটি ক্রয় করিয়া পরিষদে দান করিয়াছেন।

(৩) সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা—মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকালে এই স্বর্ণমুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠে যূপবদ্ধ যজ্ঞাশ্ব অঙ্কিত আছে। লালগোলার রাজা-বাহাদুর পৌত্রীগণের বিবাহ উপলক্ষে ২১০৲ মূল্যে এই মুদ্রাটি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়াছেন

(৪) কিদার ও গোবিন্দচন্দ্রের স্বর্ণমুদ্রা—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার প্রদত্ত

(৫) প্রথম কণিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত।

(৬) বৌদ্ধ ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহা নেপালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রীতিনিদর্শনস্বরূপ পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন।

(৭) হিন্দু দুর্গের কামান—পাটনের আমগাছপুর হইতে ঢাকার সতীশলাল সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত।

(৮) বল্লালসেনের তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ—কাটোয়ার নিকট এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার অতি প্রধান ঘটনা—কেননা এ পর্য্যন্ত এই হিন্দু নরপতির কোন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ইহা পরিষদে দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাম্রশাসনখানি গ্রহণ করায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মহাকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহার উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।

পরিষদের চিত্রশালা অদ্যাপি ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু ইহারই মধ্যে ইহা স্বদেশের ও বিদেশের প্রত্নতত্ত্ববিৎ কলাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এরূপ অনেকেই আগ্রহের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের চিত্রশালা দর্শন করিতে আইসেন, এবং সংগ্রহ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান।

শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা চিত্রশালার দ্রব্যজাতের বহু প্রশংসা করিয়া যান ও পরে সস্ত্রীক ডাক্তার কুমারস্বামীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দেখিতে আসেন।

ডাঃ কুমারস্বামী চিত্রশালার প্রতি এমন প্রভাবিত হইয়া গিয়াছেন, যে তিনি এলাহাবাদ শিল্প-প্রদর্শনীতে সংগৃহীত পাঁচটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার (তন্মধ্যে চারিটি গুপ্ত মুদ্রা) সংবাদ শ্রীমতী নিবেদিতা দ্বারা পরিষৎ-সম্পাদককে প্রেরণ করেন এবং পরিষৎ উহা ক্রয় করিয়া চিত্রশালার গৌরব বর্দ্ধন করিবেন এই অভিপ্রায়ে রাখিয়া দেন। উহা পরিষৎ ক্রয় করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ভোগেল কাশিয়া দেশবাসী পণ্ডিত শিয়ার ভাটুক্কি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া চিত্রশালা পরিদর্শনে আসেন এবং বহুক্ষণ পরিদর্শনের পর আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাপতি কলাবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত রদেনষ্টাইন তৎপরে পরিদর্শনে আসেন। সাগরদীঘির নিকট প্রাপ্ত ও পরিষৎ-সম্পাদকের উদ্যোগে কান্দিনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিত্রয়ই এই সকল সুধীগণের বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমতী নিবেদিতা ও ডাঃ কুমারস্বামী ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত রদেনষ্টাইন ঐ মূর্ত্তিত্রয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশের প্রলোভন সংবরণ অসাধ্য। এই মন্তব্য পাঠে পরিষদের সভ্যমাত্রই গর্ব্বিত হইবেন সন্দেহ নাই—পরিদর্শন পুস্তকে এই মন্তব্য তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot concieve anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures, and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

(Sd.) WILLIAM ROTHENSTEIN

February 21-1911.

PRESIDENT,

SOCIETY OF INDIA,

Great Britain and Ireland.

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থ প্রকাশার্থ ৮০০৲ দান করিয়াছেন। অন্য বৎসর তাঁহার অনুমতি অনুসারে এই ৮০০৲ মধ্যে ৪০০৲ টাকা পত্রিকা-মুদ্রণের জন্য পরিষৎ গ্রহণ করিতেন, এ বৎসর পরিষৎকে তাহা গ্রহণ করিতে হয় নাই।

পরিষৎ-সম্পাদকের অনুবাদিত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের) মুদ্রণকার্য্য এবৎসর সম্পন্ন হইয়াছে; এবং ১৩১৮ সালের বৈশাখ মধ্যেই গ্রন্থ-প্রকাশিত হইবে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকা এরূপ বৃহদায়তন হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। এই গ্রন্থের

মুদ্রাব্যয় শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় বহন করিয়াছেন। তাঁহার ও লালগোলার রাজা-বাহাদুরের একযোগে প্রবর্ত্তিত (ভারতশাস্ত্র-পিটক) নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত প্রথম পুস্তক-রূপে ইহা সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

ঐ শাস্ত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম খণ্ড গতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণ অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই।

ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্যের মূলসহিত অনুবাদের মুদ্রণকার্য্যও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই বিপুলগ্রন্থ বাহির করিতে বিলম্ব আছে। লালগোলার রাজাবাহাদুর পৃথক্ অর্থ ব্যয় দ্বারা ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলপুস্তক দৈবগত্যা পরহস্ত হইতে এখনও উদ্ধার করিতে না পারায় উহার মুদ্রণ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। কাশীদাসী মহাভারত পুরাতন পুঁথির অভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে না। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সমস্ত বৌদ্ধাবদান গ্রন্থের কাপি প্রস্তুত আছে, কিন্তু নানা বিঘ্ন ঘটায় মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎকীর্ণ লিপিসংগ্রহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। পরিষৎ মাসিক ১৫৲ বেতনে লেখক নিযুক্ত করিয়া উহার কাপি প্রস্তুত করাইতেছেন। আগামী বৎসর উহা মুদ্রাযন্ত্রে দেওয়া যাইতে পারিবে।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস কর্তৃক অবদান-কল্পলতার অনুবাদ কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই বৃহৎ গ্রন্থের প্রকাশও সময় সাপেক্ষ

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা শব্দকোষ যন্ত্রস্থ। নূতন অক্ষর তৈয়ার করিবার হাঙ্গামায় উহা ছাপিয়া সম্পূর্ণ করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ঐ কোষ-গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ সঙ্কলনকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা মুদ্রাযন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। কোষগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই এই অংশ বাহির করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের বহুসংখ্যক নূতন পদ আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার কতক বর্ষপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নবাবিষ্কৃত পদ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের প্রাচীন সভ্য নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের ব্যয়েই ইহা মুদ্রিত হইতেছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর মত বৃহৎ আকারে ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে ইহা ছাপিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে সকল সংস্করণ এতদিন বাহির হইয়াছে, এই নূতন সংস্করণ তাহা অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর হইবে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, এ পর্য্যন্ত যত বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার তালিকা সঙ্কলিত করিয়া পরিষদের ব্যয়ে মুদ্রিত করিতেছেন। তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের ফল প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস সঙ্কলনে সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইবে। গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশের স্থান ও তারিখ প্রত্যেক গ্রন্থের

নামের সহিত দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া পরিষৎ গর্ব্বিত হইবেন। পুরাতন মূল পুঁথির অভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ভিন্ন অন্য অন্য অংশ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি লঙ্কাকাণ্ডের কাপি প্রস্তুত হইয়াছে। উহা সত্বর যন্ত্রস্থ হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই যন্ত্রস্থ। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানি বাহির হইয়াছে।

(১) বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়—পুরাণে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিবিধ প্রকারভেদ বর্ণিত আছে। নারায়ণের সাধারণ চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিই নানা পুরাণে উল্লিখিত আছে। এক এক মূর্ত্তি এক এক নামে পরিচিত, এবং করচতুষ্টয়ে প্রহরণাদির সংস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তদ্ভিন্ন নারায়ণের পার্শ্বচরাদির ভেদক্রমে নানারূপ বিশেষ মূর্ত্তিরও বর্ণনা আছে। পুরাণোক্ত এই মূর্ত্তিসকল একালের পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত। অথচ প্রাচীনকালে পুরাণোক্ত বর্ণনা অনুসারে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভাস্করগণ দ্বারা নির্ম্মিত ও গৃহস্থগণের মন্দিরে পূজিত হইত। এইরূপ অনেকগুলি পাষাণ বা ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরেও কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্য-তীর্থ নানা পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই সকল মূর্ত্তির বিবরণ দিয়াছেন, এবং তৎ-সহিত বারখানি মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দিয়াছেন। পরিষদের পরমহিতৈষী কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ব্যয়ে এই উপাদেয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণের নিকট বিতরিত হইয়াছে; আশা আছে এই গ্রন্থ যথোচিত সমাদৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্. এ. মহাশয় স্বরচিত "গ্রীকদিগের জাতীয় শিক্ষা" নামক উপাদেয় গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া প্রথম সংস্করণের স্বত্ব সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ এই নূতন। পরিষৎ ঐ গ্রন্থ গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

গত বৎসর পরিষৎ-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী পাঠের উপক্রমণিকার স্বরূপে বর্ত্তমান পরিষৎ-সম্পাদক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, উহা "মায়াপুরী" নামে তাঁহার নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণের নিকট বিতরিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পঠিত "পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু" এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় পঠিত "পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধদ্বয় পুস্তিকাকারে গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে সভ্যগণের অবগতির জন্য একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীন বা আধুনিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় স্বীকারে পরিষৎ সম্প্রতি অক্ষম। পরিষদের সাধারণ তহবিলে সেরূপ অর্থ নাই; এক লালগোলার রাজা বাহাদুর প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পরিষৎকে বার্ষিক সাহায্য দিয়া আসিতেছেন, সেই অর্থের কিয়দংশে মুদ্রিত গ্রন্থ বিনামূল্যে সভ্যগণকে দেওয়া হয়।

তদ্ভিন্ন পরিষৎ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের অধিকাংশই অন্যের অর্থে মুদ্রিত। গ্রন্থের মূল্য ও স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে তাঁহারা যে নিয়মে পরিষদ্‌কে বাধ্য করিয়াছেন পরিষৎ সেই নিয়মেই বাধ্য আছেন। কাজেই সে সমস্ত গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পরিষৎ পারেন না; কোন কোন স্থলে বায়ভার-গ্রহণকর্ত্তার অনুমতি ক্রমে সভ্যগণকে কিছু অল্প মূল্যে দিতে পারেন মাত্র। গ্রন্থাবলীভুক্ত গ্রন্থের অধিকাংশেরই যে মূল্য নির্দ্ধারিত আছে, ইহার হেতু এই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বৎসরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এমন সময় ছিল, যখন প্রবন্ধের অসদ্ভাবে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিত। এখন প্রবন্ধের অসদ্ভাব ঘটে না, বরং প্রবন্ধের এত প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে যে পত্রিকা-সম্পাদককে প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতি নিয়োগে বাধ্য হইয়াছেন। এই শাখা সমিতি মধ্যে বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার পরামর্শ লইয়া পত্রিকা-সম্পাদক পত্রিকা নির্ব্বাচন করেন; এবং পত্রিকা সম্পাদক এবং বিশেষজ্ঞের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে সমিতির পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে নানাশ্রেণির লোকের নিকট হইতে নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ আসে, সেখানে এইরূপ শাখা-সমিতির সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পাদকের কার্য্য দুরূহ হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে এই কারণে নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের প্রকাশেও বিলম্ব ঘটিয়াছে। পত্রিকা ত্রৈমাসিক, আকারে আট ফর্ম্মা মাত্র, বিশেষ সাবধানে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন না করিলে পত্রিকার গৌরব থাকে না, অথচ বিলম্বের জন্য প্রবন্ধ লেখকেরা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। প্রবন্ধ লেখকগণ সকলেই সাহিত্য পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; তাঁহারা পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা বশতই অযাচিত ভাবে প্রবন্ধ পাঠাইয়া পরিষদ্‌কে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। আশা করা যায়, কোন প্রবন্ধ কোন কারণে প্রকাশিত না হইলে বা প্রকাশে অনুচিত বিলম্ব ঘটিলে তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটু কথা বলা আবশ্যক। পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল প্রবন্ধ কেবল পুরাতন কথার বা অপরের আবিষ্কৃত পুরাতন তথ্যের বর্ণনার অনুবৃত্তি বা ব্যাখ্যা মাত্র, সে সকল প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও পরিষৎ-পত্রিকায় স্থানের সঙ্কীর্ণতা বিবেচনায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইবে না। সম্প্রতি বাঙ্গালায় অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বিদ্যমান আছে, ঐ সকল পত্রিকাই ঐ শ্রেণির প্রবন্ধের প্রকাশের যোগ্য স্থান। কিন্তু যে প্রবন্ধে কোনরূপ নূতন অনুসন্ধানে বা নূতন গবেষণায় আবিষ্কৃত বা নূতন চিন্তায় লব্ধ কোন তথ্যের সংবাদ আছে, সেই তথ্যের প্রচারার্থ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যোগ্য স্থান। এইরূপে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিশিষ্টতার রক্ষা করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের হস্তে এ পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদনের ভার ছিল এবং এখনও আছে, তাঁহারা সকলেই এই মতের অনুসরণ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া-

ছেন; পত্রিকা-সমিতিও এই মতের পোষণ করিয়াছেন। কাজেই ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে কোনরূপ নূতন তথ্যের বা নূতন মতের সংবাদ প্রচারে এবং আলোচনাতে আবদ্ধ থাকাই পরিষৎ-পত্রিকার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এখনও অপূর্ণ ও দরিদ্র। অন্যান্য দেশে অন্যান্য ভাষায় বিবিধ বিদ্যার যে সকল আলোচনা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার প্রচারে বাঙ্গালা সাহিত্যের দারিদ্র্য মোচন অবশ্যম্ভাবী. সেইরূপ আলোচনা সদ্‌গ্রন্থ প্রচার দ্বারা হইতে পারে, এবং এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ প্রচার পরিষদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া চিরকাল গণ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই বিপুল কর্ম্মের উপযোগী অর্থসামর্থ্য পরিষদের নাই। পরিষৎ সামর্থ্য বিবেচনায় এই কার্য্যেও ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। সঙ্কীর্ণ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বারা এ কার্য্য সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া পত্রিকাকে উহার সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য মধ্যে আবদ্ধ রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কোনরূপ নূতন তথ্যের আবিষ্কারবার্ত্তা বা আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ পাঠকের মনোজ্ঞ বা তৃপ্তিকর হয় না; এই হেতু পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের অনেক সময় তৃপ্তি জন্মায় না। কিন্তু পরিষৎ-পত্রিকা যখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন পরিষদের সভ্যগণ ও পাঠকগণ এবিষয়ে অবধান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় এবং বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে পরিষৎ-পত্রিকা দিন দিন এই নির্দ্দিষ্টপথে অগ্রসর হইয়া দেশ বিদেশের সুধীজনের শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। পত্রিকার মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাস ঘটিত যে সকল তথ্যের সংবাদ থাকে তাহা অন্য কোন পত্রে প্রকাশিত সংবাদের অনুবৃত্তি বা অনুবাদমাত্র নহে। কিছু না কিছু নূতনত্ব না থাকিলে কোন প্রবন্ধই গৃহীত হয় না।

একটা উদাহরণ লইলেই বুঝা যাইবে। সম্প্রতি কাটোয়ার নিকটে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা মহারাজ বল্লালসেনের প্রদত্ত। বল্লালসেনের নাম ইতিহাসে ও কিংবদন্তীতে প্রসিদ্ধ। অথচ এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজার নামযুক্ত কোন মুদ্রা বা খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত কয়েকখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেন রাজগণের ইতিবৃত্ত রচনায় ঐতিহাসিকদিগের উহাই প্রধান অবলম্বন। আশ্চর্য্য এই যে বল্লালসেনের সেরূপ নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকের নিকট অতি আদরের বস্তু। এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ও বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষৎ ধন্য হইবেন। পরিষৎ পত্রিকা এই সংবাদ ঘোষণা করিতে পারিলে দেশ বিদেশের পুরাতত্ত্ববিদের আগ্রহ দৃষ্টি পরিষৎ পত্রিকার উপর নিপতিত হইবে। এই বিবেচনায় পরিষৎ বহুব্যয়ে উক্ত তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ লইয়া সেই ফটোগ্রাফ মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং তাম্রশাসনের বিবরণ সহিত

উহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের চতুর্থ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে; কিছু দিন পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় এই তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পাঠে অনেক ভ্রম আছে। সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ পাঠ বাহির করিয়া পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কাটোয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় পরিষদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও সহায়তা ব্যতীত এই গৌরবলাভ পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ বা চিত্র প্রকাশের জন্য পরিষৎ-পত্রিকার মুদ্রণ কার্য্যে অত্যন্ত ব্যয়-বাহুল্য ঘটিতেছে। কিন্তু এই ব্যয় স্বীকারে প্রস্তুত না হইলে পরিষদের কর্ত্তব্য হানি হইবে। চিত্রাদি প্রকাশের ব্যবস্থার জন্য পত্রিকা প্রকাশেও বিলম্ব ঘটিতেছে। নানা বিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে পত্রিকার চারি খানি সংখ্যা প্রকাশ করিতে সম্পাদক মহাশয় সমর্থ হইয়াছেন।

বিশেষ সভ্যগণের কথা

আলোচ্যবর্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় পরিষদের বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বিশেষ সভ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় সারবান্‌ প্রবন্ধ দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত "বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়" নামক মহামূল্য পুস্তিকার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই জন্য পণ্ডিত মহাশয় পৌরাণিক সাহিত্যে বিশেষ অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, এই পুস্তিকার সাহায্যে সেই সকল মূর্ত্তির নামকরণ সুসাধ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন

ছাত্র সভ্যের কথা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচালনায় ছাত্র সভ্যগণ ক্রমশঃই পরিষদের কার্য্যে পটুতা দেখাইতেছেন। পূর্ব্ব বৎসর তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া পারিতোষিকের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবারও যে সকল ছাত্রসভ্য পরিশ্রম ও অনুসন্ধানপরতা দ্বারা সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য ৮০৲ আশী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যোগ্যতানুসারে ঐ পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পুরস্কার

সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরিষৎ এবার অনেকগুলি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। পরিষদের বন্ধুগণের মধ্যে কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক কেহ পুস্তক কেহ বা নগদ মুদ্রার পুরস্কার বিতরণের ভার পরিষদের হাতে দিয়াছেন। পুরস্কারের জন্য অধিক প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত না

পাওয়ার সময় বাড়াইতে হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বৎসর পুরস্কারের যোগ্য প্রবন্ধ অনেকগুলি পাওয়া যাইবে। পুরস্কারগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—পুরস্কারের বিষয়—কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কার—পরিষদের নিকট ন্যস্ত হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের উপস্বত্ব হইতে প্রদত্ত হইবে।

(২) বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কার—নগদ ১০০৲ একশত টাকা। পুরস্কারদাতা পাঁড়ে মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে। বিষয়—বৈদিক দেবগণের রূপ কল্পনা।

(৩) কৃষ্ণ বিনোদিনী স্বর্ণপদক—মূল্য অনূ্যন ৪০৲ টাকা। পুরস্কারদাতা স্বর্গীয়া মহিলার পুত্র শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র—বিষয় বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত।

(৪) প্রভাবতী পুরস্কার—৪০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক—বিষয় ব্রত-কথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্য ধর্ম—পুরস্কার দাতা স্বর্গীয়া মহিলার পিতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র।

(৫) রজনীকান্ত রৌপ্যপদক, বিষয়,—কবিবর ৺রজনীকান্ত সেন—পুরস্কারদাতা পাবনা ইউনিয়ন সভা।

এতদ্ব্যতীত ৺শিশিরকুমার ঘোষের স্মরণার্থ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী "ভক্ত জীবনী" রচনার জন্ম বার্ষিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছেন; এবং কবিবর ৺নবীন চন্দ্র সেনের বন্ধুগণও তাঁহার স্মরণার্থ উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন জানাইয়াছেন।

শাখা সমিতির কার্য

গৃহ-নির্মাণ সমিতি পূর্ব্ব বৎসর লুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি পরিষৎ-প্রকাশ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থাবলী মধ্যে তাহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পরিভাষা সমিতির কার্য্য এবার অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। পত্রিকামধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অনেকগুলি বাহির হইয়াছে। বহু বৎসর এ বিষয়ে পরিষৎ এতটা কর্ম্মপরতা দেখান নাই।

নবীনচন্দ্র স্মৃতিরক্ষার্থ গঠিত সমিতি সমুচিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে কবিবরের বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত মর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

লাইব্রেরির কার্য্য পরিদর্শনের জন্ম বর্ষশেষে ক্ষুদ্রসমিতি নিযুক্ত হইয়াছে।

কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষার্থ যে বৃহৎ সভা আহূত হয়, উহাতে এক বৃহৎ সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহারাজ মণীন্দ্রপ্রমুখ মনীষীরা এ বিষয়ে উদ্যোগী আছেন।

দানপ্রাপ্তি

পরিষৎ যে দিন দিন বিদ্বৎ-সমাজের আদরের বস্তু হইতেছেন, তাহার নানা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরিষদের চিরহিতৈষী কাশীমবাজারের মহারাজের নিকট যখনই পরিষৎ প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনই তিনি মুক্ত হস্তে সে প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। চিত্রশালার জন্ম পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রাচীন মুদ্রা, তাম্র-শাসন প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। মহারাজের সহানুভূতি ব্যতীত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপে পরিষৎ সাহসী হইতেন না। ঐ সকল

পুরাতন দুর্লভ দ্রব্য অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, সেরূপ মূল্যে ক্রয় করা পরিষদের সাধ্য নহে। যখনই কোন দুর্লভ মুদ্রাদির প্রাপ্তি সংবাদ মহারাজকে জানা গিয়াছে, তখনই তিনি তাহার মূল্য পরিষৎকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। পরিষদের অন্যতর পরম সুহৃৎ লালগোলার রাজা বাহাদুরেরও ধনভাণ্ডার এজন্য সর্ব্বদা মুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর প্রাচীন মুদ্রা ক্রয়ের জন্য কাশীমবাজারের মহারাজ এবং লালগোলার রাজাবাহাদুর যে অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরেও কাশীমবাজারের মহারাজ ৩৮৮৲ মূল্যে ওয়েষ্ট ম্যাকট সাহেবের উত্তরাধিকারীর নিকট প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনখানি গ্রহ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী যে কয়টি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পরিষৎকে দিয়াছেন, তাহার মূল্যও মহারাজের নিকট পাওয়া যাইবে।

লালগোলার রাজা বাহাদুর এ বৎসর ১১০৲ টাকা মূল্যে সেরসাহী ও আকবর সাহী ৬টি স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রীগণের শুভবিবাহ উপলক্ষে ২৫০৲ টাকা মূল্যে সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রচারিত অতি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়া রাজা বাহাদুর যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, আশা আছে পরিষদের অন্যান্য বান্ধবেরা তাহার অনুসরণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার প্রভৃতি বন্ধুগণও নানা দুর্লভ মুদ্রাদি প্রদান করিয়া পরিষদের চিত্রশালার সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন। পরিশিষ্টে চিত্রশালাদির বিবরণ মধ্যে যথাস্থানে এই সকল দান স্বীকৃত হইবে।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৮০০৲ আটশত টাকা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ও স্থায়ী তহবিলে যে সকল দান পাওয়া গিয়াছে, পরিশিষ্টে তাহা দ্রষ্টব্য। পরিষৎ দাতাদের সকলের নিকটই চিরঋণী।

পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এখনও দশ হাজার টাকার উপর ঋণ রহিয়াছে। পরিষদের দেড় হাজার সভ্য কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিলেই এই ঋণ হইতে মুক্তি লাভ ঘটিতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আয়ব্যয়

পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। দেখা যাইবে সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত পরিষদের আয়ের পরিমাণ ক্রতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যয়ের পরিমাণও সেইরূপ বা ততোধিক ক্রতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। ব্যয়বৃদ্ধির জন্য দুঃখিত হইবার হেতু নাই। উহা পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির পরিচয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি অতি সাবধানে ব্যয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ভাবে ব্যয় বাড়িতেছে, ও ভবিষ্যতে বাড়িবে তাহাতে পরিষদের সভ্যসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়েও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যার তালিকা দেখিলেই এবিষয়ে আশার সঞ্চার হয়। ১৩০৬ সালের শেষে অর্থাৎ পরিষৎ ষষ্ঠ বৎসর অতিক্রম করিয়া যখন শোভাবাজার

রাজধানী হইতে বাহিরে আসেন, তখন সভ্যসংখ্যা ৩৫২ জন মাত্র ছিল। ১৩১০ সালের শেষে সভ্যসংখ্যা ৬১০ হয়, ১৩১৫ সালে পরিষৎ নূতন মন্দিরে প্রবেশ করেন, সে বৎসরের শেষে সভ্যসংখ্যা ১০০২ হইয়াছিল। তৎপরে দুই বৎসরের মধ্যে ১৩১৭ সালের শেষে সভ্যসংখ্যা ১২২২ হইয়াছে; বঙ্গদেশে আর কোন সভা এইরূপ সভ্যসংখ্যা দেখাইতে পারেন না। এই বিস্ময়কর উন্নতি পরিষদের জীবনীশক্তির প্রকৃত পরিচায়ক।

পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এখন তিন হাজার টাকার উপর ঋণ রহিয়াছে। পরিষদের দেড় হাজার সভ্য কিঞ্চিৎ দয়াপ্রকাশ করিলেই এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শাখা সভা

এ বৎসর কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। বীরভূমিতে বীরভূম-সাহিত্য-পরিষৎ নামে যে সাহিত্য-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, পরিষদের কতিপয় সভ্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই সাহিত্য-সমাজ পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বীরভূমি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত; নূতন সাহিত্য-সমাজ সেখানে সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র পাইবেন, এবং যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহে এই নূতন সমাজ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে পরিষদের সহিত এই সমাজের সম্পর্ক স্থাপন বাঞ্ছনীয় হইবে।

গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভাও পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী পথে চলিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। ইহার সহিতও সম্পর্ক স্থাপন বাঞ্ছনীয় হইবে।

পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে রঙ্গপুর শাখা পূর্ব্বের মতই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। রঙ্গপুরের উদ্যম ও উৎসাহ অন্যান্য শাখার অনুকরণীয় হইয়াছে। রঙ্গপুর শাখার প্রকাশিত পত্রিকাও প্রবন্ধগৌরবে পরিষদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে। এই শাখার প্রাণস্বরূপ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পরিষৎ চিরকৃতজ্ঞ। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও রঙ্গপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধিগণ সাদরে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, যিনি মূল পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, তিনিই সমাদরে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়াছে। মূল পরিষদের সহিত শাখার এইরূপ উদার ও আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনে পথপ্রদর্শন করিয়া রঙ্গপুর শাখা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে কল্যাণময় ফল প্রসব করিবে সন্দেহ নাই। এই সাদর আহ্বানের জন্য শাখাসভার নেতৃগণ মূল পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

পরিষদের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও অকৃত্রিম বন্ধু কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের নেতৃত্বে নবগঠিত রাজসাহী শাখা নূতন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এই শাখার নিকটও বঙ্গসাহিত্য নানা উপকারে কৃতার্থ হইবে সন্দেহ নাই।

ময়মনসিংহ শাখার উপর এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালনভার পড়িয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন সুচারুভাবে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে; এবং আশা আছে এই অধিবেশনের ফলে ময়মনসিংহ শাখার জীবনে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে।

পরিশিষ্টে এই সকল এবং অন্যান্য শাখার কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

বরেন্দ্র ভ্রমণ

রাজসাহী শাখার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়ের প্রবর্ত্তিত বরেন্দ্র ভ্রমণ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে এই বিষয়ের সংবাদ দেওয়া গিয়াছিল। উত্তরবঙ্গ বিশেষতঃ বরেন্দ্রভূমি বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতের সম্রাট্ পাল নরপতিগণের ও অন্যান্য নরপতিগণের কীর্ত্তিরাশির ধ্বংসাবশেষ উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত আছে। সাধারণের দুর্গম বনজঙ্গলের মধ্যে ঐতিহাসিকগণের চক্ষুর অন্তরালে এই সকল কীর্ত্তিচিহ্ন এতকাল লুপ্ত ছিল; ইহার আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই; অথচ এই সকল কীর্ত্তিচিহ্নের আবিষ্কার না হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের উদ্ধার হইবে না। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিয়া এই বিপুলপরিসর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন; সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি এই উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিয়াছেন। গত বৎসরই এই সমিতির পরিচালকগণ বরেন্দ্র ভূমির বনজঙ্গল ভ্রমণ করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন। আলোচ্য বৎসরেও তাঁহারা কয়েকবার ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বিপুল অর্থ, বিপুল পরিশ্রম ও বিপুল অধ্যবসায়ের সমাবেশ ব্যতীত এই কার্য্য সফল হইবার নহে। বাঙ্গালা দেশে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ চেষ্টা হয় নাই। দেশে যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা প্রকৃত নবজীবনের লক্ষণ, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই জন্য আনন্দিত। বরেন্দ্র অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ হইতেছে, এবং যথাসময়ে সাধারণের সমক্ষে স্থাপিত হইবে। যাঁহারা এই কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জগতের পণ্ডিত সমাজে বাঙ্গালীর নাম শ্লাঘনীয় করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট সমুচিত ঋণ স্বীকারের তখন সময় আসিবে।

রমেশ ভবন

ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পরিষদের প্রেরণায় পরিষৎ-সম্পাদক রমেশভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহা সম্মিলনকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং সমুদয় ভারতবর্ষের মান্যগণ্য ব্যক্তি লইয়া সমিতি গঠিত হয়, এ সংবাদ গত বৎসরই দেওয়া গিয়াছিল। বরোদাধিপতি মহারাজ গাইকোয়াড় এই কার্য্য সিদ্ধির জন্য ধনভাণ্ডারের পেট্রন পদ গ্রহণ করিয়া সমিতিকে উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং স্বয়ং ৫০০০৲ টাকা দান করিয়া

ধনভাণ্ডারের পত্তন করিয়াছেন। সেই অর্থ আলোচ্য বৎসরে পাওয়া গিয়াছে; এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকে এই ধনভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। পরিশিষ্টে এই দান স্বীকৃত হইল।

কাশীমবাজারের মহারাজ রমেশভবনের জন্য যে পরিমাণ ভূমি আবশ্যক হইবে, তাহা সমিতিকে দান করিবেন। পরিষদের সভ্যগণ জানিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, যে বর্ত্তমান পরিষৎ-মন্দিরের পার্শ্বেই এই ভূমি পাওয়া যাইবে; এবং এইরূপে নবনির্ম্মিত পরিষৎ-মন্দির ও নূতন রমেশভবন অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইবে। মহারাজপ্রদত্ত ভূমিতে সংকল্পিত রমেশভবনের নক্সা প্রস্তুত হইতেছে; এবং সত্বরই কার্য্যারম্ভের আশা আছে।

হিন্দি সাহিত্য-সম্মিলন

গত পূজার সময় বারাণসীধামে হিন্দি সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত হয়। পরিষৎ এই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

বড়দিনের ছুটির সময় মালদহনগরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন ঘটে। সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সভার কার্য্য সর্ব্বথা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের নানা-স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের শ্রদ্ধায় ও আগ্রহে সম্মিলন সর্ব্বতোভাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল। অধিবেশনের পর সভ্যগণের অনেকে গৌড় ও নিকটবর্ত্তী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য গমন করেন। মালদহবাসীরা এবিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া সভ্যগণের শিক্ষা ও আনন্দ বৰ্দ্ধনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

১৩১৮ সালের নববর্ষারম্ভে ১লা বৈশাখ হইতে ৩রা বৈশাখ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ময়মনসিংহ যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও বহুসংখ্যক সভ্যের সমাগম হইয়াছিল। প্রায় তিনশত সভ্য বঙ্গের নানাস্থান হইতে আগমন করেন। ভাগলপুর, বরিশাল, রাজসাহী, গৌহাটী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সাহিত্যসেবীরা আগমন করিয়া সম্মিলনকে সার্থক করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন কলেজ গৃহে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত বৃহৎ মণ্ডপে প্রথম দিন অন্যূন পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল; স্থানাভাবে অনেককে ফিরিতে হইয়াছিল; অন্য দুই দিনও জনতা

তদপেক্ষা নিতান্ত অল্প হয় নাই। ফলতঃ এত অধিক সংখ্যক সভ্যের এবং দর্শকের সমাবেশ ইতঃপূর্ব্বে আর কোন অধিবেশনে ঘটে নাই। সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুসঙ্গের মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর প্রভৃতি স্থানের ধনাঢ্য জমিদারগণ ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মহোৎসাহেই সম্মিলনে যোগদান করিয়া জনসাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যোগে অভ্যর্থনা অতি সুচারুরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাগলপুরের অধিবেশনের অনুকরণে সম্মিলনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পৃক্ত বিবিধ দ্রব্য ব্যতীত স্থানীয় শিল্প ও কলাবিদ্যার নিদর্শন সংগৃহীত হওয়ায় উক্ত প্রদর্শন বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাবিষয়ক হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন এবং সম্মিলনের প্রথম দিনে উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।

সম্মিলনের তিন দিনের অধিবেশনে রাজসাহী ও ভাগলপুরের প্রথা অনুসারে স্থানীয় তথ্য নিরূপণার্থ কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং নানা [illegible] অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ভাগলপুর অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়িত্ব বিধানার্থ নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল; এ বৎসরের অধিবেশনে উক্ত খসড়া সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে এবং সংবৎসর ধরিয়া সম্মিলনের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও উক্ত সমিতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত দশ জনের সহিত একযোগে সম্মিলনের পরিচালন সমিতিরূপে গণ্য হইবেন। এইরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন নামক বার্ষিক অনুষ্ঠানের চিরস্থায়ী ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ইহা পরিষদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। বঙ্গদেশের সমবেত সাহিত্যসেবিগণ একবাক্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হাতেই বার্ষিক সম্মিলন পরিচালনার ভার দিলেন, ইহা পরিষদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ যেরূপ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, এখন হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও সেইরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালকরূপে গণ্য হইবেন। ফলে দেশের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ও বৃদ্ধিকল্পে যেখানে যে অনুষ্ঠান হইতেছে, সকলই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার মুখ্য কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইহা দেখিতে পাইলে পরিষদের সভ্যমাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন।

এক হিসাবে এ বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান ঘটনা—সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতি। যিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-পরম্পরাদ্বারা জগতে বৈজ্ঞানিক-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনিই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে সুসংবাদ। সভামণ্ডপে যে জনতা হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয়ের নামই তাহার অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ। তাঁহার অভিভাষণও এবার নূতন পথের প্রবর্তনা করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর সম্মিলনের সভাপতি বাঙ্গালা

সাহিত্যের অবস্থা গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়াই নিরত ছিলেন। এ বৎসর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়া দিয়াছেন। অধিবেশনের শেষ দিন সন্ধ্যার পর তিনি যন্ত্রযোগে পরীক্ষা সমাধান দ্বারা ঐ সকল আবিষ্কারের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন; এবং তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত নিগূঢ় প্রাকৃতিক রহস্যগুলির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাও একটি অভিনব ঘটনা। উচ্চতম বিজ্ঞানের নিগূঢ় তথ্য বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, এবং সভাপতি মহাশয় যেরূপ সরল ভাষায় ঐ সকল দুরূহ তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এখন বঙ্গদেশে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণের উপসংহারে কথিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ সমাপ্ত করিলাম।

"সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থান চেষ্টা একবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই; পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

"সেই আমাদের সৃজনশক্তির একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদিগের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২৫ বৈশাখ, ১৩১৮।	সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি

দৈনিক—The Bengalee, The Amrita Bazar Patrika, The Hindu Patriot, The Indian Mirror, নায়ক

সাপ্তাহিক—

১ The Indian Empire
২ The Telegraph
৩ The Indian Nation
৪ The Reis and Rayyet
৫ The Unity and Minister
৬ The Word and New Dispensation
৭ The Indu (Bombay)
৮ The Arya Patrika, Lahore
৯ কল্যাণী
১০ খুলনা-বাসী
১১ গৌড়-দূত
১২ [illegible]
১৩ ঢাকা-প্রকাশ
১৪ দেশ-বার্ত্তা
১৫ ধর্ম্ম-তত্ত্ব
১৬ নমঃশূদ্র
১৭ পল্লীবার্ত্তা
১৮ পল্লীবাসী
১৯ প্রসূন
২০ চব্বিশ পরগণা বার্ত্তাবহ
২১ বঙ্গবাসী
২২ বসুমতী
২৩ বঙ্গবন্ধু
২৪ বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৫ বরিশাল হিতৈষী
২৬ বীরভূম বার্ত্তা
২৭ মালদহ সমাচার
২৮ মুর্শিদাবাদ হিতৈষী
২৯ মেদিনীপুর হিতৈষী
৩০ শিক্ষা-সমাচার
৩১ সঞ্জীবনী
৩২ সময়
৩৩ হিন্দু-রঞ্জিকা
৩৪ সুলভ-সমাচার
৩৫ কাশীপুর-নিবাসী
৩৬ [illegible] ও আনন্দবাজার পত্রিকা
৩৭ এডুকেশন গেজেট
৩৮ মোহাম্মদী
৩৯ মহাবোধি
৪০ সমাজ
৪১ রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ
৪২ বিশ্ববার্ত্তা
৪৩ জ্যোতিঃ
৪৪ চারু-মিহির

মাসিক পত্রিকা—

১ অর্চ্চনা
২ অলৌকিক-রহস্য
৩ আর্য্যাবর্ত্ত
৪ আলোচনা
৫ উদ্বোধন
৬ উপাসনা
৭ কাজের-লোক
৮ কায়স্থ-পত্রিকা
৯ কৃষক
১০ গৃহস্থ
১১ জগজ্জ্যোতিঃ
১২ জন্মভূমি
১৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
১৪ তারা
১৫ তিলি-বান্ধব
১৬ দেবালয়
১৭ নব্য-ভারত
১৮ প্রজাপতি
১৯ প্রবাসী
২০ বঙ্গদর্শন
২১ বাণী
২২ বামাবোধিনী-পত্রিকা
২৩ ভারতী
২৪ ভারত-মহিলা
২৫ ভিষক্-দর্পণ
২৬ মানসী
২৭ মৃন্ময়ী
২৮ শান্তিকণা
২৯ সমাজ
৩০ সরল হোমিওপ্যাথি
৩১ সরস্বতী (হিন্দী)
৩২ সাহিত্য
৩৩ সাহিত্য-সংহিতা
৩৪ সুপ্রভাত
৩৫ হিন্দু সখা
৩৬ হিন্দু-পত্রিকা
৩৭ শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা
৩৮ বাল্যাশ্রম
৩৯ ধর্ম্ম-প্রচারক
৪০ শিল্প ও সাহিত্য
৪১ যোগি-সখা
৪২ আরতি
৪৩ তত্ত্ব-মঞ্জরী
৪৪ নির্ম্মাল্য
৪৫ ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
৪৬ অবসর
৪৭ বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
৪৮ নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী
৪৯ দেবনাগর ঐ
৫০ লক্ষ্মী ঐ
৫১ রঙ্গমঞ্চ
৫২ মহিলা
৫৩ অর্ণা
৫৪ বীরভূমি
৫৫ কৃষি সমাচার
৫৬ বসুধা
৫৭ সেবক
৫৮ উৎসব
৫৯ শ্রীবৈষ্ণব সেবিকা
৬০ শিশু জীবন
৬১ সহৃদয়া (মান্দ্রাজের)
৬২ সচ্চারী সুহৃদ্
৬৩ আর্য্যদর্পণ
৬৪ দারোগার দপ্তর

৬৫ আর্য্য-প্রভা (হিন্দী)

৬৬ কণিকা

৬৭ কার্য্যাধ্যক্ষ

৬৮ কোহিনুর

৬৯ ঐতিহাসিক চিত্র

৭০ প্রচার সংবাদপত্র

৭১ The Dawn

৭২ The Indian World

৭৩ Industry

৭৪ Co-Operator

৭৫ Calcutta University Magazine

৭৬ The Indian Homeopathic Reporter

৭৭ St. Columbus Magazine

৭৮ Indiana

৭৯ The Registrar

ত্রৈমাসিক—১ রঙ্গপুর—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

২ Journal of the Asiatic Society of Bengal

—

১৩১৭ বঙ্গাব্দের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়		ব্যয়		
চাঁদা—	৬৭৫৮।০	বেতন	২১১৮৸৶৫	২২৮৪।৫
প্রবেশিকা	৩২৬৲	এলাউন্স	১৬৫।৵০	
পুস্তক পত্রিকাদি বিক্রয়	১০১৵১০	কমিশন		১৯।০
বিবিধ আয়	৪০৵০	বাড়ী ভাড়া ও ট্যাক্স	২৬৩৵০	৫২৯৸০
এককালীন দান	১৬২০৲	আলোক	২৬৬।৵০	
হাওলাত		বিবিধ ডাকমাশুল		১০৪৪৶০
আমানত গ্রহণ	৩৭২।৵৫	" ব্যয়		৪৭৬৵৭।
	৯২১৮৶১৫	দপ্তর সরঞ্জামী		২০১।৵৫
		আসবাব		১৪১৮৵০
		পত্রিকা মুদ্রণ		১৭২৩৸৶১৫
		কাগজ	৫৭৮৵০	
		মুদ্রণ	১৪৮৫।৵০	
		ছবি	১১৪৶০	
		দপ্তরী	৬৬৵১৫	
			১৭২৩৸৶১৫	
		গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		৮২৯৲
কৈঃ—		বিবিধ		৩৯০।৵১০
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—	৩৬০৶১০	অতিরিক্ত ব্যয়		৯০৫।১০
বর্তমান বর্ষের আয়	৯২১৮৶১৫	পুস্তকালয়		৪৫২৸৵০
	৯৫৭৮৶৫	পরিদ	২৭৬৸৶০	
বর্তমান বর্ষের ব্যয়	৯১৩৮৵৭।	দপ্তরী	১৭৫৸৶০	
উদ্বৃত্ত	৪৪০৵১৭।		৪৫২৸৵০	
		হাওলাত		
		শোধ	১৮৲	১৩৯।১৫
		দাদন	১২১।১৫	
				৯১৩৮৵৭।

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ।

শ্রীগৌরীশঙ্কর দে
আয়-ব্যয় পরীক্ষক।
২৪শে বৈশাখ ১৩১৮

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—ধনরক্ষক।
শ্রীরামকমল সিংহ—হিসাব-রক্ষক।

দেনা—

জের ২৬২৲

৩। স্থায়ী তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত

১৩০৯।১৯শে বৈশাখ ৫০০৲

১৩১৬।৩০শে চৈত্র ৫০০৲

১০০০৲

৪। গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে গৃহীত

হাওলাত ১৩১৫।৩১শে চৈত্র

২০০৲ —— ২০০৲

৫। বিশ্বকোষ প্রেস—

১৭শ ভাগ ৩য় সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণ

বাবত ১৯।১।১৩ মার্চ্চ তারিখের ৮০ নং

বিলের ২৪৯৸০ মধ্যে বাকী

১৯১৵০

৬। বাণী-প্রেস্

বিবিধ মুদ্রণ বাবত

১৭৭ নং বিলের—২৲

২১০ „ „ ১১।০

১৩।০ —— ১৩।০

৭। উইলকিন্স প্রেস্—

বিবিধ মুদ্রণ বাবত—

১৯১ নং বিল ৪৲

১৫০ „ ৭।০

১৫১ „ ৩৲

২১৭ „ ৫৲

২১৮ „ ২।০

২৪৩ „ ৫৲

২৪৭ „ ৫৲

২৫৬ „ ১৸৵০

২৬০ „ ২৲

৩১৸৵০ —— ৩১৸৵০

১৭০১৸০

দেনা—

জের ১৭০১৸০

৮। কটন প্রেস্—

১৭শ পত্রিকা মুদ্রণ বাবত

৩৪৯ নং বিলের ৫৩৩॥০

মধ্যে বাকী ১৮৩॥০———১৮৩॥০

৯। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ—

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের চাঁদা বাবত

আমানত জমা—

১৩১৬ সালের উদ্বৃত্ত ৩৯৶০

১৩১৭ " ১১ই জ্যৈষ্ঠ ৫০৲

" ১৬ " ২৫৲

" ২০ " ৫০৲

" ২রা ভাদ্র ২৫৲

" ২০শে আশ্বিন ৫০৲

" ২৫শে চৈত্র ৫০৲

২৮৯৶০

বাদ ১৮ জন সভ্যের ১৮৲

প্রবেশিকা

২৭১৶০———২৭১৶০

১০। শ্রী[illegible] মিত্র পুস্তক বিক্রেতা

পুস্তকের মূল্য—

২৬।৩।১১ তাং ১নং বিল ২০৲

৯।৮।১১ তাং " ১৩৲

২৭।৭।১১ তাং ৪ " ৭৲

৪০৲

১১। ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী—

সাহিত্য-সম্মিলন সংক্রান্ত কাজের জন্য

শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক খরিদ

৩০।৩।১১ তাং ১০৸১০

৩১।৫।১১ তাং ৭৸

১৮৶১০

২২১৯৸১০

দেনা—

জের ২২১৭৮/১০

১২। পি, সি, ভট্টাচার্য্য—
আসবাব প্রস্তুতকর্ত্তা
৫ আলমারী খরিদের ১৪।৩।১১ তাং
৫৭নং বিল— ১০৮৲

১৩। প্রভু সিংহ ইলেক্‌ট্রিক-কণ্ট্রাক্টার
পাখার পইণ্ট যোজনা করার দরুণ
২২।৮।১০ তাং ১১২ নং বিল—
৮০৲
আলো মেরামত করার দরুণ
২০।৩।১১ তাং ১৫১।১১ নং বিল
৬৸০
৮৬৸০

১৪। ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন
লিমিটেড্‌, ১৯১১।২৮শে ফেব্রুয়ারী
হইতে ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিল নং
১০১৯
১১ ১৬৸০

১৫ মেসার্স এস্‌, ফ্রেণ্ডস্‌ এণ্ড কোং
পোষাক বিক্রেতা, পিয়নদের পোষাক
প্রস্তুত বাবত
৭।১২।১০ তাং ৩১৭নং বিলের বাকী
২০৲
ঐ বাবত ২০।১২।১০ তাং ৩৫৫নং
বিলের বাকী ৮৲
২৮৲

১৬। ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং
কোং, "কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর" মুদ্রণ
বাবত ১।৩।১১ তাং ১০২৫নং বিলের
৫০৲ মধ্যে বাকী ২৫৲

২৪৮৩৸/১০

দেনা—

জের ২৪৮৩৸৵১০

১৭। কে, এম, বসু,—
চেয়ার সরবরাহকারী
চেয়ার ভাড়া বাবত
২৩শে মাঘের অধিবেশনের জন্য ২৸৵০
৮ই চৈত্র " " ২।৵৫
১৮ই " " " ২।৵০

৭৸৵৫

১৮। বাড়ী ভাড়া—
পিয়নদের ঘর ভাড়া বাবত ১৩৷০

১৯। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
কাশীরাম স্মৃতিসভার খরচের জন্য
হাওলাত ৩০৲

২০। কর্মচারীদিগের বেতন ২২৩৲
ও এলাউন্স বাকী

২১। শ্রীমধুসূদন অধিকারী
অনাদিমঙ্গলের কাপি প্রস্তুতের
পারিশ্রমিক ১৫৲
ও পাহাড়ের খাতা ৫৲
২০৲

২২। মুন্সী ওয়াহিদুদ্দিন
চিত্রশালার মূর্তি প্রভৃতিতে চিহ্ন দেও-
য়ার পারিশ্রমিক বাবত ৬।৩।১১ তা
বিল ৬,১০

২৩। বিরাজুদ্দিন দপ্তরী
১৭শ ও সংখ্যা পত্রিকা বাঁধাই বিল
১৩৲
খাতাপত্র বাঁধাই বিল
২০৲

৩৩৲

২৪। বেশী টাকা আদায় ২২২৷০

৩১০৯৸৫

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল

১৩১৭

আয়—		ব্যয়—	
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৭৭।/০	শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শনের পারিশ্রমিক	৫০০৲
শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের দান	৫০০৲	প্রভু সিংহ ইলেক্‌ট্রিক কন্ট্রাক্টার মন্দিরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট বসাইবার ১ বিল শোধ	১২০৲
দুবলহাটীর কুমারগণের প্রতিশ্রুত দান ৩০০৲ মধ্যে গত বর্ষ ১০০৲ আদায় বাদে পাওয়া যায়	১০০৲		
	৮৭৭।/০		৬২০৲

বৈঃ

আয় ৮৭৭।/০

ব্যয় ৬২০৲

২৫৭।/০

এই টাকার মধ্যে ধনরক্ষকের নিকট ১০০৲ এবং বাকী ১৫৭।/০ সম্পাদকের নামে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের দেনা পাওনা

পাওনা—

ভাগ্যকুলের জমিদারগণের প্রতিশ্রুত ২০০০৲ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত ১৮৭।০ বাদে	১৮১২।০
৺রমানাথ ঘোষ	৫০০৲
শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু রায়	৩০০৲
,, রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর	৩০০৲
৺রাধাপ্রসাদ রায়	২৫০৲
৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া	২০০৲
৺নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	১০০৲
ভুবনহাটীর কুমারগণের ৩০০৲ মধ্যে	১০০৲
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র	১০০৲
	৩৬৬২।০

দেনা—

১৩১৪।২৯শে পৌষ	
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গৃহীত হাওলাত	১৯৮৸/০
১৩১৫।	
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গৃহীত হাওলাত	৪০০৲
স্থায়ী তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত	২০০০৲
৺হেমচন্দ্র স্মৃতি তহবিল হইতে গৃহীত হাওলাত	৬৭৲
১৩১৬।৩১ চৈত্র—	
স্থায়ী তহবিল হইতে গৃহীত	১০৭।৵১০
	৩৭৬৭।৵১০

শ্রীরামকমল সিংহ

হিসাব রক্ষক

মধুসূদন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আয়		ব্যয়
৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষণের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত চাঁদা	৮০৲	১৩১৪ সালে পরিষৎ তহবিলে হাওলাত ৮০৲

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

নবীনচন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান

১।	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর		২০০৲
২।	রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর		২৮৮৵১৫
৩।	কুমার ,,	মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	১০০৲
৪।	,,	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
৫।	ডাক্তার ,,	রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ ডি এল্, সি, আই ই, সি. এস আই	৫০৲
৬।	,,	সারদাচরণ মিত্র এম্ এ. বি এল্	৫০৲
৭।	,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ. বি এল্	৫০৲
৮।	,,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ. বি এল্	৫০৲
৯।	কুমার ,,	অরুণচন্দ্র সিংহ	২৫৲
১০।	,,	বিজয়চন্দ্র সেন	২৫৲
১১।		মিঃ এ চৌধুরী এম্ এ	২৫৲
১২।	,,	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৲
১৩।	মাননীয় ,,	বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি এল্	২৫৲
১৪।	অধ্যাপক ,,	সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ	২৫৲
১৫।	,,	মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ. বি এল্	১৫৲
১৬।	,,	নগেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
১৭।	,,	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ	১০৲
১৮।	,,	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	১০৲
১৯।	,,	মন্মথমোহন বসু এম. এ	১০৲
২০।	,,	সরলকুমার বসু	১০৲
২১।	রায় ,,	শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	১০৲
২২।	কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন		১০৲
২৩।	,,	ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর	১০৲
			১১৩৩৵১৫

জের			১১৩৩৸১৫
২৪।		শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার	৫৲
২৫।	অধ্যাপক	„ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	৫৲
২৬।	„	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	৫৲
২৭।	„	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	৫৲
২৮।		„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৫৲
২৯।		„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৲
৩০।	মহারাজকুমার	„ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৫৲
৩১।	অধ্যাপক	„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ	৫৲
৩২।		„ হরিপদ মিত্র বিএ	২৲
৩৩।	ডাক্তার	„ পি সি রায় পি এচডি, ডি এস্সি	৫৲
৩৪।	রায় সাহেব	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এল্ এম্ এস্	৫৲
৩৫।		শ্রীযুক্ত বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	২৲
৩৬।		„ কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ বি এল্	[illegible]
৩৭।		„ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ বি এল্	[illegible]
৩৮।		„ ডাঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচডি	[illegible]
৩৯।		মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	[illegible]
৪০।		„ রঘুপতি ঘটক	[illegible]
৪১।		„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বিএল্	[illegible]
৪২।		„ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	[illegible]
৪৩।		„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
৪৪।		„ ডি এল্ কাস্ত্তগির	২
৪৫।		„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	২৲
৪৬।		„ বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, বিএস্ সি	২৲
৪৭।		„ বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্	২৲
৪৮।		„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
৪৯।		„ জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্	২৲
৫০।		„ জে, সি, ডি,	২৲
৫১।		„ বি, সি, ডি	২৲
৫২।		„ সি, সি, সি	২৲
৫৩।		„ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্	২৲
			১২৩২৸১৫

জের	১২৭২৮।১৫
৫৪। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দত্ত	২৲
৫৫। ,, গুরুদাস আঢ্য	২৲
৫৬। জনৈক কলিকাতাবাসী	২৲
৫৭। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	১৲
৫৮। ,, রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৫৯। ,, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
৬০। ,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
৬১। ,, সতীশচন্দ্র মিত্র	১৲
৬২। ,, সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্	১৲
৬৩। ই এন্ ই এম্	১৲
৬৪। ,, হেমচন্দ্র মিত্র	১৲
৬৫। ,, অতুলচন্দ্র দত্ত	১৲
৬৬। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার	১৲
৬৭। ,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১৲
৬৮। ,, তড়িৎকুমার রায় বি এল্	১৲
৬৯। ,, চারুচন্দ্র মিত্র	১৲
৭০। মিঃ এ, সি, পাল	১৲
৭১। ,, এল্, মিত্র	১৲
৭২ ,, ডি, সি, মিত্র	১৲
৭৩। ,, পি, সি, মিত্র	১৲
৭৪। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস	১৲
৭৫। ,, চন্দ্রশেখর সেন	১৲
৭৬। ,, হেমেন্দ্রকুমার বসু (হিন্দু হোষ্টেল)	১৲
৭৭। ,, প্রফুল্লকুমার রায় ,,	১৲
৭৮। ,, গোপবন্ধু চৌধুরী	১৲
৭৯। হিন্দু হোষ্টেল হইতে প্রাপ্ত	১৬৲
৮০। ,, কৃষ্ণকুমার সেন	১৲
৮১। ,, সরোজবন্ধু সেন	১৲
৮২। ,, সারদাপ্রসন্ন পাল	১৲
৮৩। ,, জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল	॥০
	১২৮৬।১৫

রমেশ-ভবন তহবিল

আয়—

চাঁদা—

নাম	টাকা
মহারাজ গাইকোয়াড় বরোদা	৫০০০৲
মিঃ জে এন গুপ্ত	১৫০৲
রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়	১০০৲
মিঃ পি এন বসু	১০০৲
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
মিঃ আর এন মুখার্জি	১০০৲
মিঃ এস. পি. সিংহ	১০০৲
সার বিপিনকৃষ্ণ বসু	১০০৲
মিঃ অশোক বোস	৫১৲
রায় বুধসিংহ দুধোরিয়া	৫০৲
রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৫০৲
মাননীয় মিঃ চিংনবীশ	৫০৲
রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়	৫০৲
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী	৫০৲
মিঃ বি এন মিত্র	৫০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০৲
ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
মি. ডি এন বসু	৩৪৲
মিঃ জে এন রায়	৩৫৲
মিঃ এ এন চৌধুরী	৩৫৲
মিঃ এন এন সরকার	৩৫৲
মি আর সি বানার্জি	৩৪৲
মিঃ হরকিষণ লাল	৩২৲
রাজা বনবিহারী কপুর	২৫৲
মিঃ এস এম বসু	১৭৲
মিঃ জে চাটার্জি	১৭৲
মিঃ এচ ডি বসু	১৭৲
	৬৫৭২৲

ব্যয়—

বিবরণ	টাকা
দপ্তর সরঞ্জামী	২১৷৷৵০
ডাক মাশুল	৭২৸৵১৫
গাড়ী ভাড়া	১৮৸১০
মুদ্রণ	১৩৯৷০
বেতন ও এলাউন্স	১১৭৸১৫
	৩৭০৮৶০

কৈঃ—

আয়	৬৬৮৯৵৫
ব্যয়	৩৭০৮৶০
	৬২৯২৷৵০

ধনরক্ষকের নিকট	৬২১৮৵৫
হাতে মৌজুদ	৬৮৶০

শ্রীরামকমল সিংহ

হিসাব-রক্ষক।

আয়—

জমা জের	৬৪৭৯৲
রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়	১৫৲
শ্রীযুক্ত প্রাণমোহন ঠাকুর	১৫৲
" যোগেশচন্দ্র রায়	১৫৲
" গৌরহরি সেন	৫৲
" লছমন দাস	৫৲
" সি ভি, রঙ্গম চেটী	৫৲
" ডি আর থিয়াগারুপিয়ার	৫৲
" এস্ সি বসু	২৲
" শ্রীমতী লীলাবতী	১৲
পোর্টব্লেয়ারে আদায়	
মাঃ ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫০।০
কলিকাতা স্বদেশী মেলায়	
সংগৃহীত	৪০৵৫
মিঃ এ কে মুখার্জি	১০৲
মিঃ সুব্রহ্মণ্য	৫৲
খুচরা আদায়	১০৷৵০
	৬৬৬৩।৫

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল

আয়—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—

৪২২৲

১৩১৭।৩০শে চৈত্র—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের ১৩১৭ সালের গ্রন্থ প্রকাশার্থ দান ৮০০৲

১২২২৲

ব্যয়—

১৩১৭।১৪ই আশ্বিন—

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ মুদ্রণ জন্ত বাণীপ্রেসে কাগজের মূল্য বাবদ দেওয়া যায়—

মাঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

৭৫৲

ঐ তারিখ—

চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রণ জন্ত কাগজের মূল্য বাবত উইলকিন্স প্রেসে দেওয়া যায়—

মাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

২২৫৲

৩০০৲

শ্রীরামকমল সিংহ

হিসাবরক্ষক।

মোট—

আয়	১২২২৲
ব্যয়	৩০০৲
উদ্বৃত্ত	৯২২৲

এই টাকা ১৩১৭।৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত পোষ্ট-আফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে সম্পাদকের নামে জমা আছে। তদ্ব্যতীত ১৩১৪।৩১শে চৈত্র তারিখে সাধারণ তহবিলে ২০০৲ দুই শত টাকা হাওলাত দেওয়া আছে।

হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল

আয়—

হেমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির
নিকট হইতে প্রাপ্ত—
মাঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

৫৭৫৶৫

কৈঃ—

আয়	৫৭৫৶৫
ব্যয়	২৪৬৲
উদ্বৃত্ত	৩২৯৶৫

এই টাকা ১৩১৮।২রা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সম্পাদকের নামে পোষ্ট আফিসের সেভিংস্‌-ব্যাঙ্কে জমা আছে—

ব্যয়—

১২১০।১লা ফাল্গুন—
পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায় ১০০৲

১৩১৫।৩১শে চৈত্র—
ঐ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায়— ৮২৲

ঐ তারিখ—
গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া যায় ৬৪৲

২৪৬৲

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

স্থায়ী-তহবিল

আয়—

১৩০৯।১৯শে বৈশাখ—
মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর— ৫০০৲

১৩১৫।১৯শে অগ্রহায়ণ—
নবগৃহে পুণ্যাহ উপলক্ষে আদায় ১৭৲

২১শে অগ্রহায়ণ—
গৃহপ্রবেশ উৎসবে পূজা আদায় ২১৸/১২॥০

৫৩৮৸/১২॥০

ব্যয়—

১৩০৯।১৯শে বৈশাখ—
পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত ৫০০৲

১৩১৫।
গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে হাওলাত ২০০০৲

২৫০০৲

আয়—

জের—

১৩১৬।১৪ই বৈশাখ—

ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ২০০০৲

মেসার্স সি, কে, সেন এণ্ড কোং ১৫০৲

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০৲

২৫০৲ মধ্যে

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫০০৲

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন

৫০০৲ মধ্যে ২৫৲

১৩১৭।—

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৲

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন

বাকী ৪৭৫৲ মধ্যে ১০০৲

কুমার শরৎকুমার রায় ১০০০৲

রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ

৫০০০৲ মধ্যে ১০০০৲

৪৪৩৮৸/১২১

ব্যয়—

জের—

১৩১৬।৩০শে চৈত্র—

পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত ৫০০৲

৩১শে চৈত্র—

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে হাওলাত ১০৪৸/১০

কুমার মন্মথনাথ মিত্রের ৫০০৲

আদায়ের কমিশন ৫০৲

১৩১৭।

৩১৫৪৷/১০

ঠিক—

আয়—৪৪৩৮৸/১২১০

ব্যয়—৩১৫৪৷৴১০

১২৮৪৷১২

এই টাকা ১৩১৮।২ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সম্পাদকের নামে জমা আছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

হিসাব-রক্ষক।

৺রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল

আয়—

চাঁদা

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র	
" ৫০৲ মধ্যে	৫৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲
" সুকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৲
ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৫৲
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
বন্ধুগণ	১৷৵০
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত	১৲
" সত্যচরণ রায়	১৲
" প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
বেড়া বনগ্রাম সমিতি	১৲
পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৷০
শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায়	৷০
	২৮৷৵৫

এই টাকা ১৩১৮।২রা জ্যৈষ্ঠ সম্পাদকের নামে পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা আছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক।

৺শিশিরকুমার স্মৃতি-তহবিল

আয়—

চাঁদা

শ্রীযুক্ত রায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০৲
„ গোপালদাস চৌধুরী	১০৲
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী	২৫৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	২৫৲
„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল	৫৲
„ অমৃতলাল বসু	৫৲
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর	৫৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৲
„ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু	৪৲
„ শৈলেন্দ্রকুমার বসু	৪৲
„ অনন্তনারায়ণ সেন	২৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	২৲
„ ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু	২৲
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৲
	১১৫৲

ব্যয়—

৺শিশিরকুমার ঘোষের তৈল চিত্র প্রস্তুত জন্য চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পালকে অগ্রিম দেওয়া যায়	২০৲
	২০৲

কৈঃ—

আয়	১১৫৲
ব্যয়—	২০৲
	৯৫৲ *

* এই টাকার মধ্যে ১৩১৮।২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সম্পাদকের নামে পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে ৮০৲ জমা আছে—এবং কার্য্যালয়ে ১৫৲ জমা আছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক

পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন তহবিলের অর্থ পরিষৎ-সম্পাদকের নামে পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে—

স্থায়ী তহবিল	২২৮৪৷৷২৷০
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	১৫৫৪৵০
হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল	৩২৯৵৫
রজনীকান্ত সেন তহবিল	২৮৶৫
শিশিরকুমার তহবিল	৮০৲
গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	৯২২৲
	৩৭১১৸৵১২৷০

শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাব-রক্ষক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

তৃতীয় খণ্ড

প্রতিমূর্ত্তির তালিকা

১। রামমোহন রায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত।

৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

ছবি

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২। দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৭। চন্দ্রনাথ বসু—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

৮। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১০। রামতনু লাহিড়ী—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১১। কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন—শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায় প্রদত্ত ফটো হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

১২। আনন্দরাম বড়ুয়া— | শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দত্ত ফটো

১৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত— | হইতে পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত

১৪। রামগোপাল সেন—৺কালীপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১৫। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।

১৬। রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর— " " "

১৭। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১৮। রাজনারায়ণ বসু— " " " " "

১৯। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

২০। উমেশচন্দ্র বটব্যাল—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
২১। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিষদের যত্নে প্রস্তুত।
২২। স্বামী বিবেকানন্দ—বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত।
২৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
২৪। রামমোহন রায়—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত।
২৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রদত্ত।
২৬। দুর্গাদাস কর—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
২৭। রজনীকান্ত গুপ্ত—পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত
২৮। রামদাস সেন—শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
২৯। হরধান তন্ত্র—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
৩০। মদন তন্ত্র—শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
৩১। কতিপয় পুরাতন চিত্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত।
৩২। মেরী কার্পেন্টারের অঙ্কিত ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের সমাধি শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত।
৩৩। সীতারামের কীর্তির ধ্বংসাবশেষের ফটো—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্তৃক প্রদত্ত।

ছাত্র-সভার কার্য্য-বিবরণ

১৩১৭

আলোচ্যবর্ষে ছাত্র সভ্যের সংখ্যা মোট—৯১
তন্মধ্যে নূতন ছাত্র সভ্যের সংখ্যা—১০
গত বৎসর ছাত্র সভ্য সংখ্যা ছিল—১০২

এ বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণের আবেদন প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত নানা বিষয়ের উত্তর দিতে হওয়ায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার ছাত্র-শাখার কার্য্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের ছাত্রবৃন্দ যে পরিষদের অনুষ্ঠানটিকে সফল করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং পরিষৎ প্রবর্ত্তিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা আমরা এ বৎসর অনেক অধিক প্রবন্ধ পাইয়াছি। অবশ্য ছাত্রগণের নিকট হইতে সব সময়েই যে মৌলিকতা বা গভীর গবেষণার আশা করা যাইতে পারে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু ছাত্রগণ যে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে পাঠ্য-পুস্তকের বাহিরের বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন মানসিক স্ফূর্ত্তির অবকাশ ও সুযোগ লাভ করেন, ইহাও পরিষদের পক্ষে এবং সাধারণতঃ ছাত্র-শিক্ষার পক্ষে কম লাভের বিষয় নহে। যাঁহারা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ছাত্র-জীবনে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত দেশের ইতিহাস, দেশের প্রবাদ,

দেশের ভাষা ও কলমূলাদির আলোচনা করিয়া এখন হইতেই ঐ সকল বিষয়ে কাজ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে বস্তুতঃই পরিষৎ অনেক আশা করিতে পারেন। যে সকল ছাত্র অন্য শত প্রকার আমোদ ও অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া পরিষদের কার্য্য ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব এখানেই যে শেষ হইতেছে তাহা নহে। তাঁহাদের জীবনের সহিত বঙ্গ-সাহিত্য তথা সাহিত্য-পরিষদের এমন একটি ঘনিষ্ঠ ও অতি প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে যাহা তাঁহাদের ভবিষ্য জীবনে অশেষ ফলোপধায়ী হইবে। এই যে ক্ষুদ্র ঋণ তাঁহারা পরিষদের নিকট হইতে এখন গ্রহণ করিতেছেন, ইহা ক্রমে চক্রবৃদ্ধি অনুসারে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদের সমগ্র জীবনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে। যতদিন সেই ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন উত্তমর্ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের মুখের দিকে আশান্বিত হইয়া রহিবেন। এই যে ক্ষুদ্র প্ররোচনা ইহা হইতে যে বিপুল আত্মত্যাগের জন্য আহ্বান-ধ্বনি জন্মলাভ হইবে, তাহার পরিণাম লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। আমি আশা করি, যে পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণ ঐকান্তিকভাবে সাহিত্যের সেবা করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

আলোচ্যবর্ষে ছাত্রসভার অধিবেশন সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। পরিদর্শক অনেক সময় জ্বরে পীড়িত থাকায় অধিবেশন আশানুরূপ হইতে পায় নাই। ছাত্রসভার একটি অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি, সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত ও ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ঐ সভায় ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেনগুপ্ত "চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ বিষয়ে সভাপতি মহাশয় বহুকাল আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ লেখকের অনেক প্রশংসা করেন এবং একটি গবেষণা পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেন। ছাত্রসভার প্রতি ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যে অকৃত্রিম স্নেহ আছে, এজন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদাই।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—আমাদের সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক সময় ছাত্র-সভা সংক্রান্ত কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ছাত্র সভ্যদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ছাত্রগণের পুরস্কারার্থে কুড়ি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এজন্য সাহিত্য-পরিষৎ নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। আমি ছাত্র-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, রচিত 'বঙ্গপালের গড়' নামক প্রবন্ধ সাধারণ মাসিক সভায় পঠিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত রাধালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ রচিত 'জ্ঞানদাসের জন্মভূমি' নামক প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্, এ—(১) বঙ্গপালের গড়
(২) পদাবলী হইতে ক্রিয়াপদ সংগ্রহ
(৩) রাজবংশী ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত রাধালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ—(১) জ্ঞানদাসের জন্মভূমি
(২) ভালবাসার জন্মকথা

" সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্‌,এ—(১) সাংখ্যদর্শন সার
(২) বাউল সম্প্রদায়

" শশিকান্ত সেনগুপ্ত—(১) চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন
(২) প্রাচীন জাপানে ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক
(৩) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক
(৪) লামা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পদ্মসম্ভব

" কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য—(১) পাবনা জেলার গ্রাম্যশব্দ ও তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব
(২) নবরত্ন-মন্দির
(৩) পাবনা জেলার নমঃশূদ্র সমাজের ইতিহাস।

" সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত— বিক্রমপুরের ক্রিয়াপদ।

" কুমুদবন্ধু রায়গুপ্ত— (১) স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী
(২) তারাপ্রসন্ন রায়ের গান সংগ্রহ।

" যোগেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ক্রিয়াপদ সংগ্রহ

" উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ—দার্শনিক পরিভাষা সংকলন

" নগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি.এ—সাংখ্যের পুরুষ-তত্ত্ব

" শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ— ডাঃ সীতানাথ ঘোষের জীবনী (সংক্ষিপ্ত) ও তৎ-প্রণীত Medical Magnetism প্রয়োগের

" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— রূপকথা ও আলপনা।

এই সকল প্রবন্ধ দেখিয়া তাঁহাদের গুণের তারতম্য বিচার করা কঠিন ব্যাপার। কোনও প্রবন্ধে সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়, আবার কোনও প্রবন্ধে তাদৃশ চেষ্টা না থাকিলেও সংগ্রহগুলির শ্রেণীবিভাগে যথেষ্ট নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও প্রবন্ধে পরিশ্রমের, কোনও প্রবন্ধে প্রতিভার তারতম্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে পুরস্কারের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যে বিশেষ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং নিম্নে যে শ্রেণী বিভাগ করা হইল তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ছাত্রগণ যদি পরিষদের এই পুরস্কারকে সাধারণতঃ তাঁহাদের পরিশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান অথবা পরিষদের শুভকামনার অভিজ্ঞান স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা হইতে তাঁহাদের প্রভূত বল ও উৎসাহ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগ্যতার তারতম্য আরও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইবে। এখানে তাহার প্রয়োজনীয়তা সেরূপ নাই বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্‌ এ "ধর্ম্মপালের গড়" নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম ও বিচারণী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক নিজে ধর্ম্মপালের গড় দেখিয়া আসিয়াছেন। ঐ গড় সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত আছে তাহার সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "ধর্ম্মপালের গড়" কোনও পালবংশীয় রাজার নির্ম্মিত নহে। একাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে ধর্ম্মপাল নামে কোনও সামন্ত রাজার দ্বারাই ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পরিদর্শকের প্রবর্তনায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া তাহা হইতে কতিপয় ক্রিয়া পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন রঙ্গপুরে অবস্থান কালে ইনি রাজবংশী ভাষার বিশেষত্ব আলোচনা করিতে-ছিলেন। সে স্থান হইতে চলিয়া আসিতে হওয়ায় এ বিষয়ে তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত মণিকান্ত সেন গুপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচারের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি পালি ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন সুতরাং তাঁহার এ বিষয়ে অনুশীলন যে সার্থক হইবে তাহা আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। "চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তন" একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ। অনেক পুস্তক হইতে প্রবন্ধলেখক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণগণ কিরূপে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিলেন, তাহারই একটি ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"প্রাচীন জাপানে ভারতীয় বৌদ্ধপ্রচারক" (বোধিসেন) একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। লেখক যদিও একটি প্রবন্ধ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা হইতে লেখকের অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"লামা ধর্মের প্রবর্তক পদ্ম সম্ভব" একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। Mr. Waddel প্রণীত Buddhism of Tibet নামক গ্রন্থ হইতে এই আখ্যায়িকা লওয়া হইয়াছে।

"সিংহলে বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক ভিক্ষু মহেন্দ্র, ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা" প্রসিদ্ধ দীপবংশের বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলিত করিয়া প্রবন্ধলেখক তাঁহার রচনাকে উপাদেয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ রচিত "জ্ঞানদাসের জন্মভূমি" ক্ষুদ্র হইলেও সারগর্ভ। জ্ঞানদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে যে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা প্রবন্ধলেখক দূর করিয়া দিয়াছেন।

ইঁহাদের তিনজনকে ৫০৲ টাকার পুরস্কার সমান ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়ার জন্য আমি কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্.এ সাংখ্যদর্শন সার নামে একটি উপাদেয় রচনা ছাত্র-সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাউল সম্প্রদায় জন্য পুরস্কারের জন্য রচিত। সেটি বাদ দিলেও ছাত্রসভার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া কর্তব্য মনে করি।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ পূর্ব্ববঙ্গের দেশজ ক্রিয়াপদগুলি পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগ্রহ সম্পূর্ণ না হইলেও, তাহার প্রণালী মন্দ নহে। ইনি ময়মনসিংহে গিয়া সেখানকার তথ্য সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন। ইঁহার নিকট আমরা অনেক কাজ আশা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত একজন উৎসাহী ছাত্রসভ্য। ইঁহার সংগ্রহ মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইনি আরও অনেক কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

ইঁহাদের তিনজনকে ৩০৲ টাকার পুরস্কার সমান ভাগ করিয়া দিবার জন্য কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অনেকগুলি ব্রতকথা ও চিত্রসহ আলপনা ও তাহার তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখনও তাঁহার সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নাই, তিনি এ বিষয়ে পরিশ্রম করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি,এ কতকগুলি দার্শনিক পরিভাষা সংকলন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আশা করা যায়, তিনি এ বিষয়ে অনুশীলন করিলে আমরা যথেষ্ট উপকার লাভ করিব।

শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য পাবনা জেলার কয়েকটি কৌতূহলজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ সংকলন সম্পূর্ণ হইলে এ বিভাগের একটি প্রকৃত কাজ হইবে।

এই চারিজন ছাত্রসভ্যকে ২০৲ টাকার পুরস্কার সমান ভাগ করিয়া দিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক।

সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পুস্তকালয়ে ৪২৫ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২৫ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে ও ১০০ খানি ক্রীত হইয়াছে এবং পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে সংবাদ পত্র হিসাবে ১৯ খানি সাময়িক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ৬২ খানি সংবাদ পত্র নিয়মিত রূপে আসিয়াছে। তন্মধ্যে দৈনিক ৫ খানি, সাপ্তাহিক ৫৪ খানি, পাক্ষিক ১ খানি ও মাসিক ২ খানি। আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পুঁথির সংখ্যা ৭২৫ ছিল; ইহার পরে ৫৪ খানি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিষদের বেতনভোগী পুঁথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯ খানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এপর্য্যন্ত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষৎকে প্রায় পাঁচ শত পুঁথি উপহার দিয়াছেন।

(ক) পরিষদের সাময়িক পত্র সংগ্রহ বিভাগে খণ্ডিত সংখ্যা সকল সংগ্রহ করিয়া গত বৎসর অনেক গুলি মাসিক পত্রের খণ্ড সম্পূর্ণ করিতে পারা গিয়াছে। বিনিময়ে প্রাপ্ত যে সকল পত্রিকা ১৩১৭ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং এইরূপ সংগ্রহের দ্বারা যে সকল মাসিক পত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে সে গুলি বাঁধাইয়া এই বিভাগের ২৫ খানি গ্রন্থ বাড়ান গিয়াছে।

(খ) পুস্তকালয়ে সংগৃহীত গ্রন্থাদির মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বিভাগের তিন প্রকার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; (১) সংখ্যানুসারিণী, (২) বর্ণানুসারিণী, ও (৩) গ্রন্থকারানুসারিণী। বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(গ) পুস্তকালয়ে সংগৃহীত, সংস্কৃত, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষার যে সমস্ত পুস্তক আছে সেগুলিও বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া আলমারিতে সাজাইয়া ঐরূপ বিবিধ তালিকাভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকার কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, এখনও শেষ হয় নাই।

(ঙ) পুঁথির কার্য্যও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি পুঁথি গুলি সুসজ্জিত অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য বহুব্যয়ে দ্বিতল গৃহে আলমারি প্রস্তুত করাইতেছেন।

গত বৎসর বাঙ্গালাগ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারের ইতিহাস সংগ্রহের সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের প্রতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হওয়ার প্রথম সময় (১৭৭৮ খৃঃ) হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত (১৯১১ খৃঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত ছাপা গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হয়। সেই তালিকা মুদ্রিত হইতেছে। উহা হইতে দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থ সংগ্রহের যথেষ্ট সাহায্য হইবে আশা করা যায়। নব্য-সাহিত্য সংগ্রহে এবৎসর প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই; তবে নব্য-সাহিত্য বিভাগের তালিকাদি প্রস্তুত হওয়ায় উহা সদস্যগণের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি অনুসারে বর্ত্তমান বর্ষে যথাসময়ে তৎসম্পর্কে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইলে সাধারণে এ পুস্তকালয় ব্যবহার করিতে পারিবেন।

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থ-রক্ষক।

চিত্রশালা

মুদ্রা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় মোট ৮০টি প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০টি সুবর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৫০টি তাম্র। পরিষদের অন্যতম আশ্রয়স্থল মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রাচীন গুপ্ত রাজবংশের চারিটি ও শকরাজগণের দুইটি সুবর্ণ মুদ্রা ২৫৫৲ টাকায় ক্রয় করিয়া পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে পরিষদের চিত্রশালায় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা ছিল না। মহারাজ বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত ছয়টি সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে দুইটি সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা। মহারাজ বাহাদুর গুপ্ত-বংশের শেষ সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রাও প্রদান করিয়াছেন। শকরাজগণের মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে "হু" নামক রাজার সুবর্ণ মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এসিয়াখণ্ডের মধ্যে কলিকাতার চিত্রশালা সর্ব্বপ্রধান ও পৃথিবীতে যতগুলি এসিয়াটিক সোসাইটি আছে তাহার মধ্যে বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটি সর্ব্বপ্রাচীন। কলিকাতার চিত্রশালায় গত পঞ্চাশত বর্ষের মধ্যে যতগুলি মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির একশত পঁচিশ বর্ষ ব্যাপিনী চেষ্টায় যত প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা একত্র করিয়া কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এই বিশাল সংগ্রহের মধ্যে "হু"র একটি মাত্র সুবর্ণ মুদ্রা আছে। পরিষদের হিতসুহৃদ্ লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর আকবরের একটি ও সের সাহের একটি সুবর্ণ মুদ্রা ১১০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রদান করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ও সেই যজ্ঞে আহূত ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিবার জন্য নূতন আকারের সুবর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার একটি লালগোলার রাজা বাহাদুর ২৫০৲ মূল্যে খরিদ করিয়া পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। ইহার এক পৃষ্ঠে যূপবদ্ধ অশ্ব ও অপরপৃষ্ঠে শরহস্তে রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ভারতীয় চিত্রশালা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতার চিত্রশালায় এইরূপ দুইটি মুদ্রা

আছে। এতদ্ব্যতীত গতবর্ষে শক সম্রাট্ কণিকের একটি "অর্দ্ধ সুবর্ণ" মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতার চিত্রশালায় একটিও অর্দ্ধসুবর্ণ মুদ্রা নাই। তাম্র মুদ্রাগুলির অধিকাংশ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১।	স্বর্ণ	রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	কবিরুদ্দিন সের সাহ ৯৩ × হিঃ
২।	„	„	আকবর ১ম তাণ্ডা টাকশাল
৩।	তাম্র	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	নেপাল সুরেন্দ্র বিক্রমের সং ১৯৫২
৪।	„	„	বীর বিক্রম সং ১৮৫৫ × × বীর বিক্রম সং ১৮৫ ?
৫।	„	„	বীর বিক্রম সাহ সং ১৯৮০
৬।	„	„	সুরেন্দ্র বিক্রম
৭।	„	„	ঐ
৮।	„	„	ঐ
৯।	„	„	ঐ সং ১৯৫২
১০।	„	„	ঐ ?
১১।	„	„	ঐ সং ১৯৫২
১২-১৩।	„	„	ঐ সং ১৯৫১
১৪-১৫।	„	„	ঐ ?
১৬-১৯।	„	„	বীর বিক্রম সাহ ১৯৫১
১০-২২।	„	„	„ ১৯৫২
২৩।	„	„	„ ১৯৫৩
২৪-২৭।	„	„	„ ১৯৫৪
২৮।	„	„	„ ১৯৫৫
২৯।	„	„	„ ১৯৫৬?
৩০।	„	„	„ ১৯৫৯
৩১-৩৩।	„	„	„ ১৯৬১
৩৪-৩৭।	„	„	„
৩৮।	„	„	[illegible]জীরাও [illegible]
৩৯।	„	„	„ ১৯৪৪
৪০-৪১।	„	„	সং ১৯৪৬, ১৯৪৮
৪২।	„	„	মাধবরাও সিন্দে সং ১৯৪৭
৪৩।	„	„	„ ১৯৪৮

৪৪-৫০।	তাম্র	শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	সাহ আলম্ ২য় ৩১ বনারস্
৫১-৫৪।	"	"	শাহ জহাঁ বেগম ভূপাল
৫৫।	"	"	মহারাজা রামসিংহ জয়পুর
৫৬।	"	"	মল্লারনগর (পন্না)
৫৭।	"	"	মহারাজা রণজিৎ সিংহ
৫৮।	"	শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	সয়াজীরাও গায়কোবাড় সং ১৯৪১
৫৯।	"	"	" ১৯৪৮
৬০।	"	"	" ১৯৫০
৬১।	"	"	" রতলাম রাজা ১৯৫৫
৬২।	"	"	শিবাজীরাও হোলকার ১৯৫৫
৬৩।	"	"	সুরেন্দ্রবিক্রমসাহ ৯৫৭
৬৪-৬৫।	"	"	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোং ও সাহ আলম্ ২য়
৬৬।	"	"	" "
৬৭।	"	"	মোগল ফুলুস্—আহম্মদ সাহ
৬৯।	"	"	" (তাম্র)
৭০-৭২।	"	"	" ?
৭৩।	রৌপ্য	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	হুসেন সাহ-ফতেহাবাদ হিঃ ৯২৫
৭৪।	সুবর্ণ	"	কণিষ্ক ১ম
৭৫।	সুবর্ণ	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	সমুদ্রগুপ্ত
৭৬।	"	"	"
৭৭।	"	"	চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়
৭৮।	"	"	স্কন্দগুপ্ত
৭৯।	"	"	হুবিষ্ক
৮০।	"	"	কিদার
৮১।	"	রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ মুদ্রা
৮২।	"	শ্রীযুক্ত পূরাণ চাঁদ নাহার	কিদার
৮৩।	"	"	গোবিন্দচন্দ্র

চিত্রশালা

মূর্ত্তি প্রভৃতি

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
১০৫—	তাম্রমুকুট, সম্মুখে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিশীর্ষ বজ্র, পশ্চাদ্ভাগে খোদিত-লিপি নেপাল সংবৎ ৭০৭=১৫৮৭ খৃঃ	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	নেপাল
১০৬—	বৌদ্ধঘণ্টা, ঊর্দ্ধে বজ্র ও গাত্রে কীর্ত্তি-মুখ ও বজ্রশ্রেণী	ঐ	ঐ
১০৭—	ইষ্টক—সীমা কর	রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	গৌড়
১০৮—	" "	"	"
১০৯—	" "	"	"
১১০—	" খোদিত	"	"
১১১—	বিষ্ণুমূর্ত্তি (পাষাণ নির্ম্মিত)	৺ নৃপতিনাথ দ্বিবেদী	
১১২—	ইষ্টক রাম রাবণের যুদ্ধ	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ	নাড়পুর
১১৩—	" কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধ	"	"
১১৪—	" জটায়ু কর্ত্তৃক রাবণের রথগ্রাস	"	"
১১৫—	" মারীচবধ	"	"
১১৬—	" হনুমান কর্ত্তৃক ফটিক স্তম্ভ বিদারণ	"	"
১১৭—	" আলীঢ় মুদ্রায় রামচন্দ্র	"	"
১১৮—	" নর্ত্তনশীল ঢক্কাবাদিকা স্ত্রী মূর্ত্তি	"	"
১১৯—	" শ্রীকৃষ্ণ	"	"
১২০—	" বলরাম	"	
১২১—	" বাঁশরী হস্তে পরিচারক	"	"
১২২—	" চামর ধারিণী	"	"
১২৩—	" তীরন্দাজ যোদ্ধা	"	"
১২৪—	" অশ্বারোহী যোদ্ধা	"	
১২৫—	" পদ্ম	"	"
১২৬—	" ঐ	"	"
১২৭—	" ঐ	"	"
১২৮—	" ঐ	শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী	কুমণা
১২৯—	" খোদিত	"	"
১৩০—	" রাধাকৃষ্ণ	"	"
১৩১—	" পদাতিক সৈন্য দল	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ	বিষ্ণুপুর
১৩২—	কামানের গোলা	"	"
১৩৩—	পাঁড়োয়া	"	"

সংখ্যা	বিবরণ	প্রদাতা	প্রাপ্তিস্থান
১৫৭	ইষ্টক খণ্ড হইতে খোদাপুতুল	শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত	গৌড়
১৫৮-১৭৭	„ মীনাকরা	„	„
১৭৮	বুরুজ গোলক	„	„
১৭৯	মূর্ত্তির পাদপীঠ—নবগ্রহযুক্ত	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বুদ্ধগয়া
১৮০	দণ্ডায়মান ধ্যানীবুদ্ধ	„	„
১৮১	ভ্রুকুটী তারা	„	„
১৮২	চৈত্য	„	„
১৮৩	পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির ঊর্দ্ধদেশ	„	„
১৮৪	ধ্যানীবুদ্ধ-অমিতাভমন্দির খণ্ড	„	„
১৮৫	মুকুট পরিহিত বুদ্ধমূর্ত্তি-ভূমিস্পর্শ মুদ্রা-চতুষ্পার্শে বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের প্রধান ঘটনার চিত্র	„	„
১৮৬	প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরের চৌকাট	শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা
১৮৭	ইষ্টক খোদিত	অজ্ঞাত	কামাখ্যা
১৮৮	„ „	শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত	গৌড়
১৮৯-১৯৫	„ মীনাকরা	„	„
১৯৬	ভগ্নবিষ্ণুমূর্ত্তির হস্তের পদ্ম	শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ	কাটোয়া
১৯৭	ভগ্ন মূর্ত্তি	„	„
১৯৮	বিষ্ণুমূর্ত্তির চালির ভগ্নাংশ	„	„
১৯৯	বিষ্ণুমূর্ত্তির চালির ভগ্নাংশ	„	„

এতদ্ব্যতীত বর্ষের প্রারম্ভে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রায় দশ শতাব্দী পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার তর্পণদীঘি গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের একখানি তাম্রশাসন ৩৮০৲ মূল্যে ক্রয় করিয়া পরিষদের চিত্রশালায় প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয়ের গোবিন্দ আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের আর একখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। একণে পরিষদের চিত্রশালায় লক্ষ্মণসেনদেবের এই দুইখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। ভারতে বা পৃথিবীর অপর কোন চিত্রশালায় একই সেনরাজের একাধিক তাম্রশাসন বা খোদিত লিপি নাই। এই তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন হুতাশন দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র ও দেবশর্ম্মার পৌত্র নরসিংহ দেবশর্ম্মার পুত্র ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বরদেবশর্ম্মাকে হেমাশ্বরথ দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রীমণ্ডলের বেলহিষ্টী-গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণা জেলার বেড়া চাম্পা গ্রামে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির তালিকা। আর্কিওলজিক্যাল সরভে অব্ ইণ্ডিয়ার ড্রাফটস্‌ম্যান্ ৺নৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১। রজত নির্ম্মিত ঘটের কিয়দংশ (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০০)

২। তাম্রনির্ম্মিত ঘটের কতকগুলি অংশ—অত্যন্ত বিকৃতভাবে মরিচা পড়া (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০১)

৩। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত কতকগুলি বল তিন স্থানে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০২)

৪। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত "বল" পরিহিতা স্ত্রীমূর্ত্তির অধোদেশ—জানু হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান—চিক্কণ বস্ত্র পরিহিত। কৌশাম্বী শ্রাবস্তি প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে এইরূপ বহুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৩)

৫। সাবান পাথর (steatite or soap stone) নির্ম্মিত শীল মোহর। মৌর্য্যাধিকারে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির "ম" উৎকীর্ণ আছে। উৰ্দ্ধদেশে সূত্র প্রবেশের জন্য একটি ছিদ্র আছে। (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৪)

হেয়ারস্কুলের শিক্ষক মৌলবি খয়ের-উল্-আনাম কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

৬। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত স্তূপের বা গৃহের চূড়ার অগ্রভাগ। (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৫)

৭। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত "টাকু" বা "টাকুর" (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৬)

২৪ পরগণা আরবালিয়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বসুর মহাশয়ের নিকট হইতে ৺ নৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

৮। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত "টাকু" বা "টাকুর" (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৭)

৯। দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত মেষ বা অশ্ব মূর্ত্তির অগ্রভাগ। (মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৮)

প্রাচীন মুদ্রা

৺নৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১০। প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা মুদ্রা
- ১ম পার্শ্ব—হস্তী
- ২য় পার্শ্ব—সিংহের মুখ।
- গোলাকার মুদ্রা (মুদ্রার তালিকা নং ১৭৯)

১১। প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা তাম্র মুদ্রা
- ১ম পার্শ্ব—বোধি দ্রুম
- ২য় পার্শ্ব—অস্পষ্ট
- চতুষ্কোণ মুদ্রা—(মুদ্রার তালিকা ১৮০)

১২। প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা
- ১ম পার্শ্ব—হস্তী ও স্বস্তিক
- ২য় পার্শ্ব—বোধিদ্রুম স্তূপ ও গ্রীক ক্রস্।
- চতুষ্কোণ মুদ্রা (মুদ্রার তালিকা নং ১৮১)

১৩। প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা
- ১ম পার্শ্ব—হস্তী ও স্বস্তিক
- ২য় পার্শ্ব—স্তূপ

চতুষ্কোণ মুদ্রা, খননকালে মুদ্রাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে
(মুদ্রার তালিকা নং ১৮১)

১৪। প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা
১ম পার্শ্ব—বোধিদ্রুম।
২য় পার্শ্ব—বাণের মুখ (?)
গোলাকার মুদ্রা (মুদ্রার তালিকা নং ১৮৩)

১৫। প্রাচীন ভারতীয় তাম্রমুদ্রা।
কপর্দ্দক অত্যন্ত মরিচা পড়া (মুদ্রার তালিকা নং ১৮৪)

১৬। লৌহ গুটিকা—(মূর্ত্তির তালিকা নং ২০৯)

১৭। বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ের বেড়াচাঁপা ষ্টেশনের নিকটে চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত বলয়ের দুই খণ্ড (মূর্ত্তির তালিকা নং ২১০)

স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ মৃত ডাক্তার থিওডোর ব্লক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"These Coins are very ancient and the fact that they have been found in Chandraketu's Palace is of considerable interest. Coins of the same kind are found at different old sites in India, and may belong to the last centuries B. C. The place where they are found seems to be interesting accordingly, and if possible I shall arrange for a visit some time." Sd. T. B 26-3-05

রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ

১৩১৭ বঙ্গাব্দে এই শাখা-পরিষদের ষষ্ঠ বর্ষ শেষ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সভ্য সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর ২০১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১১ জন, বিশেষ সভ্য ৭ জন, বিশিষ্ট সভ্য ৫ জন, আজীবন সভ্য ১ জন, ছাত্রসভ্য ৬ জন, মোট ৪৩১ ছিল।

গত বর্ষে বিশিষ্ট সভ্য ৪ জন ছিল এবং আলোচ্য বর্ষে গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয়কে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সভার কর্ম্মচারীরূপে ১৫ জন, নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে ৮ জন ও মনোনীত সভ্যরূপে ৪ জন মোট ২৭ জন সভ্যের দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্ম-সভা গৃহেই রক্ষিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সভার কর্তৃপক্ষগণ এজন্য সভার বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। আলোচ্যবর্ষে কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

সভার কার্য্য উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উহার সুপরিচালনার্থ উপযুক্ত

বেতনভুক্ দুই জন কর্মচারীর দিবারাত্রি পরিশ্রম করা আবশ্যক। কিন্তু অবৈতনিক কর্মচারিবৃন্দের সভার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের ফলেই যে সভার কর্মবিস্তৃত কার্য্য এত অল্প ব্যয়ে সুনির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আলোচ্যবর্ষে এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতি-ভবনরূপে সভার আশ্রয়-মন্দির নির্ম্মাণের যে কল্পনা ছিল তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

১৩১৭।২৪ আষাঢ় তারিখে মূল পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ বিএল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই শাখা-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। আলোচ্যবর্ষে শাখা-পরিষদের ১১টি মাসিক অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়।

প্রবন্ধ

১ম অধিবেশন—আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া প্রবন্ধের ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত প্রতিবাদের প্রতিবাদ লেখক কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুর্ব্বেদবিশারদ।

২য় „ (ক) বাঙ্গালা নাটকের জন্ম বিবরণ ও প্রথম গোষ্ঠী— লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

(খ) দিনাজপুর—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস

৩য় „ (ক) গদাধর ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সময় নিরূপণ—লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(খ) পাণ্ডুনগরের মুদ্রা শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বিএল্

৪র্থ „ (ক) আসামী কামান—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ

(খ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন— „ হরগোপাল দাস কুণ্ডু

৫ম „ পরশুরামকুণ্ড— „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ

৬ষ্ঠ „ আয়ুর্ব্বেদ ১ম প্রবন্ধ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন

৭ম „ ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্প „ পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন

৮ম „ আয়ুর্ব্বেদ ২য় প্রবন্ধ—

মহামুনি কণাদ ও নাড়ীবিজ্ঞান—কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন

৯ম „ (ক) রংপুরে আবিষ্কৃত ধাতুমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

(খ) রঙ্গপুর কুনাঘাটের নিকট

নদীগর্ভে প্রাপ্ত অভিনব কবিরাজ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম্ আর,এ,এস্

কালীমূর্ত্তির বিবরণ

১০ম অধিবেশন—আয়ুর্ব্বেদ ৩য় প্রবন্ধ শারীরবিজ্ঞান—কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ

১১শ „ (ক) অসমিয়া গ্রন্থ-বিবরণ

(উপক্রমণিকা) পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌,এ

(খ) ভক্তচরিতামৃত— „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

৩য় অধিবেশন—(ক) গরুড়স্তম্ভ-লিপির ছায়াচিত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্

(খ) পাণ্ড নগরের নবাবিষ্কৃত—

হিন্দুরাজ মুদ্রাদ্বয়—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শেঠ বিএল্

৪র্থ " (ক) ভারতীয় চিত্রশালা, ভাগলপুর এবং গৌরীপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত কামানের চিত্র—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) সজীব বৃক্ষ (মৃতাবস্থা)—শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

(গ) গৌড়ে প্রাপ্ত তাম্রময় বিষ্ণুমূর্ত্তি—

নানাবিধ ইষ্টক, গোলক ও কারুকার্য্যের ছায়া চিত্র—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

(ঘ) মহাস্থান গড়ের স্কন্দমন্দিরের আবিষ্কৃত

সোপানাবলীর আলোকচিত্র—শ্রীযুক্ত নরগোপাল দাস কুণ্ডু

৫ম " (ক) বগুড়া ভবানীপুরের ভবানীদেবীর মন্দিরের আলোকচিত্র

" (খ) গারো পর্ব্বতে প্রাপ্ত হিজলতীর তাহার লিখিত বাঙ্গলা পুঁথির পত্রদ্বয়ের আলোকচিত্র — শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর রায়গুহ

(গ) পরশুরাম গমনের পথের মানচিত্র

ও অস্থায়ী পর্ণকুটীরের চিত্র—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ

৬ষ্ঠ " রাজসাহী ছাতিম গ্রামে মহারাণী ভবানীর পিতৃভবনের আলোকচিত্র ও তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত দুইখানি দলিলের আলোক চিত্র—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল

৭ম " গৌড় হইতে সংগৃহীত সাগরদীঘির তীরে সাহিত্যিকগণের আলোকচিত্র, ফিরোজ মিনারের চিত্র, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের একাংশের চিত্র ও তথায় সমবেত সাহিত্যিকগণের চিত্র।

৮ম " রঙ্গপুরের আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি সকের আলোকচিত্র— Mr. C. Tindell (Magistrate)

৯ম " (ক) কুন্তী জমীদার বংশের নির্ম্মিত ১১ শতাব্দীর শিবমন্দিরের চিত্র— শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

(খ) ৮৯ খানি প্রাচীন দলিল— বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ

১০ম " মিরানপ্রবেশ্য মাধব করের বস্তাগার ও বিষ্ণুমন্দিরের আলোকচিত্র—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যাবিনোদ বিএল্

আলোচ্যবর্ষে ৭৫ খানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শিত এবং সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে রঙ্গপুর রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় বেলপুকুর পল্লী-পরিষদের মধ্যবর্তিতায় এই সভার গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলে এককালীন ২০০৲ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মাসিক অধিবেশন মধ্যে ৮ম মাসিক অধিবেশনে 'রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতুময়ী পাঁচটি মূর্ত্তি রঙ্গপুরে রক্ষার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা হউক' এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুসারে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট বাহাদুরের রঙ্গপুর আগমন উপলক্ষে সাধারণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতেও এবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করা হয়। এই অভিনন্দনে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ রাজা ভবচন্দ্রের আরাধ্যা বাগ্‌দেবীর মন্দির এবং উত্তরবঙ্গের ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সাহ্‌ ইস্‌মাইল গাজীর পীরগঞ্জ এলাকাস্থিত কাণ্ডদুয়ারের সমাধি মন্দির সংরক্ষণ জন্ম গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সহকারী সভাপতি দীঘা-পতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌এ মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশকল্পে দান ৫০০৲ টাকার অবশিষ্ট ১০০৲ টাকা শোধ করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে মালদহ নগরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল। মালদহের এই সম্মিলনেও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যালোচনার কেন্দ্রসভারূপে গণ্য হইয়া সম্মিলনের কার্য্যাদি পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ময়মনসিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে আট জন প্রতিনিধি ময়মনসিংহে গমন করিয়াছিলেন।

'বঙ্গজননী' পত্রিকার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী মহাশয় স্বীয় স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণার্থ 'বঙ্গজননী' মুদ্রা যন্ত্র হইতে স্বব্যয়ে এই সভার প্রকাশযোগ্য কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গ্রন্থাদি প্রকাশ।—আলোচ্য বর্ষে (১) 'সেরপুরের ইতিহাস' সভার মুখপত্রের ৫ম ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া সভ্যগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। (২) 'আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট' নামক স্মৃতি গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, সত্বরেই উহা সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইবে। (৩) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড' সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের' আদিকাণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। সত্বরেই তাহা যন্ত্রালয়ে মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইবে। (৫) 'রঙ্গপুরের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ড (যন্ত্রস্থ) (৬) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সুবৃহৎ "নামকোষ" গ্রন্থ যাহা কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার মুদ্রণ নানা কারণে আলোচ্য বর্ষে আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। আগামী বর্ষে আরম্ভ করা হইবে।

শাখা-পরিষৎ কর্তৃক বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রচিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলী নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থের মুদ্রণ ও তাঁহার দুঃস্থ-পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয় বাদে গ্রন্থ বিক্রয়ের লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ এই সভায় এক বিশেষ অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা গৌরীপুরের মাননীয় রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করা হয়।

আলোচ্যবর্ষে এই শাখার পরিষৎ-পত্রিকা প্রবন্ধ চিত্রাদির গৌরবে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই পত্রিকার বিনিময়ে অনেকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র নূতন পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে শাখা-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কাশীর পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন এই সংবাদ সমগ্র বঙ্গের পক্ষে গৌরবজনক।

এই বর্ষে শাখা-পরিষদের মোট আয় ৩১২১৯/০ ও মোট ব্যয় ২১৯-১৫

উদ্বৃত্ত——৯২৫৫।

রঙ্গপুর
৯ই আষাঢ়, ১৩১৮

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা

আলোচ্যবর্ষের শেষে শাখা পরিষদের সভ্যসংখ্যা মোট ৪১ জন ছিল ও পুস্তকাগারে ৩৫৬ খানা পুস্তক ছিল। এই পুস্তকাগারের সংরক্ষণ ও পুস্তক বিতরণের ভার কয়েকজন যুবকের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁহারা এইজন্য শাখা পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়—সভাপতি
" প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সহ-সভাপতি
" সারদামোহন ভট্টাচার্য্য ঐ
" মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক
" গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় } সহঃ সম্পাদক
" কুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী }
" সত্যসুন্দর বসু }

আলোচ্য বর্ষের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ভাগলপুর ত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় তাঁহার স্থানে সভাপতি নিযুক্ত হন। অত্রস্থ শাখাসভা ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়ের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। তাঁহার এইস্থান ত্যাগ করায় সভার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইল।

গত ৫ই চৈত্র এই উপলক্ষে শাখা-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। কয়েকটি বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত বর্ত্তমান বৎসরে শাখা-পরিষদের আর কোন অধিবেশন হইয়া উঠে নাই।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ,

বি, এল, ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত এম, এ, বি, এল্‌ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ময়মনসিংহে চতুর্থ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভাগলপুর ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ শাখা-পরিষৎকে বরাবর নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ইনষ্টিটিউটের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটায় ও গৃহ-সংস্কার ও কতক অংশ পুনর্নির্ম্মাণের প্রয়োজন হওয়ায়, শাখা-পরিষৎকে অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র শাখা সভার পক্ষে ইহা একটা কম দুশ্চিন্তার কথা নহে। শাখা-সভার নিজের একটি গৃহ হইলে যে ভাল হয় একথা পরিষদের সকল শুভাকাঙ্খিগণের মনে উদয় হইয়াছে। অর্দ্ধমূল্যে উদ্বোধন দেওয়ার জন্য শাখা-পরিষৎ উদ্বোধন পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভাগলপুর
৩১ শে শ্রাবণ ১৩১৮

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বহরমপুর-শাখা

আলোচ্য বর্ষের শেষে এই শাখা-পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৮৬ ছিল। বৎসরের মধ্যভাগে ৯ জন সভ্য পদত্যাগ করেন এবং শেষভাগে দুইটি নূতন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ১৩১৭ আশ্বিন মাসে এই শাখা-পরিষৎ তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই শাখা-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-পরিষদের দুইটী বিশেষ এবং চারিটী নিয়মিত অধিবেশন হইয়াছিল। বিশেষ অধিবেশনের মধ্যে একটীতে ৺চন্দ্রনাথ বসু এম্‌ এ, বিএল, ও ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুরের এবং অপরটীতে ৺কবি রজনীকান্ত সেন বি এল, মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্‌ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ৺রজনীকান্ত সেনের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিয়াছিলেন। নিয়মিত চারিটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত লেখকগণ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—

প্রবন্ধের নাম।	প্রবন্ধলেখকের নাম।
১। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব	কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরত্ন,
২। ইয়ুরোপে তত্ত্ববিদ্যা	„ মোহিনীমোহন রায় এম্‌ এ,
৩। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র	„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,
৪। দ্রাবিড় ভ্রমণ (২)	„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন
সম্পাদক।

ময়মনসিংহ-শাখা

আলোচ্য বর্ষের শেষে শাখা-পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৬২ জন ছিল। এই বর্ষে শাখা-পরিষৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বীয় সাধারণ কার্য্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। এই বর্ষে শাখা-পরিষদের ২টী সাধারণ সভা, একটী শোক সভা ও একটী বিশেষ সভা হয়। সাধারণ সভা দুইটী সিটি-কলেজ হলে হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

রামায়ণী-সমাজ	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার
আয়ুর্ব্বেদ	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন

শোক-সভা—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য টাউনহলে এক শোক-সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটী প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় একটী কবিতা পাঠ করেন।

বিশেষ অধিবেশন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে কর্ম্মচারি ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠন জন্য সিটিকলেজে শাখা-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

সম্মিলন আহ্বান—গতবর্ষে শ্রীপঞ্চমীর অবকাশে ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে উপস্থিত শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনকে ময়মনসিংহে আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে (বড়দিনের অবকাশে) ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশন হইবে স্থির হয়। নানা কারণে ঐ সময় সাহিত্য-সম্মিলন না হইয়া ১৩১৮ সালের ১লা ২রা ও ৩রা বৈশাখে সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছে।

ময়মনসিংহ | শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
সম্পাদক।

রাজসাহী-শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে রাজসাহী-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম বর্ষ শেষ হইল। এতৎসহ মাসিক ও বিশেষ মোট ১০টী অধিবেশন হয়; তন্মধ্যে চারিটী অধিবেশনে উপযুক্ত সভ্যের অভাবে কোন কার্য্য হইতে পারে নাই। পরিষৎ আশা করেন, নব-বর্ষে সভ্যগণের এই ঔদাসিন্যভাব বশীভূত হইয়া নব অনুরাগে পরিষদের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সভ্য সংখ্যার কোনরূপ বৃদ্ধি হয় নাই; সভ্যের সংখ্যা গত বৎসরের অনুরূপই রহিয়াছে। এবং গত বর্ষের মিউনিসিপাল কমিশনের সভ্যগণের নিকট হইতে কোন মাসিক চাঁদা আদায় করা হয় নাই। মাসিক অধিবেশনের আবশ্যকীয় ব্যয়াদি সম্পাদকগণই পূর্ব্ববৎ বহন করিয়াছেন। মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল ;—

শ্রীমূর্ত্তি বিবৃতি (দ্বিতীয়-অংশ)—লেখক
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বাঙ্গলা ভাষার নিয়ম,—লেখক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ।
সঙ্কর জাতির বর্ণ,—লেখক
শ্রীযুক্ত শশধর রায়।
বঙ্গের ইতিহাসের উপকরণ,—লেখক
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এতদ্ব্যতীত "বরেন্দ্র অনুসন্ধান" সম্পর্কে সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানের-বিবরণ এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়গণ সংগৃহীত দ্রব্য সমূহের পরিচয় মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন। এইসকল বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সংগৃহীত মূর্ত্তিনিচয় শাখা-পরিষদের হস্তে প্রদত্ত হওয়ায়, তাহা পূর্ব্ববৎ রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়-গৃহে সাধারণের পরিদর্শনার্থে রক্ষিত আছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সম্পর্কে সভাপতি ও প্রাগুক্ত মহোদয়গণ যেরূপ আন্তরিক যত্ন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহাতে সমগ্র দেশ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। শাখা-পরিষৎ তাঁহাদিগকে অগণ্য সাধুবাদ করিতেছে।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সারাবৎসর তাঁহার আরব্ধ বাঙ্গালী জাতির জনন-শক্তি ও পরমায়ু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একটী ফারাম প্রস্তুত করতঃ তাহা দেশে দেশে পাঠাইয়া নানা শ্রেণীর ব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বাঙ্গালীর জাতি-তত্ত্বের এক নূতন অধ্যায় সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। তাঁহারাও শাখা-পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। শশধর বাবুর তথ্যের কতকাংশ ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল।

মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং ময়মনসিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত থাকেন।

শ্রীযুক্ত শশধর রায়
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দ রায় প্রভৃতি

আলোচ্য বর্ষে সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ; সহকারী সভাপতি,—শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দ রায় বি এল্, ও শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী বি এল্, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর ১৬ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন এবং চাঁদা আদায় না হইলেও একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

শাখা-পরিষদের অধিকাংশ অধিবেশন স্থানীয় পুস্তকালয় গৃহে হইয়াছিল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য মহাশয়ের এই উদারতার জন্য শাখা-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছে।

রাজসাহী } শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।
৩রা শ্রাবণ ১৩১৮ } সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা

আলোচ্যবর্ষে শাখা-পরিষদের ৯টি মাত্র অধিবেশন হয়; তন্মধ্যে ৭টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ। সাধারণ অধিবেশনগুলির একটিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্. এ. পিএচ্. ডি. অন্যটিতে পূর্ব্ববঙ্গের সুবক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, অপরটিতে সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে, এবং শেষের তিনটিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়গণ সভাপতির আসন হইতে উপদেশাদি দানে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন। সাধারণ অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ পার্শ্বলিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পঠিত হয়:

১। "সত্যমিথ্যা"। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্. এ.
২। বেদ কি? পণ্ডিত " চন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ
৩। বর্ত্তমানযুগে রবীন্দ্রনাথ। " অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৪। বঙ্কিমচন্দ্র। " গোপীনাথ [illegible] বি. এ.
৫। তারতম্য। " শ্যামাকান্ত কাব্যব্যাকরণতীর্থ
৬। ভারতের জ্ঞান। " বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী
৭। সাংখ্য যোগ। " হরিদাস কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

এতদ্ব্যতীত একটি বিশেষ অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী "প্রাকৃত ভাষা" বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, এবং সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত বিনোদিলাল সরকার মহাশয় বক্তা ও উদ্যোক্তাগণকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন। অপর বিশেষ অধিবেশনটি বার্ষিক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

পুস্তকালয়—"বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ"। উপস্থিত বর্ষে পুস্তকালয়ে ১২০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। উহার অধিকাংশই গ্রন্থকার ও বিদ্যোৎসাহী মহানুভবগণ কর্তৃক উপহৃত। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পত্রিকাও বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য [illegible] ধন্যবাদার্হ।

অবৈতনিক পাঠাগার। শাখা-পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সুগমতা সম্পাদনার্থ, পূর্ব্ববর্ষের ১৫ই ফাল্গুন মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক উন্মুক্ত হইলেও, পাঠাগারের

কার্য্য আলোচ্যবর্ষের প্রথম হইতে নিয়মিতভাবে চলিতে আরম্ভ হয়। আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে উহাতে প্রায় ৫০ খানি সাময়িক ও সংবাদপত্র বিনামূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য মহানুভব ও দাতা সম্পাদকগণ কাশীবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মৈত্র এম্, বি, মহাশয় পাঠাগারের জন্য একখানি প্রশস্ত টেবিল দান করিয়া, ইহার প্রাথমিক অভাবমোচনে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আয়-ব্যয়। আলোচ্যবর্ষে মোট জমা ১৮৮৸৴০। মোট ব্যয় ১৫৮৸৶৫।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

বারাণসী। সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন

স্থান—মালদহ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্.এ

প্রথম দিন—সোমবার, ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী ১৯১১

পূর্ব্বাহ্ন ৮টা

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীত

২। স্তোত্র পাঠ - শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ

" মৌলবি হেমায়েত উদ্দিন

৩। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সমাগত মহোদয়-গণের অভিনন্দন ও অভিভাষণ পাঠ।

৪। তৃতীয় বর্ষের সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার আহ্বানে সম্মিলনীর স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক তৃতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

৫। সভাপতি বরণ—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুরের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্.এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৬। সঙ্গীত—(১) শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্বরচিত গান।

(২) শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী দেবী ও শ্রীমতী মেহেরুন্নিসা কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা-গীতিকা।

৭। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ।

৮। সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যবন্ধুগণের পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯। বর্ত্তমান বর্ষের সম্মিলনীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ও সাহিত্য-সভার প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে এক এক জনকে লইয়া বিষয়নির্ব্বাচন সমিতি গঠন ও সমিতি কর্ত্তৃক সম্মিলনের আলোচ্য বিষয়াদি নির্দ্ধারণ।

প্রথম দিন—অপরাহ্ন ৩টা।

১। সভাপতি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবীদিগের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(ক) ৺ভারত সম্রাট—সপ্তম এডওয়ার্ড
(খ) ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—(ময়মনসিংহ)
(গ) ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি আই ই—(ঢাকা)
(ঘ) ৺চন্দ্রনাথ বসু—(কলিকাতা)
(ঙ) ৺গৌরগোপাল সেন—(মালদহ)
(চ) ৺রজনীকান্ত সেন (রাজসাহী)

২। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মূল পরিষৎ যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার সহিত এই সম্মিলনের সহানুভূতি আছে। এ দেশ হইতে সেই সঙ্কল্প সাধনে সাহায্যের জন্য এই সম্মিলনের কার্য্য-পরিচালন-সমিতি রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের উপর ভার দেওয়া হইল।

সমর্থক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—(রাজসাহী)
পরিপোষক „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়—(রঙ্গপুর)

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবিবরের স্মৃতি-উদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৩। সভাপতি মহাশয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্য প্রাপ্তিতে সম্মিলনের পক্ষ হইতে আন্তরিক আনন্দ-প্রকাশ করিলে সভাস্থ সকলে করতালি ধ্বনিতে এই আনন্দজনক প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

৪। প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য এই সম্মিলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত উত্তর বঙ্গের * কেন্দ্রসভার ও গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ সমিতির উপরে ভার দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমিতি সর্ব্বাবস্থায় গ্রন্থ-প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা পরিষদের মধ্যবর্ত্তিতায় বা অন্য উপায়ে অভিজ্ঞ মত সংগ্রহ পূর্ব্বক অতঃপর গ্রন্থাদি প্রকাশ করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্‌এ, বিএল্ (দিনাজপুর)
সমর্থক „ প্রকাশচন্দ্র সেন বিএল্ (বগুড়া)
অনুমোদক „ বিধুশেখর শাস্ত্রী (মালদহ)

৫। ৪র্থ প্রস্তাব—উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও বিভিন্ন উপভাষার বিবরণ সংগ্রহার্থ সম্মিলনের সহিত নব-যোজিত আসাম ও পূর্ণিয়ার সংগ্রাহক নিযুক্ত করিবার জন্ম কেন্দ্র সভাকে অনুরোধ করা হইতেছে। উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও আবশ্যক মত নূতন সংগ্রাহক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেন্দ্র সভাকে অর্পিত হইল।

৬। ৫ম প্রস্তাব—মহিমারঞ্জন স্মৃতি-সমিতি ও বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষার সমিতির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন।

৭। ৬ষ্ঠ প্রস্তাব—মালদহের শিল্পকৃষি-বাণিজ্য-সম্বন্ধে অর্থ সংগ্রহার্থ মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির উপর ভার প্রদান করা হইল। ঐ সমিতি তথ্য সংগ্রহ করিয়া আগামী সম্মিলনের পূর্ব্বে কেন্দ্রসভায় প্রেরণ করিবেন।

৮। ৭ম প্রস্তাব—মালদহের অন্তর্গত গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বহুবিধ ধ্বংসাবশেষ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সদাশয় গবর্মেণ্ট আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্ম এই সম্মিলন সসম্মানে গবর্মেণ্টকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত কীর্ত্তি-চিহ্নগুলি ব্যতীত অন্য যাহা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, তাহার সবিবরণ তালিকা সংগ্রহার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক (স্থানাভাবে নাম উল্লেখ করা হইল না)। এই সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণ দৃষ্টে কীর্ত্তি-রক্ষার নিমিত্ত কেন্দ্র সভা যথাস্থানে আবেদন ও যথোপযুক্ত আয়োজনাদি করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (রঙ্গপুর)
সমর্থক „ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (কলিকাতা)
অনুমোদক „ রাধেশচন্দ্র শেঠ (মালদহ)

৯। ৮ম প্রস্তাব—মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সকল স্থানীয় ব্যক্তিগণের উপেক্ষায় অন্যত্র নীত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছে না। অতএব এখানে লক্ষ্ণৌ মথুরা ও সারনাথের ন্যায় স্থানীয় যাদুঘর নির্ম্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত মালদহ সাধারণ পুস্তকাগারের সভাপতি মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করার ভার কেন্দ্র সভার উপর অর্পিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ)
সমর্থক „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)
অনুমোদক „ ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

১০। ৯ম প্রস্তাব—বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষা ও বিদেশী ভাষাগুলি শিখিবার উপযোগী গ্রন্থাদি রচনা ও আবশ্যকীয় অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা

কর্ত্তব্য। বঙ্গের অন্যান্য সাহিত্য-সমিতিগুলিকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল গনি (মালদহ)
সমর্থক " গৌরচন্দ্র রায় (পূর্ণিয়া)
অনুমোদক " মৌলবি হেমায়েতউদ্দিন (রঙ্গপুর)

১১। ১০ম প্রস্তাব—(ক) রঙ্গপুরের প্রথম মুসলমানধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ ইসমাইলগাজির বড়-দরগাস্থিত সমাধিমন্দিরের সংস্কার। (খ) রিয়াজ-উস-সালাতিন রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেনের সমাধিস্থানে ও মুরশিদ্ জাঁহানামার রচয়িতা মৌলবি এলাহিবক্সের মালদহস্থিত গৃহে স্মৃতি-ফলক স্থাপন করা আবশ্যক। কেন্দ্র-সমিতি তাহার আবশ্যক ব্যয়ভার বহন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৌলবি সৈয়দ আবদুল কাতা (রঙ্গপুর)
সমর্থক " পণ্ডিত রেবাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল্ (দিনাজপুর)
অনুমোদক " উমাকান্ত দাস বি এল্ (রঙ্গপুর)

এই দিন সন্ধ্যার পর সভাপতি মহাশয় ও রাখালবাবু ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে এলিফান্টা, অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, কাশী, আগরা, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন; এবং রাত্রি ৯ টার সময় স্থানীয় বি বে থিয়েটার হলে শ্রীযুক্ত যোগেশ মুস্তফী মহাশয় নটনাটক নাট্যশালা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিবস

১৬শে পৌষ পূর্ব্বাহ্ন ৮॥০ ঘটিকা

১। সংস্কৃত চণ্ডীস্তোত্র পাঠ—শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এ কর্ত্তৃক।
২। সভাপতি কর্ত্তৃক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের টেলিগ্রাম পাঠ।
৩। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল :—

(ক) সাহিত্য-সেবী — শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
(খ) সাহিত্য-প্রচার — " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
(গ) রামায়ণের লঙ্কা বা প্রাগ্জ্যোতিষ — " গোপালকৃষ্ণ দে
(ঘ) সংস্কৃতে প্রাকৃতের প্রভাব — " বিধুশেখর শাস্ত্রী
(ঙ) পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রজাতি — " ভোলানাথ দাস
(চ) বঙ্গভাষার ভাব বিচার — " প্রকাশচন্দ্র সেন বি এল্
(ছ) কমলাবিশারী সাহিত্য সম্বন্ধে

(ঝ) অশোক অনুশাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে
 কতিপয় কথা — শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এ

(ঞ) পৌরাণিক মগধ রাজবংশাবলীর
 কালনির্ণয় — " অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্,

(এ) গোবিন্দপাল দেব — " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

(ট) সার্ব্বজনীন ভাষা — " সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঠ) বঙ্গসাহিত্যে 'য'ফলা — " ব্যোমকেশ মুস্তফী

সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(ক) মালদহের ঐতিহাসিক পল্লীকথা — শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

(খ) উত্তর বঙ্গ ভ্রমণ — " কালীকান্ত বিশ্বাস

(গ) উত্তর বঙ্গের পীরের বিবরণ — " চৌধুরী আমানতুল্লা

(ঘ) আসামের সুদীর্ঘ ইতিহাস — " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

(ঙ) সাহিত্যের স্বরূপ — " কাঙ্গালীচরণ নন্দী

(চ) বৈদিক সাহিত্য (১ম) প্রস্তাব — " কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(ছ) রোগের বীজ ও চিকিৎসার মূলতত্ত্ব — " ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু

(জ) প্রাচীন-ন্যায় — " বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ,

(ঝ) বিদুষী হেমলতা ঠাকুরাণী — " মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর

৪। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠিত 'রমেশ-ভবন' নির্ম্মাণের কল্পনা ও আয়োজনাদির বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। এই সঙ্কল্পের সাহায্যের জন্য মালদহের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইল। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ন—২টা

৫। এই সময়—সভা-মণ্ডপে ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন পুথি শিলালিপি ও মুদ্রা প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি মধ্যে কলিকাতা পরিষদের প্রেরিত কতকগুলি বহুমূল্য ঐতিহাসিক ও প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন ছিল। স্বয়ং সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রভৃতি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া দ্রব্যাদির বিবরণ প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্, মহাশয় ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে স্বরচিত একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে মালদহবাসী, সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যার পর অভ্যর্থনা সমিতির আয়োজনে প্রতিনিধিগণের চিত্তবিনোদনার্থ গ্রাম্যসঙ্গীত গম্ভীরাগানের আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্, মহাশয় তিনটি

সম্প্রদায়কে তিনটি রৌপ্য-পদক উপহার প্রদানের প্রস্তাব করিলে তৃপ্তির সহিত উহা গৃহীত হয়।

পরদিবস ২৭শে পৌষ প্রতিনিধিগণ গৌড়ের প্রাচীনকীর্ত্তি দেখিতে গমন করেন। গৌড়ে সাগরদীঘির তীরে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার কাছারী বাটীতে প্রতিনিধিগণের সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপর দিন পুরাতন মালদহে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শেঠ মহাশয়ের ভবনে প্রতিনিধিগণের একটি সম্মিলন হয়, সেখানে ৺শিশিরকুমার ঘোষের পরলোক গমন বার্ত্তা পাওয়া যায় এবং সম্মিলন সহানুভূতিসূচক সংবাদ প্রেরণ করেন। তৎপরে পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে প্রতিনিধিগণ যাত্রা করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মালদহ জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে মিলিত হন। তথা হইতে সকলে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতি ও মালদহবাসিগণ এই গৌড়-পাণ্ডুয়া ভ্রমণের যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া প্রতিনিধিগণের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ বর্ষ—ময়মনসিংহ।

সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ডি এস্‌সি, সি,আই, ই,

প্রথম দিবস—১লা বৈশাখ ১৩১৮ ১৪ই এপ্রিল্ ১৯১১, শুক্রবার।

কার্য্য-বিবরণ

১। গত বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ

২। আহ্বান সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী রচিত

৩। অভ্যর্থনার কবিতা—শ্রীযুক্ত বরগোবিন্দ দত্ত চৌধুরী রচিত

৪। গত বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

৫। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহের অভিভাষণ পাঠ।

৬। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড বাহাদুরের অভিভাষণ

৭। সম্মিলনের সভাপতি বরণ—প্রস্তাবক রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর ও সমর্থক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

৮। সভাপতির অভিভাষণ—'বিজ্ঞানে সাহিত্য' পাঠ

৯। চট্টগ্রামনিবাসী নবীন কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের 'অর্ঘ্য' নামক কবিতা পাঠ—পাঠক শ্রীযুক্ত যোগেশ মুন্সী

১০। (ক) অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ

১১। শোক-প্রকাশ—(ক) ৺রজনীকান্ত সেন, (খ) ৺চন্দ্রনাথ বসু, (গ) রায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি, আই, ই, (ঘ) ৺শিশিরকুমার ঘোষ, (ঙ) ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চ) ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ছ) দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র, ৺বেদনাথ ভট্টাচার্য্য (ঝ) ৺রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, ও (ঞ) ৺বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী (ট) ৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল, (ঠ) ৺গিরিশচন্দ্র সেন

১২। গত বর্ষের ভাগলপুর সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও গ্রহণের প্রস্তাব,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত এম্ এ বি এল্, (ভাগলপুর)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

১৩। (ক) ভাগলপুরের প্রতি অর্পিত কার্য্যভার বিবরণ—পাঠক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত

(খ) রাজসাহীর প্রতি অর্পিত কার্য্যভার বিবরণ—বক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্,

(গ) সম্মিলনের অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গ কার্য্যের বিবরণ ও তৃতীয় সম্মিলনে প্রস্তাবিত 'রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন' সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণ—বক্তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৪। তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে প্রস্তাবিত সম্মিলন-পরিচালনের জন্য শাখা-সমিতি কর্তৃক গঠিত এবং সংশোধিত নিয়মাবলী পরিগ্রহণ প্রস্তাব

প্রস্তাবক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

১৫। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন প্রস্তাব—প্রস্তাবক সভাপতি মহাশয়

১৬। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী রচিত

তৎপরে সভাভঙ্গ

দ্বিতীয় দিবস

২রা বৈশাখ—শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১১টা

১। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার রচিত

২। মঙ্গলাচরণ স্তোত্র-মালা—(সংস্কৃত ও বাঙ্গালা) রচয়িতা ও পাঠক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ।

৩। সাধারণ সঙ্কল্প—প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

(ক) বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম,বর্ণ, জাতি, ব্যবসায়যুক্ত জনগণের বংশহীনতা ও বংশবৃদ্ধির গতি এবং পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই কার্য্যের ভার আনন্দ-মোহন কলেজের সহকারী বিজ্ঞানাধ্যাপক মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।

(খ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থপ্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। এই কার্য্যের ভার০ আনন্দমোহন কলেজের সহকারী বিজ্ঞানাধ্যাপক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল।

(গ) বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিভক্তিযোগে রূপভেদ এবং নিকটবর্ত্তী বন্য জাতির ভাষার যে সকল শব্দ এদেশের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে সেগুলির সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিতে ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হইতেছে। এই তত্ত্ব সংগ্রহের ভার সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের উপর অর্পিত হইল।

(ঘ) এই জেলার নিকটবর্ত্তী বন্য জাতিগুলির সর্ব্ববিধ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই কার্য্যের ভার০ মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্রের উপর অর্পিত হইল।

(ঙ) ময়মনসিংহ হইতে গ্রন্থ-এবং ভৌগোলিক তত্ত্ব, প্রাচীন শিলাদির বিবরণ ও উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা যাইতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ময়মনসিংহ শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।

(চ) এই সকল প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভার গ্রহণ করিলেন ময়মনসিংহের শাখা-পরিষৎ তাঁহাদিগকে আবশ্যক মত সাহায্য করিবেন ও তাঁহারাও আবশ্যকমত উক্ত পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সংগ্রহকারী মহোদয়গণকে এই সকল সংগৃহীত তত্ত্বের বিবরণ সাহিত্য-সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে।

(ছ) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে ভাগলপুরে 'রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন' নামে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল তাহার সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া স্থানীয় সমিতি গঠিত হইল।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি এ (সুসঙ্গ)
রাজা " জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
" " যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর)
" " মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর)
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী (শেরপুর)
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভবানীপুর)

মাননীয় খাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী (ধনবাড়ী)
শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলী খাঁ পনী (করটিয়া)
„ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী „
„ বিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী „
„ গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী „
„ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী „
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)
„ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালীপুর)
„ যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী „
„ বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী „
„ সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী (কৃষ্ণপুর)
„ বীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (বাসাবাড়ী)
„ চারুচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর)
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
„ গোপালদাস চৌধুরী (সেরপুর)
কুমার „ সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর)
„ কেশবচন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
„ নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ)
„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
„ কালীশঙ্কর গুহ (ময়মনসিংহ)
„ রজনাথ বিশ্বাস উকীল (ময়মনসিংহ)
„ রেবতীমোহন গুহ এম্ এ বি এল্ „
„ শ্যামাচরণ রায় „
„ রেবতীশঙ্কর রায় বি এল্ „
„ সারদাচরণ ঘোষ এম্ এ বি এল্ „
„ মনোমোহন নিয়োগী বি এল্ „
„ সূর্য্যকুমার সোম বি এল্ „
„ রমেশচন্দ্র সেন বি এল্ „
কুমার „ জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) সম্পাদক।

(আবশ্যক অনুসারে এই সমিতি সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন)

৪। দ্বিতীয় প্রস্তাব—দরিদ্র সাহিত্যসেবীদিগের সাহায্যার্থ ও তাঁহাদিগের পুস্তকাদি প্রকাশের সাহায্যার্থ "দরিদ্র-সাহিত্যিক-সংস্থান" নামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

সমর্থক „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গপুর)

৫। অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ।

৬। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চা—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর্ এ এস্

(খ) আধুনিক নাট্য সাহিত্য „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (কলিকাতা)

(গ) গবাদি পশু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা „ রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ রচয়িতা

পাঠক মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

(ঘ) আয়ুর্বেদের ক্রমবিকাশ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন (ময়মনসিংহ)

(ঙ) পূর্ব্ব বঙ্গের নদী পরিবর্ত্তন „ আনন্দনাথ রায় (ফরিদপুর)

(চ) পল্লী ও পল্লীবিষয়ক কাহিনী রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

পাঠক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(ছ) পারসি ও আরবী ভাষার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ „ মুন্সী মহম্মদ সহীদুল্লাহ বি এ (২৪ পরগণা)

(এ সম্বন্ধে মূল পরিষদের আয়োজনাদির বিবরণ—বক্তা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ)

(জ) মহাভারতের কাল ও জ্যোতিষিক প্রমাণ „ চন্দ্রকিশোর মজুমদার বি এ (ময়মনসিংহ)

(ঝ) ব্যাকরণ বিভীষিকা „ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা)

(প্রবন্ধ লেখক উপস্থিত না থাকায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল)

(ঞ) ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি—শ্রীযুক্ত রাসিকচন্দ্র বসু

(ট) পাণিনি „ পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম্ এ (ঢাকা)

দ্বিতীয় দিবস

২রা বৈশাখ—অপরাহ্ণ ৪—৭॥০ টা

১। সঙ্গীত

২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গ ভাষার ক্রম বিকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা

৩। অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ

৪। কবিতা পাঠ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত
পাঠক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

(ক) অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা — শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক এম্ এ (ময়মনসিংহ)

(খ) বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গনারী — শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত (ভারতমহিলা সম্পাদিকা)

(গ) সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব
শ্রীযুক্ত অবনীমোহন সেন সাহিত্য-বিশারদ (ঢাকা)

(ঘ) জাতীয় উৎকর্ষ — " শশধর রায় এম্ এ বি এল্ (রাজসাহী)

(ঙ) পৌণ্ড্র বর্দ্ধন (লেখক) " কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)
পাঠক— " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

(চ) কালিদাসের কাব্যে বাঙ্গালা ও
বঙ্গ প্রভাব—বক্তা " পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (যশোহর)

(ছ) মাইকেল ম্যাবাডে — " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (গৌহাটী)

(জ) ময়মনসিংহের মুদ্রাযন্ত্র ও
সংবাদপত্র " চারুচন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

(ঝ) সূতিকাগৃহ ডাঃ " প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (বগুড়া)

(ঞ) বেদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি—পণ্ডিত " উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)

৫। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ।

তৃতীয় দিবস

৩রা বৈশাখ—১৩১৮, ১৬ এপ্রেল—১৯১১

পূর্ব্বাহ্ন—৭টা—১২টা

১। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী রচিত

২। 'সম্মিলন' নামক কবিতা পাঠ—রচয়িতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
পাঠক " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

৩। প্রস্তাব—সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের স্মৃতি-রক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
সমর্থক " প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (বগুড়া)
" পণ্ডিত চন্দ্রধর শাস্ত্রী (ময়মনসিংহ)
" অমরচন্দ্র দত্ত
অনুমোদক " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা)

(এই উপলক্ষে রাখাল বাবু মূল সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠান আয়োজনাদির বিবরণ জ্ঞাপন করেন)।

৪। দ্বিতীয় প্রস্তাব,—বঙ্গ ভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত

ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌এ (মালদহ শিক্ষাসমিতি)

সমর্থক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার)

শ্রীযুক্ত জলধর সেন (নদীয়া)

" সুরেন্দ্রনাথ সেন বি,এ } বরিশাল
" দেবকুমার রায় চৌধুরী }

অনুমোদক " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ (কলিকাতা)

৫। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের পত্র ও টেলিগ্রাম পঠিত হইল।

৬। প্রবন্ধ পাঠ

(ক) অন্ন সংস্থান—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ (ন্যাসনাল কলেজ কলিকাতা)

(খ) আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌এ (রাজসাহী)

(গ) বৃক্ষের সহিত ভূমির উর্ব্বরতার সম্বন্ধ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)

(ঘ) বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষার সাদৃশ্য—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (মুর্শিদাবাদ)

(ঙ) ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়—শ্রীযুক্ত বিধুচরণ বটব্যাল বিএল্ (ময়মনসিংহ)

(চ) ময়মনসিংহে প্রথম মুসলমান প্রবেশ—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)

(সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়)

(ছ) বঙ্গভাষা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

(জ) বাক্যের অভিব্যক্তি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম্‌এ এম্‌ ডি

(ঝ) পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ভাষা—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর [illegible] বিএ (ময়মনসিংহ)

(ঞ) অর্থনীতি-[illegible]—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানরত্ন বি.এ. (কলিকাতা)

(ট) বৈচিত্র্যে একতা—ডাক্তার পার্ব্বতীশঙ্কর দাসগুপ্ত (বগুড়া)

(ঠ) দেশীয় কল—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌এ (কটক)

(ড) ইতিহাস বিজ্ঞান ও
মানবজাতির আশা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌এ (মালদহ)

(ঢ) শব্দের শক্তি—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী } (কলিকাতা)
(ণ) নাট্য-শিল্প— " " " }

(ত) বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি—বক্তা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ

৬। তৃতীয় প্রস্তাব,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নবগঠিত নিয়মানুসারে আগামী বর্ষের সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্য নির্ব্বাচন করা হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশধর রায়, এম্‌এ, বিএল (রাজসাহী)

সমর্থক " কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর বর্ম্মা (ত্রিপুরা)

অনুমোদক " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঢাকা)

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পি এচ্‌ডি
৩। „ সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্
৪। „ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এম্ এ,
৫। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি এ, (সুসঙ্গ)
৬। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী মুক্তাগাছা)
৭। „ „ যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর)
৮। শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)
৯। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস ময়মনসিংহ)
১০। „ অমরচন্দ্র দত্ত „
১১। „ অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার এম্‌এ, বিএল (ময়মনসিংহ)
১২। „ কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর, এ, এস্, (ময়মনসিংহ)
১৩। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুরশিদাবাদ)
১৪। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
১৫। „ বোধিসত্ত্ব সেন, এম্ বি এল্, ঐ
১৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্‌এ (রাজসাহী
১৭। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিএল্ „
১৮। „ শশধর রায়, এম্ এ, বিএল্ „
১৯। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)
২০। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী „
২১। মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, (ভাগলপুর)
২২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিএল্ (ভাগলপুর)
২৩। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (বীরভূম)
২৪। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র „
২৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা)
২৬। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ „
২৭। „ কামিনীকুমার সেন এম্‌এ,বিএল্ „
২৮। „ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত „
২৯। „ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিএ (বগুড়া)
৩০। প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল এম্‌এস
৩১। মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুর (দিনাজপুর)
৩২। মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রাজ্ঞ, এম্ এ, (দিনাজপুর)
৩৩। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, এম্‌এ,বিএল্ বাহাদুর (যশোহর)
৩৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ „
৩৫। „ দেবকুমার রায় চৌধুরী (বাখরগঞ্জ)
৩৬। „ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্‌এ,বিএল্ „
৩৭। „ রাধেশচন্দ্র শেঠ বিএল্, (মালদহ)
৩৮। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী „
৩৯। কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বর্ম্মা ঠাকুর (ত্রিপুরা)
৪০। „ কৈলাসচন্দ্র সিংহ „
৪১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বিদ্যারত্ন গৌরীপুর, (আসাম)
৪২। মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর, (আসাম)
৪৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ আই আরএস্ (চট্টগ্রাম)
৪৪। „ মুন্সী আবদুল করিম „
৪৫। „ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (বর্দ্ধমান)
৪৬। „ প্রসন্নকুমার বসু (নদীয়া)
৪৭। „ বীরেশ্বর সেন „
৪৮। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, (গৌহাটী)
৪৯। „ অম্বিকাচরণ মজুমদার, বিএল্ (ফরিদপুর)
৫০। „ মধুসূদন জানা (মেদিনীপুর)
৫১। „ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিএল্ (বাঁকুড়া)
৫২। „ রামকান্ত আইচ (নোয়াখালী)
৫৩। „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য (শ্রীহট্ট)
৫৪। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌এ (কটক)
৫৫। „ নগেন্দ্রনাথ সেন, বিএ (খুলনা)
৫৬। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া)
৫৭। „ বিষ্ণুপদ চট্টো, এম্‌এ বিএল্ (হুগলী)
৫৮। „ যদুনাথ সরকার এম্‌এ (বাঁকীপুর)
৫৯। „ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী (পাবনা)
৬০। „ শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্‌এ (২৪ পরগণা)
৬১। „ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ (হাজারীবাগ)
৬২। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, সম্পাদক

৭। ধন্যবাদ প্রস্তাব

(ক) ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র চন্দ

„ মস্‌লেমউদ্দিন আহম্মদ

„ রামনাথ চক্রবর্তী

„ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

„ বাগেশ্বর পত্রনবীশ বি এল্

„ মৌলবি আবদুল জব্বার

„ মধুসূদন সরকার এম্‌এ, বিএল্

„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার

(খ) অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

„ মুন্সী মহম্মদ সহিদুল্লাহ বি এ

„ আর, কে, দাস ব্যারিষ্টার

(গ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ বিএল্ কর্ত্তৃক সম্মিলনের উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য এবং আশার কথা বিজ্ঞাপন এবং ময়মনসিংহবাসিগণের একক্রিয়তা প্রার্থনা ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ।

(ঘ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ নিয়মানুযায়ী ছয় মাস মধ্যে প্রকাশের নিমিত্ত ময়মনসিংহকে অনুরোধ।

৮। নিমন্ত্রণ—(আগামী বর্ষে সম্রাট দম্পতির আগমন ও অন্যান্য কারণ উপলক্ষে কোথায় সম্মিলন হইবে তাহা স্থির না হওয়ায় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে নবগঠিত সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি যথাসময়ে স্থান ও কাল নিরূপণ করিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন। অতঃপর বেলা ১২ ঘটিকার সময় সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন—রাত্রি ৯ টার পর স্থানীয় টাউনহলে সভাপতি ডাক্তার বসু মহাশয় অদৃশ্য আলোক ও উদ্ভিদ্‌-জীবন সম্বন্ধে আপনার আবিষ্কার পরম্পরা যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষাদ্বারা প্রদর্শন করেন। টাউনহলের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় তিন শতের অধিক লোক প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই, এবং সেইজন্য কেবল বিদেশ হইতে আগত সভ্যগণই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বরাত্রে সভাপতি মহাশয় স্থানীয় সমস্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিগণকে ঐ সকল বিষয় দেখাইয়াছিলেন। অদৃশ্য আলোক আমাদের চিরপরিচিত দৃষ্টিসহায় আলোকের তুল্য-ধর্ম্মী তাহা বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। উদ্ভিদ্‌জীবনে ও প্রাণিজীবনে অধিক ব্যবধান নাই। নানাবিধ উদ্ভিদেও প্রাণীর মত উত্তেজনায় সাড়া-দেয়, অবসন্ন হয়, বিষপ্রয়োগে ও ঔষধ প্রয়োগে নীরোগ হয়, উত্তাপে মরিয়া যায় ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয়ের নানা নবাবিষ্কৃত বিষয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে দেওয়ালে আলোক ফেলিয়া দেখাইলেন। এই সকল গুরুতর তথ্য সভাপতি মহাশয় এত সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও বোধগম্য হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় সাহায্যে এই শ্রেণীর অত্যুন্নত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্ভবতঃ আমাদের দেশে এই নূতন এবং এইজন্য সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ-অধিবেশন চিরস্মরণীয় হইবে। এত বৃহৎ বিষয়

যে এত সহজে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝান যাইতে পারে, তাহা সভাপতি মহাশয় এই প্রথম প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরববর্দ্ধন ও মহোপকার সাধন করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ মধ্যেও এই সকল দুরূহ বিষয় অতি সরল প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
পণ্ডিত " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ
" রাজেশচন্দ্র শেঠ বি এল্
পণ্ডিত " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রামকমল সিংহ
" মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর
" শশিকান্ত সেন গুপ্ত (ছাত্রসভ্য)
" জিতেন্দ্রনাথ সেন

ময়মনসিংহ ৪র্থ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত পরিষদের প্রতিনিধিগণ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম্‌এ, ডি এস্‌সি, সি আই ই
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ বি এল্
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ
" কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্‌এ বিএল্
" শশধর রায় এম্‌এ, বিএল্

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়
" জলধর সেন
" নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌এ
" বাণীনাথ নন্দী
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
" গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ অমূল্যচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ
„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্‌এ
„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌এ
„ সতীন্দ্রদেবক নন্দী
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত বিএ
„ শশিকান্ত সেনগুপ্ত
„ মহম্মদ সহিদুল্লাহ বি এ
„ গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্
„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ কামিনীকুমার সেন এম্ এ বি এল
„ নবারুণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ বি এল্
„ বীরেশ্বর সেন
„ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্ এম্ এস
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
„ মোহিনীমোহন রায় এম্ এ
„ বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
„ যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
„ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
„ দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সাহিত্যালোচনা বিভাগ।

মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নিয়মানুসারে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার মধ্যে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমিতি সাহিত্যালোচনা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং প্রাচীন পুঁথিসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ;—

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থ-সাহায্যের দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার উৎসাহ প্রদান করা, এবং

(২) মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার

গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—গম্ভীরার গান, বিষহরির গান, প্রাচীন পদ ও কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় লোক-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।

সম্প্রতি ইহার অধীন "সাহিত্যালোচনা বিভাগ" নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্	শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
শ্রীহরিদাস পালিত	শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ (সম্পাদক)

এই সাহিত্যালোচনা বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এক বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে,—

১। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শিক্ষক—সাঁনিহাটী জাতীয় বিদ্যালয়, ঢাকা—
মালদহ জেলার ভৌগোলিক-বিবরণ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য—৵৹

২। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শিক্ষক—আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়, মালদহ—
প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চ্চা—৵৹

৩। শ্রীহরিদাস পালিত (মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী)—
(ক) মালদহের গম্ভীরা—বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়।
(খ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

৪। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্—(শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত) (ক) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
(খ) মালদহ-রত্নমালা—(প্রাচীন গৌড় ও পুণ্ড্রদেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, সাধু, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য।
(গ) গণিত-শিক্ষক—নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য
(ঘ) সেক শুভোদয়া—পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় আবিষ্কৃত শাহ জালালুদ্দিন-তাব্রেজির জীবন-বৃত্তান্তমূলক সংস্কৃত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত।

৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ, শিক্ষক—আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়—
শ্লোকমালা—(সংস্কৃত ও বাংলা) বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্—
মালদহে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত—৸৹

৮। শ্রীজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস্‌সি, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, কলিকাতা—(ক) The Economic Botany of India—২৲
(খ) অর্থকরী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

৯। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার, হেমচন্দ্র বসুমল্লিক-অধ্যাপক, জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ—(ক) অন্নসংস্থান—৴৹
(খ) Educational Institution in Ancient India—৵৹
(গ) The Fundamental Geographical Unity of India—৵৹

১০। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, প্রিন্সিপ্যাল, রিপণ কলেজ কলিকাতা জগৎকথা (নব্য পদার্থবিজ্ঞান)—বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য।

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী

(এই সকল গ্রন্থ পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়)

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক। (ক) অযোধ্যাকাণ্ড—মূল্য ।০ আনা। (খ) উত্তরকাণ্ড—মূল্য ১৲ টাকা। সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড একত্র ১৲ টাকা।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, মূল্য ।৵০ আনা, ; সভ্যগণের পক্ষে ।০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। মূল্য ১।০ টাকা, ; সভ্যগণের পক্ষে ১।০ আনা।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—বিখ্যাত বেদান্তবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখিত। মূল্য ৵০ আনা।

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত প্রবন্ধ। মূল্য ৵০ আনা।

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থের সঙ্কলন-কর্ত্তা। মূল্য প্রথম ভাগ ৸০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ৸০ আনা, সভ্যগণের পক্ষে দুই ভাগ একত্র ১।০ পাঁচ সিকা।

৭। বৈষ্ণবদাসের জয়দেব চরিত—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত। মূল্য ।০ আনা।

৮। ছুটিখানের মহাভারত—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন বি, এ। বৃহৎ গ্রন্থ ; মূল্য ১৲ টাকা।

৯। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ। মূল্য ৸০ আনা।

১০। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত। মূল্য ১।০ টাকা।

১১। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য ৵০ তিন আনা।

১২। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—সম্পাদক চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত। মূল্য ।০ আনা।

১৩। গৌর-পদতরঙ্গিণী—৺জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

১৪। কাশী-পরিক্রমা—সচিত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ৸০ আনা।

১৫। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ২৲ টাকা।

১৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। মূল্য ৵০ আনা।

১৭। নরহরির ব্রজপরিক্রমা—চিত্র ও মানচিত্র সহিত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ১৲ টাকা।

১৮। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১।০ সিকা।

১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্‌সি প্রণীত। মূল্য ।৵০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল, সম্পাদিত। মূল্য ২।০ টাকা।

২১। শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত প্রণীত ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। মূল্য ৸০ আনা।

২২। মিলিন্দ পঞ্হো—অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। মূল্য ১।০ টাকা।

২৩। নরহরির নবদ্বীপ-পরিক্রমা—১ম খণ্ড। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। মূল্য ৸০ আনা।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। মূল্য ৫৲ টাকা। সভ্যগণের ৪৲ টাকা।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ২।০ আনা।

২৬। চাকমাজাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত, ১ম ভাগ। মূল্য ।৵০ আনা।

২৮। শতপথব্রাহ্মণ—১ম খণ্ড শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি, এ। মূল্য ০ আনা।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।